তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

কোন নূতন পত্র প্রকাশ হইলে সেই পত্র প্রকাশের তাৎপর্য্য অবগত হইতে অনেকে অভিলাষ করেন, অতএব তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা যে অভিপ্রায়ে এতৎপত্রিকার সৃষ্টি করিলেন তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এস্থলে অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য পরস্পর দূর দূর স্থায়ী প্রযুক্ত সভার সমুদয় উপস্থিত কার্য্য সর্ব্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনা এবং উন্নতি কিপ্রকার হইবেক? অতএব তাহারদিগের এসকল বিষয়ের অবগতি জন্য এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক।

অনেক সভ্য দূরদেশ বশতঃ বা শরীর গত অসুস্থতা হেতু বা কোন কার্য্য ক্রমে অথবা অন্যকোন দৈব বিপাকে ব্রহ্মসমাজে উপস্থিত হইতে অশক্ত হয়েন বিশেষতঃ তাঁহারদিগের নিমিত্তে উক্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে সময়ে এই পত্রিকাতে প্রকটিত হইবেক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে তাহার মর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্য যে কোন গ্রন্থ যাহাতে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধৃত হইবেক।

পরব্রহ্মের উপাসনার প্রকার এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং সর্ব্বোপাসনা হইতে পরব্রহ্মের উপাসনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহা জানাইবার নিমিত্তে আমারদিগের শাস্ত্রের সার মর্ম্ম সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা এবং অনন্ত বিশ্বের আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশিত হইবেক।

কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব যাহাতে লোকের কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

বৈষয়িক সম্বাদ পত্রে পরমার্থ ঘটিত রচনা প্রকাশের প্রথা না থাকাতে অনেক জ্ঞানি ব্যক্তি আপনারদিগের অভিলষিত রচনা প্রকাশ করিতে অশক্ত ছিলেন, অতএব এই পত্রিকা প্রকাশ হইয়া তাঁহারদিগের সে খিন্নতা এইক্ষণে নিবৃত্ত হইল, এবং সর্ব্ব সাধারণ সমীপে মনোগত জ্ঞান আলোকের প্রকাশ হইবার বিলক্ষণ উপায় হইল।

এই অমূল্য পত্রিকা তাহার চিরজীবন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম দিবসে উদিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য [illegible] এবং তাহারদিগের বন্ধুগণের মনো- [illegible]ন। যদি তাহারদিগের স্নেহের দ্বা- [illegible]কার পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে তৎ [illegible] সমাচার দেওয়া যাইবেক।

মহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য
মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের
গত ৪ বৈশাখ ব্রহ্মসমাজে
ব্যাখ্যাত হয়।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহনানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি॥
কঠশ্রুতিঃ॥

আত্মা এক হয়েন ইহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানা যায়। এই অদ্বিতীয় আত্মাকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥

অপবাদ ন্যায়ের বিবরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আদৌ উপাদান কারণের লক্ষণ দর্শাইতেছি, যেহেতু অপবাদ ন্যায়ের জ্ঞান উপাদান কারণ জ্ঞানের সাপেক্ষ হয়। যে বস্তু রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যে কার্য্যের জনক হয় সেই বস্তুকে সেই কার্য্যের প্রতি উপাদান কারণ কহিয়া থাকেন, এই উপাদান কারণ পরিণাম বিবর্ত্ত ভেদে দুই প্রকারে গণিত হয় তাহার মধ্যে যে বস্তু স্বরূপের অন্যথা ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যের জনক হয় তাহাকে পরিণামোপাদান কহি, যেমন মৃত্তিকা ঘটের প্রতি ও সুবর্ণ কুণ্ডলের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, আর যেবস্তু স্বরূপের কোন অংশে অন্যথা ভাব প্রাপ্ত না হইয়া কার্য্যের উৎপাদক হয় তাহাকে বিবর্ত্তোপাদান কহা যায়, যেমন রজ্জু সর্পের প্রতি শুক্তিকা রজতের প্রতি কারণ হইতেছে। তথাচ অধ্যারোপ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে রজ্জু যেমন সর্প রূপ কার্য্যের প্রতি কারণ সেই রূপ ঈশ্বরও অবিদ্যাদি জড় প্রপঞ্চের কারণ হয়েন, এই প্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা সর্পেরপ্রতি রজ্জু বিবর্ত্তোপাদান আর ঈশ্বরও জড় প্রপঞ্চের প্রতি বিবর্ত্তোপাদান কারণ হয়েন ইহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। অতএব বিবর্ত্ত কারণ রজ্জু হইতে উৎপন্ন যে সর্প সে যেমন বস্তুতঃ রজ্জু মাত্র হয় ও ঐ সর্পের দোষগুণ রজ্জুকে স্পর্শ করে না সেই রূপ পরমেশ্বরের বিবর্ত্তে সম্ভূত প্রপঞ্চ ও পরমেশ্বর মাত্র হয়, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং প্রপঞ্চের দোষ গুণ ও পরমেশ্বরে লিপ্ত হয় না এবং বিবর্ত্ত কারণাভিপ্রায়ে পরমেশ্বরের দ্বিরূপতা প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের পরস্পর বিরোধ ভঞ্জন হয়। সর্ব্ব কর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস সর্ব্বকাম চতুষ্পাদ ষোড়শকল হিরণ্যবর্ণ ইত্যাদি অর্থের বোধক শ্রুতি সকল অধ্যারোপন্যায়ে আরোপিত রূপের প্রতিপাদন করেন আর অমনাঃ অকর্ত্তা চিন্মাত্র অবাঙ্মনসগোচর অস্থূল অনণু অহ্রস্ব অদীর্ঘ আপ্তকাম অশব্দ অস্পর্শ ইত্যাদি শ্রুতি সকল অপবাদ ন্যায়ে তাঁহার বিজ্ঞেয় স্বরূপের বিজ্ঞাপন করেন যাহা জানিলে মৃত্যু হস্ত হইতে মুক্ত হয়। অতএব আরোপ সমান কালে ও পরমেশ্বর স্বরূপের অন্যথাভাব না হইয়া তিনি সর্ব্বদা সমান ও অবস্থান্তর রহিত কেবল প্রজ্ঞান স্বরূপ হয়েন। ভগবান্ বেদব্যাস বেদান্ত সূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে একাদশ সূত্রে পরমেশ্বরের স্বরূপকে নির্ব্বিশেষ রূপে অবধারণ করিয়াছেন।

নস্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্রহি॥বেদান্তসূত্রং॥

“সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ” ইত্যাদি কতিপয় শ্রুতিতে পরমেশ্বরকে সবিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করেন “অস্থূলমনণু” ইত্যাদি কতিপয় শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ করিয়া উপদেশ করেন সুতরাং উভয়বিধ শ্রুতি দৃষ্টে সংশয় হয় যে পরমেশ্বর সবিশেষ নির্ব্বিশেষ উভয় প্রকার হয়েন কিম্বা দুয়ের এক প্রকার হয়েন। উক্ত সূত্রের দ্বারা ভগবান্ বেদব্যাস এই সংশয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এক বস্তু স্বরূপে উভয় প্রকার হওয়া সম্ভব নহে, যেহেতু একই বস্তু রূপাদি বিশেষ যুক্ত ও তদ্বিপরীতে রূপাদি বিশেষ রহিত ইহা বিরোধ হেতুক অবধারণ করা হয় না। যদি কহ পৃথিব্যাদি উপাধি দ্বারা সবিশেষ হয়েন ইহাও সম্ভাবিত নহে যেহেতু উপাধি সম্বন্ধ হইলে এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হয় ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট নহে তথাচ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে স্ফটিক শুক্ল বর্ণ হইয়া জবা পুষ্পাদি সন্নিকর্ষে বস্তুতঃ রক্তবর্ণ হয় না কেবল ভ্রমবশতঃ রক্ত বর্ণ প্রতীতি হয় সেই রূপ পৃথিব্যাদি উপাধি অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত হয়, সুতরাং তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের সবিশেষত্ব বাস্তবিক হইতে পারে না, অতএব পরমেশ্বর নি-

র্ব্বিশেষ হয়েন এই পক্ষই স্বীকার করিতে হই-বে যেহেতু তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদক "অশব্দ মস্পর্শমরূপমব্যয়ং" ইত্যাদি শ্রুতিতে পর-মেশ্বরকে নিরস্ত সমস্ত বিশেষ রূপে প্রতি-পাদন করেন।

মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১ জ্যৈষ্ঠে ব্রহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়।

আত্মেত্যেবোপাসীত॥ শ্রুতিঃ॥
আত্মার উপাসনা করিবেক॥

অপবাদ ন্যায়ে আচার্য্যের নিকট পরব্রহ্ম ত-ত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদুপাসনাতে প্রবৃ-ত্ত পুরুষের অগ্রে ইহা জানা আবশ্যক যে উ-পাসনা শব্দের অর্থ কি এবং সে উপাসনাতে কি কি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়? এনি-মিত্ত তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যদ্যপি দেবতাদির উপাসনাতে উপাস্যের প্রীতি জনক ব্যাপারকে উপাসনা কহা যায় তথা-পি পরমেশ্বর বিষয়ে তাদৃশ ব্যাপার উপাসনা শব্দে অভিপ্রেত নহে, কিন্তু পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা শব্দে কহা যায় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে আত্ম জ্ঞানে বিধি দিয়াছেন।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং॥ শ্রুতিঃ॥
এই এক আত্মাকে জানহ॥
তদাত্মানমেবাবেৎ॥ শ্রুতিঃ॥
কেবল আত্মাকেই জানিবেক॥

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্।
মনুঃ॥
আত্ম জ্ঞানে ইন্দ্রিয় শাসনে প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেক।

অন্য অন্য উপাসনাতে পূর্ব্বাদি দিক্ প্রাচী নি-ম্নাদি দেশ পূর্ব্বাহ্লাদি কালের নিয়ম আছে প-রমেশ্বরের উপাসনাতে এ সকলের নিয়ম নাই কিন্তু যে দিকে যে দেশে যে সময়ে চিত্তের এ-কাগ্রতা হয় সেই দিকে সেই দেশে সেই কালে উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥ বেদান্তসূত্রং॥
যে দিক্ দেশ কালে চিত্তের স্থিরতা হয় সেই দিক্ দেশ কালে উপাসনা করিবেক যেহেতু বেদে বি-শেষ কহেন নাই॥

উক্ত উপাসনাতে আহার্য্য কোন দ্রব্যও অঙ্গ নহে কেবল যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যা-হার ধারণা ধ্যান সমাধি এই আটই পরমেশ্বরে-র উপাসনাতে অঙ্গ হয় একারণ উক্ত যমাদির লক্ষণ সঙ্ক্ষেপে লেখা যাইতেছে। যম শব্দে অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য অপরিগ্রহ এই পাঁচকে কহা যায়, তন্মধ্যে অহিংসা শব্দের অর্থ বাক্য মন কায়ের দ্বারা বিহিত ব্যতিরেকে পর পীড়া পরিত্যাগ, এতাদৃশ অহিংসা যুক্ত পুরুষ সর্ব্ব প্রাণির মিত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনাতে অধি-কারী হয়েন। সত্যপদে বাক্য দ্বারা যথাদৃষ্ট যথা শ্রুত বিষয়ের প্রতিপাদন, এই প্রকার সত্য ধর্ম্মা-বলম্বি পুরুষের পরমেশ্বরের আরাধনাতে যোগ্য-তা হয়। অন্যায়ে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয় তাহার পরিত্যাগ অস্তেয়, যেহেতু পরদ্রব্য হরণে আসক্ত ব্যক্তি লোক গ্লানি রাজদ্বারে তির-স্কার, যদি অত্যন্ত গোপনে করে তথাপি নরক ভাগি হয়, সুতরাং পরম পবিত্র পরমেশ্বরের উ-পাসনাতে সে যোগ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে গৃহস্থের পক্ষে অবিহিত স্ত্রীসংসর্গ পরি-ত্যাগ যেহেতু বিহিত স্ত্রীসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না।

ষোড়শর্ত্তুর্নিশাস্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যশ্চতস্রশ্চ বর্জয়েৎ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

এই শ্লোকের মর্ম্ম দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে প্রজা উৎপাদনার্থ বিহিত স্ত্রীসংসর্গে ব্রহ্ম চর্য্যের স্খলন দোষ হয় না। অপরিগ্রহ শব্দে উ-পাসনার বিরোধি বস্তু মাত্রের অসংগ্রহ যেহেতু বিরোধি বস্তু সত্ত্বে উপাসনার ব্যাঘাত হয়। নিয়ম শব্দে শৌচ সন্তোষ তপস্যা স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চ পদার্থের প্রতিপাদক হয়। তন্মধ্যে শৌচ পদার্থ দুই প্রকার প্রথম মৃত্তি-কা জল দ্বারা হস্ত পাদাদি পরিস্কার ক-রণ দ্বিতীয় অন্তঃকরণের রাগ দ্বেষ মদ মাৎ সর্য্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের পরিত্যাগ যেহেতু প্রক্ষা-লনাদি [illegible] না থাকিলে অঙ্গের মলিনতা দোষে [illegible] থাকে না, সুতরাং আত্মো-

পাসনাতে মনোনিবেশ হয় না, এবং রাগ দ্বেষাদি বিরুদ্ধধর্ম্মে আক্রান্ত পুরুষ তাহারদিগের অনুকূল বিষয়ে সর্ব্বদা বিব্রত থাকে, একারণ আত্মোপাসনার ক্ষমতা থাকেনা। সন্তোষ পদে আত্মোপার্জ্জন দ্বারা যথা লাভে সন্তুষ্ট থাকা, এই সন্তোষের উপায় কেবল পরের অর্থ চিন্তনাভাব, যেহেতু স্বাপেক্ষা উপরি উপরি লোকের অর্থ চিন্তনে আপনাকে দরিদ্র বোধ হইয়া অসন্তোষ জন্মে, সুতরাং অসন্তোষে ক্ষুব্ধচিত্ত পুরুষ আত্মোপাসনাতে অনধিকারী হয়। তপস্যা শব্দে ভূরিভোজনের পরিত্যাগ ।

তপোনানশনাৎপরং॥ শ্রুতিঃ॥
অল্প আহারের পর তপস্যা নাই॥

নাত্যশ্নতস্তুযোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ॥
ভগবদ্গীতা॥
যে অত্যন্ত আহার করে ও যে একান্ত আহার করেন
এ উভয়ে যোগ সিদ্ধ হয় না॥

অতএব পরমাত্মোপাসকের কর্ত্তব্য যে অতি ভোজন পরিত্যাগ করিয়া পরিমিত আহার করেন। স্বাধ্যায় শব্দে প্রণব উপনিষদাদি বেদের আবৃত্তি দ্বারা তদর্থ পরমেশ্বরের চিন্তন।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং॥ শ্রুতিঃ॥
প্রণবের অবলম্বন দ্বারা আত্মার চিন্তন করহ॥

উপনিষদমাবর্ত্তয়েৎ॥
উপনিষদের আবৃত্তি করিবেক॥

ঈশ্বর প্রণিধান শব্দে। "তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে" আমার বুদ্ধি প্রকাশক যে স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর তাঁহাকে মুক্তি ইচ্ছুক হইয়া আমি শরণাপন্ন হই, ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত প্রকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াকে কহা যায়। আসন শব্দের অর্থ কর চরণাদি অবয়বের বিন্যাস বিশেষ যাহাকে পদ্মাসন প্রভৃতি শব্দে কহা যায়। প্রণায়াম পদে পূরক কুম্ভক রেচক দ্বারা প্রাণ বায়ুর সংযম যাহার অভ্যাস দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ের রাগ দ্বেষাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আর বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়ে গমন নিবারিত হয়।

দহ্যন্তেধ্মায়মানানাং ধাতূনাংহি যথামলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥
মনুঃ॥
যেমন অগ্নিতে তাপ্যমান স্বর্ণ রজতাদি ধাতু দ্রব্যের মলা এক কালে দগ্ধ হয় সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের দোষ সকল প্রাণায়াম দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়॥

প্রত্যাহার শব্দে ইন্দ্রিয় সকলকে স্বস্ব বিষয় হইতে আকর্ষণ করাকে কহেন, যাহার অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয় গণের যে বিষয়ে আসক্তি তাহার নিবারণ হয়। ধারণা শব্দে পরমেশ্বরে যে অন্তঃকরণের অভিনিবেশঃ তাহাকে কহা যায়। ধ্যান শব্দে অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহকে কহা যায়। আর পরমেশ্বরে যে চিত্তের একাগ্রতা তাহাকে সমাধি শব্দে কহাযায়। অতএব পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের বরঞ্চ বাহ্যে দ্রব্যাদি আহরণ ব্যতিরেকেও হয়, কিন্তু উক্ত অষ্টবিধ অঙ্গের অনুষ্ঠান যথা সাধ্য অত্যাবশ্যক হয়।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা॥

গত ১৮ বৈশাখ রবিবারে বংশবাটী গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিতা হইয়াছে। তদুপলক্ষে ঐ স্থানে এক সভা হয়, তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভার কতিপয় সভ্য মহাশয়েরা কলিকাতা চুঁচুড়া প্রভৃতি দূর স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত বংশবাটী, শিবপুর, ত্রিবেণী, হালিসহর, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি ভাগীরথীর উভয় তীরস্থ অনেক গ্রামবাসী অন্যূন ৫০০ পঞ্চশত ব্যক্তি সভারোহণ করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে সভার শোভা পরিপূর্ণা হইলে আদৌ উপনিষৎ পাঠ হইল। তদনন্তর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করিলেন যে তত্ত্ববোধিনী সভা ১৭৬১ শকে ২১ আশ্বিন রবিবার কলিকাতা মহানগরে স্থাপিতা হয়, সে সভার প্রতিজ্ঞা এই যে আমারদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম বিদ্যা তাহা প্রচলিতা হয়, এই উদ্দেশে বিবিধ উপায় সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঠশালাকে এক প্রধান উপায় গণ্য করা গিয়াছে, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সেই পাঠশালা অদ্য এই বংশবাটী গ্রামে গ্রামস্থ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি মহোদয়দিগের সাহায্যক্রমে স্থাপিতা হইল এবং তাঁহারদিগের নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে যে প্রকার আনন্দের সহিত উৎসাহ বারি সেচন পূর্ব্বক অদ্য এই পাঠশালার অঙ্কুরারো-

প করিলেন তদ্রূপ এক বাক্যতা রূপে একাধারে ক্রমাগত উৎসাহ বারি সেচন করিতে থাকুন তবে আশা করি যে অচিরাৎ এই বৃক্ষ স্বরূপ পাঠশালা প্রচুর ফল দ্বারা শোভিতা হইবেন এবং সেই ফল ভোগ আপনারাই করিবেন।

ইহার ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে নেত্রপাত করিলে এইক্ষণকার আমারদিগের এই অবস্থাকে কি দুরবস্থা বোধ হয়। তৎকালে বিদ্যার আলোচনা কি পরিপাটী রূপ ছিল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন বর্ণ বিদ্যাভ্যাসে তৎপর ছিলেন, শূদ্র জাতিদিগের বিদ্যার অনুশীলনা ছিল না কিন্তু তাহারা সমুদয় লোক মধ্যে চারি ভাগের একভাগ মাত্র, কোন্ দেশীয়লোকের মধ্যে এখন ওপর্য্যন্ত চতুর্থাংশের একাংশকে মূর্খ না পাওয়া যায়। পরে যখন মুসলমান রূপ পিশাচেরা এই ভাগ্যহীন ভারতবর্ষকে ৯১৯ শকে আক্রমণ করিয়া বিবিধ অত্যাচার দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড এবং মুমূর্ষু করিল সেই অবধি ক্রমে বিদ্যার সুতরাং ধর্ম্মের বল হ্রাস হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয় বর্ণ অন্য অন্য বর্ণের আশ্রয় হইয়াছেন অতএব ক্ষত্রিয়ের পরাজয়ে এবং ক্ষয়ে অন্য অন্য বর্ণেরও নাশ হইতে লাগিল, এনিমিত্তেও আমারদিগের এই বঙ্গদেশে এইক্ষণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি কেবল বাহুল্যে দৃষ্ট হয়, এবং এইক্ষণকার এই শূদ্র জাতি বঙ্গ দেশীয় বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ন্যায় যে বর্ণ শঙ্কর নহেন এমত প্রমাণ দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্থাপিত করা যায় না। মুসলমানদিগের উন্নতি কালে ব্রাহ্মণেরা আপনারদিগের ধর্ম্ম সুন্দর রূপে রক্ষণে ক্রমে অশক্ত হইতে লাগিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ কেহবা জীবন ধারণার্থে কেহবা সম্মান উপচয়ার্থে শূদ্রদিগের দৃষ্টান্তে মুসলমানদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং সেই জাতীয়েরদিগের পারস্য ভাষা শিখিতে লাগিলেন যে ভাষাতে কেবল কতক গুলীন উন্মাদ প্রলাপের ন্যায় গদ্য পদ্য রচনা ভিন্ন যাহাকে বিদ্যা বলা যায় এমত কোন বিদ্যার বাষ্পও নাই, তাহার অভ্যাসে মনের বিকার ব্যতীত সংস্কার কুত্রাপি সম্ভব হয় না। মুসলমানের বিদ্যা অর্থকরী বিদ্যা হইল সুতরাং বালক কালাবধি ধনের উদ্দেশে ধর্ম্মনাশের শিক্ষা পিতার শাসনে শিখিতেই হইল, তদবধি সকলের মনে এই এক কুসংস্কার হইল যে কেবল ধনের নিমিত্তে বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, যে বিদ্যায় ধনের আয় নাই সে বিদ্যা অভ্যাস করা পরিশ্রম মাত্র, এই রূপ গাঢ় সংস্কার বশতঃ আপনারদিগের শাস্ত্র দেখিবার ও শুনিবার প্রয়োজন থাকিল না। সুতরাং শাস্ত্র জ্ঞানাভাবে আমারদিগের সনাতন ধর্ম্মের ও নানা বিধ বিকৃতি হইয়া উঠিল।

এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের প্রাদুর্ভাবে এদেশ উজ্জ্বল হইবার উন্মুখ হইয়াছে, ক্রমে প্রায় ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে। দুঃখ দূরের মহদুপায় জ্ঞান হইয়াছে, কারণ জ্ঞানই আমারদিগের শক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা প্রকাণ্ড বলবান্ অথচ মূর্খ হস্তী মনুষ্যের অধীন হইতেছে। এই মূর্খতা রূপ অন্ধ রোগের ভেষজ স্বরূপ বিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ নিমিত্তে এই পরোপকারি সদাচারি ইংলণ্ডীয়দিগের উৎসাহে এবং যত্নে দেশে দেশে নানা বিধ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অত্যল্প আয়াসে মনুষ্য স্বভাবের উজ্জ্বল কারক প্রচুর বিদ্যার অভ্যাস হইতেছে। যে বৃহৎ পৃথিবীর উপরে আমরা বাস করিতেছি ইহার আকৃতি কি? সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি এই পৃথিবীর কত দূরে আছেন? সূর্য্য অস্ত হইয়া কোথায় লুপ্ত হয়েন? এবং পুনর্ব্বার সূর্য্য পূর্ব্ব দিক্ হইতে কি প্রকারে নিয়মিত রূপে উদিত হয়েন? চন্দ্রের প্রতি মাসে হ্রাস বৃদ্ধি কেন হয়? প্রবল সমুদ্র আপনার নিয়মিত সীমাকে উল্লঙ্ঘন কেন করিতে না পারে? শূন্য হইতে জলের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়? ঈশ্বরের এই প্রকারে এই আশ্চর্য্য বিচিত্র সৃষ্টির নিয়ম এই সভাস্থ ব্যক্তি দিগের মধ্যে কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়, বিবিধ বিদ্যালয়ে এইক্ষণে বালকেরা এই সমস্ত জ্ঞানেরই অভ্যাস করিতেছে। কোন গ্রন্থ কর্ত্তা লিখিয়াছেন তাহার বাক্যকেই কেবল প্রমাণ করিয়া সৃষ্টির রচনা জানিতেছে এমত নহে কিন্তু সেই গ্রন্থকর্ত্তার সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা

দ্বারা মান্য করিতেছে। এই রূপে বালক কালে অত্যন্ত নিপুণ রূপে বিচিত্র সৃষ্টির রচনার বিষয়ে অনুশিষ্ট হইয়া জ্ঞানের উদ্রেকে ঈশ্বরের মহিমা কতক জানিতে শক্য হয়, তখন তাহারদিগের বোধ হয় যে এই অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা অবশ্য এক জন আছেন যিনি অনন্ত স্বরূপ, কারণ অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা অনন্ত স্বরূপ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না; এবং স্বতরাং তাঁহার আকার নাই, কারণ যাহার আকার স্বীকার করা যায় তাহাকে আর অনন্ত বলা যায় না; এবং তিনি জ্ঞান স্বরূপ, কারণ কোন জড় বস্তুর দ্বারা এ অচিন্তনীয় রচনার রচনা হইতে পারে না; এবং এমত যে নিরাকার নির্ব্বিকার আনন্দ স্বরূপ অন্তরস্থিত পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে যত্ন ভিন্ন তাহার উপাসনা হইতে পারে না।

এইক্ষণে এই দেশের বিবিধ বিদ্যালয়ের শত শত ছাত্রেরা এই প্রকার সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিয়া সৃষ্টি কর্ত্তাকে আনন্দ স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ এবং কেবল চিত্তের দ্বারা উপাসনীয় করিয়া জানিতেছেন, এ নিমিত্তে যখন তাঁহারদিগের সমুদায় পরিবারদিগকে নিরাকার নির্ব্বিকার জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরকে জড় পদার্থে আকার বিশিষ্ট করিয়া উপাসনা করিতে তাহারা দেখে, এবং উপাসনা কালীনও শ্রদ্ধা ভক্তি কিছু দেখিতে না পাইয়া কেবল আহার বিহার হাস্য কৌতুক আমোদ প্রমোদ করিতেই দেখে, তখন তাঁহারদিগের মনে কি ইহা উদয় হওয়া আশ্চর্য্য যে যে শাস্ত্রে পরমেশ্বরের এতদ্রূপে স্বরূপের বিপরীত বর্ণনা আছে, এবং যে শাস্ত্রে এমত রূপে পরমেশ্বরের উপাসনার বিধি আছে সে শাস্ত্র কখনও সত্য হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারা জ্ঞানবান্ হইয়াও আপনারদিগের শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অনুসন্ধান না করিয়া কেবল তাঁহারদিগের পরিবারের উপাসনা দৃষ্টিতে শাস্ত্রের মর্ম্মকে কল্পনা দ্বারা উহ্য করিয়া থাকেন, যদি তাঁহারদিগের শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিত তবে এই শাস্ত্রকে অবশ্য বিশ্বাস এবং মান্য করিতেন, কারণ তাঁহারা বালক কালাবধি সৃষ্টি বিষয়ের আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরকে যে প্রকারে সত্য এবং জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ করিয়া জানেন, তাহাই সমুদায় শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম।

অতএব হে সভাস্থ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন, কেবল শাস্ত্রের দৃষ্টি অভাব জন্যই অনেকে এই শাস্ত্রকে অবিশ্বাস ও অমান্য করিতেছে, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে যাঁহারা এইক্ষণে শাস্ত্র মানিতেছেন না তাঁহারদিগের শাস্ত্র জানা থাকিলে অবশ্য মানিতেন। এইক্ষণে ইংরাজী বিদ্যার দ্বারা চতুর্দ্দিগে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, অতএব জ্ঞানিরদিগের শাস্ত্র আমারদিগের চিরকালের যে বেদান্ত শাস্ত্র, যাহা গুপ্ত থাকা জন্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তাহাই এইক্ষণে প্রকাশ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে; এই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারাভাবে স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর জ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ না হইয়া নিরাশ্বাসে অনেকে বিজাতীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি এইক্ষণে অবলম্বন করিতেছে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্ম্মের আশ্রয় লইবে।

স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা যাইবে। বিধর্ম্ম দল যেরূপ প্রতিদিন চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে যদিও সম্যক্‌রূপে প্রতিবন্ধ করা শক্তির অতীত তথাপি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা উচিত বোধ করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা এ অসমসাহসিক কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। হে পরমাত্মন্ তাঁহারদিগের এই চেষ্টা সফলা কর।

ইহার শেষভাগ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে পরমার্থ জ্ঞান, তাহার নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করা গৃহস্থ ব্যক্তির অত্যাবশ্যক হইয়াছে; কারণ এই পরমার্থ চর্চ্চা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইলে নিয়মিতরূপে সংসার নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়েন, এবং পরকালে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বর এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমারদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়, আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়। যদি কহ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে যে সকল দেবতাদিগের উপাসনা লিখিয়াছেন সে সকল কি অপ্রমাণ? আর পুরাণ এবং তন্ত্রাদি কি শাস্ত্র নহেন? তাহার উত্তর এই, যে পুরাণ এবং তন্ত্রাদি অবশ্য শাস্ত্র বটেন, যেহেতু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতেও পরমাত্মাকে এক এবং বুদ্ধি মনের অগোচর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, তবে পুরাণেতে এবং তন্ত্রাদিতে সাকারদেবতার বর্ণন এবং উপাসনা যে বাহুল্য মতে লিখিয়াছেন সে প্রত্যক্ষ বটে কিন্তু ঐ পুরাণ এবং তন্ত্রাদি সেই সাকার বর্ণনের সিদ্ধান্ত আপনিই পুনঃ পুনঃ এই রূপে করিয়াছেন, যে যেব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ের শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া রূপকল্পনা করিয়াও উপাসনার দ্বারা চিত্তস্থির রাখিবেক; পরমেশ্বরের উপাসনাতে যাহার অধিকার হয় কাল্পনিক উপাসনাতে তাহার প্রয়োজন নাই। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পরের শ্লোকেতে দেওয়া যাইতেছে।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা।

যমদগ্নের্ব্বচনং ॥

জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার রূপের কল্পনা সাধকের নিমিত্তে করিয়াছেন, রূপ কল্পনার স্বীকার করিলেই পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়॥

রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ।
অপক্ষয়বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তিজন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃশক্যতেবক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলং ॥

বিষ্ণুপুরাণং ॥

রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশ রহিত অবস্থান্তরশূন্য দুঃখ এবং জন্মহীন পরমাত্মা হয়েন কেবল আছেন এইমাত্র করিয়া তাঁহাকে কহা যায়॥

অপ্সুদেবামনুষ্যাণাং দিবিদেবামনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষুমূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনিদেবতা॥

শাতাতপ বচনং॥

জলেতে ঈশ্বর বোধ ইতরমনুষ্যের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বর বোধ দেবজ্ঞানিরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে, আত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানিরা করেন॥

কিংস্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং॥

শ্রীমদ্ভাগবতং॥

তীর্থ স্নানাদিতে তপস্যা বুদ্ধি যাহারদিগের আর প্রতিমাতে দেবতা জ্ঞান যাহারদিগের এমত রূপ ব্যক্তি সকলের যোগেশ্বরদিগের দর্শন স্পর্শন নমস্কার আর পাদার্চ্চন অসম্ভাবনীয় হয়॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলেন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতং ॥

যেব্যক্তির কফ পিত্ত বায়ুময় শরীরেতে আত্মার বোধ হয় আর স্ত্রী পুত্রাদিতে আত্মভাব হয় আর মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুতে দেবতাজ্ঞান হয় আর জলেতে তীর্থ বোধ হয় আর এসকল জ্ঞান তত্ত্ব জ্ঞানিতে না হয় সেব্যক্তি বড় গরু॥

বিদিতে তু পরে তত্ত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে।
কিঙ্করত্বং হি গচ্ছন্তি মন্ত্রামন্ত্রাধিপৈঃসহ॥

কুলার্ণবঃ॥

ক্রিয়াহীনবর্ণাতীত যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা বিদিত হইলে মন্ত্র সকল মন্ত্রের অধিপতি দেবতার সহিত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥

পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিংকার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

কুলার্ণবঃ॥

পরব্রহ্ম জ্ঞান হইলে কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকেনা যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালের পাখা কোনকার্য্যে আইসে না॥

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

মহানির্ব্বাণং॥

এইরূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকাররূপ অল্প বুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে॥

অতএব বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে যত যত রূপের কল্পনা এবং উপাসনার বিধি দুর্ব্বলাধিকারির নিমিত্ত কহিয়াছেন তাহার মীমাংসা পরে এইরূপ শত শত মন্ত্র এবং বচনের

দ্বারা আপনিই করিয়াছেন। যদি কহ ব্রহ্ম-জ্ঞানের যেৰূপ মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন সেপ্রমাণ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই সুতরাং সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান যদি অসম্ভব হইত তবে " আত্মা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ " " আত্মৈবোপাসীত " এইৰূপ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের প্রেরণা থাকিত না, কেননা অসম্ভব বস্তুর প্রেরণা শাস্ত্রে হইতে পারে না। আর যদি কহ ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব নহে কিন্তু কষ্টসাধ্য বহুযত্নে হয়, ইহার উত্তর এই, যে বস্তু বহুযত্নে হয় তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন আবশ্যক হয় তাহার অবহেলা কেহ করেনা; তুমি আপনিই ইহাকে কষ্টসাধ্য কহিতেছ অথচ ইহাতে যত্ন করা দূরে থাকুক ইহার নাম করিলে ক্রোধ কর। অধিকন্তু পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে স্পষ্ট কহিতেছেন যে যাবৎ নামৰূপ বিশিষ্ট সকলেই জন্যএবং নশ্বর।

যেসমর্থাজগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেপিকালে প্রলীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥
বিষ্ণুবচনং।

এই জগতের যাহারা সৃষ্টি সংহারের কর্ত্তা এবং সমর্থ হয়েন তাঁহারাও কালে লীন হয়েন, অতএব কাল বড় বলবান্॥

গন্ত্রী বসুমতী নাশমুদধির্দৈবতানি চ।
ফেণপ্রখ্যঃ কথংনাশং মর্ত্যলোকোন যাস্যতি॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

পৃথিবী এবং সমুদ্র এবং দেবতারা এসকলেই নাশকে পাইবেন,অতএব ফেণার ন্যায় অচিরস্থায়ি যে মনুষ্য সকল কেন তাহারা নাশকে না পাইবেক॥

বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশানএবচ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং॥

বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীরগ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশংপ্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥
কুলার্ণবঃ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবচ্ছরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক॥

এইৰূপ ভূরি বচনের দ্বারা গ্রন্থ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। যদ্যপি পুরাণ তন্ত্রাদিতে লক্ষ স্থানেও নাম ৰূপ বিশিষ্টকে উপাস্য করিয়া বর্ণন করেন, পরে কহেন যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির মনঃস্থিরের নিমিত্ত কল্পনা মাত্র করাগেল, তবে ঐ পূর্ব্বের লক্ষ বচনের সিদ্ধান্ত পরের বচনে হয় কি না? আর যদি পুরাণ তন্ত্রাদিতে সকল ব্রহ্মময় এই বিচারের দ্বারা নানা দেবতাকে এবং দেবতার বাহনকে এবং সকলকে আর অন্নাদি যাবদ্বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়া পুনরায় কি জানি এ বর্ণনের দ্বারা ভ্রম হয় এনিমিত্ত পশ্চাৎ কহেন যে বাস্তবিক নাম ৰূপ সকল জন্য এবং নশ্বর হয়েন তবে তাবৎ পূর্ব্বের বাক্যের মীমাংসা পরের বাক্যে হয় কি না? যদি কহ কোন দেবতাকে পুরাণেতে সহস্র সহস্রবার ব্রহ্ম কহিয়াছেন আর কাহাকেও কেবল দুই চারি স্থানে কহিয়াছেন অতএব যাঁহারদিগকে অনেক স্থানে ব্রহ্ম কহিয়াছেন তাঁহারাই স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হয়েন। উত্তর। যদি পুরাণাদিকে সত্য কহ তবে তাহাতে দুই চারি স্থানে যাহার বর্ণন আছে আর সহস্রস্থানে যাহার বর্ণন আছে সকলকেই সত্যৰূপে মানিতে হইবেক, যেহেতু যাহাকে সত্যবাদী জ্ঞান করা যায় তাহার সকল বাক্যেই বিশ্বাস করিতে হয়, অতএব পুরাণ তন্ত্রাদি আপনার বাক্যের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাহাতে পরস্পর দোষ না হয় কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত বাক্যে মনোযোগ না করিয়া মনোরঞ্জন বাক্যে মগ্ন হই।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বসু এবং শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা দ্বাদশ মাসের স্বীয় স্বীয় দাতব্য টাকা প্রদান না করাতে প্রচলিত নিয়মানুসারে এই সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইলেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মাসের প্রথম দিবসে মুদ্রিত হইয়া অতি প্রাতে প্রকাশিত হয়॥

বিজ্ঞাপন ॥

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন॥

কেবল জ্ঞান দ্বারা এক মাত্র জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্তে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর হইল কতিপয় মহাত্মাদিগের উৎসাহ এবং যত্নের দ্বারা এই কলিকাতা মহানগরে ব্রহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে, তৎস্থানে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাসে প্রতি বৎসরে এক দিবস সূর্য্যাস্ত সময়ে মূল বেদান্ত পাঠ ও বঙ্গভাষাতে তাহার অর্থ প্রচার, ব্রহ্ম বিষয়ক ব্যাখ্যান, এবং সঙ্গীত দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়া থাকে, এবং তৎকালেও অনেক ব্রহ্ম পরায়ণ ব্যক্তির সমাগম হয়।

এই প্রকার ব্রহ্ম সমাজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়, এবং যেরূপেতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হয়, তাহার সাধন নিমিত্তে ১৭৬১ শক ২১ আশ্বিন রবিবারে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হয়। যে সকল ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা এইক্ষণে স্থানে স্থানে পরস্পর অজ্ঞাত রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আছেন, তাঁহারা সকলে এই সভা ভুক্ত হইয়া এক দলবদ্ধ হইলে অনেকের সহিত সাহায্য, উৎসাহ, যত্ন, প্রণয়ের ঐক্য প্রযুক্ত অজ্ঞান তিমির নাশের প্রতি অনেক উপায় হইতে পারে। ঐক্য ভিন্ন কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না, এনিমিত্তে স্বজাতীয় সর্ব্ব সাধারণের নিকটে এ সভার অধ্যক্ষ এবং সভ্যদিগের বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা যে যেখানে যাঁহারা যে অবস্থায় থাকুন যাঁহারদিগের ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের জন্য যত্ন আছে এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিজ্ঞাত মহৎকার্য্যে স্ব স্ব সাধ্যমত উৎসাহ প্রদান করিতে তাঁহারা একবাক্যতাকে গ্রহণ করুন।

সাধারণ রূপে এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারের নিমিত্তে এই সভা হইতে এক যন্ত্রালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে বৃত্তি সহিত মূল বেদান্ত এবং বঙ্গভাষায় তাহার অনুবাদ এবং অন্য অন্য ব্রহ্ম বিষয়ক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া এই সভার সভ্যদিগকে এবং তাঁহার দিগের বন্ধুগণকে বিতরণ করিবার নিমিত্তে স্থির করা গিয়াছে। বালককালাবধি ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ না হইলে তাহার স্ফূর্ত্তি সম্যক্রূপে হওয়া দুষ্কর হয়, এজন্য এই সভা হইতে পাঠশালা সংস্থাপনা করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য হইয়াছে, তদনুযায়ী সম্প্রতি বংশবাটীতে এক পাঠশালা স্থাপনা করা গিয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ডীয় ও বঙ্গ এবং সংস্কৃত ভাষাতে উপযুক্ত মত বৈষয়িক বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র, এবং ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। ঈশ্বর করেন তবে এতদ্দেশীয় লোকের উৎসাহ দ্বারা এই প্রকার পাঠশালা স্থানে স্থানে সংস্থাপিতা হইবেক।

মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১ শ্রাবণে ব্রহ্মসমাজে ব্যাখ্যাত হয়।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা॥

শ্রুতিঃ॥

এই আত্মা চক্ষুর্দ্বারা দৃশ্য নহেন এবং বাক্যের দ্বারা বাচ্য নহেন ও অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং তপস্যা ও কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য নহেন॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা দেহ পতন সময়ে স্বীয়ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম সকলকে আপন শক্রমিত্রে অর্পণ করিয়া জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে জনন মরণ শোক মোহাদি রূপ সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিতি করেন। ইহার প্রতি কর্ম্ম মীমাংসাকার ভগবান্ জৈমিনি আচার্য্য আপত্তি করেন যে তত্ত্বজ্ঞানের কোন ফল জনকতা নাই, কেবল কর্ম্মেরই ফল জনকত্ব আছে, একারণ মোক্ষ কর্ম্ম জন্য হয়। এ আপত্তি অনর্থক যেহেতু ব্রহ্ম ভাব রূপ মোক্ষ যে ক্রিয়াজন্য হয় ইহা কোন রূপেই সম্ভব হইতে পারেনা। বস্তু চারি প্রকারে ক্রিয়ার ব্যাপ্য হইয়া থাকে, প্রথম উৎপাদ্য যেমন ঘট পূর্ব্বে ছিলনা ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় বিকার্য্য যেমন দুগ্ধ অম্ল সংযোগাদি ক্রিয়ার দ্বারা দধি রূপে বিকৃত হয়, তৃতীয় প্রাপ্য যেমন গমন ক্রিয়ার দ্বারা গ্রাম নগরাদির প্রাপ্তি হয়, চতুর্থ সংস্কার্য্য যেমন রক্ত বর্ণের আধান দ্বারা বস্ত্র রক্ত বর্ণ হয়, কিম্বা মলাপনয়ন দ্বারা দর্পণে উজ্জ্বলতা জন্মে, এই চারি প্রকার ব্যতিরেকে বস্তু ক্রিয়ার ব্যাপ্য হয় এমত উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এই চতুর্ব্বিধ ক্রিয়া ব্যাপ্য বস্তুর মধ্যে মোক্ষ এক প্রকারও গণিত নহে যাহাতে মোক্ষে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ হইতে পারে। মোক্ষ হইলে অর্থাৎ শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হইলে জীবের ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থান হয়, স্নুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপ উৎপাদ্য কিম্বা বিকার্য্য হয় ইহা কদাপি সম্ভব নহে, যেহেতু বেদে তাঁহাকে কূটস্থ নিত্য এবং উৎপত্তি বিনাশ হীন করিয়া কহিতেছেন।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কঠশ্রুতিঃ॥

এই আত্মা জন্ম রহিত সর্ব্বদা এক রূপ হয়েন এবং পূর্ব্ব হইতেই নূতন আছেন, যেমন কুণ্ডল বিকার দ্বারা হার হইয়া নূতন হয় তদ্রূপ আত্মা বিকার দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া যে নূতন হয়েন এমত নহে এবং শরীর হন্যমান হইলেও তিনি হন্যমান হয়েন না তিনি প্রাপ্য নহেন যে গ্রাম নগরের ন্যায় গমন ক্রিয়ার ব্যাপ্য হইবেন যেহেতু তাঁহার সর্ব্বগতত্ব প্রযুক্ত আকাশের ন্যায় সর্ব্বদাই তিনি প্রাপ্ত আছেন। বস্তুতঃ জীবাত্মা পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন, কেবল স্বরূপের অজ্ঞান দ্বারা জনন মরণাদি সংসার ধর্ম্ম আরোপিত হইতেছে, স্নুতরাং স্বরূপের জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় মাত্র, গ্রামাদির ন্যায় স্থানান্তরে যাইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে হয় এমত নহে। যদি বল “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং” ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন এরূপ নির্দ্দেশ কি প্রকারে সঙ্গত হয়, উত্তর যেমন কণ্ঠস্থিত হারকে বিস্মৃত হইলে ঐ হার অপ্রাপ্ত তুল্য হয় স্নুতরাং তদন্বেষণে ব্যগ্রচিত্ত পুরুষের পশ্চাৎ স্মরণ হইলে ঐ হার যথাস্থানস্থিত হইয়াও যেন প্রাপ্ত হইল এমত প্রতীতি হইয়া থাকে সেই রূপ অজ্ঞানে আবৃত আত্মার জ্ঞান দ্বারা আবরণ নিবৃত্তি হইলে আত্মা প্রাপ্ত হইলেন এরূপ প্রতীতি হয়। ব্রহ্মভাব রূপ মোক্ষ সংস্কার্য্য হইলে ক্রিয়া ব্যাপ্য হইতে পারেন কিন্তু তিনি সংস্কার্য্য নহেন যেহেতু বস্তুর সংস্কার গুণান্তর সংযোগ দ্বারা কিম্বা দোষাপনয়ন দ্বারা দুই প্রকারে হইয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্ম গুণাতীত এবং সর্ব্ব দোষ বিবর্জিত হয়েন, স্নুতরাং তাঁহার স্বরূপ আশ্রয় ক্রিয়ার দ্বারা আত্মার সংস্কার সর্ব্বথা অসম্ভব হয়। যদি বল দেহাশ্রয় স্নান আচমন তপস্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ মোক্ষে অবস্থিতি করেন একারণ মোক্ষে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ হইবেক, এরূপ কথন অসঙ্গত হয়, যেহেতু দেহাশ্রয় ক্রিয়ার

সহিত আত্মার সম্বন্ধ সম্ভবে না সুতরাংএকনিষ্ঠ ক্রিয়ার দ্বারা অন্যের সংস্কার কিরূপে হইতে পারে? দেবদত্ত নিষ্ঠ ভোজন ক্রিয়ার দ্বারা যজ্ঞদত্তের তৃপ্তি কুত্রাপি দৃষ্ট নহে। অতএব মোক্ষ সংস্কার্য্য হয় ইহা কোন রূপে সম্ভব নহে। একারণ মোক্ষে ক্রিয়ার অনুপ্রবেশ হয় এমত উপায়ান্তর নাই সুতরাং কেবল আত্ম স্বরূপ জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হয় ইহা সিদ্ধ হইল।

১

তত্ত্ববোধিনীপাঠশালা॥

৬ পৃষ্ঠা হইতে আনীত ॥

তদনন্তর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বক্তৃতা করিলেন যে ইদানীং কলিকাতা নগরে বঙ্গ ভাষা অনুশীলনের দ্বারা যে নানা প্রকার বিদ্যার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে, এবং তত্রস্থ মনুষ্যেরা স্বদেশের মঙ্গল বৃদ্ধির নিমিত্তে যে রূপ উদ্যোগি হইতেছেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া দেশহিতৈষি ব্যক্তি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়েন,পরন্ত তৎপর ক্ষণেই তিনি পল্লী গ্রামের প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত হয়েন। যখন তিনি নগর এবং গ্রাম এই উভয় স্থলের অবস্থা বিবেচনা করেন, তখন তাঁহার মনে কি অগণ্য বিপরীত ভাবের উদয় হইতে থাকে! এক দিকে তিনি দৃষ্টি করেন বিদ্যা অতি উজ্জ্বল বেশে দ্রুত বেগে আগমন পূর্ব্বক লোকের মনোরঞ্জন করিতেছেন,অন্য দিকে অজ্ঞানের পরাক্রমে লোকের অন্তঃকরণ জড়তায় আচ্ছন্ন হইতেছে। এক দিকে মনুষ্যেরা স্বদেশীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিয়া দেশের হিতোন্নতি করিতে চেষ্টিত হইতেছেন, অন্য দিকে গ্রাম বাসিরা দলাদলি দ্বেষাদ্বেষি করতঃ একতার বিচ্ছেদ পূর্ব্বক দেশের হিত কল্পে অনুরাগ শূন্য রহিয়াছেন। এই রূপ পল্লীগ্রামের অবস্থা স্মরণ করিয়া যে দেশহিতৈষি ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইতেছেন তিনি যদি এইক্ষণে আমারদিগের সহিত এই বংশবাটীতে উপবেশন পূর্ব্বক অদ্য স্থাপিত নবীন পাঠশালার শোভা সন্দর্শন করেন, তবে তিনি পূর্ব্ব ক্ষোভকে বিস্মৃত হইয়া আনন্দ নীরে অবগাহন করেন এবং ইহার সংস্থাপক দিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকটে ইহার শুভানুধ্যায়ী হয়েন।

বঙ্গ ভাষা বিস্তার দ্বারা স্বজাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যে এই রূপ পাঠশালা স্থাপন করা কি রূপ প্রয়োজনীয় এবং কি অসঙ্খ্যক মঙ্গল দায়ক, তাহা কাহার না বিদিত হইতেছে? এইক্ষণে যদিও কলিকাতা নগরস্থ এবং তাহার নিকটস্থ কতিপয় গ্রামবাসি অনেক যুবক ইংরাজী ভাষায় বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, তথাপি ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস করা যাইতেপারে না,যেহেতু ইংরাজী বিদেশীয় লোকের ভাষা,সুতরাং তাঁহারা যদি দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল হয়েন তবে কোন্ ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবেক? এবং স্বদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ এবং উপদেশকের অভাব সত্ত্বে কোন্ ব্যক্তি আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শক্ত হইবেক? আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি,এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের যে রূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না— তাঁহারদিগের ভাষাই এ দেশের জাতীয় ভাষা হইবেক, এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গ ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে

এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।

অদ্য কি সুখের দিবস! এসময়ে আর কতিপয় মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। উৎসাহ অদ্য আমার সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, দেশের হিতাভিলাষ অন্তঃকরণের সমুদায় স্থান অধিকার করিয়াছে, আশা সাহসকে আশ্রয় করিয়া গগণ পর্য্যন্ত উড্ডীয়মানা হইয়াছে, পৃথিবী অদ্য যেন এক নূতন মনোহর বেশ পরিধান করিয়াছে এবং আনন্দ সাগর স্বরূপ হইয়া আমার মানস ক্ষেত্রে প্লাবিত হইয়াছে। আমি নিঃসন্দেহে অনুমান করি যে এই সমাজস্থ সমুদয় মহাশয় আমার সহিত সমান আহ্লাদে মগ্ন হইয়াছেন। যে রূপ কৃষকেরা যত্নের সহিত বীজ বপন পূর্ব্বক ভাবি উৎপন্ন সস্যের আশায় আশক্ত হইয়া পুলকে পরিপূর্ণ হয়, এবং মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা করিয়া সুখি হইতে থাকে, সেই রূপ আমরা অদ্য এই পাঠশালা রূপ বৃক্ষের অঙ্কুর রোপণ করিয়া ইহার উন্নতি প্রত্যাশায় হর্ষযুক্ত হইতেছি, এবং ইহার সদবস্থার প্রতি প্রতীক্ষা পূর্ব্বক অন্তঃকরণে নানা রূপ ভাবের আন্দোলন করিতেছি। আহা কোন্ দিন সেই সুখের দিন আমারদিগের নিকটে আগমন করিবে, যে দিন এই বিদ্যালয় বৃক্ষের নানা বিদ্যা রূপ নানা শাখা ধর্ম্ম রূপ ফলপুষ্পে শোভিতা হইয়া প্রশংসা রূপ সৌরভ বিস্তার পূর্ব্বক ধরণীকে আমোদিতা করিবেক। আহা কোন্ দিন সেই সুখের দিন আমারদিগের সমীপে বর্ত্তমান হইবে যে দিন এই পাঠশালার বালকেরা নানা বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান বিতরণের নিমিত্তে স্বদেশের স্থানে স্থানে পাঠশালা পত্তন করিবেক, সভা সংস্থাপন করিবেক, এবং আপন দেশের হিতের জন্য প্রকাশ্য সমাজে দণ্ডায়মান হইবেক।

হে বংশবাটী গ্রামস্থ বান্ধব গণ বিবেচনা করুন যে আপনারা সহবাসি গ্রামস্থদিগের হিত কল্পে উদ্যোগি হইবার অগ্রেই ভিন্ন স্থানের লোকেরা বংশবাটী এবং তৎ সমীপস্থ পল্লী গণের মহোপকারে অগ্রসর হইয়াছেন, অতএব তাঁহারদিগের এই অভিলাষ পূর্ণ করণ হেতু আপনারা স্বীয় সন্তানদিগকে বিদ্যানুশীলনে উৎসাহি করিতে সর্ব্বদা যত্নশীল হউন, যেহেতু শিক্ষকের উপদেশ অপেক্ষা পিতা মাতার উপদেশ অধিকতর হিতজনক হয়, এবং গৃহে যত্ন থাকিলে পাঠালয়ের যত্ন আশু ফলদায়ক হয়। শিক্ষকেরা অঙ্কুর রোপণ করুন, পিতা মাতারা তাহাতে বারি সেচন করিতে যত্নযুক্ত থাকুন্, শিক্ষকেরা বালক দিগকে উপদেশ প্রদান করুন, পিতা মাতারা তাহারদিগকে সেই উপদেশ অনুযায়ি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করুন।

অবশেষ হে জগদীশ্বর অনুকম্পা পুরঃসর এই অভিনব পাঠশালাকে চিরস্থায়িনী করিয়া ক্রমশঃ তাহার উন্নতি কর, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতি অনুকূল হইয়া তাহার সভাপতি এবং অধ্যক্ষগণকে এবম্প্রকার ধন্য এবং হিতকারি কর্ম্মে নিযুক্ত রাখ।

তদনন্তর বংশবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরদেব চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা করিলেন যে পূর্ব্বকালে এই বংশবাটী গ্রাম নানা শাস্ত্রাধ্যাপক সুপণ্ডিত মহোদয়দিগের মানস বিরাজিত বিদ্যা রত্নে সুশোভিত ছিল, কিন্তু হায় সেই অপূর্ব্ব শোভা তাঁহারদিগের পরলোক যাত্রার সঙ্গেই এই পল্লীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং অবিদ্যার প্রভাবে লোকেরা জ্ঞানের আনন্দকে বিস্মরণ সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া অলীক আমোদ রূপ কুৎসিত কূপে নিমগ্ন হইয়াছেন, এবং যদিও কতিপয় দেশহিতৈষি ব্যক্তি আপন গ্রামকে জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল করণের জন্যে সময়ে সময়ে চিন্তা করিতেন, কিন্তু পর ক্ষণেই সেই চিন্তা উপায় বিরহে কেবল স্বপ্নের লীলা বোধ হইত। পরন্তু কি আহ্লাদ কি আহ্লাদ, আমরা ইহার কোন উপায় রচনা করিতে সমর্থ হইবার অগ্রেই কলিকাতা নিবাসিনী তত্ত্ববোধিনী সভা কৃপাময়ী হইয়া আমারদিগের আশার অতীত এক সুন্দর অভিনব বিদ্যালয় বংশবাটীতে সংস্থা-

পন করিলেন, যে বিদ্যালয় দ্বারা এ প্রদেশে বিদ্যার পথ পরিষ্কৃত হইবেক, এবং তত্রস্থ বালকদিগের জ্ঞানপদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া গুণ-গ্রাহি ব্যক্তিগণের বাক্যরূপ পবন হিল্লোলে চতুর্দ্দিকে যশঃ সৌরভ বিস্তার করিবেক। অতএব হে জগদীশ্বর, যে রত্নাকর হইতে এই পরম রত্ন আমারদিগের ভাগ্যে লব্ধ হ-ইল, তাহার উন্নতি এবংস্থায়িত্ব বিধান পুরঃ-সর আমারদিগের অভিলাষ পূর্ণ কর, এবং অস্মদ্গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণে এবম্প্র-কার সৎকার্য্যের উৎসাহ বৃদ্ধি কর ॥

—◦◎◦—

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেযসংহিতোপনি-ষদের ভাষা বিবরণের ভূমি-কার চূর্ণক ।

যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্র বিহিত বটে, এবং দেবতাদিগের উপাসনাও শাস্ত্র সম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসির কর্ত্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থের কর্ত্তব্য । তাহার উত্তর । এইরূপ আশঙ্কা কদাপি ক-রিতে পারিবে না, যেহেতু বেদে এবংবেদান্ত শাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থের আত্মোপাসনা কর্ত্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে, তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ।
বেদান্তসূত্রং ॥

কর্ম্মে আর সমাধিতে উত্তম গৃহস্থের অধিকার আছে।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান ॥
মনুঃ ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎকর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ॥

ঋষিযজ্ঞংদেবযজ্ঞংভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা ।
নৃযজ্ঞংপিতৃযজ্ঞঞ্চ যথা শক্তি ন হাপয়েৎ ॥ ২১ ॥
মনুঃ ॥

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞকে সর্ব্বদা যথাশক্তি গৃহস্থে ত্যাগ করি বেক না ॥

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি ॥ ২২ ॥
মনুঃ ॥

যেসকল গৃহস্থেরা বাহ্য এবং অন্তর যজ্ঞের অনুষ্ঠানের শাস্ত্রকে জানেন, তাঁহারা বাহ্যেতে কোন যজ্ঞাদির চেষ্টা না করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহার রূপ শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয়কে সংযম করিয়া পঞ্চ যজ্ঞকে সম্পন্ন করেন। অর্থাৎ কোন কোন ব্রহ্মজ্ঞানি গৃহস্থেরা বাহ্যেতে পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ব্রহ্ম নিষ্ঠার বলেতে ইন্দ্রিয়দমন রূপ যে পঞ্চ যজ্ঞ তাহা করেন ॥ ২২ ॥

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণান্ প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা ।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তোযজ্ঞনির্ব্বৃতিমক্ষয়াং ॥২৩॥
মনুঃ ॥

কোনকোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ পঞ্চ যজ্ঞের স্থানে বাক্যেতে নিশ্বাসের হবন করাকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যের হবন করাকে অক্ষয় ফল দায়ক যজ্ঞ জানিয়া সর্ব্বদা বাক্যেতে নিশ্বাসকে আর নিশ্বাসেতে বাক্যকে হবন করিয়া থাকেন অর্থাৎ যখন বাক্য কহা যায় তখন নিশ্বাস থাকেনা যখন নিশ্বাসের ত্যাগ করা যায় তখন বাক্য থাকে না, এইহেতু কোন কোন গৃহস্থেরা ব্রহ্মনিষ্ঠার বলের দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে শ্বাস নিশ্বাস ত্যাগ আর জ্ঞানের উপদেশ মাত্র করেন ॥ ২৩॥

জ্ঞানেনৈবাপরেবিপ্রাযজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃসদা ।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা ॥২৪॥
মনুঃ॥

আর কোন কোন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা গৃহস্থের প্রতি যে যে যজ্ঞ শাস্ত্র বিহিত আছে তাহা সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন, অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষু-র্দ্বারা তাঁহারা জানিতেছেন যে পঞ্চযজ্ঞাদি সমুদায় ব্রহ্ম মূলক হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা সমুদায় যজ্ঞ সিদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥

ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোপি বিমুচ্যতে ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

ন্যায্যকর্ম্মদ্বারা যে গৃহস্থ ধনের উপার্জ্জন করেন, আর অতিথিসেবাতে তৎপর হয়েন, এবং নিত্য নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রত হয়েন, আর সর্ব্বদা সত্য বাক্য কহেন, এবং আত্ম তত্ত্ব ধ্যানেতে আসক্ত হয়েন এমত ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়াও মুক্ত হয়েন অর্থাৎ কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমত নহে, কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরও মুক্তিহয় ॥

অতএব স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতি নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের যেমন বিধি আছে, সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অ-থবা কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনারও বিধি আছে, বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসনা বিনা কেবল কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হয়না এমত স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হইতেছে। যদি বল ব্রহ্ম অনির্ব্বচ-নীয় তাঁহার উপাসনা বেদ বেদান্ত এবং স্মৃত্যাদি যাবৎ শাস্ত্রের মতে প্রধান যদি

হইল, তবে এতদ্দেশীয় প্রায় সকলে এই রূপ সাকার উপাসনা যাহাকে গৌণ কহিতেছ কেন পরম্পরায় করিয়া আসিতেছেন? ইহার উত্তর বিবেচনা করিলে আপনা হইতে উপস্থিত হইতে পারে, তাহার কারণ এই, পণ্ডিত সকল যাঁহারা শাস্ত্রার্থের প্রেরক হইয়াছেন তাঁহারদিগের অনেকেই বিশেষমতে আত্মনিষ্ঠ হওয়াকে প্রধাম ধর্ম্মরূপে জানিয়া থাকেন, কিন্তু সাকার উপাসনায় যথেষ্ট নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং ব্রত, যাত্রা, মহোৎসব আছে, সুতরাং ইহার বৃদ্ধিতে লাভের বৃদ্ধি, অতএব তাঁহারা কেহ কেহ সাকার উপাসনার প্রেরণা সর্ব্বদা বাহুল্য মতে করিয়া আসিতেছেন, এবং যাঁহারা প্রেরিত অর্থাৎ শূদ্র প্রভৃতি এবং বিষয় কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ তাঁহারদিগের মনের রঞ্জনা সাকার উপাসনায় হয় সুতরাং তাঁহারা সাকার উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। আপনার উপমার ঈশ্বর আর আত্মবৎ সেবার বিধি পাইলে ইহা হইতে অধিক কি তাঁহারদিগের আহ্লাদ হইতে পারে? ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানা প্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিশ্চয় করা মনঃ এবং বুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে সুতরাং তাহাতে কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হয়; অতএব তাহা হইতে বিরত হইয়া প্রেরকেরা আপন লাভের কারণ এবং প্রেরিতেরা আপনারদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই রূপ নানা প্রকার উপাসনার বাহুল্য করিয়াছেন। কিন্তু কোন লোককে স্বার্থপর জানিলে তাঁহার বাক্যে সুবোধ ব্যক্তিরা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া বিশ্বাস করেন না, অতএব আপনারদিগের শাস্ত্র আছে পরমার্থ বিষয়ে কেন না বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস করা যায়? এ স্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের প্রয়োজনীয় আর অতি অল্প উপকারি যে সকল সামগ্রী তাহা ক্রয় করিবার সময়ে যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন, আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অতি উপকারী আর যাহার অত্যন্ত মূল্য হয়, তাহা গ্রহণ করিবার সময়ে শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না, আপনার বংশের পরম্পরা মতে কেহ বা আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য সেই রূপ গ্রহণ করেন, এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্র সম্মত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরা সিদ্ধ হয়, কেবল অল্পকাল কোন কোন দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে, আর সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং হাস্য আমোদ জন্মে না, তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোক কহিয়া থাকেন যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি? কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব্ব শিষ্ট পরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রকারে অন্যথা সামান্য লৌকিক প্রজয়োনীয় শত শত কর্ম্ম করেন, সে সময়ে তাঁহারদিগের মধ্যে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্ব পরম্পরার নামও করেন না, যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্ব পরম্পরার বিপরীত, এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ। ইংরাজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে অধ্যয়ন করান কোন্ শাস্ত্রে আর কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরায় ছিল? কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন্ শাস্ত্র বিহিত, আর পরম্পরা সিদ্ধ হয়? ইংরাজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়েফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্ন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন্ পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায়? আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতা সমীপে আহারাদি করান কোন্ পরম্পরা সিদ্ধ হয়? এই রূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভ সূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী, রটন্তী ইত্যাদি পূজা, আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ এ কোন্

পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল ? তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে, যদ্যপি ও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরা সিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্ব শাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরা ক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতি অল্পকাল কোন কোন দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে, তাহা কর্ত্তব্য কেন না হয় ? শুনিতে পাই যে কোন কোন ব্যক্তি কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মোপাসক তবে শাস্ত্র প্রমাণ সকল বস্তুকে ব্রহ্ম বোধ করিয়া পঙ্ক চন্দন শীত উষ্ণ আর চোর সাধু এসকলকে সমান জ্ঞান কেন না কর ? ইহার উত্তর। বশিষ্ঠ, পরাশর, সনৎকুমার, ব্যাস, জনক ইত্যাদি ব্রহ্ম নিষ্ঠ হইয়াও লৌকিক জ্ঞানে তৎপর ছিলেন, আর রাজনীতি, এবং গৃহস্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা যোগবাশিষ্ঠ মহাভারতাদি গ্রন্থে স্পষ্ট আছে। অর্জ্জুন যে গৃহস্থ তাঁহাকে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপ গীতার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুন ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লৌকিক জ্ঞান শূন্য না হইয়া বরঞ্চ তাহাতে পটু হইয়া রাজ্যাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ দেব ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন।

বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদিসঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবম্বিহর রাঘব ॥
যোগবাশিষ্ঠঃ ॥

বাহ্যেতে ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সঙ্কল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোক যাত্রা নির্ব্বাহ কর ॥

রামচন্দ্রও ঐ সকল উপদেশের অনুসারে আচরণ সর্ব্বদা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর এই যে যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে তুমি ব্রহ্ম জ্ঞানী শাস্ত্র প্রমাণ সকলকে ব্রহ্ম জানিয়াও খাদ্যাখাদ্য পঙ্ক চন্দন আর শত্রু মিত্রের বিবেচনা কেন করহ ? সে ব্যক্তি যদি দেবীর উপাসক হয়েন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, যে ভগবতীকে তুমি ব্রহ্মময়ী করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ, আর কহিতেছ

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে ॥
দেবীমাহাত্ম্যং ॥

তুমি সর্ব্বস্বরূপ এবং সকলের ঈশ্বরী হও ॥

তবে তুমি সকল বস্তুকে ভগবতী জ্ঞান করিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রকে প্রভেদ করিয়া কেন জান ? সে ব্যক্তি যদি বৈষ্ণব হয়েন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তোমার বিশ্বাস এই যে

সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥
যাবৎ সংসার বিষ্ণুময় ॥
একাংশেন স্থিতো জগৎ ॥
গীতা ॥

আমি জগৎকে একাংশেতে ব্যাপিয়া আছি ॥

তবে তুমি বৈষ্ণব হইয়া বিষ্ণুকে সর্ব্বত্র জানিয়াও পঙ্ক চন্দন শত্রু মিত্রের ভেদ কেন কর ? এই রূপ সকল দেবতার উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর তাঁহারা দিবেন সেই উত্তর প্রায় আমারদিগের পক্ষে হইবেক। আর কোন কোন পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে তোমরা ব্রহ্মজ্ঞানি কহাও তাহার মত কি কর্ম্ম করিয়া থাক ? এ যথার্থ বটে যে যে রূপ কর্ত্তব্য এ ধর্ম্মের তাহা আমারদিগের হইতে হয় নাই, তাহাতে আমরা সর্ব্বদা সাপরাধ আছি। কিন্তু শাস্ত্রের ভরসা আছে।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥
গীতা ॥

যে কোন ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি জ্ঞানের অভ্যাসে যথার্থ রূপ যত্ন না করিতে পারেন তাঁহার ইহলোকে পাতিত্য পরলোকে নরকোৎপত্তি হয় না যেহেতু হে অর্জ্জুন শুভকারির কদাপি দুর্গতি জন্মে না ॥

কিন্তু ঐ পণ্ডিত দিগকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তাঁহারা ব্রাহ্মণের যে যে ধর্ম্ম প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, তাহার লক্ষাংশের একাংশও করেন কি না ? বৈষ্ণবের শৈবের এবং শাক্তের যে যে ধর্ম্ম তাহার শতাংশের একাংশও বৈষ্ণবেরা শৈবেরা এবং শাক্তেরা করিয়া থাকেন কি না ? যদি এ সকল বিনা ও তাঁহারা কেহ ব্রাহ্মণ কেহ বৈষ্ণব কেহ শৈব ইত্যাদি কহাইতেছেন, তবে আমারদিগকে সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে অশক্ত দেখিয়া এরূপ ব্যঙ্গ কেন করেন ?

রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনোবিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥
মহাভারতং॥

পরের ছিদ্র সর্ষপ মাত্র লোকে দেখেন, আপ নার ছিদ্র বিল্বমাত্রও হইলে দেখিয়াও দেখেন না॥

সকলের উচিত যে আপন আপন অনুষ্ঠান যত্ন পূর্ব্বক করেন, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান না করিলে উপাসনা যদি সিদ্ধ না হয়, তবে কাহারও উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না। কেহ কেহ কহেন যে বিধিবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কহেন যথা বিধি চিত্ত শুদ্ধি হইলেই ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা হয়, অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানের ইচ্ছা ব্যক্তিতে দেখিলেই নিশ্চয় হইবেক, যে চিত্ত শুদ্ধি ইহার হইয়াছে; যেহেতু কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তবে সাধনা, অথবা সৎসঙ্গ, অথবা পূর্ব্ব সংস্কার, অথবা গুরুর প্রসাদ, ইহার মধ্যে কি কারণের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিশেষ কি রূপে কহা যায়? অধিকন্তু যাঁহারা এমত প্রশ্ন করেন, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যে তন্ত্রে দীক্ষা প্রকরণে লিখিয়াছেন

শান্তোবিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ॥
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যোভবতি নান্যথা॥
তন্ত্রং॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হয়, এবং বিনয়ী হয়, সর্ব্বদা শুচি হয়, শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, আর ধারণাতে পটু, শক্তিমান, আচারাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট, সুন্দর বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, সংযত হয়, সেই ব্যক্তিই দীক্ষার অধিকারী হয়॥

কিন্তু শিষ্যকে তাঁহারা এই রূপ অধিকারি দেখিয়া মন্ত্র দিয়া থাকেন কি না? যদি আপনারা অধিকারি বিবেচনা উপাসনার প্রকরণে না করেন, তবে অন্যের প্রতি কি বিচারে তাঁহারদিগের এ প্রশ্ন শোভা পায়? ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ প্রায় তিন প্রকারে হয়, এক এই যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্ম্ম ত্যাগ পরে পরে হইয়া উঠে, দ্বিতীয় নাস্তিক সুতরাং কর্ম্ম করে না, তৃতীয় কৃতাকৃত শাস্ত্রজ্ঞান রহিত, যেমন অন্ত্যজ জাতি তাহারা শাস্ত্রের অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কোন কর্ম্ম করে না। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষা বিবরণে কিম্বা ইহার ভূমিকাতে কোন স্থানে এমত লেখা নাই, যে নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে অবহেলা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। যদি কোন ব্যক্তি নাস্তিকতা করিয়া অথবা শাস্ত্রে বিমুখ হইয়া এবং আলস্য প্রযুক্ত কর্ম্ম ত্যাগ করে তবে তাহার নিমিত্তে বেদান্তের ভাষা বিবরণের অপরাধ মহৎ ব্যক্তিরা দিবেন না, যেহেতু তাঁহারা দেখিতেছেন, যে ভাষা বিবরণের পূর্ব্বে এরূপ কর্ম্ম ত্যাগি লোক সকল ছিল। বেদান্তের ভাষা বিবরণে অশাস্ত্র কোন স্থানে লেখা থাকে তবে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, এবং অশাস্ত্র প্রমাণ হইলে দোষ দিতে পারেন। তবে দ্বেষ মৎসরতা গ্রস্ত হইয়া নিন্দা করিলে ইহার উপায় নাই। হে পরমাত্মন্ আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা অসূয়া এবং পক্ষপাত এসকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর।

তত্ত্ববোধিনী সভার ধনের নিয়ম।

প্রতি মাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

যে সভ্য দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দিবেন তিনি ত্রয়োদশ মাসাবধি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না, কিন্তু পরে তিনি দণ্ড স্বরূপ তিন টাকা প্রদান করিলে পুনর্ব্বার সভ্য যোগ্য হইতে পারিবেন।

মাসিক দাতব্যের অঙ্গীকার পত্রের টাকা দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে ত্রয়োদশ মাসে সেই অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

সংশয় পক্ষ—এই যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ভিন্ন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর নিরাকার নির্ব্বিকার একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ পুরুষকে কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি?

সিদ্ধান্ত পক্ষ — ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপি পুরুষকে আমরা কল্পনা করি না, কিন্তু তুমি যেমন এই দৃশ্যমান জগৎকে নিশ্চয় রূপে সত্য পদার্থ জ্ঞান করিতেছ তদপেক্ষাও ইহার নিয়ন্তা যে জ্ঞানস্বরূপ পরম কারণ তাঁহাকে আমরা সত্য পদার্থ রূপে নিশ্চিত জানিতেছি।

সংশয় পক্ষ — ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ যে পদার্থ ইহার অস্তিত্বের প্রতি নিশ্চয় জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হয়?

সিদ্ধান্ত পক্ষ — মৃত্তিকা গঠিত প্রতিমা দেখিয়া তুমি কি নিশ্চয় জ্ঞান করহ না, যে প্রতিমা ভিন্ন এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আছে যে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে? যদি স্পন্দ রহিত প্রতিমাকে দেখিয়া ইহার নির্ম্মাতার প্রতি. নিশ্চয় জ্ঞান হয়, তবে এই চৈতন্য বিশিষ্ট যে মনুষ্যের শরীর, যে শরীরের অতি আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ কৌশল মনুষ্য কৃত কোন বস্তুর সহিত উপমা যোগ্য হয় না, তাহা যে কোন জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা কোন্ সুবোধ ব্যক্তি মান্য করিয়া থাকে?

সংশয় পক্ষ — এই পৃথিবী স্থিত বস্তুতে সর্ব্বদা এই এক চমৎকার গুণের প্রত্যক্ষ হইতেছে যে এক বস্তুতে দ্বিতীয় বস্তুর সম্বন্ধ হইলে নূতন এক পদার্থের সৃষ্টি হয়, যেমন হরিদ্রাতে চূর্ণ মিশ্রিত হইলে নূতন এক বর্ণের উৎপত্তি হয়, বায়ুর পরমাণুতে বায়ুর পরমাণু সংলগ্ন হইলে অপূর্ব্ব শব্দের উৎপত্তি হয়, কাষ্ঠেতে কাষ্ঠের ঘর্ষণ হইলে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ দেখিতেছি যে স্ত্রী জাতির গর্ভেতে শুক্রের সংযোগ হইলে নরাকৃতি প্রভৃতি জীবের জন্ম হয়, এবং সেই জীব ক্রমে মাতৃরক্তের দ্বারা গর্ভে পরিপোষিত হইয়া কালে ভূমিষ্ঠ হয়, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্নরসের দ্বারা বর্দ্ধিষ্ণু [illegible], এবং কালে জীর্ণ হইয়া ম্রিয়মাণ হয়। যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে স্ত্রী জাতির গর্ভেতে শুক্র সিক্ত হইলে মনুষ্যের উৎপত্তি হইতেছে তখন শুক্র মনুষ্যের উৎপত্তির প্রতি যে কারণ তাহা অবশ্য মানিতে হইবে, নতুবা এতদ্রূপ প্রত্যক্ষকে না মানিয়া নিরাকার জ্ঞানস্বরূপ কোন এক অপ্রত্যক্ষ পুরুষের শক্তিকে মনুষ্যের প্রতি কারণ রূপে যে কল্পনা করা সে ব্যর্থ মাত্র। হরিদ্রাতে চূর্ণের সম্বন্ধ হইলে যে নূতন বর্ণের উৎপত্তি হইতেছে সেই বর্ণ উৎপত্তির কারণ সেই চূর্ণ ভিন্ন অন্য কি বস্তু হইতে পারে? অতএব আমার বিশ্বাস এই যে এই শরীরের প্রতি কারণ শুক্র হইয়াছে।

সিদ্ধান্তপক্ষ—যেমন ঘটের প্রতি কারণ মৃত্তিকা হইয়াছে তদ্রূপ শরীরের প্রতি শুক্রকে কারণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু কুম্ভকারকে ঘটের প্রতি যদ্রূপ কারণ বলা যায় শুক্রকে শরীরের প্রতি তদ্রূপ কারণ বলা যুক্তি সিদ্ধ হয় না, যেহেতু মৃত্তিকা প্রভৃতির ন্যায় শুক্র জড় পদার্থ হইয়াছে, স্বতরাং যেমন মৃত্তিকা হইতে অন্য কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত কোন মূর্ত্তির সম্ভব হয় না তদ্রূপ কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত শুক্র হইতে এই শরীর রূপ আশ্চর্য্য যন্ত্রের যথা যোগ্য স্থানে হস্ত পদ নখ দন্ত প্রভৃতি বিচিত্র রচনার সম্ভব হইতে পারে না।

সংশয় পক্ষ—যেমন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে কুম্ভকার ব্যতীত ঘটের সৃষ্টি হয় না তদ্রূপই প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে শুক্র হইতে মনুষ্যের সৃষ্টির জন্য অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অপেক্ষা করে না। তবে এমত প্রত্যক্ষ প্রমাণকে ত্যাগ করিয়া কোন এক সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে যে শুক্র হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না ইহা কি প্রকারে মান্য করা যায়?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে অপেক্ষা না করিয়া শুক্র স্বভাবসিদ্ধ স্বীয় শক্তিতে মনুষ্যকে উৎপন্ন করিতে পারে ইহা স্বীকার করিলেও সর্ব্বাংশে যুক্তি লগ্ন হয় না, কারণ হস্তী, মনুষ্য, অশ্ব প্রভৃতি বিবিধ প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট জীব জড়পদার্থ এক প্রকার শুক্রের দ্বারা কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত কি রূপে উৎপন্ন হয়?

সংশয় পক্ষ—এক প্রকার শুক্র কেন স্বীকার করা যায়? যত প্রকার জীব তত প্রকার শুক্র। অশ্বের শুক্র দ্বারা অশ্ব, হস্তির শুক্র দ্বারা হস্তী, মনুষ্যের শুক্র দ্বারা মনুষ্য নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে।

সিদ্ধান্তপক্ষ—ভাল তোমারই কথা যেন স্বীকার করা গেল যে অন্য কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অনধীনতাতে শুক্রই কেবল মনুষ্যের সৃষ্টির প্রতি কারণ হইয়াছে। তথাপি শুক্র কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ইহার উত্তর কি দিবে?

সংশয় পক্ষ — শুক্র পঞ্চভূতের সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

সিদ্ধান্ত পক্ষ — শুক্র পঞ্চভূতের সংযোগে উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এই শরীর রূপ যন্ত্রে পঞ্চভূতের পরিপাক না হইলে শুক্রের উৎপত্তি কোথায় দৃষ্ট হয়? শুক্র উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শরীরের আবশ্যক করে স্বতরাং আদি শরীরের সৃষ্টির পূর্ব্বে আর শুক্র ছিল না। যদি আদি শরীরের সৃষ্টির পূর্ব্বে শুক্র ছিল না তবে তাহার উৎপত্তির প্রতি কারণ শুক্র কি প্রকারে হইতে পারে! অতএব আদি শরীরের প্রতি শুক্র যে কারণ ইহা কোন প্রকারে মান্য করা যায় না। কেবল পুরুষের আদি শরীর দ্বারা জীবের প্রবাহ রক্ষা হয় না এ নিমিত্তে স্ত্রী জাতিও সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্ত্রী পুরুষের আদি শরীরের কারণকে বিবেচনা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে তোমার নিশ্চিত জ্ঞান হইবে যে সকল কারণের কারণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর একজন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন যাঁহার সহকার ভিন্ন সৃষ্টির উপক্রমই অসম্ভব।

সংশয় পক্ষ — তোমার এই কথা অনুসারে কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের শক্তিকে কল্পনা করিবার অপেক্ষা পঞ্চভূতেতে এইএক গুণের স্বীকার করা ন্যায্য বোধ হয় যে তদ্দ্বারা গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্নও মনুষ্যের শরীর উৎপন্ন হয়। কারণ প্রমাণ হইতেছে যে সৃষ্টির আদি কালে শুক্র ছিল না অথচ পুরুষের আদি শরীর সেই পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত পক্ষ — তুমি প্রথমাবধি শরীরের প্রতি কারণ শুক্রকে বলিয়া আসিতেছ, তৎপরে যখন এমত প্রমাণ হইল যে আদি শরীরের পূর্ব্বে শুক্র ছিল না তখন তুমি বলিতেছ যে শুক্র সহকার ভিন্নও পঞ্চভূতের এমত গুণ আছে যে পরস্পর সংযোগ হইয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী পুরুষের আকৃতি নির্ম্মিত হয়, ইহা অত্যন্ত ন্যায় বিরুদ্ধ কথা। কারণ যদি পঞ্চভূতের এমত গুণ থাকিত যে গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন ও সেই পঞ্চভূত দ্বারা স্ত্রী পুরুষের আকৃতি নির্ম্মাণ হইতে পারে তবে তাহারদিগের এই প্রকার স্বভাব

সিদ্ধ গুণ জন্য নিরন্তর সেই রূপেই মনুষ্যের সৃষ্টি হইত, কিন্তু ইহার বিপরীত নিরন্তরই পিতা মাতার শুক্র শোণিত সংযোগে মনুষ্যের সৃষ্টি দৃষ্ট হইতেছে, এই নিরন্তর্য্যের বিচ্ছেদ কুত্রাপি হয় না, কোন স্থানে এমত পুত্রের প্রত্যক্ষ হয় না যাহার পিতা মাতা নাই। অতএব গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন মনুষ্য যে পঞ্চভূত দ্বারা উৎপন্ন হয় পঞ্চভূতের এমত গুণ কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? যদি পঞ্চভূতের এমত গুণ নাই যে শুক্রের সহকার ব্যতীত গর্ভ ভিন্ন বাহ্যে তদ্দ্বারা মানব দেহের সৃষ্টি হয় তবে অবশ্য অন্য কোন শক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে যিনি যে কালে জীব প্রবাহের কারণ শুক্র পদার্থই ছিল না পঞ্চভূতের স্বাভাবিক গুণজ্ঞ হইয়া তাহারদিগকে পরস্পর সংযোগ দ্বারা মানব দেহের সৃষ্টি করেন। যদি স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যে এমত শক্তি নাই যে তাহারা কাহারও নিযোগ ভিন্ন আপনারা সংযুক্ত হইয়া ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণ করে তবে অন্য কোন পুরুষের অপেক্ষা করে কি না যে ব্যক্তি জড় পদার্থ স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতুকে যথা যোগ্য স্থানে সংযোগ করিয়া ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণ করে!

সংশয় পক্ষ— যদি ও এক্ষণে এপ্রকার দৃষ্টিগোচর হয় না যে জরায়ুজ মানবদেহ প্রভৃতি এবং অণ্ডজ পক্ষিদেহ প্রভৃতি গর্ভ ভিন্ন বাহ্যেতে শুক্রের সহকার ব্যতীত পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্টি হয় তথাপি স্বেদজ কৃমি সকল গর্ভাশ্রিত শুক্রভিন্ন পঞ্চভূতের গুণেতে সৃষ্ট হইতেছে। অতএব যদি পঞ্চভূতের এমত গুণ দেখা গেল যে শুক্র ব্যতীত ও গর্ভ ভিন্ন বাহ্যেতে তদ্দ্বারা জীবের উৎপত্তি হয় তবে মনুষ্য যে সৃষ্টির আদি কালে কাহারও অনিয়োগে শুক্র ভিন্ন পঞ্চভূতের নির্ম্মিত হইয়াছিল ইহা কেন না মানা যায়?

সিদ্ধান্ত পক্ষ — আদৌ যাহারদিগের জন্ম স্বেদেতে হয় তাহারা এমত ক্ষুদ্র যে জরায়ুজ অণ্ডজের ন্যায় তাহারা যে স্ত্রী পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় না তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ করাই কঠিন। যদি ও পঞ্চভূতের এমত বিশেষ গুণ স্বীকার করা যায় যে অন্য কোন বস্তুর সম্বন্ধ ভিন্নও তাহারদিগের সংযোগেতে স্বেদজ কৃমিদিগের উৎপন্ন হইয়াছে তথাপি সেই পঞ্চভূতের এমত সামান্য গুণ স্বীকার করা যাইতে পারে না যে কোন বস্তুর সম্বন্ধ ভিন্ন ও তাহারদিগের দ্বারা সমুদায় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, বিশেষতঃ যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে যে গর্ভাশ্রিত শুক্রের সহকার ভিন্ন কুত্রাপি জরায়ুজ মনুষ্য প্রভৃতি এবং অণ্ডজ পক্ষি প্রভৃতির উৎপত্তি হয় না। যখন তাহারদিগের এমত গুণ নাই যে শুক্রের সহকার ব্যতীত স্বেদজ কৃমি ভিন্ন মনুষ্য প্রভৃতি অন্য জীব তদ্দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে তখন শুক্র ভিন্ন পঞ্চভূতের গুণে এক বার যে কেবল মনুষ্যের আদি শরীরের সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা কি যুক্তি বিরুদ্ধ? অতএব এইক্ষণে বিবেচনা কর যে সকল কারণের কারণ এক জন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন কি না যাঁহার শক্তি প্রভাবে স্ত্রী পুরুষের আদি শরীর সৃষ্টি হইয়া এপর্য্যন্ত সেই জীব প্রবাহ চলিতেছে?

সংশয়পক্ষ—আপনকার প্রসাদে আমার চিত্তে জ্ঞান চন্দ্রের উদয় হইল তজ্জন্য যে আনন্দের অনুভব করিতেছি তাহা অনির্ব্বচনীয়। হেপরমেশ্বর তোমার অস্তিত্বের প্রতি যে এতাবৎকাল এ নির্ব্বোধের সন্দেহ ছিল সে অপরাধ ক্ষমা কর।

সিদ্ধান্ত পক্ষ — জড় পদার্থের সামান্য গুণ এই যে কাহারও নিয়োগ ভিন্ন বিন্দুমাত্র স্থানও চলিতে পারেনা। যখন দেখা যাইতেছে যে সেই জড় পদার্থ তাহার নিজ গুণের বিপরীতে মনুষ্য, পক্ষী, কীট বৃক্ষ প্রভৃতির ক্ষুদ্র বৃহৎ শরীর নির্ম্মাণ করিতেছে তখন অবশ্য এক জন ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে স্বীকার করিতে হইবে যাহার নিয়োগে জড় পদার্থ বিশ্বের নির্ম্মাণ করিতেছে।

সংশয় পক্ষ — পরমেশ্বর মনুষ্যের বুদ্ধি কি শ্রেষ্ঠ পদার্থ করিয়াছেন যে বুদ্ধি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ যে বস্তু তাহাও প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় নিশ্চিত হইতেছে? পরমে-

শ্বরকে জানিতে পারে এমত বুদ্ধি মনুষ্যের না থাকিলে মনুষ্যেতে এবং পশুতে ইতর বিশেষ কি থাকিত। আপনকার অনুগ্রহে সংপ্রতি আমি এই ঘোরতর অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্ত হইয়াছি। জন্মান্ধ ব্যক্তি তাহার দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলে যদ্রূপ আনন্দের অনুভব করে আমার জ্ঞান নেত্র উন্মীলন হওয়াতে তদ্রূপ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

সিদ্ধান্তপক্ষ—এই গ্রহাদি কোন মহাশক্তি দ্বারা চালিত না হইলে কি ইহারা অবিশ্রান্ত নিয়ম মত স্ব স্ব পথে ভ্রমণ করিতে পারে! যিনি স্ত্রী পুরুষের আদি শরীর সৃষ্টি করিয়া এমত কৌশল করিয়াছেন যে উভয় সংযোগে জীবের প্রবাহ নিরন্তর রক্ষা হয়, যিনি গ্রহাদি সমুদায়কে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন, যাঁহার নিয়োগে বায়ু অবিশ্রান্ত বহিতেছে, সূর্য্য কালে কালে উত্তাপ দিতেছে এবং দেশ ভেদে কাল ভেদে উপযুক্ত মত বৃষ্টি হইতেছে, তিনিই পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য এবং মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য, জলকে মৎস্যের যোগ্য মৎস্যকে জলের যোগ্য, চক্ষুকে আলোকের যোগ্য আলোককে চক্ষুর যোগ্য, কর্ণকে শব্দের যোগ্য এবং শব্দকে কর্ণের যোগ্য করিয়াছেন। তাঁহার নিয়মকে আশ্রয় করিয়া সমুদায় জগৎ রহিয়াছে।

সংশয়পক্ষ—যেমন পিতামাতার অভাবে পুত্রের উৎপত্তি অসম্ভব তদ্রূপ পরমেশ্বরের অভাবে প্রথম পিতা মাতার শরীরের উৎপত্তি অসম্ভব, এইক্ষণে আপনকার প্রসাদে পরমেশ্বরকে পিতামহ রূপে আমার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে, কিন্তু সেই পরমেশ্বরকে আমার অল্প বুদ্ধিতে আকারবিশিষ্ট বোধ হইতেছে কারণ হস্ত পদ প্রভৃতি না থাকিলে তিনি পঞ্চভূতের দ্বারা স্ত্রী পুরুষের শরীরকে কি রূপে নির্ম্মাণ করিতে পারেন।

সিদ্ধান্ত পক্ষ—জড়পদার্থের সংযোগ ভিন্ন হস্তপদাদি বিশিষ্ট শরীরের নির্ম্মাণ হয় না এবং জড়পদার্থের সংযোগ কোন জ্ঞানবিশিষ্ট পুরুষের সহকার ভিন্ন ও হয় না। সুতরাং শরীর নির্ম্মাণ জন্য কোন জ্ঞান বিশিষ্টপুরুষের সহকার আবশ্যক করে। পরমেশ্বরকে শরীরী স্বীকার করিলে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে কল্পনা করিতে হয় যাঁহার দ্বারা ঐ সর্ব্ব নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের শরীরের নির্ম্মাণ হইয়াছে। এমত অসম্ভব কল্পনা করিলেও যুক্তির সমাধা হয় না, কারণ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মাণ করিলেক পুনর্ব্বার তাহার শরীরের নির্ম্মাতা কে? অতএব পরমেশ্বরকে শরীরি স্বীকার করা কোন প্রকারে যুক্ত হয় না, তিনি সর্ব্বাবয়ব শূন্য নিত্য জ্ঞান স্বরূপ মাত্র। যদি বল যে পরমেশ্বর আপনার শরীর জড়পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন তবে তোমার এই কথার প্রমাণেই তাঁহার শরীর কল্পনা করা একেবারে নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে, কারণ তুমি এই নিমিত্তেই পরমেশ্বরের শরীরের কল্পনা করিতেছ, যে শরীর ব্যতিরেকে তিনি পঞ্চভূতের সংযোগ দ্বারা কি প্রকারে সৃষ্টি করিলেন! ইহাতে তিনি যদি হস্ত পদ ব্যতীত ও জড় পদার্থ দ্বারা আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন তবে হস্ত পদ ব্যতীতও তদ্দ্বারা জগৎ সৃষ্টি কেন না করিতে পারিবেন? অতএব পরমেশ্বরের যে শরীর আছে ইহা কোন প্রকারে স্বীকার করা যায় না। তিনি অশরীরী ইচ্ছামাত্র এই পঞ্চভূত সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা নানা বিধ অপূর্ব্ব কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন।

সংশয়পক্ষ—পঞ্চভূতের সংযোগ দ্বারা যে তিনি নানাবিধ আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন ইহা তর্কে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি যে পঞ্চভূতের সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তর্কগম্য কি প্রকারে হয়! এমন ও সম্ভাবনা হইতে পারে যে পরমেশ্বর নিত্য পঞ্চভূত ও নিত্য, নিত্য পরমেশ্বর এই নিত্য পঞ্চভূতের সংযোগে নানাবিধ বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

সিদ্ধান্তপক্ষ—সৃষ্টির উপকারি নানাবিধ গুণ সহিত পঞ্চ প্রকার বস্তু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট না হইয়া চিরকাল যে স্বভাব সিদ্ধ ইহা অসম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ যদি পঞ্চভূত নিত্য বস্তু হইত সৃষ্ট বস্তু না হইত তবে তাহারদিগের স্বাভাবিক সমুদয় গুণের বিপ-

রীত ভাব কস্মিন্ কালেও হইত না কিন্তু আদি সংযোগ কালে তাহারদিগের স্বাভাবিক গুণের সমুদায় বিপরীত ভাব বিজ্ঞাত হইতেছে। প্রত্যক্ষ হইতেছে যে চেতন বা অচেতন বিশিষ্ট শারীরিক শক্তি ভিন্ন পঞ্চভূত কখনও পরস্পর সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয় না। পরমেশ্বরের শরীর নাই তবে পঞ্চভূত কি প্রকারে সৃষ্টির আদিকালে যথা যোগ্য রূপে সংযুক্ত হইল। যখন শারীরিক শক্তি ভিন্ন তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে পঞ্চভূত সৃষ্টির সহকারি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল তখন তাহারদিগের সমুদায় স্বাভাবিক গুণের বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হইল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পঞ্চভূতের গুণের নিত্যতা নাই স্বতরাং সেই সকল গুণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। যদি পঞ্চভূতের সমুদায় গুণ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে স্বীকার করিলে তবে পঞ্চভূতই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ গুণ ছাড়া কোন বস্তুর সত্ত্বার সম্ভব হয় না। অতএব পঞ্চভূত প্রভৃতি নিত্য পদার্থ নহে, এই সমুদায় অনিত্য পদার্থের মধ্যে কেবল তিনিই এক নিত্য, পঞ্চভূত প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যাঁহার নিয়মের বশীভূত আছে।

মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ২ আশ্বিনে ব্রহ্ম সমাজে ব্যাখ্যাত হয়।

শান্তউপাসীত ॥

শ্রুতিঃ॥

মনঃ সংযম পূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনা করিবেক ॥

কামক্রোধলোভাখ্যং রিপুত্রয়ংসুঘোরং ভবতি তেনাযমাক্রান্তোঽতিপাতকমহাপাতকানুপাতকোপপাতকমলাবহজাতিভ্রংশকর সঙ্করীকরণাপাত্রীকরণপ্রকীর্ণকেষু নববিধপাপেষু প্রবর্ত্ততে ॥

স্মৃতিঃ ॥

কাম ক্রোধ লোভ এই তিন পুরুষের ঘোরতর শত্রু ঐ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পুরুষ অতিপাতক মহাপাতক অনুপাতক উপপাতক মলাবহ জাতিভ্রংশকর সঙ্করীকরণ অপাত্রীকরণ প্রকীর্ণ এই নয় প্রকার পাপে প্রবর্ত্ত হয় ॥

পুরুষের অন্তঃকরণ পরমাত্মজ্ঞানে সক্ষম হইয়াও কোন প্রতিবন্ধক দ্বারা মলিনও আত্মস্বরূপ জ্ঞানে অসমর্থ হয়। যে প্রতিবন্ধক দ্বারা এই অন্তঃকরণ মলিন হইয়া আত্মস্বরূপ জ্ঞানে অসমর্থ হয় সে প্রতিবন্ধক কি ইহা জানা অতি আবশ্যক, যেহেতু যাহার নিবারণ করিতে হয় আদৌ তাহার জ্ঞান অপেক্ষা করে। জল যেমন শীতল স্বভাব হইয়াও অগ্নিরূপ উপাধি সংযোগে উত্তপ্ত হয় সেই রূপ পুরুষের অন্তঃকরণ ও স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইয়াও কাম ক্রোধ লোভাখ্য রিপু ত্রয়ের আক্রমণে বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হয় স্বতরাং আত্ম স্বরূপ জ্ঞানে সামর্থ্য থাকে না, আর ঐ অগ্নি রূপ উপাধির বিয়োগ হইলে জল যেমন পুনর্ব্বার শীতল স্বভাবকে প্রাপ্ত হয় সেই রূপ অন্তঃকরণও কাম ক্রোধাদি রিপু ত্রয়ের আক্রমণ নিবৃত্তি হইলে পুনঃ স্বকীয় স্বচ্ছ স্বভাবকে প্রাপ্ত ও পরমাত্ম স্বরূপ গ্রহণে সমর্থ হয়। অতএব আত্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত পুরুষের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য যে আত্ম স্বরূপ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক উক্ত রিপুত্রয় যে সকল উপায়ের দ্বারা অন্তঃকরণকে আক্রম করিতে না পারে তাহার অন্বেষণ সর্ব্বদা করেন, এবং অন্বেষণ করিয়া তদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ভোগের সামগ্রী শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহা সকলই বাহিরের বস্তু, কেহই অন্তঃকরণের মধ্য স্থিত নহে, কিন্তু শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত উক্ত শব্দাদি বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে ঐ সকল শব্দাদি বিষয় অন্তরে প্রবেশ করে, পশ্চাৎ মনঃ অনুরাগ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ের চিন্তনে প্রবৃত্ত হয়, তখন কাম রূপ রিপু অর্থাৎ অভিলাষ রূপ শত্রু অন্তঃকরণকে আক্রমণ করে, তৎপরক্ষণে লোভরূপ শত্রুদ্বারা তদ্বিষয় লাভে অতিশয় ইচ্ছাতে অন্তঃকরণ আক্রান্ত হয়, তদনন্তর হস্ত পাদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তত্তদ্বিষয় প্রাপ্তিতে পুরুষের উদ্‌যোগ হয়, পরে যদি কেহ

প্রতিবন্ধক হইয়া তাহা সম্পন্ন হইতে না দেয় তবে ঐ পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ ভঙ্গ হইয়া ক্রোধ রূপ শত্রু পুরুষকে আক্রমণ করে। অতএব এই প্রকার পুরুষ কাম ক্রোধাদি রিপু ত্রয়ের অধীনতা হেতুক চিত্তের অসমাধি প্রযুক্ত পরমেশ্বরকে জানিতে অক্ষম হয়েন। যদি উদ্যোগি হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অভিলাষেতে বিষয় প্রাপ্ত হয়েন তবে পরমেশ্বরের উপাসনা দূরে থাকুক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আসক্ত চিত্ত হইয়া নিরন্তর তদ্বিষয় ভোগে নিরত হয়েন। সুতরাং ভোগের আতিশয্য হওয়াতে সকল ইন্দ্রিয়ের তেজোহানি জন্মে, এবং জরা রূপ সর্পিণী আসিয়া অতি শীঘ্র শরীরকে গ্রাস করে, এবং মৃত্যুর সৈন্য রূপ নানা বিধ রোগের উপস্থিতি হয়। অতএব পুরুষ জরা রোগ মৃত্যু ভয়ে বিব্রত হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনাতে বঞ্চিত হয়েন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

পূর্ব্বের অথবা সংপ্রতিকের পুণ্যের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার কর্ত্তব্য এইযে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন, এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না তাহা জানেন। এবং সেই পরম কারণ যে পরব্রহ্ম তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা রূপে কেবল বোধ গম্য হয়েন ইহা বেদান্তে কহেন।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছাকর, তিনি ব্রহ্ম হয়েন॥

এই রূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে সেই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক, যে এই নাম রূপ ময় জগৎ কেবল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। তিনি আছেন, এই মাত্র জানা যায়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জানা যায় না। যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন, ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে, কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয়, ইহা কেহ জানে না, সেই প্রকারে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপি অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় না। পরমেশ্বরের স্বরূপ কোন মতেই জানা যায় না, ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিয়াছেন।

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়েন।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বংবিদ্ধি নেদংযদিদমুপাসতে॥
তলবকারশ্রুতিঃ॥

যাঁহার স্বরূপকে মন আর বুদ্ধি দ্বারা লোকে সংকল্প এবং নিশ্চয় করিতে পারে না আর যিনি মন আর বুদ্ধিকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া তুমি জান অন্য যে পরিমিত যাহাকে লোক সকল উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে।

মরণান্তে এই রূপ জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির জীব অন্যত্র গমন না করিয়া উপাধি হইতে সর্ব্ব প্রকারে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ॥

এই জ্ঞানির জীব ইন্দ্রিয় সহিত শরীর হইতে নিঃসৃত হয়েন না ইহ লোকেই মৃত্যুর পরে ব্রহ্মেতে লীন হয়েন॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোন এক অবলম্বন বিনা কেবল বে-

দান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পরব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন। তাহাতে সকল অবলম্বনের মধ্যে প্রণবের অবলম্বনের দ্বারা যে পরমাত্মার উপাসনা তাহা শ্রেষ্ঠ হয়। অতএব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রথমাবস্থায় ওঙ্কারের অবলম্বনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার বিধি সর্ব্বত্র উপনিষদে আছে।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদি ॥
কঠশ্রুতিঃ॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ হয়।

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

প্রণবকে ধনুঃ করিয়া আর জীবাত্মাকে শর করিয়া আর পর ব্রহ্মকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন, অতএব প্রমাদ শূন্য চিত্তের দ্বারা ঐ লক্ষ স্বরূপ পর ব্রহ্মেতে শর স্বরূপ জীবাত্মাকে বিদ্ধ করিয়া শরের ন্যায় লক্ষের সহিত মিলিত হইবেক অর্থাৎ প্রণবের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্রমে জীবকে ব্রহ্ম প্রাপ্ত করিবেক॥

ক্ষরন্তি সর্ব্বাবৈদিক্যোজুহোতিযজতি ক্রিয়াঃ।
অক্ষরংত্বক্ষরংজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ॥
মনুঃ॥

বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাজন সকলই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন কিন্তু জগতেরপতি যে ব্রহ্ম তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না॥

ওঁ তৎসদিতিনির্দ্দেশোব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃপুরা॥
গীতাস্মৃতিঃ॥

ওঁকার আর তৎ এবং সৎ এই তিন প্রকার শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে সৃষ্টির প্রথমে ঐ তিন প্রকারে যে পরমাত্মার নির্দ্দেশ হয় তিনি ব্রাহ্মণ সকলকে বেদ সকলকে ও যজ্ঞ সকলকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

বিশেষতঃ মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে দুর্ব্বলাধিকারি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন তাহা বিস্তার ও বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন। এই উপনিষদের তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা এবং সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ যে এক অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মা, তিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য হয়েন। অতএব কেবল ওঁকারের অর্থ যে চৈতন্য মাত্র পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্য যেহেতু বেদান্তে পাওয়া যাইতেছে যে “ আত্মা বা অরে শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ ”।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥
বেদান্ত সূত্রং ॥

উপাসনাতে অনুষ্ঠান পুনঃ পুনঃ করিবেক।

জপ্যেনৈব তু সংসিদ্ধ্যেদ্ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবাকুর্য্যাৎমৈত্রোব্রাহ্মণউচ্যতে॥
মনুঃ॥

প্রণব জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই. অন্য বৈদিক কর্ম্মকে করুন অথবা না করুন তাহাতে দোষ হয় না, যেহেতু ঐ জপ কর্ত্তা ব্যক্তি সকলের মিত্র হইয়া ব্রহ্মেতে লীন হয়েন ইহা বেদে কহেন॥

যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে যেমন স্থান এবং কাল ইত্যাদির নিয়ম আছে সেরূপ নিয়ম সকল আত্মোপাসনায় নাই।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥
বেদান্তসূত্রং॥

যে কোন দেশে যে কোন কালে মনের স্থিরতা হয় সেথায় উপাসনা করিবেক যেহেতু কর্ম্মের ন্যায় আত্মোপাসনাতে দেশ কাল দিক্ এসকলের নিয়ম নাই॥

ব্রহ্মোপাসক সর্ব্বদা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির দমনে যত্ন করিবেন এবং নিন্দা অসূয়া ঈর্ষা ইত্যাদি যে সকল মানস পীড়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা সর্ব্বদা করিবেন।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গ
তয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ॥
বেদান্ত সূত্রং॥

জ্ঞান সাধন করিতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করে না, ' জ্ঞান সাধনের সময় শম দমাদি বিশিষ্ট হইবেক, যেহেতু জ্ঞান সাধনের প্রতি শম দমাদিকে অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন। অতএব শম দমাদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য॥

শম অন্তরিন্দ্রিয়ের দমনকে কহি। দম বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে কহি। সূত্রে যে আদি শব্দ আছে তাহার তাৎপর্য্য উপরতি তিতিক্ষা সমাধান এই তিন হয়। জ্ঞান সাধনের কালে বিহিত কর্ম্মের ত্যাগকে উপরতি কহা যায়। তিতিক্ষা শব্দে সহিষ্ণু

তাকে কহি। আলস্য ও প্রমাদকে ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি বৃত্তিতে পরমাত্মার চিন্তন করাকে সমাধান কহি। ভগবান্ মনু ও এইরূপ ইন্দ্রিয় নিগ্রহকে আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ করিয়া কহিয়াছেন।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্॥
মনুঃ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মোপাসনাতে আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহেতে আর প্রণব উপনিষদাদির অভ্যাসেতে যত্ন করিবেক॥

যাহা জ্ঞান সাধনের পূর্ব্বে ও জ্ঞান সাধনের সময় অত্যাবশ্যক এবং যাহা ব্যতিরেকে জ্ঞান সাধন হয় না তাহা উপনিষদে দৃঢ় করিয়া কহিতেছেন।

সত্যমায়তনং॥ কেনশ্রুতিঃ।

জ্ঞানের আলয় সত্য হইয়াছেন অর্থাৎ সত্য বিনা উপনিষদের অর্থ স্ফূর্ত্তি হয় না॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সত্যমেকং বিশিষ্যতে॥
মহাভারতং॥

এক সহস্র অশ্বমেধ আর এক সত্য এদুয়ের মধ্যে কে ন্যূন কে অধিক ইহা বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহাতে এক সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা এক সত্য গুরুতর হইলেন॥

অতএব ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সত্য বাক্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা করিবেন। ব্রহ্মোপাসকেরা এক সর্ব্বব্যাপি অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্য কাহা হইতেও কদাপি ভয় রাখিবেন না।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ॥

আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে কাহা হইতেও ভীত হয়েন না॥

যোব্রহ্মাণংবিদধাতি পূর্ব্বংযোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। তংহ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥
শ্বেতাশ্বতরঃ॥

যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মার অন্তঃকরণে যিনি সকল বেদার্থকে প্রকাশিত করিয়াছেন সেই প্রকাশ রূপ সকলের বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা পর ব্রহ্মের শরণাপন্ন হই, যেহেতু আমি মুক্তির প্রার্থনা করি।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে নচেশিতা
নৈবচ তস্য লিঙ্গং। সকারণংকরণাধি-
পাধিপো নচাস্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ॥
শ্বেতাশ্বতরঃ॥

পরব্রহ্মের পালন কর্ত্তা এবং তাঁহার শাসন কর্ত্তা অন্য কেহ নাই ও তাঁহার শরীর এবং ইন্দ্রিয় নাই তিনি বিশ্বের কারণ এবং জীবের অধিপতি হয়েন আর তাঁহার কেহ জনক এবং প্রভু নাই।

তমীশ্বরাণাংপরমংমহেশ্বরংতংদেবতানাং
পরমঞ্চ দৈবতং। পতিংপতীনাং পরমং
পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥
শ্বেতাশ্বতরঃ॥

যত ঈশ্বর আছেন তাঁহারদিগের পরম মহেশ্বর সেই পরমাত্মা হয়েন আর যত দেবতা আছেন তাঁহারদিগের তিনি পরম দেবতা হয়েন আর যত প্রভু আছেন তাঁহারদিগের তিনি প্রভু আর সকল উত্তমের তিনি উত্তম হয়েন। অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি॥

বর্ণাশ্রমাচার বিনাও জ্ঞানের সাধন হইতে পারে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥
বেদান্তসূত্রং॥

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রহিত ব্যক্তিরও ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনে অধিকার আছে রৈক্য বাচক্নবী প্রভৃতি যাঁহারা অনাশ্রমী ছিলেন তাঁহারদিগের ও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছে এমত বেদে দেখা যাইতেছে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ।
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মাশুচ॥
গীতা॥

বর্ণাশ্রম বিহিত সকল ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব শোকাকুল হইও না॥

এই গীতার বচনের দ্বারাও ইহা নিষ্পন্ন হইতেছে যে উপাসনাতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত অপেক্ষা নাই তথাপি বর্ণাশ্রমাচার ত্যাগী যে উপাসক তাহা হইতে বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট উপাসক শ্রেষ্ঠ হয়।

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়োলিঙ্গাচ্চ॥
বেদান্তসূত্রং॥

আশ্রম ত্যাগ হইতে আশ্রমেতে স্থিতি শ্রেষ্ঠ হয়, যেহেতু আশ্রমির শীঘ্র জ্ঞানোৎপত্তি হয় এমত শ্রুতিতে কহিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন॥

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন॥

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন॥

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন॥

গভীর অরণ্য মধ্যে অকস্মাৎ যদি এক অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ অনুমান হয় না যে এই অট্টালিকা কোন ব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ? অনন্তর ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া যদি তাহার প্রত্যেক অংশ পরীক্ষা দ্বারা এরূপ জানা যায় যে এই অট্টালিকা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, তাহাতে মনুষ্যের বসতি যোগ্য সমুদয় বিষয় আছে ; শয়নালয়, ভোজনালয়, রন্ধনালয় প্রভৃতি যথা ক্রমে উপযুক্ত স্থানে অতি পরিপাটীরূপে রচিত হইয়াছে, তবে মনের স্বভাবতঃ কি এরূপ চিন্তার উদয় হয় না যে এই ভবন অতি সুখের স্থান, এবং ইহার নির্ম্মাতা অতি নিপুণ ? তদ্রূপ এই আশ্চর্য্য জগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া কাহার অন্তঃকরণে এরূপ নিশ্চয় জ্ঞান না হয় যে এই জগতের এক রচনাকর্ত্তা আছেন ? এবং যখন বিজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে এই বিশ্ব অনন্ত এবং যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্ট তখন কাহার মনে এরূপ বিশ্বাস না জন্মে যে জগদীশ্বর জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং স্বভাবে অনন্ত ?

যে দিকে নেত্র পাত করি সেই দিকেই পরমেশ্বরের কার্য্য নয়নের সম্মুখে বর্ত্তমান হয়, যে কার্য্যের প্রত্যেক অংশকে জ্ঞানি ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরের অখণ্ড জ্ঞান এবং অপরিমিত দয়াতে পরিপূরিত দেখিতেছেন। জগতে এমত বস্তুর স্থিতি নাই যাহাতে কোন বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়, এবং কোন বিশেষ উপকার না জন্মে। পৃথিবী, যাহা আমারদিগের গৃহ স্বরূপ, আর কিঞ্চিৎ কোমল হইলে মনুষ্যের বসতি যোগ্য হইত না, অথবা আর কিঞ্চিৎ কঠিন হইলে কৃষিকার্য্যাদি কোন কর্ম্মের উপযুক্ত হইত না। জল, যাহা আমারদিগের জীবন স্বরূপ, কিঞ্চিৎ লঘুতর হইলে বায়ুবৎ হইয়া আমারদিগের গ্রাহ্য হইত না, অথবা কিঞ্চিৎ গাঢ়তর হইলে মনুষ্যাদির পান যোগ্য, মৎস্যাদির স্থিতি যোগ্য, এবং নৌকাচালনাদির উপযোগ্য হইত না। সূর্য্য যিনি সকলের মূলাধার কিঞ্চিৎ নিকটতর হইলে সমুদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশি হইত, এবং কিঞ্চিৎ দূরতর হইলে শীত দ্বারা সমুদয় ধ্বংস পাইত। অতএব যিনি পৃথিবীকে মনুষ্যের যোগ্য এবং মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য, জলকে মৎস্যের যোগ্য এবং মৎস্যকে জলের যোগ্য, চক্ষুকে আলোকের যোগ্য এব আলোককে চক্ষুর যোগ্য, কর্ণকে শব্দের যোগ্য এব শব্দকে কর্ণের যোগ্য করিয়াছেন, এবং যিনি সকল বস্তুর শীত, উষ্ণ, দূর, নিকট প্রভৃতি অতি সূক্ষ্মরূপে অতি যথার্থরূপে পরিমাণ করি-

য়াছেন, তাঁহার জ্ঞান কিরূপ আশ্চর্য্য তাহা কি বাক্যেতে ব্যক্ত হয়?

পৃথিবী সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত, সেই সমুদ্রের জল সূর্য্যের উত্তাপে বাষ্পরূপে উত্থাপিত হইয়া মেঘরূপে আকাশে স্থিতি করে; তাহার কিয়দংশ পুনর্ব্বার জলরূপে পরিণত হইয়া অবনিতে বর্ষণ হয়, এবং অবশিষ্ট ভাগ বায়ু দ্বারা সঞ্চালন পূর্ব্বক পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি শীত দ্বারা ঘনীকৃত হইয়া তুষাররূপে অবস্থান করে। পরন্তু এই ইহার সৌন্দর্য্য যে পর্ব্বতস্থিত তুষার এবং বর্ষণের জল উভয়ই নদ নদীতে গমন পূর্ব্বক এক শরীর হইয়া পুনর্ব্বার সেই সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, এবং তথা হইতে পূর্ব্ববৎ বাষ্পরূপে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার ধরণীতে বর্ষণ হয়, বা পর্ব্বতে স্থাপিত হয়; এই রূপ নিত্য নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া পরমেশ্বরের জলযন্ত্র দিবা রাত্রি ভ্রমণ করিতেছে, যাহার দ্বারা প্রতি দেশে প্রতি জাতি মধ্যে যাবৎকাল যথা প্রয়োজন সমভাবে বারি বিতরণ হইতেছে। হাঃ মূঢ় মনুষ্য! তুমি কি ইহার অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতর কৌশল মনেতে ও কল্পনা করিতে পার যাহার দ্বারা পৃথিবীতে জল পরিবেশন হয়?

পরমেশ্বরের জ্ঞান দর্শনের নিমিত্তে অধিক দূরে দৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই, আপন শরীরের কোন অংশের প্রতি কটাক্ষ করিলেই পরিতোষ হয়। চক্ষুর্দ্বয় কি আশ্চর্য্য রূপে রচিত হইয়াছে, যাহা অতিক্ষুদ্র হইয়াও এক কটাক্ষে অর্দ্ধ জগৎকে অবলোকন করিতেছে। চক্ষুর স্বভাব এই যে আলোক দর্শন করে, কিন্তু কি পরমাশ্চর্য্য যে গর্ভস্থ বালকের চক্ষুর সহিত আলোক সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি কোন্ পুরুষ আলোকের স্বভাব জানিয়া চক্ষুকে একরূপে রচনা করেন যে তাহা ভবিষ্যতে আলোক দৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়? চক্ষুঃ অতি কোমল বস্তু, অতএব কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হইবে, এই আশঙ্কায় কোন্ পুরুষ তাহার সম্মুখে দুই দ্বার সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ হইয়া নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে? কি জানি এক চক্ষুঃ কোন এক দুর্ঘটনা দ্বারা অকস্মাৎ নষ্ট হইতে পারে এই বিবেচনায় কোন্ পুরুষ মনুষ্যকে দুই নেত্রো সহিত ভূষিত করিয়াছেন? নানা দিকে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন এনিমিত্তে কোন্ পুরুষ চক্ষুর একরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন যে, তাহাকে ইচ্ছা মাত্র সকল দিকে চালনা করা যায়? কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এজন্যে কোন্ পুরুষ তাহার একরূপ কৌশল করিয়া দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে?

পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত স্বভাব, যেহেতু তিনি অনন্ত বিশ্বের রচনা কর্ত্তা। জ্যোতির্ব্বেত্তারা নির্ণয় করিয়াছেন যে যে অসঙ্খ্য নক্ষত্র অতি ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট হইতেছে, তাহারদিগের প্রত্যেকে এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্য, এবং পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ গ্রহশ্রেণী সেই প্রত্যেক সূর্য্যকে অবিশ্রান্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং আমরা অতি নিকটস্থ তারাকে যত দূরে স্থাপিত জ্ঞান করি, সমুদয় নক্ষত্র পরস্পর তদপেক্ষা অধিকতর দূরদেশে স্থায়ি রহিয়াছে। অধিক কি কহিব আকাশের সীমা এবং নক্ষত্রের গণনা হইবার সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু যে পরিমাণে দৃষ্টি যন্ত্র পরিষ্কৃত এবং উৎকৃষ্ট হইতেছে, সেই পরিমাণে নক্ষত্রের সঙ্খ্যা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। তবে আর কি প্রকারে জগতের সীমা নির্দ্ধার্য্য করা যাইতে পারে? বিশেষতঃ ইহা কি অসম্ভব যে যে জ্ঞান দ্বারা এই এক সৃষ্টির রচনা হইয়াছে, তদ্দ্বারা এবম্প্রকার কোটি জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে?

যিনি এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করেন, তিনিই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক যেহেতু ঈশ্বরকে জানিবার নিমিত্তে তাঁহার কার্য্য ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই, কেননা কেবল কার্য্যের দ্বারাই কারণের জ্ঞান হয়। তিনি প্রত্যক্ষ দেখেন যে ঈশ্বর কেবল

সাধারণ সুখের জন্য অপরিমিত দয়া প্রচার করিয়াছেন; এপ্রকার কোন বস্তু সৃষ্টি করেন নাই যাহা কোন এক রূপে হিত জনক না হয়। অতএব তাঁহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রেম সঞ্চার হয়, এবং তাহার সঙ্গে যে আশ্চর্য্য মিশ্রিত এক প্রকার বিমল আনন্দের উদয় হয়, যাহা সংসারের সকল আহ্লাদ হইতে উৎকৃষ্ট তাহা ব্রহ্মোপাসকের চিত্ত ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং ঈশ্বর উপাসনার ফল সেই উপাসনার সঙ্গে সঙ্গেই হইতে থাকে, ভবিষ্যৎ ফলের প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না।

অ. কু. দ.

মরণ হইলে যে চৈতন্যের নাশ হয়, সুতরাং মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে আর পরকাল থাকে না ইহা এই মর্ত্যলোক স্থিত অবিবেকি ব্যক্তিদিগের হঠাৎ বোধ হয়, কিন্তু বিচারতঃ ইহা যথার্থ নহে। দেখ এই জড় পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর শরীর ইহার কণা মাত্রও নষ্ট হয় না, কিন্তু এই শরীরের মৃত্তিকার অংশ মৃত্তিকার সহিত, জলের অংশ জলের সহিত, তেজের অংশ তেজের সহিত, বায়ুর অংশ বায়ুর সহিত, এবং আকাশের অংশ আকাশের সহিত কেবল লয় হয়। শরীরের স্থিতি কালে তাহার যে সকল অংশ একত্র ছিল, তাহা ভগ্ন হইলে তাহার অংশ কেবল পৃথক্ পৃথক্ রহিল, কিন্তু তাহার কণাও নষ্ট হইল না। শরীরস্থিত পঞ্চভূতের যদি অণু মাত্র নষ্ট না হইল, তবে ইহার অন্তর্গত ও নিয়ামক যে চৈতন্য তাহারই কি কেবল বিনাশ হইবেক ? শরীর ভগ্ন হইলে এই জড় পদার্থের সাদৃশ্যে জগদ্ব্যাপি চৈতন্যতে কি এই শরীর ব্যাপি চৈতন্যের লয় সম্ভব হয় না ? ইহা সত্য বটে যে মৃত্তিকা জল প্রভৃতির যে লয় তাহা দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার চৈতন্যের লয় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখন চৈতন্যই দেখা যায় না তখন তাহার লয় কি প্রকারে দেখা যাইবেক। যে মনুষ্য মরিয়াছে তাহার জীবদ্দশাতেও তাহার চৈতন্যকে কেহ দেখে নাই, তাহার শরীর কৃত কার্য্য দেখিয়া চৈতন্যকে কারণ রূপে জানা যায়। যদি তাহার জীবদ্দশাতে চৈতন্য দৃষ্ট না হইল তবে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার শরীর ব্যাপি চৈতন্য কেন দৃষ্টি গোচর হইবেক ? যে বস্তুকে নিকটে থাকিতে দেখা না গেল তাহাকে দূর হইতে কি প্রকারে দেখা যাইবেক ? চৈতন্য ইন্দ্রিয় গোচর নহে এই নিমিত্তে শরীর ভগ্ন হইলে চৈতন্য নষ্ট হইল ইহা কি কখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার মনে স্থান দিতে পারেন ? সৃষ্টি মধ্যে যাহা দেখিতে পাই তাহার এক কণাও যদি নষ্ট হয় না তবে চৈতন্যকে দেখিতে পাই না বলিয়াই কি চৈতন্য নাশ্য বস্তু ইহা সিদ্ধান্ত করিব ?

যদি বল যে যেমন দুগ্ধ আর অম্লেতে সংযোগ হইলে দধির উৎপত্তি হয়, সেই রূপ রক্ত এবং মজ্জার সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, অতএব যখন রক্ত এবং মজ্জা পৃথক্ পৃথক্ হইবেক তখন চৈতন্যেরও বিনাশ হইবেক। ইহার উত্তর এই যে যদি এমত প্রমাণ হয় যে দুগ্ধ অম্ল সংযোগে দধি উৎপত্তির ন্যায় রক্ত মজ্জার সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে অবশ্য মানিতে হইবেক, যে রক্ত মজ্জার বিচ্ছেদে চৈতন্যের নাশ হইবেক। কিন্তু ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই পৃথিবীতে যে যে বস্তুর সংযোগে যে যে বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে সেই উৎপন্ন বস্তু সেই সেই উৎপাদক বস্তুর বিকার মাত্র। এই পঞ্চভূতের সংযোগে বৃক্ষ, পল্লব, পুষ্প, ফল, অস্থি, মাংস, রক্ত, মজ্জা, প্রভৃতি যাহা কিছু উৎপন্ন হইতেছে তাহা ঐ পঞ্চভূতের বিকার মাত্র। দধিও সেই রূপ দুগ্ধ অম্লের বিকার মাত্র অতএব দধি যে বস্তু তাহা দুগ্ধ ও অম্লময়। এই প্রকার রক্ত ও মজ্জা হইতে যদি চৈতন্যের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় তবে সেই চৈতন্যকে রক্ত ও মজ্জার বিকার মাত্র স্বীকার করিতে হইবেক, তাহা হইলে চৈতন্যকে রক্ত মজ্জাময় বলিতে হয়।

যদি দুগ্ধ অম্লময় দধির ন্যায় চৈতন্য রক্ত মজ্জাময় হইল তবে দধিতে যেমন দুগ্ধ এবং অম্ল আছে সেই রূপ চৈতন্যেতেও রক্ত এবং মজ্জা আছে ইহা মানিতে হইবেক, অথচ ইহা অত্যন্ত অপ্রসিদ্ধ অসম্ভব এবং যুক্তি বিরুদ্ধ কথা। কারণ দুগ্ধ অম্লময় দধির ন্যায় যদি চৈতন্যেতে রক্ত ও মজ্জা আছে ইহা স্বীকার কর তবে ঐ রক্ত মজ্জার সামান্য গুণ যে বিস্তৃতি ও আকৃতি তাহাও তাহাতে থাকিবে। কিন্তু চৈতন্যেতে বিস্তৃতি ও আকৃতি নাই ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব রক্ত মজ্জা হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি কোন মতে সম্ভব হয় না। স্থতরাং যদি রক্ত মজ্জা সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি অসম্ভব হইল, তবে রক্ত মজ্জার বিচ্ছেদে চৈতন্যের নাশ কি প্রকারে স্বীকার করা যায়! এনিমিত্তে শরীর নিপাত হইলে যে চৈতন্যের বিনাশ হয় এই মতকে বিবেকি ব্যক্তিরা মান্য করেন না।

যদি বল যেমন দুগ্ধের দুই ভাগ আছে অসার ভাগ এবং সারভাগ। সেই অসার ভাগ অম্লদ্বারা পৃথক্ হইলে সার ভাগ যে ঘৃত তাহার প্রাপ্তি হয়, সেই রূপ সার ভাগ এবং অসার ভাগ বিশিষ্ট মজ্জা হইতে রক্ত দ্বারা অসার ভাগ পৃথক্ হইলে তাহার সার ভাগ যে চৈতন্য তাহার উদয় হয়। অতএব এই রূপে রক্ত মজ্জা সংযোগে যদি চৈতন্যের উদয় হইল, তবে ঐ রক্ত মজ্জার বিচ্ছেদে চৈতন্যের নাশ কেন না হইবেক! ইহাতে বক্তব্য এই যে দুগ্ধ হইতে ঘৃতের ন্যায় মজ্জা হইতে চৈতন্যের উদয় যদি স্বীকার করা যায় তবে রক্ত মজ্জার বিচ্ছেদে যে চৈতন্যের বিনাশ হইবেক ইহা কখন স্থাপনা করা যায় না। কারণ সার ভাগ এবং অসার ভাগ একত্র না হইলে কিছু দুগ্ধের উৎপত্তি হয় না এবং একত্র হইবার পূর্ব্বে সেই সার ভাগ এবং অসার ভাগ বর্ত্তমান না থাকিলেও একত্র হওয়া সম্ভব হয় না, স্থতরাং দুগ্ধ হইবার পূর্ব্বে তাহার অসার ভাগ এবং সার ভাগ ঘৃত বা ঘৃতের রূঢ়িক বস্তু যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমান ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে, সেই রূপ অসার ভাগ এবং সারভাগ চৈতন্য বিশিষ্ট মজ্জা যদি স্বীকার কর তবে মজ্জা হইবার পূর্ব্বে তাহার অসার ভাগ এবং সার ভাগ চৈতন্য যে পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তমান ছিল ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, ইহা স্বীকার করিলে তবে সিদ্ধ হইল যে রক্ত মজ্জার সংযোগের পূর্ব্বে চৈতন্যের সত্তা ছিল, অতএব যদি রক্ত মজ্জার সংযোগের পূর্ব্বে চৈতন্য ছিল এমত সিদ্ধ হইল তবে রক্ত মজ্জার বিচ্ছেদের পরে যে চৈতন্যের নাশ হইবেক এমত কথার কি প্রকারে প্রামাণ্য হইবেক! এই শরীরগত চৈতন্য যে নাশ্য বস্তু তাহা যুক্তি দ্বারা কোন প্রকারে স্থাপনা করা যায় না। শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের শরীর ব্যাপি চৈতন্য জগদ্ব্যাপি চৈতন্যেতে লয় হয়।

> যথা নদ্যঃস্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম রূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নাম রূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥

যে রূপ প্রবাহ বিশিষ্টা নদী সকল নাম রূপ ত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে মিলিত হয় সেই রূপ জ্ঞানি ব্যক্তি নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হয়েন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক।

যে কোন ব্যক্তি বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা যে চৈতন্য মাত্র সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মা তাঁহাকে নিরবলম্বে অথবা ওঁকারের অবলম্বনের দ্বারা চিন্তন করেন সেই ব্যক্তির নাম রূপ বিশিষ্ট অন্যকে পরমাত্মা বোধ করিয়া আরাধনা সর্ব্বদা অকর্ত্তব্য।

> ন প্রতীকেন হি সঃ ॥
> বেদান্তসূত্রং ॥

বিকার ভূত যে নাম রূপ তাহাতে পরমাত্মার বোধ করিবেক না যেহেতু এক নাম রূপ অন্য নাম রূপের আত্মা হইতে পারে না ॥

> আত্মেত্যেবোপাসীত ॥
> বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

কেবল আত্মারই উপাসনা করিবেক।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

জ্ঞান স্বরূপ আত্মারই উপাসনা করিবেক ॥

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাং ॥

বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে দেবতারাও পারেন না যেহেতু সেই ব্যক্তি দেবতাদিগেরও আরাধ্য হয় আর যে কোন ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য আমি অন্য হই সে অজ্ঞান ব্যক্তি দেবতাদিগের পশু মাত্র হয় ॥

নাম রূপ বিশিষ্টকে ব্রহ্ম করিয়া বর্ণন যেখানে দেখিবেন সেই বর্ণনকে কল্পনা মাত্র জানিবেন।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

আদিত্যাদি যাবৎ নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে আদিত্যাদির কল্পনা করিবেক না যেহেতু আদিত্যাদি যাবৎনাম রূপ হইতে সদ্রূপ পরব্রহ্ম উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন লোকেতে আরোপিত করিয়া রাজার দাস বর্গে রাজ বুদ্ধি করিতে পারে কিন্তু রাজাতে দাস বুদ্ধি করিবেক না।

নাম রূপ উপাধি বিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না যেহেতু আত্ম জ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদরায়ণঃ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

অবয়বের উপাসক ভিন্ন যাঁহারা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন তাঁহারদিগকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম লোকে লইয়া যান ইহা বেদব্যাস কহেন যেহেতু দেবতাদিগের উপাসক আপন আপন উপাস্য দেবতাকে প্রাপ্ত হয়েন আর ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্ম লোক গতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥

অসূর্য্যানাম তে লোকাঃ অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ ॥

পরমাত্মার অপেক্ষা করিয়া দেবাদি ও সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগের লোককে অসূর্য্য লোক কহি সেই দেবতা অবধি করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে সেই সকল লোককে আত্মঘাতি অর্থাৎ আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম করিলে উত্তম লোককে পায়েন আর অশুভ কর্ম্ম করিলে অধম লোককে পায়েন এই রূপে ভ্রমণ করেন মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না ॥

যত্র নান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি সভূমা যত্রান্যৎপশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং যোবৈ ভূমা তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং ভূমাত্মেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥

ছান্দোগ্যঃ ॥

যে ব্রহ্ম তত্ত্বে দর্শন যোগ্য এবং শ্রবণ যোগ্য ও জ্ঞানগম্য কোন বস্তু নাই তিনিই সর্ব্ব ব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা হয়েন আর যাহাকে দেখা যায় ও শুনা যায় ও জানা যায় সে পরিমিত অতএব সে অল্প সুতরাং সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর নহে এই নিমিত্ত যিনি অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা তিনি অবিনাশী আর যে পরিমিত সে বিনাশী অতএব কেবল অপরিচ্ছিন্ন অবিনাশি পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন মহতী বিনষ্টিঃ॥

তলবকারশ্রুতিঃ ॥

এই মনুস্য দেহেতে ব্রহ্মকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে ব্যক্তি জানে তাহার ইহ লোকে প্রার্থনীয় সুখ আর পরলোকে মোক্ষ এই দুই সত্য হয় আর এই মনুস্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মকে যে না জানে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক ক্লেশ হয়।

যে কোন বস্তু চক্ষুর্গোচর হয় সে অনিত্য এবং অস্থায়ী ও পরিমিত অতএব পরমাত্মা রূপ বিশিষ্ট হইয়া চক্ষুর্গোচর হয়েন, এমত অপবাদ পরমেশ্বরকে দিবেন না তাঁহার জন্ম হইয়াছে এমত অপবাদ ও দিবেন না তাঁহার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আছে এবং তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি করেন এমত অপবাদ ও দিবেন না।

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ॥

শ্বেতাশ্বতরঃ ॥

অবয়ব শূন্য ব্যাপার রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য নিন্দা রহিত এবং উপাধি শূন্য পরমেশ্বর হয়েন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥

কঠোপনিষৎ ॥

পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এ সব গুণ নাই তিনি হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম।

ছান্দোগ্যঃ।

নাম রূপের ভিন্ন ব্রহ্ম হয়েন ॥

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্ত সূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন প্রকারে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয়।

প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রহ্ম জ্ঞানিরা করিবেন না।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি ॥
শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ॥
সেই পরমেশ্বরের প্রতিমা নাই ।

সযোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ
প্রিয়ংরোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ ॥
বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ ॥

যে ব্যক্তি পরমাত্মা ভিন্নকে প্রিয় কহিয়া উপাসনা করে তাহার প্রতি আত্মোপাসক কহিবেন যে তুমি পরমাত্মা ভিন্ন অন্যকে প্রিয় জানিয়া উপাসনা করিতেছ অতএব তুমি বিনাশকে পাইবে যেহেতু এরূপ উপদেশ করিতে ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সমর্থ হয়েন অতএব উপদেশ দিবেন ॥

যোমাংসর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং ॥
হিত্বার্চ্চাংভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥
শ্রীভাগবতং ॥

সর্ব্ব ভূত ব্যাপী আত্মার স্বরূপ ঈশ্বর যে আমি আমাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমাতে পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে।

যে স্থলে সোপাধি উপাসনার বিধান আছে তাহাকে অপরা বিদ্যা করিয়া জানিবেন।

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরাচৈবাপরা চ তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যম গ্রাহ্যমিত্যাদি ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

বিদ্যা দুই প্রকার হয় জানিবে ব্রহ্মজ্ঞানিরা কহেন এক পরা বিদ্যা দ্বিতীয় অপরাবিদ্যা হয় তাহার মধ্যে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ আর জ্যোতিষ এসকল অপরা বিদ্যা হয় আর পরা বিদ্যা তাহাকে কহি যাহার দ্বারা অক্ষর অদৃশ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরব্রহ্ম তাঁহাকে জানা যায় ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ তৌ সম্পরীত্য
বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥
কঠবল্লী ॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন ॥

শাস্ত্রে কহিয়াছেন "অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ" অধিকারি প্রভেদেতে শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির পরমাত্ম তত্ত্বে কোন মতে প্রীতি নাই এবং যে সর্ব্বদা অনাচারে রত হয় তাহাকে অঘোর পথের আদেশ করেন তদনুসারে সেই ব্যক্তি কহে যে, "অঘোরান্নপরোমন্ত্রঃ" অঘোর মন্ত্রের পর আর নাই। আর যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে বিমুখ এবং পানাদিতে রত তাহার প্রতি বামাচারের আদেশ করেন এবং সে কহে যে, "অলিনা বিন্দুমাত্রেণত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ" বিন্দুমাত্র মদিরার দ্বারা তিন কোটি কুলের উদ্ধার হয়। আর যে ব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা না হইয়া স্ত্রী সুখাদি বিষয়ে সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা হয় তাহার প্রতি স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়াঘটিত উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন এবংসে কহে যে, "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ ইত্যাদি।" যে ব্যক্তি ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করে এবং বর্ণন করে সে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণেতে পরম ভক্তি হইয়া অন্তঃকরণের দুঃখ ত্বরায় নিবৃত্ত হয়। আর যাহার হিংসাদি কর্ম্মেতে মতি হয় তাহার প্রতি ছাগাদি বলিদানের উপদেশ করিয়াছেন, এবং সে কহে যে "স্মেকমেকমুদরা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা ইত্যাদি।" মেষের রুধির দান করিলে এক বৎসর পর্য্যন্ত ভগবতী প্রীতা হয়েন।

এ সকল বিধির তাৎপর্য্য এই যে আত্মতত্ত্ব বিমুখব্যক্তি সকল যাহারদিগের স্বভাবতঃ অশুচি ভক্ষণে মদিরা পানে স্ত্রী পুরুষ ঘটিত আলাপে এবং হিংসাদিতে রতি হয় তাহারা নাস্তিক রূপে এসকল গর্হিত কর্ম্ম না করিয়া পূর্ব্ব লিখিত বচনেতে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে এ সকল কর্ম্ম যেন করে, যেহেতু নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইলে জগতের অত্যন্ত উৎপাত হয় নতুবা যথা রুচি আহার বিহার হিংসা ইত্যাদির সহিত পরমার্থ সাধনের কি সম্পর্ক আছে !

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃপার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃস্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং ।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাংভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥
গীতা ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি সকল বেদের ফল শ্রবণ বাক্যে রত হইয়া আপাততঃ প্রিয়কারী যে ঐ ফলশ্রুতি বাক্য তাহাকেই পরমার্থ সাধক করিয়া কহেন আর কহেন যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই, ঐ সকল কামনাতে আকুলিত চিত্ত ব্যক্তিরা দেবতার স্থান যে স্বর্গ তাহাকে পরমপুরুষার্থ করিয়া জানেন আর জন্ম ও কর্ম্ম ও তাহার ফল প্রদান করে এবং ভোগ ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখায় এমত রূপ নানা ক্রিয়াতে পরিপূর্ণ যে সকল বাক্য আছে এমত বাক্য সকলকে পরমার্থ সাধন কহেন. অতএব ভোগ ঐশ্বর্য্যেতে আসক্ত চিত্ত এমত রূপ ব্যক্তি সকলের পরমেশ্বরে চিত্তের নিষ্ঠা হয় না. আর ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যে শাস্ত্রে ঐ সকল আহার বিহার ও হিংসা ইত্যাদির উপদেশ আছে সেই সকল শাস্ত্রেই সিদ্ধান্তের সময় অঙ্গীকার করেন যে আত্ম জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য যে উপদেশ সে কেবল লোক রঞ্জন মাত্র॥

তস্মাদিত্যাদিকং কর্ম্ম লোকরঞ্জনকারণং।
মোক্ষস্য কারণং বিদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি॥
কুলার্ণবং॥

অতএব এ সকল কর্ম্ম লোক রঞ্জনের কারণ হয় কিন্তু হে দেবি মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞানকে জানিবে॥

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং॥

যাঁহারা আহার নিয়মের দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট করেন কিম্বা যাঁহারা যথেষ্ট আহার দ্বারা শরীরকে পুষ্ট করেন তাঁহারা যদি ব্রহ্ম জ্ঞান হইতে বিমুখ হয়েন তবে কি নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? অর্থাৎ তাঁহারদিগের কদাপি নিষ্কৃতি হয় না।

গৃহস্থ যে ব্রহ্মোপাসক তাঁহারদিগের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে পুত্র ও আত্মীয়বর্গকে জ্ঞানোপদেশ করেন এবং জ্ঞানির নিকট যাইয়া জ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত যত্ন করেন।

আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং
গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে॥

গুরু শুশ্রূষা করিয়া যে কাল অবশিষ্ট থাকিবেক সেই কালে যথাবিধি নিয়ম পূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে অর্থ সহিত বেদাধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিবাহ করিবেক পরে গৃহাশ্রমে থাকিয়া পবিত্র স্থানে যথাবিধি অবস্থিতি করিয়া বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক পুত্র ও শিষ্যাদিকে জ্ঞানোপদেশ করিতে থাকিবেক. এবং পরমাত্মাতে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযোগ করিয়া আবশ্যকতা ব্যতিরেকে হিংসা করিবেক না এইপ্রকারে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই রূপ কর্ম্ম করিয়া ব্রহ্ম লোক প্রাপ্তি পূর্ব্বক পর ব্রহ্মেতে লীন হয় তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হয় না॥

শৌনকোহ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি॥
মুণ্ডকোপনিষৎ॥

মহা গৃহস্থ যে শৌনক তিনি ভরদ্বাজের শিষ্য যে অঙ্গিরা মুনি তাঁহার নিকটে বিধিপূর্ব্বক গমন করিয়া প্রশ্ন করিলেন যে কাহাকে জানিলে হে ভগবান সকলকে জানা যায়।

এই রূপ ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে অনেক আখ্যায়িকাতে পাইবেন, যে ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ সকল অন্য হইতে উপদেশ লইয়াছেন, এবং অন্যকে জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
গীতা॥

হে অর্জ্জুন সেই জ্ঞানকে তুমি জ্ঞানির নিকটে যাইয়া প্রণিপাত এবং প্রশ্ন ও সেবার দ্বারা জানিবে সেই তত্ত্ব দর্শি জ্ঞানি সকল তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।

ব্রহ্মকে আমি জানিব এই ইচ্ছা যখন ব্যক্তির হইবেক তখন নিশ্চয় জানিবেন যে সাধন চতুষ্টয় সে ব্যক্তির ইহ জন্মে অথবা পূর্ব্ব জন্মে অবশ্যই হইয়াছে।

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ।
বেদান্তসূত্রং॥

যদি প্রতিবন্ধক না থাকে তবে যে জন্মে সাধন চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করে সেই জন্মেতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় আর যদি প্রতিবন্ধক থাকে তবে জন্মান্তরে জ্ঞান হয় যেহেতু বেদে কহিতেছেন যে গর্ভস্থিত বামদেবের জ্ঞান জন্মিয়াছে আর গর্ভস্থিত ব্যক্তির সাধন চতুষ্টয় পূর্ব্ব জন্ম ব্যতিরেকে ইহ জন্মে সম্ভাবিত নহে।

জ্ঞান দাতা গুরুতে অতিশয় শ্রদ্ধা রাখিবেন কিন্তু শাস্ত্রে কাহাকে গুরু কহেন তাহা আদৌ জানা কর্ত্তব্য হয় যেহেতু প্রথমতঃ স্বর্ণ না জানিলে স্বর্ণের যত্ন করিতে কহা বৃথা হয়।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
মুণ্ডকোপনিষদ॥

জ্ঞানাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত বিধি পূর্ব্বক বেদজ্ঞাতা ব্রহ্মজ্ঞানি গুরুর নিকটে যাইবেক।

এবং গুরুর প্রণাম মন্ত্রেই গুরু কি রূপ হয়েন তাহা ব্যক্তই আছে তাহাতে মনোযোগ করিবেন।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

বিভাগ রহিত চরাচর ব্যাপী যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাঁহাকে যিনি উপদেশ করিয়াছেন সেই গুরুকে প্রণাম করি ৭

কিন্তু চরাচরের একদেশস্থ আকাশের অন্তর্গত পরিমিতকে যিনি উপদেশ করেন তাঁহাতে ঐ লক্ষণ যায় কি না ইহা কেন না বিবেচনা করেন ?

গুরবোবহবঃসন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ ।
দুর্লভঃসদ্গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥
তন্ত্রং ॥

শিষ্যের বিত্তকে হরণ করেন এমত গুরু অনেক আছেন কিন্তু এমত গুরু দুর্লভ যিনি শিষ্যের সন্তাপ অর্থাৎ অজ্ঞানতাকে দূর করেন।

ব্রহ্মোপাসক ব্যক্তিরা জ্ঞান সাধনের সময় এবং জ্ঞানোৎপত্তি হইলে পরে ও লৌকিক তাবৎ ব্যাপারকে যথা বিহিত নিষ্পন্ন করিবেন। গুরুলোকের তুষ্টি এবং আত্ম রক্ষা ও পরোপকার যথাসাধ্য করিবেন। ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া যাহাতে আপনার ও পরের পীড়া জন্মাইতে না পারে এমত যত্ন সর্ব্বদা করিবেন কিন্তু অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জানিবেন যে এই প্রপঞ্চময় জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকল কেবল সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদিসংকল্পবর্জ্জিতঃ ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবংবিহর রাঘব ॥
যোগবাশিষ্ঠঃ ॥

বাহেতে ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনেতে সংকল্প বর্জ্জিত হইয়া আর বাহেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করহ।

যে পুরুষ ধৈর্য্য দ্বারা বিষয় আস্বাদন করে, সেই সুখ স্বরূপ মধু ভোগ করে। পর নিন্দাতে জিহ্বাকে যে চালনা না করে সে সাধারণের প্রিয় পাত্র হয়। আপনার বিবেচনার ত্রুটিতে যে ব্যক্তি যখন কামের বশীভূত হয় তখন তাহার ছাগাদি পশুর সহিত কেবল শরীর গত প্রভেদ থাকে, ক্রোধে মত্ত হইলে চাণ্ডালের রূপ ধারণ করে, অতি লুব্ধ হইলে চৌর্য্য প্রভৃতি বৃত্তিকে অবলম্ব করে, ধৃত হইলে অন্য চৌরে ও একটা চপেটাঘাত না করিয়া তৎস্থান হইতে প্রস্থান করে না, মদোন্মত্ত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া আপনার সমস্ত গুণকে ভস্মসাৎ করে। ঈর্ষান্বিত মনুষ্য কি প্রমাদ বিশিষ্ট, সকলে আপনার হিত চিন্তায় সর্ব্বদা বিব্রত, ইনি সর্ব্বদা পরের মন্দ চেষ্টায় চিন্তিত, কাহারও প্রশংসা হইলে ইহাঁর আস্য মণ্ডল একেবারে হাস্য রহিত হয়, এবং পরের মঙ্গল হইলে ইহাঁর দুর্দ্দশা হয়। তমোন্ধ ব্যক্তি আপনার গুণকে বাহুল্য করিয়া দেখে আপনার দোষকে দেখিতে পায় না, অথচ পরের দোষ শর্ষপ মাত্র হইলেও তাহা দৃষ্টিগোচর সকলের অগ্রেই হয়। যে ব্যক্তি ইহা জ্ঞাত নহে যে আগামি দিবস তাহার ভাগ্যে কি ঘটিবে সে কি সাহসে দর্প করে! মনুষ্য যে সংসারার্ণবের স্রোতে ভাসিতেছে কখন্ যে সে কাল স্বরূপ কুম্ভীরের গ্রাসে পড়িবে তাহার নিরূপণ কি! অতএব হে নিদ্রিত মনুষ্য সকল অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উঠ, সংসারের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া নিত্য সৎপদার্থ পরমেশ্বরকে চিন্তা করহ, এবং কাম ক্রোধাদিকে বশে রাখিয়া তাঁহার নিয়মানুগত কর্ম্ম করিতে সর্ব্বদা যত্নবন্ত হও।

শ্যা. চ. মু.

অশুদ্ধশোধন।

১ সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠার অষ্টত্রিংশৎ পংক্তিতে যে " বিশেষেণবিবর্জ্জিতঃ " আছে তাহার পরিবর্ত্তে " বিশেষণ বিবর্জ্জিতঃ " এবং ৩ সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রথম পত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ পংক্তিতে যে " নিরন্তর্য্যের বিচ্ছেদ " আছে তাহার পরিবর্ত্তে " নৈরন্তর্য্যের বিচ্ছেদ " পঞ্চত্রিংশৎ পংক্তিতে যে " পঞ্চভূতের নির্ম্মিত" আছে তাহার পরিবর্ত্তে " পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত" এবং দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার অষ্টম পংক্তিতে যে " অভিলাষেতে " আছে তাহার পরিবর্ত্তে "অভিলষিত" জানিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

৫ সংখ্যা

১ পৌষ ১৭৬৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন॥

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন॥

হে স্বদেশীয় বিজ্ঞ যুবক গণ তোমরা যথার্থ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছ অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে যে আমারদিগের চিরকালের বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম জ্ঞানিদিগের ধর্ম্ম হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী সভা এই বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম বিস্তার করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব এবং উন্নতি তোমারদিগের অধীন হইয়াছে, তোমরা তাহাতে যুক্ত হইলেএই সভার স্থায়িত্ব হইবেএবং তোমরা ধার্ম্মিক ও ব্রহ্মপরায়ণ হইলে তাহার উন্নতি হইবে। সভা উপদেশ প্রদান করিতেছেন তোমরা তদনুযায়ি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনা কর। /সাহসকে আশ্রয় কর এবং উৎসাহের সহিত প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে অনুরক্ত থাক। তোমারদিগকে এই অসম সাহসিক কর্ম্মে যত্নবান্ দেখিয়া কেহ কেহ উপহাস করিতে পারে কিন্তু সে মূর্খদিগের উপহাস মাত্র, মূর্খদিগের দ্বেষেতে কুৎসাতে কি বিদ্রূপে জ্ঞানকে কি অজ্ঞান সলিলে বিসর্জ্জন দিবে? এবং পরব্রহ্মের উপাসনা হইতে কি বিরত থাকিবে? যদি ধৈর্য্যবান্ হইয়া এই সভাকে উন্নত করিবার জন্য দৃঢ় রূপে যত্ন কর তবে কালে অজ্ঞান তিমির হইতে এদেশ নিশ্চয় মুক্ত হইবে, সুতরাং অদ্য যাহারা তোমারদিগকে নিন্দা করিতেছে জ্ঞান প্রভাবে আগামি দিবসে পুনর্ব্বার তাহারাই তোমারদিগকে প্রসংশা করিবেক। অতএব নিন্দা প্রসংশাকে তুচ্ছ করিয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সম্যক্‌রূপে নির্ভয় এবং সুখি হইবে।

হে ঈশ্বর পরায়ণগণ তোমরা সকলে এই তত্ত্ববোধিনী সভা ভুক্ত হইয়া ঈশ্বর জ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে যত্নবন্ত হও। আপনারা অজ্ঞান রূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছ এনিমিত্তে নিশ্চিন্ত থাকিবে না। জ্ঞান দিবসের কেবল উষা কাল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তোমরা অগ্রে জাগ্রত হইয়াছ, এইক্ষণে কি উচিত হয় না যে অন্য নিদ্রিত লোককে জাগ্রত কর?

রজনী কি সুখ দায়িনী, যে রজনীতে জীবগণ সমুদয় দিবস নিজ নিজ কর্ম্ম সাধনে শারীরিক শ্রম ও ক্লেশ প্রযুক্ত এবং মানসিক ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতা হেতু পরিশ্রান্ত হইয়া সন্তাপ নাশিনী নিদ্রা যোগে সকল প্রকার ভাবনা হইতে মুক্ত হয়, যে রজনীতে দিবাকর কিরণে উত্তপ্ত বায়ুঃ শিশির বর্ষণে সুশীতল হইয়া যেন প্রফুল্ল চিত্তে বহু পল্লব শোভিত লতা বৃক্ষাদি সঙ্গে আলিঙ্গনে শরশর শব্দ করত মন্দ মন্দ

প্রবাহিত হয়, যে রজনীতে সম্পূর্ণ রূপে পৃথিবীর স্তব্ধতা প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গের চিকিমিকি শব্দ বিশ্রুত হয়। এই ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনীতে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থানে সর্ব্বশক্তিমৎ পরমেশ্বর বিরচিত এই বিচিত্র বিশ্ব সংসারের আশ্চর্য্য রচনা সন্দর্শনে মনে কি বিমল আনন্দের উদয় হয়।

দেখ, উপরে কি অনন্ত আকাশ যে আকাশে নিশানাথ পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া অন্ধকার বিনাশে সমুদয় আকাশ শুভ্র বর্ণ করিয়া শোভাযুক্ত করিতেছে। কোটি কোটি নক্ষত্রগণ নিজ নিজ রশ্মি যেন নিশাকর দ্বারা অপহৃত প্রযুক্ত ঐ শুভ্রবর্ণ আকাশের সঙ্গে সম্মিশ্রিত হইতেছে। রজনীনাথ সুধাকর অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া টলমল লাবণ্য প্রকাশে নক্ষত্র গণ সঙ্গে পশ্চিমে মগ্ন হইতে যাইতেছে। নিশাকর অস্ত সময়ে নানা বিধ পক্ষিগণ সচেতনাবস্থা প্রাপ্তে ক্রমেতে আনন্দে কলরব দ্বারা সমূহ লোকের আনন্দ জনক হইতেছে।

এইক্ষণে পূর্ব্বদিকে কি শোভা, অল্পে অল্পে তপ্ত কাঞ্চন রেখার ন্যায় পূর্ব্বদিক উজ্জ্বলা হইতে আরব্ধ হইয়া শুভ্র বর্ণ আকাশকে নানা বর্ণে চিত্র বিচিত্র করিতেছে, ক্রমে ধক ধক প্রজ্বলিত অগ্নি চক্র ন্যায় প্রভাকর সূর্য্য উদয় হইয়া সমস্ত রজনী কাল বিস্তৃত যে আনন্দ জনক কোমল চন্দ্র কিরণ তাহাকে দূরীকরণ করিতেছে। যে প্রখর সূর্য্যকে সকল ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করাতে দিবা, বার, মাস, ঋতু, অয়ন, বৎসর, লোক দ্বারা যথাক্রমে গণিত হইতেছে। যে কিরণ নিজ বলে ভয়ানক সমুদ্র হইতে ক্রমশঃ জল উত্তোলনে ঘোরতর জলধর প্রকাশে দিবাকর আচ্ছন্ন করিয়া নীল বর্ণে সমুদয় আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছে। পবন যেন মেঘ দর্শনে আনন্দে উন্মত্ত প্রযুক্ত দিগ্বিদিক্‌জ্ঞান শূন্য হইয়া স্বসাধ্যমত মহা বল প্রকাশে প্রলয় ঝড় উপস্থিত করিতেছে। যে ঝড় প্রভাবে দীর্ঘ কাল স্থায়ি বহু দিবস স্থিত ঘন পত্রাবৃত সুমধুর রসান্বিত প্রচুর ফলে ভূষিত বৃহৎবৃহৎ বৃক্ষ সকল তরুণ বয়সে সমূলোৎপাটিত হইয়া ভূমিময় নিজ নিজ অলঙ্কার শাখা পল্লব পুষ্প ফল বিস্তার করিতেছে, যে ঝড় বৃক্ষকে পরাজিত দর্শনে তাহার ছিন্ন পত্র সকল ধূলি সঙ্গে সম্মিশ্রিত করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রক্ষেপ করিতেছে, স্থানে স্থানে একত্রীভূত ধূলি সমূহ প্রবল ঘূর্ণিত ঝড়েতে শ্রেণীযুক্ত সহস্র সহস্র প্রস্তর স্তম্ভাকৃতি ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া আকাশ বিমানে ঊর্দ্ধ দেশে কিয়দ্দূর উত্থিত মাত্র তূর্ণ চূর্ণ হইয়া সকল দেশময় বায়ু সহকারে অন্ধকার করিতেছে। একে ঘোরতর মেঘে সূর্য্য কিরণ আচ্ছাদিত, দ্বিতীয়তঃ বিস্তৃত ধূলিতে আকাশ পরিপূরিত, ক্রমে ভুবন অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে। এ অন্ধকারে মুহুর্মুহুঃ চঞ্চলা বিদ্যুৎ মেঘাবলম্বনে ক্রীড়া করিতেছে, এবং সতত ভীষণ মেঘ গর্জ্জনে জীবগণ সচকিত হইতেছে যে মেঘ সর্ব্বত্র সম বৃষ্টি দানে মেদিনী সুশীতলা করিয়া সস্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণা করিতেছে। নবীন সস্যান্বিত শিখা বিশিষ্ট অবধিতে যোজন যোজন পরিমিত বিকীর্ণ ভূমি নয়নে দর্শনে কি শোভা, বায়ু বেগে যেন নব দূর্ব্বাদল শ্যাম বর্ণ সমুদ্রের তরঙ্গ বহিতেছে। নব সস্যাদি পূরিত ভূমির মধ্যে মধ্যে কত কত নদী বেগবতী, অসঙ্খ্যক মৎস্যাদি জলজন্তুকে আশ্রয় প্রদানে স্নিগ্ধ করত শরীর সানন্দে আন্দোলনে মহা মহা পর্ব্বত গহ্বর হইতে নানা দিগ্বাহিনী হইতেছে। যে অসীম দীর্ঘ প্রস্থ পর্ব্বত সকলের শৃঙ্গকে যেন সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র গণ সঙ্গে দিবা নিশি কুশলালাপে মগ্ন বোধ হইতেছে। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে রজত কাঞ্চন ও নানা বিধ উজ্জ্বল মণি মলিন ভাবে বালুকা ও প্রস্তর কুসংসর্গে অদৃষ্ট ক্রমে পতিত হইয়া নিজ নিজ গুণ সমূহ সত্ত্বেও অগুণির ন্যায় অনভিজ্ঞ সামান্য লোক দ্বারা অবজ্ঞাত ও অপমানিত হইতেছে। স্থানে স্থানে শোভিতা সুগন্ধি পুষ্প লতা যাহার প্রস্ফুটিত কুসুম সৌরভে দিগ্বিদিক্ হইতে পদ্মিনীত্যাগে পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমর গণ আহ্লাদে মধুপান আশ্বাসে আগমনে নিরাশ হইতেছে। স্থানেস্থানে বহু শাখা পল্লবান্বিত বৃক্ষ সকল নানা ফল

দ্বারা আশ্রিত লোভি বিহঙ্গগণকে সন্তোষ করিতেছে, এবং নানা জাতীয় জন্তুগণকে ছায়া প্রদানে তাহারদিগের শ্রান্তি দূর করিতেছে। নানা চিত্রে বিচিত্রিত অনেক পক্ষি ফল ভোজনে কৃতার্থ হইয়া সানন্দে মুহুর্মুহুঃ শাখা বা বৃক্ষ পরিবর্ত্তন করত মধুর স্বরে স্বজাতীয় সংগীত দ্বারা প্রমোদ জন্মাইতেছে, কোন কোন পক্ষি বা দ্বিপক্ষবিস্তারে আকাশ পথে গমন করিতেছে, কেহ কেহ বা ফলের মধুর রসাস্বাদনে ভোজন ত্যাগে অশক্ত হইতেছে। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে সহস্র সহস্র মদোন্মত্ত মাতঙ্গ মাতঙ্গীগণ একত্র হইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য শুণ্ড দ্বারা পরোপকারি বৃক্ষদিগের শাখা ভঙ্গ করিয়া তাহারদিগকে শ্রীহীন করিতেছে, কোন স্থানে অত্যন্ত স্থূল শরীর বিশিষ্ট গজেন্দ্র ঐ পর্ব্বতস্থ কোন নদী তীরে নিদ্রাতে আকুল হইয়া অন্য এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় পতিত আছে, কোন কোন হস্তি দল সূর্য্য কিরণে তাপিত হইয়া নদী মধ্যে অবগাহনে সুস্নিগ্ধানন্দর প্রফুল্ল চিত্তে নানা বিধ জলক্রীড়া করিতেছে, মধ্যে মধ্যে দূর হইতে সিংহ নাদ শ্রবণে সতর্ক হইয়া হস্তি সমূহ ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতেছে। কোন স্থানে ভয়ানক ব্যাঘ্র ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণাশে মৃগ পশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে মৃগ প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া পলাইতেছে। কোন স্থানে মহিষী আপন শাবক গণকে দুগ্ধ পান করাইতেছে। কোন স্থানে ছাগগণ নিজ নিজ সাধ্যমতে পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে। স্থানে স্থানে মেষগণ স্বেচ্ছানুসারে নবীন নবীন তৃণ দন্ত দ্বারা মর্দ্দন করিতেছে। কত স্থানে ভয়ানক শত সহস্র সর্পগণ নিঃশ্বাস নিঃসরণে নিকটস্থ চতুর্দ্দিক্ বিষ দ্বারা জর্জ্জরীভূত করিতেছে। এবম্ভূত কোন কোন আশ্চর্য্য পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি হইতে নীচে মহা ঘোরতর সমুদ্র দৃষ্ট হইতেছে। যে সমুদ্র নিজ তরঙ্গ বলের অহঙ্কারে উন্মত্ত প্রযুক্ত যেন সূর্য্যলোক গমন মানসে ঊর্দ্ধ্ব দেশে উল্লম্ফন করত বারম্বার নিরাশ হইয় নিজ স্থানে পতিত হইতেছে, এবং পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে আঘাত করত ভয়ানক মেঘ গর্জ্জন সমান গর্জ্জন করিতেছে। কত কত কোটি কোটি ভয়ানক জল জন্তু গণ সমুদ্র ক্রোড়ে বাস করিয়া সুখি হইতেছে।

এই প্রকার আশ্চর্য্য রচনার আলোচনাতে ইহার রচনা কর্ত্তার মহিমাকে যিনি দেখেন তিনি কৃতার্থ হয়েন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লেখেন যে এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক বাক্যের খণ্ডনের জন্যে লেখা যাইতেছে এমত কেহ যেন মনে না করেন কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে লোকের অনাস্থা না হয় কেবল এই নিমিত্তে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সঙ্ক্ষেপে লেখা গেল, এবং ভট্টাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্তচন্দ্রিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সমূহ আশঙ্কা আমারদিগের হইতেছে যে যে ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের মত পূর্ব্ব হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তিনি বেদান্তের মত জানিবার নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন সুতরাং দেখিবেন যে বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীয় তাবৎ ব্রহ্মবাদির উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন এবং পরে পরে "অশ্বচিকিৎসা" "গোপের শ্বশুরালয় গমন" "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" "চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডঃ" "ছাটারি বাজারি কথা নয়" "রোজা নমাজ" ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও দুর্ব্বাক্য কথনের দ্বারা গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন ইহাতে ঐ পাঠ কর্ত্তার চিত্তে সন্দেহ হইতে পারে যে সে বেদান্ত কেমন পরমার্থ শাস্ত্র যাহার চন্দ্রিকাতে এই সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য লেখা দেখিতেছি, যে গ্রন্থের সঙ্ক্ষেপে চন্দ্রিকা এই রূপ হয় তাহার মূলগ্রন্থ বা কি প্রকার হইবেক? কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সুবোধ হয়েন তবে অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে প্রসিদ্ধ রূপে

শুনা যায় বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ এই যে কীট পর্য্যন্তকেও ঘৃণা করিবেক না কিন্তু এবেদান্ত চন্দ্রিকাতে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে অতএব তিনি বেদান্তে অশ্রদ্ধা না করিয়া চন্দ্রিকাতেই অপ্রামাণ্য করিবেন।

আমারদিগের সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দুর্ব্বাক্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা এবং দুর্ব্বাক্য কথন সর্ব্বথা অযুক্ত হয়, দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের এমত রীতিও নহে যে দুর্ব্বাক্য কথন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই, অতএব ভট্টাচার্য্যের দুর্ব্বাক্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধি রহিলাম।

বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকা প্রভৃতিতে আমরা যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ভট্টাচার্য্য আপনার বেদান্তচন্দ্রিকার স্থানে স্থানে অঙ্গীকার করিয়া এবং ব্রহ্মকে এক ও বিশেষ রহিত বিশ্বাত্মা ও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতি কারণ এবং ব্রহ্মাদি দুর্গাদি ও যাবৎ নাম রূপ চরাচর কেবল ভ্রম মাত্র কহিয়া এখন আপনার পূর্ব্ব লিখিত বাক্যের বিরুদ্ধ এবং বেদান্তাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের ও বেদ সম্মত যুক্তির বিরুদ্ধ যাহা কেবল আপনারদিগের লৌকিক লাভের রক্ষার নিমিত্ত লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিতেছি। ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে লিখেন যে পরমাত্মার দেহ আছে। পরমাত্মাকে দেহ বিশিষ্ট বলা প্রথমতঃ সকল বেদকে তুচ্ছ করা হয়। তাহার কারণ এই। বেদান্ত সূত্রে স্পষ্ট কহিতেছেন।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥
ব্রহ্ম কোন মতে রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বথা প্রাধান্য হয় ॥

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম ॥
বেদান্তসূত্রং ॥
ব্রহ্ম নাম রূপের ভিন্ন হয়েন ॥

আহ হি তন্মাত্রং ॥
বেদান্তসূত্রং ॥
বেদেতে ব্রহ্মকে চৈতন্য মাত্র করিয়া কহিয়াছেন ॥

সাক্ষাৎ শ্রুতির মধ্যে ও প্রাপ্ত হইতেছে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদি।
কঠোপনিষৎ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

তলবকারোপনিষদের চতুর্থ মন্ত্র অবধি অষ্টম মন্ত্র পর্য্যন্ত এই দৃঢ় করিয়া বারম্বার কহিয়াছেন যে বাক্য মনঃ চক্ষুঃ ইত্যাদির অগোচর যিনি তিনিই ব্রহ্ম হয়েন, উপাধি বিশিষ্ট যাহাকে লোকে উপাসনা করে সে ব্রহ্ম নহে, এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তলবকার উপনিষদের ভাষ্যেতে চতুর্থ মন্ত্রের অবতরণিকাতে স্পষ্টই কহিয়াছেন যে লোক প্রসিদ্ধ বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি ব্রহ্ম নহেন কিন্তু ব্রহ্ম কেবল চৈতন্য মাত্র হয়েন। ব্রহ্ম রূপ বিশিষ্ট কদাপি নহেন ইহাতে বেদের এবং বেদান্তসূত্রের এবং ভাষ্যের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণ লেখা গেল ইহার কারণ এই, ভট্টাচার্য্য বেদ শাস্ত্রে ও ব্যাসাদি মুনিদিগের বাক্যে ও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বাক্যে প্রামাণ্য রাখেন এমত তাঁহার লিপির স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ব্রহ্মকে রূপ বিশিষ্ট কহা সর্ব্বথা বেদ সম্মত যুক্তির ও বিরুদ্ধ, কারণ যখন মূর্ত্তি স্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয় তথাপি আকাশের মধ্য গত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্ব ব্যাপী হয়েন কোনমতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন। ভট্টাচার্য্য যদি কহেন ব্রহ্ম বস্তুতঃ অমূর্ত্তি বটেন কিন্তু তাঁহার সর্ব্ব শক্তি আছে, অতএব তিনি আপনাকে সমূর্ত্তি করিতে পারেন। ইহার উত্তর এই জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ বটেন কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে এমত স্বীকার করিলে জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্ হয়েন আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন এই নিমিত্তেই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরি-

মাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য বলেন যে ব্রহ্ম যদি সমূর্ত্তি হইতে না পারেন তবে জগদাকারে কি রূপে তিনি দৃশ্যমান হইতেছেন। ইহার উত্তর বেদান্ত শাস্ত্রেই আছে যে যাবৎ নাম রূপময় মিথ্যা জগৎ সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্য রূপে প্রকাশ পায় বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে সেই রূপ সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি মিথ্যা রূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্ম মায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন। কি রূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশ যোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্ম স্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া কহেন?

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃপরতস্তু সঃ ॥
গীতা ॥

অতএব পূর্ব্ব লিখিত শ্রুতি সকলের প্রমাণে এবং বেদান্ত সূত্রের প্রমাণে এবং প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যুক্তিতে এবং শ্রুতি সম্মত অনুমানেতে যাহা সিদ্ধ তাহার অন্যথা কহিলে যে ব্যক্তির বেদে শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও আছে এবং প্রত্যক্ষ বস্তুর দর্শনাধীন অনুমান করিবার ক্ষমতাও আছে সে কেন গ্রাহ্য করিবেক?

বেদান্তচন্দ্রিকাতে ভট্টাচার্য্য কহেন যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা মূর্ত্তিতেই কর্ত্তব্য। এসর্ব্বথা বেদান্ত বিরুদ্ধ এবং যুক্তি বিরুদ্ধ হয় যেহেতু বস্তুকে সগুণ করিয়া মানিলে সাকার করিয়া অবশ্যই মানিতে হয় এমত নহে, যেমন এই জীবাত্মার ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ স্বীকার করা যায় অথচ তাহার আকারের স্বীকার কেহ করেন না সেই রূপ পরব্রহ্ম বিশেষ রহিত অনির্ব্বচনীয় হয়েন। বাঙ্ময় শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে তাঁহার স্বরূপ জানা যায় না কিন্তু ভ্রমাত্মক জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিয়ম দেখিয়া ব্রহ্মকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা বেদে কহেন।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥

যাঁহা হইতে এই সকল বিশ্ব জন্মিয়াছে আর জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে স্থিতি করে মৃত্যুর পরে ঐ সকল বিশ্ব যাঁহাতে লীন হয় তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর তিনিই ব্রহ্ম হয়েন ॥

ভগবান্ বেদব্যাসও এই রূপ বেদান্তের দ্বিতীয় সূত্রে তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব গুণের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মকে সগুণ কহাতে সাকার কহা হয় এমত নহে। বস্তুতঃ অন্য অন্য সূত্রে এবং নানা শ্রুতিতে তাঁহার সগুণ রূপে বর্ণনের অপবাদকে দূর করিবার নিমিত্তে কহেন যে ব্রহ্মের কোন প্রকারে দ্বিতীয় নাই, কোন বিশেষণের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ কহা যায় না, তবে যে তাঁহাকে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা কহা যায় সে কেবল প্রথমাধিকারির বোধের নিমিত্ত।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥
শ্রুতিঃ ॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহার স্বরূপকে না জানিয়া নিবর্ত্ত হয়েন ॥

দর্শয়তি চাথো অপি চ স্মর্য্যতে ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হয়েন ইহা অথ অবধি করিয়া বেদে দেখাইতেছেন স্মৃতিও এইরূপ কহেন ॥

অতএব বেদান্ত মতে ব্রহ্ম সর্ব্বদা নির্ব্বিশেষ দ্বিতীয় শূন্য হয়েন এই রূপ জ্ঞান মাত্র মুক্তির কারণ হয়।

বেদান্তচন্দ্রিকার অন্য অন্য স্থানে ভট্টাচার্য্য যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য

এই যে ব্রহ্মোপাসনা সাক্ষাৎ হইতে পারে না যেহেতু উপাসনা ভ্রমাত্মক জ্ঞান হয় অতএব সাকার দেবতারই উপাসনা হইতে পারে যেহেতু সে ভ্রমাত্মক জ্ঞান। উত্তর। দেবতার উপাসনাকে যে ভ্রমাত্মক কহিয়াছেন তাহাতে আমারদিগের হানি নাই কিন্তু উপাসনা মাত্রকে ভ্রমাত্মক কহিয়া ব্রহ্মোপাসনা হইতে জীবকে বহির্মুখ করিবার চেষ্টা করেন ইহাতে আমারদিগের আর অনেকের সুতরাং হানি আছে যেহেতু ব্রহ্মের উপাসনাই মুখ্য হয়. তদ্ভিন্ন মুক্তির কোন উপায় নাই। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা পরমাত্মার সত্তাতে নিশ্চয় করিয়া আত্মাই সত্য হয়েন, নাম রূপময় জগৎ মিথ্যা হয়, ইহার অনুকূল শাস্ত্রের শ্রবণ মননের দ্বারা বহু কালে বহু যত্নে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য এইমত বেদান্ত সিদ্ধ যথার্থ জ্ঞান রূপ আত্মোপাসনা, তাহা না করাতে প্রত্যবায় অনেক লিখিয়াছেন।

অসুর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥
শ্রুতিঃ ॥

আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগেরলোককে অসুর্য্য লোক অর্থাৎঅসুরলোক কহি সেই দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে ঐ সকল লোককে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম অসৎ কর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন॥

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ ॥

এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক পারত্রিক দুর্গতি হয়॥

এবং আত্মোপাসনার ভূরি বিধি শ্রুতি ও স্মৃতিতে আছে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।
শ্রুতিঃ ॥

আত্মেত্যেবোপাসীত ॥
শ্রুতিঃ ॥

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রে আত্মার শ্রবণ মননে পুনঃ পুনং বিধি দেখিতেছি। এই সকল বিধির উল্লঙ্ঘন করিলে এবং লৌকিক লাভার্থী হইয়া এসকল বিধির অন্যথা প্রেরণা লোককে করিলে পাঁপভাগী হইতে হয় ইহা কোন্ ভট্টাচার্য্য না জানেন? কিন্তু ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার অনুচরেরা যাহাকে উপাসনা কহেন সেরূপ উপাসনা সুতরাং পরমাত্মার হইতে পারে না যে কাল্পনিক উপাসনাতে উপাসকের কখন মনেতে কখন হস্তেতে উপাস্যকে নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সেই উপাস্যের ভোজন শয়নাদির উদ্যোগ করিতে এবং তাহার জন্মাদি তিথিতে ও বিবাহ দিবসে উৎসব করিতে এবংতাঁহার প্রতিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সম্মুখে নৃত্য করাইতে হয়।

ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে কোথায় স্পষ্ট কোথায় বা অস্পষ্ট রূপে প্রায় এই লিখিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের সময়ে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানের উৎপত্তির পরেও সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হয়। যদ্যপিও জ্ঞান সাধনের সময় বর্ণাশ্রমাচার কর্ত্তব্য হয় কিন্তু এস্থলে আমারদিগের বিশেষ করিয়া লেখা আবশ্যক যে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥

বেদান্ত সূত্রে ৩অধ্যায়ে ৪পাদে ৩৬সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ পূজ্যপাদ প্রথমতঃ আশঙ্কা করেন যে তবে কি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান বিনা ব্রহ্মজ্ঞান সাধন হয় না? পরে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন যে বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্ম জ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তুল্যন্তুদর্শনং ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

যেমন কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন জ্ঞানি কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

তবে বেদান্তসূত্রের ৩অধ্যায়ে ৪পাদে ৩৯ সূত্রে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগী যে সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন॥ ইতি প্রথমখণ্ডং।

সত্যমেব জয়তে নানৃতং ॥
সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না॥

মনের বাসনা, যন্ত্রণা, আহ্লাদ, এবং

শরীরের রোগ প্রভৃতি অন্যের নিকটে প্রকাশ নিমিত্তে দয়াবান্ ঈশ্বর আমারদিগকে বাগিন্দ্রিয় দিয়াছেন । বিবেচনা করিলে বাক্য আমারদিগের কি পর্য্যন্ত সুখের নিমিত্তে হইয়াছে। মনে কত প্রকার বাসনা হইতেছে, বাগিন্দ্রিয় যদি না থাকিত তবে সেই সকল বাসনা কেবল হস্ত পদ মুখ ভঙ্গি দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিতে অশক্ত প্রযুক্ত অনেক বাসনা অপূর্ণ থাকিত । রোগের সময়ে শরীরের ভাব চিকিৎসকের নিকটে ব্যক্ত করিতে ক্ষমতা হীন হইলে রোগের আশু প্রতিকার হইত না । যদি আত্মীয় ব্যক্তির নিকটে মনের যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেই না পারিতাম তবে সেই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার অন্য আর কি উপায় থাকিত? বাক্য থাকাতে পরস্পর কথোপকথন দ্বারা পরস্পর আত্মীয়তার বৃদ্ধি হইতেছে, বাক্য থাকাতে জ্ঞানোপার্জ্জনের সুলভ উপায় হইয়াছে, এবং প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল অত্যল্প সময়ে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে বন্ধুর নিকটে মনের আহ্লাদ এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া আহ্লাদকে দ্বিগুণ এবং দুঃখকে অর্দ্ধেক করিতে পারিতেছি ।

বাক্য মহদুপকারের নিমিত্তে হইয়াছে, কারণ এই বাক্য মনের সমুদয় ভাব স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে পারে, ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি আপনার মনের ভাব অন্যথা রূপে প্রকাশ করে, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্য মহৎ অপকারের নিমিত্তে হয় কারণ তাহাকে মিথ্যাবাদি জানিয়া কেহ তাহার কথাতে বিশ্বাস করে না এবং সেই কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিকে সকলে ঘৃণা করে।

সেই ব্যক্তি সত্যবাদী যিনি আপনার মনের ভাব সেই প্রকারে ব্যক্ত করেন যে প্রকারে তিনি জানেন শ্রোতা গ্রহণ করিবে, নতুবা আপনার মনের ভাবের বিপরীত অর্থ শ্রোতা গ্রহণ করিবে এমত বিবেচনা করিয়া দুই ভাবার্থ ঘটিত বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাকে মিথ্যাবাদির মধ্যে গণ্য করিতে হয়।

কোন এক রাজা তাঁহার শত্রুদিগকে পরাজয় করিলে তাহারা এক দুর্গ রুদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে স্থিতি করিল। ইহাতে ঐ রাজা তাহারদিগকে দূত দ্বারা জানাইলেন, যে যদি তাহারা অস্ত্র হীন হইয়া দুর্গকে পরিত্যাগ করে তবে তিনি দয়া করিয়া তাহারদিগের শরীরের এক বিন্দুও রক্ত পাত করিবেন না । এই কথায় জীবনের আশ্বাস পাইয়া ঐ শত্রু দল সকল অস্ত্র হীন হইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিলে তাহারদিগকে রাজা ছেদন না করিয়া ভূমিতে খনন করিলেন । ইহাতে কি ঐ রাজাকে সত্যবাদি বলা যায়!

কেহ কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না যদি সেই কুকর্ম্ম দ্বারা কোন দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির ভ্রান্তি না জন্মিত, কাহার ও পর ধনাপহরণে বা পরদারাভিগমনে প্রবৃত্তি হইত না যদি তাহার দ্বারা কোন দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির আশ্বাস না থাকিত। সেই প্রকার কাহারও মিথ্যা কহিতে প্রবৃত্তি হইত না যদি মিথ্যা কথা দ্বারা কোন দুঃখ নাশ বা সুখের আশ্বাস না হইত।

ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে কুকর্ম্মের দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি বা সুখ প্রাপ্তির যে আশা সে আশা মাত্র, তাহা কখন পূর্ণ হয় না। কিন্তু কুকর্ম্ম জনিত ফল যে যন্ত্রণা তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে নিশ্চয় ভোগ করিতে হয়। পর ধনাপহারী নিজ কুকর্ম্ম প্রকাশ ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, এবং পরদারাভিগামী নিজ পরিবার নিকটে ভৎর্সিত, কুলটা স্বামি কৃত তাড়িত, বন্ধু দ্বারা লাঞ্ছিত, রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইলে কি প্রকারে সুখী হইতে পারে ? সেই প্রকার অদূরদর্শী মিথ্যাবাদী সকল লোকের দ্বারা অবিশ্বস্ত এবং ঘৃণিত হইয়া সমূহ দুঃখে পতিত হয়। অতএব সাবধান থাকা উচিত যেন কিঞ্চিৎ কালের সুখাশ্বাসে অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ক্লেশ পাইতে না হয় ।

সকল কুকর্ম্ম হইতে মিথ্যা কথন কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করা সুকঠিন । যে ব্যক্তি এক বার পর ধনাপহরণ বা পর স্ত্রী গমন করিয়াছে সেই ব্যক্তি সেই সকল কর্ম্ম গোপন রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয় না বরং তাহা হইতে নিবৃত্ত

থাকিতেই যত্নকরে।কিন্তু যে ব্যক্তি যে বিষয়ে এক বার মিথ্যা কথা কহিয়াছে, সে ব্যক্তি সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব কৃত মিথ্যা কথন কুকর্ম্ম গোপন রাখিবার জন্য পুনর্ব্বার মিথ্যা কহিতে বাধ্য হয়। একবার এক বিষয়ে মিথ্যা কথা কহিয়া দ্বিতীয় বার আর সে বিষয়ে তাহার সত্য কথা কহিতে প্রবৃত্তি হয় না কারণ সে বার সত্য কহিলেও সে মিথ্যাবাদির মধ্যে গণিত হয়। কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্ব দোষ স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় বার সেই দোষ করিতে ক্ষান্ত থাকে।

যৌবন অতি বিষম কাল; এই কালে ইন্দ্রিয় সমুদয় বলবান্ হয়, অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল তেজস্বি হয়, চতুর্দ্দিক হইতে নানা বিষয়ের প্রতিমা চিত্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানা অভিলাষের সঞ্চার করে। এই কাল সুকর্ম্ম এবং দুষ্কর্ম্ম উভয় পথের সন্ধি স্থল,তোমরা এইক্ষণে সেই সন্ধি স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছ, অতএব এই তোমারদিগের বিবেচনার কাল এই সময়ে বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর। অন্ধের নিকটে চিত্রের শোভা এবং বধীরের নিকটে স্বরের মধুরতা যে রূপ নিরর্থক, অনুপদিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির নিকটে হিতোপদেশ সেই রূপ বিফল হয়। ইহা যথার্থ বটে, যে সংসার নির্ব্বাহের নিমিত্তে ঈশ্বর তোমারদিগের অন্তঃকরণে দুরন্ত রিপু সকলকে স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে এরূপ নিশ্চয় করা উচিত হয় না যে তাহারা অশাসনীয়। যে ঈশ্বর তোমারদিগকে রিপু গণের সঙ্গি করিয়াছেন তিনিই তাহারদিগকে নিয়মিত শাসন করিবার নিমিত্তে তোমারদিগকে ক্ষমতা দিয়াছেন, একান্ত চেষ্টা করিলেই তাহারদিগকে অনায়াসে দমন করিতে পারিবে। যখন নির্জ্জনে দুষ্প্রবৃত্তি মনেতে উদয় হয় তৎক্ষণে শান্ত ব্যক্তিদিগের সমাজে গমন করিবে। অসৎ লোকের সংসর্গে অসৎ গ্রন্থ পাঠে বা অসৎ বিষয়ের আলাপে প্রবৃত্ত হইবে না।যেহেতু পাপের প্রবৃত্তি প্রথমতঃ অতি সূক্ষ্ম সূত্রে অজ্ঞাত রূপে প্রবেশ করিয়া মনকে আক্রমণ করে, পরে ক্রমে প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিষম অনর্থের মূল হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য অনেক মনুষ্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপন রিপুগণকে উদ্দীপ্ত করে এবং দুষ্কর্ম্মে আসক্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্তির নিমিত্তে অনভিলাষী হয়। অ. কৃ. দ.

পরমেশ্বরের যে শরীর আছে ইহা স্বীকার করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তি বিরুদ্ধ। জড়পদার্থের সংযোগ ভিন্ন হস্তপদাদি বিশিষ্ট শরীরের নির্ম্মাণ হয় না এবং জড়পদার্থের সংযোগ কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার ভিন্নও হয় না। সুতরাং শরীর নির্ম্মাণ জন্য কোন জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষের সহকার আবশ্যক করে। পরমেশ্বরকে শরীরি স্বীকার করিলে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে কল্পনা করিতে হয় যাঁহার দ্বারা ঐ সর্ব্ব নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের শরীরের নির্ম্মাণ হইয়াছে। এমত অসম্ভব কল্পনা করিলেও যুক্তির সমাধা হয় না, কারণ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মাণ করিলেক পুনর্ব্বার তাহার শরীরের নির্ম্মাতা কে? যদি বল যে পরমেশ্বর আপনার শরীর জড়পদার্থ দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছেন তবে তোমার এই কথার প্রমাণেই তিনি যে অশরীরী তাহার দৃঢ়তা হইল। কারণ যদি তিনি আপনার শরীর জড়পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন এমত স্বীকার কর তবে সেই জড়পদার্থের দ্বারা স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে যে তিনি অশরীরী ছিলেন ইহা তোমার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পরমেশ্বর যে ইহা সর্ব্ব প্রকারে যুক্ত হয়।

অশুদ্ধশোধন।

৪ সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তিতে যে " ভম্মন্যেব " আছে, তৎ পরিবর্ত্তে " ভস্মন্যেব " হইবে। এবং উক্ত পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে যে " ভম্মেতে " আছে, তৎ পরিবর্ত্তে " ভস্মেতে " হইবে

৬ সংখ্যা

১ মাঘ ১৭৬৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্ম্য সমাজ।

আগামি ১১ মাঘ মঙ্গলবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম্য সমাজ হইবেক, যাঁহারা তৎকালে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম্য সমাজে আগমন করিবেন॥

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা
আচার্য্যঃ

শিষ্য — আপনার প্রসাদে যে জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর অশরীরী তাহা আমার বোধ হইয়াছে কিন্তু তিনি যে সর্ব্ব শক্তিমান্ তাহা এপর্য্যন্ত আমার দুর্ব্বল বুদ্ধিতে আইসে নাই। আমার এই মনোগত আছে যে পরমেশ্বরের এমত শক্তি নাই যে তিনি জড় পদার্থের সৃষ্টি করিতে পারেন। পরমেশ্বর নিত্য এবং জড় পদার্থও নিত্য, নিত্য পরমেশ্বর সেই নিত্য জড় পদার্থ পিণ্ড হইতে এই সৃষ্টি স্বরূপ বিবিধ আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। যুক্তি দ্বারা এই মাত্র প্রাপ্ত হয় যে যেমন শিল্পকার ধাতু দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না কিন্তু প্রাপ্ত ধাতু পিণ্ড হইতে তাহার স্বাভাবিক গুণজ্ঞ হইয়া নানা বিধ আশ্চর্য্য বস্তু নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ নিত্য পরমেশ্বর নিত্য জড় পদার্থ পিণ্ডের স্বভাব সিদ্ধ গুণ জানিয়া এই জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরমেশ্বর জড় পদার্থের সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন ইহা সপ্রমাণ না হইলে পরমেশ্বর যে সর্ব্ব শক্তিমান্ ইহা সপ্রমাণ হয় না। অতএব ইহা যদি কোন যুক্তি দ্বারা সংস্থাপন করা যায় তবে তাহা প্রকাশ করিয়া আমার ভ্রম দূর করুন।

গুরু — এই যুক্তি তোমার যুক্ত বোধ হইতেছে যে যেমন প্রাপ্ত কোন ধাতু পিণ্ড হইতে শিল্পকার অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্রূপ প্রাপ্ত নিত্য জড় পদার্থ পিণ্ড হইতে পরমেশ্বর এই আশ্চর্য্য বিশ্বের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে তোমার বোধ হইবে যে শিল্পকারের দৃষ্টান্ত পরমেশ্বরের সহিত সংলগ্ন হয় না, কারণ শিল্পকার যেমন তাহার হস্ত পদাদি এবং তাহার শরীর ভিন্ন অন্য অন্য যন্ত্রের সহকার দ্বারা বস্তু সকল নির্ম্মাণ করে, পরমেশ্বরের শরীর নাই সুতরাং তিনি তদ্রূপ হস্ত পদের দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করেন না। যদি তিনি শিল্পকারের ন্যায় হস্ত পদাদি দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ না করেন তবে তাঁহার এমত শক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে এই জড় পদার্থ মাত্রে তিনি এমত গুণের আরোপণ করিতে পারেন যে সেই আরোপিত গুণ বিশিষ্ট পদার্থ দ্বারা তাহার স্বভাব সিদ্ধ সামান্য গুণের বিপরীতেও তাঁহার ইচ্ছা মত নানা বিধ আকৃতি নির্ম্মিত হয়। সৃষ্টির আদিতে আকর্ষণ প্রভৃতি কতিপয় সামান্য গুণ বিশিষ্ট জড় পদার্থ পিণ্ডে অ-

বশ্য তিনি এমত গুণের আরোপণ করিয়াছিলেন যে তদ্দ্বারা কোন শারীরিক শক্তির প্রয়োগ ভিন্ন এবং নিজ সামান্য আকর্ষণ গুণের নিয়মের অন্যথাতে অগণনীয় গ্রহ নক্ষত্রাদি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট মনুষ্যাদি তাবৎ জীবের প্রথম শরীর নির্ম্মিত হইয়া তাহারা স্বীয় স্বীয় স্থানে স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত নিরবয়বী পরমেশ্বর শিল্পকারের ন্যায় প্রতি নক্ষত্র এবং মনুষ্যাদি শরীরকে হস্তাদি দ্বারা যে গোলাকৃতি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারদিগের প্রত্যেককে উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন ইহা অত্যন্ত যুক্তি বিরুদ্ধ।

শিষ্য — আপনি অতি যথার্থ আজ্ঞা করিলেন ;

গুরু — যদি এমত প্রত্যক্ষ হয় যে একটা মৃত্তিকা পিণ্ড হইতে কোন শারীরিক শক্তির প্রয়োগ ভিন্ন গোলাকৃতি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া তাহারদিগের ঊর্দ্ধ দেশে গতি হয় তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সেই মৃত্তিকা পিণ্ডের সামান্য গুণ আকর্ষণ নষ্ট হইয়াছে। পরমেশ্বর যদি জড় পদার্থ পিণ্ডে এমত গুণের আরোপণ করিয়াছেন যে সেই প্রকার গুণ বিশিষ্ট জন্য তদ্দ্বারা গোলাকৃতি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া যথা স্থানে স্থাপিত হয় তবে তিনি যে সেই জড় পদার্থ পিণ্ডের সামান্য আকর্ষণ গুণ নষ্ট করিয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য — ইহা আমার মনোগত হইয়াছে।

গুরু — জড় পদার্থ যদি নিত্য হইত তবে বিবিধ আকৃতি নির্ম্মাণ নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহার স্বভাব সিদ্ধ সামান্য গুণ ক্ষণ কাল নিমিত্তেও নষ্ট করিতে পারিতেন না। পরমেশ্বর নিত্য এই হেতু আপনার স্বরূপ গত স্বভাব নষ্ট করিয়া আপনাতে তিনি বিপরীত স্বভাব আরোপণ করিতে পারেন না, আপনার চেতনত্ব নষ্ট করিয়া আপনাতে তিনি জড়ত্বের আরোপণ করিতে পারেন না, তবে অন্য স্বতন্ত্র নিত্য বস্তুতে তাহার স্বভাব সিদ্ধ আকর্ষণ প্রভৃতি গুণকে নষ্ট করিয়া তদ্বিপরীত গুণ ক্ষণকাল নিমিত্তেও কি প্রকারে তিনি আরোপণ করিতে পারেন ?

শিষ্য — কোন প্রকারে পারেন না। যখন উপলব্ধি হইতেছে যে পরমেশ্বর জড় পদার্থে তাহার সামান্য গুণের বিপরীতে বিশেষ গুণের আরোপণ করিতে পারিতেছেন তখন জড় পদার্থ যে নিত্য নহে, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে সৃষ্ট হইয়াছে ইহা সম্যক্ রূপে সপ্রমাণ হইল সুতরাং পরমেশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্ ইহার প্রতি আর কোন সংশয় আমার মনে থাকিল না।

গুরু — এই সিদ্ধান্ত মনে রাখিবে যে পরমেশ্বর আকর্ষণ প্রভৃতি কতিপয় সামান্য গুণবিশিষ্ট জড় পদার্থকে সৃষ্টি করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ খণ্ডে বিশেষ বিশেষ গুণের আরোপণ করাতে নানা জাতীয় ধাতু প্রস্তরাদি সহিত পৃথিবী ও চন্দ্র গ্রহাদি এবং বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহিত মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি ও তরু লতা গুল্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়া যথা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং সৃষ্টি নির্ব্বাহার্থে সেই নির্ম্মিত পৃথিবী চন্দ্র গ্রহেতে বিশেষ গুণের আরোপণ করাতে এক স্থানে তাহারা স্থির না থাকিয়া স্ব স্ব পথে নিয়ম মতে দ্রুতবেগে অবিশ্রান্ত গমন করিতেছে। পরমেশ্বর পদার্থ মাত্রে স্বীয় শক্তির অংশ স্বরূপ বিবিধ গুণের আরোপণ করিয়া উপযুক্ত মত এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন।

শিষ্য — আমার ভ্রম দূরীকৃত হইল সুতরাং আমি ধন্য এবং কৃতার্থ হইলাম ইহাতে আপনাকে শত শত প্রণাম করি।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সকল যোগ্যাযোগ্য প্রশ্ন লিখিয়াছেন, তাহার উত্তর এক প্রকার দেওয়া যাইতেছে।

তিনি প্রশ্ন করেন যে "যদি বল আমি তাদৃশ বটি তবে তুমি যাহারদিগকে স্বীয়

আচরণ করণে প্রবর্ত্তাইতেছ, তাহারাও সকলে কি বামদেব কপিলাদির প্রায় মাতৃ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারবান্ হইয়াছে ?” ইহার উত্তর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগিদিগের তুল্য হওয়া আমারদিগের দূরে থাকুক, ভট্টাচার্য্য যে রূপ সৎকর্ম্মান্বিত তাহাও আমরা নহি, কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু, তাহাতে যে রূপ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠানেও অপটু আছি ইহা আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে অঙ্গীকার করিয়াছি, অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লেষ করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অন্যকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত করিতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য কহেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বাজসনেয়সংহিতাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধ্যানুসারে আমরা করিয়াছি যাঁহার দেখিবার ইচ্ছা থাকে তিনি তাহা দেখেন আর যাঁহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে তিনি তাহাতে শ্রদ্ধা করেন আর যাঁহারা সুবোধ হয়েন তাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ দুইয়ের প্রভেদ অবশ্যই করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র ঐ সকলের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন ভট্টাচার্য্যের প্রতি সম্ভব হয় যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ত্র বলে কাষ্ঠ পাষাণ মৃত্তিকাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারবান্ করা তাঁহারদিগের কোন্ আশ্চর্য্য! কিন্তু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমারদিগের এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় ।

আর লেখেন যে “তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদ্বোধক প্রতিমাদিতে তদুদ্দেশে শাস্ত্র বিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্লীহা ছেদন বাণ মারণাদির ন্যায় কেন না হয় ! আত্মবৎ সেবা ইহা কি শুন না! যেমন গারুড়ী মন্ত্র শক্তিতে একের উদ্দেশে অন্যত্র ক্রিয়া করাতে উদ্দেশ্য ফল ভাগী হয় তেমন কি বৈদিক মন্ত্র শক্তিতে হয় না ? ” উত্তর, এই যে দুই উদাহরণ দিয়াছেন যে বাণ মারিলে প্লীহাছেদন হয় আর সর্পাদি মন্ত্র অন্যোদ্দেশে পড়িলে অন্য ব্যক্তি ভাল হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারাই সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহারদিগের চিত্ত স্থিরের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানা প্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারদিগের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন, আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবিশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন ।

আর লেখেন যে “যদি কেহ শরীরের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেব বিগ্রহের হয়? তোমারদিগের বিগ্রহের নয় ! যদি বল আমারদিগের বিগ্রহেরও বটে তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জ্ঞান মনে হইতে তাহাকে দূর কর এবং তদনুরূপ ক্রিয়াতে অন্যের প্রামাণ্য জন্মাও পরে দেবতা বিগ্রহকে মিথ্যা বলিও এবং তদনুরূপ কর্ম্মও করিও।” ইহার উত্তর, ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্ব্বেই আমরা আপনারদিগের শরীরকে এবং দেবতাদিগের শরীরকে মিথ্যা রূপে তুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি। অতএব আমারদিগের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত আপন প্রিয় পাত্র শিষ্ট সন্তানদিগের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেব শরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কর্ম্ম করেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য প্রথমে আপন শরীরকে পশ্চাৎ দেব শরীরকে মিথ্যা করিয়া ক্রমে জানিবার যে বিধি দিয়াছেন সে ক্রম সর্ব্ব প্রকারে অযুক্ত হয় যেহেতু আপনার শরীরকে মিথ্যা করিয়া জানিবার যে কারণ হয় দেব শরীরকে জানিবার সেই কারণ। নাম রূপ সকলকে মায়ার কার্য্য করিয়া জানিলে কি আপন শরীর কি দেবাদি শরীর তাবতের মিথ্যা জ্ঞান এককালেই হয় অতএব আপন শরীরে আর দেবশরীরে মিথ্যা জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বাপরের সম্ভাবনা নাই ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যে শাস্ত্র জ্ঞানে ঈশ্বরকে মান সেই শাস্ত্র জ্ঞানে দেবতাদিগকে কেন না মান!" উত্তর,

বিষ্ণুঃশরীরগ্রহণমহমীশান এবচ।
কারিতাস্তে যতোঽহং তস্মাৎ কঃস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥

ইত্যাদি ভূরি প্রমাণের দ্বারা দেবতাদিগের শরীরকে আমরা মানিয়াছি এবং ঐ সকল প্রমাণের দ্বারাতেই তাহার জন্যত্ব ও নশ্বরত্ব মানিয়াছি ইহার বিস্তার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে বর্ত্তমান আছে তাহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে দেবতাদিগের বিগ্রহ কেন না মান ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

আর লেখেন যে "শাস্ত্র দৃষ্টিতে দেব বিগ্রহ স্মারক মৃৎ পাষাণাদি প্রতিমাদিতে মনোযোগ করিয়া শাস্ত্র বিহিত তৎ পূজাদি কেন না কর ইহা আমারদিগের বোধ গম্য হয় না" ইহার উত্তর,

কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং।

অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুনাং।

প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং।

ইত্যাদি বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে লিখিত প্রমাণের দ্বারা প্রতিমাদিতে দেবতার আরাধনা করা ইতর অধিকারির নিমিত্তে শাস্ত্রে দেখিতেছি কিন্তু ভট্টাচার্য্য এবং তাদৃশ লোক সকল আপন আপন লাভের কারণ ঐ বিধি সর্ব্ব সাধারণকে প্রেরণা করেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যাঁহারদিগের হইয়াছে তাঁহারদিগের প্রতিমাদির দ্বারা অথবা মানস দ্বারা দেবতার আরাধনা করাতে স্পৃহা এবং আবশ্যকতা থাকে না।

যোঽন্যাংদেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যো-
ঽহমস্মীতি ন সবেদ যথা পশুরেব সদেবানাং।
শ্রুতিঃ॥

যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে আর কহে যে এই দেবতা অন্য এবং আমি অন্য উপাস্য উপাসক রূপে হই সে অজ্ঞান দেবতাদিগের পশু মাত্র হয়॥

ভাক্তংবা অনাত্মবিত্ত্বাত্তথাহি দর্শয়তি॥
বেদান্তসূত্রং॥

শ্রুতিতে যে জীবকে দেবতার অন্ন করিয়া কহিয়াছেন সে ভাক্ত হয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ অন্ন না হইয়া দেবতার ভোগের সামগ্রী সেই জীব হয়। যাহার আত্ম জ্ঞান না হয় সে অন্নের ন্যায় তুষ্টি জন্মাইবার দ্বারা দেবতার ভোগে আইসে বেদ এই রূপ দেখাইয়াছেন॥

ভগবান্ মনু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের পরম্পরা রীতি দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা বাহ্য পঞ্চ যজ্ঞ স্থানে কেবল জ্ঞান সাধন ও জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। ইহার বিশেষ বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকাতে পাইবেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "প্রাচীন যবনাদি শাস্ত্রেতে ও প্রতিমাদি পূজা এবং যাগাদি কর্ম্ম প্রসিদ্ধ আছে নব্যদিগের বুদ্ধিমত্তাধিক্যে ধিক্কৃত হইয়াছে"। উত্তর, ভট্টাচার্য্য আপনিই অঙ্গীকার করিতেছেন যে বুদ্ধিমত্তা হইলে প্রতিমাদি পূজা ধিক্কৃত হয়, এই অঙ্গীকারের দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে এদেশস্থ লোকের ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায়ে বুদ্ধিমত্তা নাই এ কারণ এইসকল কাল্পনিক উপাসনা ধিক্কৃত হয় নাই। শাস্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন যে অজ্ঞানির মনঃ স্থিরের নিমিত্ত বাহ্য পূজাদি কল্পনা করা গিয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইতর লোককে যদি এরূপ উপদেশ করা যায় যে এ জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা এক পরমেশ্বর আছেন তিনি সকলের নিয়ন্তা তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না তাঁহার আরাধনাতে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় তাঁহারই আরাধনা কর, সে ইতর ব্যক্তির এ উপদেশ বোধ গম্য না হইয়া চিত্তের অস্থৈর্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি সেই ইতর ব্যক্তিকে এরূপ উপদেশ করা যায় যে যাঁহার হস্তির ন্যায় মস্তক মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদাদি তিনি ঈশ্বর হয়েন, সে ব্যক্তি এ উপদেশকে শীঘ্র বোধ গম্য করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সেই মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থির রাখে এবং শাস্ত্রাদির অনুশীলন করে এবং তাহার দ্বারা পরে পরে বুঝে যে এ কেবল দুর্ব্বলাধিকারির জন্যে অরূপ বিশিষ্ট ঈশ্বরের রূপ কল্পনা হইয়াছে অপরিমিত যে পরমাত্মা তিনি কি প্রকারে দৃষ্টির পরিমাণে আসিতে পারেন। কোথা বাক্য মনের অগোচর

ব্রহ্ম আর কোথায় হস্তির মস্তক, এই রূপ মননাদি দ্বারা সে ব্যক্তি ব্রহ্ম তত্ত্বের জিজ্ঞাসু হইয়া কৃত কার্য্য হয়।

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূলধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।
স্থূলেন নিশ্চলং চেতো ভবেৎ সূক্ষ্মেপি নিশ্চলং ॥
কুলার্ণবঃ ॥

কোন কোন ব্যক্তি মনঃস্থিরের নিমিত্ত স্থূলের অর্থাৎ মুর্ত্ত্যাদির ধ্যান করেন যেহেতু স্থূল ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হইলে পরে সূক্ষ্ম আত্মাতেও চিত্ত স্থির হইতে পারে ॥

কিন্তু যাঁহারদিগের বুদ্ধিমত্তা আছে আর যাঁহারা জগতের নানা প্রকার নিয়ম ও রচনা দেখিয়া নিয়ম কর্ত্তাতে নিষ্ঠা রাখিবার সামর্থ্য রাখেন তাঁহারদিগের জন্যে হস্তি মস্তকের উপদেশ করা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দলক্ষণং ॥
কুলার্ণবঃ ॥

হস্ত পাদ উদর মুখ প্রভৃতি অঙ্গ রহিত সর্ব্ব তেজোময় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে হে ভগবতি ধ্যান করিবেক ॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি ফল ফলান্তার প্রযুক্ত দেবতাদিগের উপাসনা না করি তবে হে ফলার্থি জ্ঞানি মানি তাহারদিগকে মিথ্যা কেন কহ? যাহার যাহাতে উপযোগ না থাকে সে কি তাহাকে মিথ্যা কহে?"। উত্তর, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কেহ কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। আত্ম জ্ঞান সাধনের প্রয়োজন মুক্তি হয় এরূপ প্রয়োজনকে যদি ফল কহ তবে সকলেই ফলাকাঙ্ক্ষি হয় ইহাতে হানি কি আছে? স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষি হইয়া কর্ম্ম করা মোক্ষাকাঙ্ক্ষির অকর্ত্তব্য বটে। আর যাহার যাহাতে উপযোগ নাই সে তাহাকে বৃথা কহিয়া থাকে যেমন নাসিকার রোম যাহাতে আমারদিগের কোন প্রয়োজন নাই তাহাকে সুতরাং বৃথা কহা যায়। এস্থলেও সেই রূপ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে সোপাধি উপাসনা বৃথা জ্ঞান হয়।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন যে "ঘৃতাভোক্তির কাছে ঘৃত কি মিথ্যা?" উত্তর, ঘৃতকে যে ভোজন না করে এবং ক্রয় বিক্রয়াদি না করে সে ব্যক্তির নিকট ঘৃত মিথ্যা নহে কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন ঘৃতেতে নাই এ নিমিত্ত সে ঘৃতকে আপন বিষয়ে বৃথা জানিয়া থাকে॥

"তুমি বা একাক্ষ না হও কেন কাকের কি এক চক্ষুতে নির্ব্বাহ হয় না?" এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না, যাহা হউক ইহার উত্তরে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম ত্যাগ কেন না করেন? যাঁহারদিগের রাজ সংক্রান্ত কর্ম্ম নাই তাঁহারদিগের কি দিনপাত হয় না? এ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টাচার্য্য যাহা কহিবেন তাহা আমারদিগের ও উত্তর হইবেক। যদি ভট্টাচার্য্য ইহার উত্তরে কহেন যে রাজ সংক্রান্ত কর্ম্মে আমার উপকার আছে আমি কেন ত্যাগ করি তবে আমরাও কহিব যে দুই চক্ষুতে অধিক উপকার আছে অতএব কেন তাহার মধ্যে এক চক্ষুকে নষ্ট করি।

ইহার শেষ ভাগ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক॥

ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক।

আত্মানমেবোপাসীত ॥
শ্রুতিঃ ॥

পরমাত্মারই কেবল উপাসনা করিবেক ॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ ॥
মনুঃ ॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, যেহেতু সকল বিদ্যার প্রধান আত্ম বিদ্যা তাহা হইতেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥

এই প্রকারে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হয় ইহার প্রমাণ শ্রুতি ও মনু সংহিতা এবং তাবৎ প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে সে উপাসনা কি রূপে কর্ত্তব্য তাহার বিবরণ কহিতেছি।

প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

দর্পাদি দোষ রহিত এবং ইন্দ্রিয় দমনে যত্নবান্ ব্যক্তি আত্মোপাসনার যোগ্য হয়েন ॥

ভগবান্ মনু চতুর্থাধ্যায়ে গৃহস্থ ধর্ম্ম প্রকরণে ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ তিন প্রকার হয়েন ইহা কহিয়া তাহার চরম প্রকারকে ২৪ শ্লোকে কহিতেছেন।

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্মখৈঃসদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তোজ্ঞানচক্ষুষা॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থের প্রতি যে পঞ্চ যজ্ঞ শাস্ত্রে বিহিত আছে সে সকলকে কেবল জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন যে এই জ্ঞান যে তাঁহারা জ্ঞান চক্ষু যে উপনিষৎ তাহার প্রমাণ দ্বারা জানেন যে পঞ্চ যজ্ঞাদি তাবদ্বস্তুর আশ্রয় পর ব্রহ্ম হয়েন।

এই রূপ চিন্তন দ্বারা ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থেরা সেই সেই পঞ্চ যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করেন।

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং
গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ॥

কুল্লূকভট্টঃ॥

এই তিন শ্লোকেতে বেদ বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ত্যাগি যে ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থ সকল তাঁহারদিগের প্রতি এই সকল বিধি কথিত হইয়াছে॥

ইন্দ্রিয় দমনে ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এই উপাসনার সাধন হইয়াছে যাহা মনু বচনে প্রাপ্ত হয়।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসেচ যত্নবান্॥

মনুঃ॥

পূর্ব্বোক্ত বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ পরমাত্মার চিন্তনে ও ইন্দ্রিয় শাসনে এবং প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ইহারদিগকে এরূপ নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যে যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে। ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যকেই দিয়াছেন, পশ্বাদির সে শক্তি নাই, সুতরাং তাহারা ইন্দ্রিয় প্রবলতার দ্বারা আপনার বিঘ্ন ও পরের হানি পুনঃ পুনঃ করিতেছে অতএব যে মনুষ্য ইন্দ্রিয় শাসনের শক্তিথাকিতেও ইন্দ্রিয়ের দমনে যত্ন না করে সে আপনাকে পশুর তুল্যতা প্রাপ্ত করায় এবং ইহ লোকে রাজ দ্বারে তিরস্কার ও লোক গ্লানি ও শরীর গত ক্লেশ ও মনের অস্বচ্ছন্দতা ও পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পরমাত্ম চিন্তনে অনধিকারী ও লোক যাত্রার উপদ্রব জনক সে ব্যক্তি হয়। যেমন অগ্নি ক্রীড়াতে অপরাজিতা বৃক্ষ ও কদম্ব বৃক্ষ ইত্যাদির শাখা সকলের পরস্পর সম্বন্ধ সেই রূপ ইন্দ্রিয় সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জানিবে। এক অগ্নি সর্ব্ব শাখাতে ব্যাপ্ত হইয়া ঐ অগ্নি ক্রীড়ার বৃক্ষকে সমূলে দগ্ধ করে, সেই রূপ এক ইন্দ্রিয়ের দোষ অন্য অন্য ইন্দ্রিয়ে ব্যাপ্ত হইয়া পুরুষের নাশের কারণ হয়। প্রত্যক্ষ দেখ যে শ্রবণে কোন সৌন্দর্য্য বার্ত্তা শুনিয়া আকৃষ্ট হইলে পশ্চাৎদৃষ্টির লালসা হয় দৃষ্টির লালসার অন্তরই স্পর্শের বাসনা জন্মে তখন হস্ত পদাদি তাহার অনুকূল হয়, সুতরাং এই সকলের দোষে পুরুষ আক্রান্ত হইয়া বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ ব্যক্তির কিম্বা বস্তুর সঙ্গের দ্বারা তাহার প্রাপ্তির কামনা জন্মে সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইলে হিতাহিত বোধ থাকে না তখন অন্যের বধ আত্ম হত্যা ইত্যাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইহ লোক পর লোক ভ্রষ্ট হয়।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
সতু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে॥

কঠশ্রুতিঃ॥

জীবাত্মাকে রথি রূপে আর শরীরকে রথ রূপে আর বুদ্ধিকে সারথি রূপে আর মনকে প্রগ্রহ রূপে জান।

ইন্দ্রিয় গণকে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন, আর শব্দ, স্পর্শ, প্রভৃতি বিষয়কে এই ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া কহিয়াছেন শরীর ও ইন্দ্রিয় ও মনঃ বিশিষ্ট যে জীব তাহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয় আর মনো রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয় তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব সকল দুষ্টতা করে।

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয় আর মনো রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে, যেমন ইতর সারথির সুশিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে ।

যে বুদ্ধি রূপ সারথি অপটু হয় আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয় অতএব সর্ব্বদা অশুচি থাকে সে সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েন না, সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকেই প্রাপ্ত হয়েন।

যে বুদ্ধিরূপ সারথি নিপুণ হয় আর মনো রূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় অতএব সর্ব্বদাই শুচি থাকে সে সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়েন যে পদকে পাইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না॥

ইন্দ্রিয়াণাংবিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু ।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং ॥
মনুঃ ॥

ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ কারী যে বিষয় তাহাতে প্রবৃত্ত যে ইন্দ্রিয় সকল তাহার সংযমে বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন করিবেন, যেমন সারথি রথ বদ্ধ অশ্বের সংযমে যত্ন করে॥

যদ্যপিও অন্য অন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহের বিধি আছে কিন্তু পূজা হোমাদি বহির্ব্যাপারের বাহুল্য রূপে বিধি দেন, ইন্দ্রিয় দমনের তৎ সাহচর্য্য বিধি দিয়াছেন। আত্মোপাসনাতে তাবৎ বহিঃসাধন না করিলেও বরঞ্চ হয় কিন্তু অন্তরঙ্গ বিধি যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ তদ্ব্যতিরেকে উপায়ান্তর নাই।

অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎকৃত্বা কর্ম্ম বিগর্হিতং।
তস্মাদ্বিমুক্তিমন্বিচ্ছন্ দ্বিতীয়ং ন সমাচরেৎ ॥
মনুঃ॥

অজ্ঞান প্রযুক্ত কিম্বা মোহ প্রযুক্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়া তাহাতে গ্লানি বোধে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার উদ্দেশে পুনর্ব্বার সে গর্হিত কর্ম্ম করিবেক না ॥

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥
সুখ স্বরূপ পর ব্রহ্মকে জানিলে সাংসারিক কোন ভয়ে ভীত হয়েন না।

উক্ত এই শ্রুতিতে ইহা প্রাপ্ত হইতেছে, যে পরমাত্মা পরম সুখ স্বরূপ হয়েন, এবং তাঁহার উপাসনা করিলে কোন ভয় থাকে না, কিন্তু মনুষ্য সকল তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত না হইয়া বিষয় জন্য অনিত্য অল্প সুখে আসক্ত আছেন, এবং তৎফল নানা বিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন।

মনুষ্য মাত্রের অন্তঃকরণে এই অভিলাষ যে কেবল নিরন্তর সুখ হউক, দুঃখ যেন লেশ মাত্রও না হয়। এই প্রকার অভিলাষে আক্রান্ত হইয়া প্রাণপণে তাঁহারা এমত যত্ন করেন, যাহাতে কেবল সুখ প্রাপ্তি ও দুঃখ নিবৃত্তি হয়; কিন্তু ইহা তাঁহারা জানেন না, যে বিষয় দ্বারা কেবল সুখ প্রাপ্তি বা দুঃখ নিবৃত্তি কদাপি হয় না। যে হেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে কত ব্যক্তি দূরদেশে ভ্রমণ সমুদ্র যাতায়াত ও ধন গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের আজ্ঞাকারিত্ব ও তদাজ্ঞা পালনে কিঞ্চিৎ মাত্র ত্রুটি হইলে তিরস্কার ইত্যাদি বহু কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিয়া ফল কাল উপস্থিত হইলে স্বয়ং জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তরগত হইতেছে। কাহার বা বহু বিধ ধন ও নানা প্রকার ভোগের সামগ্রী সত্বেও শারীরিক এমত কোন পীড়া জন্মে যাহাতে সে ভোগ করণে অসমর্থ হইতেছে? কেহ বা ভার্য্যা বিয়োগ জন্য শোকে ব্যাকুল চিত্ত কেহ বা পুত্র শোকে কাতর কেহ বা ধন রাজ্য বিষয়ে অতি বৃষ্টি অনাবৃষ্টি চিন্তায় ব্যাকুল কেহ বা তাহার বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখ যুক্ত হইতেছে। এই ভার্য্যা পুত্রাদির মধ্যে যাহার মনে সন্তোষ জন্মাইতে না পারিলে সে তৎক্ষণাৎ বিপক্ষ হইয়া দুঃখ দায়ক হইতেছে। এবং বিষয় ঘটিত পরস্পর ভ্রাতৃ বিরোধে কায় ক্লেশে মনস্তাপ অর্থ নাশ বরং ঐ বিবাদে অনেকের সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এবং উত্তরোত্তর যত পরিবারের বৃদ্ধি হইতে থাকে তত পরিমাণে এই দুঃখেরও আধিক্য হয়। পুরুষ যখন একাকী থাকে তৎকালে কেবল আপন শরীরের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ মাত্র তাহার করিতে হয় একারণ ক্লেশের অল্পতা থাকে; পরে বিবাহ হইলে অপর এক শরীরের ভার উপস্থিত হয়, পরে পরে পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্রাদি জন্মিলে বহু শরীরের রক্ষণে যত্ন করিতে হয়, অতএব তখন পুরুষ কি রূপে সুখী হইতে পারে।

আর বহু পরিবার হইলে তাহার মধ্যে সর্ব্বদা সকলে সুস্থ শরীরে থাকে, এমত সম্ভব হয় না বরং সেই পুরুষের প্রায় প্রত্যহ সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে বৈদ্যের সহিত পরামর্শ করিতে হয়ং সুতরাং তাহারদিগের পীড়াতে অন্তঃকরণের অস্বস্থতা ও তাহারদিগের ঔষধ পথ্যের নিমিত্তে অর্থ আবশ্যক হইয়া ক্লেশের কারণ হয়। এবং এই পরিবারের মধ্যে যদি কেহ মূর্খ ও কুর্দ্দান্ত হইয়া পরের অর্থাপহরণ পর দারা গমন ইত্যাদি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তবে ঐ পুরুষের পদে পদে মনস্তাপ হয়, এবং কুকর্ম্মাধীন রাজ দ্বারে তিরস্কৃত হইলে ততোধিক দুঃখ হয়। অতএব এতদ্রূপ সংসারে কোন মতেই বিষয় দ্বারা আমারদিগের নিরন্তর সুখ ও সম্পূর্ণ দুঃখ নিবৃত্তির সম্ভব নহে, এবং যে পর্য্যন্ত এ দেহ থাকিবেক তাবৎ উপায়ান্তরও নাই, এক্ষণে পুরুষের কর্ত্তব্য যে বিবেচনা দ্বারা সংসারের স্বরূপ জানিয়া তাহাতে আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের উপাসনা করেন যাহাতে এই সংসার আপনা হইতেই শমতা প্রাপ্ত হয়।

পরিজ্ঞানেন সর্পত্বং চিত্রসর্পস্য নশ্যতি।
যথা তথৈব সংসারঃস্থিতএবোপশাম্যতি॥
যোগবাশিষ্ঠঃ॥

যেমন যাবৎ এ সর্প চিত্র কৃত, এমত জ্ঞান না হয়, তাবৎ চিত্র কৃত সর্পের সর্পত্ব অর্থাৎ তদ্দর্শনে লোকের ত্রাস থাকে, কিন্তু চিত্রিত জ্ঞান হইলে তাহার আর সর্পত্ব থাকে না, সেই রূপ সংসারের স্বরূপ জ্ঞান হইলে এই সংসার আপনা হইতেই শমতা প্রাপ্ত হয়॥

হা, আমরা কি মূঢ়। সর্ব্ব পুরুষ শ্রেষ্ঠ জগতের একাধিপতি ও যিনি কেবল চিত্ত দ্বারা উপাসনীয় এবং প্রীত হইয়া স্বপদ প্রদানে ও প্রস্তুত আছেন এমত রূপ উপাস্য পরমেশ্বর সত্ত্বেও কতিপয় গ্রামের অধিপতি অত্যল্প অর্থ দাতা কোন সামান্য পুরুষের উপাসনাতে নিযুক্ত আছি।

সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং।
যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎপাপতরোত্র কঃ॥
কুলার্ণবঃ॥

মোক্ষের সোপান স্বরূপ যে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম ইহা প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আপনার ত্রাণ না করিলেক, তাহা হইতে পাপী আর কে আছে।

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
নবেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু স ভবেদাত্মঘাতকঃ॥

এই উত্তম মনুষ্য জন্ম তাহাতে অবিকল ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি আপনার হিত না জানিলেক সে আত্মঘাতী হয়॥

হে পরমেশ্বর তোমার মায়ার প্রভাবে এই রূপ কলত্র পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি পরিবারে পরিবৃত্ত দুঃখময় সংসারে পতিত হইয়া নানা বিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি অতএব তুমি অদ্যাপি প্রসন্ন হইয়া এ ক্লেশ হইতে উদ্ধার কর।

একোজহমসি সন্তবেহম দেবা দারৈরথোধো অভবায়আবাং।
বয়ং ভবামোহহরঃস্বপুত্রৈ র্ম্মায়য়াদ্যাপি বিভো প্রসীদ॥

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার পূর্ণক মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তত্ত্ববোধিনী সভার যে সভ্য প্রার্থনা করিবেন তিনি বিনা মূল্যে এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন॥

বিজ্ঞাপন।

বেদান্তের অন্তর্গত কঠোপনিষদ্ এবং বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ ভাষ্য সহিত দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য ।৷॰ আট আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যাঁহার প্রয়োজন হইবে উক্ত স্থানে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ দ্বাদশ মাসের দাতব্য প্রদান না করাতে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রচলিত নিয়মানুসারে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন॥

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন॥ •

অদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু যদি মাতৃ ক্রোড় হইতে বিযুক্ত হইয়া অরণ্য মধ্যে নিঃক্ষিপ্ত হয়, তবে তাহার জীবন রক্ষার কি সম্ভাবনা থাকে? কোন উপায় দ্বারা জীবন রক্ষা হইলেও মনুষ্যের সংসর্গ ব্যতীত কি প্রকারে তাহার ভবিষ্যৎ সুখ এবং স্বচ্ছন্দতা সম্ভব হয়? মনুষ্য গৃহস্থ আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করে, গৃহস্থ দ্বারা প্রতিপালিত হয় এবং স্বয়ং গৃহস্থ হইয়া মনুষ্য সমাজে মিশ্রিত হয়। জন্ম কালে আমারদিগের অন্তঃকরণে ভাবি জ্ঞান এবং শক্তির অঙ্কুর মাত্র রোপণ থাকে যাহা কেবল মনুষ্যের সাহায্য বারি দ্বারা উন্নত হইতে পারে। পরস্পর আলাপ এবং উপদেশ দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয় কিন্তু তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকী নির্জ্জন বনবাসী হইলে পশু গণের সহিত আমারদিগের কি প্রভেদ থাকে? বরঞ্চ তাহারদিগের অপেক্ষাও মনুষ্যের অধিক দুর্দ্দশা হয় যে হেতু জন্তু গণ স্বভাবতঃ আপনারদিগকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা ধারণ করে, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ স্থায়ি হইলে ও অন্যের আক্রমণ হইতে আপনারদিগকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয়। গাত্রময় লোমাবলি প্রযুক্ত তাহারা শীত দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না, এবং পৃথিবীময় তাহারদিগের আহার্য্য তৃণ পত্রাদি বিস্তীর্ণ প্রযুক্ত আহার অভাবে শীর্ণ হয় না। কিন্তু মনুষ্যের এরূপ কোন স্বভাবজাত উপায় নাই, তিনি বিবস্ত্র এবং নিঃশক্তি হইয়া সংসারে আগমন করেন এবং সংসার হইতে সকল বিষয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। পীড়িত হইলে তিনি পরের যত্ন দ্বারা সুস্থ হয়েন, বিপদগ্রস্ত হইলে পরের সাহায্য দ্বারা মুক্ত হয়েন, এবং অজ্ঞানে অন্ধ হইলে পরের উপদেশ দ্বারা জ্ঞান চক্ষুঃ লাভ করেন। এই রূপে তিনি অন্যের দ্বারা উপকৃত হয়েন, এবং আপনি অন্যের উপকার করিতে প্রবৃত্ত থাকেন যেহেতু পরমেশ্বর মনুষ্যের স্বভাব এপ্রকার করিয়াছেন যে পরস্পর সাহায্য ব্যতিরেকে কদাপি সংসার নির্ব্বাহ হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বর কি এই নিমিত্তে আমারদিগকে প্রচুর শারীরিক শক্তি এবং আশ্চর্য্য মানসিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে আমরা আলস্য বশতঃ তাহারদিগকে নিরর্থ নষ্ট করিব? এই নিমিত্তে কি তিনি আমারদিগের অন্তঃকরণে ভক্তি ও স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন যে আমরা মাতা পিতার মমতা ছেদ এবং কন্যা পুত্রের স্নেহ ভেদ করিয়া মনুষ্যের আলাপ একেবারে পরিত্যাগ করিব? এবং এই নিমিত্তে কি তিনি আমারদিগকে প্রণয় এবং উপকার

শক্তি দান করিয়াছেন যে আমরা বন্ধু বান্ধব দিগের নিকট হইতে জন্মের মত দূরস্থ হইয়া বন্য পশুর সঙ্গে মিশ্রিত হইব? বিনা প্রয়োজনে ঈশ্বর কোন পদার্থের সৃষ্টি করেন নাই অতএব সকলের প্রয়োজন অবগত হইয়া সংসারের কর্ম্ম সম্পন্ন কর।

মনুষ্য স্বভাবতঃ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যের সংসর্গ করিতে অত্যন্ত অভিলাষী হয়, শিশু তাহার ধাত্রীর ক্রোড়েগমন করিতে কি ব্যগ্র, বালক তাহার সঙ্গিগণের সংসর্গে মিশ্রিত হইতে কি আহ্লাদিত, এবং বয়স্ক ব্যক্তি তাহার সমবয়স্কদিগের সঙ্গে উপবেশন করিতে কি সুখী হয়। শৈশব কালে যখন আমরা সংসারের মর্ম্ম এবং উপকারের অর্থ জানি না তৎকালেও কত ব্যক্তি আমারদিগের প্রতি দয়ালু থাকেন, এবং মনুষ্যের সঙ্গ কি হিতকারী তাহা না জানিলেও তাহারদিগের সহিত সংসর্গ করিবার নিমিত্তে অন্তঃকরণের আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবলা হয়। যিনি রোগের হস্তে পতিত হইয়াছেন, এবং বৃদ্ধাবস্থায় জরাগ্রস্ত হইয়াছেন, তিনিই জানেন যে মনুষ্যের সমাজে থাকা কি উপকার জনক। অতএব ঈশ্বর আমারদিগেরই উপকার জন্য আমারদিগের যে স্বভাব করিয়াছেন তাহার বিপরীত ব্যবহার করিলে অবশ্যই তাঁহার সম্মুখে দোষী হইতে হইবে।

অ

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১১মাঘে ব্রাহ্ম সমাজে ব্যাখ্যাত হয়।

তমেতংবেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন।
শ্রুতিঃ॥

সেই প্রসিদ্ধ পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণেরা বেদ ও তৎ সম্মত যুক্তির দ্বারা এবং যজ্ঞ দান তপস্যা অনশন ইত্যাদি কর্ম্মের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসঃ ক্ষয়াৎপাপস্য কর্ম্মণঃ॥
স্মৃতিঃ॥

কর্ম্মাধীন পাপ ক্ষয়ের দ্বারা পুরুষের জ্ঞানোৎপত্তি হয়।

পরমেশ্বরের উপাসনা অধিকারি ভেদে চারি প্রকারে বিহিত হয় তন্মধ্যে

অয়মাত্মা ব্রহ্ম. অহং ব্রহ্মাস্মি. তত্ত্বমসি॥

ইত্যাদি মহা বাক্য প্রতিপাদ্য জীবাত্মা পরমাত্মার যে অভেদ চিন্তন ইহা মুখ্য উপাসনা হয়।

বৃত্তিহীনং মনঃকৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্যউচ্যতে॥
বশিষ্ঠঃ॥

বিষয়াসক্তিরহিত মনের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদ চিন্তন ইহা মুখ্য উপাসনা হয়॥

এই রূপ সর্ব্ব গুণাতীত সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি দ্বিতীয় বিধি দেন যে বেদ শব্দের অবলম্বন দ্বারা তদর্থ পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেক যাহা "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বেদের ও তৎসম্মত যুক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য? এই স্থলে ভগবান্ মনু প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীএই তিনের অর্থ চিন্তন পূর্ব্বক জপ করিলে ত্রিবেদোক্ত উপাসনার ফল সিদ্ধ হয় ইহা কহিয়াছেন।

অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ভূর্ভুবস্বরিতীতি চ॥
ত্রিভ্য এব তু বেদেভ্যঃ পাদপাদমদূদুহৎ।
তদিত্যচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠীপ্রজাপতিঃ॥
এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্ব্বেদবিদ্বিপ্রোবেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥
মনুঃ॥

প্রণবোৎপত্তির কারণ অকার, উকার, মকার, এই তিন অক্ষরকে এবং ভূর্ভুবঃস্বঃ তিন ব্যাহৃতিকে ব্রহ্মা তিন বেদ হইতে উদ্ধার করেন আর ঐ ত্রিবেদ হইতে এক এক পাদ করিয়া ত্রিপদা গায়ত্রীর উদ্ধার করেন অতএব উভয় সন্ধ্যা কালে যে ব্যক্তি প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী জপ করে সে বেদ ত্রয়ের ফল প্রাপ্ত হয়।

প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

ব্রহ্ম প্রতিপাদক প্রণবাদি ত্রয়ের উচ্চারণ ও তদর্থাবগতির দ্বারা উপাসনা করিবেক।

এই প্রকার বেদ শব্দের অবলম্বনে উপাসনাতে অশক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি তৃতীয় প্রকার উপাসনার বিধি দেন।

য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষোদৃশ্যতে
ইত্যাদি ॥ শ্রুতিঃ॥

সূর্য্য মণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হয়েন।

প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামণীয়াংসমণোরপি।
রুক্মাভং স্বপ্নধীগম্যং চ বিদ্যাত্তং পুরুষং পরং॥
মনুঃ॥

ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় চেতনাচেতনের নিয়ন্তা ও সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষা অতিশয় সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ যে পুরুষ তাঁহার উপাসনা স্বপ্নাবস্থায় যাদৃশ জ্ঞান হয় তাদৃশ জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ বিষয়ে উপরত চিত্তের দ্বারা করিবেক। তথাচ অপরিচ্ছিন্ন নীরূপ নিরবয়ব পরমেশ্বরকে পরিচ্ছিন্ন রূপবান্ সাবয়ব রূপে আদিত্য মণ্ডলে অথবা হৃদয়েতে চিন্তন করিবেক।

যদ্যপি শব্দ রূপ এক গুণাবলম্বনে যে উপাসনার বিধি তদপেক্ষা উক্ত নাম রূপ অবয়ব বিশিষ্ট রূপে উপাসনা সুসাধ্য বটে তথাপি বিষয়াসক্ত মনের দ্বারা কর্ত্তব্য একারণ ইহাতেও যাঁহারা অসমর্থ হয়েন তাঁহারদিগের প্রতি চতুর্থ বিধি দেন।

যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন ॥
মনুঃ॥

যজ্ঞ দান তপস্যা অনশন ব্রত ইত্যাদি কর্ম্মের দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেক।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥
যমদগ্নিস্মৃতিঃ॥

উপাসকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় নিরবয়ব শরীর রহিত পরব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন ॥

এই প্রকার চতুর্ব্বিধ উপাসনা ভগবান্ গৌড় পাদাচার্য্য কর্ত্তৃক এক শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে।

অসমর্থোমনোধাতুং নিত্যে নির্ব্বিষয়েবিভৌ।
শব্দৈঃ প্রতীকৈরর্চ্চাভিরুপাসীত যথাক্রমং ॥

যাঁহারা নিত্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরে মনের ধারণা করিতে অসমর্থ হয়েন তাঁহারা বেদ কিম্বা প্রতীক অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলাদি স্থায়ী অথবা প্রতিমা এসকলের অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন।

অতএব চতুর্থাধিকারিদিগের কর্ম্মাদি অবলম্বন দ্বারা যে প্রকারে উপাসনা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ কহিতেছি চতুর্থাধিকারিদিগের অবলম্বন যে কর্ম্ম তাহা ভগবান্ মনু দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন।

ইহ বাঽমুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপাদিশ্যতে ॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সার্ষ্টিতাং।
নিবৃত্তংসেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥
মনুঃ ॥

ঐহিক পুত্র পশ্বাদি কিম্বা পারলৌকিক স্বর্গাদি কামনা করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাকে প্রবৃত্ত কর্ম্ম কহা যায় যেহেতু সে কর্ম্ম সংসার প্রবৃত্তিতে কারণ হইয়া থাকে আর কামনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম জ্ঞানাভ্যাস পূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহা যায় যেহেতু সে কর্ম্ম সংসার নিবৃত্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে।

অতএব প্রবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দেবতাদিগের গতিকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগ করে আর নিবৃত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করে অর্থাৎ পঞ্চ ভৌতিক দেহ গ্রহণ করিতে হয় না সে মুক্ত হয়।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তোনিবধ্যতে ॥
গীতা॥

কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে যে ব্যক্তি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহার সত্ত্ব শুদ্ধি জ্ঞান প্রাপ্তি সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস জ্ঞান নিষ্ঠা ক্রমে মুক্তি হয়। আর যে ব্যক্তি কামনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঈশ্বরোদ্দেশ ব্যতিরেকে ফলের নিমিত্ত কর্ম্ম করে সে নিতান্ত সংসার বন্ধনকে প্রাপ্ত হয়॥

ধর্ম্মবাণিজিকামূঢ়াঃ ফলকামানরাধমাঃ।
অর্চ্চয়ন্তি জগন্নাথং তে কামানাপ্নুবন্ত্যথ ॥
অন্তবন্তু ফলংতেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
পদ্ভ্যাংপ্রতীচ্ছতে দেবঃ স কামেন নিবেদিতং ॥
মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দত্তমকামেন দ্বিজোত্তমাঃ।
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মের বাণিজ্য করে তাহারা অতি মূঢ় এবং যাহারা ফল কামনা করিয়া জগদীশ্বরের অর্চ্চনা করে সে সকল অল্প বুদ্ধি নরাধম ব্যক্তিদিগের কাম্য ফল সিদ্ধ হয় কিন্তু সে সকল ফল চিরস্থায়ি নহে এবং কামনা পূর্ব্বক দেবোদ্দেশে দান করিলে সে দেবতা পাদ দ্বারা গ্রহণ করেন আর নিষ্কাম হইয়া দান করিলে মস্তকের দ্বারা গ্রহণ করেন।

এই উক্ত মনু, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপ ক্ষয় হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের প্রাপ্তি হয় ইহা প্রতীত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাপ্ত হইতেছে যে কর্ম্ম মাত্রই অত্যন্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের তত্ত্ব জ্ঞানের সাধন হইয়াছে।

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়োরোচনং পরং।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথাভৈষজ্যরোচনং ॥
ভাগবতং ॥

পুত্রেষ্টি করিলে পুত্র হয়, যজ্ঞ করিলে স্বর্গ হয়, ইত্যাদি বেদোক্ত যে সকল ফলশ্রুতি তাহা শ্রেয়ঃ নহে পরম পুরুষার্থ পর নহে কিন্তু শ্রেয়ঃ কথনের বাসনায় কর্ম্মেতে বহির্ম্মুখ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি জননের তাৎপর্য্য হয় যেমন ঔষধে প্রবৃত্তি জন্য কোন মিষ্ট দ্রব্যের আশ্বাস দেন ॥

পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকং।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু ॥

তুমি এই নিম্বপান করহ আমি তোমাকে খণ্ড লড্ডুক দিব পিতা এই রূপ কহিলে পীড়িত বালক নিম্ব পান করে॥

এস্থলে যেমন খণ্ড লড্ডুক লাভ নিম্ব পানের প্রয়োজন হয় এমত নহে কিন্তু আরোগ্য তাহার প্রয়োজন হয় সেই রূপ বেদও পিতার ন্যায় অবান্তর ফল দ্বারা প্রলোভ দর্শাইয়া মোক্ষের নিমিত্তভূত তত্ত্ব জ্ঞানের সাধন রূপে কর্ম্মের বিধি দেন অন্যথা বেদের এরূপ অভিপ্রায় না হইলে তাঁহার অনাপ্ততা দোষের প্রসক্তি হয়। তথাচ

নতানবিদুঃস্বার্থং ভ্রাম্যতোবৃজিনাধ্বনি।
কথং যুঞ্জ্যাৎপুনস্তেষু তাংস্তমোবিশতোবুধঃ॥
এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা ভবন্তিহি॥
ভাগবতং॥

যে সকল ব্যক্তি পরম পুরুষার্থ জানে না কিন্তু বেদ বাক্যে নত অর্থাৎ বেদে যাহা কহিতেছেন ইহাই শ্রেয়ঃ এই রূপ বিশ্বাস করিয়া বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় পশ্চাৎ তৎকর্ম্মাধীন কখন কাম্য দেবাদি যোনিতে কখন তমোভূত স্থাবরাদি যোনিতে ভ্রমণ রূপ ফলভোগ করিতে হয় সুতরাং এরূপ কষ্ট বিষয়ে বেদ কেন পুরুষকে প্রেরণ করিবেন তাহা হইলে বেদ অনাপ্ত দোষ গ্রস্ত হয়েন অতএব বেদের এপ্রকার অভিপ্রায় না জানিয়া কোন কোন কুবুদ্ধি ব্যক্তিরা ফলশ্রুতিকে পরম ফল করিয়া কহেন কিন্তু বেদজ্ঞ ব্যাস প্রভৃতি এমত কহেন না।

অতএব ষষ্ঠস্কন্ধে কহেন যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞকে কর্ম্মের উপদেশ করিবেন না।

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিণেঽপথ্যং বাঞ্ছতেপি ভিষক্তমঃ।

আপনি নিঃশ্রেয়ঃ জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিকে কর্ম্মের উপদেশ করিবেন না যেমন উত্তম বৈদ্য অপথ্য ভোজনে ইচ্ছুক রোগিকে কদাপি অপথ্য দেন না॥

অতএব সংসার সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য যাবৎ জ্ঞান ভূমিকায় আরোহণ না হয় তাবৎ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত তজ্জন্য পুণ্য দ্বারা অতি শীঘ্র বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া জ্ঞান ভূমিকায় আরোহণ করেন, তাহা হইলে কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই ইন্দ্রিয়াদিকে শাসনে রাখিয়া আত্ম জ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা কৃতার্থ হইবেন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি বল আমরা দেবতাত্মাই মানিনা তাহার বিগ্রহ ও তৎ স্মারক প্রতিমার কথা কি? শিরোনাস্তি শিরোব্যথা। ভাল পরমাত্মাতো মান তবে শাস্ত্র দৃষ্টি দ্বারা তাহারই নানা মূর্ত্তি প্রতিমাতে মনোযোগ করিয়া তদুচিত ব্যাপার কর।" উত্তর, আমরা পরমাত্মা মানি কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অপ্রসিদ্ধ জন্য তাহা স্বীকার করি না। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিয়াছি অতএব পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

বেদান্তচন্দ্রিকাতে লেখেন যে "স্বাত্মার (জীবাত্মার) প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বানুভব সিদ্ধ যদি মান তবে পরমাত্মার ও তাহা অনুমানে মান। আত্মার (জীবাত্মার) ও পরমাত্মার রাজা মহারাজার ন্যায় ব্যাপ্য ব্যাপকত্ব ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য কৃত বিশেষ ব্যতিরেকে স্বরূপ গত বিশেষ কি?" উত্তর, ভট্টাচার্য্য জীবাত্মাকে ব্যাপ্য ও অনীশ্বর এবং পরমাত্মাকে ব্যাপক ও ঈশ্বর কহিয়া পুনর্ব্বার কহিতেছেন যে এ দুইয়ের স্বরূপ গত বিশেষকি? ঈশ্বর আর ব্যাপক হওয়া এবং অনীশ্বর আর ব্যাপ্য হওয়া ইহা হইতে অধিক আর কি বিশেষ আছে? ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরের দেহ সম্বন্ধের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব দেখিয়া ঈশ্বরের দেহ আর পরিচ্ছিন্নত্ব যে কল্পনা করেন ইহা হইতে আর কি আশ্চর্য্য আছে? আমরা ভয় পাইতেছি যে যখন জীবের দেহ সম্বন্ধ দেখিয়া পরমাত্মার দেহ সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতেছেন তখন জীবের সুখ দুঃখাদি ভোগ ও স্বর্গ নরকাদি প্রাপ্তির শাস্ত্র দেখিয়া পরমাত্মারও সুখ দুঃখাদি ভোগ বা স্বীকার করেন।

ভট্টাচার্য্য লেখেন "যদি বল আমরা পরমাত্মার তাহা (প্রকৃত্যাদি) মানিলে তোমার

দিগের দেবাত্মার কি আইসে ? ইহাতে আমরা এই বলি তবে আমারদিগের দেবতাদিগকেও তোমরা মানিলে যেহেতু পরমাত্মার যে প্রকৃত্যাদি তাহাকেই আমরা স্ত্রী পুংলিঙ্গ ভেদে দেবী দেবাত্মা নামে কহি তোমরা ঈশ্বরীয় প্রকৃত্যাদি রূপে কহ এই কেবল জল পানি ইত্যাদিবৎ ?” উত্তর, যদি ভট্টাচার্য্য পরমাত্মার প্রকৃত্যাদিকে দেবী দেবাত্মা নামে স্বীকার করেন তাহাতে কাহারওআপত্তি নাই যেহেতু ঈশ্বরীয় মায়া কোথায় দেবী রূপে কোথায় দেবরূপে কোথায় জল কোথায় স্থল রূপে সদ্রূপ পরমাত্মাতে অধ্যস্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে আর ঐ ভ্রমাত্মক দেবী দেব জল স্থলাদির প্রতীতি যথার্থ জ্ঞান হইলেই নাশকে পায়।

আর লেখেন “যদি বল আমরা মাংস পিণ্ড মাত্র মানি মৃৎ পাষাণাদি নির্ম্মিত কৃত্রিম পিণ্ড মানি না।” উত্তর, এ আশঙ্কা ভট্টাচার্য্য কি নিদর্শনে করিতেছেন অনুভব হয় না যেহেতু আমরা মাংস পিণ্ড ও মৃত্তিকা পাষাণাদি নির্ম্মিত পিণ্ড এ দুইকেই মানি কিন্তু এ দুইয়ের কাহাকেও স্বতন্ত্র ঈশ্বর কহি না। পরমাত্মার সত্তার আরোপের দ্বারা সত্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া লৌকিক ব্যবহারে ঐ দুইয়ের প্রথম যে মাংসপিণ্ড সে পশ্বাদির ভোজনে আইসে আর দ্বিতীয় যে মৃত্তিকা পাষাণাদি পিণ্ড সে খেলা আর অন্য অন্য আমোদের কারণ হয়।

ভট্টাচার্য্য পুনর্ব্বার আশঙ্কা করেন যে “যদি বল আমরা সচেতন পিণ্ডই মানি অচেতন পিণ্ড মানি না।” উত্তর, উপাধি অবস্থাতে সচেতন এবং অচেতন উভয় বস্তুরই পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতি হয় স্বতরাং উভয়কেই মানি আর তন্মধ্যে যে বস্তু যদর্থে নিয়ুমিত হইয়াছে তাহাকে তদনুরূপে ব্যবহার করি। সচেতনের মধ্যে গুরু প্রভৃতিকে মান্য করিতে হয় ও ভৃত্যাদির দ্বারা গৃহ কর্ম্ম লওয়া যায় আর অচেতন পিণ্ডের মধ্যে ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহাদি এবং পাষাণাদি দ্বারা পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ করা যায় কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অনেক সচেতন পিণ্ড অচেতন পিণ্ডকে সচেতন অভিপ্রায়করিয়া আহার শয্যা সুগন্ধি দ্রব্য এবং বিবাহাদি দেন।

আর লেখেন “মীমাংসক মত সিদ্ধ অচেতন মন্ত্রময় দেবতাত্মাই না মান বেদান্ত মত সিদ্ধ অস্মদাদিবৎ সচেতন বিগ্রহ বিশিষ্ট দেবতা কেন না মান ?” উত্তর, বেদান্ত মতে দেবতাদিগের শরীর প্রসিদ্ধ আছে স্বতরাং আমরাও ঐ দেবতাদিগের বিগ্রহ স্বীকার করি কিন্তু ঐ বেদান্ত নিদর্শনে ঐ বিগ্রহকে অস্মদাদির দেহবৎ মায়িক ও নশ্বর করিয়া জানি এবং যেমন আমারদিগের প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের অধিকার আছে সেই রূপ দেবতাদিগের প্রতিও অধিকার আছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

মনুষ্যের উপর এবং দেবতাদিগের উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিতেছেন যেহেতু বৈরাগ্যের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষার সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যের আছে সেই রূপ সম্ভাবনা দেবতাতেও হয়॥

এবং তাবৎ দেবতার সমাধি করা ভারতাদি গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে “যদি বল আমরা যাদৃশ মনুষ্যাদি শরীরকে চক্ষে দেখিতে পাই তাহাই মানি বেদান্ত মত সিদ্ধ দেব শরীর চক্ষে দেখিতে পাই না অতএব মানি না তৎ প্রতিমার প্রশক্তিই কি ?” উত্তর, পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরেতেই ইহার উত্তর দেওয়া গিয়াছে যে বেদান্ত মত সিদ্ধ দেব শরীরকে এবং সেই শরীরের মায়িকত্ব নশ্বরত্ব আমরা মানিয়া থাকি।

আর লেখেন যে “যদি বল আমি তাহা অর্থাৎ নাস্তিক নহি কিন্তু অবৈদিকেরা এই রূপ কহিয়া থাকে আমিও তদ্দৃষ্টি ক্রমে কহি।” উত্তর, আশ্চর্য্য এই যে ঐহিক লাভের নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য সর্ব্ব শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আত্মোপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং করাইয়া এবং গৌণ সাধন যে প্রতিমাদির পূজা তাহার প্রেরণা করিয়া আপনার বৈদিকত্ব অভিমান রাখেন আর আমরা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত পর ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া ভট্টাচার্য্যের বিবেচনায় অবৈদিক ও নাস্তিক হই।

সুবোধ লোক এ দুইয়েরই বিবেচনা করিবেন।

আর লেখেন যে "অন্য ধন ব্যয় আয়াস সাধ্য প্রতিমা পূজা দর্শন জন্য মর্ম্মান্তিক ব্যথা নিবৃত্তি করিও। সম্প্রতি কেন এক দিক্ আশ্রয় না করিয়া আন্দোলায়মান হও?" উত্তর, যেব্যক্তি কেবল স্বার্থপর না হয় সে অন্য ব্যক্তিকে দুঃখি অথবা প্রতারণাগ্রস্ত দেখিলে অবশ্যই মর্ম্মান্তিক ব্যথা পায় এবং ঐ দুঃখ ও প্রতারণা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করে কিন্তু যাহার প্রতারণার উপর কেবল জীবিকা এবং সম্মান সে অবশ্যই প্রতারণার যে ভঞ্জক তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেক। আর আমরা এক মাত্র আশ্রয় করিয়াই আছি। আশ্চর্য্য এই যে ভট্টাচার্য্য পাঁচ উপাসনার তরঙ্গের মধ্যে ইচ্ছা পূর্ব্বক পড়িয়া অন্যকে উপদেশ করেন যে মাঝামাঝি থাকিয়া আন্দোলায়মান হইও না।

ভট্টাচার্য্য আর লিখিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে প্রতিমা পূজার প্রমাণ প্রথমতঃ প্রবল শাস্ত্র। দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মার প্রণীত শিল্প শাস্ত্র দ্বারা প্রতিমা নির্ম্মাণের উপদেশ। তৃতীয়তঃ নানা তীর্থ স্থানেতে প্রতিমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চতুর্থতঃ শিষ্টাচার সিদ্ধ। পঞ্চমতঃ অনাদি পরম্পরা প্রসিদ্ধ।

উত্তর, প্রথমতঃ শাস্ত্র প্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে নানা প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি দক্ষিণাচারের বিধি বৈষ্ণবাচারের বিধি অঘোরাচারের বিধি এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহারদিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে কেবল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানা বিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানা বিধ পক্ষি যেমন শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানা বিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসী প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে তাহারদিগেরও পূজা নিমিত্ত অধিকারি বিশেষে বিধি আছে। যে যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে যে সকল অজ্ঞানি ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন তাঁহারদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত যে শিল্পের আদেশ লিখিয়াছেন তাহার উত্তর এই যে শাস্ত্রে কি যজ্ঞাদি কি মারণোচ্চাটনাদি যখন যে বিষয় লেখেন তখন তাহার সমুদায় প্রকরণই লিখিয়া থাকেন তদনুসারে প্রতিমা পূজার প্রয়োগ যখন শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার নির্ম্মাণ এবং আবাহনাদি পূজার প্রকরণও সুতরাং লিখিয়াছেন এবং ঐ প্রতিমার নির্ম্মাণের ও পূজাদির অধিকারী যে হয় তাহাও লিখিয়াছেন।

উত্তম সহজাবস্থা মধ্যমা ধ্যানধারণা।
জপস্তুতিঃস্যাদধমা হোমপূজাধমাধমা ॥

কুলার্ণবঃ ॥

আত্মার যে স্বরূপে অবস্থিতি তাহাকে উত্তম কহি আর মননাদিকে মধ্যম অবস্থা কহি জপ ও স্তুতিকে অধম অবস্থা কহি হোম পূজাকে অধম হইতেও অধম অবস্থা কহি ॥

তৃতীয়তঃ নানা তীর্থে প্রতিমাদি চাক্ষুষ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল ব্যক্তি তীর্থ গমনের অধিকারি তাহারাই প্রতিমা পূজার অধিকারি অতএব তাহারা যদি তীর্থে গিয়া প্রতিমা লইয়া মনোরঞ্জন করিতে না পায় তবে সুতরাং তাহারদিগের তীর্থ গমনের তাবদভিলাষ থাকিবেক না এ নিমিত্তে তীর্থাদিতে প্রতিমার প্রয়োজন রাখে অতএব তাহারাই নানা তীর্থে নানা বিধ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া ॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতোযত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

রূপ বিবর্জ্জিত যে তুমি তোমার ধ্যানের দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণন করিয়াছি আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদের দ্বারা আমি যে খণ্ডন করিয়াছি আর তীর্থ যাত্রার দ্বারা তোমার সর্ব্বব্যাপকত্বের যে ব্যাঘাত করিয়াছি হে জগদীশ্বর আমার অজ্ঞানতা কৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।

চতুর্থতঃ প্রতিমা পূজা শিষ্টাচার সিদ্ধ যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর। যে সকল

লোক এদেশে শিষ্ট এবং শাস্ত্রার্থের প্রেরক হয়েন তাঁহারদিগের অনেকেই প্রতিমা পূজার বাহুল্যে ঐহিক লাভ দেখিয়া যথাসাধ্য তাহারই প্রচার করাইতেছেন। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে এবং নানা তিথি মাহাত্ম্যে ও নানা বিধ লীলার উপলক্ষে তাঁহারদিগের যে লাভ তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে। আত্মোপাসনাতে কাহারও জন্ম দিবসীয় উৎসবে এবং বিবাহে ও নানা প্রকার লীলাচ্ছলে লাভের কোন প্রসঙ্গ নাই সুতরাং তাহার প্রেরণাতে ক্ষান্ত থাকেন। ঐ শিষ্ট লোকের মধ্যে যাঁহারা পরমার্থ নিমিত্ত ঐহিক লাভকে তুচ্ছ করিয়াছেন তাঁহারা কি এদেশে কি পাঞ্চালাদি অন্য দেশে কেবল পরমেশ্বরের উপাসনাই করিয়া আসিতেছেন, প্রতিমার সহিত পরমার্থ বিষয়ে কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই।

পঞ্চমতঃ প্রতিমা পূজা পরম্পরা সিদ্ধ হয় যে লিখিয়াছেন তাহার উত্তর, ভ্রম বশতঃই হউক বা যথার্থ বিচারের দ্বারাই হউক বৌদ্ধ কি জৈন বৈদিক কি অবৈদিক যে কোন মত কতক লোকের একবার গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার পর সম্যক্ প্রকারে সেই মতের নাশ প্রায় হয় না, যদি হয় তবে বহুকালের পরে হয়। সেই রূপ প্রতিমা পূজা প্রথমতঃ কতক লোকের গ্রাহ্য হইয়া পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে এবং তাহার অবহেলা ও কতক লোকের দ্বারা পরম্পরা হইয়া আসিতেছে। সুবোধ নির্ব্বোধ সর্ব্বকালে হইয়া আসিতেছে এবং তাহারদিগের অনুষ্ঠিত পৃথক্ পৃথক্ মত পরম্পরা চলিয়াও আসিতেছে, কিন্তু একাল অপেক্ষা পূর্ব্বকালে প্রতিমা প্রচারের যে অল্পতা ছিল ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। যদি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এই ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিক্ সম্পূর্ণ বিংশতি ক্রোশের মণ্ডলী ভ্রমণ করেন তবে বোধ করি তাঁহার নিকটে অবশ্য প্রকাশ পাইবে যে ঐ মণ্ডলীর মধ্যে বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রতিমা একশত বৎসরের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবশিষ্ট সমুদায় উনিশ ভাগ একশত বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যে যে দেশে ধনের বৃদ্ধি আর জ্ঞানের ক্রটি হয় সেই সেই দেশে প্রায় পরমার্থ সাধন বিধি মতে না হইয়া লৌকিক খেলার ন্যায় হইয়া উঠে।

ইহার শেষ ভাগ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক॥

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

যখন প্রবল কাম ক্রোধাদি রিপু সকল বুদ্ধিকে পরাজয় করিয়া চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি ও হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয় গণকে আপনার অধীনে আনয়ন করে, তখন আমারদিগের যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন।

রিপু গণের মধ্যে কেবল ক্রোধের প্রবলতা হইলে আপনার ও পরের কি পর্য্যন্ত মন্দ হয়। যেমন অগ্নি সংযোগে লৌহ প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া অন্য বস্তুকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ক্রোধ সংযোগে মনুষ্য বিকার বিশিষ্ট হইয়া অন্য লোকের অনিষ্ট করে। যেমত নানা বিধ শোভাযুক্ত বেশ ভূষাদি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া ভস্ম রাশি মাত্র হয়, তদ্রূপ ক্রোধ দ্বারা মনুষ্যের গুণ সমূহ নষ্ট হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দোষ সমূহের অবস্থিতি হয়। ক্রোধ প্রবল হইলে আমারদিগের অনিষ্ট জন্য ইন্দ্রিয়গণ সম্পূর্ণ রূপে তাহার সহকারি হয়; তখন কর্ণ হিতবাক্যকেও বিপরীত শ্রবণ করেন, চক্ষুঃ পরমাত্মীয় ব্যক্তিকেও শত্রু তুল্য দেখেন, বাক্য অযোগ্য কথা কথনেও প্রবৃত্ত হয়েন। এ প্রযুক্ত সহস্র সহস্র স্থানে দেখা যাইতেছে যে ক্রোধ হেতু আত্ম হিতাহিত বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রিয়তম পুত্র মিত্রাদিকেও বিনষ্ট করিতেছে, ক্রোধ হেতু অতি পূজ্য মান্য পিতা মাতা গুরু প্রভৃতিকেও অপমান ও বধ করিতেছে, ক্রোধ হেতু আত্মহত্যাতেও মনুষ্যদিগের উৎসাহ হইতেছে। এই প্রকার ক্রোধ রিপুতে আচ্ছন্ন হইলে বিষয় জ্ঞান, পরম জ্ঞান, ধন, জন, মান, ভৃত্য অমাত্য প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিযুক্ত হয়।

এই প্রকার কামেরও অধীন হইলে পি-

তা মাতা ভ্রাতা দারা পুত্র মিত্রাদিকে শত্রু তুল্য জ্ঞান হয়, এবং আপনার যথার্থ মন্দকারি লোকদিগকেও আত্মীয় বোধ হয়। যথেষ্টাচারি ব্যক্তিরা তাহার প্রিয় আলাপের যোগ্য হয়, শিষ্ট জনের সঙ্গে সে সহবাসেও ঘৃণা করে এবংকে হএই কামের উদ্দেশে আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও নষ্ট করিতে উদ্যত হয়।

এই কামের প্রবলতা হেতু লোভেরও প্রবলতা হয় তখন অপব্যয়ের প্রয়োজন হইয়া ধনের নিমিত্তে কোন কুকর্ম্মকে সে কুকর্ম্মই জ্ঞান করে না। ক্রমে চৌর্য্য বৃত্তি দস্যু বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল কুকর্ম্ম গোপন করিবার জন্য নানা ক্লেশে কাল যাপন করে ; প্রকাশ হইলে রাজ দণ্ডে কারাগারে রুদ্ধ বা দেশান্তরী হইয়া যাবজ্জীবন সমূহ মনস্তাপে তাপিত হয়।

পরিপূর্ণ রূপে মোহে আচ্ছন্ন হইলে সংসারকে সার ভ্রমে অনিত্য পুত্র, মিত্র, কলত্র, বিত্ত প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্ত জন্য অত্যল্প হানিতেও সে অগাধ শোকার্ণবে মগ্ন হয়। এই মোহান্ধ ব্যক্তির অর্থ দ্বারা পরোপকার করা দূরে থাকুক, আপনার উদর ভরণীয় অন্নের নিমিত্তেও অর্থের ব্যয় করিতে সে ক্লেশ বোধ করে। সুতরাং এই ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল একেবারে নষ্ট হয়।

এই প্রকার রিপু সকলের প্রবলতা হইলে মহানিষ্টের সম্ভাবনা, ইহারদিগকে বশীভূত করিতে পারিলে দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তি হয়। এই রিপু গণের প্রথম আক্রমণ কালীনই যদি ধৈর্য্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করা যায় তবে ইহারা সহজেই বশীভূত হয়, নতুবা উপভোগ দ্বারা ইহারদিগকে শান্ত করিবার মানস করিলে শান্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং তাহারা অধিক বল প্রাপ্ত হয়।

> ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
> হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
>
> কাম্য বস্তুর ভোগে কামের নিবারণ হয় না. যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রদান করিলে তাহা নির্ব্বাণ হয় না ; তাহার বৃদ্ধিরই কারণ হয়॥

এই রিপু সকলকে এই প্রকার বশীভূত করিবার শক্তি পরমেশ্বর আমারদিগকে দিয়াছেন, পশুদিগকে তাহা দেন নাই। অতএব আমরা যদি এই সকল উপায় দ্বারা রিপুগণকে দমন না করি, তবে পশু তুল্যতা প্রাপ্ত হই। কিন্তু পরমেশ্বর আমারদিগকে এমত শক্তি দেননাই, যেকাম ক্রোধাদিকে একেবারে ধ্বংস করি বরঞ্চ এই রিপু সমুদয় একেবারে বিনষ্ট হইলে সংসার নির্ব্বাহের সমূহ ব্যাঘাত হইত।

কামের অভাব হইলে সৃষ্টির লোপাপত্তি হইত। যদিও সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর স্ত্রী পুরুষের সংযোগাধীন সৃষ্টির নিয়ম না করিয়া অন্য কোন নিয়ম করিতেন তথাপি স্ত্রী পুত্র ইত্যাদি তাবৎ স্নেহ জনক সম্বন্ধের অভাব হেতু লোক সমুদয় কেবল আপনারদিগের উদর ভরণ কোন প্রকারে করিয়া সংসারের অন্য অন্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইত।

ক্রোধের অভাব জন্য অমান্য করিতে কেহ ভয় করিত না, সহসা সকলেই আমারদিগের ধনাদি অপহরণ করিত, পুত্র ভৃত্য কলত্রাদি যথা নিয়মে থাকিত না, ইহাতে সংসারের কর্ম্ম কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত!

মমতার অভাব হইলে এ পৃথিবীতে আত্মীয়তার ও অভাব হইত। কেহ কাহারও দুঃখে দুঃখ ভাগী বা কেহ কাহার ও সুখে সুখ ভাগী হইত না, সুতরাং কেহ কাহার ও উপকার করিতে প্রবৃত্ত হইত না ; আপনার স্ত্রী পুত্রাদিকে ও ভরণ পোষণ করিতে সকলে তাচ্ছিল্য করিত।

অতএব হে সভ্য মহোদয়েরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কাম ক্রোধাদিকে আপনার অধীনে রাখিয়া বিচার দ্বারা যথা উপযুক্ত মত নিয়োগ করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে যত্নশীল হউন যাহার দ্বারা সকল প্রকার দুর্গতি হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা। ঈ

অশুদ্ধশোধন।

৬ সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪২ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে যে "পশু পক্ষাদি" আছে তাহার পরিবর্ত্তে পশু পক্ষ্যাদি হইবে।

৮ সংখ্যা
১ চৈত্র ১৭৬৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন॥

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন॥

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ মাঘ মঙ্গলবারে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে গায়ত্রী জপ এবং উপনিষৎ পাঠ হইলে শ্রীযুক্ত সমাজাধিপতি বক্তৃতা করিলেন যে আমারদিগের এই পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে যিনি নানা বিধ সুখের উপযোগি সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকটে আমরা কি প্রার্থনা করিব? বালক ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হইবেক এ নিমিত্তে তিনি মাতার মনে সুখ জনক স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারের নিয়ম এই যে যাহা হইতে কোন ক্লেশ পাওয়া যায় তাহার প্রতি স্নেহ করা দূরে থাকুক তাহাকে শত্রু জ্ঞানে তৎ প্রতিফল ততোধিক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মাতার মনের ভাব এস্থলে সম্পূর্ণ রূপে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। দশ মাস পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা সমূহ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়েন এবং যাহার ভূমিষ্ঠ হইবার কালীন জীবনের আশা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, তাহাকে কোন যন্ত্রণা দেওয়া দূরে থাকুক মাতা আপনার প্রাণ হইতেও তাহাকে অধিকতর স্নেহ করেন। সেই বালকের পীড়া হইলে তাঁহার পীড়া হয় এবং সেই বালকের সুস্থ শরীর হইলে তাঁহার সুস্থ শরীর হয়, সুতরাং সেই বালক অতি পরিপাটী রূপে রক্ষিত হয়। পিতাও তদ্রূপ স্নেহ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন নৈপুণ্য রূপে ঐ পুত্রের বিদ্যা ধন মান প্রভৃতি সুখোপার্জ্জনার্থে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং যাঁহারা আপনা হইতে অন্য কাহাকে অধিকতর বিদ্বান্ ধনি বা সম্ভ্রান্ত দেখিলে দ্বেষ করেন তাঁহারাই আপনা হইতে পুত্রের অধিকতর বিদ্যা ধন সম্ভ্রম দেখিয়া আপনারদিগকে কৃতার্থ রূপে মান্য করেন। ক্ষুধাতুর বা শীতার্ত্ত হইয়া দুঃখ জানাইবার নিমিত্তে বালক রোদন করিলে মাতা তাহার রোদনের কারণ অবগত হইলে পরে অন্ন বা বস্ত্র দ্বারা তাহার সেই দুঃখ নিবারণ করেন কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে আমারদিগের দুঃখ কোন চিহ্ন দ্বারা জানাইতে হয় না; তিনি দুঃখ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দুঃখ উপস্থিত হইলে যে রূপে তাহার শান্তি হয় এমত নিয়ম আমারদিগের মনে সংস্থাপন করিয়াছেন। আমরা এক দেশ মাত্র দর্শি কোন্ বস্তু হইতে আমারদিগের মঙ্গল এবং কোন্ বস্তু দ্বারা অমঙ্গল হইবে তাহা আমরা সম্যক্ রূপে বোধ গম্য করিতে অক্ষম, ইহাতে যদি পরমেশ্বর প্রার্থনা মতে আমারদিগের কামনা পূর্ণ করিতেন তবে

আমারদিগের অসুখের আর সীমা কি থাকিত? বালক অপকার জনক আহারের নিমিত্তে রোদন করিলে মাতা কি তাহাকে সেই আহার দিয়া থাকেন? তদ্রূপ পরমেশ্বরের নিকটে সাংসারিক সুখ ভ্রমে যে কিছু প্রার্থনা করিয়া থাকি তাহা তাঁহার নিয়মের বিপরীত সুতরাং আমারদিগের অনিষ্ট জনক, তাহা কেন পরমেশ্বর পূর্ণ করিবেন? যাহা আমরা তাঁহার নিকট কখন প্রার্থনা করি নাই তাহাও যখন প্রাপ্ত হইতেছি এবং যাহা সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছি তাহাও যখন প্রাপ্ত হই না তখন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা হইতে একেবারে নিরস্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

এই বিচিত্র জগতের কারণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর আমারদিগের মনে নিরন্তর চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ এই প্রকার জ্ঞানের আবৃত্তি করা এবং সুচারু রূপে সংসার নির্ব্বাহের নিমিত্তে পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া সাবধান পূর্ব্বক তদনুযায়ি কর্ম্ম করিতে চেষ্টা করা পরমেশ্বরের মুখ্যোপাসনা হইয়াছে।

ফল কামনাতে আক্রান্ত থাকিলে মনের চাঞ্চল্য নিমিত্তে পরমেশ্বরের উপাসনা বিধি মতে হয় না। ফল কামনাতে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ যদি বিজ্ঞ থাকেন তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে তিনি তাঁহার পিতাকে কি নিমিত্তে ভক্তি করেন? ইহাতে যদি বলেন যে পিতা তাঁহার জন্ম দাতা এবং তাঁহার সুখচেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিতেছেন এনিমিত্তে তিনি কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতি করেন তবে তিনি সাধু ব্যক্তি অতএব তাঁহার প্রতি এ উপদেশ করা যায় যে পরমেশ্বর তোমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন ও তিনি তোমার পিতার পিতা হইয়াছেন ও আমরণ তোমাকে রক্ষা করিতেছেন এবংউপযুক্ত মত তোমার সুখ বিধান করিতেছেন তবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি এবং তাহার উপাসনা না কর কেন?

এই ফল কামনা যুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অত্যন্ত অধম এবং অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি পিতাকে এ নিমিত্তে ভক্তি করে যে তিনি মৃত্যু সময়ে তাহাকে তাঁহার সমুদয় ধনের অধিকারি করিবেন, এবং তাঁহার সেই ধন প্রাপ্তির প্রতি ব্যাঘাত হইবে কেবল এই ভয়ে তাঁহাকে তুচ্ছ এবং অভক্তি করিতে সে পারে না। এই রূপ মৌখিক পিতৃ ভক্তিকে যেমন কৃত্রিম ভক্তি কহা যায় তদ্রূপ যে কোন লোভি ব্যক্তি ফল কামনা বিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞাদি বা প্রতিমাদির দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করে তাহার উপাসনাকেও কৃত্রিম উপাসনা কহা যায়, কারণ পুত্র বা রাজ্য বা ইন্দ্রপদ তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। যদি অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রত্বপদ প্রাপ্তির আশা না থাকিত এবং প্রতিমাদি পূজার দ্বারা ধন পুত্র সৌভাগ্যাদি প্রাপ্তির আশ্বাস না থাকিত তবে সে ব্যক্তি অশ্বমেধ যজ্ঞ বা প্রতিমাদির অর্চ্চনা আর করিত না। ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্তির কারণ যে অশ্বমেধ যজ্ঞ তাহাকে যদি পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যায় তবে রাজ্য লাভের কারণ বিপক্ষ রাজার সহিত যুদ্ধ করাকেও পরমেশ্বরের উপাসনা কহা যাইতে পারে। পরমেশ্বরেতে যাহারদিগের প্রীতি নাই তাহারদিগকে কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিবার নিমিত্তে বেদে যজ্ঞাদি কর্ম্ম শ্রুত হইতেছে।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবংত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥
বাজসনেয় শ্রুতিঃ॥

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করত এক শত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা করিবেক। এই রূপ নরাভিমানী যে তুমি এই প্রকার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ব্যতিরেকে আর অন্য কোন প্রকার নাই যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।

বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া যিনি আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে মনকে অভিনিবেশ করত নির্ম্মল আনন্দের অনুভব করেন তিনিই ব্রহ্মের যথার্থ উপাসক হয়েন। বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বা তাহার নাম শ্রবণ হইলেই যাহার মনে আনন্দের উদয় হয় তিনি যে প্রকার যথার্থ বন্ধু সেই রূপ পরমেশ্বর প্রতিপাদ্য বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার জ্ঞানালোচনাতে যাঁহার আনন্দ হয় সেই ব্যক্তিই পরমে

শ্বরের যথার্থ উপাসক। বন্ধুতা দ্বারা পরস্পর উপকার উদ্দেশ্য না হইলেও যে পরস্পর বন্ধুর উপকার সহজে হয় তাহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় সাংসারিক সুখ উদ্দেশ্য না হইলেও সহজেই সে সুখের উপস্থিতি হয়।

[মনের সুখের নিমিত্তেই যদি সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয় তবে যে পরমেশ্বরের উপাসনা নিষ্প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না কারণ পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক আপনার মনকে আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মেতে সমাধান করিয়া যে প্রকার অখণ্ড আনন্দের অনুভব করেন তাহা তিনিও বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারেন না, অন্য দ্বারা কি প্রকারে তাহা অনুভূত বা ব্যক্ত হইবে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥
কঠশ্রুতিঃ॥]

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না॥

যাঁহারা এই আনন্দ স্বরূপকে চিন্তনের দ্বারা আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ইতর সুখের নিমিত্তে আর ব্যস্ত হয়েন না; যিনি সূর্য্য কিরণ দ্বারা সমুদায় বস্তুকে স্পষ্ট রূপে দর্শন করিতেছেন তিনি আর প্রদীপের আলোককে প্রার্থনা করেন না।]

সত্যেতে যাঁহার প্রীতি আছে সুতরাং সর্ব্বদা যিনি সত্যের অনুসন্ধান সর্ব্বতোভাবে করেন তাঁহার প্রতি সত্য প্রসন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করেন তখন সেই সাধক কৃতার্থ হয়েন এবং বারম্বার সেই সত্যের আলোচনার দ্বারা যখন তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হয় তখন তিনি সম্পূর্ণ আনন্দের উপভোগ করেন। [যেমন কোন ক্ষুধাতুর বানপ্রস্থ অনেক পর্য্যটনে কোন ফল পূর্ণ বৃক্ষকে দেখিয়া আনন্দিত হয়েন তদ্রূপ সংসারানলে দীপ্ত শিরা কোন পুরুষ বহু অনুসন্ধানে যখন সত্য স্বরূপ অমৃতকে লাভ করেন তখন তাহার সে আনন্দের পরিসীমা কে করিতে পারে!

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং
গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান
কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ।

যে ব্যক্তি হৃদয়াকাশস্থিত বিশুদ্ধ মনে সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানেন তিনি সেই জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনাকে উপভোগ করেন।

যে ব্রহ্মোপাসক আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতে মনকে সমাধান করিয়া আনন্দের অনুভব করিয়াছেন তিনি জানেন যে পরমেশ্বরের কিঞ্চিৎ মাত্র নিয়মোল্লঙ্ঘন করিলে এবং ইন্দ্রিয় গণকে যথা উপযুক্ত মত নিয়োগ করিতে না পারিলে সমাধি কালে ব্রহ্মেতে চিত্তের অভিনিবেশ করিতে পারা যায় না সুতরাং ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি হয় না। যেমন জলের চাঞ্চল্য হইলে তাহাতে আপনার রূপ দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ মনের চাঞ্চল্য হইলে তাহাতে পরব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। অতএব যাঁহারা পরব্রহ্মের অন্বেষণ করেন তাঁহারা স্বভাবতঃ সর্ব্বদা পাপ কর্ম্ম হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন ইহাতে ব্রহ্মোপাসক দ্বারা সাংসারিক কর্ম্ম নিয়ম পূর্ব্বক যে রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এমত অন্য কোন উপাসক দ্বারা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের নিয়মকে আলোচনা করিয়া তদনুযায়ি কর্ম্ম করা যেমন পরব্রহ্মের উপাসকদিগের উপাসনা হইয়াছে এমত অন্য কোন উপাসকের উপাসনা নহে।

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃপারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমংপদং॥
কঠশ্রুতিঃ॥

যে পুরুষের বুদ্ধি রূপ সারথি প্রবীণ হয় আর মনো রূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।]

পরমেশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ দ্বারা সংসারে দুঃখের বাহুল্য হইতেছে যদি পরমেশ্বরের নিয়ম মত সংসার নির্ব্বাহ সকলে করিত তবে এই পৃথিবী স্বর্গ তুল্য হইত। পুরুষ যদি পরস্ত্রী গমন না করে এবং স্ত্রী যদি পতিব্রতা সতী হয় পিতা যদি তাঁহার সকল পুত্রকে সমান স্নেহ করেন এবং পুত্রেরা যদি

পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করে এবং কেহ যদি মিত্রদ্রোহী মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন বিশ্বাস ঘাতক চতুর শঠ ও পরদ্বেষী না হয় অথচ তদ্বিপরীত গুণ বিশিষ্ট মিত্রেষ্টকারী সত্যবাদী কৃতজ্ঞ বিশ্বাসী সরল ও শান্ত পরোপকারী হয় তবে এ পৃথিবীতে আর সুখের অভাব কি থাকে? এই রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা হয় সুতরাং যদি সকলে ব্রহ্মোপাসক হয়েন তবে এই পৃথিবী সাংসারিক সমূহ সুখের স্থান হয়!

[ব্রহ্মজ্ঞানী সমাধিকালে পূর্ণানন্দকে উপভোগ করিয়া এবং ব্যবহার কালে সাংসারিক সমূহ সুখে সুখী হইয়া অন্তকালে পর ব্রহ্মের সহিত লীন হয়েন।

যথা নদ্যঃস্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং ॥

যেমন নদী সকল সমুদ্রে গমন করিয়া আপন আপন নাম রূপের পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রের সহিত ঐক্য ভাব প্রাপ্ত হয় তাহার ন্যায় জ্ঞানি ব্যক্তি নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর। প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন।]

সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া অনর্থ মূলক কাল্পনিক উপাসনাতে রত থাকিলে এসংসার যে প্রকার দুঃখে পরিপূর্ণ হয় তাহা এক্ষণে এই বঙ্গদেশ নিরীক্ষণ করিলে বিলক্ষণ বিদিত হইবেক। এই কাল্পনিক উপাসনা হইতে এই দেশকে মুক্ত করিবার নিমিত্তে এবং সর্ব্বশাস্ত্রোৎকৃষ্ট বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের প্রচার করিতে প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহাতে তিনি কি কি ক্লেশ সহ্য না করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে বিপক্ষ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও নদীর প্রতিস্রোতে গমনের ন্যায় ঐ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মহাত্মা কতিপয় বন্ধুর সাহায্য দ্বারা ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে এই ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত করেন। তদবধি এপর্য্যন্ত ব্রহ্ম জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা ক্রমে উন্নতিজন্য অদ্য যে এই ব্রাহ্মসমাজের শোভা হইয়াছে ইহা যদি ঐ মহাত্মা এপর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া সন্দর্শন করিতেন তবে পূর্ব্বের সমূহ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তিনি আনন্দনীরে মগ্ন হইতেন এবং আমারদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। যদি এসময়ে তিনি অবর্ত্তমান জন্য আমারদিগের ক্ষোভ জন্মিতেছে তথাপি তাঁহার প্রধান সহযোগী পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যিনি আমার সম্মুখে আচার্য্যাসনে উপবিষ্ট আছেন তিনি এপর্য্যন্ত আমারদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ থাকাতে পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ করিতেছি। হে আচার্য্য পূজ্যপাদ আপনি যখন ইহার পূর্ব্বকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া অদ্যকার এই সমাজের সমারোহ এবং এই সমাজস্থ তাবৎকে ব্রহ্মোপাসনার প্রতি আগ্রহ দেখিতেছেন তখন আপনার মনে যে কি আনন্দের অনুভব হইতেছে তাহা আপনি ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যক্তি অনুভূত করিতে সমর্থ হয়। হে সমাজস্থ মহাশয়েরা এইক্ষণে আপনারা যদি উৎসাহ যুক্ত এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই মহাত্মা ব্যক্তিদিগের পরিশ্রমের সহস্রাংশের একাংশ মাত্র পরিশ্রম করেন তবে এই দেশে সম্যক্ রূপে এই ধর্ম্ম প্রচারের বিস্তর কাল বিলম্ব হইবেক না।

ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং
সহ্যেকএবপরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাস্স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানাঃ
নৈবাপ্তভাবমুপয়ান্তি ন চ স্থিরত্বং॥

উপাচার্য্য
শ্রীযুক্ত শ্রীধর ন্যায়রত্ন মহাত্মা কর্ত্তৃক বর্ত্তমান শকের গত ১০ফাল্গুনে ব্রাহ্ম সমাজে ব্যাখ্যাত হয়।

ত্বমেকোহ্যস্য সর্ব্বস্য বিধানস্য স্বয়ম্ভুবঃ।
অচিন্ত্যস্যাপ্রমেয়স্য কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ প্রভো॥
মনুঃ॥

হে প্রভো যেহেতু বহু শাখা বিশিষ্ট প্রযুক্ত যাহার সীমা হয় না এবং ব্যাকরণ মীমাংসাদি ন্যায় ব্যতিরেকে যাহার অর্থজ্ঞেয় হয় না, পুরুষের অকৃত যে এপ্রকার বেদ তাহার প্রতিপাদ্য যে কর্ম্মরূপ এবং ব্রহ্মরূপঅর্থ তাহা কেবল আপনিই জানেন।

উক্ত শ্লোকে কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল।

আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃসাধারণোনৃপ ।
মহাভারতং ॥
আত্ম জ্ঞান ও সহিষ্ণুতা সাধারণ ধর্ম্ম হয় ॥

অতএব বেদ প্রাধান্য রূপে কর্ম্ম কাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ড এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছেন এবং জৈমিনি আচার্য্য কর্ম্মকাণ্ড বেদের মীমাংসা করেন আর বাদরায়ণি আচার্য্য জ্ঞান কাণ্ড বেদের মীমাংসা করেন। অতএব কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম এ উভয়ই বেদ প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম পদ বাচ্য হইলেন কিন্তু তাহার মধ্যে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তত্ত্বজ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম রূপে কহিয়াছেন।

ইজ্যাচারদমাহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ ।
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মোযদ্যোগেনাত্মদর্শনং ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

যজ্ঞ, আচার, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা, দান, বেদাধ্যয়ন এই সকল ধর্ম্ম বটেন কিন্তু যোগ দ্বারা যে আত্ম তত্ত্ব জ্ঞান ইহা পরম ধর্ম্ম হয়।

এইক্ষণে বিবেচনীয় এই যে যজ্ঞাদিরূপ বেদোক্ত ধর্ম্মে এবং তৎ প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান রূপ পরম ধর্ম্মে অধিকারী কি প্রকারে হয়, তাহাতে যজ্ঞাদি ধর্ম্মে তাঁহারদিগের অধিকার হয় যাঁহারা বর্ণাশ্রম কর্ম্ম এবং স্নানাচমনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন যেহেতু শ্রুতি স্মৃতিতে তাহাই দৃষ্ট হইতেছে।

ব্রাহ্মণোযজেত ।
শ্রুতিঃ।
ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন।

রাজা সার্ব্বভৌমোঽশ্বমেধেন যজেত।
শ্রুতিঃ ।
সর্ব্ব ভূমির অধিপতি রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন।

যজ্ঞোপবীতিনা চান্তোদকেন কৃত্যমিতি ।
গোভিলোক্তং ।
যজ্ঞোপবীত বিশিষ্ট হইয়া জল দ্বারা আচমন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিবেক ইত্যাদি ভূরি বিধিআছে।

স্নাতোঽধিকারী ভবতি দৈবে পিত্র্যে চকর্ম্মণি।
স্মৃতিঃ।
স্নান করিলে দৈব পিত্র্য কর্ম্মে অধিকারী হয়।

কিন্তু বেদ প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান রূপ পরম ধর্ম্মে কি বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট পুরুষ কি তদ্বিহীন ব্যক্তি উভয়ই অধিকারি হয়েন তাহা শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে তন্মধ্যে বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট পুরুষের যে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে তাহার প্রমাণ যথা

তমেতংবেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি
যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন।
শ্রুতিঃ।

লোক বেদ প্রসিদ্ধ পরমাত্মাকে ব্রাহ্মণেরা বেদ বাক্য ও বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারা এবং যজ্ঞ দান তপস্যা অনশন ব্রত ইত্যাদি কর্ম্মের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন ।

বর্ণাশ্রমাচার রহিত ব্যক্তিদিগের তত্ত্ব জ্ঞানরূপ পরম ধর্ম্মে যে অধিকার আছে তাহার প্রমাণও দেওয়া যাইতেছে।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

বর্ণাশ্রমাচার বিহীন ব্যক্তিদিগের ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার হয় যেহেতু রৈক্য বাচক্নবী প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচার রহিত ব্যক্তিরা ব্রহ্ম জ্ঞানি ছিলেন ইহা বেদে দৃষ্ট হইতেছে ॥

অপি চ স্মর্য্যতে॥
বেদান্তসূত্রং ॥

সম্বর্ত্ত প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বর্ণাশ্রম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়াও ব্রহ্ম জ্ঞানি ছিলেন ইহা ইতিহাসে দৃষ্ট হইতেছে ॥

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

আশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব না হইলেও পুরুষ মাত্রের অনুষ্ঠেয় যে জপাদি ধর্ম্ম বিশেষ তদ্দ্বারা ব্রহ্ম বিদ্যাতে অধিকার হয়॥

জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ব্রাহ্মণোনাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রোব্রাহ্মণউচ্যতে ॥
মনুঃ ॥

প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী জপের দ্বারা ব্রাহ্মণ সংসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওনের যোগ্য হয়েন অন্য বৈদিক কর্ম্ম করুন বা না করুন যেহেতু তিনি সর্ব্ব প্রাণির মিত্র হইয়া পর ব্রহ্মে লীন হয়েন ॥

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥
মনুঃ ॥

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে ও ইন্দ্রিয় সংযমে প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন ॥

অতএব বেদ বেদান্ত মনু যাজ্ঞবল্ক্য মহাভারতাদি শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রমাচার রহিত ব্যক্তিদিগের তত্ত্ব জ্ঞান রূপ পরম ধর্ম্মে অধিকার হয় ইহা সিদ্ধ হইল ।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক ।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে কোন বস্তুর উপাসনা ঈশ্বরোদ্দেশে

করা যায় তাহাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়, আর রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্য প্রভৃতিকে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং মৃৎ স্বর্ণাদি নির্ম্মিত প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এমত যে কহে সে প্রলাপ ভাষণ করে। ইহার উত্তর। আমরা বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছি যে ঈশ্বরের উদ্দেশে যে সাকার উপাসনা সে ঈশ্বরের গৌণ উপাসনা হয় ইহা দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য প্রলাপের কথা কহেন আমারদিগের ইহাতে সাধ্য কি ? কিন্তু এ স্থলে জানা কর্ত্তব্য যে আত্মার শ্রবণ মননাদি বিনা কোন এক অবয়বিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করাতে কদাপি মুক্তিভাগী হয় না, সকল শ্রুতি এক বাক্যতায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

শ্রুতিঃ ॥

সেই আত্মাকেই জানিলে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য পথ নাই।

নান্যঃপন্থা বিমুক্তয়ে ॥

শ্রুতিঃ

তত্ত্ব জ্ঞান বিনা মুক্তির অন্য উপায় নাই ॥

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্ ।
তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥

কঠশ্রুতিঃ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চৈতন্য বিশিষ্টের যিনি চেতন হয়েন, একাকী অথচ যিনি সকল প্রাণির কামনাকে দেন, তাঁহাকে যে ধীর সকল স্বীয় শরীরের হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, কেবল তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, ইতরদিগের সে সুখ হয় না॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে " উপাসনা পরম্পরা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হয় না নিরাকার পরমেশ্বরের কথা থাকুক সামান্য যে লৌকিক রাজাদির উপাসনা বিবেচনা করিয়া বুঝ। " ইহার উত্তর। বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই.পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাস বশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্ম সত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্ম সাক্ষাৎকার কহি কিন্তু ভট্টাচার্য্য অনীশ্বরকে ঈশ্বর এবং নশ্বরকে নিত্য আর অপরিমিত পরমাত্মাকে পরিমিত অঙ্গীকার করাকে পরম্পরা উপাসনা কহেন বস্তুতঃ সে উপাসনাই হয় না কেবল কল্পনা মাত্র। রাজাদিগের সেবা তাঁহারদিগের শরীর দ্বারা ব্যতিরেকে হয় না ইহা যথার্থ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন যেহেতু তাঁহারা শরীরি সুতরাং তাঁহারদিগের উপাসনা শরীর দ্বারা কর্ত্তব্য কিন্তু অশরীরী আকাশের ন্যায় ব্যাপক সদ্রূপ পরমেশ্বরের উপমা শরীরির সহিত দেওয়া শাস্ত্র এবং যুক্তির সর্ব্বথা বিরোধ হয়। তবে এ উপমা দেওয়াতে ভট্টাচার্য্যের ঐহিক লাভ আছে অতএব দিতে পারেন যেহেতু পরমেশ্বরের উপাসনা আর রাজারদিগের উপাসনা এই দুইকে তুল্য করিয়া জানিলে লোকে রাজারদিগের উপাসনায় যেমন উৎকোচ দিয়া থাকে সেই রূপ ঈশ্বরকেও বাঞ্ছা সিদ্ধির নিমিত্ত পূজাদি দিবেক, বিশেষ এই মাত্র রাজারদিগের নিমিত্ত যে উৎকোচ দেওয়া যায় তাহা রাজাতে পর্য্যাপ্ত হয় ঈশ্বরের নিমিত্ত যে উৎকোচ তাহা ভট্টাচার্য্যের উপকারে আইসে।

আর লেখেন যে " ঐ এক উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম এই জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় করিতেছেন ইহাতে তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু কি আছে যে তাহার উপাসনা করাতে তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইবেক না।" উত্তর। জগতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই অতএব যে কোন বস্তুর উপাসনা ব্রহ্মোদ্দেশে করিলে যদি ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে তবে এ যুক্তি ক্রমে কি দেবতা কি মনুষ্য কি পশু কি পক্ষি সকলেরি উপাসনার তুল্য রূপে বিধি পাওয়া গেল তবে নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গম ত্যাগ করিয়া দূরস্থ দেবতা বিগ্রহের উপাসনা কষ্ট সাধ্য এবং বিশেষ প্রয়োজনাভাব অতএব তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তি সিদ্ধ নহে। যদি বল দূরস্থ দেবতা বিগ্রহ এবং নিকটস্থ স্থাবর জঙ্গমের উপাসনা করিলে তুল্য রূপেই যদ্যপি ঐ সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের আরাধনা সিদ্ধ হয় ত-

থাপি শাস্ত্রে ঐ সকল দেব বিগ্রহের পূজা করিবার অনুমতির আধিক্য আছে অতএব শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। তাহার উত্তর। যদি শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের উপসনা কর্ত্তব্য হয় তবে ঐ শাস্ত্রানুসারেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পরমাত্মার উপাসনা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার এবং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা নাই সেই ব্যক্তিই কেবল চিত্ত স্থিরের জন্য কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিবেক আর যিনি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তিনি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন, শাস্ত্র মানিলে সর্ব্বত্র মানিতে হয়।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

এই রূপ গুণের অনুসারে নানা প্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্ত দিগের হিতের নিমিত্তে কল্পনা করা গিয়াছে।

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা জীবাত্মা রূপ শরকে তীক্ষ্ণ করিয়া প্রণব রূপ মহাস্ত্র ধনুকেতে তাহা সন্ধান করিবেক পশ্চাৎ ব্রহ্ম চিন্তন যুক্ত চিত্ত দ্বারা মনকে আকর্ষণ করিয়া অক্ষর স্বরূপ ব্রহ্মেতে হে সৌম্য সেই জীবাত্মা রূপ শরকে বিদ্ধ কর।

তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং॥
তলবকারোপনিষৎ॥

সর্ব ভজনীয় করিয়া তিনি বিখ্যাত হয়েন এই প্রকারে ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ চিন্তা কর্ত্তব্য হয়।

ভট্টাচার্য্য লেখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে "যদি সর্ব্বত্র ব্রহ্ম ময় স্ফূর্ত্তি না হয় তবে ঈশ্বরের সৃষ্ট এক এক পদার্থকে ঈশ্বর বোধ করিয়া উপাসনা করিলেও ফল সিদ্ধি অবশ্য হয় আপনার বুদ্ধি দোষে বস্তুকে যথার্থরূপে না জানিলে ফল সিদ্ধির হানি হইতে পারে না যেমন স্বপ্নেতে মিথ্যা ব্যাঘ্রাদি দর্শনে বাস্তব ফল প্রত্যক্ষ কি না হয়?" ইহার উত্তর। ভট্টাচার্য্য আপন অনুগতদিগকে উত্তমজ্ঞান দিতেছেন যে ঈশ্বরের সৃষ্টকে আপন বুদ্ধি দোষে ঈশ্বর জ্ঞান করিলেও স্বপ্নের ব্যাঘ্রাদি দর্শনের ফলের ন্যায় ফল সিদ্ধি হয় কিন্তু ভট্টাচার্য্যের অনুগতদিগের মধ্যে যদি কেহ স্ববোধ থাকেন তিনি অবশ্য এই উদাহরণের দ্বারা বুঝিবেন যে স্বপ্নেতে ভ্রমাত্মক ব্যাঘ্রাদি দর্শনেতে যেমন ফল সিদ্ধি হয় সেইরূপ ফল সিদ্ধি এই সকল কাল্পনিক উপাসনার দ্বারা হইবেক। স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমন সেই স্বপ্নের সিদ্ধ ফল নষ্ট হয় সেই রূপ ভ্রম নাশ হইলেই ভ্রম জন্য উপাসনার ফলও নাশকে পায়, যখন ভট্টাচার্য্যের উপদেশ দ্বারা তাঁহার কোন স্ববোধ শিষ্য ইহা জানিবেন তখন যথার্থ জ্ঞানাধীন যে ফল সিদ্ধ হয় আর যে ফলের কদাপি নাশ নাই তাহার উপার্জ্জনে অবশ্য সেই ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

আর লেখেন "যেমন কোন মহারাজ আচ্ছন্নরূপে স্বপ্রজাবর্গের রক্ষণানুরোধে সামান্য লোকের ন্যায় স্বরাজ্যে ভ্রমণ করেন সেই রূপ ঈশ্বর রাম কৃষ্ণাদি মনুষ্য রূপে আচ্ছন্ন স্বরূপ হইয়া স্বসৃষ্টি জগতের রক্ষা করেন"। উত্তর। কি রাম কৃষ্ণ বিগ্রহে কি আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত শরীরে পরমেশ্বর স্বকীয় মায়ার দ্বারা সর্ব্বত্রপ্রকাশ পাইতেছেন। অস্মদাদির শরীরে এবং রাম কৃষ্ণ শরীরে ব্রহ্ম স্বরূপের ন্যূনাধিক্য নাই কেবল উপাধি ভেদ মাত্র। যেমন এক প্রদীপ সূক্ষ্ম আবরণ কাচাদি পাত্রে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় সেই রূপ রামকৃষ্ণাদি শরীরে ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন আর সেই দীপ যেমন স্থূল আবরণ ঘটাদি মধ্যে থাকিলে তাহার জ্যোতিঃ বাহ্যে প্রকাশ পায় না সেই রূপ ব্রহ্মস্থাবরাদি শরীরে প্রকাশ পায়েন না অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্রহ্ম সত্তার তারতম্য নাই।

অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ স চরাচরঃ॥
ভাগবতং॥

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ আমি ও তোমরা ও এই বলদেব আর দ্বারকা বাসি যাবৎ লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম জানিবে এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জান॥

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি নত্বং বেত্থ পরন্তপ॥
গীতা॥

হে অর্জ্জুন হে শত্রু তাপজনক আমার অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে এবং তোমারও অনেক জন্ম অতীত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যা মায়ার দ্বারা আমার চৈতন্য আবৃত নহে এপ্রযুক্ত আমি তাহা সকল জানিতেছি আর তোমার চৈতন্য অবিদ্যা মায়াতে আবৃত আছে এই হেতু তুমি তাহা জানিতেছ না॥

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্মদক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥
মুণ্ডকং ॥

সম্মুখে ও পশ্চাৎ এবং দক্ষিণে ও বামে অধো ঊর্দ্ধে তোমার অবিদ্যা দোষের দ্বারা যাহা যাহা নাম রূপে প্রকাশমান দেখিতেছ সে সকল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং নিত্য ব্রহ্ম মাত্র হয়েন অর্থাৎ নাম রূপ সকল মায়া কার্য্য ব্রহ্মই কেবল সত্য সর্ব্ব ব্যাপক হয়েন।

ভট্টাচার্য্য ব্যঙ্গ পূর্ব্বক যাহা লিখেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে কেমন অদ্বৈতবাদী যে কহে যে রূপ গুণ বিশিষ্ট দেব মনুষ্যাদি ও আকাশ মনঃ অন্নাদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় এবং তাহারা ব্রহ্মোদ্দেশে উপাস্য হয়না। ইহার উত্তর। আমরা যে সকল গ্রন্থ এপর্য্যন্ত বিবরণ করিয়াছি তাহাতে ইহাই পরিপূর্ণ আছে যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, কোন বস্তু পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্থিতি করে না, ব্রহ্মের উদ্দেশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষিরও উপাসনা করিলে ব্রহ্মের গৌণ উপাসনা হয় এবং ঐ সকল গৌণ উপাসনার অধিকারী কোন্ কোন্ ব্যক্তি ইহাও লিখিয়াছি। এসকল দেখিয়াও ভট্টাচার্য্য এরূপ লেখেন ইহা জ্ঞানবান্ লোকের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তবে যে আমরা কি দেবতার কি মনুষ্যের কি অন্নের কি মনের স্বতন্ত্র ব্রহ্মত্ব সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছি সে কেবল বেদান্ত মতানুসারে এবং বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারা, যেহেতু ব্রহ্মের আরোপে যাবৎ মায়া কার্য্য নামরূপের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করা যায় মায়িক নাম রূপাদি স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কদাপি নহে।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ কারণ হয়েন না যেহেতু জগতের সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই।

ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে ভিন্ন হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তির ভেদ কথন বেদে আছে॥

বেদে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে প্রথমতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিদর্শন দ্বারা ব্রহ্ম সত্তাকে প্রমাণ করেন। তদনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সত্তা মাত্র চিন্মাত্র ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা কহিয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম স্বরূপকে নির্দ্দেশ করিতে বাক্য ময় বেদ অসমর্থ হইয়া ইহা স্বীকার করেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ যথার্থতঃ অনির্ব্বচনীয় হয় তিনি কোন বিশেষণ দ্বারা নির্ধারিত রূপে কথন যোগ্য হয়েন না।

অথাত আদেশোনেতিনেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণাবৈসত্যং তেষামেষ সত্যং ॥
বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

নানা প্রকার সগুণ নির্গুণ স্বরূপে ব্রহ্মের বর্ণনের পরে দেখিলেন যে বাক্যের দ্বারা বেদে ব্রহ্মকে কহিতে পারেন না যেহেতু নামের দ্বারা কিম্বা রূপের দ্বারা অথবা কর্ম্মের দ্বারা অথবা জাতির দ্বারা অথবা অন্য কোন গুণের দ্বারা বস্তুকে বাক্য কহেন কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মেতে ইহার কিছুই নাই অতএব ইহা নহেন ইহা নহেন এই রূপে বেদে তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করেন। কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার প্রত্যক্ষ হয় কিম্বা মনের দ্বারা যাহার অনুভব হয় সে ব্রহ্ম নহে তবে বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম বিজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম আত্মাব্রহ্ম ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা যে বেদে ব্রহ্মের কথন আছে সে উপদেশ মাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মকে কহিতে লাগিলে এই পর্য্যন্ত কহা যায়। অতএব ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্মঃ প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদসঃ॥
তলবকারোপনিষৎ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ আমার জ্ঞাত নহে এরূপ নিশ্চয় যে ব্রহ্ম জ্ঞানির হয় তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন আর আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি এরূপ নিশ্চয় যে ব্যক্তির হয় সে ব্রহ্মকে জানে না।

ইহার শেষ ভাগ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক॥

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

দ্বিতীয় ভাগ
৯ সংখ্যা
১ বৈশাখ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অদ্য নূতন বৎসরে সংপ্রবেশ করিলেন। এই পত্রিকার জন্মদিবসাবধি দিন দিন এই সভার উন্নতি বোধ হইতেছে, প্রতি মাসে ইহার প্রকাশের পরে সভ্য শ্রেণীর সঙ্খ্যা অধিক হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বে এ সভার সভ্যগণের যে সঙ্খ্যা ছিল, এই অষ্ট মাস মধ্যে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা পরমেশ্বরের উপাসনার নাম শ্রবণে বিরক্ত হইতেন এইক্ষণে তাঁহারা এই পত্রিকা পাঠ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহার প্রচার বিষয়ে সাহায্য প্রদানে আগ্রহ্য হইতেছেন, এবং অনেক ব্যক্তি প্রতিমার আরাধনাদি কাল্পনিক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

এদেশে কোন বিষয়, যাহা সাধারণ সাহায্যের প্রতি নির্ভর করে তাহা সম্পন্ন হওয়া যে কিরূপ দুষ্কর তাহা সকলেরই বিদিত আছে। এই হেতু এ পত্রিকা প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে কৃতকার্য্য না হইবার প্রতি অত্যন্ত আশঙ্কা হইয়াছিল, এবং কেবল তজ্জন্য ইহার পরমায়ু এক বৎসর নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা জ্ঞান হইতেছে যে সে আশঙ্কার সময় অস্ত হইতেছে, এবং বিদ্যালোচনার বাহুল্য দ্বারা লোকের অন্তঃকরণে প্রচুররূপে জ্ঞানের উদ্রেক হইতেছে। অতএব ভরসা হয় যে স্বদেশীয়লোকের সাহায্য দ্বারা ইহার জীবনের পূর্ব্ব সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক দীর্ঘায়ু প্রদানে শক্য হইব।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ।

—

তদনন্তর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বক্তৃতা করিলেন যে যখন একাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের মধ্যে সেই শাস্ত্র অতি শ্রেষ্ঠ রূপে গ্রাহ্য হইতেছে যে শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে, যথা সমুদয় বেদের মধ্যে উপনিষৎ, মহাভারতের মধ্যে ভগবদ্গীতা, ও তন্ত্রের মধ্যে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র; এবং যখন পূর্ব্বকালের মহানুভব ব্যক্তিদিগের মধ্যে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং মান্যরূপে গণ্য হইয়া বিখ্যাত আছেন যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানি ছিলেন, যথা মনু, ব্যাস, পরাশর, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, রামচন্দ্র ইত্যাদি; তখন এই অজ্ঞান তিমির আচ্ছন্নকালের পূর্ব্বে যে এক অদ্বিতীয় নিত্য পরমেশ্বরের উপাসনা এদেশে বিস্তীর্ণ ছিল, এবং অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাহা গৃহীত হইত তাহার প্রতি কোন সংশয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মজ্ঞানী যে সকল হইতে শ্রেষ্ঠ তাহা মানবীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইতেছে, যথা

ভূতানাং প্রাণিনঃশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাংবুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃস্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

মনুঃ॥

স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে কীটাদি প্রাণি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বুদ্ধিজীবি পশু সকল শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কর্ত্তব্যতা বুদ্ধিবিশিষ্ট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা যাঁহারা ঐ কর্ত্তব্যতা জ্ঞান পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানি ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হয়েন।

প্রতিমা পূজাদি কাল্পনিক ধর্ম্ম সকল, যাহা এইক্ষণে এ দেশময় ব্যাপ্ত দেখিতেছি তাহা প্রথমে কেবল অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের মনঃস্থিরের জন্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যে সূত্রে এদেশ হইতে এক ব্রহ্মের উপাসনা প্রায় লুপ্ত হইয়া কাল্পনিক ধর্ম্মই লোকের সাধারণ ধর্ম্ম রূপে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল তাহা স্মরণ করিতে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। যবন রূপ দুর্দান্ত দানবেরা ভারতবর্ষকে অধিকার করাতে হিন্দু ধর্ম্মের চিহ্নপর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার আর বিলম্ব ছিলনা। তাহারদিগের কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল যে যে উপায় দ্বারা হউক এদেশীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবে। মামুদ শাহ প্রভৃতি যবন দৈত্যের দৌরাত্ম্য ভাবনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তাহারদিগের অত্যাচারে জ্ঞানের আলোচনা খর্ব্ব হইল, জ্ঞানের হ্রাসতা প্রযুক্ত বেদের অর্থ অনবগম্য হইল, এবং ধর্ম্ম পথে নানা প্রকার প্রবঞ্চনার প্রবলতা জন্য এদেশবাসি মনুষ্য সকল ভণ্ড ধর্ম্ম জালে বদ্ধ হইল। বিদ্যার যে সকল প্রাচীন বীজ ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং এদেশে জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর হইল, ইহাতে ভারতবর্ষে সত্য ধর্ম্মের পথ প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইল। এবম্প্রকার সময়ে ঈশ্বর প্রসাদে এদেশ ইংলণ্ডীয় সুপণ্ডিত ন্যায়বান্ মনুষ্যদিগের অধিকৃত হওয়াতে অন্য দিক্ অর্থাৎ ইউরোপ হইতে বিদ্যারস্রোত প্রবাহিত হইয়া এদেশস্থ লোকের অন্তঃকরণকে অজ্ঞান রূপ মলিনতা হইতে পরিষ্কার করিতেছে। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের প্রসন্নতা বশতঃ তাঁহার যথার্থ উপাসক, ভারতবর্ষের পরমহিতৈষী, স্বদেশোজ্জ্বলকারী, আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান্, এক অসাধারণ মনুষ্য বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার এক সর্ব্ব শক্তিমান্ আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার করিলেন — এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়। তিনি স্বয়ং একাকী তর্কের দ্বারা সকলকে নিরস্ত করিয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে এক অপ্রত্যক্ষ পরব্রহ্মের আরাধনাই যথার্থ ধর্ম্ম, এবং কেবল ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, এবং তাহার আলোচনা জন্য ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এতৎ ব্রাহ্ম সমাজ এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সমাজ যদিও অতি দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন তথাপি ইনি যে ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হইতেছেন তাহার সংশয় নাই। ইহার স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সময়ের সহিত এ সময়ের তুলনা করিলে এইক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের বাহুল্য প্রমাণ হইবে। তাঁহার প্রথমকালে কণ্টকিবনের মধ্যে এক চম্পকবৃক্ষের ন্যায় তিনি এদেশস্থ অজ্ঞানিদিগের মধ্যে এক মাত্র জ্ঞানী দীপ্তবান্ ছিলেন। তিনি শারীরিক আয়াস, মানসিক পরিশ্রম, দেশ পর্য্যটন, অর্থের ব্যয়, মানের ত্রুটি, পরিবারের যন্ত্রণা ইত্যাদি নানা ক্লেশ সহ্য করিয়াও ঈশ্বর জ্ঞান প্রচারে কালক্ষেপণ করিয়াছিলেন; তথাপি প্রায় সমুদয় স্বদেশস্থ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি শত্রুভাব ব্যতীত এক দিনের নিমিত্তে মিত্র ভাবে কটাক্ষপাত করে নাই। কিন্তু এসময়ে তিনি অসত্ত্বেও কত ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছায় তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া ব্রহ্ম জ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে ব্যগ্র হইয়াছেন, তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হইয়া নানা উপায় দ্বারা এই ধর্ম্মের বিস্তার করিতেছেন, যে সভা হইতে বংশবাটীতে এক পাঠশালা সংস্থাপন হওয়াতে বালক পর্য্যন্তও ঈশ্বরের উপাসনা শিক্ষা করিতেছে, এক যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা প্রযুক্ত অনেকবিধ জ্ঞান জনক গ্রন্থ মুদ্রিত হওয়াতে তদ্দর্শনে আবাল বৃদ্ধ সকলের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় শ্রদ্ধা জন্মি-

তেছে। আহা এই কাল যদি মহাত্মা রামমোহন রায়ের বর্ত্তমান কাল হইত তবে এ সমুদয় ঘটনা কি তাঁহার প্রতি সামান্য আহ্লাদের কারণ হইত? বিশেষতঃ অদ্যকার এই আনন্দ পূর্ণ সমাজে আমারদিগের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক এই ব্রহ্মোপাসক মহোদয় মণ্ডলীকে দর্শন করিলে তাঁহার অন্তঃকরণে কি সামান্য আহ্লাদের সঞ্চার হইত?

যে বঙ্গদেশে কোন সভার জীবন সম্বৎসর হওয়া দুষ্কর, এবং যেখানে বিজাতীয় ধর্ম্ম মহা পরাক্রম দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিতেছে, সেখানে যে এই সমাজ পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ইহা নিতান্ত কেবল এই ধর্ম্মের সত্যতার ফল। কিন্তু হে সভাস্থ ব্রহ্মজ্ঞানোৎসাহি মহোদয় গণ! এ সমাজ কিঞ্চিৎ বলবান্ হইয়াছে, এইক্ষণে যেন আর যত্নের আলস্য হয় না। বিবেচনা করিলে অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন আবশ্যক। যে রূপ কোন বৃক্ষের বীজরোপণের কাল অপেক্ষা উন্নতির কালে অধিক শত্রু বৃদ্ধি হয়; কীট সকল তাহার মূলচ্ছেদন করে, পশুগণ তাহার শাখা পল্লবাদি ভক্ষণ করে, এবং চৌরেরা তাহার ফল পুষ্প অপহরণ করিতে চেষ্টিত হয়, তদ্রূপ এসমাজের বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত তাহার বিপক্ষদলেরও অধিক শত্রুতা বৃদ্ধি হইতেছে, এবং যে পরিমাণে ইহার উন্নতি হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহারদিগেরও দ্বেষের আধিক্য হইতেছে। অতএব যে রূপ বৃদ্ধিকালে সেই বৃক্ষকে কীট চৌরাদি হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক, তদ্রূপ এক্ষণে এই সমাজকে শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অধিক যত্ন আবশ্যক হইয়াছে। সাহসকে আশ্রয় কর, উৎসাহকে প্রজ্বলিত কর, এবং সমাজের কর্ম্ম সাধন জন্য ব্যগ্র হও। আমারদিগের কার্য্য অতি মহৎ, আশা অতি দীর্ঘ, ফল অতি আশ্চর্য্য, তৎপরিমাণে আমারদিগের পরিশ্রমও অতি বৃহৎ হইবে। অসাধারণ কার্য্য কি অসাধারণ ক্লেশ বিনা সিদ্ধ হয়? এবং ঐহিক সাধনা বিনা কি পারমার্থিক সুখ প্রাপ্ত হয়? আমি পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিতেছি যে অতি কঠিন কর্ম্মের ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি, যেহেতু এ দেশের অধিপতিরা আমারদিগের বিধর্ম্মি, স্বদেশস্থ লোক আমারদিগের বিপক্ষ, এবং কি আক্ষেপ! কি লজ্জার বিষয়! যে আপন পরিবার আমারদিগের বিরোধী। এই সকল ভয়ঙ্কর কণ্টক দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এক জনের উৎসাহে, কি এক জনের যত্নে, কি এক জনের সাহায্যে নির্ভর করিয়া আমরা স্বয়ং অলস রহিব? এবং চিরকাল কি সমভাবে কালক্ষেপণ করিব? অদ্য অপেক্ষা কল্য অধিক উৎসাহি হও, এবং কল্য অপেক্ষা তৎপর দিবস অধিকতর যত্ন কর। যদিও ব্রহ্মোপাসক সমুদয় মহোদয়দিগের শরীর সর্ব্বদা একত্র হওয়া দুষ্কর, কিন্তু যখন তাঁহারদিগের মনের ঐক্য আছে তখন তন্মধ্যে যিনি যেখানে যে অবস্থায় থাকুন, কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার তাঁহার সকল কার্য্যের মূলীভূত হইবে। সকল বিবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমারদিগের মধ্যে কেবল এই বিবাদ থাকিবে যে এই মহৎ কার্য্যে কে অধিক সাহায্য করিতে পারে। ফলতঃ আমারদিগের চেষ্টা নিষ্ফলা হইবার আর সংশয় নাই, যত কাল জ্ঞান আলোচনার অল্পতা ছিল, ততকাল এধর্ম্মের খর্ব্বতা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদে এইক্ষণে এদেশের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে যেখানে ছাত্রেরা যুক্তির দ্বারা কেবল এক পরমেশ্বরের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম জানিতেছে, এবং গৃহে যে সকল কাল্পনিক প্রতিমা পূজাদির অনুশীলন দেখে, তাহাকে কাল্পনিক ধর্ম্ম রূপে বোধ করিতেছে, অতএব তাহারদিগকে এই মাত্র উপদেশ দেওয়া আবশ্যক যে তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া জানিতেছেন, তাহাই আমারদিগের শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, সুতরাং ইহা হইলে যাঁহারা এইক্ষণে আমারদিগের বিপক্ষ আছেন, তাঁহারদিগের সন্তানেরাই আমারদিগের স্বপক্ষ হইবেক; তখন ঈশ্বর প্রসাদে এদেশ ব্যাপিয়া বংশবাটীর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ন্যায় বিদ্যালয় সকল স্থানে স্থানে স্থাপিত হইবে যেখানে বালকেরা যুক্তি এবং

শাস্ত্র উভয় দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে। এমত আহ্লাদ জনক কাল উপস্থিত হইলে সূর্য্য কিরণের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা এই ভারতবর্ষ পূর্ণ থাকিবে, তৎকালাবধি ব্রহ্ম জ্ঞানের হ্রাস হইবার আর সম্ভাবনাও থাকিবে না। আমারদিগের ভারতবর্ষে এমত সুখের কাল কোন্ দিন উপস্থিত হইবে!

অদ্যকার সমাজ দর্শনে এ সমাজকে অনেক কৃতকার্য্য দেখিয়া অন্তঃকরণ যে রূপ প্রফুল্ল হইতেছে, তাহাতে কোন ক্ষোভ, কোন আশঙ্কা চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, কেবল এই আশা হইতেছে যে ভবিষ্যৎ বৎসরে স্বদেশের অধিকভাগে ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রভা বিকীর্ণ দেখিব।

হে জগদীশ্বর এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মদিগের প্রতি অর্পণ কর॥

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "যদি মন্দির মসজিদ গিরিজা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়ার দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হয়েন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয়?" উত্তর, মসজিদ গিরিজাতে ঈশ্বরের উপাসনা আর স্বর্ণমৃত্তিকাদি প্রতিমাতে ঈশ্বরের উপাসনা এ দুইয়ের সাদৃশ্য যে ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন সে অত্যন্ত অযুক্ত, যেহেতু মসজিদ গিরিজাতে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা ঐ মসজিদ গিরিজাকে ঈশ্বর কহেন না, কিন্তু স্বর্ণ মৃত্তিকা পাষাণে যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা উহাকে ঈশ্বর কহেন এবং আশ্চর্য্য এই যে তাঁহাকে ভোগ দেন এবং শয়ন করান ও শীত নিবারণার্থে বস্ত্র দেন তাহার গ্রীষ্ম নিবারণার্থে বায়ু ব্যজন করেন, এই সকল ভোগ শয়নাদি ঈশ্বর ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপরীত হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের উপাসনাতে মসজিদ গিরিজা মন্দির ইত্যাদি স্থানের কোন বিশেষ নাই যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানেই উপাসনা করিবেক।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥
বেদান্তসূত্রং॥

যেখানে চিত্ত স্থির হয় সেই স্থানে আত্মোপাসনা করিবেক, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই॥

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "ইহাতে যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য কি ভক্ষ্য বা কি অভক্ষ্য কি গম্যা বা কি অগম্যা, যখন যাহাতে আত্মসন্তোষ হয় তখন সেই কর্ত্তব্য যাহাতে অসন্তোষ হইবে সে অকর্ত্তব্য।" উত্তর, যে ব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রহ্ম তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি? তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এআশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাঁহা হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্ম সত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেই রূপে ব্যবহার করিতে হয়; যেমন এক অঙ্গ হস্ত রূপে অন্য অঙ্গ পাদ রূপে প্রতীত হইতেছে, যে পাদ রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গমন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করা যায়, আর যে হস্ত রূপে প্রতীত হয় তাহার দ্বারা গ্রহণ রূপ ব্যাপার সম্পন্ন করা যায়, আর যাহার দাহিকা শক্তি দেখেন তাহাকে দাহ কর্ম্মে আর যাহার শৈত্য গুণ পায়েন তাহাকে পানাদি বিষয়ে নিয়োগ করেন, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না। ভট্টাচার্য্যের মতানুযায়িদিগের প্রতি এ আশঙ্কার এক প্রকার সম্ভাবনা আছে যেহেতু তাঁহারা জগৎকে শিব শক্তিময় অথবা বিষ্ণুময় কহেন। অতএব এরূপ জ্ঞান যাঁহারদিগের তাঁহারা খাদ্যাখাদ্য ইত্যাদির প্রভেদ চক্রে অথবা পঙ্গতে করেন না এবং যে ব্যক্তি ধ্যান সময়ে ও পূজাতে যুগলের সাহিত্য সর্ব্বদা স্মরণ করেন এবং যাঁহার বিশ্বাস এরূপ হয় যে আমার আরাধ্য দেবতারা নানা প্রকার অগম্যাগমন করিয়া

ছেন এবং ঐ সকল ইতিহাসের পাঠ শ্রবণ এবং মনন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তাঁহারপ্রতি এক প্রকার অগম্যাগমনাদির আশঙ্কা হইতে পারে কিন্তু যেব্যক্তি এমত নিশ্চয় রাখে যে বিধি নিষেধের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বদ্রষ্টা সকলের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ রূপ ফল দেন সে ব্যক্তি ঐ সাক্ষাৎ বিদ্যমান পরমেশ্বরের ত্রাস প্রযুক্ত তাঁহার কৃত নিয়মের রক্ষা নিমিত্ত যথা সাধ্য যত্ন অবশ্যই করিবেক।

ভট্টাচার্য্য লেখেন যে "এতাদৃশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ স্বকপোল কল্পিতানুমানে বৈধ বহু পশু বধ স্থানের সিদ্ধপীঠত্ব প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তে বুচরখানার সিদ্ধপীঠত্ব কল্পনা এবং তাদৃশ অন্য অন্য কল্পনা যাহারা করে তাহারা স্বস্ত্রী ও তদিতর স্ত্রী মাত্রেতে কি রূপ ব্যবহার করে ইহা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিও।" উত্তর, যাহার পর নাই এমত উপাসনা বিষয়ে নানা প্রকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারদিগের প্রতি এ প্রশ্ন করা অত্যাবশ্যক হয়। অতএব যে পক্ষে কল্পনা ব্যতিরেকে নির্ব্বাহ নাই তাহারদিগের এ প্রশ্ন করা অতি আশ্চর্য্য।

ভট্টাচার্য্য প্রশ্ন করেন "যে হে অগ্রাহ্যনাম রূপ অমুকেরা আমরা তোমারদিগকে জিজ্ঞাসি তোমরা কি? ইত্যাদি" উত্তর, আমারদিগকে সোপাধি জীব করিয়া বেদে কহেন ইহা দেখিতেছি। ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না একারণ তাহার জিজ্ঞাসু হই সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের এবং আচার্য্যোপদেশের শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকি। অতএব আমরা বিশ্ব গুরু ও সিদ্ধ পুরুষ ইত্যাদি গর্ব্ব রাখি না, এবং ভট্টাচার্য্যের উপকৃতি স্বীকার করি, যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়, এনিমিত্তে স্বকীয় দোষ সকল দেখিতে পাইতেছিলাম না, ভট্টাচার্য্য তাহা জ্ঞাত করাইয়াছেন, উত্তম লোকের ক্রোধও বর তুল্য হয়।

যদি বল আত্মোপাসনার যে সকল নিয়ম লিখিয়াছেন তাহার সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান হইতে পারে না অতএব সাকার উপাসনা সুলভ তাহাই কর্ত্তব্য। উত্তর, উপাসনার নিয়মের সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান না হইলে যদি উপাসনা অকর্ত্তব্য হয় তবে সাকার উপাসনাতেও প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না যেহেতু তাহার নিয়মেরও সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান করিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সম্যক্ প্রকার অনুষ্ঠান যাবৎ উপাসনাতেই অতি দুঃসাধ্য অতএব অনুষ্ঠানে যথা সাধ্য যত্ন কর্ত্তব্য হয়। বরঞ্চ যজ্ঞাদি এবং প্রতিমার অর্চ্চনাদি কর্ম্মকাণ্ডে যথা বিধি দেশ কাল দ্রব্য অভাবে কর্ম্ম সকল পণ্ড হয় কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা স্থলে ব্রহ্ম জ্ঞান অর্জ্জনের প্রতি যত্ন থাকিলেই ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে, কারণ কেবল এই যত্ন করণের বিধি মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥
মনুঃ ॥

শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্ম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণব এবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ॥

আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারির নিন্দা করেন অথচ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাহার গুরু এবং নিয়ত সহবাসি হয়েন, আর গোপনে নানা বিধ আচরণ করেন। আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্ট রূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারি না দেখায়, যে দোষ তাহার আছে তাহা অঙ্গীকার করে, এদুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বক ধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য আমারদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্তচন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনাকে বিশ্বগুরু করিয়া জানে আর এক জন নিষিদ্ধাচারী সে আপনার অধমতা স্বীকার

করে এই দুইয়ের মধ্যে কাহার অপরাধ মার্জ্জনার যোগ্য হয়।

তৃতীয়, এক ব্যক্তি লোকের যাবৎ শাস্ত্র গোপন করিয়া লোককে শিক্ষা দেয় যে যাহা আমি বলি এই শাস্ত্র, ইহাই নিশ্চয় কর, তোমার বুদ্ধিকে এবং বিবেচনাকে দূরে রাখ, আমাকে ঈশ্বর করিয়া জান, আমার তুষ্টির জন্যে সর্ব্বস্ব দিতে পার ভালই নিদান তোমার ধনের অর্দ্ধেক আমাকে দেও, আমি তুষ্ট হইলে সকল পাপ হইতে তুমি মুক্ত এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে। আর এক জন শাস্ত্র এবং লোকের বোধের নিমিত্ত যথাসাধ্য তাহার ভাষা বিবরণ করিয়া লোকের সম্মুখে রাখে এবং নিবেদন করে যে আপনার অনুভবের দ্বারা এবং বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারা ইহাকে বুঝ আর যাহা ইহাতে প্রতিপন্ন হয় তাহা যথাসাধ্য অনুষ্ঠান কর আর অন্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরকে ভয় এবং সম্মান কর এদুইয়ের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি স্বার্থপর বুঝায়। এপ্রশ্নের কারণ এই যে ভট্টাচার্য্য বেদান্তচন্দ্রিকাতে আমারদিগকে স্বপ্রয়োজন পর করিয়া লিখিয়াছেন। এখন ইহার সমাধা বিজ্ঞলোকের বিবেচনায় রহিল। হে সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বর তুমি আমারদিগকে দ্বেষ মৎসরতা মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবে না।

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

যথা সাধ্য পরস্পর উপকার কর্ত্তব্য, যেহেতু পরস্পর সাহায্য ব্যতীত কোন কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয় না। এই সামান্য বস্ত্র যাহা আমরা প্রত্যহ পরিধান করি বিবিধ সহকারি বন্ধুগণ কর্ত্তৃক কৃত না হইলে প্রাপ্ত হইতাম না। তন্তুকারকেরা কৃষি কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন কার্পাস হইতে যন্ত্র দ্বারা তন্তু নির্ম্মাণ করে, বস্ত্র নির্ম্মাণকারকেরা সেই তন্তুদ্বারা বিবিধ যত্নে বস্ত্র প্রস্তুত করে। এই রূপ সাহায্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে সকল আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য আমরা প্রাপ্ত হই। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি পরমেশ্বর কেবল মনুষ্যদিগকেই দিয়াছেন, এমত নহে; পশু পক্ষি কীট পতঙ্গ প্রভৃতি চেতনাচেতন সকল বস্তুতেই পরস্পর সাহায্য করিবার যোগ্যতা দিয়াছেন। এই পরস্পর সাহায্য শক্তি না থাকিলে পৃথিবীর কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হইত না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মধুমক্ষিকারা পরস্পর সহকারে যে অত্যাশ্চর্য্য গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা কোন প্রকারে একটি মধুমক্ষিকা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। এই সমুদয় সৃষ্টির প্রত্যেক পরমাণু পরস্পর আকর্ষণ শক্তি দ্বারা যদ্রূপ পরস্পরকে আশ্রয় দিতেছে তাহা না দিলে কোন প্রকারে সৃষ্টি রক্ষা হইতে পারে না।

সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমারদিগকে পরোপকারে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে এতদ্রূপ সুন্দর নিয়ম সৃজন করিয়াছেন, যে বিবেচনা পূর্ব্বক স্বীয়োপকারে যত্নবান্ হইলে পরের উপকার কৃত হয়। মনুষ্য সকল লাভ জনক বাণিজ্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে নানা দিগ্‌দেশীয় লোক নানা প্রকারে লাভ প্রাপ্ত হয়েন। যদ্রূপ রথ চক্র সকল বারম্বার তাহারদিগের নিজ নিজ নাভিকে পরিবেষ্টন করত অন্য কোন নগর বা ভবন বেষ্টন করিতে পারে, তদ্রূপ মনুষ্য গণ স্বীয়োপকারে প্রবৃত্ত থাকিয়া এক কালেই বহু জনের বহু উপকার করিতে পারেন।

পরমেশ্বরের কার্য্যের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক বস্তু স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াও অন্য বস্তুকে আশ্রয় প্রদান করে; অগাধ সাগরের জলবিম্ব সকল বিনষ্ট হইয়া পুনঃ সেই সাগরে সংমিলন পুরঃসর নদ নদীর প্রবাহে সাহায্য প্রদান করে, পঞ্চভূত জাত শরীর বিনষ্ট হইয়া পুনঃ সেই পঞ্চভূতে সংমিলন পুরঃসর তরু তৃণাদির উৎপত্তি জন্য সাহায্য প্রদান করে, যে তরু তৃণজ ফল পুষ্প কর্ত্তৃক পশু পক্ষি মানবাদির নানা প্রকার উপকার হয়।

অতএব হে সভ্য মহোদয় গণ, সাধ্যমত পরোপকারে প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের এই শ্রেষ্ঠ নিয়ম প্রতিপালন করিতে যত্নশীল হউন, যাহাতে আপনারদিগের মঙ্গল হইবেক। অ.

আশঙ্কা নিরাকরণ।

আশঙ্কা—আপনারা এই সৃষ্টিরূপ কার্য্য দেখাইয়া তাহার কারণ রূপে পরমেশ্বরকে প্রতিপন্ন করেন, আপনারা এই দেখান যে পরমেশ্বর না থাকিলে এ বিচিত্র জগতের সৃষ্টি হইতনা, ইহাতে প্রমাণ হয় বটে যে যে সময়ে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছিল সে সময়ে অবশ্য ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালে যে তিনি আছেন তাহা সে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ হয় না। ইহা আপনারা স্বীকার করিয়া থাকেন যে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে এমত নিয়মের অর্পণ করিয়াছেন যে তজ্জন্য সৃষ্টির প্রবাহ ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। এই গ্রহ চন্দ্র পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তাহাতে এমত নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন যে তাহারা স্বীয় স্বীয় পথে সেই নিয়মানুসারে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতেছে; মনুষ্য পশু বৃক্ষাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে এমত বীজের সহিত যুক্ত করিয়াছেন যে তাহা হইতে ক্রম প্রবাহে অনন্তকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য পশুবৃক্ষাদি চলিয়া আসিতেছে। যদি সৃষ্টির এমত নিয়ম থাকিত, যে যে কলে এই গ্রহ পৃথিবী চন্দ্র নিয়ত সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিতেছে সেই কলকে ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় সময়ে সময়ে শোধন করিবার প্রয়োজন হইত, এবং সৃষ্টির আরম্ভ কালে যেমন মনুষ্য পশু বৃক্ষাদি বীজ ভিন্ন নির্ম্মিত হইয়াছিল তদ্রূপ প্রতি মনুষ্য পশু বৃক্ষাদি এপর্য্যন্ত পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত তবে যে হেতুতে পরমেশ্বরের সত্তা সৃষ্টির পূর্ব্ব কালে প্রমাণ হইতেছে সেই হেতুতে বর্ত্তমান কালেও তাঁহার সত্তার প্রমাণ হইত। কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক যদি এপ্রকার ঘটিকাযন্ত্রের নির্ম্মাণ হইতে পারে যে একবার তাহা চালাইয়া দিলে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত চলে তবে সেই ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণের দুই শত বৎসর পরে সেই যন্ত্র দেখিয়া যথার্থ এপ্রকার অনুমান হইতে পারে বটে যে এক জন ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণ কর্ত্তা অবশ্য ছিলেন, কিন্তু সেই যন্ত্র দৃষ্টে যদি কেহ এমত অনুমান করে যে সেই যন্ত্রকার তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছে এবং যত দিন ঐ যন্ত্র থাকিবে ততদিন ঐ যন্ত্রকার বাঁচিয়া থাকিবে তবে তাহার এঅনুমান ভ্রান্তি মূলক কি না? তদ্রূপ এই সৃষ্টি আলোচনা করিয়া সৃষ্টি কালে যে পরমেশ্বর ছিলেন তাহার প্রতি দৃঢ় নিশ্চয় হয় বটে কিন্তু সেই হেতুতে বর্ত্তমান কালে যে পরমেশ্বরের সত্তা আছে তাহা কোন প্রকারে প্রমাণ হয় না। অতএব ঘোরতর যে সকল তার্কিক তাহারদিগকে দুস্তর্ক হইতে নিরাস করিবার নিমিত্তে এমত কোন দৃঢ়তর প্রমাণ দেওয়া কর্ত্তব্য যাহার দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বর্ত্তমান কালেও পরমেশ্বর বিদ্যমান আছেন।

নিরাকরণ—পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহারদিগকে অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সেই পরমেশ্বর বর্ত্তমান কালেও স্থিতি করেন। পরমেশ্বর এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে কোন বস্তু ছিলনা তিনি সমুদয় বস্তু স্বীয় শক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বিশেষ বিশেষ নিয়মের সংস্থাপন করিয়াছেন সুতরাং সমুদয় বস্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে যেমন ধাতু দ্রব্য প্রভৃতি ছিল কেবল তাহারদিগকে সংযোগ করিয়া কোন যন্ত্রকার ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করে তদ্রূপ এই জগৎ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে যদি নির্ম্মাণ যোগ্য বস্তু সকল থাকিত যাহা হইতে পরমেশ্বর কেবল এই জগৎকে নির্ম্মাণ করিতেন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা না হইয়া তিনি কেবল এই জগতের নির্ম্মাণ কর্ত্তা হইতেন তবে ইহা প্রমাণ হইত না বটে যে বর্ত্তমান কালে তিনি আছেন,

কিন্তু যখন তিনি অন্য কোন বস্তু না লইয়া কেবল আপনার শক্তি যে মায়া তাহাহইতে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ যখন তিনিএই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা হইয়াছেনতখন এই বিশ্বের স্থিতি তাঁহার সত্তাকে অবশ্য অপেক্ষা করে। ঘটিকা যন্ত্রকার যদি ঈশ্বর সৃস্ট কোন ধাতু দ্রব্যাদি না লইয়া মায়া দ্বারা আপনিই পৃথক্ ধাতু দ্রব্যাদি সৃষ্টি করিয়া তাহাতেঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিত তবে অবশ্য ঐযন্ত্রের স্থিতি যন্ত্রকারের সত্তাকে অপেক্ষা করিত সুতরাং ঐ যন্ত্রকারের বিনাশের সহিত ঐযন্ত্রেরও বিনাশ হইত। যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সূর্য্যের প্রতি নির্ভর করিয়া আছে তদ্রূপ এই সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরের সত্তার প্রতি নির্ভর করিয়া আছে, যদি সূর্য্য নষ্ট হয় তবে যেমন প্রতিবিম্ব থাকিতে পারে না তদ্রূপ পরমেশ্বরের সত্তার হানি হইলে জগতের সত্তা থাকিতে পারে না। অতএব যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সমুদায় জগৎ দীপ্তি পাইতেছে তিনি নাই আর এই জগৎ আছে এমত সংশয়ই যুক্ত হয় না। তাঁহার অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহ থাকিতে পারে না।
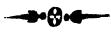
প্রশ্নঃ— আত্মানাত্মবিচারে কোঽধিকারী।

উত্তরঃ —সাধন চতুষ্টয় সম্পন্নোঽধিকারী। সাধনচতুষ্টয়াভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি প্রত্যবায়োনাস্তি কিন্তু অতীব শ্রেয়োভবতি।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যোক্তং।

ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম।

প্রতি বুধবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাপ্তাহিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

প্রতি মাসে প্রথম রবিবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে মাসিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

প্রতি বৎসরে ১১ মাঘ দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

আগামি ৩১ বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক সভ্য মহাশয়েরা উক্ত সময়ে সভাস্থ হইবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

যাহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

যে সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, তিনি সম্পাদক মহাশয়কে অবগত করিলে তদ্রূপ ঘটনা আর না হইবার উপায় করিতে ত্রুটি হইবেক না।

বিজ্ঞাপন।

যদি কোন ব্যক্তি তত্ত্ববোধিনী সভাতে ডাক দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন তবে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ডাকের মূল্য দিয়া পাঠাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

যাঁহারা এই পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য কোন কোন বিষয় লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন যে এইক্ষণে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইতেছে তন্নিমিত্তে স্থানাভাব হওয়াতে তাঁহারদিগের লিখিত বিষয় সকল প্রকাশ করিতে অশক্ত জন্য ক্ষুব্ধ রহিলাম।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

দ্বিতীয় ভাগ
১০ সংখ্যা
১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

সাম্বৎসরিক সভার সংবাদ।

কেবল এক মাত্র ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্মের উপাসনা এই দেশে সাধারণরূপে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন রবিবারে দশ জন মাত্র সভ্য দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিতা হয়। তখন এই নিয়ম ছিল যে প্রতি সভ্য আপন লাভের চতুঃষষ্টি অংশের একাংশ সভায় দান করিবেন। এই নিয়ম উক্ত শকের সমুদায় কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, এবং তাহার দ্বারা ২০৬৸৶০ আদায় হইয়াছিল। এই শকে প্রতি রবিবারে উপাসনা সভা হইয়া তাহাতে উপনিষৎ পাঠ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা পরব্রহ্মের আরাধনা হইত, এবং উক্ত সভাতে সভ্যেরা ঈশ্বরোপাসনা বিষয়ক বক্তৃতা করিতেন।

১৭৬২ শকে ধনসংগ্রহের পূর্ব্ব নিয়ম রহিত হইয়া মাসিক দাতব্যের নিয়ম স্থাপিত হয়। এই শকে ১০৫ জন সভ্য ছিলেন, যাঁহারা উক্ত বৎসরে মাসিক দাতব্য দ্বারা ১০৭৭ টাকা সভাতে প্রদান করেন, এবং ৩৮২/০ এক কালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই রূপে ১৭৬২ শকে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব সুদ্ধ ১৫৩৮৷/৫ আয় হয়, এবং তন্মধ্যে ১৪৮৭৷৴১০ ব্যয় হয়। এই শকে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত কঠোপনিষৎ ৫০০ সঙ্খ্যক পুস্তক মুদ্রিত করা যায়ঃ বালক কালাবধি আমারদিগের বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিবার নিমিত্তে তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন প্রাতঃপাঠশালা কলিকাতায় স্থাপিতা হয়ঃ এবং উপাসনার পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্ত হইয়া এই নিয়ম হয় যে "প্রতিমাসে প্রথম রবিবারে উপাসনা সভা হইবেক"।

১৭৬৩ শকে ১১২ জন সভ্য সভাভুক্ত ছিলেন যাঁহারা উক্ত বৎসরে ২৩৮৯৷৶১০ মাসিক দাতব্য প্রদান দ্বারা সভাকে আনুকূল্য করেন, এবং ৩৫৷৷১০ এক কালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এইরূপে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব সুদ্ধ ২৪৭৬৸১০ টাকা আয় হয় তন্মধ্যে ২৩০৪৸৶৫ ব্যয় হয়।

১৭৬৪ শকে ৮৩ জন সভ্য সভাভুক্ত ছিলেন যাঁহারা উক্ত বৎসরে ২৮৯২৸৶০ মাসিক দাতব্য প্রদান দ্বারা সভাকে আনুকূল্য করেন, এবং ৫৩১৷৷১০ এককালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই প্রকারে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব সুদ্ধ ৩৪৭৬৷৷/ আয় হয়, তন্মধ্যে ২৮৯৬৸/১৫ ব্যয় হয়। এই বৎসরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার ঐক্য হয়, তাহাতে কিয়ৎমাস সকল কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের গৃহেতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শকে কলিকাতার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা রহিত হয়। এই সভা হইতে পাঠশালা স্থাপন করিবার প্রয়োজন এই যে সেখানে বেদান্ত

বেদ্য ব্রহ্ম জ্ঞানের উপদেশ করা যায়, তজ্জন্য কেবল বাঙ্গালা এবং অল্প সংস্কৃত ভাষা শিখাইবার আবশ্যক ; কিন্তু কলিকাতায় এরূপ বালক পাওয়া যায় না যে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে এ নিমিত্তে প্রাতঃপাঠশালা স্থাপন করা গিয়াছিল যে তথায় ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিক্ষা এবং বেদান্ত অভ্যাস করিয়া পরে ১০ ঘণ্টার সময়ে ছাত্রেরা ইংরাজি শিক্ষার জন্য অন্য অন্য বিদ্যালয়ে গমন করিতে পারে; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় প্রাতঃকালে ৯ ঘণ্টা অবধি নিযুক্ত থাকিয়া পরে ১০ঘণ্টার সময়ে অন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া তাহারদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল এপ্রযুক্ত বালকেরা ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করাতে পাঠশালা ভগ্ন প্রায় হইল । তাহাতে বিবেচনা হইল যে যদি এরূপ কোন পাঠশালা করা যায় যে তাহাতে ১০ ঘণ্টা অবধি ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ইংরাজি বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষাতে জ্ঞানোপদেশ দেওয়া যায় তবে বেদান্তের তাৎপর্য্য যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহার উপদেশ ছাত্রদিগকে উত্তম রূপে দেওয়া যাইতে পারে সুতরাং সে পাঠশালার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কলিকাতা নগরে যে সকল উত্তম বিদ্যালয় আছে এবং সে সকল বিদ্যালয়ে যে প্রকার বাহুল্য রূপে ইংরাজি ভাষার অনুশীলন হয় তাহাতে যে এসভার অল্প আয় দ্বারা স্থাপিত পাঠশালাতে তদ্রূপ ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ইহা সম্ভব নহে, অতএব নির্দ্ধারিত হইল যে পল্লীগ্রামের কোন স্থানে উক্ত প্রকার এক পাঠশালা স্থাপিত হয়, এবং তদনুসারে কলিকাতার পাঠশালা রহিত করিয়া বংশবাটীতে তৎ পাঠশালা স্থাপন করিবার প্রস্তাব সভ্য গণ কর্ত্তৃক নিশ্চত হইল ।

পরে ১৭৬৫ শক বর্ত্তমান হইয়া এ সভাকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিতে লাগিল । এই শকে ১৩৮জন সভ্য সভাভুক্ত ছিলেন যাঁহারা ৩৩৮৮৷/ মাসিক দাতব্য প্রদান দ্বারা সভাকে আনুকূল্য করেন এবং ৬৭৮৷৷৫ এক কালীন দান প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই রূপে পুস্তক বিক্রয়াদি সর্ব্ব সুদ্ধ ৪৪১৬৷৵১০ আয় হয়, এবং গত বৎসরের অবশিষ্ট ৯৩৯৵১৫ সহিত ৫৩৫৫৷৷৵৫ একত্র হয় তন্মধ্যে ৪৬৮২৮৵ ব্যয় হয় । এই শকে গত বৎসরের প্রতিজ্ঞানুসারে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বংশবাটীতে স্থাপিতা হয়, কলিকাতাতে এই কার্য্যালয় স্থাপিত হয় যেখানে সভার সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং এই স্থানে এক মুদ্রা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে নানা প্রকার জ্ঞানজনক পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে । শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভূমিকার এবং মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকার চূর্ণক মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহার কৃত অন্য অন্য গ্রন্থেরও চূর্ণক প্রকাশিত হইয়াছে, এবং এইক্ষণেও হইতেছে ; দশোপনিষদের মধ্যে কঠ, বাজসনেয়, তলবকার, মুণ্ডক, এবং মাণ্ডুক্য, এই পঞ্চোপনিষদের বৃত্তি সহিত মূল মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে, এবং অপর পঞ্চোপনিষৎ শীঘ্র মুদ্রিত হইবে । প্রতি মাসে এক পত্রিকা প্রকাশ হয় তাহাতে বহুবিধ জ্ঞানদায়ক বিষয় প্রকটিত থাকাতে অনেক ব্যক্তি এসভাকে সাহায্য করিতে আগ্র্য হইতেছেন। ইংরাজিতে অনুবাদিত উপনিষদের চূর্ণক এবং শাস্ত্র বিষয়ক অন্য অন্য তর্ক প্রকাশ হইতেছে । তদ্ব্যতীত অন্য যন্ত্র হইতে বৃত্তি সহিত মূল কঠোপনিষৎ ও বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ দেবনাগরাক্ষরে উক্ত শকে মুদ্রিত হইয়াছে। এবম্প্রকারে বহুবিধ গ্রন্থাদি প্রচার প্রযুক্ত সভার কার্য্য আশু সফল হইবার সুন্দর উপায় হইতেছে । দুই ব্রাহ্মণ ছাত্র কার্য্যালয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেছেন, এবং পরমেশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ক নিয়ম জানিবার জন্য জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। এতদ্রূপে তত্ত্ববোধিনী সভার অবস্থা এইক্ষণে উজ্জ্বল রহিয়াছে, এবং ক্রমে অধিকতর উজ্জ্বল হইবার আশা হইতেছে ।

এই শকে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রভৃতি

স্থাপিত জন্য ব্যয় বাহুল্য হওয়াতে সভা ব্রাহ্মসমাজকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া অন্য হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং উপাসনা কাণ্ড ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অর্পণ করিয়া আপনি কেবল ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন ।

১৭৬১ শকে যখন সভা সংস্থাপিতা হয় তখনং কেবল ১০ জন সভ্য মাত্র নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাহাতে উক্ত শকের নিয়মে ২০৬৷৷৶ আদায় হইয়াছিল। ১৭৬২ শকে একেবারে পূর্ব্বাপেক্ষা ৯৫ জন অধিক সভ্য হয়েন, এবং ১৩৩১৷৷৶৫ অধিক আয় হয় । ১৭৬২ শক অপেক্ষা ১৭৬৩ শকে ৭ জন অধিক সভ্য হয়েন, এবং ৯৩৮৶৫ অধিক আয় হয় । ১৭৬৩ শক অপেক্ষা ১৭৬৪ শকে যদিও ২৯ জন সভ্য ন্যূন হয়, কিন্তু ৯৯৯৶১০ অধিক আয় হয় । অতএব এশকে সভ্যের সঙ্খ্যা হ্রাস হইলেও সভার অবস্থা হ্রাস না হইয়া অধিক উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরন্তু ১৭৬৪ শক অপেক্ষা ১৭৬৫ শকে যাঁহারা ধন দান করিয়াছেন এরূপ ৫৫ জন সভ্য অধিক হয়েন, এবং ৯৩৯৶৴১০ অধিক আয় হয়। অতএব স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে তত্ত্ববোধিনী সভার অবস্থা নানা বিধ বিঘ্ন সত্ত্বেও বর্ষে বর্ষে ক্রমশঃ উত্তম হইয়াই আসিতেছে ; ইহাতে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করা যায়।

ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন এইক্ষণে প্রচুর হইতেছে। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের কালে বাহুল্য রূপে এবিষয়ের আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পরলোক গত হইলে কিয়ৎ কাল ব্রহ্মোপাসনার আলোচনা খর্ব্ব হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু এই কালে তত্ত্ববোধিনী সভার যত্ন দ্বারা অনেক লোক ব্রহ্ম জ্ঞানের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। এইক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয় এবং বহু ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে আগমন পূর্ব্বক যত্নের সহিত বেদ পাঠ এবং ব্যাখ্যা শ্রবণ মনন করেন । অনেক স্থানে এবিষয়ের তর্ক হইয়া থাকে, এবং অনেক ব্যক্তি ইহার চর্চ্চা করিতে আহ্লাদিত হয়েন। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনার প্রতি বিশেষ প্রমাণ এই যে সম্প্রতি কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্ম বিষয়ক গীত সকল মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছেন, এবং তাহার ভূমিকাতে ঈশ্বরোপাসনার প্রতি যে উৎকৃষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা হইতে পারে । হে পরমেশ্বর এই সভার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার ক্ষমতা সভ্যদিগের প্রতি অর্পণ কর ।

কোন ঈশ্বর পরায়ণ বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ব্রহ্মসঙ্গীতের ভূমিকা।

করুণাময় পরমেশ্বরের সত্তা ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা এই পৃথিবীর চেতনাচেতন ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ বস্তু দ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছে। ইহা জগৎ বিদিত যে যে সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরের নিয়মে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি বিধি হইতেছে এবং ঋতু সকল যথাযোগ্য কালে স্বস্ব সময়োচিত চিহ্ন স্বয়ং ধারণ করিতেছে তিনি পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটেরও আহার প্রদান করিতেছেন। আর ইহাও ব্যক্ত আছে যে আমরা ধনোপার্জ্জনাদি বৈষয়িক ব্যাপারে মত্ত হইয়া ঐ পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হই কিন্তু তিনি ক্ষণ মাত্র আমারদিগকে বিস্মৃত নহেন, ঐ পরদেবতার নিয়ম বশতঃ নিদ্রাবস্থায় আমারদিগের প্রাণ বায়ুর ঊর্দ্ধ সঞ্চালন এবং অপান বায়ুর অধঃসঞ্চালন হইতেছে । আর রজনীতে যখন আমারদিগের অত্যন্ত প্রিয় স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিত্রাদি নয়ন নিমীলন করিয়া নিদ্রা যান তখন হিংস্র কীট পতঙ্গাদি হইতে তিনিই তাঁহারদিগকে রক্ষা করেন । অতএব এতাদৃশ করুণা নিধান পরমেশ্বরের জ্ঞানে যদ্যপি যত্নবান্ না হওয়া যায় তবে অবশ্যই আপনারদিগকে অপরাধি এবং কৃ-

তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। মনুষ্য জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি আমারদিগের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করিলে তাহার প্রত্যুপকার করণ পুরঃসর আমরা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইয়া থাকি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য পরমেশ্বর আমারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রক্ষা করিতেছেন তথাচ তাঁহাকে স্মরণ করিতে আমারদিগের মনে একবারও উদয় হয় না।

ধনোপার্জ্জনাদি বৈষয়িক ব্যাপারে আসক্তিই পরমাত্মবিস্মরণের কারণ, কিন্তু এমত বোধ করা উচিত নহে যে অর্থোপার্জ্জন সর্ব্বদা নিন্দনীয়, যেহেতু অগর্হিত উপায় দ্বারা পরিবার পোষণ করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অধিকাংশ লোক ধনাসক্ত হইয়া আত্মতত্ত্বকে অনাদর করত কেবল ধনার্থ শারীরিক ও মানসিক চেষ্টায় আয়ুঃ শেষ করেন, তাঁহারা মনে করেন যে ধনই পরম পুরুষার্থ, তদ্ভিন্ন পারলৌকিক পদার্থ আর নাই, সুতরাং অর্থোপার্জনাতে পরমার্থ উপাসনা বিস্মৃত হয়েন। ঐ সকল লোকেরা যে ধনোপার্জ্জনার্থে আত্যন্তিক চেষ্টা করেন তাহার বিশেষ এক কারণ এই, যে তাঁহারা ধনকেই তাবৎ সুখের মূল বোধ করেন কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, সে রূপ বোধ কেবল তাঁহারদিগের ভ্রম মাত্র। ধন দ্বারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোগ এবং উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান নির্ব্বাহ হয় বটে, কিন্তু তন্মাত্রকে সুখ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না; সুখ ও দুঃখ মনের ধর্ম্ম। মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইবার যদি কোন উপায় থাকিত তবে অবশ্য দেখা ও দেখান যাইত যে উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া ভ্রমণকারিদিগের মধ্যে শত শত ব্যক্তি মানসিক দুঃখে দুঃখিত রহিয়াছেন। বাস্তবিক সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করা যদিও গর্হিত এবং নীতি বিরুদ্ধ না হউক তথাপি তাহাতে আসক্ত হইয়া কেবল তদর্থ চেষ্টায় জীবন ক্ষেপ করাতে মনুষ্য জন্মের সার্থক্য কদাপি নাই, যেহেতু নীতিজ্ঞ হইয়া উত্তমরূপে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ এবং জগদন্তর্গত ভৌতিক পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানোপার্জ্জনের নিমিত্তে পরমেশ্বর মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঐ বিভু স্বসৃষ্ট মনুষ্য পশ্বাদি তাবৎ প্রাণিকে সামান্যতঃ আহার নিদ্রা প্রভৃতি কতিপয় সাধারণ ধর্ম্ম প্রদান করিয়া মনুষ্যজাতিকে পশ্বাদি হইতে পৃথক্ এবং প্রধান করিবার নিমিত্ত তাহারদিগকে বুদ্ধি এই এক পদার্থ অধিক দিয়াছেন। অতএব যে মনুষ্য পশ্বাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় সেবা সম্পন্ন হইলেই আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করেন, তিনি পশ্বাদির মধ্যে গণ্য হইতে পারেন; আর পরাৎপর পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য মানব জাতিকে বুদ্ধি দিয়াছেন, যে ব্যক্তি শিক্ষা দ্বারা ঐ বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদন পুরঃসর তত্ত্বজ্ঞানোপার্জন করিয়া উক্ত অভিপ্রায় সফল না করেন তিনি কখনই নিরতিশয় আধ্যাত্মিক সুখাস্বাদনে অধিকারী হইতে পারেন না।

অপর যদিও এ পৃথিবীতে প্রবঞ্চনাদি দুষ্কর্ম্ম ব্যূহের প্রাবল্য হেতু আপাততঃ পারত্রিক পদার্থাপেক্ষা ঐহিক পদার্থ স্বার্থ প্রিয় জ্ঞান হয়, তথাচ ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা, নীতি জ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে যে যথার্থ সুখ হয় না এ সিদ্ধান্তে কাহারও সন্দেহ নাই। সকলেই স্বীকার করেন যে পাপি মনুষ্য কুবেরের তুল্য ধনবান্ হইলেও সুখী হইতে পারে না, কিন্তু জীব মাত্রের হিতৈষি ঈশ্বরোপাসক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধনাদি বিরহেও পরম সুখ ভোগ করেন এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্টি হেতু সর্ব্বদা নির্ব্বৃত থাকেন। ধর্ম্মের সহিত সুখের এবং অধর্ম্মের সহিত দুঃখের যে এই সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে তাহা এক প্রকার পরমেশ্বরের দয়ার প্রতি প্রমাণ হইতে পারে, যখন আমরা একাগ্রচিত্ত হইয়া এতদ্বিষয় চিন্তা করি তখন পরমেশ্বর যেন সাক্ষাৎ আমারদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত ও ধার্ম্মিক হইতে আদেশ করিতেছেন এমত বোধ হয়। অধিকন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম কেবল পারত্রিক সুখ দুঃখের কারণ নহে ইহ লোকেও অনেক ব্যক্তির তজ্জন্য সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে, অতএব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যে সুখ

ও দুঃখের কারণ এবং জগদীশ্বরের প্রিয় ও অপ্রিয় ইহা সপ্রমাণার্থে প্রমাণান্তরান্বেষণ করায় প্রয়োজন বিরহ।

পূর্ব্বে উক্ত হইল যে পরমেশ্বর ধর্ম্মানুষ্ঠান এবংআত্মজ্ঞানোপার্জনার্থ মনুষ্য জাতিকে বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, অতএব যে ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষমতা পাইয়াও তাহারপ্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি অবশ্য জগদীশ্বরের নিকটে অপরাধী হয়েন। যদি বল ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান অতিদুঃসাধ্য, শিক্ষা দ্বারা তদ্দত্ত বুদ্ধির প্রাখর্য্য করিলেও তাঁহার স্বরূপ জানা যাইতে পারে না। উত্তর, পরমাত্মা বুদ্ধির অগম্য হয়েন বটে কিন্তু যত দূর পর্য্যন্ত বুদ্ধি যাইতে পারে তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করা উচিত এবং আবশ্যক। যদি বল পরমেশ্বর অতীন্দ্রিয় এবং তাঁহার সত্তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না স্বতরাং তাঁহার জ্ঞানার্থ যত্ন বিধান বৃথা। উত্তর, পরমেশ্বরের স্বরূপ অতীন্দ্রিয় বটে কিন্তু তাঁহার সত্তা দুর্জ্ঞেয় নহে, সৃষ্টির মধ্যে যে কোন বস্তুর যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই তাঁহার সত্তা অনায়াসে জানা যাইতে পারে, কারণ মনুষ্যাদির জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বষুপ্ত্যবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরে এবং বৃক্ষাদির অঙ্কুরাবধি ফলোদয় পর্য্যন্তাবস্থা রূপ কার্য্যে, যাহাতে দৃষ্টি করা যায়, জগতের কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার সত্তার নিশ্চয় হয়।

অতএব পরমেশ্বরজ্ঞান সর্ব্ব জ্ঞানশ্রেষ্ঠ এবং পরম স্বখের মূল এই বিবেচনায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক বিরচিত পরমাত্মবিষয়ক যে সঙ্গীত তাহা তত্ত্বজ্ঞানের স্বখ সেব্য উপায় বোধে পুনর্ম্মুদ্রিত করা গেল, যদিও তত্ত্ব জ্ঞানের নিমিত্ত বিবিধ দর্শন শাস্ত্র প্রস্তুত আছে তথাচ সঙ্গীতশ্রবণে যাদৃশ আমোদ জন্মে শাস্ত্রের দুরূহার্থালোচন দ্বারা পরমার্থানুসন্ধানে আশু তাদৃশ প্রবৃত্তি সম্ভবে না। আর ঐ সকল গানে সংসারের অনিত্যতা এবং পরমেশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের বিষয় বারম্বার বর্ণিত আছে। সর্ব্বকালীন পৃথিবীস্থ জ্ঞানি মনুষ্য সকল পরমেশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় চিদাত্মা রূপে স্থির করিয়াছেন অথচ সর্ব্ব কালেই মূর্খ ও স্ত্রীলোকেরা সাকারোপাসনা করেন। কিন্তু আমারদিগের আদি শাস্ত্রে কেবল এক আত্মার উপাসনারই বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

আত্মানমেবোপাসীত॥
তমেবৈকং জানথ॥

ইত্যাদি বেদেতে পুত্তলিকার উপাসনার নামও শুনা যায় না অতএব ঐ বিষয়কে কাল্পনিক কহিতে পারা যায়। পুত্তলিকা পূজার সৃষ্টি পুরাণ হইতেই হইয়াছে কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ রূপে তাহার পোষক নহে, যেহেতু স্থানে স্থানে তাহার নিন্দা পুরাণেও শুনা যায়। যথা

মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ॥
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥

অর্থাৎ মৃত্তিকা শিলা ধাতু ও কাষ্ঠাদিকে যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বর বোধ করে তাহারা ক্লেশ ভোগ করে কখনও পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

এবং পুরাণে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যে যে সকল ব্যক্তির চিত্ত পাপাচ্ছন্ন প্রযুক্ত সত্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না তাহারদিগকে ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে আনিবার নিমিত্ত সাকার উপাসনা সৃষ্ট হইয়াছে এ কথা যুক্তি সিদ্ধও বটে, কারণ মূর্খলোকেরা আপনারদিগের চতুষ্পার্শ্বস্থ অনিত্য পদার্থাবলোকনে আসক্ত প্রযুক্ত অতীন্দ্রিয় বস্তু গ্রহণে অক্ষম, অতএব আপাততঃ পুত্তলিকা পূজাদি মিথ্যা ধর্ম্মের উপদেশ দ্বারা তাহারদিগকে ধর্ম্ম পথে আনয়নের উপায় না করিলে তাহারদিগের কখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের ও যথার্থ পরমার্থ চিন্তনের সম্ভাবনা থাকে না।

এইক্ষণে জগদীশ্বরের সন্নিধানে একাগ্রচিত্তে এই প্রার্থনা করা যায় যে এই সঙ্গীত শ্রবণে অস্মদ্দেশীয় আপামর জনগণের পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানে অনুরাগ জন্মিয়া মিথ্যা ধর্ম্ম বিষয়ক বিশ্বাসের ক্রমশঃ শৈথিল্য সম্পাদন হইয়া এক অদ্বিতীয় নির্গুণ নিরাকার সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মোপাসনায় সকলের প্রবৃত্তি হউক।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক ।

অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্ব্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিমুখ করিবার নিমিত্তে এবং পরিমিত ও মুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য ভগবদ্গৌরাঙ্গ পরায়ণ গোস্বামিজী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে, বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন। প্রথমতঃ প্রশ্ন করেন যে " সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন ইহার উত্তর বাক্য কি সংগ্রহ করিব ? যেহেতু এ কথা সকল দর্শনকারদিগের সম্মত। কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে ব্রহ্মেতে কোন উপাধি দোষ স্পর্শ হইবে না অথচ বেদেরা প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার প্রকার কি।" উত্তর, বেদ সকল ব্রহ্মের সত্তাকে কি রূপে প্রতিপন্ন করেন আর উপাধি দোষ স্পর্শ বিনা কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্ব কথনে বেদেরা প্রবৃত্ত হয়েন ইহা জানিবার নিমিত্ত লোক সকলের উচিত যে পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশোপনিষদ্ বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করেন। যদি চিত্ত শুদ্ধি হইয়া থাকে তবে বেদান্তের বিশেষ অবলোকনের পরে পুনর্ব্বার এতাদৃশ প্রশ্নের সম্ভাবনা থাকে না। সংপ্রতি আমরাও এবিষয়ে সঙ্ক্ষেপে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ ॥
তলবকারোপনিষৎ॥

যাবৎ বিদিত বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তুকে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, ব্রহ্ম সে সকল বস্তু হইতে ভিন্ন হয়েন ।

অথাতআদেশোনেতি নেতি ॥
বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ ॥

এ বস্তু ব্রহ্ম নহে এবস্তু ব্রহ্ম নহে ইত্যাদি রূপে যাবৎ জন্য বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন এই মাত্র ব্রহ্মের উপদেশ বেদে করেন।

কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ দেখিয়া আর জড় স্বরূপ শরীরের প্রবৃত্তি দেখিয়া এই সকলের কারণ যে পর ব্রহ্ম তাঁহার সত্তাকে নিরূপণ করা যায়।

আপনি লেখেন যে "তোমারদিগের যদি কোন বেদান্ত ভাষ্য অবলোকনের দ্বারা ব্রহ্ম নিরাকার এমত জ্ঞান হইয়া থাকে তবে সে কুজ্ঞান।" উত্তর, ভগবৎ পূজ্যপাদ আপনার ভাষ্যে ব্রহ্মকে বেদের স্পষ্টার্থের বিপরীত আকার রহিত করিয়া কহিয়াছেন এমত কেহ স্বীকার করিতে পারে না কারণ প্রত্যক্ষ তাবৎ উপনিষদে ও বেদান্ত সূত্রে ব্রহ্মকে নাম রূপের ভিন্ন করিয়া স্পষ্ট রূপে এবং প্রসিদ্ধ শব্দে সর্ব্বত্র কহেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥
কঠোপনিষৎ ॥

পরব্রহ্মেতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এসকল গুণ নাই তিনি হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য নিত্য হয়েন ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং ইত্যাদি ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ ॥

যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন আর হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন এবং জন্য রহিত বর্ণ রহিত এবং চক্ষুঃ শ্রোত্র হস্ত পাদাদি অবয়ব রহিত হয়েন ইত্যাদি ॥

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং ॥
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥

ব্রহ্ম দৃষ্টিগোচর হয়েন না এবং ব্যবহারের যোগ্য তিনি হয়েন না আর হস্ত পাদাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য হয়েন না এবং তাঁহার স্বরূপ অনুমানের দ্বারা জানা যায় না এবং তাঁহার স্বরূপ চিন্তার যোগ্য নহে আর তিনি শব্দের নির্দ্দেশ্য নহেন।

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

ব্রহ্ম কোন প্রকারেই রূপ বিশিষ্ট নহেন যেহেতু নির্গুণ প্রতিপাদক শ্রুতির সর্ব্বত্র প্রাধান্য হয়।

অতএব এই সকল স্পষ্ট শব্দ হইতে প্রসিদ্ধ যে অর্থ নিষ্পন্ন হইতেছে তাহার জ্ঞানকে কুজ্ঞান করিয়া কহিতে তাঁহারাই পারেন যাঁহারদিগের বেদে প্রামাণ্য নাই অথবা যাঁহারা প্রতারণার উদ্দেশে কিম্বা পক্ষপাত করিয়া স্পষ্টার্থের বিপরীত অর্থ কল্পনা করেন।

আর লেখেন যে " বেদ ও ব্রহ্মসূত্র এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রাকৃত মনুষ্যের বোধগম্য হইতে পারে না।" উত্তর, যদ্যপি বেদ দুর্জ্ঞেয় বটেন তথাপি বেদের অনুশীল-

ন করা ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম হইয়াছে অতএব তাহার অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণোধর্ম্মঃষড়ঙ্গোবেদোঽধ্যেয়োজ্ঞেয়শ্চ ইতি ॥
শ্রুতিঃ॥

ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম্ম এই যে ষড়ঙ্গ বেদের অধ্যয়ন করিবেন এবং অর্থ জানিবেন।

আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্ ॥
মনুঃ ॥

ব্রহ্মোপাসনাতে এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহে আর প্রণবএবং উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে উত্তম ব্রাহ্মণ যত্ন করিবেন ॥

বেদ দুর্জ্ঞেয় হইলেও বেদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে আমারদিগের ঐহিক পারত্রিক কোন মতে নিস্তার নাই এই হেতু বেদের অর্থাবধারণ সময়ে সেই অর্থে সন্দেহ না জন্মে এই নিমিত্ত দ্বিতীয় প্রজাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মসংহিতাতে তাবৎ বেদার্থের বিবরণ করিয়াছেন।

যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং ॥
শ্রুতিঃ॥

যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য।

বিষ্ণুরুদ্রাংশসম্ভব ভগবান্ বেদব্যাস ও বেদান্ত সূত্রে তাবৎ অর্থ স্থির করিয়াছেন অতএব বেদ দুর্জ্ঞেয় হইয়াও এই সকল উপায়ের দ্বারা সুগম হইয়াছেন ইহাতে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না।

বেদাদযোর্থঃস্বয়ংজ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানংভবেদ্যদি ।
ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কাশঙ্কাস্যান্মনীষিণাং ॥
ব্যাসস্মৃতিঃ॥

বেদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান হয় তাহাতে যদি শঙ্কা জন্মে তবে ঋষিরা যে রূপ তাহার অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের আর কি শঙ্কা হইতে পারে ॥

আর লেখেন যে " পরমার্থ বিষয়ে প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে পারে না।" ইহার উত্তর, অনুমানাদি সকল প্রমাণের মূল যে প্রত্যক্ষ তাহা প্রমাণ না হইলে তাবৎ প্রমাণ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয় তবে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র যাহা প্রত্যক্ষ দেখি এবং প্রত্যক্ষ শুনি তাহার অপ্রামাণ্য হইয়া সকল ধর্ম্ম লোপ হইতে পারে, আর প্রাকৃত মনুষ্যের প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য না থাকিলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিফল হয়। কিন্তু বেদ শাস্ত্রকে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ করিয়া লোককে জানাইলে নবীন মতাবলম্বিদিগের উপকার আছে যেহেতু বেদের প্রামাণ্য থাকিলে তাঁহারদিগের স্বয়ং রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ ও ভাষা পয়ার সকল যাহা বেদ বিরুদ্ধ তাহা লোকে মান্য হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষকে প্রমাণ স্বীকার করিলে জন্যকে নিত্য করিয়া ও অচেতনকে সচেতন করিয়া এবং এক দেশস্থায়িকে বিশ্বব্যাপক করিয়া বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যায় না; সুতরাং নবীন মতাবলম্বিরা বেদে এবং প্রত্যক্ষে অপ্রামাণ্য জন্মাইবার চেষ্টা আপন মতের স্থাপনের নিমিত্ত অবশ্যই করিবেন, কিন্তু বেদ যাহার বিচারণীয় না হয় ও প্রত্যক্ষ যাহার গ্রাহ্য নহে তাহার বাক্য বিজ্ঞ লোকের গ্রাহ্য কি প্রকারে হইতে পারে ?

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং ।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎবচনং প্রমাণং ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বেদাদিতে যাহার প্রামাণ্য নাই তাহার বাক্য কেহ প্রমাণ করে না, আর যে মতের স্থাপনের নিমিত্তে বেদকে অবিচারণীয় কহিতে হয় আর প্রত্যক্ষ প্রমাণকে অপ্রমাণ জানাইতে হয় সে মত সত্য কি মিথ্যা ইহা বিজ্ঞ লোকের অনায়াসে বোধ গম্য হইতে পারে।

পুনশ্চ লেখেন যে " বেদাথ নির্ণায়ক যে মুনিগণ তাঁহারদিগের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে একারণ বেদার্থ নির্ণায়ক যে পুরাণ ইতিহাস তাহাই সম্প্রতি বিচারণীয় এবং পুরাণ ইতিহাসকে বেদ বলিতে হইবে।" উত্তর, বেদার্থ নির্ণয়কর্ত্তা মুনিগণের বাক্যে পরস্পর বিরোধ আছে এনিমিত্ত যদি বেদ বিচারণীয় না হয়েন তবে পরস্পর বিরুদ্ধ যে ব্যাসাদি মুনি বাক্য তাহা কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারে ? অতএব এই যুক্তির অনুসারে পুরাণ এবং ইতিহাস প্রভৃতি যাহা মুনি বাক্য তাহাও বিচারণীয় না হইয়া সকল ধর্ম্মের লোপাপত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে দুর্জ্ঞেয় নিমিত্ত

বেদ যদি ব্যবহার্য্য না হয়েন তবে আপনারা গায়ত্রী সন্ধ্যা জপ সংস্কার প্রভৃতি বেদ মন্ত্রে করেন কি পুরাণ বচনে করিয়া থাকেন। যদি বেদমন্ত্রে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন তবে বেদকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অমান্য কেন করেন? পুরাণাদিতে বেদার্থকে এবং নানা প্রকার নীতিকে ইতিহাস ছলে অজ্ঞানি স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধুদিগের নিমিত্তে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন সুতরাং সাক্ষাৎ বেদ হইলে শূদ্রাদির শ্রোতব্য হইতেন না এবং আপনকার যেমতে বেদ অবিচারণীয় হয়েন সে মতে পুরাণাদি সাক্ষাৎ বেদ হইলে তাহাও অবিচারণীয় হইতে পারে। তবে যে বেদের তুল্য করিয়া পুরাণে পুরাণকে কহিয়াছেন এবং মহাভারতে মহাভারতকে বেদ হইতে গুরুতর লিখেন আর আগমকে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ এসকল হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহেন সে পুরাণাদির প্রশংসা মাত্র। যেমন "ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং" অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ব্রতের প্রশংসায় কহিয়াছেন যে এ ব্রত অন্য সকল ব্রত হইতে উত্তম হয়েন,আর যেমন পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তর শত নামের ফলে লিখিয়াছেন। যথা

রাজানোদাসতাংযান্তি বহ্নয়োযান্তি শীততাং॥
পদ্মপুরাণং॥

এই স্তবের পাঠ করিলে রাজা সকল দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন আর অগ্নি সকল শীতল হয়।

যদি এই বাক্য প্রশংসা পর না হইয়া যথার্থ হইত তবে এই স্তব পাঠ করিয়া অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে কদাপি দগ্ধ হইত না। আর দ্বাদশীতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্ম হত্যার পাপ হয় এমত স্মৃতিতে কহিয়াছেন সে নিন্দা দ্বারা শাসনপর না হইয়া যদি যথার্থ ব্রহ্ম হত্যা হইত তবে পূতিকা ভক্ষণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কেন না করে? এই রূপে ঐ সকল বাক্য কোন স্থানে প্রশংসাপর কোন স্থানে বা শাসনপর হয়। পুরাণ ইতিহাসের যে তাৎপর্য্য তাহা ঐ পুরাণ ইতিহাসের কর্ত্তা তাহাতেই কহিয়াছেন।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থাঃ প্রদর্শিতাঃ॥
ভাগবতং॥

স্ত্রী শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণ এই সকলের কর্ণগোচর বেদ হইতে পারে না এনিমিত্ত ভারতের ব্যপদেশ দ্বারা তাবৎ বেদের অর্থ স্পষ্ট রূপে কহিয়াছেন।

সর্ব্ববেদার্থসংযুক্তং পুরাণং ভারতংশুভং।
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং কৃপার্থংমুনিনা কৃতং॥
ভাগবতং॥

সকল বেদার্থ সম্বলিত যে পুরাণ এবং মহাভারত হয়েন তাহাকে স্ত্রী শূদ্র পতিত ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া বেদব্যাস কহিয়াছেন॥

অতএব বেদ এবং বেদশিরোভাগ উপনিষদের আলোচনাতে যাহারদিগের অধিকার আছে তাঁহারা সেই অনুষ্ঠানের দ্বারাই কৃতার্থ হইবেন।

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি॥
শ্রুতিঃ॥

সেই পরমাত্মাকে বেদ বাক্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ সকল জানিতে ইচ্ছা করেন॥

বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞোযত্রতত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ সব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
মনুঃ॥

যে ব্যক্তি বেদ শাস্ত্রের অর্থ যথার্থ রূপে জানে এবং তাহার অনুষ্ঠান করে সে ব্যক্তি যে কোন আশ্রমে থাকে ইহ লোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়॥

যাবেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োযাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃস্মৃতাঃ॥

বেদের বিরুদ্ধ যে যে স্মৃতি ও বেদ বিরুদ্ধ তর্ক সে সকলকে নিষ্ফল করিয়া জানিবে যেহেতু মনু প্রভৃতি ঋষিরা তাহাকে নরক সাধন করিয়া কহেন॥

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম সঙ্খ্যাবধি অষ্টম সঙ্খ্যা পর্য্যন্ত পুস্তক বদ্ধ হইয়া বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে, যাঁহার প্রয়োজন হয়, তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হইবেন। তাহার মূল্য ৫ মুদ্রা স্থির করা গিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামতারক ঘোষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দত্ত দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে প্রচলিত নিয়মানুসারে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

দ্বিতীয় ভাগ
১১ সংখ্যা
১ আষাঢ় ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি করা এবং সকল অবস্থাতে তাঁহার প্রতি মনের তুষ্টি রাখা ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা হইয়াছে। পরমেশ্বরের করুণা হইতে পরমেশ্বরকে ভিন্ন করিয়া স্মরণ করা অসাধ্য। এই বিশ্বের রচনা কেবল তাঁহার অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে এমত নহে; ইহার প্রত্যেক অংশ তাঁহার অনন্ত করুণাকেও সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতেছে। যে পরিমাণে জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে, সেই পরিমাণে মনুষ্যের মনে পরমেশ্বরের করুণার প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মিতেছে। যাহার বোধ হইয়াছে যে সাধারণরূপে আমারদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা জন্য ঈশ্বর এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সুবোধ ব্যক্তির মন তাঁহার প্রতিপ্রেম রসে কেন না আর্দ্র হইবে? যখন প্রত্যক্ষ হইতেছে যে পরমেশ্বর অতি সুশ্রাব্য যে স্বর সেই স্বর পক্ষিগণকে প্রদান করিয়া এবং যাহার ঘ্রাণ অতি মনোরম্য সেই সৌরভ দ্বারা পুষ্প সকলকে রমণীয় করিয়া ধরণীর সকল ভাগে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং যে বর্ণেতে দৃষ্টির সুখ জন্মে সেই বর্ণ দ্বারা যখন উপরে তাবৎ আকাশকে এবং নিম্নে তৃণ পত্রাদিকে চিত্রিত করিয়াছেন, তখন তিনি আমারদিগের সুখের জন্য যে এই পৃথিবীর রচনা করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ কি? কোন কোন বিষয়ে আপাততঃ ক্লেশ বোধ হয় বটে, কিন্তু বিচারতঃ সে ক্লেশ পর্য্যন্ত আমারদিগের হিতের জন্য হইয়াছে। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে যদি ক্লেশের অনুভব না হইত, তবে নিয়মিত কালে ক্ষুধা শান্তির যত্ন না করাতে শরীর ক্রমে ভগ্ন হইতে পারিত। নিদ্রার প্রয়োজন হইলে যদি দুঃখ অনুভব না হইত, তবে আমোদ বা অন্য কার্য্য দ্বারা সমস্ত রাত্রি জাগরণ হইলে অনায়াসে পীড়া উপস্থিত হইতে পারিত। রোগগ্রস্ত হইলে যদি অসুখ বোধ না হইত তবে আরোগ্যের জন্য চেষ্টা না করাতে ক্রমে ক্রমে শরীর ক্ষয় হইয়া নষ্ট হইত। পুত্রাদির পীড়া এবং বিয়োগ জন্য যদি যন্ত্রণা এবং শোক অনুভূত না হইত, তবে তাঁহারদিগের পালন করিতে যত্নের ত্রুটি হইত। অতএব প্রত্যক্ষ স্পষ্ট সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দূরে থাকুক, যে সকল বিষয় দুঃখের কারণ জ্ঞান হয়, তাহাতেও পরমেশ্বরের পূর্ণ দয়া প্রকাশ পাইতেছে। যদিও অনন্ত পরমেশ্বরের করুণার দৃষ্টান্তও অনন্ত এপ্রযুক্ত সে সমুদয় ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য, তথাপি এক বিষয় যাহা পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে, তাহা বলিতে অত্যন্ত অভিলাষ জন্মিতেছে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে এক অভ্যাস শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্ত আর কি অবশিষ্ট রাখিয়াছেন? ইহার দ্বারা তিনি সকল দুঃখের শমতা করিয়াছেন, এবং আপনার অপক্ষপা-

তের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর করিয়াছেন। যিনি যে অবস্থায় থাকুন, তাঁহার জীবন অভ্যাস দ্বারা সেই অবস্থার যোগ্য হয়। ধনি ব্যক্তি প্রতি দিন পায়সান্ন ভোজন দ্বারা যেরূপ পরিতুষ্ট হয়েন, নির্ধন ব্যক্তি শাকান্ন আহার দ্বারা তদপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না। অট্টালিকার অধিকারী অট্টালিকায় বসতি করিয়া যেরূপ সুখী হয়েন, পর্ণ নির্ম্মিত কুটীর বাসী তাহার অপেক্ষা অল্প সুখী হয়েন না। ইহাও দেখা গিয়াছে যে পূর্ব্বে যিনি গৃহ মধ্যে স্নিগ্ধ ছায়াতে থাকিয়াও গ্রীষ্ম জন্য কাতর হইতেন, অভ্যাস বশতঃ তাঁহার শরীরে সূর্য্যের উত্তাপও সহ্য হইতেছে। দিন দিন মনুষ্যের অবস্থা যেমন পরিবর্ত্ত হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে দিন দিন তিনি সেই পরিবর্ত্ত অবস্থার যোগ্যতাও উপার্জ্জন করিতে থাকেন। এই আশ্চর্য্য সামর্থ্য না থাকিলে মনুষ্য এ পৃথিবীর যোগ্য হইত না। হে জগদীশ্বর তোমার এই করুণা এবং মহিমা যেন ক্ষণ কাল নিমিত্তে বিস্মৃত না হই।

আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমান করিতেছি যে পরমেশ্বর সাধারণ রূপে সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াও নিরস্ত হয়েন নাই, তিনি প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি বিশেষ বিশেষ উপকার করিতেছেন। কোন ব্যক্তি যদি তাঁহার শৈশব কাল অবধি সমুদয় অবস্থা আলোচনা করেন, তবে তাঁহার স্মরণ হইবে যে তিনি কত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, এবং কত আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছেন, এবং কত বিষয়ে আশার অতীত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অবশ্য উপলব্ধি করিবেন যে চক্ষুর অগোচর এক জন রক্ষা কর্ত্তা রজনীতে নিদ্রাকালে এবং দিবসে জাগ্রৎকালে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। এবম্প্রকার করুণাপূর্ণ পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া যাহার মন পুলকিত না হয়, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যায়?

তিনি আমারদিগকে যেপ্রকার স্বভাব যুক্ত করিয়াছেন, এবং যেরূপ অবস্থায় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল আমারদিগের হিতের নিমিত্তেই হইয়াছে; আমরা অন্ধ জীব, অন্ধকার কুটীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় জ্ঞানের আলোক দ্বারা এক এক বার কিঞ্চিৎ মাত্র দর্শন করি। আমরা সকল বিষয়ের একদেশ মাত্র দৃষ্টি করি, সমুদয়ে নেত্র ক্ষেপ করিতে অশক্ত থাকিয়া সকল অংশ পরিষ্কাররূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু ইহাতে আপনার দূর দৃষ্টির অভাব স্বীকার না করিয়া পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করা আরও কি অজ্ঞানের কর্ম্ম? যদি বর্ত্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ মনে করেন যে পরমেশ্বর মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে এইক্ষণ অপেক্ষা অধিক বলবান্ না করিয়াছেন কেন? তবে তাহার উত্তর এই যে আমারদিগের ঐ ইন্দ্রিয় গণকে বর্ত্তমান অপেক্ষা যে অধিক বল না দিয়াছেন সে আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়াছে; যদি তাহারদিগকে অধিকতর বলবান্ করিতেন তবে তাহারা আমারদিগের কেবল দুঃখের কারণ হইত। শ্রবণ শক্তি যদি এইক্ষণ অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক হইত, অধুনা যে সকল শব্দ অতি কোমল বোধ হইতেছে তাহা বজ্রের ন্যায় মহা ভয়ঙ্কর ধ্বনি জ্ঞান হইত, যে সকল বাদ্যযন্ত্র ও বিহঙ্গাদির মধুর স্বর দ্বারা এইক্ষণে চিত্ত প্রফুল্ল হইতেছে, তাহা বিকট হইয়া চিত্তের বিকলতাকেই জন্মাইত, এবং নানা কর্কশ শব্দ প্রতি নিমেষে অন্তঃকরণকে বিরক্ত করিত। তদ্রূপ আঘ্রাণ শক্তি যদি অধিক হইত, তবে যে সকল অল্প দুর্গন্ধ এইক্ষণে মনের গোচরও হয় না তাহা প্রতিক্ষণ অনুভূত হইয়া কেবল ঘৃণাকর হইত, যেহেতু অল্প দুর্গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যের অবস্থিতি প্রায় সকল স্থানেই আছে, এবং দূর স্থিত গলিত বস্তুর গন্ধ যাহা এইক্ষণে নিকটস্থ হইতে পারে না, ঘ্রাণ গোচর হইয়া তাহা চিত্তকে নিয়ত বিকল করিত। ইহা হইলে এই পৃথিবীতে কি জীবন রক্ষা পাইত?

পরমেশ্বর আমারদিগকে কি জন্য অধিক উৎকৃষ্ট করেন নাই, এ প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে ইহা বিবেচনা করা উচিত যে তিনি কি নিমিত্ত আমারদিগকে অধিক অপকৃষ্ট করেন নাই। শরীর নির্ম্মাণের নিমিত্তে যে রূপ

অধঃস্থিত পদ, মধ্যস্থিত উদর, এবং উপরিস্থিত মস্তক আবশ্যক হইয়াছে, সেই রূপ বিশ্ব রচনার নিমিত্তে উত্তম মধ্যম অধম সকল প্রকার অবস্থাবিশিষ্ট বস্তু এবং জীব রচিত হইয়াছে যাহারদিগের প্রত্যেকে আপন আপন নিয়মিত কর্ম্ম করাতে সমুদয় বিশ্ব জীবিত রহিয়াছে। সমুদয় জগতের মধ্যে পৃথিবী এক অংশ এবং সমুদয় জীবের মধ্যে মনুষ্য এক জীব মাত্র — তাহারা জগতের কার্য্য করিবার নিমিত্তে উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। লতা যে জন্য বৃক্ষ অপেক্ষা স্থূল হয় নাই, বৃক্ষ যে জন্য পর্ব্বত অপেক্ষা গুরু হয় নাই, এবং পর্ব্বত যে জন্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ হয় নাই, মনুষ্যও সেই জন্য অন্য উৎকৃষ্ট জীব হইতে শ্রেষ্ঠ হয় নাই। পদ যে জন্য উদরাপেক্ষা অধঃস্থানে রহিয়াছে এবং উদর যে জন্য মস্তক অপেক্ষা নিম্নস্থানে রহিয়াছে, মনুষ্যও সেই জন্য বর্ত্তমান পদে স্থাপিত হইয়াছে।

বিশ্ব মধ্যে এক সাধারণ মনুষ্য জাতি থাকা যেরূপ যুক্তি সিদ্ধ, সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি যদি বিবেচনা করেন, তবে দেখিবেন যে তাঁহার জীবনও তদ্রূপ আবশ্যক। প্রজা ব্যতীত কি রাজা হওয়া সম্ভব হয়? রাজা, কর্ম্মচারী, বিচারপতি, সৈন্য, সেনাপতি, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি রাজ্যের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়? বাণিজ্যকারী, শিল্পকারী, কৃষিকারী, সেবাকারী ইহারদিগের মধ্যে কাহারও অভাবে কি দেশের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়? তত্ত্ববেত্তা, কর্ম্মবেত্তা, জ্যোতির্ব্বেত্তা, পদার্থবেত্তা, ইত্যাদি নানা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে কাহারও অসত্ত্বে আলোচ্য বিদ্যার কি ত্রুটি হয় না? এই সকল মনুষ্যের প্রত্যেকে বিবেচনা করিলে জানিবেন যে তাঁহার কর্ম্ম নিমিত্তে অবশ্য এক জন এসংসারে আবশ্যক, অতএব ঈশ্বর যদি তাঁহাকেই সেই মনুষ্য করিয়াছেন তবে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট হওয়া কি অত্যন্ত উচিত নহে? বিশেষতঃ প্রত্যেক মনুষ্যের অবস্থাতেই বিশেষ বিশেষ সুখের সম্বন্ধ আছে, যাহা অন্য অবস্থাতে প্রাপ্ত হয় না। ধনী তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগে সুখী হয়েন, সেনাপতি যুদ্ধে জয়ী হইলে আনন্দিত হয়েন, জ্যোতির্ব্বেত্তা সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ এবং ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি ভবিষ্যৎ ঘটনা গণনা করিয়া প্রফুল্ল চিত্ত হয়েন, গণিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এক রেখা বা এক ত্রিভুজ বা অন্য কোন রাশিকে আলোচনা করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েন, কিমিয়া বিদ্যাতে বিদ্বান্ ব্যক্তি জল ও বায়ুকে বিভাগ করিয়া এবং ছিন্ন বস্ত্র হইতে শর্করা নির্গত করিয়া মহা উল্লাসিত হয়েন; ইহাঁরা সকলে আপন আপন সুখের এরূপ প্রিয় হয়েন যে তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সুখের ইচ্ছা করেন না। ইহাতে পরমেশ্বরের কি করুণা এবং অপক্ষপাত প্রকাশ পাইতেছে!

আমারদিগের রচনা কর্ত্তা জগতের মঙ্গল জন্যই কেবল সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন। আমারদিগের দুর্ব্বল বুদ্ধিতে যদি কোন বিষয় অন্যায় বোধ হয় সে আমারদিগেরই ভ্রম। যিনি সকলের আদি অন্ত এক কালে জানিতেছেন, যিনি এক কটাক্ষে জগতের এক শেষ হইতে অন্য শেষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন, যিনি সকলের বাহ্য ও অন্তর্গত সমুদয় ব্যাপার অবিভাগে অবিকল দেখিতেছেন, যিনি প্রতি নক্ষত্রবাসি ও প্রতি গ্রহবাসি জীবকে আমারদিগের সহিত তুলনা করিয়া যথাক্রমে উত্তম মধ্যম অধম পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনিই জানেন কি কারণে আমরা এখানে জন্মিয়াছি এবং কি কারণেই বা এঅবস্থায় রহিয়াছি। অতএব আনন্দ পূর্ব্বক তাঁহার নিয়মে তুষ্ট থাকিয়া কর্ম্ম কর। সকল বিষয়ে সেই এক সকলকর্ত্তার প্রতি নির্ভর কর, এবং তাঁহার অনন্ত দয়াতে বিশ্বাস রাখিয়া সদা প্রফুল্ল থাক। তিনি যাহা করেন তাহাই মঙ্গলের কারণ এইপ্রত্যয় যেন অন্তঃকরণকে ক্ষণকাল পরিত্যাগ না করে।

যদি অল্প উপকারি মনুষ্যকে মনুষ্যের প্রীতি করা উচিত হয়, তবে যিনি আমারদিগের জীবনের কর্ত্তা এবং সকল সৌভাগ্যের কারণ, তাঁহার প্রতি নিয়ত প্রীতি না করা এবং শ্রদ্ধা না রাখা কি মূঢ়তা হয়? কিন্তু মনুষ্যের

প্রতি প্রণয়ে এবং জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতি করাতে অনেক প্রভেদ আছে। মনুষ্যের সহিত সমান ভাবে সদ্ভাব করিয়া থাকি কিন্তু পরমেশ্বরকে অতি মহদ্ভাবে চিন্তা করিতে হয়। তাঁহার কার্য্য এপ্রকার মহৎ ও আশ্চর্য্য, এবং তাঁহার শক্তি এরূপ বৃহৎ ওবিচিত্র, এবং কুকর্ম্মের প্রতি তাঁহার এপ্রকার শাসন ও ঘৃণা যে প্রসন্ন মনে তাঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াও অপরাধ ভয়ে শঙ্কার সহিত সাবধান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে হয়। প্রীতি এবং শঙ্কা এই উভয় ভাব মিশ্রিত যে ভক্তি সেই ভক্তি সংযুক্ত চিত্ত দ্বারা পরমেশ্বরকে দৃষ্টি করা উচিত।

[তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপাসনা কালেই কেবল যে এই ভক্তির অনুভব করিব, এমত নহে; সর্ব্বদা হৃদয়মধ্যে তাঁহাকে ভক্তির সহিত দৃষ্টি করা উচিত। জগতের যে কোন কার্য্যের প্রতি নয়নের নিক্ষেপ হয় তাহাই ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করে। সে মহিমা মনোগত হইলে কি ভক্তির উদয় ব্যতীত এক নিমেষ ক্ষেপ করা যায়? মহাবীর্য্যবান্ সূর্য্য অবধি সূক্ষ্মতম কীট পর্য্যন্ত, মহা ভয়ঙ্কর বজ্র অবধি অতি মনোহর কুসুম পর্য্যন্ত, মহা বিস্তীর্ণ সাগর অবধি অতি ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু পর্য্যন্ত বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু বিশ্বনির্ম্মাতার মহা শক্তি, এবং অচিন্ত্য জ্ঞানকে প্রতিক্ষণ প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার সকলই আশ্চর্য্য! মনুষ্যের শক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্য শোভা উৎপন্ন হইতে পারে জগতের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে সে সকল কার্য্য শোভা কোথায় থাকে? মধ্যাহ্ন সময়ের প্রচণ্ড দিবাকর, প্রভাকরের উদয়াস্ত কালের মহৎ শোভা, অনন্ত তুল্য অতল মহাসাগরের বিস্তৃতি, এবং অন্ধকারময় শব্দ রহিত ঘোর দ্বিপ্রহর রজনী কালে নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ মণ্ডল, এই সমূহ গভীর মহৎ কার্য্য চিন্তাদ্বারা চিত্ত আপনার শরীররূপ পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি ব্যস্ত হয় না, এবং এই বাসস্থান পৃথিবীকে বিস্মৃত হইয়া পরম জনকের ক্রোড়ে অবস্থিতি করিবার জন্য ঊর্দ্ধপথে কিধাবিত হইতে থাকে না? যে পার্শ্বে দৃষ্টি পাত করি সেই পার্শ্বেই ঈশ্বরের ভক্তি জনক নানা ব্যাপার নয়নের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যদ্দ্বারা এই প্রকার শঙ্কাযুক্ত প্রীতি মনোমধ্যে নিরন্তর উদয় থাকিলে কুকর্ম্মের ইচ্ছা পর্য্যন্ত দমন থাকে। যিনি দুষ্কর্ম্মের নিকটে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপে অতি ভীষণ বেশে প্রকাশ পায়েন, সর্ব্বদা তাঁহার সাক্ষাৎকার হইলে কুকর্ম্ম কি চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে? এবম্প্রকার ভক্তিমান্ মনুষ্য পরমেশ্বরের নিকটে সদা সাবধান রহেন, তাঁহার মনে প্রতিজ্ঞার শৈথিল্য হইতে পারে না, এবং কোন অসৎ চিন্তা তাঁহার চিত্তকে মলিন করিতে সমর্থ হয় না।

হে জগদীশ্বর বিষয়েতে মগ্ন হইয়া যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই এমত কৃপা আমারদিগের প্রতি প্রকাশ কর।]

অ.

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

গোস্বামী লেখেন যে "বেদান্ত সূত্র অতি কঠিন, ভগবান্ বেদব্যাস পুরাণ এবং ইতিহাস করিয়াও চিত্তের পরিতোষ না পাইয়া বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ এবং মহাভারতের অর্থ স্বরূপ পুরাণ চক্রবর্ত্তি শ্রীভাগবত মহাপুরাণ করিয়াছেন," এবং এই বিষয়ে গরুড়পুরাণের প্রমাণ লিখিয়াছেন যথা

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥
পুরাণানাং সাররূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।"

উত্তর। শ্রীভাগবত পুরাণ নহেন এমত বিবাদ করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি কিন্তু বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ যে পুরাণ শ্রীভাগবত নহেন ইহাতে কি অন্যের কি আমারদিগের সকলেরই নিশ্চয় আছে; এবং ইহাও

অনেকে জানেন যে তাবদ্দেশের অশ্রুত নবীন বার্ত্তা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সম্প্রতি উত্থাপিত করিয়াছেন এবং ইহা স্থাপনের নিমিত্ত গরুড় পুরাণীয় কহিয়া ঐ রূপ বচনের রচনা করিয়াছেন। তথাপি শ্রীভাগবত বেদান্তসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ যে নহেন এবিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ ঐ সকল বচন যাহা আপনি লিখিয়াছেন প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের ধৃত নহে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীধর স্বামী যিনি ভাগবতকে লোকে পুরাণ করিয়া বিশ্বাস করাইয়াছেন তিনিও এরূপ গরুড় পুরাণের স্পষ্ট বচন থাকিতে ইহা হইতে অস্পষ্ট বচন সকল ভাগবতের প্রমাণের নিমিত্ত আপন টীকার প্রথমে লিখিতেন না। তৃতীয়তঃ আপনকার লিখিত গরুড় পুরাণের বচনের দ্বারা ইহা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে ইতিহাসশ্রেষ্ঠ যে মহাভারত ও বেদার্থ নির্ণায়ক যে বেদান্ত সূত্র তাহার অর্থকে শ্রীভাগবতে বিবরণ করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণের মাহাত্ম্য কথনে আপনি পূর্ব্বে লেখেন যে পুরাণ সকল সাক্ষাৎ বেদ এবং সাক্ষাৎ বেদার্থকে কহেন ইহাতে আপনকার পূর্ব্বাপর বাক্যে বিরোধ হয়। চতুর্থতঃ এদেশে পুরাণ সকলের প্রায় পরম্পরা প্রচার নাই এই অবসর পাইয়া এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেমন শ্রীভাগবতকে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড় পুরাণ বলিয়া বচন সকলের রচনা করিয়াছেন এবং দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে যাঁহারদিগের জন্ম এবং অন্য দেশে অপ্রসিদ্ধ এমত নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিমিত্ত যেমন ভবিষ্য ও পদ্মপুরাণ বলিয়া বচন সকলকে কল্পনা করিয়াছেন সেই রূপ কোন কোন শাক্ত শ্রীভাগবতকে অপ্রমাণ করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবত রূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণীয় বচনেরও প্রকাশ করেন।

ভগবত্যাঃ কালিকায়ামাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানোধূর্ত্তাবৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

যে গ্রন্থেতে নানা অসুর বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য কহিয়াছেন তাহাকে ভাগবত করিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানি ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক॥

অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থকারের অধৃত বচন সকলকে শুনিবা মাত্র যদি পুরাণ বলিয়া মান্য করা যায় তবে পূর্ব্বের লিখিত বৈষ্ণবের রচিত বচন এবং এই রূপ শাক্তের কথিত বচন এই দুইয়ের পরস্পর বিরোধ দ্বারা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য এবং অর্থের অনির্ণয় ও ধর্ম্মের লোপ এককালেই হইয়া উঠে। অতএব যে সকল পুরাণের ও ইতিহাসের সর্ব্ব সম্মত টীকা না থাকে তাহার বচন প্রাচীন গ্রন্থকারের ধৃত না হইলে প্রমাণ হইতে পারে না। পঞ্চমতঃ শ্রীভাগবত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য নহেন ইহা যুক্তির দ্বারাতেও অতি সুব্যক্ত হইতেছে যেহেতু "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" অবধি "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত সাড়ে পাঁচ শত বেদান্ত সূত্র সংসারে বিখ্যাত আছে তাহার মধ্যে কোন্ সূত্রের বিবরণ স্বরূপ এই সকল শ্লোক ভাগবতে লিখিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলেই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রূপ গ্রন্থ শ্রীভাগবত বটেন কি না তাহা অনায়াসে বোধ হইবেক।

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ
স্তেয়ংস্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতোযাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥
ভাগবতং॥

কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দোহনের অসময়ে গোবৎস সকলকে ছাড়িয়া দিতেন ইহাতে গোপেরা ক্রোধ করিয়া দুর্ব্বাক্য কহিলে হাসিতেন, আর চৌর্য্য বৃত্তির দ্বারা প্রাপ্ত যে সুস্বাদু দধি দুগ্ধ তাহা ভক্ষণ করিতেন আর আপন খাদ্য ঐ দধি দুগ্ধ বানরদিগকে বিভাগ করিয়া দিতেন আর খাইতে না পারিলে সেই সকল ভাণ্ড ভাঙ্গিতেন আর খাদ্য দ্রব্য না পাইলে ক্রোধ করিয়া গোপ বালকদিগকে রোদন করাইয়া প্রস্থান করিতেন॥

এবংধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ।
স্তেয়োপায়ৈর্ব্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকোহয়মাস্তে॥
ভাগবতং॥

এই রূপে পরিষ্কৃত গৃহের মধ্যে বিষ্ঠা মূত্রাদি ত্যাগ করিতেন, চৌর্য্য কর্ম্ম করিয়াও সাধুর ন্যায় প্রসন্নরূপে থাকিতেন॥

শ্রীভগবানুবাচ॥
ভবত্যোযদি মে দাস্যোময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ॥
ভাগবতং॥

কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্র হরণ পূর্ব্বক বৃক্ষারোহণ করিয়া গোপীদিগের প্রতি কহিতেছেন যদি তোমরা আমার দাসী হও এবং আমি যাহা বলি তাহা কর তবে তোমরা হাস্য বদনে আমার নিকট ঐ রূপ বিবস্ত্রে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং।
গণ্ডে গণ্ডং সংদধত্যাঃ প্রাদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং॥
ভাগবতং॥

নৃত্যের দ্বারা দুলিতেছে যে কুণ্ডল দ্বয় তাহার শোভাতে ভূষিত হইয়াছে যে আপন গণ্ড সেই গণ্ডকে শ্রীকৃষ্ণের গণ্ড দেশে অর্পণ করিতেছেন এমন যে কোন গোপী তাহার মুখ হইতে চর্ব্বিত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিতেন॥

বেদান্তের কোন্ শ্রুতির এবং কোন্ সূত্রের অর্থ এই সকল সর্ব্ব লোক বিরুদ্ধ আচরণ হয় ইহা বিজ্ঞলোক পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা করেন? অধিকন্তু কৃষ্ণ নাম আর তাহার অন্য অন্য প্রসিদ্ধ নাম ও তাঁহার রূপ ও গুণ বর্ণনেতে শ্রীভাগবত পরিপূর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু বেদান্ত সূত্রে প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ নাম কি কৃষ্ণের কোন প্রসিদ্ধ নামের লেশও নাই; সুতরাং তাঁহার রূপ গুণবর্ণনের সহিত বিষয় কি? অতএব যাঁহার সামান্য বোধ আছে এবং পক্ষপাতে যিনি নিতান্ত মগ্ন না হইয়া থাকেন তিনি অবশ্যই জানিবেন যে যে গ্রন্থ যাঁহার উদ্দেশে হয় তাহাতে সেই দেবতার অথবা সেই ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ও গুণের বর্ণন বাহুল্য রূপে অবশ্যই থাকে কিন্তু সর্ব্ব প্রকারে তাহার নাম গুণ বর্ণন হইতে শূন্য হয় না। অতএব এই সকল বিবেচনার দ্বারা নিশ্চয় যে বেদান্ত সূত্রের সহিত শ্রীভাগবতের সম্পর্ক মাত্র নাই। কেবল যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ আপন ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা অক্ষর সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করত বেদান্ত শাস্ত্রকে স্পষ্টার্থের অন্যথা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পক্ষে এবং তাঁহার রাস ক্রীড়াদি লীলাপক্ষে বিবরণ করিয়াছেন এমত নহে কিন্তু এই রূপে শৈব সকলও ঐ বেদান্তসূত্রকে নিজ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা শিব পক্ষে ও তাঁহার কোচ বধূর সহিত লীলা পক্ষে অক্ষর সকলকে ভাঙ্গিয়া ব্যাখ্যান করিয়াছেন এবং এই রূপে বিষ্ণু প্রধান শ্রীভাগবতকে কালী পক্ষে ব্যাখ্যা কোন শাক্ত বিশেষে করিয়াছেন; অতএব এ ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা প্রকরণকে এবং প্রসিদ্ধার্থকে ত্যাগ করিয়া এরূপ ব্যাখ্যার প্রামাণ্য করিলে কোন্ শাস্ত্রের কি তাৎপর্য্য তাহা স্থির না হইয়া শাস্ত্র সকল কদাপি প্রমাণ হইতে পারে না। ষষ্ঠতঃ বেদান্ত ভিন্ন অন্য অন্য দর্শনকার আপন আপন দর্শনের ভাষ্য কেহ করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য আচার্য্য সকলে করিয়াছেন অতএব এরীতি দ্বারাও বুঝা যায় যে আপন কৃত বেদান্ত সূত্রের অর্থ বেদব্যাস করেন নাই কিন্তু তত্তুল্য ভগবান্ পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্য করিয়াছেন। সপ্তমতঃ শাস্ত্রের প্রমাণ শাস্ত্রান্তরও হয়েন অতএব গোতম কণাদ জৈমিনি প্রভৃতি অন্য অন্য দর্শনকার যাঁহারা বেদব্যাসের সমকালীন এবং ভ্রম প্রমাদ রহিত ছিলেন তাঁহারা এবং তাঁহারদিগের ভাষ্যকারেরা যখন আপন আপন গ্রন্থে বেদান্ত মতকে উত্থাপন করিয়াছেন তখন অদ্বৈতবাদ বলিয়া বেদান্তের মতকে কহিয়াছেন কিন্তু আপনকার মতে শ্রীভাগবতের প্রতিপাদ্য সাকার গোপীজন বল্লভ যে পরিমিত রূপ তিনি যে বেদান্তের প্রতিপাদ্য হয়েন এমত কেহ কহেন নাই। অষ্টমতঃ বেদার্থ বিবরণ কর্ত্তা যত মুনি তাঁহারদিগের মধ্যে ভগবান্ মনু সকলের প্রধান তাঁহার বাক্যের বিপরীত যে সকল স্মৃতি বাক্য তাহা অপ্রমাণ হয় যেহেতু বৃহস্পতি কহেন।

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে॥

মনুর অর্থের বিপরীত যে ঋষিবাক্য তাহা মান্য নহে।

অতএব সেই ভগবান্ মনু বেদের অধ্যাত্ম কাণ্ডের অর্থের বিবরণে বেদান্ত সম্মত অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকেই প্রতিপন্ন করেন কিন্তু ভাগবতীয় হস্ত পদাদি বিশিষ্ট পরিমিত বিগ্রহকে প্রতিপন্ন করেন নাই।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমংপশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥
মনুঃ॥

যে ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গমাদি সর্ব্বভূতে আত্মাকে দেখে এবং আত্মাতে সকল ভূতকে দেখে এমত রূপ জ্ঞান পূর্ব্বক ব্রহ্মার্পণ ন্যায়ে যাগাদি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়॥

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥
মনুঃ॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে আত্ম জ্ঞানকে পরম ধর্ম্ম করিয়া জানিবে যেহেতু তাবৎ ধর্ম্ম হইতে আত্ম জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয়েন এবং তাহার দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
সসর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরংপদং॥
মনুঃ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্ব ভূতে আত্মাকে সমতা ভাবে জ্ঞান করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়॥

বরঞ্চ যেমন অন্য অন্য দেবতাকে এক এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া ভগবান্ মনু কহিয়াছেন সেই রূপ বিষ্ণুকেও এক অঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্র করিয়া কহেন। যথা

মনসীন্দুংদিশংশ্রোত্রে ক্রান্তে বিষ্ণুং বলে হরং।
বাচ্যগ্নিং মিত্রমুৎসর্গে প্রজনে চ প্রজাপতিং॥
মনুঃ॥

মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এই রূপ কর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দিক্ হয়েন পাদের অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু ও বলের অধিষ্ঠাতা হর এবং বাক্যের অধিষ্ঠাতা অগ্নি আর গুহ্যেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা মিত্র ও সন্তান উৎপত্তি স্থানের অধিষ্ঠাতা প্রজাপতি হয়েন,ইঁহারদিগের ঐ ষড় অঙ্গের সহিত অভেদরূপে ভাবনা করিবেক॥

নবমতঃ অন্য অন্য পুরাণ ইতিহাস করিয়া ব্যাসদেবের পরিতোষ না হইলে পর শ্রীভাগবত রচনা করিলেন এই আপনকার যে লিখন ইহার প্রামাণ্যে আদৌ কোন ঋষি বাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ পশ্চাৎ গ্রন্থ করিলে পূর্ব্বের গ্রন্থ করাতে চিত্তের পরিতোষ হয় নাই এরূপ যুক্তির দ্বারা যদি প্রমাণ করিতে চাহেন তবে শ্রীভাগবত পঞ্চম তাহার পর নারদীয় ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি ত্রয়োদশ পুরাণ বেদব্যাস রচনা করেন তবে ঐ যুক্তির দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে শ্রীভাগবত করিয়া চিত্তের পরিতোষ না হওয়াতে লিঙ্গাদি ত্রয়োদশ পুরাণ রচিলেন।

ব্রাহ্মংদশসহস্রাণি পাদ্মং পঞ্চোনষষ্টি চ।
শ্রীবৈষ্ণবং ত্রয়োবিংশং চতুর্ব্বিংশতি শৈবকং॥
দশাষ্টৌ শ্রীভাগবতং নারদং পঞ্চবিংশতি।
ভাগবতং॥
ব্রাহ্মংপাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
বিষ্ণুপুরাণং॥

ইত্যাদি বচনে শ্রীভাগবতকে সর্ব্বদা পঞ্চম করিয়া কহেন।

দশমতঃ যদি বল শ্রীভাগবতের শেষে অন্য পুরাণ হইতে শ্রীভাগবতকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন। উত্তর, কেবল ভাগবতের শেষে ভাগবতকে সর্ব্বোত্তম করিয়া কহিয়াছেন এমত নহে বরঞ্চ প্রত্যেক পুরাণের শেষে ঐ রূপে সেই সেই পুরাণকে অন্য হইতে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন।

নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতোযথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
ভাগবতং॥

অর্থাৎ ভাগবত সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠ হয়েন॥

প্রাণাধিকা যথা রাধা কৃষ্ণস্য প্রেয়সীষু চ।
ঈশ্বরীষু যথা লক্ষ্মীঃ পণ্ডিতেষু সরস্বতী॥
তথা সর্ব্ব পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তং॥

অর্থাৎ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সকল পুরাণের শ্রেষ্ঠহয়েন।

এই রূপ প্রশংসার দ্বারা অন্য অন্য পুরাণের অপ্রাধান্য তাৎপর্য্য হইলে পুরাণ সকল পরস্পর অনৈক্য হইয়া কোন পুরাণের প্রামাণ্য থাকে না অতএব ইহার তাৎপর্য্য প্রশংসা মাত্র কিন্তু অন্য পুরাণের খণ্ডন তাৎপর্য্য নহে। অধিকন্তু এস্থলে এক জিজ্ঞাস্য এই যে যদি বেদ বেদান্ত শাস্ত্র কঠিন রচনা এবং দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত আপনকার মতে অবিচারণীয় হয়েন তবে শ্রীভাগবত যাহাকে বেদ বেদান্ত হইতেও কঠিন এবং দুর্জ্ঞেয় দেখা যাইতেছে তিনি কি রূপে বিচারণীয় হইতে পারেন?

ইহার অপর ভাগ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক॥

অজ্ঞানিদিগের নিমিত্তে পুত্তলিকার উপাসনা এবং জ্ঞানিদিগের নিমিত্তে ব্রহ্মের উপাসনা যে আমারদিগের শাস্ত্রের মর্ম্ম ইহা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকাতে ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং আমরাও তাহা এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্খ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি; তথাপি এই বিষয়ের এক পত্র এই পত্রিকাতে প্রকটিত করিবার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ মিত্রজ মহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন। যদিও এই পত্র এইক্ষণে এইপত্রি-

কাতে প্রকাশ করাতে কোন উপকার নাই কারণ এই বিষয়ের বাহুল্য প্রমাণ পূর্ব্বে একবার প্রকটিত হইয়াছে তথাপি আমরা এতন্নিমিত্ত এই পত্রের কিয়দংশ প্রকাশ করিতেছি যে সকলে জানিতে পারিবেন যে আমারদিগের পরিশ্রম নিষ্ফল হইতেছে না। শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম যাহা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যাহা আমরা এই পত্রিকা দ্বারা প্রকাশ করিতেছি তাহাতে অনেকের ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে এবং এইক্ষণে এই মিত্রজ মহাশয়ের ন্যায় অনেকে স্পষ্ট জানিতেছেন যে কেবল অজ্ঞানিদিগের জন্য শাস্ত্রে পুত্তলিকা পূজার বিধান হইয়াছে; কিন্তু জ্ঞানিদিগের ব্রহ্মোপাসনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পত্র ॥

আমারদিগের দেশে ব্রাহ্মণেরা প্রায় কহিয়া থাকেন যে তাঁহারা সামবেদী এবং সেই বেদ মন্ত্রে উপনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, কিন্তু ইহাঁরা কি কারণ আত্ম বিস্মৃত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানকে অনাদর পূর্ব্বক আপনারদিগকে কনিষ্ঠাধিকারি স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন এবং নানা দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি মৃত্তিকা ও পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়া তাহারদিগকে মন্ত্র বলে প্রাণ দান দিয়া উপাসনা করেন। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবতাদিগের উপাসনা করিবার বিধি কোন বেদেতে শুনা যায় না। বরঞ্চ বেদে ইহা স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে আত্মোপাসনা যে ব্যক্তি না করে তাহার অশুভ হয়। যথা

অসূর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ॥
শ্রুতিঃ॥

শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মন্ত্রের ভাষ্যে লেখেন যে আত্মা অপেক্ষা করিয়া দেবাদি সকল অসুর হয়েন তাঁহারদিগের দেহকে অসূর্য্য দেহ কহি দেবতা অবধি স্থাবর পর্য্যন্ত এই দেহ সকল অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে আবৃত আছে, ঐ সকল দেহকে আত্ম জ্ঞান রহিত ব্যক্তি সকল সৎকর্ম্ম ও অসৎকর্ম্মানুসারে এই শরীরকে ত্যাগ করিয়া প্রাপ্ত হয়েন।

নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

এই মনুষ্য শরীরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যদি ব্রহ্মকে না জানে তবে তাহার অত্যন্ত ঐহিক ও পারত্রিক দুর্গতি হয় ॥

যদি কেহ কহেন তন্ত্র শাস্ত্রে দেবতাদিগের উপাসনা করিবার অনুমতি আছে ঐ শাস্ত্রানুসারে দেব বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকি। উত্তর, ঐ শাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে যাহার বিশেষ বোধাধিকার হয় নাই সেই ব্যক্তি কেবল চিত্তস্থিরের জন্য কাল্পনিক মিথ্যা রূপের উপাসনা করিবে, আর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মার শ্রবণ মনন রূপ উপাসনা করিবেন। অতএব বিশেষতঃ যাঁহারদিগের বেদ শাস্ত্রে অভিমান আছে এবং যাঁহারা তাহাতে শ্রদ্ধা রাখেন এবং বুদ্ধিমান্ হয়েন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিমার আরাধনাকে পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠ হয়েন, কারণ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে সংসার দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার আর অন্য পন্থা নাই।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সহিত এক জন মহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের যে বিচার হয় তাহার চূর্ণক মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তত্ত্ববোধিনী সভার যে সভ্য প্রার্থনা করিবেন তিনি বিনা মূল্যে এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদ্দুর্ল্লভ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীনচাঁদ দত্ত, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামধন মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামকিশোর পাল দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

দ্বিতীয় ভাগ
১২ সংখ্যা
১ শ্রাবণ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

পরমেশ্বর আমারদিগের অন্তঃকরণে স্ত্রী পুত্রাদি স্বপরিবারের মঙ্গলের জন্য যেরূপ স্নেহ প্রদান করিয়াছেন, আত্মীয় প্রতিবাসি এবং স্বদেশস্থ লোকের হিতের নিমিত্তেও তদ্রূপ প্রণয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কোন প্রবাসি ব্যক্তি দূর হইতে আপন দেশকে স্মরণ করেন, তবে তিনি জানিবেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কিপ্রকার মনোহর হয়। যে স্থানে আমরা শৈশবকালে স্নেহ মিশ্রিত যত্ন দ্বারা লালিত হইয়াছি, যে স্থানে বাল্য ক্রীড়া দ্বারা আহ্লাদের সহিত বাল্য কাল যাপন হইয়াছে, যে স্থানে যৌবনের প্রারম্ভ অবধি সহযোগি বান্ধবদিগের প্রীতি দ্বারা সতত চিত্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, যে স্থানে আমারদিগের বয়োবৃদ্ধির সহিত বান্ধবমণ্ডলীর সীমা বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং যে স্থানের প্রসাদে ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি রাজ্য সম্পদ্ যাহা কিছু আমারদিগের প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্থানের প্রতি বিশেষ স্নেহ হওয়া কি স্বভাব সিদ্ধ নহে? স্বদেশ এপ্রকার প্রিয় যে তাহার নদী পর্ব্বত মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয়কে আকর্ষণ করে এবং আহ্লাদকে জন্মায়। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই, কারণ এই জন্মভূমিই সমুদয় প্রিয় বস্তুর আবাস হইয়াছে। এবম্প্রকার সুখের আকর যে স্থান যে স্থানে আবহমান কাল পূর্ব্ব পুরুষের নিবাস হইয়াছে এবং অসীমকাল পর্য্যন্ত পরপুরুষের নিবাসের সম্ভাবনা আছে তাহাকে কি অযত্ন এবং অবহেলা করা যায়? এরূপ প্রিয় যে ভূমি তাহার উন্নতি এবং মঙ্গলের নিমিত্তে চেষ্টা না করিয়া কি মনুষ্যের স্বভাব নিরস্ত থাকিতে পারে?

কিন্তু এদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উক্ত স্বভাবের কি বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়! জ্ঞান হয় যে স্বদেশের প্রতি প্রীতি করা যে মনের ধর্ম্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকের চিত্ত হইতে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। নিরুৎসাহ, এবং অল্প প্রতিজ্ঞা এদেশের মহাশত্রু। কোন কর্ম্মের উদ্যম নাই, এবং যদিও কদাচিৎ প্রথমে উদ্যম হয় তথাপি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র স্থিরতা নাই; সকল উত্তম বিষয়ে শৈথিল্য আমারদিগের এদেশস্থ লোকের যে অসাধারণ গুণ তাহা সম্যক্‌রূপে বিখ্যাতই আছে। যে একতা দ্বারা জগতের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সে একতা আমারদিগের বিজাতীয় বিপক্ষ; বিচ্ছেদ এবং কলহ আমারদিগের ঘোরতর আত্মীয়। কোন বিপদ্ যতক্ষণ আপন মস্তকে পতিত না হইবে, ততক্ষণ আমরা তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করি না। ভিন্ন পল্লীতে গৃহদাহ আরম্ভ হইলে নিশ্চিন্ত থাকি, পরে যখন অগ্নির স্রোত প্রবল হইয়া আপনার গৃহোপরি লগ্ন হয় তখন আর উপায় কি? সমুদয়

দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয়। এই প্রকার ব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা সঙ্ঘটিত হইয়াছে। যাহাতে আপনার বা আপন পরিবারের স্বার্থ আছে কেবল তাহাতেই লোক সকল যত্ন করিয়া থাকেন, এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া একপদও অগ্রসর হইতে তাঁহারা অভিলাষি হয়েন না। ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে সাধারণের মঙ্গল চেষ্টা যে অতি সৎকার্য্য তাহা আধুনিক অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি জানিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই। কেহ কহেন যে "এপ্রকার বৃহৎকর্ম্মে আমার ক্ষুদ্র সাহায্য কি ফলদায়ক হইতে পারে?" কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত যে অনেক সূক্ষ্মসূত্র একত্র করিয়া প্রকাণ্ড মদমত্ত হস্তিকেও বদ্ধ করা যায়। কেহ বা আপন স্বভাব বশতঃ প্রকাশ্য সমাজে অগ্রসর হইতে ক্ষুব্ধ হয়েন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা উচিত যে যে স্থলে তাঁহার দৃষ্টান্ত মাত্র দ্বারা অনেক উপকার সম্ভব, সেস্থলে তাঁহার সংশ্রব না থাকা অবশ্য উচিত কর্ম্মের অন্যথা হয়। কাহারও অন্তঃকরণে তৃণ সংযুক্ত অগ্নির ন্যায় উৎসাহের শিখা একেবারে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, কিন্তু স্বভাববশতঃ পরক্ষণেই তাহাকে নির্ব্বাণ দেখিতে হয়। সাধারণের মঙ্গল জনক কত কর্ম্মের সূচনা হইয়াছিল, সে সকল কোন্ কালে লুপ্ত হইয়াছে। অদ্য যাহার অঙ্কুর দৃষ্টি করি, কল্য তাহাকে উচ্ছিন্ন দেখিতে পাই। বিশেষতঃ ধর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহের অভাব প্রযুক্ত অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা হইতেছে। রাজকীয় ব্যাপারে শিক্ষিত হওয়া রাজা এবং রাজকর্ম্মকারিদিগের উচিত; কৃষিকার্য্যে যত্নবান্ হওয়া কৃষকদিগের প্রয়োজনীয়; শিল্পকার্য্যে নিপুণ হওয়া শিল্পকারদিগের আবশ্যক, বাণিজ্যে পারদর্শী হওয়া বণিক্‌দিগের উপযুক্ত; কিন্তু রাজা, কৃষক, শিল্পী, বণিক্, সকলেরই সামান্য রূপে ধর্ম্মজ্ঞান এবং সত্য ব্যবহার সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। সত্য ধর্ম্মকে আশ্রয় না করিলে দেশে সত্য ব্যবহার প্রচলিত হয় না, সুতরাং নানা পাপের বৃদ্ধি হইয়া দেশ মধ্যে নানা উপদ্রবের সঞ্চার হয়। তাহার দৃষ্টান্ত স্থল এই ক্ষণে বিশেষ রূপে এই বঙ্গদেশই হইয়াছে।

এ নিরুৎসাহের তুলনায় ইউরোপীয় লোকের স্বভাব কি উৎকৃষ্ট জ্ঞান হয়! তাহারদিগের উৎসাহের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা আর মনুষ্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারি না। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মূল অতি দুর্ব্বল, তথাপি কেবল তাঁহারদিগের উৎসাহ প্রতিজ্ঞা এবং পরিশ্রম দ্বারা উক্ত ধর্ম্ম এইক্ষণে প্রায় পৃথিবীময় বিস্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার যে এক দৃষ্টান্ত আমারদিগের এই সময়ে ঘটনা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ডফ সাহেব প্রভৃতি পূর্ব্বে স্কট্‌লণ্ড দেশীয় যে সভার অধীনে থাকিয়া এবং যাহার আশ্রয় দ্বারা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করত স্বধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন সংপ্রতি এক ঘটনা দ্বারা তাঁহারা সেই সভা হইতে পৃথক্ হইয়া তথাকার আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হওয়াতে এখানকার বিদ্যালয় উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা এই বিপত্তি দ্বারা নিরাশ না হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শত গুণ উৎসাহ এবং প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আপনারদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা প্রায় এই দশ মাস মধ্যে ৬৪০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহারদিগের উৎসাহের কথা কি কহিব এবিষয়ে ২৫০০ মুদ্রা পর্য্যন্ত এক ব্যক্তি দান করিয়াছেন। প্রার্থনা বিনা আমেরিকা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে কত জন স্বয়ং উদ্‌যোগি হইয়া ধন, পুস্তক, বিজ্ঞানযন্ত্রাদি প্রেরণ করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা পূর্ব্বপাঠশালার গৃহপরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালি পল্লীর মধ্যস্থলে এক শোভনতম অট্টালিকাতে আপনারদিগের পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। এই স্থলে পূর্ব্ব পাঠশালা অপেক্ষা ছাত্রের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হইতেছে,—এইক্ষণে তথায় এক সহস্রের অধিক বালক অধ্যয়ন করিতেছে। আশ্চর্য্য যে এই কিঞ্চিৎ কালের মধ্যে কতক গুলিন মিশনরিদিগের উৎসাহ দ্বারা এপ্রকার উপায় হইয়াছে যাহাতে এই বৃহৎ বিদ্যালয় এবং তদ্ব্যতীত

ঘোষপাড়া, বরাহনগর, প্রভৃতি গ্রামস্থ বিদ্যালয়ের ব্যয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহারদিগের কৌশল এরূপ চমৎকার যে ধর্ম্মসভার এক জন প্রধান সভ্য নিমতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ধন দ্বারা ইহারদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। ইউরোপীয় লোকের কি প্রকার প্রবল উৎসাহ, এবং আমারদিগেরই বা কি প্রকার কর্ম্মের নিয়ম তাহা এই দৃষ্টান্তে কাহার না বোধ হইতে পারে? তাঁহারা আপন ধর্ম্মকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করিবার জন্য এই প্রকার প্রগাঢ় যত্ন এবং পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য যে আপনারদিগের সত্য ধর্ম্মকে স্বীয় দেশে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা মাত্রও করি না। তাঁহারা অতলস্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করিয়া ভারতবর্ষের বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করত এদেশের সনাতন সত্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতেছেন, আমরা আপনদেশে থাকিয়া সেই আপনার ধর্ম্মকে আশ্রয় দিবার জন্য একত্র হইতে পারি না। তাঁহারদিগের মধ্যে সকলে আহ্লাদ পূর্ব্বক উদ্‌যোগি হইয়া বিনা প্রার্থনাতেও সাধারণ বিষয়ে সাহায্য করিবার নিমিত্তে ব্যগ্র হয়েন, কিন্তু এদেশের কি দুরদৃষ্ট যে আমারদিগের মধ্যে কেহ কোন মঙ্গল সূচক বিষয়ে উৎসাহী হইয়া অপরের নিকটে ভিক্ষা করিলেও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন না। তাঁহারা পরস্পর সাহায্য দ্বারা অক্লেশে রাশি রাশি ধন সংগ্রহ করত স্বধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্তে পৃথিবীময় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চবৎসর অবধি যত্ন করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বারা একটি উত্তম পাঠশালার ব্যয়োপযোগি ধন একত্র করিতে পারি নাই। ইহা কি শত শত বার শ্রবণ করা এবং পাঠ করা যায় নাই যে খ্রীষ্টানেরা স্বধর্ম্মপ্রচারের জন্য আপনাদিগের জীবনকে বলিদান দিয়াছে? অদ্যাপি কি সম্বাদপত্রে দৃষ্টি করা যায় না যে খ্রীষ্টানেরা অমুক দেশের লোক দ্বারা আঘাতি এবং হত হইয়াছে? এই সকল লোকের উৎসাহযুক্ত চিত্তের সহিত আমার দিগের নিরুদ্যম মনের তুলনা করিলে আমরা আর মনুষ্য নামের যোগ্য হই না। ফলতঃ নিরুৎসাহ এবং আলস্যের মূল এদেশে এপ্রকার গাঢ় রূপে নিবদ্ধ হইয়াছে যে তাহার উচ্ছেদ করা অতি দুঃসাধ্য। স্বদেশের প্রতি স্নেহ এবং প্রণয়ের অভাবে লোকের চিত্ত পাষাণ স্বরূপ হইয়াছে, তাহাতে আর দেশের হিতজনক কোন বাক্য বা অভিপ্রায় বিদ্ধ হয় না। এই বিষয়ে যাহা লিখিতেছি তাহারএই মাত্র ফল সম্ভাবনা বোধ হইতেছে যে কেহ কহিতে পারেন যেএই বারের পত্রিকার রচনা উত্তম হইয়াছে; কিন্তু হে স্বদেশস্থ বান্ধব গণ আমরা এ প্রশংসার প্রার্থিত নহি। আমারদিগের একান্ত অভিলাষ এই যে এই সকল অভিপ্রায় অনুসারে তোমরা কর্ম্ম কর, সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং সেই সত্যধর্ম্ম আপনার দেশে বিস্তার রূপে প্রচারের জন্য উৎসাহযুক্ত হও। বিবেচনা কর যে পরমেশ্বর আমারদিগকে কি উৎকৃষ্ট দেশে স্থাপন করিয়াছেন? অতি পূর্ব্বতন কালাবধি ভারতবর্ষের সহিত সংশ্রব রাখিবার নিমিত্তে কোন্‌দেশের লোক ব্যগ্র না হইয়াছেন? পৃথিবীর কোন্ খণ্ডস্থ মনুষ্য বা আমারদিগের ভারতবর্ষের সম্পত্তি দ্বারা ধনাঢ্য নামে বিখ্যাত না হইয়াছেন? এবং অবনী মধ্যে কোন্ দেশীয় লোকের প্রমুখাৎ ভারতবর্ষের সুখ্যাতি ব্যক্ত না হইয়াছে? ঈশ্বর প্রসাদাৎ জ্যোতিষ্ আদি নানা শাস্ত্র প্রথমে কেবল আমারদিগের দেশেই প্রকাশ হইয়াছিল, এবং সকল দেশের পূর্ব্বে আমারদিগের দেশই জ্ঞান এবং সভ্যতার রাজধানী ছিল, এবংএক জগৎ কর্ত্তা অচিন্ত্য পরমেশ্বরের উপাসনা যে সত্য ধর্ম্ম, যাহা জ্ঞানি লোক সকল দেশে সকল কালে প্রতিপন্ন করেন, পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ তাহাই আমারদিগের এই দেশের আদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এবম্প্রকার উত্তরে হিমালয় অবধি দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত অতি বিস্তীর্ণ যে আমারদিগের ভারতবর্ষ তাহার শ্রেষ্ঠতা এবং সমাদর সকল কালে সকল স্থানে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব

ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমারদিগকে যে উত্তম দেশের অধিবাসি করিয়াছেন, তাহার উন্নতির নিমিত্তে চেষ্টা না করিলে আমরা কি অপরাধি হই না? ইহা কি উচিত হয় না যে আমরা পরস্পর সকলকে ভ্রাতৃ ভাবে প্রণয় করিয়া আমারদিগের আলয় স্বরূপ ভারতবর্ষের মঙ্গলোন্নতি জন্য যত্নবন্ত হই? অধুনা ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন বিষয়ে আমারদিগের স্বাধীনতা নাই, যদি এইক্ষণে ইহার উন্নতি নিমিত্তে যত্নের আলস্য করি, তবে কালক্রমে ঈশ্বর ইহাও আমারদিগের নিকট হইতে হস্তান্তর করিতে পারেন। অতএব হে স্বদেশীয় বান্ধব গণ! আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, তোমরা নিরুৎসাহ নিদ্রা হইতে উত্থান কর, এবং জ্ঞানের আলোক দ্বারা স্ববাসের মঙ্গলের অনুসন্ধান কর।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

গোস্বামী লেখেন যে "ব্রহ্ম সাকার কৃষ্ণ মূর্ত্তি হয়েন কিন্তু সে আকার মায়িক নহে কেবল আনন্দের হয় আর সেই আকার কেবল ভক্ত জনের চক্ষুর্গোচর হয়।" ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম আকার ভিন্ন হয়েন, এবং ইহার প্রতিপাদক শ্রুতি ও বেদান্ত সূত্র ও স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ ভূরি ভূরি দেওয়া গিয়াছে অতএব তাহা এস্থলে পুনর্ব্বার লিখিবার আর প্রয়োজন নাই। বেদ সম্মত যুক্তি দ্বারাতে এইক্ষণে প্রতিপন্ন করা যাইতেছে যে যে বস্তু সাকার সে সর্ব্বব্যাপী নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ কদাপি হইতে পারে না, যেহেতু প্রত্যক্ষ আমরা দেখিতেছি যে আকার বিশিষ্ট কোন এক বস্তু যদিও অত্যন্ত বৃহৎ হয় তথাপি সে আকাশের অবশ্য ব্যাপ্য হইয়া থাকে সে বিশ্বের ব্যাপক হইতে পারে না; সুতরাং সেই বস্তু অবশ্যই পরিমিত ও নশ্বর হইবেক। ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে যে কোন বস্তু চক্ষুর্গোচর হয় সে কদাপি স্থায়ী নহে। অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে পরিমিত এবং অস্থায়ী তাহাকে ব্যাপক এবং নিত্য স্থায়ি পরমেশ্বর করিয়া কিরূপে কহা যায়? যাহা বেদের বিরুদ্ধ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ তাহাকে বেদে যে ব্যক্তির শ্রদ্ধা আছে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার আছে সে কি রূপে মান্য করিতে পারে? আনন্দের আকার এবং সেই আকার কেবল ভক্তদিগের চক্ষুর্গোচর হয় আপনকার যে এই কথা ইহা অত্যন্ত অসম্ভাবিত, যেহেতু জড় পদার্থ ভিন্ন কি কাহারও আকার আছে যে সে কোন ব্যক্তির চক্ষুর্গোচর হইবে? এরূপ বিশ্বাস তাবৎ হইতে পারে না যাবৎ বুদ্ধি বৃত্তি সকল এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল পক্ষপাতের দ্বারা একেবারে অবশ না হয়। বস্তুতঃ আনন্দের হস্ত পদাদি অবয়ব এবং ক্রোধের ও দয়ার অবয়ব এসকল রূপক করিয়া বর্ণন হইতে পারে কিন্তু যথার্থ করিয়া জানা ও জানান নেত্রবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট কেবল হাস্যাস্পদ হয়, কিন্তু পক্ষপাত ও অভ্যাস এ দুইকে ধন্য করিয়া মানি যে অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে আনন্দের রচিত হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট মূর্ত্তি আছেন তাঁহার বেশ ভূষা বস্ত্র অভরণ ইত্যাদি সকল আনন্দের হয় এবং ধাম ও পার্শ্ববর্ত্তি ও প্রেয়সী এবং বৃক্ষাদি সকল আনন্দেরই রচিত হয়।

আর লেখেন যে "সাকার হইলে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ অস্থায়ী এবং পরিমিত হয় এবং আনন্দ নির্ম্মিত অবয়বের অসম্ভব এ দুই তর্কের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে তর্ক করা কর্ত্তব্য নহে।" উত্তর, যেখানে যেখানে তর্কের নিষেধ আছে সে বেদ বিরুদ্ধ তর্ক জানিবে কিন্তু বেদ সম্মত তর্কের দ্বারা বেদার্থের সর্ব্বথা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি বেদব্যাস এবং আচার্য্য প্রভৃতি এই রূপ বেদ সম্মত যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরকে অরূপ অদ্বিতীয় অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয় অগ্রা

হ্ম সর্ব্বব্যাপি করিয়া কহিয়াছেন এবং ব্রহ্ম ভিন্ন যাবৎ বস্তুকে অল্প নশ্বর এবং নিরানন্দ করিয়া কহেন। আমরাও ঐরূপ অর্থকে বেদসম্মত তর্কের দ্বারা দৃঢ় করিয়া থাকি।

শ্রোতব্যোমন্তব্যঃ॥

শ্রুতিঃ॥

বেদ বাক্যের দ্বারা পরমাত্মাকে শ্রবণ করিয়া যুক্তির দ্বারা নিশ্চিত করিবেক।

আর্ষংধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মংবেদ নেতরঃ॥

মনুঃ॥

যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রকে বেদ সম্মত তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করে সেই ব্যক্তি ধর্ম্মকে জানে ইতরে জানে না।

কেবলংশাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

বৃহস্পতিঃ॥

কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অর্থের নিশ্চয় করিবেক না, যেহেতু তর্ক বিনা শাস্ত্রার্থকে নির্ণয় করিলে ধর্ম্মের হানি হয়।

আপনি লেখেন যে "বেদে ও শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণেতে সাকার বিগ্রহ কৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাকার যে কৃষ্ণ কেবল তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন।" ইহার উত্তর, শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া যে কহিয়াছেন ইহা বেদের কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না এবং ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ও অপ্রসিদ্ধ কথা; কারণ ভগবান্ বেদব্যাস কৃত বেদান্ত দর্শন দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে স্থাপিত হইয়াছে যে সমুদয় বেদের প্রতিপাদ্য এক মাত্র নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর হয়েন এবং ইহার প্রমাণ সাক্ষাৎ শ্রুতিতে ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হইতেছে। বেদেতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ের এই মাত্র কথা আছে।

তদ্ধৈতৎঘোরআঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় আক্ত্বোবাচ অপিপাসএব সবভূব সোঽন্তবেলায়ামেতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসীতি॥

ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ॥

অঙ্গিরসের বংশজাত ঘোর নামে যে কোন এক ঋষি তিনি দেবকী পুত্র কৃষ্ণকে পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যার উপদেশ করিয়া কহিয়াছেন যে যে ব্যক্তি পুরুষ যজ্ঞকে জানেন তিনি মরণ সময়ে এই তিন মন্ত্রের জপ করিবেন, পরে কৃষ্ণ ঐ ঋষি হইতে বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া অন্য বিদ্যা হইতে নিস্পৃহ হইলেন॥

আর পুরাণ শাস্ত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম রূপে সংস্থাপন করিবার যে মানস করিয়াছেন সেও অসাধ্য; তবে আপনার এই মানস সিদ্ধ হইবার কতক উপায় থাকিত যদি পুরাণোক্ত সকল সাকারের মধ্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া সকল পুরাণে কহিতেন। যেমন শ্রীভাগবত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম কহিয়া বিস্তার রূপে তাঁহার বর্ণন করেন, সেই রূপ শিব পুরাণ প্রভৃতিতে মহাদেবকে এবং কালী পুরাণ প্রভৃতিতে কালিকাকে ও শাম্ব পুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যকে বিশেষ রূপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন, এবং মহাভারতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিনকেই ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন। অতএব ভাগবতাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন এই প্রমাণের বলে যদি দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণবিগ্রহকে কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া মানা যায় তবে ব্রহ্মা সদাশিব সূর্য্য প্রভৃতি যাঁহারদিগকে পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারদিগের প্রত্যেককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম করিয়া কেন না স্বীকার কর? যদি কহ পুরাণাদিতে অনেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন আর অন্যকে বাহুল্যরূপে কহেন নাই এপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর, যাহারদিগের নিকট যে গ্রন্থ শাস্ত্র রূপে প্রমাণ হয় তাহারা এমত কহে না যে বারম্বার তাহাতে যাহা কহেন তাহা মান্য আর একবার দুইবার যাহা কহেন তাহা মান্য নহে, যেহেতু যাহার বাক্য প্রমাণ হয় তাহার একবার কথিত বাক্যকেও প্রমাণ করিয়া মানিতে হয়। অন্য অপেক্ষা করিয়া যে পুরাণে শ্রীকৃষ্ণকে বাহুল্য রূপে কহিয়াছেন এমতও নহে, মহাভারতে বরঞ্চ কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা শিবমাহাত্ম্য বর্ণন অধিক দেখা যাইতেছে এবং সকল পুরাণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য অপেক্ষা ভগবান্ শিবের এবং ভগবতীর বর্ণন অল্প হইবেক না। যদি বল যাঁহাকে যাঁহাকে পুরাণেতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন সুতরাং তাঁহারদিগের হস্ত পাদাদি অবয়বও ঐ রূপ আনন্দ নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর, অবয়ব বিশিষ্ট সকলেই প্রত্যেকে ব্রহ্ম হইলে "একমেবাদ্বিতীয়ং" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতির বি-

বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ বেদ সম্মত যুক্তির দ্বারাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং কারণ এক বিনা অনেক হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ পুরাণে যাঁহাকে যাঁহাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তাঁহারদিগের সকলের আনন্দময় হস্ত পাদাদি অবয়ব স্বীকার করিলে সর্ব্ব প্রকারে প্রত্যক্ষের বিপরীত হয়, যেহেতু তাহা হইলে সূর্য্য যাহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে তাহার আনন্দ নির্ম্মিত শরীর স্বীকার করিতে হইবেক, এবং সুতরাং প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ ইহাও মানিতে হইবেক যে সূর্য্যের আনন্দময় উত্তাপের দ্বারা কষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা সুখানুভব হইতেছে। যদি বল যে যে সকল দেবতারদিগের ব্রহ্ম রূপে বর্ণন আছে তাঁহারা অনেক হইয়াও বস্তুতঃ এক হয়েন। উত্তর, পরমাত্মদৃষ্টিতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই এক বটেন কিন্তু নাম রূপ ময় প্রপঞ্চ দৃষ্টিতে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ একবক্ত্র পঞ্চবক্ত্র কৃষ্ণবর্ণ শ্বেত বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন শরীরের ঐক্য স্বীকার করিলে ঘট পট পাষাণ বৃক্ষ ইত্যাদিরও ঐক্য মানিয়া প্রত্যক্ষকে এবং শাস্ত্রকে একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হয়। যদি বল এই রূপে যত নাম রূপ বিশিষ্টকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন তবে সেসকল শাস্ত্র কি অপ্রমাণ? উত্তর, সে সকল শাস্ত্র অবশ্যই প্রমাণ যেহেতু তাহার মীমাংসা সেই সকল শাস্ত্রে ও বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

নাম রূপেতে ব্রহ্মের আরোপ করিতে পারে কিন্তু ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিতে পারে না যেহেতু ব্রহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট হয়েন; আর উৎকৃষ্টের আরোপ অপকৃষ্টে হইতে পারে কিন্তু অপকৃষ্টের আরোপ উৎকৃষ্টে হইতে পারে না। যেমন রাজার অমাত্যে রাজ বুদ্ধি করা যায় কিন্তু রাজাতে অমাত্য বুদ্ধি করা যায় না।

অতএব নাম রূপ সকল যে সদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করা অশাস্ত্র নহে। এই রূপে নাম রূপ বিশিষ্ট সকলকে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করাতে কি জানি ঐ সকলকে নিত্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম করিয়া যদি লোকের ভ্রম হয় এ নিমিত্ত ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁহারদিগকে পুনর্ব্বার জন্য এবং নশ্বর করিয়া পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন যেন কোন মতে এমত ভ্রম না হয় যে তাহারদিগের কেহ স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম হয়েন। এস্থলে তাহার এক উদাহরণ লেখা যাইতেছে এই রূপে অন্যত্র জানিবেন। শ্রীকৃষ্ণকে অনেক শাস্ত্রে ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার দান ধর্ম্মে লেখেন

রুদ্রভক্ত্যা তু কৃষ্ণেন জগদ্ব্যাপ্তং মহাত্মনা ॥
মহাভারতং ॥

শিব ভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে ॥

প্রাদুরাসন্ হৃষীকেশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥
সৌপ্তিকপর্ব্ব ॥

মহাদেব হইতে শত শত সহস্র সহস্র হৃষীকেশ উৎপন্ন হইয়াছেন।

ব্রহ্মবিষ্ণুসুরেশানাং স্রষ্টা যঃ প্রভুরেব চ।
দানধর্ম্মঃ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু আর সকল দেবতার সৃষ্টি কর্ত্তা মহাদেব হয়েন।

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশানএব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং ॥

বিষ্ণুর এবং আমার অর্থাৎ ব্রহ্মার এবং শিবের যেহেতু শরীর গ্রহণ তুমি করাইয়াছ অতএব কে তোমাকে স্তব করিতে পারে

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদিদেবতাভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ শ্রেয়ঃ সমাচরেৎ॥
কুলার্ণবঃ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেবতা এবং যাবৎ শরীর বিশিষ্ট বস্তু সকলে নাশকে পাইবেন অতএব আপন আপন মঙ্গল চেষ্টা করিবেক।

বিশেষতঃ ভাগবতেই কহেন যে ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা করিতেন, ইহার দ্বারা ঐ ভাগবতে স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে উপাসক যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি সাক্ষাৎ উপাস্য ব্রহ্ম নহেন।

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগ্যতঃ।
ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানং পুরুষং প্রকৃতেঃপরং ॥
ভাগবতং ॥

কোথায় সন্ধ্যা করিতেছেন কোন স্থানে মৌন হইয়া ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতেছেন কোথায় বা প্রকৃতিরপর যে ব্যাপক এক পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন এমত রূপ কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন।

আপনি “ চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ। উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥ ” এ বচনের তাৎপর্য্য এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে চিন্ময় চতুর্ভুজাদি আকারের ধ্যানের নিমিত্ত প্রতিমা করা যায়। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই

যে চিন্ময়স্য ইত্যাদি শ্লোকের প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে এই অর্থ স্পষ্ট রূপে নিষ্পন্ন হইতেছে যে জ্ঞান স্বরূপ দ্বিতীয় রহিত বিভাগ শূন্য এবং শরীর রহিত যে পরব্রহ্ম তাঁহার রূপের কল্পনা উপাসকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোন্ শব্দ হইতে চতুর্ভুজাদি আকার আপনি প্রতিপন্ন করেন। বিশেষতঃ শ্লোকের অর্থ এই যে রূপ রহিতের রূপ কল্পনা সাধকের হিতের নিমিত্ত করিয়াছেন আপনি ব্যাখ্যা করেন যে চতুর্ভুজাদি রূপের কল্পনা করিয়াছেন অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথম অবধি আপনকারদিগের মতে প্রবিষ্ট হইয়া পক্ষপাতে মগ্ন না হইয়া থাকে তাহারা এ রূপ সর্ব্ব প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যাকে কর্ণেও স্থান দেয় না। বাস্তবিক যে যে বচনে দ্বিভুজ চতুর্ভুজ শতভুজ সহস্রভুজ ইত্যাদি রূপকে ব্রহ্মের আরোপে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই সকল বচনের সহিত বেদান্ত সূত্রের একবাক্যতা করিয়া তাবৎ ঋষিরা ও গ্রন্থকর্ত্তারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে সেই সকল আকার কল্পনা মাত্র যাবৎ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা না হয় তাবৎ ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার সম্ভাবনা হয়, কিন্তু ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে পরে কাল্পনিক রূপের উপাসনার প্রয়োজন থাকে না যেহেতু সেই ব্যক্তি সকল বিশ্বের পূজ্য হয়।

সর্ব্বে অস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি॥
ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি সকলকে দেবতারা পূজা করেন।

তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে॥
বৃহদারণ্যকং॥

ব্রহ্ম নিষ্ঠের বিঘ্ন করিতে দেবতারাও সমর্থ হয়েন না।

আর যদ্যপি শ্রীভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সাকারকে ব্রহ্ম করিয়া ভূরি স্থানে কহিয়াছেন বস্তুতঃ পর্য্যবসানে অধ্যাত্মজ্ঞানকেই সর্ব্বত্র দৃঢ় করিয়াছেন। যেমন শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করিতে কহিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে কি কৃষ্ণকে কি তাবৎ চরাচরকে ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করিবে। অতএব আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তকে যে ব্যক্তি ব্রহ্ম রূপে জ্ঞান করে সে কৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব কেন বিপ্রতিপত্তি করিবেক।

অহংযূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরং॥
ভাগবতং ॥

হে যদুবংশ শ্রেষ্ঠ বসুদেব আমি ও তোমরা এবং এই বলদেব আর দ্বারকাবাসি যাবৎ লোক এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান কেবল এসকলকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান এমত নহে কিন্তু স্থাবর জঙ্গমের সহিত সমুদায় জগৎকে ব্রহ্ম করিয়া জ্ঞান।

অতএব যে ভাগবতে কৃষ্ণবিগ্রহকে ব্রহ্ম কহেন সেই ভাগবতে ঐ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিধি দিতেছেন যে যেমন আমাতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিবে সেই রূপ যাবৎ চরাচর নাম রূপেতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করিবে। এবং নানা প্রকার দারুময় শিলাময় প্রভৃতি প্রতিমা পূজার বিধান ভাগবতে করিয়া পরে আপনিই সিদ্ধান্ত করেন

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥
ভাগবতং ॥

তাবৎ পর্য্যন্ত নানা প্রকার প্রতিমার পূজা বিধিপূর্ব্বক করিবেক যাবৎ অন্তঃকরণে না জানে যে আমি পরমেশ্বর সর্ব্ব ভূতে অবস্থিতি করি।

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
ভাগবতং ॥

আমি সকল ভূতে আত্মা স্বরূপ হইয়া অবস্থিতি করিতেছি এমত রূপ আমাকে না জানিয়া মনুষ্য সকল প্রতিমাতে পূজার বিড়ম্বন করে।

যোমাংসর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
ভাগবতং ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বভূত ব্যাপী আমি যে আত্মা স্বরূপ ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত প্রতিমার পূজা করে সে কেবল ভস্মেতে হোম করে।

অতএব পরমেশ্বরকে বিভু করিয়া যাহার বিশ্বাস আছে তাহার প্রতি প্রতিমাদিতে পূজার নিষেধ ঐ ভাগবতে করিয়াছেন। যদি এমত আশঙ্কা কর যে শ্রীভাগবতে এবং মহাভারতে স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা করিয়া কহিয়াছেন অতএব তিনিই কেবল সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হয়েন। ইহার উত্তর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সেই রূপ তৃতীয়স্কন্ধে কপিলও আপনাকে সর্ব্বব্যাপি পরিপূর্ণ স্বরূপ পরমাত্মা রূপে কহিয়াছেন অথচ আপনারা এ উভয়ের অনেক তারতম্য করিয়া থাকেন।

এই রূপ ইন্দ্র এবং অন্য অন্য দেবতারা এবং ঋষিরা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে আপনারদিগকে ব্রহ্ম করিয়া কহেন অতএব ইহার মীমাংসা বেদান্ত সূত্রে করিয়াছেন।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ।

বৃহদারণ্যকে ইন্দ্র যে আপনাকে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন সে শাস্ত্রানুসারেই কহিয়াছেন যেমন বামদেব ঋষি আপনাকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছিলেন যে "অহংমনুরভবংসূর্য্যশ্চেতি" আমি মনু ও আমি সূর্য্য হইয়াছি।

অধিক কি কহিব আমরাও আপনারদিগকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে ব্রহ্ম করিয়া কহিবার অধিকার রাখি যথা

অহংদেবোনচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি নশোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

আপনি লেখেন যে "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি" এই শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই ইহাতে বোধ হইতেছে যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ মুক্তি হয় এবং সাকার উপাসনার দ্বারাও সাক্ষাৎমুক্তি হয়।" উত্তর যদ্যপি এ শ্রুতিতে বিদিত্বা শব্দের পর এবকার নাই তথাপি উপক্রম উপসংহার এবং অন্য অন্য শ্রুতির সহিত এক বাক্যতা করিয়া এবকারের যোগ বিদিত্বা শব্দের সহিত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।

তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাংশান্তিঃ শাশ্বতীনেতরেষাং।

কঠবল্লী॥

যে সকল ব্যক্তি সেই বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা আত্মাকে জানেন তাঁহারদিগের শাশ্বতী শান্তি অর্থাৎ নিত্যমুক্তি হয় তদিতরের মুক্তি হয় না।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

তলবকারশ্রুতিঃ।

যে সকল ব্যক্তি ইহ জন্মে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আত্মাকে জানেন তাঁহারদিগের সকল সত্য হয় অর্থাৎ মুক্তি হয় আর যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে না জানেন তাঁহারদিগের মহান্ বিনাশ হয়।

তেষাংসততযুক্তানাং ভজতাংপ্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগংতং যেন মামুপযান্তি তে॥

গীতা।

যে সকল ভক্ত এই রূপে আমাতে আসক্ত চিত্ত হইয়া প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে তাহারদিগকে সেই জ্ঞানরূপ উপায় আমি দিই যাহার দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্রংসর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

মনুঃ॥

এই সকল ধর্ম্ম হইতে আত্ম জ্ঞান পরম ধর্ম্ম হয়েন তাহাকেই সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ জানিবে যেহেতু সেই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।

আর লেখেন যে আমরা এক স্থানে লিখিয়াছি যে এ সকল যত কহিয়াছেন সে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র আর অন্যত্র লিখি যে এপ্রকার রূপ কল্পনা কেবল অল্প কালের পরম্পরা দ্বারা এ দেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে অতএব আমারদিগের দুই বাক্যের পরস্পর অনৈক্য হয়। উত্তর, রূপের কল্পনা পূর্ব্বাবধি ছিল বটে; কিন্তু পূর্ব্বে যে সকল দুর্ব্বল অধিকারি ছিলেন তাঁহারা মনঃস্থিরের নিমিত্ত কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন এবং সেই রূপকে পরব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায় মাত্র জানিতেন সেই পরিণত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধাম বাসি যাহা বেদ এবং যুক্তি এ উভয়ের বিরুদ্ধ হয় এমত জানিতেন না, পরন্তু সেই কাল্পনিক রূপকে বিভু নিত্য ও নিত্যধামবাসি করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর যে স্থলে আমরা লিখিয়াছিলাম যে এপ্রকার কল্পনা অল্প কাল হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই ছিল যে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত কৃত নানা প্রকার নবীন নবীন বিগ্রহ এদেশে অল্প কাল অবধি প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এখন এই উত্তরের সমাপ্তিতে নিবেদন করিতেছি যে মহাশয় বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত অতএব পরমার্থ সাধন কি হয় আর কোন্ ব্যাপার কেবল মনোরঞ্জন লৌকিক ক্রীড়া স্বরূপ হয় ইহা পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া অবশ্য বিবেচনা করিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

দ্বিতীয় ভাগ
১৩ সংখ্যা
১ ভাদ্র ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

হা কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে কয় ব্যক্তি বিবেচনা মত কর্ম্ম করে! কয় ব্যক্তি পরমেশ্বর যে মন্ত্রিকে মনে স্থাপনা করিয়াছেন তাহার বাক্য সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করে! মনুষ্য যদি বিচার করিয়া কার্য্য করিত, এবংসেই ঈশ্বর দত্ত মন্ত্রির বাক্য শ্রবণ করিত তবে কেন এসংসারে যন্ত্রণা হইবে? ইন্দ্রিয়কে শৈথিল্য না করিলে শারীরিক পীড়া ও মানসিক যাতনালোক সকল কেন ভোগ করিবে? বিশেষতঃ এই বিবেচনার অধীনে না থাকাতে অধুনা বঙ্গ দেশের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! পূর্ব্বে যে কালে আমারদিগের ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল, তখন আচার ব্যবহারেরও এক প্রকার নির্ণয় ছিল; কিন্তু পরাধীন হওয়াতে আমরা এইক্ষণে মুসলমান, ইংরাজ, প্রভৃতি নানা জাতিতে বেষ্টিত থাকিয়া নানা প্রকার বিজাতীয় প্রথার অনুবর্ত্তি হইতেছি। সেই সমুদয় ব্যবহার যদি উৎকৃষ্ট হইত, তবে কেন আমরা আক্ষেপ করিব? এদেশীয় লোকের স্বভাব কি মন্দ! বরঞ্চ অন্য জাতিদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া অতি অধম এবং ঘৃণিত যে সকল আচরণ তাহারই পশ্চাদ্বর্ত্তি হইতে সর্ব্বদা অভ্যাস করেন। অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে মদিরাপানের ব্যবহার যাহা ভারতবর্ষে প্রায় ছিলনা অধুনা ইউরোপীয় লোকের আদর্শ ক্রমে এদেশে প্রচুর রূপে প্রচলিত হইয়াছে। যে মদ্যপানের অতিক্রম হইলে সকল দোষ একত্র হয়, এইক্ষণে তাহা এই বঙ্গ ভূমিতে প্রবল হইয়া মহা অনিষ্টের মূল হইয়াছে। অতি ইতর অবধি অতি সম্ভ্রান্ত ভাগ্যবান্ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে এই ব্যবহার প্রতি দিবস বৃদ্ধি হইতেছে। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে কলিকাতার অবস্থা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। তিনি তৎকালে এমত পথ দেখিতে পাইবেন না যাহাতে ভূরি ভূরি মনুষ্য সুরাপানে মত্ত হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ব্যবহার না করিতেছে, এবং কোন পল্লীর মধ্যে তিনি এরূপ অধিক গৃহ দেখিতে পাইবেন না যেখানে বহু ব্যক্তি দল বদ্ধ হইয়া মদ্যরসে প্রমত্ত না হইতেছে। বিশেষতঃ দেশের মধ্যে কোন পাপ প্রবিষ্ট হইলে এই আশা থাকে যে বিদ্বান্ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সেই পাপ বিনষ্ট হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্য যে এইক্ষণে যাঁহারা আপনারদিগকে বিদ্যাবান্ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই এই মোহকারি দুষ্কর্ম্মে অধিক মুগ্ধ হইতেছেন। ইহা তাঁহারদিগের বিবেচনা করা উচিত যে বুদ্ধিকে ক্ষয় করিবার জন্য কি তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে জ্ঞানের অনুশীলনা করিয়াছেন? চরিত্রকে অপবিত্র করিবার জন্য কি তাঁহারা নীতি বিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন? ইহা কি তাঁহারা জানেন না যে যে ইউরোপীয় জাতির দৃষ্টা-

ন্তের অনুবর্ত্তি হইয়া মদিরাপানের রসজ্ঞ হইয়াছেন, সেই জাতিরাই অপরিমিত মদ্যপায়ির সংসর্গ পর্য্যন্ত ঘৃণা করে। এইক্ষণে ঐ ইউরোপীয়েরা তাহারদিগের মধ্যে ইতর নাবিক প্রভৃতিকে ঐ কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তে নানা স্থানে সভা সংস্থাপিত করিতেছে, কিন্তু বঙ্গদেশস্থ মনুষ্যের মধ্যে ইহার দমন দূরে থাকুক ক্রমশঃ ইহার অতিক্রমই হইতেছে। এই অপরিমিত মদ্যপান কত অমঙ্গলের মূল হইয়াছে। ইহার প্রবলতা হইলে অবিলম্বে অনিয়মিত সম্ভোগের লালসা চিত্তকে আকর্ষণ করে, এবং তদ্দ্বারা তাহার অনন্যথা ফল রোগ, দরিদ্রতা, প্রভৃতি নানা অনিষ্ট উপস্থিত হইতে থাকে। পরিমিত পান ভোজনের ত্রুটি হইলে শারীরিক সুস্থতার ক্রমে হ্রাস হয়; এই হেতু কত বলবান্ ব্যক্তি নিঃশক্তি এবং অলস হইয়াছে, কত ব্যক্তি যৌবন সময়ে বৃদ্ধের ন্যায় জীর্ণ হইয়াছে, এবং কত ব্যক্তি ভগ্ন শরীর হইয়া অল্প কালে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃতগ্রন্থের চূর্ণক।

শিষ্য—কাহাকে উপাসনা কহেন?

আচার্য্য—তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং॥
শ্রুতিঃ॥

সেই এক আত্মাকে জান।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত॥
বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ॥

আত্মারই উপাসনা করিবেক।

সেই এক আত্মাকে জান এবং আত্মারই উপাসনা করিবেক এই দুই শ্রুতির দ্বারা স্পষ্ট হইতেছে যে আত্মজ্ঞানই আত্মার উপাসনা।

শিষ্য—কে উপাস্য?

আচার্য্য—ঘটিকা যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশি চক্রে বেগে ধাবমান গ্রহ চন্দ্রাদি যুক্ত যে অচিন্তনীয় রচনা বিশিষ্ট এই জগৎ এবং নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরিতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হয়েন।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে এবং জন্মিয়া যাঁহার দ্বারা স্থিতি করিতেছে এবং অন্তে যাঁহাতে লয় হইতেছে তাঁহাকে জান তিনি ব্রহ্ম।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

সামান্য রূপে যিনি সকলকে জানেন এবং বিশেষ রূপে যিনি সকলকে জানেন এবং যাঁহার জ্ঞান মাত্র তাবৎ সৃষ্টির উপায় হইয়াছে সেই অবিনাশি ব্রহ্ম হইতে এই ব্রহ্মা আর নাম রূপ এবং অন্ন ইত্যাদি সকল জন্মিয়াছে।

শিষ্য—তিনি কি প্রকার?

আচার্য্য—তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হয়েন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হয়েন না।

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

যে ব্রহ্মের স্বরূপ কথনে বাক্য মনের সহিত অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হয়েন।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
তলবকারশ্রুতিঃ॥

যাঁহাকে মনের দ্বারা জানা যায় না যিনি মনকে জানিতেছেন তাঁহাকেই কেবল ব্রহ্ম করিয়া জান, অন্য যে পরিচ্ছিন্ন যাহাকে লোক সকল উপাসনা করেন সে ব্রহ্ম নহে।

শিষ্য—কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?

আচার্য্য—তাঁহার স্বরূপকে মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে বারম্বার কহিয়াছেন। এবং যুক্তি সিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অথচ ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের

কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়।

অথাতআদেশোনেতি নেতি ॥
বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ॥

ব্রহ্মের উপদেশ এই হয় যে ব্রহ্ম তাবৎ প্রপঞ্চ বস্তু হইতে ভিন্ন।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্গচ্ছতি নোমনোন
বিদ্মোন বিজানীমোনথৈতদনুশিষ্যাদন্যদে-
ব তদ্বিদিতাদথোঅবিদিতাদধি ॥
তলবকারোপনিষদ॥

চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায়েন না, বাক্য তাঁহাকে কহিতে পারেননা, মন তাঁহাকে ভাবিয়া পায়েন না, অত এব শিষ্যকে কি প্রকারে ব্রহ্মের উপদেশ করিতে হয় তাহা আমরা কোন মতে জানি না, কিন্তু বেদে এই এক প্রকারে উপদেশ করেন যে যাবদ্বিদিত এবং অবিদিত বস্তু হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন হয়েন।

শিষ্য — বেদে কোন স্থলে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিতেছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ তাঁহার প্রতি করিতেছেন ইহার সমাধান কি ?

আচার্য্য — যে স্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দে কহেন সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥
কঠশ্রুতিঃ॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিরূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি রূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়েন তাঁহার জ্ঞান গোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন? অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক, আর সর্ব্ব প্রকারে তিনি অনির্ব্বচনীয় এবং নির্ব্বিশেষ ইহা জানিবেক, এই দুইয়ের মধ্যে অস্তি মাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথম জানিলে যথার্থ অনির্ব্বচনীয় রূপে তাঁহাকে পশ্চাত জানা যায়।

শিষ্য — কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয় ?

আচার্য্য—এইপ্রত্যক্ষ পরি দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তা পরমেশ্বর হয়েন, শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ এইরূপ যেচিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয় দমনে ও প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়। ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন—অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে এরূপে নিয়োগ করিতে যত্ন করিবেন যাহাতে আপনার বিঘ্ন ও পরের অনিষ্ট না হইয়া স্বীয় ও পরের অভীষ্ট জন্মে, বস্তুতঃ যে ব্যবহারকে আপনার প্রতি অযোগ্য জানেন তাহা অন্যের প্রতিও অযোগ্য জানিয়া তাহা হইতে নিরস্ত থাকিবেন। প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন — অর্থাৎ অভ্যাস সিদ্ধ ইহা হইয়াছে যে শব্দের অবলম্বন বিনা অর্থের অবগতি হয় না, অতএব পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী বা অন্য অন্য শ্রুতির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেন। অগ্নি বায়ু সূর্য্য ইহাঁরদিগের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে ও ব্রীহি যব ওষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে, সে কেবল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থ প্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থকে দৃঢ় করিবেন। ব্রহ্ম বিদ্যার আধার সত্য কথন ইহা পুনঃ পুনঃ বেদে কহিয়াছেন, অতএব সত্যের অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সত্য যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনায় সমর্থ হওয়া যায়।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
কঠশ্রুতিঃ॥

এই যে অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল অথচ অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল ঊর্দ্ধ আর যাবত অব্যক্ত স্থাবর জঙ্গম এই সংসার বৃক্ষের বিস্তীর্ণ শাখা হইয়াছে। এই বৃক্ষের মূল স্বরূপ যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ এবংতিনি ব্যাপক হয়েন, তাঁহাকেই কেবল অবিনাশি করিয়া কহা যায়।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
কঠশ্রুতিঃ।

সেই পরমেশ্বরের ভয়েতে অগ্নি নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর তাঁহার ভয়েতে সূর্য্য নিয়ম মত প্রকাশ পাইতেছেন, আর তাঁহার ভয়েতে ইন্দ্র, বায়ু,

আর পঞ্চম যে গম তাঁহারা নিয়ম মত আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

তস্মাচ্চ দেবাবহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যামনুষ্যাঃ পশবোবয়াংসি॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ
শ্রদ্ধা সত্যংব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

দেবতা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছেন আর সাধ্য গণ মনুষ্য গণ এবং পশু ওপক্ষি গণ প্রাণ অপান বায়ু আর ব্রীহি যব এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, এবং বিধি ইহা সকল সেই পরমেশ্বর হইতে জন্মিয়াছে।

সত্যমায়তনং॥
তলবকারোপনিষদ॥

উপনিষদের আলয় সত্য হয়েন, অর্থাত্ সত্য থাকিলেই উপনিষদের অর্থ স্ফূর্ত্তি থাকে।

শিষ্য — এ উপাসনাতে দেশ, দিক্, কাল, ইহার কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না?

আচার্য্য — উত্তম দেশাদিতে উপাসনা প্রশস্ত বটে, কিন্তু এমত বিশেষ নিয়ম নাই; যে দেশে যে দিকে যে কালে চিত্তের স্থৈর্য্য হয় সেই দেশে সেই কালে সেই দিকে উপাসনা করিতে সমর্থ হয়।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাত্॥
বেদান্তসূত্রং॥

যে স্থানে চিত্ত স্থির হইবেক সেই স্থানে উপাসনা করিবেক।

যত্রৈবাস্য দিনে কালে বা মনসঃ সৌকর্য্যেণ একাগ্রতা ভবতি তত্রৈবোপাসীত, প্রাচী দিক্ পূর্ব্বাহ্ণ প্রাচীপ্রবণাদিবত্ বিশেষাশ্রবণাত্।
ভাষ্যং॥

এই সাধকের মন যে দিনে যে কালে যে স্থানে স্থির হইবেক সেই দিনে সেই কালে সেই স্থানে উপাসনা করিবেক, পূর্ব্বদিক্ পূর্ব্বাহ্ণাদিকাল বিশেষের কিছু শাস্ত্রে শ্রবণ নাই।

শিষ্য— এ উপাসনার উপদেশের যোগ্য কে?

আচার্য্য— ইহার উপদেশ সকলের প্রতিই করা যায়, কিন্তু যাঁহার যে প্রকার চিত্ত শুদ্ধি তাঁহার তদনুরূপ শ্রদ্ধা জন্মিয়া কৃতার্থ হইবার সম্ভাবনা হয়।

সহ শান্তহৃদয়এব বিরোচনোঽসুরান্ জগাম তেভ্যোহৈতামুপনিষদং প্রোবাচ। আত্মৈবেহ মহয্যঃ আত্মা পরিচর্য্যঃ আত্মানমেবেহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন উভৌ লোকৌ আপ্নোতি ইমঞ্চামুঞ্চেতি॥
ছান্দোগ্য শ্রুতিঃ॥

শান্তস্বভাব বিরোচন অসুরদিগের নিকট গমন করিয়া অসুরদিগকে এই উপনিষদ্ কহিয়াছিলেন যে আত্মাই পূজনীয় আত্মাই উপাসনার যোগ্য অতএব যে ব্যক্তি আত্মাকে সত্কার এবং উপাসনা করে সে ইহ লোক পর লোকে জয়ী হয়।

অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্ম্মুখাত্ প্রমুচ্য.ধূত্বা শরীরংঅকৃতং কৃতাত্মা ইত্যাদি।
ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ॥

অশ্ব যেমন রোম সকলকে পরিত্যাগ করে এবং চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়েন, তদ্রূপ পাপ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পাপ হইতে স্বীয় শরীরকে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ হইলেন॥

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতঃ
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে
প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে॥
কঠোপনিষদ্॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন। আর মন্দ ব্যক্তি শরীরের সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন।

বাল্যাবস্থাবসানে যৌবনাবস্থার প্রারম্ভ সময়ে মহাত্মা শৌনক এক দিন প্রত্যূষে ভ্রমণ কালীন উত্তমাধম সদসদ্ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিবেচনায় তদ্গতান্তঃকরণে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া এক কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমাগত গমন দ্বারা পর্ব্বতৈক সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তৎ স্থানে উচ্চ নিম্ন পথ জন্য চরণের প্রতিঘাতে কিঞ্চিৎ বেদনাগ্রস্ত হইয়া নেত্রপাত করিয়া দেখেন, যে সম্মুখে এক পর্ব্বত, তাহা হইতে দুই দিব্যাঙ্গনা নীচে আগমন করিতেছে। শৌনকের বোধ হইল, যেন তাঁহার নিকটেই আসিতেছে, তজ্জন্য তদপেক্ষায় কিঞ্চিৎ কাল সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ নিকটস্থা হইলে দেখেন, যে উভয়ই পরমা সুন্দরী যৌবনান্বিতা, কিন্তু বয়ঃক্রম শীলতা ও বেশাদি ভিন্ন ভিন্ন। যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা তিনি লজ্জায় নম্রবদনে মৃদু মৃদু গতিতে আগমন করিতেছেন, তাঁহার অনলঙ্কারই অলঙ্কার

হইয়াছে, এবং সমস্ত বদনে মাতৃ স্নেহ সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে। কনিষ্ঠাঙ্গনা নানালঙ্কার ভূষিতা, বিচিত্র বস্ত্রান্বিতা, হাস্য বদনা, বিবিধ রূপ লাবণ্য প্রকাশে অপাঙ্গ ভঙ্গিক্রমে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করত আগমন করিতেছে। স্বভাবতঃ চাঞ্চল্য বশতঃ দ্রুতগতি দ্বারা প্রথমাঙ্গনাকে পশ্চাৎ রাখিয়া শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, যে হে প্রিয় শৌনক, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেন চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া দুঃখিত হইতেছ? চিন্তা ও শোচনা প্রভৃতিকে দূরে রাখিয়া আমার এই পথে আগমন কর, যে পথ কেবল সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা বিস্তৃত ও নিবিড় বৃক্ষের ছায়াতে আবৃত আছে, এবং সেই সকল বৃক্ষে পক্ষিগণ মধুরস্বরে সর্ব্বদা কলরব করিতেছে। এ পথের পথিকের কখন পথশ্রান্তি নাই, কেবল অপার সুখেতে মগ্ন থাকে।

এই সকল মোহ জনক বাক্য শুনিয়া শৌনক আশ্চর্য্যান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে তুমি? তোমার নাম কি? আমার নাম প্রেয়, ও আমার অনুগত ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই সুখে কাল যাপন করেন; আর আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তাঁহার নাম শ্রেয়, ইহাঁর পরামর্শ যে কোন দুর্ভাগ্য ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহার আর দুঃখের সীমা থাকে না।

এই কালে ঐ প্রথমা যুবতী স্বভাবতঃ মৃদুগমনে সমীপে আসিয়া শৌনককে কহিতেছেন, যে হে শৌনক, তোমার শ্রদ্ধাদি নানা গুণে আকৃষ্ট প্রযুক্ত তোমার মঙ্গলার্থিনী হইয়া আগমন করিলাম। তুমি প্রেয় অঙ্গনার বাক্যেতে অবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ন্যায় মুগ্ধ না হইয়া আমার অনুগামী হও। আমার এ পথ অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ক্লেশ বোধ হয়, ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এই পথে যত প্রবিষ্ট হইবে, তত সুখের বৃদ্ধি হইবে; ক্রমে ইহার শেষ ভাগে উপস্থিত হইলে অনির্ব্বচনীয় নিত্য সুখে সুখী হইবে। কিন্তু আমার এই এক কঠিন প্রতিজ্ঞা আছে, যে প্রেয় অঙ্গনার কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি সৈন্যগণকে যুদ্ধেতে পরাজয় না করিলে আমি তাহাকে আমার সমভিব্যাহারি করি না। তুমি বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও।

প্রেয় এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিতেছে, যে হে শৌনক শুনিতেছ, যে শ্রেয় কি কি কঠিন ও দুঃখ দায়ক কর্ম্মের সাধন করিতে তোমাকে কহিতেছেন, ইহাতে কোন্ কালে কি অপ্রত্যক্ষ অনির্ব্বচনীয় নিত্য সুখ হইবে, তাহা উনিই জানেন। ইনি তোমার মঙ্গলার্থিনী হইলে আমার অধীন কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে কখন আদেশ করিতেন না। হা, কি আশ্চর্য্য! যদি কামাদির সহিত প্রণয় থাকিলে সম্পূর্ণ সুখ প্রাপ্তি হয়, তবে কোন্ সুবোধ ব্যক্তি ইহারদিগের সহিত নানা প্রকার ক্লেশ দায়ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দুরস্থ দুঃখকে আহ্বান করে? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকটে এতদ্রূপ দুরূহ ও দুঃখ সাধক বাক্য কোন মতেই গ্রাহ্য হয় না।

অপ্রত্যক্ষ সুখাশ্বাসে প্রত্যক্ষ সুখ পরিত্যাগ করা কি মূর্খ লোকের কর্ম্ম! হে প্রিয় শৌনক, তুমি আমার যখন সঙ্গী হইবে, তখন মণিমুক্তা বিরচিত স্বর্ণময় প্রাসাদে নানা বিধ সুগন্ধি পুষ্প বিরাজিত বিচিত্রিত পর্য্যঙ্কে অবস্থান করিয়া কি সুখযুক্ত হইবে! স্বয়ং বসন্ত কাল সর্ব্বদা মলয় মারুত প্রভৃতি নিজ অমাত্য দল লইয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবে, তাহাতে মলয় মারুতের মন্দমন্দাভিগমনে ও কোকিলাদি বিবিধ বিচিত্রিত পক্ষিগণের কলরব শ্রবণে কি উল্লাসিত হইবে! সুখ সেব্য উত্তমোত্তম মধুর ফল রসাস্বাদনে ও সুবাসিত সুশীতল জল পানে স্নিগ্ধ হইয়া কি পরিতুষ্ট হইবে! চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিদ্যাধরী পরমাসুন্দরী অপ্সরা গণের নানা বিধ সুস্বরে প্রকাশিত রাগ রাগিণী দ্বারা কি মোহিত হইবে! এই প্রকার নানা বিধ সুখকে পরিত্যাগ করিয়া এই দুঃখিনী দুঃখদায়িনী শ্রেয়ের পথাবলম্বন কোন্ সুবোধ ব্যক্তি করিয়া থাকে?

এই প্রকার কনিষ্ঠাঙ্গনা শৌনককে স্বীয়

অধীনে আনয়ন জন্য নানামতে ভূয়োভূয় দুষ্প্রবৃত্তি প্রদান করাতে করুণাময়ী শ্রেয়ঃ দুঃখিতান্তঃকরণে প্রেয়কে কহিতেছেন, যে এমত সুশীল শ্রদ্ধান্বিত তরুণাবস্থ ব্যক্তিকে দয়া না করিয়া যে একেবারে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিবার নিমিত্তে এবম্প্রকার কুপ্রবৃত্তি দিতেছ, ইহা তোমার স্বভাব মাত্র। তুমি যে প্রকার ইন্দ্রিয়াদি জন্য নানাবিধ সুখ দেখাইলে তাহা ক্রমাগত ভোগ করা কোন প্রকারে সম্ভব হয় না। যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে উপভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হয়। এতন্নিমিত্তে রাগরাগিণী ধ্বনি ও পক্ষিগণের মধুরস্বর অনবরত শ্রবণে উত্যক্ত হইতে হয়, এবং সর্ব্বদা কামের উপভোগে শরীরের অসুস্থতা হয়। এবং ইহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যে দুঃখানুভব ব্যতীত ইন্দ্রিয় দ্বারা সুখ বোধই হয় না। ক্ষুধার্ত্ত না হইলে ফলাদিভোজনে প্রবৃত্তি হয় না, তৃষ্ণার্ত্ত না হইলে জলপানে শরীর স্নিগ্ধ হয় না, নিদ্রাকুল না হইলে শয়নে তৃপ্তি হয় না। অতএব হে প্রেয়, তোমার যে ইন্দ্রিয় সুখ, তাহা সর্ব্বদা দুঃখ মিশ্রিতই হয়।

হে শৌনক, বিবেচনা কর, তুমি কি কেবল ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্তেই এপৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছ? তোমার দ্বারা কি এই জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই? এইবৃক্ষ দ্বারা কত প্রকার উপকার হইতেছে, তাহার ফল দ্বারা প্রাণি মাত্রের ক্ষুৎ পিপাসা নিবৃত্তি হইতেছে, তাহার আশ্রয়ে কতপ্রকার বিহঙ্গ প্রভৃতি সুখে কাল যাপন করিতেছে, তাহার ছায়া দ্বারা কত প্রকার জীবের শ্রান্তি নিবারণ হইতেছে, তাহার পত্র দ্বারা কত প্রকার রোগ শান্তি, ও কত জন্তুর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতেছে। এই প্রকার বায়ু জল অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি সকল বস্তুই জগতের উপকারের নিমিত্তে হইয়াছে। এই সাধারণ নিয়মে মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা করিতে, প্রতিবাসিদিগকে স্নেহ করিতে, রাজ্যের মঙ্গল চেষ্টা করিতে, দুঃখি লোকদিগকে হইতে উদ্ধার করিতে, পুত্র শিষ্যাদিকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে, অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান দিতে তুমিও এই পৃথিবীতে সৃষ্ট হইয়াছ। ইন্দ্রিয় সুখাশ্বাসে ঈশ্বরের এই নিয়মের অন্যথা করিতে চেষ্টা করিলে একেবারে ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হইবে। অতএব এই মিথ্যাবাদিনী বিশ্বাস ঘাতিনী প্রেয় অঙ্গনার অমৃতাবৃত বিষ পূরিত বাক্যে মুগ্ধ না হইয়া আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সাধ্যমত ঈশ্বরের নিয়ম জানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হও, যে ইহকাল ও পরকালে সুখী হইবে।

মহাত্মা শৌনক শ্রেয় অঙ্গনার এই প্রকার হিতবাক্য শ্রবণানন্তর জ্ঞানোদয় প্রযুক্ত প্রেয় অঙ্গনার সৈন্য দল কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে পরাজয় করিয়া শ্রেয়ের অনুগত হইয়া ইহকালে সুখ ও পরকালে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইলেন।

অতএব হে সভ্য মহোদয়েরা প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ কর, যে কল্যাণ হইবে। দ

সম্প্রতি পরম আহ্লাদের সহিত আমরা অবগত হইলাম যে বঙ্গদেশের কতক গুলীন সুবোধ মনুষ্য এদেশের প্রচলিত ধর্ম্ম যে সাকার উপাসনা তাহা পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত প্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারদিগের প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে গায়ত্রী বা অন্য শ্রুতিবিশেষের অবলম্বন দ্বারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন এবং উক্ত উপাসনার অন্তরঙ্গ সাধন যে কুকর্ম্ম পরিত্যাগ এবং সুকর্ম্ম অনুশীলন তাহাতে যত্নবন্ত থাকিবেন।

আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে এই ব্রাহ্ম দল অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসকদিগের দল ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে। এই সময়ে ইহা অপেক্ষা এদেশে কি অধিক আনন্দের ঘটনা হইতে পারে। জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি

যে ভারতবর্ষের প্রতি এরূপ প্রসন্ন হইয়াছেন।

এইক্ষণে আমারদিগের এই দেশস্থ সকল শ্রদ্ধান্বিত এবং সচ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করি যে শীঘ্র তাঁহারা এই দল ভুক্ত হয়েন। এই দলভুক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞার সহিত সকল কুকর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্রহ্মোপাসনাতে নিযুক্ত হইলে আপনার পরিত্রাণ এবং দেশের মঙ্গল একেবারেই করিতে পারিবেন। যাঁহারদিগের এই ব্রাহ্মদল ভুক্ত হইবার বাসনা থাকে তাঁহারা এই দলের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীধর ন্যায়রত্নের নিকটে প্রার্থনা করিলে ইহার সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

REPORT OF THE TUTTUVOADHINEE SUBHA.
1843-44

The TUTTUVOADHINEE SUBHA was established, on the 22d September 1839, by a select party of ten friends, who believed in god as "the One Unknown True Being, the Creator, Preserver and Destroyer of the Universe," and who maintained, that his spiritual worship was the only means of obtaining mental felicity here, and eternal beatitude hereafter. The avowed object of the members was to sustain the labours of the late Rajah Rammohun Roy, by introducing gradually among the natives of this country, that monotheistical system of divine worship, which is to be found inculcated in their original sacred writings in contradistinction to the multifarious perversions, which they have undergone in course of time. It could not be mistaken even by an ordinary observer, that the immense fabric of Hindoo Idolatry was tottering under the progress of Reformation, superinduced by the introduction of the European sciences, and a superior system of education into this country. The educated native mind relieved, as it were, from the burden which superstition had so long imposed, was naturally left to receive the first impression it could lay hold on. It was to have been feared, therefore, that, as a natural result of this course of events, the great body of the people, unshakled from the fetters of superstition, would either imbibe the pernicious principles of atheism, or embrace the doctrines of christianity, so successfully promulgated by its teachers—a consummation which the members could not bring themselves to look on with indifference, consistently with their regard for the welfare of their countrymen. It was to counteract influences like these, and inculcate on the Hindoo religious enquirer's mind doctrines at once consonant to reason and human nature, for which he has to explore his own sacred resources the Vaidanta, that the Society was originally established.

Connected with the objects of this society, the members deemed it of the utmost importance to found some institution which, while it should impart a knowledge of the vernacular language to the juvinile mind, might, at the same time, impress it with religious truths, and thereby assist to train up a class of persons who, if not able eventually to sustain the labours of the members, may at least co-operate with them, in the vast field in which they are engaged. The encouragement extended to their labours by the public, enabled the members to embrace the earliest opportunity to render their intentions practically useful, and in 1840, the second year after the establishment of the society, a Bengalee school was established at Calcutta, where in addition to the ordinary instructions inculcated in similar institutions, religious knowledge was imparted to the students. Conformably to the views of the members, instruction was, at first, exclusively conveyed through the medium of the Bengalee and Sancritu languages, and the attendance of the students was so regulated as to afford them an opportunity of resorting to the established seminaries of the city for an English education. The school remained open from 6 to 9 A. M. This, however, had not the desired effect, and was found too much for the boys. The classes gradually began to thin. It was, therefore, resolved to revise the system, and adopt a plan which would enable the students, during the hours of the school, to devote a portion of their time to the study of English, securing to them, at the same time, the advantages of a religious instruction. The increased encouragement and countenance extended to the objects of the society by the public, emboldened the members to take a decisive step. It remained, however, a matter of some difficulty to determine whether, the establishment on the improved plan, could, with the prospect of greater advantage, be removed from Calcutta. It was evident, that here the society could not afford, with its slender means, to hold out prospects of a superior system of scientific or literary education, which the ample resources, at the command of the Government Colleges enable them to do. It was no less apparent, that the state of education and religion in the interior of the country was lamentably defective, and as such, it became no less an act of generosity than of duty on the part of the society, to extend its operations to the interior, particularly to the ancient seats of Hindoo learning. Under these circumstances, the school at Calcutta was given up, and one established on the 30th of April 1843, at Banshbaria near Hooghly, an eminent seat of Hindoo learning. No expence and care have been spared to render it worthy

of the sacred object to which it is consecrated, and the members are happy to be able to state, that, under divine providence, the school continues in a flourishing state. Some friends in the Government College at Hooghly, have kindly taken upon themselves to superintend the studies of the students, for which the society offers its grateful thanks.

When the society was first projected, its permanency and ultimate success, from the known apathy of natives generally to encourage similar undertakings, was a subject of anxious consideration with the members. Time and experience gradually dispelled these apprehensions. Through the blessing of God, not a single day passed without adding to the rank of the members and supporters to the cause. Education had already gone far to disabuse the native mind of deep rooted prejudices, and the impetus thus opportunely given, was not lost. From the subjoined statement, it will appear that there has been a progressive increase of the funds of the society since its establishment.

	Co.'s. Rs.	As.	P.
1839-40	206	10	„
1840-41	1077	„	„
1841-42	1389	7	6
1842-43	2892	15	„
1843-44	3388	5	„
Total amount	8954	5	6

Exclusive of these sums, donations have been received to the amount of 1647-10-3 during the last five years.

About the commencement of the last year, the demand for religious instruction was found to be extensive among the natives, and numerous unsuccessful applications were made to the members for religious tracts and books which they had no means to supply. The Vaidanta and almost every other work, which embodied the exposition of the Vaidantic doctrines, or contained the theological controversies maintained with Hindoo Idolaters &c. were out of print, and it was with no inconsiderable difficulty that any single copy of these books could be found by the religious enquirer, except as a favour from some particular friend. Under the necessity which arose out of this disheartening circumstance, the directors took upon themselves to found a printing Establishment of their own, and with this powerful instrument in their hands, they put their shoulders to the wheel with increased energy, and forthwith commenced the republications of such works as were particularly wanted by the public. This paper which embraces the objects of the society, issues monthly from its press, and contains, besides extracts from, and expositions of, standard religious works, moral and theological disquisitions which the members choose to contribute.

The directors cannot conscientiously allow this opportunity to pass without giving expression to their feelings of gratitude towards the "Great Disposer of events" for the success which has attended their feeble exertions, to disseminate the knowledge of one true and living God. Can it fail to strike an ordinary observer, that the study of religion is, at present, most extensively cultivated, and its truths as carefully scrutinized among the Hindoos. The members are fully aware of the extent, to which the cause of religion was carried during the time of the celebrated Rammohun Roy. But it is no less a fact that, in his lamentable demise, it received a shock from which it was feared it could hardly have recovered. The exertions of the Tuttuvoadhinee Society, however, have imparted renewed energies to the cause. They have led a large number of the educated and respectable members of society, to appreciate the knowledge of God. The meetings of the Braumhu Sumauj are now attended by overflowing congregations, and religious discussions are extensively maintained in Native Society. We conclude this Report by praying, that Almighty God may vouchsafe moral strength to the members, that they may be enabled to persevere in, and accomplish the great work they have undertaken.

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়ের সহিত এক গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামির যে বিচার হয় তাহার চূর্ণক মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তত্ত্ববোধিনী সভার যে সভ্য প্রার্থনা করিবেন তিনি বিনা মূল্যে এক খণ্ড প্রাপ্ত হইবেন।

অশুদ্ধশোধন।

১২ সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৯৫ পৃষ্ঠায়একাদশ পঁক্তিতে যে "কল্পনা" শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "রূপ কল্পনা" হইবে।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শিমুলিয়ার অন্তঃপাতি হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণস্থিত বাটীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয়ে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় সম্প্রতিকের নিমিত্তে স্থাপিত হইল।

রিপু সকল যত ক্ষণ পরিমিত রূপে এবং শান্ত ভাবে বিবেচনার বশীভূত থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য সম্যক্‌ভাবে শান্তিরস আস্বাদন করে, কিন্তু যদি তন্মধ্যে কোন এক রিপু উক্ত সীমাকে উল্লঙ্ঘন করে তবে আর নিস্তার নাই— মনের স্থিরতা ভঙ্গ হয়, ধৈর্য্য চিত্তকে পরিত্যাগ করে, সকল আমোদে অসন্তোষ জন্মে, এবং সকল বিষয়ে বিরক্তি উপস্থিত হইয়া মনুষ্যকে জ্বালাতন করিতে থাকে। পৃথিবীময় যদি বিখ্যাত হয়েন, ঐশ্বর্য্য দ্বারা যদি বেষ্টিত থাকেন, সাংসারিক সমুদয় ব্যাপারে যদি জয়ী হয়েন, তথাপি রিপুর অধীন হইলে দুঃখ হ্রদ হইতে আপনাকে উত্থাপন করিতে শক্ত হয়েন না — তাঁহার আপনার অন্তঃকরণই গরলময় নরক সমান হয়। বিশেষতঃ যৌবনের উদ্যম হইতে পার হইয়া যখন জরাবস্থাতে পতিত হয়েন, তখন গত পরমায়ুর প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া কি প্রকার ক্লেশ সহ্য করেন! তাঁহার রাশি রাশি পূর্ব্ব কুব্যবহারের শোচনা তখন অন্তঃকরণে উদয় হয়। পূর্ব্বের পান ভোজনাদি সকল তৎকালে তিনি বিষ তুল্য দেখেন। জীবনের সার ভাগ যে যৌবন কাল, যাহা যোগ্যরূপে যাপন করিলে তিনি এসংসারে ধন্য হইতে পারিতেন, তাহাকে অতি তুচ্ছ এবং গর্হিত কর্ম্মে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সংসর্গি এবং সমান মান্য ছিলেন তাঁহারা তাঁহাকে অতিক্রম পূর্ব্বক যশঃ সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার সুস্থতা, সম্পত্তি, জ্ঞান, চরিত্র, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, তিনি আপনারই মূঢ়তা দ্বারা নষ্ট করিয়াছেন। কি পরিবার কি আত্মীয় সকল ব্যক্তিই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং ক্রোধবান্‌। এই সকল যখন তিনি প্রত্যক্ষ দেখেন তখন আপনিই আপনাকে ভৎর্সন করিয়া খিন্ন হয়েন। ইহা অপেক্ষা ক্ষোভ বা ক্লেশের বিষয় আর কি আছে? পরমেশ্বর হৃদয় মধ্যে যে এক যন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন, যাহা কোন কুকর্ম্ম করিবা মাত্র চিত্তকে যন্ত্রণাগ্রস্ত করে, সেই যন্ত্র এই সময়ে তাঁহাকে ঘোরতর যাতনা দিতে থাকে। অন্তরে তিনি এই প্রকার দুঃখে মগ্ন হয়েন, বাহিরে তিরস্কার ও অপমান সহ্য করিয়া ক্লিষ্ট হয়েন, ফলতঃ প্রাণঘাতিনী দুশ্চিন্তা দিবা রাত্রি তাঁহার চিত্তকে পেষণ করিতে থাকে!

এদেশে এইক্ষণে প্রচুররূপে বিদ্যার আলোচনা হইতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যার ফল যে ধর্ম্ম তিনি কি এইক্ষণে এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার কটাক্ষপাত করিয়াছেন? সমুদয়

যন্ত্রণার বীজ স্বরূপ যে পাপ তাহা হইতে কি এই দেশ মুক্ত হইতেছে ? কোথায় ? এপ্রকার সুমঙ্গলের সূক্ষ্ম চিহ্নও দৃষ্ট হয় না ; বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা আমারদিগের কারাগার সকল দুষ্কর্ম্মি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে ; চিকিৎসালয় সকল রোগির ঘোরতর নাদে ধ্বনিত হইতেছে ; ভার্য্যার মন স্বামির কদাচার দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছে এবং সন্তানের দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কোন্ মূর্খ ব্যক্তি তাহাকে নির্ব্বাণ করিতে যত্নবান্ না হয়? কিন্তু এস্থানের বিদ্বান্ লোক আমারদিগের আবাস ভারতবর্ষকে পাপাগ্নিযুক্ত দেখিয়াও তাহার নির্ব্বাণে যত্ন করা দূরে থাকুক, আপনারা অবোধ পতঙ্গের ন্যায় সেই অগ্নিতে গাত্র পাত করিতেছেন — তাহাতে অগ্নি প্রবাহ ক্রমশঃ অষ্ট দিকে বহিতেছে। এদেশের কি দুর্ভাগ্য ! কি দুর্ভাগ্য !

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৩১ শ্রাবণ ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

প্রথম অধ্যায়।

পরমেশ্বর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি নাশ যোগ্য সুনিয়ম সকল সংস্থাপন দ্বারা এই বিশ্ব রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। সেই সকল নিয়ম এপ্রকার আশ্চর্য্য যে তাহা চিন্তা করিলে চমৎকারে স্থির হইতে হয়; সেই সকল নিয়মের পরস্পর এপ্রকার কৌশলযুক্ত সম্বন্ধ যে তাহা আলোচনা করিলে জগদীশ্বরকে একান্ত মনে ধন্যবাদ করিতে হয়, এবং সেই সকল নিয়ম এপ্রকার প্রচুর মঙ্গলের কারণ যে তাহা স্মরণ করিলে কৃতজ্ঞতা সাগরে মগ্ন থাকিতে হয়। জল বায়ু মৃত্তিকা অগ্নি ইহারদিগের প্রত্যেকেতে এরূপ গুণের আরোপণ করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ দ্বারা নিয়োগ করিয়াছেন, যে তাহাতে জলস্রোতের ন্যায় অনায়াসে সংসারের কার্য্য যথা ক্রমে উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই সকল ঈশ্বরকৃত গুণের ও সম্বন্ধের সঙ্খ্যা করা যদিও মনুষ্যের সাধ্য নহে, এবং যদিও সেই সকলকে মর্ত্ত্যলোকের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সম্যক্‌রূপে ধারণা করা সম্ভব নহে, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইবার জন্যে এই জগতের রচনা বিষয়ে যথা শক্তি কিঞ্চিৎ বলিতে চেষ্টা করি; বিশেষতঃ এই সংসার রূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ স্বরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে বেদেতেই অনুমতি আছে।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় জগতে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া মৃত্যুর পর মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন॥

আমারদিগের প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা মহৎপদার্থ। যে কালে পৃথিবী সেই সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে তাহার নাম বৎসর। এই বৎসরের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ! শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি প্রভৃতি এই নির্দ্দিষ্ট দ্বাদশ মাসের মধ্যে যথাক্রমে গমনাগমন করে। প্রতি বৈশাখে গ্রীষ্ম, প্রতি আষাঢ়ে বর্ষা, প্রতি ভাদ্রে শরৎ, প্রতিকার্ত্তিকে শিশির, প্রতি পৌষে শীত, এবং প্রতি ফাল্গুণে বসন্ত কাল অবাধে হইতেছে ; কিন্তু বিশেষ চমৎকার এই যে বৃক্ষাদিতেও এ প্রকার স্বভাব আছে, যে তাহারদিগের ফল পুষ্প উৎপত্তি প্রভৃতি আবশ্যক কার্য্য সকল ঋতুর সহযোগে ঐ এক বৎসরের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দিন দিন বৃক্ষাদির অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইতে থাকে, এবং সম্বৎসরে সেই সমুদয় ব্যাপার সমাধা হওয়াতে যথা নির্দ্দিষ্ট কালে ফলাদির উদ্ভব হয়। আম্রবৃক্ষে পৌষমাসে মুকুল হইবে, এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে সেই মুকুল পক্ব আম্র হইবে ইহা যত কাল বৎসরের এই পরিমাণ থাকিবে, এবং যত কাল বৃক্ষাদিরও এই গুণ থাকিবে, তত কাল অন্যথা হইবার নহে। জগদীশ্বর বৎসরকে বৃক্ষাদির যোগ্য করিয়াছেন, এবং বৃক্ষাদিকে বৎসরের উপযুক্ত করিয়াছেন। এই উভয়ের পরস্পর এতদ্রূপ সম্বন্ধ প্রযুক্ত পরমেশ্বরের উদ্ভিজ্জ যন্ত্র নিয়ম মত সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছে ; তাহাতে প্রতি

বৎসর যথা নির্দ্দিষ্ট কালে পুষ্প ফল শস্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল উন্নতি হইতেছে।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর বৎসরের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক বা অল্প করিলেও করিতে পারিতেন তাহার প্রতি সন্দেহ কি? পৃথিবী এইক্ষণে সূর্য্য হইতে প্রায় ১,০৫,০০,০০০ এক কোটি পঞ্চ লক্ষ যোজন * অন্তরে স্থাপিত আছে, কিন্তু যদি এই অন্তরের পরিমাণ ইহার অষ্টম ভাগ ন্যূন হইত, তবে গণনা দ্বারা নিশ্চয় হয়যে বৎসরের পরিমাণ প্রায় এক মাস অল্প হইয়া একাদশ মাস হইত, এবং অষ্টম ভাগ অধিক হইলে বৎসরের পরিমাণ প্রায় একমাস অধিক হইয়া ত্রয়োদশ মাস হইত। অথবা যে শুক্র গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ৭৩,০০,০০০ ত্রিসপ্ততিলক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, তাহার স্থানে থাকিয়া তাহারই পথে পৃথিবী ভ্রমণ করিলে এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইত; বা যে মঙ্গল গ্রহ সূর্য্য হইতে প্রায় ১,৫৮,০০,০০০ এক কোটি অষ্টপঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন অন্তরে স্থাপিত আছে, পৃথিবী তাহার পথে থাকিয়া প্রদক্ষিণ করিলে এইক্ষণকার ত্রয়োবিংশতি মাসে বৎসর হইত। এই রূপে বর্ত্তমান অপেক্ষা কেবল বৎসরের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে এ পৃথিবীর কি সাঙ্ঘাতিক দুরবস্থা হইত! পৃথিবীর সেই কল্পিত অবস্থানুসারে বৃক্ষাদির গুণ সংস্থাপিত না হইলে শস্য ফলাদি উৎপন্ন হইবার কোন নিয়ম কোন শৃঙ্খলা থাকিত না— সমুদয় উচ্ছেদ দশায় পতিত হইত।

এপ্রকার ফল আছে যাহা পক্ব হইবার জন্য এক সংপূর্ণ বৎসর আবশ্যক হয়। বিল্ব এবং আম্রাতক যাহা প্রায় দ্বাদশ মাসে সুপক্ব হয়, এইক্ষণকার সপ্তমাসে বৎসর হইলে কি প্রকারে তাহা পক্ব হইতে পারিত? দুই মাসের বর্ষাতে যে ধান্য প্রস্তুত হয় একমাসের বৃষ্টিতে কিপ্রকারে তাহা পুষ্ট হইতে পারিত? গাঢ় শীত মধ্যে মুদ্গ চণক প্রভৃতি যে সকল শস্য বৃদ্ধি হয়, বৎসরের হ্রাস দ্বারা শীতের ভাগ অল্প হইলে কি প্রকারে তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত? এই রূপ দীর্ঘতর বৎসর হইলেও মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিত না। শস্য বা ফল সকল যে পরিমিত কাল পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, শীত, বা বৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে সুন্দররূপে পুষ্ট হইতেছে, ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগে অধিক সময় পর্য্যন্ত শীতে সঙ্কুচিত, উত্তাপে তপ্ত, বা বর্ষাতে সিক্ত থাকিলে অবশ্য নষ্ট হইতে পারিত। শীতকালে মুকুল হইয়া পরে গ্রীষ্ম দ্বারা আম্র প্রভৃতি উন্নত এবং পক্ব হয়, কিন্তু যদি ক্রমশঃ ছয় মাস শীতই থাকিত এবং তাহাতে গ্রীষ্ম মাত্র না হইত তবে কি প্রকার আমরা এরূপ সুস্বাদু আম্রের আস্বাদ জানিতাম? মুকুল সকল ক্রমে উচ্ছিন্ন হইত। এবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জম্বু ও পনস হইয়াছে এবং তাহারদিগের স্বভাব দ্বারা অত্যন্ত সম্ভাবনা আছে যে তাহারা দ্বাদশ মাস অন্তে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইবেক; কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা তিনগুণ দীর্ঘতর বৎসর হইয়া ছত্রিশ মাসে একবৎসর হইলে এবং ছয়মাস পরিমিত কাল এক এক ঋতুর পরিমাণ হইলে সেই বৎসরের প্রথমেই ছয় মাস গ্রীষ্মের দ্বারা জম্বু ও পনসের উৎপত্তি দূরে থাকুক দ্বিতীয় ঋতু বর্ষাকাল আসিবার পূর্ব্বেই তাহারদিগের আধার বৃক্ষ সকল সমূলে দগ্ধ হইয়া নষ্ট হইত—ইহাতে এপৃথিবীতে কে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত? কিন্তু জগদীশ্বর উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ দ্বারা পৃথিবীকে আমারদিগের সুখের আলয় করিয়াছেন। তিনি সূর্য্যকে সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন, ও সেই প্রকার আকর্ষণ শক্তি দিয়াছেন, এবং পৃথিবীকেও সেই প্রকার পরিমাণ করিয়াছেন এবং সেই প্রকার বেগ শক্তি দিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী দ্বাদশ মাসে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া সময়কে বৎসরে বিভক্ত করিতে পারিতেছে; তিনি সূর্য্যকে সেই রূপ তেজস্বি ও সেই পরিমিত দূরে স্থাপিত করিয়াছেন যাহাতে ঋতু সকল সম্বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্ত হইয়া যথোচিত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দ্বারা বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জকে পোষিত ও বর্দ্ধিত

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়।

করিতে পারিতেছে ; এবং বৃক্ষাদিকে এমত কৌশলে রচনা করিয়াছেন যাহাতে তাহারা ঐ এক বৎসর কালের মধ্যে ঋতুর সঙ্গে ঐক্য থাকিয়া ফল পুষ্পের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইতেছে । এই বৃহৎ পৃথিবী যাহা আমারদিগের পদতলে পতিত রহিয়াছে, তাহার সহিত কত লক্ষ যোজন দূরস্থিত মহাপরাক্রমি বৃহত্তর সূর্য্যকে অতি উপযুক্ত রূপে বদ্ধ করা কি প্রকার জ্ঞান এবং কি প্রকার শক্তি দ্বারা সম্ভব হয় ? ইহা সেই প্রকার শক্তি ও সেই প্রকার জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় যাহাকে চিন্তাতেও সীমা করা যায় না ।

ফলতঃ বিবেচনা কর যে পরমেশ্বর কি উপকারের জন্য পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির স্বভাব অনুসারে বৎসরের পরিমাণ করিয়াছেন এবং বৎসরের পরিমাণের উপযুক্ত পৃথিবী স্থিত বৃক্ষাদির গুণ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ? বিবেচনা করিলে ইহা কেবল আমারদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্তেই করিয়াছেন । সূর্য্যের সহিত আমারদিগের পৃথিবীর এই সম্বন্ধ না থাকিলে ইহাতে তৃণ, লতা, বৃক্ষ কিছুই উৎপন্ন হইত না ; সুতরাং জীবন রক্ষার মূলাধার যে শস্য ও ফল তাহা আমরা প্রাপ্ত হইতাম না — আমরাই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইতাম ? কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর আমারদিগকে উক্ত সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। হে জগদীশ্বর তুমিই ধন্য !

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ।

বাণিজ্য দ্বারা লোকের যাদৃশ উপকার হইতেছে, তাহা এই সভার মধ্যে কে না জ্ঞাত আছেন ? বণিকেরা নানা পরিশ্রমে বিবিধ দেশের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব নির্ণয় করিয়া তত্তৎ অভাব মোচনার্থে বিবিধ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সাধ্যমত যত্ন যুক্ত হইতেছেন ; ইহাতে তাঁহারা স্বদেশের এবং বিদেশের উপকার একেবারেই করিতে সমর্থ হইতেছেন। প্রচুর শস্য ফলাদি এবং বিবিধবস্ত্র ভূষণাদি জন্য স্বদেশীয় কৃষি এবং শিল্পকারি প্রভৃতিকে সর্ব্বদা প্রতিপালন এবং সেই সকল শস্য ফলাদি এবং বস্ত্র ভূষণাদি দেশদেশান্তরে উপযুক্ত মত বিতরণ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের সুখ বৃদ্ধি করিতেছেন। এই বণিক্‌দিগের প্রসাদে মহা মহা সমুদ্র পারে যে সকল উপাদেয় দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহা আমরা এই এক স্থানে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেছি । এই যে সময়ে আমি বক্তৃতা করিতেছি, এই সময়েও কত দেশের কত বণিক্ আমারদিগের সুখ প্রদান নিমিত্ত ব্যস্ত হইতেছেন।

এই বণিকেরা সকলেই কি কেবল আমারদিগের সুখ চেষ্টা করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে ? সমস্ত নাবিকেরাই কি আমারদিগের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করিতেছে ? ইহা কখন সম্ভব নহে । প্রায় সমস্ত মনুষ্যই আপন আপন ধন, মান, যশঃপ্রভৃতির বৃদ্ধি আশায় পরিশ্রম করিতেছে। অধিকাংশ লোক কেবল ধনাদি সঞ্চয় কর্ম্মে এতাদৃশ ব্যগ্র, যে তাহারদিগের দ্বারা সাধারণের উপকার বা অপকার হইতেছে, ইহা তাহারা জানিবারও অবকাশ পায় না । পৃথিবীর মধ্যে অতি অল্প লোক আছেন, যাঁহারা কেবল সাধারণের উপকার ইচ্ছা করিয়া সকল কর্ম্ম সমাধা করেন । এই সাধারণের মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিরাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক, এবং ইহাঁরাই ধন্য ।

যে ব্যক্তির কর্ম্ম দ্বারা এমত প্রকাশ পায় যে আমারদিগের সুখের নিমিত্তে তাঁহার ইচ্ছা আছে, সেই ব্যক্তির সহিতই আমারদিগের প্রীতি হয়, তদ্ব্যতীত তাহার অন্য মানস থাকিলে তাহার সহিত প্রীতি হওয়া অসম্ভব। এতন্নিমিত্তে কোন আত্মীয় ভবনে আহূত হইয়া তাঁহার বেতন ভোগি গায়ক বাদকদিগের গীত বাদ্য শ্রবণে সেই গায়ক বাদকদিগের সহিত সংপ্রীতি হয় না, তাহারদিগের নিকটে বাধ্যও থাকি না, কারণ তাহারা আমারদিগের সুখেচ্ছা না করিয়া কেবল ধনাশ্বাসে গীত বাদ্য করে, কিন্তু প্রীতি সেই বন্ধুর সহিতই হয়, যিনি আমারদিগের সুখেচ্ছা ক-

রিয়া পরিশ্রম দ্বারা সেই গায়ক বাদকদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকটেই বাধ্য থাকি। এই প্রকার যাঁহারা কেবল পরোপকার জন্য পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেরই প্রিয় এবং সর্ব্বদা ধন্যবাদের যোগ্য হয়েন। যে ব্যক্তিরা কেবল ধনোপার্জ্জনে তৎপর, পৃথিবীর উপকার নিমিত্ত ক্ষণ মাত্রও চিন্তা করে না, তাহারা আমারদিগের প্রিয়পাত্র এবং ধন্যবাদের যোগ্য কি প্রকারে হইতে পারে?

যে ব্যক্তিরা কোন উপকার জনক কর্ম্ম করে, অথচ সেই উপকার করিতে তাহারদিগের মানস না থাকে, তবে তাহারা কখন পুরস্কার যোগ্য হয় না। রাজদণ্ডে কারাবদ্ধ ব্যক্তিরা রাজপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা বিধ সাধারণ লোকের উপকার জনক কর্ম্ম করিতেছে; এই সকল কর্ম্ম তাহারদিগের স্বেচ্ছানুসারে না হওয়াতে আমারদিগের নিকটে তাহারা ধন বা প্রশংসা দ্বারা কখন পুরস্কৃত হইতেছে না।

এই প্রকার যে ব্যক্তিরা কোন অপকার জনক কর্ম্ম করে, অথচ সেই অপকার করিবার তাহারদিগের মানস না থাকে, তবে তাহারা কখন দণ্ড যোগ্য হয় না। যদি কোন রথারোহি ব্যক্তির রথ চক্র দ্বারা হঠাৎ কোন মনুষ্য হত হয়, তবে সে ব্যক্তিকে কখন দণ্ড করিতে পারি না, কারণ তাহার এমত ইচ্ছা ছিল না যে, সেই হত ব্যক্তিকে সে বধ করে।

অতএব হে সভ্য মহাশয়েরা কেবল ইচ্ছাতেই মনুষ্যেরা অপরাধি বা অনপরাধি হইতেছে। কোন কর্ম্ম কৃত না হইলে আমারদিগের নিকটে কর্ত্তার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না, এনিমিত্তে কর্ম্ম দ্বারা কর্ত্তার ইচ্ছা জানিয়া তদনুসারে আমরা তাহাকে দণ্ড বা পুরস্কার করি। যদিও ইচ্ছা অপ্রকাশ হেতু ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক ব্যক্তি আমারদিগের নিকটে উপযুক্ত মত পুরস্কৃত বা দণ্ডি না হয়, তথাপি ইচ্ছা প্রভৃতি মনের সমুদয় ভাব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের নিকটে প্রকাশ থাকাতে অধার্ম্মিক ব্যক্তি দণ্ড হইতে মুক্ত বা ধার্ম্মিক ব্যক্তি পুরস্কার হইতে বঞ্চিত কদাপি হইতে পারেনা। অতএব আমারদিগের ইচ্ছাকে নিয়মে রাখা কি পর্য্যন্ত আবশ্যক! সর্ব্বদা সাবধান থাকা উচিত, যাহাতে কুকর্ম্মে ইচ্ছা না হয়।

যে ব্যক্তিরা কেবল ধন সঞ্চয় নিমিত্ত পরিশ্রম করে, তাহারা সর্ব্বদা উপকার করিতে পারে না, কারণ লোকের অপকার করিয়াও ধনের প্রাপ্তি হয়। কি আশ্চর্য্য! অল্পকাল স্থায়ি ধনের নিমিত্তে লোক সকল কেন কুকর্ম্মে রত হইয়া দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়!

যাঁহারা কেবল পরোপকার মানসে সমস্ত কর্ম্ম সমাধান করেন, তাঁহারা কোন কুকর্ম্ম দ্বারা ধনোপায়ের চেষ্টাও করেন না। ধন সঞ্চয়ি ব্যক্তিরা যেমন ধন পাইলে সন্তুষ্ট হয়, ইহাঁরা পরের উপকার হইলেই সন্তুষ্ট হয়েন। এই পরোপকারি ব্যক্তিরা ধনের আয়ে তাদৃশ সুখি বা তাহার ক্ষয়ে তাদৃশ দুঃখি হয়েন না। ইহাঁরদিগের ধন না থাকিলেও অন্য অন্য উপায়ের দ্বারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটি করেন না। ইষ্টালাপে, সৎ পরামর্শ দানে, শোক নিবারণে, রোগশান্তি করণে, জ্ঞানদানে, সর্ব্বদা যত্ন যুক্ত থাকেন। এই মহাত্মা পুরুষেরাই ধন্য, ইহাঁরাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসক।

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম ১৭৬৬ শক।

সভার নিয়ম।

১ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সময়ে সময়ে মুদ্রিত হইবেক।

২ তত্ত্ববিদ্যা বিস্তার নিমিত্ত পাঠশালা স্থাপন হইবেক।

৩ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বিশেষ সভা ও সাম্বৎসরিক সভা ও অধ্যক্ষ সভা বিহিত সময়ে হইবেক।

৪ পোষক ভিন্ন কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবেক না।

৫ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ি কর্ম্ম হইবেক।

৬ সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

৭ কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক বা ইহাঁরদিগের প্রতিনিধি সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেন।

৮ এক মাসের অনধিক দিবসের নিমিত্তে প্রতি নিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের মতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

৯ অধ্যক্ষদিগের মতে কর্ম্মচারি নিযুক্ত হইবেক।

১০ সম্পাদক স্বীয় সহকারি নিযুক্তার্থে অধ্যক্ষদিগের সমীপে তাহার নামোল্লেখ করিবেন।

১১ আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১২ অধ্যক্ষ গণ কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি অধ্যক্ষদিগের মত ভিন্ন কর্ম্মচ্যুত হইবেক না।

১৩ কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৪ সম্পাদকের অনুমতি ব্যতীত সভ্য ভিন্ন কোন ব্যক্তির নিকট দান স্বাক্ষর পুস্তক প্রেরিত হইবেক না।

১৫ তিন মাস সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য না হইলে এবং তাঁহার তিন মাসের মাসিক দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহার মতগ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

মুদ্রিত পুস্তকের নিয়ম।

১৬ যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহার প্রত্যেক পুস্তক ২৫ খান সভার পুস্তকালয়ে থাকিবেক। উক্ত ২৫ খান পুস্তকের মধ্যে সকল অধ্যক্ষের মত হইলে ২০ খান পর্য্যন্তও বিতরণ করা যাইতে পারিবেক।

১৭ পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য এক খান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে ততদিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

১৮ কোন অধ্যক্ষ বা কর্ম্মাধ্যক্ষ পাত্র বিশেষে মুদ্রিত পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে পারিবেন।

১৯ সভা হইতে মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয় হইতে পারিবেক।

২০ দূর দেশস্থ সভ্যের নিকট ডাক যোগে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভ্য দিবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রেরিত পুস্তক ফিরিয়া আইসে তবে তাহার গমনাগমন জন্য ডাকের বেতন না দিলে তিনি আর কোন পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন না।

পাঠশালার নিয়ম।

২১ ব্রাহ্ম সমাজের দিবসে এবং এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে রাজকীয় ধনাগারের অবকাশ দিবসে পাঠশালার অবকাশ হইবেক, এতদতিরিক্ত অবকাশ দিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষদিগের প্রতি থাকিল।

২২ প্রতি বৎসরে পৌষ মাসে তাহার বিংশতি দিবসের মধ্যে পাঠশালার ছাত্র গণের প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক।

বিশেষ সভার নিয়ম।

২৩ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্যের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্বমাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্য গণকে সংবাদ দিবেন।

২৪ মাসের অষ্টাহের পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে বিশেষ সভা হইতে পারিবেক।

২৫ বিশেষ সভার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে যদি অন্য কোন বিশেষ সভার জন্য সম্পাদক অনুজ্ঞাত হয়েন তবে পরের বিশেষ সভার

প্রস্তাব পূর্ব্ব বিশেষ সভায় বিচারিত হইবেক।

২৬ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে বিশেষ সভা হইবেক না।

২৭ বিশেষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ বিশেষ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

সাম্বৎসরিক সভার নিয়ম।

২৮ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

২৯ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নগরস্থিত সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে পত্র দ্বারা এবং সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক। উক্ত বিজ্ঞাপন সেই সভার দিবস পর্য্যন্ত সপ্তাহ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইবে।

৩০ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক না।

৩১ সাম্বৎসরিক সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সাম্বৎসরিক সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৩২ সাম্বৎসরিক সভাতে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে সম্পাদক অবগত করিবেন।

৩৩ সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার নিয়ম।

৩৪ পাঁচ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারদিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন।

৩৫ কোন অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

৩৬ প্রতি বৎসরে এক জন অধ্যক্ষ পরিবর্ত্ত হইবেক।

৩৭ মাসিক দাতব্য দুই টাকা বা তাহার অধিক প্রদাতা ব্যক্তি সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য হইলে অধ্যক্ষপদের উপযুক্ত হইবেন।

৩৮ প্রতি মাসে অধ্যক্ষ সভা হইবেক।

৩৯ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভার সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক।

৪০ কোন অধ্যক্ষের বা কর্ম্মাধ্যক্ষের মতে সভ্য হইতে পারিবেন।

৪১ অধ্যক্ষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তিন জন অধ্যক্ষের নিমিত্তে অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতীত সময়ে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ অধ্যক্ষ সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৪২ কোন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক অধ্যক্ষদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন।

ধনের নিয়ম।

৪৩ প্রতিমাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

৪৪ যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

৪৫ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেন এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন তবে তিনি ত্রয়োদশ মাসাবধি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না। কিন্তু পরে তিনি দণ্ড স্বরূপ তিন টাকা প্রদান করিলে পুনর্ব্বার সভ্য যোগ্য হইবেন।

৪৬ যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন তাঁহার এক খান মাসিক দাতব্যের অঙ্গীকার পত্রের টাকা দ্বাদশমাস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার অনাদায়ি সমুদয় অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৪৭ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদয় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

It is, perhaps, one of the most remarkable and characteristic phenomena of religious polemics in India, that those controversial writers who were prompted, by a sense of professional duty, as well as the animating ardor of prozelytism, to assail and subvert the fundamental doctrines of Hindoo Theology, no sooner found that the followers of the Vaidanta disowned and reprobated the practice of idolatrous worship, than, with the ordinary ingenuity of foiled adversaries, they shifted the ground of their aggressive warfare, and levelled the whole artillery of their argumentative tactics against the stronghold of Unitarianism itself, as inculcated in the Vaidanta: such has been the system of polemical hostility, ostensibly adopted, and steadily pursued, in a work "on India and India Missions," one of the latest, and most elaborate, productions of the Reverend Alexander Duff, D. D., a Missionary of the church of Scotland in Bengal.

As the above publication has been extensively circulated among the European and Native community, throughout this presidency, and now, after the lapse of several months, no defence of the real doctrines of Hinduism has been attempted by various learned individuals, fully competent to the task, the authors of the following Refutation have endeavoured to supply this deficiency, and have accordingly caused their own remarks and observations on the several positions assumed by the Reverend gentleman to receive a due share of publicity, that the impartial reader may be the better enabled to form an accurate and unbiassed opinion of the relative merits of the main points at issue.

Dr. Duff commences his attacks against the Hindoo religion, by animadverting on the character and attributes of Brahm. Although he maintains, that the Deity "is represented (in the shastras) as without beginning or end, eternal; that which is, and must remain unchangeable; without dimensions, infinite; without parts, immaterial, invisible; omnipotent, omniscient, omnipresent; enjoying ineffable felicity," (page 76); yet the writer does not hesitate to affirm that the above description is utterly meaningless, inasmuch as it is unattended with corresponding conceptions in the minds of his worshippers. Regardless of the correctness or inaccuracy of the latter assertion, he does not, however, condescend to adduce any authority whatever, to establish his opinion, and the reader is, therefore, left no other alternative but that of implicitly crediting the ipse dixit of the Reverend gentleman, and, for his own peculiar satisfaction, of taking for granted that the sages of India, have, through successive generations, from time immemorial, repeated the above definition of the divine attributes, and transmitted it to their latest posterity, without attaching any clear or distinct idea to the words in which it is conveyed.

Dr. Duff next alledges that if the said definition did, at any time, and originally, convey any clear and obvious meaning, yet it was obliterated in the course of ages, and has remained so ever since. We may, in that case, further assume the liberty of inquiring from the Reverend gentleman, by what miracle he, if his assertion were true, has succeeded in presenting the public with so faithful a translation, as he has done, of the above Sanscrit passage, although it be, as he alledges, so utterly meaningless? How could the words of which it consists, have been so readily understood by a foreigner, since they are stated to be wholly incomprehensible to ourselves, and our religious instructors? But such vague and untenable assertions ought, after all, to excite no surprise in us, as emanating from one of those who, trusting to their own infallibility, profess to believe that they alone are the select and beloved children of our common Almighty Father; that they alone are blessed with a full and perfect knowledge of the true religion, that by a fearful distinction—established for their own exclusive advantage,—millions of their fellow creatures have, since the beginning of the world, been doomed to live and die in utter mental darkness, nay! to eternal perdition, through the irrevocable and partial decree of an unjust and jealous God! We thank the great Architect of the universe that such are not our own doctrines,— that it is, on he contrary, our chiefest source of comfort and happiness, firmly to believe, and zealously to inculcate, that all mankind are morally and spiritually equal in the eye of a benificent, an impartial, and an eternal Deity.—But to return.

Dr. Duff has thought fit to devote more than a page of closely printed letter-press to the purpose of asserting and reasserting, in endless forms of varied phraseology, that Brahm exists "without qualities or attributes;" that he exists "without intellect, without intelligence, without even the consciousness of his own existence!"—We may, however, venture, for our own parts, to affirm that, had the Rev. gentleman, been conversant with the following passages of the Vaidanta, he would have shrunk from the hazard of giving utterance to so extraordinary and so paradoxical an opinion.

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি
যৎপ্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ ॥

"He by whom the birth, existence, and annihilation of the world are regulated, is the Supreme Being."

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥

"All powerful, perfect and eternal."

সত্যং জ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম ॥

"He who is truth, intelligence, and infinity is Brahm."

We shall neither conceal nor deny that the epithet নির্গুণ signifying destitute of qualities, not unfrequently occurs in our sacred writings, connectedly with the name of Brahm: but this apparent negation is not to be understood in the limited and narrow acceptation of those words, which strictly imply, that we ought not to ascribe to Almighty God properties, attributes, or modes of being, which are the peculiar characteristics of humanity, such as the faculty of vision, wisdom, compassion, anger, or our own feelings and passions, because these are as uncertain and changeful, as the innumerable casualties incident to our fleeting existence;—they lie dormant, or disappear, at times,—revive, at others,—and are alternately exalted or depressed, according as our several physical organs are variously affected by the impressions of external objects. It is in conformity to these palpable truths, that our discriminating piety forbids us to ascribe to the eternal and immutable Being our own brief, transitory, unsettled, and circumscribed faculties or attributes, and stamps with the stigma of merited reprobation any audacious attempt to liken the atom of a day to the Everlasting!—Yes! a more rational, and less ambitious philosophy would have taught our adversaries the exact reverse of the doctrine upheld by the Reverend gentleman, and impressed their minds with the conviction, that in the eyes of enlightened wisdom, the Supreme Ruler of this universe is really, essentially, and absolutely, without attributes, that is, without those peculiar attributes, and various modes and organs of existence, which constitute humanity.

In corroboration of the above truths, we subjoin the following excerpts from the Brahmunical Magazine, No. IV.

"The Vaidanta does not ascribe to God "any power or attribute, according to the human notion of properties, or modes of being, "attached or subordinate to their substance, "such as the faculty of vision, or of wisdom, compassion, anger, &c. in rational animals. Because "these properties are sometimes found among "the human race in full operation, and again ceasing to operate, as if they were quite extinct,— "because the power of one of these attributes, "is often impeded by the operation of another; and "because the objects in which they exist, depend "upon special members of the body, such "as the eyes, brain, heart &c. for the exercise "of vision, wisdom, compassion &c. In consideration of the incompatibility of such "defects with the perfection of the divine nature, "the Vaidanta declares the very identity of God "to be the substitute of the perfection of all the "attributes necessary for the creation and support of the universe, and for introducing revelation among men; without representing these "attributes as separate properties depended upon "by the deity, in creating and ruling the world."

The Reverend gentleman admits that "if "indeed the Supreme (Being) were represented "as invested with qualities and attributes, "and devoid of these at one and the same "instant of time, such representation would "be self-contradictory. But these different, "or rather opposite, and mutually destructive "states, or modifications of being, are not contemporaneous but successive, each of them "being assumed alternately, after immense "intervals of time." Had the Reverend gentleman fully understood that passage, in which Brahm is represented as devoid of attributes, as was explained in the preceding section, he would probably have abstained from urging the apparent contradiction on which he now dwells, with reference to the assumed mutability of Brahm, more especially as the Vaidanta text positively declares his unchangeable nature, and the Reverend gentleman himself has favoured us already with a quotation to that effect. (Vide page 76) In further corroboration of our doctrine on this particular head, we refer to the following passage from the Vaidanta.

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যত্।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাত্
প্রমুচ্যতে ॥

"The Supreme Being is not organised "with the faculties of hearing, feeling, vision, "taste, or smell. He is eternal, without "beginning or end, and is beyond nature. "He is unchangeable. Man, knowing him thus, "is relieved from the grasp of Death!"

Dr. Duff further observes that "He is then "denoted emphatically THE ONE,—without "a second. Not merely one, generically, as being "truly possessed of a divine nature;—not merely "one, hypostatically, as being simple, uncompounded, and, therefore, without parts;—not "merely one, numerically, as being, in point of "fact, the only actually existing deity. No. He "(Brahm) is simply, absolutely, and by necessity "of nature, one;—and not only so, but he is "one in the sense of excluding the very possibility of the existence of any other God. Thus "far a Christian might accord in the definition of the divine unity." We are heartily rejoiced at Dr. Duff's admission of this notable conformity; for, on this point rests the chief doctrine of the Vaidanta. But are we, therefore, to consider the Reverend gentleman as an advocate of the sectarian creed denominated Unitarianism, and as inimical to the Presbyterian dogma of a holy Triad? But we are, in decency, bound to suppress all doubts or surmises on this head; and respectfully abstain from further allusion to so delicate a subject, leaving every religious creed to rest between man and his Maker.

He alledges that Brahm is one, "not merely "in the sense of excluding other gods, but in "the sense of excluding the possibility of "the existence of any other being whatever." Granting that the Reverend gentleman la-

bours under a profound, although groundless conviction of the complete truth and accuracy of this extraordinary statement, was he not we beg to inquire, in common fairness obliged to quote the original text of the Vaidanta, from which he derived his authority for inditing and promulgating so startling a misrepresentation? The whole body of the Vaidantic doctrines, far from upholding, utterly repudiates a dogma, pregnant with such unspeakable absurdity, and emphatically inculcates, that no object whatever, in the moral or material universe, is possessed of the attributes of existence, independently of the Supreme Being.

যদিদং কিঞ্চ জগত্ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং।

" God being eternal existence, the universe, whatsoever it is, exists and proceeds from him."

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃসহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ

" On God heaven, earth, and space depend, and also intellect, with all the senses."

In like manner as the mirrored image of the sun is reflected from the surfaces of millions of radiating particles of matter, and is the invariable and necessary result of the preexistence of the great orb itself, so the boundless universe is distinct and separate from, though inevitably dependent, upon the eternal God. The Vaidanta teaches us, that the great and lofty characteristic of absolute independence pertains to God alone, and not to a perishable atom of this atom-world!

তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃসর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

" He alone is called eternal, on whom all the world rests and independently of whom nothing can exist."

The Reverend gentleman proceeds to state that " in any sense, within the reach of human " understanding, he, (Brahm,) is " *nothing*." For " the mind of man can form no notion of mat- " ter or spirit apart from its properties or " attributes." This assertion has been already refuted in substance. We may, however, add that Brahm is, in no respect, devoid of such attributes as may be best calculated to harmonise with the perfection of his nature, and that his existence, therefore, is not wholly unintelligible, although his real essence, as coeval and co-extensive with his immensity, must for ever baffle the inquisitive mania of controversial inquirers. For instance: the elementary properties of the constituent particles of the sun, have perpetually eluded the eagle-glance, and the profoundest researches, of ancient and modern philosophy, nor is human language supplied with any terms to designate or classify those primordial elements: are we, therefore, entitled to deny the existence of that glorious luminary, and belie the united and incessant testimony of our senses? So it is with Brahm: no human tongue can proclaim or specify his wonderful attributes; but they are, nevertheless, as palpably felt, and as strikingly manifested, as the vital air we breathe, in the universality of his power, which acts within, above, below, and around us, in innumerable ways and modes, by visible and invisible instrumentalities, in like manner as the mysterious influence of the sun is exerted, alike through the most stupendous works of nature, and the minutest particles of matter: To these great and affecting truths, however, the Reverend gentleman turns a deaf and inexorable ear: He maintains, with invincible pertinacity, that " the Brahm of Hindoo theo- " logy is not incomprehensible merely, but is " utterly unintelligible." We cannot refrain from expressing our legitimate surprise at this novel method of logical argumentation. Dr. Duff's Brahm, and the Brahm of Hindoo theology, are undoubtedly, as morally different from each other, as darkness from light.

The Reverend missionary hurries on to say that: " Unincumbered by the cares of em- " pire, or the functions of a superintending " providence, he effectuates no good, inflicts no " evil, suffers no pain, experiences no emotion;" " his beatitude is represented as consisting " in a languid, monotonous, and uninterrupted " sleep,—a sleep so very deep as never to be " disturbed by the visitation of a dream."

" Cares of empire!" Dr. Duff would fain have us, it appears, liken the universal God to a king, an emperor, or some other earthly potentate! " Functions of a superintending provi- " dence!" The functions performed by the Supreme deity are so vast, so illimitable, and infinite, that no mortal man can, without presumption, assume the task of characterising them. " Effectuates no good!" The God worshipped by the wise of our country, is the eternal source and the sole parent of " good," and they, in conformity to the revered doctrines of their shastras, daily pour forth their thanksgivings to Him, for their existence, their happiness, nay, even for their miseries!

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃসমাভ্যঃ।

" He has, from eternity, been assigning to all his creatures their respective purposes, with righteousness."

" Inflicts no evil!" Such a remark is perfectly astounding: How can the Reverend missionary incite us, by the clearest implication, to worship such a God as should be the author of evil, in all its repulsive shapes and dire consequences? Are we then to ascribe the indiscriminate murder of millions of our fellow beings, through religious fanaticism, or political hostility, to the direct perpetration of our immaculate Creator?—" Suffers no pain!" How can a deity, represented in our Vaidanta, as " Felicity itself," be imagined susceptible of those sensations peculiar to our frame, which constitute pain? Where is the man who, in his soberer hours, can even for a single instant, imagine that the eternal and invisible Being is supplied, like himself, with a corporeal frame, with a system of muscles, bones, tissues, blood-vessels, and a nervous apparatus, whence arises his liability

to suffer pain! "Experiences no emotion!" Can human infatuation be carried to a more culpable, or dangerous extreme, than that of rushing headlong into the hideous errors of that reckless anthropomorphism, which inculcates the grovelling and insensate doctrine, that the Almighty Creator is, in every respect, a man? The Vaidanta, while it utterly rejects and contemns such degrading notions of the deity, conveys to our minds a far loftier, a more adequate, consistent, and ennobling idea of His attributes, by prescribing his worship, as the Supreme Regulator of this boundless universe, and as the glorious and beneficent originator of all earthly good. Witness the following texts from the Vaidanta.

কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশআনন্দোন স্যাত্‌।
এষহ্যেবানন্দয়াতি ॥

"What creature on earth could enjoy life or "motion, if this God, who is Felicity itself, did not exist? It is God that imparts happiness to all."

With regard to the Reverend gentleman's gratuitous assertion that Brahm exists in a state of uninterrupted repose or deep sleep, we may, in the first place, beg leave to observe that the Reverend gentleman's ardent and inveterate hostility to Hindooism, in general, and to Brahm, in particular, had more successfully answered his conscientious purpose of proselytism, by imparting a greater amount of conviction into the minds of his native readers, if, instead of frequently dealing in groundless, and withal bold assertions, unsupported by the concurrent testimony of our Shastras, he had strenuously laboured to rear on the basis of literal, authentic, and indisputable quotations, *the whole fabric of his antagonistical controversy*. This remark is particularly applicable to the above statement of our Reverend adversary, respecting the alledged perennial inertness of Brahm, as we have diligently searched our sacred writings, in the expectation of discovering some passage confirmatory of Brahm's eternal quiescence, but always without success. Nor could a different or contrary result have been anticipated; for we may emphatically declare that no such doctrine is inculcated in any part of our shastras, nay more, that they *distinctly* and *unequivocally proclaim the very* opposite principle, and teach us that Brahm, instead of being eternally asleep, is eternally awake! Witness the following passage.

যএব সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রংতদ্‌ব্রহ্ম।

"That being who, while all creation sleeps, is ever watchful, and who dispenses to all creatures the diversified objects of desire, is incomparably pure, and the greatest of beings."

We now proceed to analyze Dr. Duff's observations, relative to the moral attributes of the Hindoo deity, agreeably to his own exposition of our theological system. "Can it fail to have struck all of you," says the Reverend gentleman, "that, with one or two exceptions, "all the attributes ascribed to him (Brahm) "might, with almost equal propriety, be predi- "cated of infinite space, or of infinite time!" We must humbly confess our absolute inability to unravel the hidden sense of (to speak in plain, though, we hope, inoffensive terms) such unintelligible metaphysical jargon as the above. What can be rationally meant by the attributes of infinite time, and infinite space? But, by comparing with Brahm the fancied and non-existing attributes of infinite space and time, our Reverend antagonist ingeniously meant to shroud the idea of Brahm in a cloud of dark surmises, and unfathomable doubts; and in this attempt he has, we must confess, most marvellously succeeded. Having thus paved his way, his next step is boldly to assert that "there "is not in the whole enumeration the remotest "allusion to a single moral attribute (of Brahm") In reply to this observation, we must, in our turn, take leave to affirm and repeat, that, agreeably to the maxims of the Vaidanta, the very identity of God implies the co-existence of the most perfect attributes which, though but indirectly known to us, are, nevertheless, manifested through their incessant, and prodigiously innumerable effects, and moreover, that, in positive contradiction to the Reverend gentleman's statement, Brahm is represented, in our shastras as

তদেতৎ সত্যং ॥

"Truth itself!"

এতৎ সত্যস্য পরমংনিধানং।

"He is the abode of truth."

Also as

পরমংপরস্তাৎ।

"The purest excellence of all excellencies."

Likewise as,

রসোবৈ সঃ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি।

"He is Love itself; and from his love springs all our happiness."

আনন্দংব্রহ্মণোবিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন।

"Those who *know* that God is Felicity are above all fear."

Finally, this glorious epithet of "Felicity," which is exclusively applied to Brahm, conveys to the religious mind an exalted idea of a peculiar and appropriate attribute, the most remote from the fluctuating and imperfect happiness, *which it is the lot of mortal man to* enjoy in this transitory world, and which is the necessary result of the incommunicable perfections, of that Being, who alone is perfection itself. Truth, love, felicity, and purest excellency, may be ranked among the loftiest conceptions which our limited nature can ever be permitted to form of the moral attributes of God, provided that these conceptions be not analogically drawn from the finite and perishable standard of humanity.

In conclusion: Brahm, the divine, and real object of Hindoo worship, has been defined by our sacred writers, as eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent, unchangeable, immaterial, and preeminently good,—as the provident regulator of this universe, the Supreme Governor, both of rational and irrational creatures,

to whom he extends the permanent benefits of his justice and of his love, through his infinite goodness.

And yet, this same beneficent deity, which is unanimously acknowledged by the Hindoos as the most perfect character, is stated by the Reverend gentleman, to be so devoid of moral attributes, that "to worship him is impossible." To this allegation we reply that, according to the precepts of the Vaidanta, divine worship consists in the contemplation of the moral and natural attributes of our Creator, and in the practise of virtue.

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃপ্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি

"Those virtuous men who contemplate him through his works, after their departure from this world become immortal."

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোহধ্বনঃপারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমংপদং।

"The man who has intellect as a prudent driver, and a steady mind as his rein, passing over the paths of mortality, arrives at the high glory of the omnipresent God."

This exalted and philosophical mode of worship, which implies charity and compassion, even towards the meanest insect which crawls on the face of the earth, is still religiously observed, and will never cease to be upheld, by the wise, the learned, and the upright of this land, nay, by the best of mankind, in every age, and in every clime. Where, then, it may be inquired, lies the frivolous ground, or the alledged impracticability, of our worship of the true, one God? where, but in the prolific brain, and luxuriant imagination, of the Reverend controversialist himself?

Consistently with his system of aggressive warfare against our creed, he proceeds to question: "*How can the contemplation of a* "*being like this*, (meaning Brahm, as destitute "of moral qualities), ever excite one moral "emotion of admiration, gratitude, or love?" We have already proved the moral nature and attributes of Brahm; so that the premises of the above argument being shown to be untenable, the whole syllogism necessarily falls to the ground. But is not a being which is "Felicity itself," worthy "of our admiration?" Is not the source even of worldly happiness, entitled to our "gratitude?" and can we withold our "love" from Him, who, in his infinite goodness, has showered upon us the most precious gifts of the earth? Or does the Reverend gentleman imagine that the inhabitants of the land where Astronomy took its rise, were not immemorially supplied with eyes, equally intelligent and perspicacious to behold and reverence "the dread magnificence of heaven?" The natural attributes of God, as viewed through the boundless range of the material world, would alone suffice to impress an attentive mind with the loftiest ideas of the Almighty Ruler of the Universe. But genuine piety is, if we would fain credit the sweeping and unqualified assertions of the Reverend writer, a rare production of un-Asiatic growth, exclusively confined to the privileged inhabitants of some remoter region and more favored clime! Let the philanthropic and impartial reader appreciate the merits of such illiberal, unsocial, and uncatholic doctrines!

It will be naturally expected that the Reverend gentleman, after such repeated attacks against Hinduism, and the character of the Hindoo community, indiscriminately, must have, at last, nearly reached the climax of his artful and elaborate misrepresentations; and, we, accordingly, find him urging the odious and sweeping charge of Atheism against the millions of Hindustan, of the past and present generations! As this fact would otherwise appear absolutely incredible, we duly quote his literal expressions: "Practically the delineation of "such a God (Brahm) could only be equivalent to the promulgation of a system of Atheism" The candid reader, who has done us the favor of an attentive perusal of the preceding observations, will, we presume, feel somewhat startled at so unprecedented a denunciation. But when we come to reflect, (not without deep humiliation,) that the most respected individuals, of whose talents and virtue our country could ever justly boast—that those endeared to us by the most sacred ties of friendship, gratitude, or consanguinity—in a word, that our whole race is indiscriminately branded with a reckless, and impious scepticism, which implies the lowest degree of human depravity and abjection,—we know not in what terms to characterise so gross, so inconsiderate, and so unjustifiable a charge. The Reverend gentleman has, thus, unguardedly, conferred on us the imprescriptible right of retaliation against his own religion;—but we shall not proceed thus; we shall abstain from recrimination. Sincere advocates, as we are, of the principle of free and dispassionate discussion, we shall strictly adhere, on this, as on all future occasions, to the wholesome precept, of never departing from the rules of propriety and moderation. Whether the Reverend gentleman has been induced by the maxims of Christian forbearance and charity, to publish the heaviest, and most groundless, of imputations against his fellow Native subjects, and against a religion professed by the wisest and best among them, from time immemorial, we shall not pretend to determine; but shall leave our cause in the hands of an intelligent and discriminating public.

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে তাহার মূল্য আট আনা।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকো স্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

দ্বিতীয় ভাগ
১৫ সংখ্যা
১ কার্ত্তিক ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ঘোষ তত্ত্ববোধিনী সভাতে ১০ দশ মুদ্রা দান করিয়াছেন।

ইহা সত্য যে নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে নাস্তিকতা এবং দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য বেদব্যাস প্রভৃতি পুরাণ এবং তন্ত্রে সাকার উপাসনার বিধি দিয়াছেন। কিন্তু এইক্ষণে কি সেই অভিপ্রায় প্রতিপালন হইতেছে? মূর্ত্তির আরাধনা দ্বারা কি দুষ্কর্ম্মের নিবৃত্তি হইতেছে? কোথায়? বরঞ্চ ইহার সমুদয় বিপর্য্যয় দেখিতেছি। দুষ্কর্ম্মই ইদানীন্তন সকল সাকার পূজার মূলীভূত হইয়াছে। যে মহাপূজা দুর্গোৎসব আর এক দিবস পরে আরম্ভ হইবে তাহাতে কোন্ প্রকার দুষ্কর্ম্ম অকৃত থাকিবে? ইহার উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎসবের সময়ে অমঙ্গল, এবং ইহার সমাপ্তিতেও প্রচুর অমঙ্গল দ্বারা প্রতিবৎসর এই সময়ে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণা হইয়া থাকে। এইক্ষণে উদ্যোগের সময় প্রায় সমাপ্ত হইল; সূর্য্য আর দুইবার অস্ত গত হইলেই উৎসব দিনের উদয় হয়। যে পরিমাণে এই পূজার দিবস নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাবৎ লোকের তত পরিমাণে সুখ সম্ভোগ লালসা প্রজ্বলিত হইতেছে। কিন্তু ধন ব্যতীত সুখ সম্ভোগের উপায় বিরহ, অতএব এইক্ষণে ধন সংগ্রহের উপায় চিন্তায় সকলে ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যাঁহারদিগের সম্ভ্রম আছে, অথবা সম্ভ্রান্ত না হইলেও যাঁহারা দুই এক বার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আপন বাটীতে দুর্গোৎসবের আমোদ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারদিগের ধনের অপ্রতুল হইলে এই সময় মহাযাতনার সময় হয় — আপনার গৃহে দুর্গোৎসব ব্যতিরেকে এই কাল তাঁহারদিগের মৃত্যুকাল তুল্য হয়। অতএব তাঁহারা এসময়ে ধন সংগ্রহের নিমিত্তে ন্যায় বা অন্যায় পথের কিছু মাত্র বিবেচনা করেন না। যাঁহারা নির্ধন অথচ ধার্ম্মিক তাঁহারদিগেরই অসাধারণ ক্লেশ। অন্যদিগের ন্যায় তাঁহারদিগেরও এইকালে ধনের প্রয়োজন, কিন্তু অন্যদিগের ন্যায় তাঁহারা ন্যায় পথকে পরিত্যাগ করিয়া ধন সংগ্রহে প্রবৃত্ত নহেন, সুতরাং তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই এই সময়ে ঋণ পাপে বদ্ধ হয়েন। অল্প প্রতিজ্ঞ ধার্ম্মিক যাঁহারা তাঁহারা এই কালে আমোদের তরঙ্গ অতিশয় প্রবল হেতু আর ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন না। এই সকল হেতু প্রযুক্ত এই সময়ে এদেশে প্রবঞ্চনার জাল অধিক বিস্তার হয়, এবং দস্যু চৌরের শঙ্কা অধিক প্রবলা হয়।

বর্ষার উদয়ে যে প্রকার গঙ্গা নদী প্রখরা

হয়, এই মহোৎসবের দিনে সেই প্রকার ব্যভিচারের স্রোত প্রবল হয়। মাসাবধি যে সকল আমোদের উদ্‌যোগ হইয়াছে এইক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইবে। প্রত্যূষ অবধি দশভুজা অর্চ্চনার মহা আড়ম্বর ও কোলাহলের আরম্ভ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে যাঁহারা আপনার গৃহে ভগবতীর প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারদিগের প্রায় উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। সংযম উপবাসাদির ভার প্রায় পুরোহিতের প্রতিই থাকে, সে ব্রাহ্মণ বেতন লোভে অনাহারে সকল ক্লেশের ভাগ গ্রহণ করে; আপনারা নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্তে ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আহ্বানাদির নিমিত্তে এবং গৃহাদি সজ্জার নিমিত্তেই ব্যস্ত থাকেন। পূজা বিধি পূর্ব্বক হউক বা না হউক, বর প্রার্থনা সময়ে আর কামনার সীমা থাকে না।

আয়ুর্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥

বিশেষতঃ সমস্ত দিবস প্রায় সকলেরই কেবল এই প্রতীক্ষা, যে কতক্ষণে প্রভাকর অস্তগত হইবে এবং কতক্ষণে আমোদ আরম্ভ হইবে, যেহেতু কেবল আমোদের নিমিত্তেই অনেকে এইক্ষণে সাকার উপাসনা করিয়া থাকেন। এই তিন দিবস সন্ধ্যার পর নেত্র পাত করিলে কি দৃষ্ট হইবে? তাহাই দৃষ্ট হইবে যাহা ভদ্রতাকে রক্ষা করিয়া বর্ণনা করা যায় না। যাঁহাকে ঈশ্বরী শব্দে সম্বোধন করেন তাঁহার সম্মুখে সকল পরিবারে পরিবৃত হইয়া সঙ্গীতচ্ছলে সেই সকল অকথ্য শব্দ শ্রবণ করেন এবং নাটকচ্ছলে সেই সকল অঙ্গ ভঙ্গি দর্শন করেন, যাহা একাকী নির্জ্জনে স্মরণ করিতেও লজ্জা উপস্থিত হয়। প্রত্যেক পথে কত মনুষ্য দলবদ্ধ হইয়া বেশ্যার ভবনে গমন করেন, গণিকা সকলও একত্র হইয়া গৃহস্থের গৃহে নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণের নিমিত্তে যাত্রা করে, কি গৃহস্থের বাটীতে কি গণিকালয়ে মাদক দ্রব্য সেবন দ্বারা কতলোক ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রমত্ত হয়। এই প্রকারে, এদেশে সম্বৎসরে যত দুষ্কর্ম্ম হয়, এই তিন দিবসে তাহা সম্পূর্ণ রূপে কৃত হয়।

এই সকল দুষ্কর্ম্ম স্বভাবতই অপরাধের কারণ, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে তাহারা বিষম অপরাধের হেতু হইয়াছে। মনুষ্যেরা অন্য সময়ে যদি দৈবাৎ দুষ্কর্ম্ম করে, তবে ঈশ্বরারাধনা কালীন তজ্জন্য ভাবিত হইয়া একান্ত চিত্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্ম অনুশীলনের নির্দ্দিষ্ট কাল যাহারদিগের সম্পূর্ণ অধর্ম্ম আচরণের কাল হয় এবং ঈশ্বরের উপাসনা নিমিত্তে নির্ম্মিত স্থান যাহারদিগের কুকর্ম্ম সূচক আমোদের সম্ভোগস্থল হয় তাহারদিগের আর নিষ্কৃতির উপায় কি? এদেশস্থ লোকের এই প্রকার বিপরীত প্রকৃতি দেখিয়া কে না বিস্মিত ও দুঃখিত হয়?

কিন্তু ধর্ম্মের নামকে আশ্রয় করিয়া এই তিন দিন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ দ্বারা কি তাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় গণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন? ইন্দ্রিয় সুখ লালসাকে কি নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলেন? সেই লালসা কি আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল না? এই লালসা অধিক প্রবলা হওয়াতেই মহা পূজার সমাপ্তি পরে এক মাস পূর্ণ না হইতেই পুনর্ব্বার শ্যামা পূজা পরে জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক পূজাচ্ছলে সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়েন। আগমবাগীশ এই সময়েরই শ্যামা পূজা প্রকাশ কেন করিলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র রাজা এই সময়েরই জগদ্ধাত্রী পূজা কেন প্রচার করিলেন এবং স্ত্রীলোকদিগের এই সময়ের ব্রত কার্ত্তিক পূজা, তাহাই বা এত সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা কি জন্য হইয়া থাকে এতদ্রূপ প্রশ্ন সকল যাঁহারদিগের মনে উদয় হইবে তাঁহারা তদুত্তর এই মনুর বাক্যেই প্রাপ্ত হইবেন।

ন জাতু কামঃকামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

এই সময় ঋতু পরিবর্ত্তনের সময়, তাহাতে রাত্রি জাগরণ, অপরিমিত ভোজন এবং অতিরিক্ত পানের প্রাবল্য হইলে কি আর রক্ষা থাকে? দেহ যন্ত্রের নিয়ম ভঙ্গ হয়, পীড়া সমূহ শরীরকে আক্রমণ করে, এবং বিকার প্রাপ্ত হইয়া কত মনুষ্য মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। এই

নিমিত্তে প্রত্যক্ষ এই কালে এদেশে রোগের বৃদ্ধি হয় এবং এপ্রকার ঘটনাও হয় যে যাঁহারা যে নদী তীরে বিজয়ার আমোদে উল্লাসিত হইয়াছিলেন, পর দিবস তাঁহারা সেই নদী তীরে চিতারোহণ করিয়াছেন। এতদ্রূপে এই মহোৎসবের উপলক্ষে কোন্ প্রকার অনিষ্ট না ঘটিল? এই পূজার পূর্ব্বে যাঁহারা নিরুদ্বেগে থাকিয়া সুপ্রতুল পূর্ব্বক সন্তোষের সহিত কাল যাপন করিতেন, পরে তাঁহারা ঋণজালে বদ্ধ হইয়া সম্যগ্রূপে উৎকণ্ঠিত হইলেন, পূর্ব্বে যাঁহারা ধর্ম্ম ভয়ে ভীত থাকিয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিরস্ত থাকিতে যত্নবান্ ছিলেন, পরে তাঁহারা অধর্ম্ম মোহে মুগ্ধ হইয়া ঘৃণা লজ্জা ভয়কে পরিত্যাগ করিলেন, পূর্ব্বে যাঁহারা স্বচ্ছন্দ শরীরে প্রসন্ন ছিলেন, পরে তাঁহারা রোগের পাশে বদ্ধ হইলেন কেহ বা মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইলেন। অতএব এই উৎসবের পরিসমাপ্তিতে অতি বিস্তীর্ণ অমঙ্গল দ্বারা এই বঙ্গ ভূমি পরিপূর্ণা হইতে আর অবশিষ্ট কি থাকিল? হে পরমেশ্বর কোন্ দিন আমারদিগের দেশীয় লোক সকল জ্ঞানের আলোক দ্বারা তোমার যথার্থ আরাধনাতে নিযুক্ত হইবে! কোন্ দিন আমারদিগের ভারতবর্ষ দুষ্কর্ম্ম সূচক আমোদ হইতে মুক্ত হইবে!

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২১ ভাদ্র ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।
দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষষ্টি দণ্ড কাল পরিমিত দিবা রাত্রিতে পৃথিবী আপনার নাভিকে একবার প্রদক্ষিণ করে; এই প্রদক্ষিণের নাম পৃথিবীর আহ্নিক গতি। এই প্রকার পৃথিবী প্রায় ৩৬৫ বার আপন নাভিকে প্রদক্ষিণ করত একবার সূর্য্যকে বেষ্টন করে। পৃথিবীর স্বনাভি বেষ্টন কালীন যে অংশ সূর্য্যের সম্মুখবর্ত্তী হয়, সেই অংশে তৎকালে তাহার আলোক প্রকাশ হইয়া দিবস হয়, এবং যে অংশ তাহার বিমুখ থাকে, সেই অংশে তখন তাহার আলোকের অভাব প্রযুক্ত রাত্রি হয়।

এই দিবারাত্রির সহিত অত্রস্থ উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এপ্রকার সম্বন্ধে সংযুক্ত আছে, এবং তাহারদিগের স্বভাব ও দিবারাত্রির পরিমাণ উভয়ই পরস্পর এপ্রকার উপযুক্ত হইয়াছে যে ঐ নির্দ্দিষ্ট ষষ্টি দণ্ডের মধ্যে উদ্ভিজ্জাদির দৈনিক ক্রিয়া সকল অনায়াসে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। পৃথিবীর যে প্রকার প্রাত্যহিক গতি আছে, তন্নিবাসি উদ্ভিজ্জাদিরও কতক গুলীন প্রাত্যহিক ক্রিয়া পরিচালিত হইতেছে। আলোক ও অন্ধকারের যে রূপ প্রত্যহ পরিবর্ত্তন হয়, তাহার সঙ্গে বৃক্ষাদির ও জন্তু সকলের শরীর মধ্যে প্রতি দিন ষষ্টি দণ্ড অন্তরে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া পরিবর্ত্ত হইতে থাকে। কি সূক্ষ্ম রূপে পরমেশ্বর পৃথিবীর এই আহ্নিক গতির সহিত প্রাণিমাত্রের সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন!

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর অন্তঃকরণে এই প্রকার প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে ঈশ্বর রাত্রি দিবার পরিমাণ ষষ্টি দণ্ডই কেন করিলেন ইহার ন্যূনাধিক কেন না করিলেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কেন সহস্র বার আপন নাভিকে বেষ্টন না করে? বৃহস্পতি এবং শনির আহ্নিক গতি প্রায় পঞ্চবিংশতি দণ্ডের মধ্যেই সম্পন্ন হয়; পৃথিবীর আহ্নিক গতির কাল এই পরিমাণ না হইল কেন? সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার কাল মধ্যে পৃথিবী কি কারণে প্রায় ৩৬৫ বার মাত্রই আপন নাভিকে বেষ্টন করে? এই প্রকার প্রশ্ন সকলের এই মাত্র সিদ্ধান্ত, যে এই পৃথিবী স্থিত প্রাণি সকলের যে প্রকার স্বভাব তাহাতে দিবা রাত্রির বর্ত্তমান পরিমাণ যে ষষ্টি দণ্ড তাহাই উপযুক্ত; অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণ ষষ্টি দণ্ড করিয়াছেন; ইহার অন্যথা হইলে পৃথিবীর কার্য্য সম্পন্ন হইত না, প্রাণির জীবন পরিপালিত হইত না, সুখের ভাগ এতাদৃক্ হইত না, এবং ঈশ্বরের মহিমাও প্রদীপ্ত থাকিত না।

দিনমান এবং রাত্রিমাণের সহিত উদ্ভিজ্জের যে সম্বন্ধ তাহা মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতেছি। অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে, এবং অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে বৃক্ষ গুল্ম লতাদির কতক গুলীন অন্তর্ব্বর্ত্তি ক্রিয়া প্রতি দিন নিয়ম মত পরিবর্ত্ত হয়। সূর্য্যমণি নামক পুষ্প সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে প্রফুল্ল হয়, বন্ধুজীব নামক পুষ্প মধ্যাহ্ন কালেই প্রস্ফুটিত হয়, শেফালিকা মল্লিকা জূথিকা প্রভৃতি সন্ধ্যার পরে প্রকাশিত হয়, এবং কত শত পুষ্প বিদ্যমান আছে যাহারা কেবল রাত্রিকালেই বিকসিত হইয়া থাকে। দিবসের সহিত পদ্মের যে সম্বন্ধ এবং রজনীর সহিত কুমুদের যে সম্বন্ধ ইহা কাহার না বিদিত আছে? অতএব জগদীশ্বর বিশেষ বিশেষ বৃক্ষাদিকে বিশেষ বিশেষ নিয়মের অধীন করিয়া তাহারদিগের শরীরকে এরূপ যন্ত্র রূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের নিয়মিত দৈনিক ক্রিয়া সকল ষষ্টি দণ্ড অন্তরে পুনরাবৃত্ত হইয়া যথা উপযুক্ত উপকার করিতেছে। সর্ব্বদা সম্মুখস্থ হইলে বস্তুর সৌন্দর্য্য গ্রহণ হয় না, এবং অবিশ্রান্ত আস্বাদিত হইলে তাহার স্বাদু গ্রহণে রসনা সমর্থ হয় না। কেবল দূর এবং অভাব দ্বারাই বস্তুর সমাদর হয়। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বর দত্ত বর্ত্তমান অবস্থায় স্থাপিত রহিয়াছি, ততক্ষণ ইহার মর্য্যাদা জানিতে পারি না; কিন্তু বিবেচনা কর, দিবারাত্রির এই পরিমাণ রক্ষা করিয়া তিনি বৃক্ষলতাদির প্রাত্যহিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন কাল যদি ৪০ দণ্ড মাত্র করিতেন, তবে কি এপৃথিবীতে সুখ থাকিত? ইহাতে স্বভাবতঃ মধ্যাহ্ন কালে যে পুষ্পজাতি একবার প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার প্রকাশ কালীন রাত্রি থাকিলে মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণ অভাবে সে কি প্রকাশ হইতে পারিত? স্বভাবতঃ সুশীতল নিশা মধ্যে যে পুষ্প জাতি একবার প্রকাশ হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময়ে মধ্যাহ্নকাল প্রাপ্ত হইলে শিশির অভাবে সে কি প্রফুল্ল হইতে পারিত? এইরূপে তাহারদিগের স্বভাব বিকৃতি হইতে থাকিলে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বর এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত দূর করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ গুল্ম লতাদির স্বভাব সৃষ্টি করিয়া তদুপযুক্ত দিবারাত্রির পরিমাণ করিয়াছেন, এবং দিবারাত্রির দীর্ঘতা অনুসারে বৃক্ষাদির দৈনিক ক্রিয়াকাল পরিমাণ করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবীর মঙ্গল প্রচুর রূপে বিস্তীর্ণ হইতেছে।

জন্তুরও এই প্রকার অনেক দৈনিক স্বভাব আছে। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি সামান্যতঃ সমুদয় জন্তুর আবশ্যক এবং পরমেশ্বর দিবারাত্রির পরিমাণের সহিত উক্ত সকল শারীরিক কার্য্যের এপ্রকার সম্বন্ধ রচনা করিয়াছেন যে তাহারা ঐ নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে সম্পন্ন হইলে সুস্থতা দায়ক, এবং সম্যক্ সুখের কারণ হয়। সকল জন্তুরই এইরূপ দেহের অবস্থা যে তাহারা ষষ্টি দণ্ড কালের মধ্যে আহার নিদ্রাদি সম্পন্ন করিতে সময় প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে অনেক প্রাণি জাতি দিবা ভাগে আহারাদি করে, এবং বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি কতক গুলীন রাত্রিকালে আহারাদি করে। যাহারা দিবাচর তাহারা রজনীতে নিদ্রা যায়, এবং যাহারা রাত্রিচর তাহারা দিবসে নিদ্রিত থাকে। কিন্তু জন্তুদিগের ব্যবহার সহস্রপ্রকার হউক, তথাপি পৃথিবীর একবার আহ্নিক গতির মধ্যে — দিবস যামিনীর একবার পরিবর্ত্তনের মধ্যে, তাহারদিগের আহারাদি সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

মনুষ্যের প্রকৃতিও এই পরিমিত সময়ের সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে। মনুষ্য উত্তমাধম সমুদয় ব্যাপার স্পষ্ট রূপে দর্শন করিয়া সংসার নির্ব্বাহে নিযুক্ত থাকিবেন এই জন্য জগদীশ্বর আলোকযুক্ত দিবসের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপযুক্ত পরিমাণ করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে ক্লিষ্ট হইলে তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রান্ত হইবেন এই নিমিত্তে তাঁহার স্বভাব যোগ্য রজনীর সৃষ্টি ও পরিমাণ করিয়াছেন যে তখন লোকালয় সকল বিষয়

কর্ম্ম হইতে অবসর পাওয়াতে এবং সুতরাং জনরব শূন্য হওয়াতে বিনা ব্যাঘাতে তাঁহার নিদ্রা হইতে পারে। পরে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা দ্বারা ক্লেশ দূর হইয়া যখন শ্রমের যোগ্যতা পুনর্ব্বার দেহ মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন ঈশ্বর প্রেরিত বিহঙ্গ সকল প্রত্যূষে অগ্রে জাগ্রৎ হইয়া তাঁহাকে কর্ম্ম ভূমিতে আহ্বান করে। দেশ বিশেষে দিবা রাত্রি ও শীত উষ্ণতার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্ত মনুষ্যের শারীরিক অবস্থারও ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু সমুদয় প্রকার অবস্থান্বিত মানবগণ আহারাদি সমুদয় দৈনিক কার্য্য ষষ্টি দণ্ডের মধ্যেই সম্পাদন করিলে স্বচ্ছন্দ থাকেন। প্রতি দিন ঘটিকা যন্ত্রের কার্য্য সকল যে রূপ পুনরাবৃত্ত হয়, সেই রূপ আমারদিগের শরীর যন্ত্রের কার্য্য সকলও পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে। বিবেচনা কর, পৃথিবীর আহ্নিক গতির কালের দীর্ঘতা যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা চতুর্গুণ হইত, তবে তাহা আমারদিগের কি ক্লেশ, কি বিরক্তি, এবং কি অসহিষ্ণুতার কারণ হইত? কিম্বা পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরিমাণ কাল এতাদৃশ থাকিয়া আমারদিগের যদি এক মাস অন্তরে এক দিন স্বভাবতঃ সুষুপ্তির আবির্ভাব হইত, তাহাতেও ত্রিশ দিন দিবা রাত্রি অবিশ্রামে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা একেবারে বিকল হইয়া পড়িতাম। অথবা মাসান্তে এক বার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হইলে উপযুক্ত অন্নরসের অভাব হেতু বলহীন শরীর দ্বারা কি প্রকারে সংসারের কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত? কিন্তু জগদীশ্বর এসমুদয় উপদ্রব হইতে অবনী মণ্ডলকে মুক্ত রাখিয়াছেন, সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা জীব সকলকে নির্ভয় করিয়াছেন, এবং আপনার করুণা সংসারে বিস্তার রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

কি আশ্চর্য্য যে পৃথিবীর গতির পরিমাণ মাত্রের সঙ্গে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পশু, পক্ষি, মনুষ্য প্রভৃতি এতাদৃশ সম্বন্ধে বদ্ধ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধ মাত্র তাহারদিগের এতাদৃশ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে! এবং জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা জানিয়াছি যে অন্য কত তেজোমণ্ডল যাহা আমারদিগের মস্তকোপরি উদ্দীপ্ত দেখিতেছি তাহারদিগেরও এই প্রকার আহ্নিক গতি এবং সাম্বৎসরিক গতি আছে; অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহাতেও পরমেশ্বরের এই রূপ অনন্ত-জ্ঞান এবং অনন্ত দয়া প্রচারিত রহিয়াছে। সেই পুরুষ ধন্য যিনি বিবিধ সুনিয়ম সংস্থাপন দ্বারা এই অনন্ত তুল্য বিশ্বরাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, যাহাতে তাঁহার অপার মহিমা এবং অসীম করুণা সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ব্রহ্মোপাসনার বিধি।

সাক্ষাৎ বেদেতে ও মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে এবং ভগবদ্গীতা ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রেতে পর ব্রহ্মোপাসনার ভূরি ভূরি বিধি বাক্য আছে তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি।

তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ পর ব্রহ্ম হয়েন, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ। শ্রুতিঃ॥

শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থিতি করিবেক।

আত্মানমেবোপাসীত।

কেবল আত্মারই উপাসনা করিবেক।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচোবিমুঞ্চথ। মুণ্ডকোপনিষৎ।

কেবল সেই এক আত্মাকে জান অন্য বাক্য ত্যাগ কর।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থাবিদ্যতেঽয়নায়।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ॥

কেবল আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে আত্ম জ্ঞান বিনা মোক্ষের উপায় নাই।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

মনুঃ॥

সকল ধর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইয়াছে যেহেতু সকল বিদ্যার প্রধান আত্ম বিদ্যা তাহা হইতেই মুক্তি প্রাপ্তি হয়।

অনন্যবিষয়ং কৃত্বা মনোবুদ্ধিস্মৃতীন্দ্রিয়ং ।
ধ্যেয়আত্মা স্থিতোয়োঽসৌ হৃদয়ে দীপবৎ প্রভুঃ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥

মন বুদ্ধি স্মৃতি আর ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়স্থিত প্রকাশ স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন করিবেক।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন তুমি জ্ঞানিদিগের নিকট প্রণাম করিয়া এবং তাঁহারদিগের নিকট প্রশ্ন ও সেবা করিয়া সেই আত্ম তত্ত্বকে জান।

করপাদোদরাস্যাদিরহিতং পরমেশ্বরি ।
সর্ব্বতেজোময়ং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দ লক্ষণং ॥
কুলার্ণবঃ ॥

হস্ত পাদ উদর মুখাদি রহিত সচ্চিদানন্দ স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তত্ত্ব তাঁহার ধ্যান হে ভগবতি লোকে করিবে।

এপর্য্যন্ত বাহুল্য মতে বিধি বাক্য সকল বর্ত্তমান থাকাতে স্বার্থপর ব্যক্তি সকলের এমত সাহস হঠাৎ হয় না যে এই ব্রহ্মোপাসনাকে অনাবশ্যক কিম্বা অকর্ত্তব্য কহেন কিন্তু আপন লাভার্থে অনুগত লোকদিগকে এউপাসনা হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহা কহিয়া থাকেন যে এ সাধনা শাস্ত্র সিদ্ধ হইয়াও এদেশে পরম্পরা সিদ্ধ নহে। ঐ অনুগত ব্যক্তিরা কি সিদ্ধপরম্পরা কি অন্ধপরম্পরা ইহার বিবেচনা না করিয়া আত্মোপাসনা হইতে বিমুখ হইয়া লৌকিক ক্রীড়া, যাহাতে হঠাৎ মনোরঞ্জন হয়, তাহাকেই পরমার্থ সাধন করিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যেমন সর্ব্ব শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে সেই রূপ পরম্পরাতেও সিদ্ধ হয় ইহা বিশেষ রূপে সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। প্রণব এবং ব্যাহৃতি ও ত্রিপদা গায়ত্রী যিনি সমুদয় বেদের মাতৃ স্বরূপা হইয়াছেন তাঁহার অর্থ জানিলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহার দ্বারা পরব্রহ্মই প্রতিপন্ন হইয়াছেন। গায়ত্রীর উপাসনা যে পরম্পরা সিদ্ধ এ প্রস্তাবের প্রতি কেহ প্রতিপক্ষ হইতে পারেন না; অতএব গায়ত্রী উপাসনা যদি পরম্পরা সিদ্ধ হইল তবে সেই গায়ত্রীর অর্থ যে পরব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা পরম্পরা সিদ্ধ না হইবে কেন? ত্রিবর্ণ এই গায়ত্রীকে বাল্যকাল অবধি অহরহ জপ করেন এবং অনেকে ইহার পুরশ্চরণও করিয়া থাকেন অথচ ইহাঁরদিগের গায়ত্রী প্রদাতা আচার্য্য অথবা পুরোহিত কিম্বা আত্মীয় পণ্ডিতেরা পর ব্রহ্মোপাসনা হইতে ইহাঁরদিগকে পরাঙ্মুখ রাখিবার জন্য এমন্ত্রের কি অর্থ তাহা প্রায় কহেন না এবং ঐ জপ কর্ত্তারাও ইহার অর্থ জানিবার অনুসন্ধান না করিয়া শুকাদির ন্যায় কেবল উচ্চারণ করিয়া এমন্ত্রের যথার্থ ফল প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়েন। সেই প্রণব ও ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রীর অর্থ যাহা বেদেতে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে, এবং তন্ত্রেতে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ করিতেছি, যাহার দ্বারা তাঁহারদিগের নিশ্চয় হইবেক যে প্রণব ও ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মই জপ কর্ত্তাদিগের অজ্ঞাত রূপে পরম্পরায় উপাস্য হয়েন — তখন তাঁহারদিগের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা হইলে পরমাত্মার শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

গায়ত্রী জপ কালীন তাহার অর্থ চিন্তায় আবশ্যক ইহা গায়ত্রীর অর্থ প্রকরণে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লেখেন।

প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চা-
রিতেন তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং।

ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী তাঁহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হয়েন।

বিশেষতঃ গায়ত্রীতে 'ধীমহি' শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব গায়ত্রী জপ কালে অর্থের জ্ঞান অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।

প্রথমতঃ ওঁকার শব্দে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ এবং জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা যে পরব্রহ্ম তিনি প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা সমুদয় বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে তথাপি তাহার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিতি ব্রহ্ম।
ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ওঁকারের প্রতিপাদ্য যে আত্মা তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করিবে। ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম হয়েন।

ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ ॥

ওঙ্কারের অবলম্বন করিয়া পরমাত্মার ধ্যান কর।

সোঽয়মাত্মা অধ্যক্ষরমোঙ্কারঃ॥
মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ॥

ওঙ্কারকে সেই পরমাত্মা অধিকার করিয়া আছেন।

বাচ্যঃ সঈশ্বরঃ প্রোক্তোবাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ।
বাচকেপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্যএব প্রসীদতি ॥

ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য পর ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কার হয়েন অতএব ব্রহ্মের প্রতিপাদক ওঙ্কারকে জানিলে প্রতিপাদ্য যে পরমাত্মা তিনি প্রসন্ন হয়েন ॥

ওঁ তৎ সদিতিনির্দ্দেশোব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥
ভগবদ্গীতা ॥

ওঁ। তৎ। সৎ। এই তিন শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মের কথন হয়।

দ্বিতীয়তঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতি ত্রয়ের অর্থ দ্বারা ইহা জানা যায় যে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ পরব্রহ্মময় হয়েন।

ভূর্ভুবঃ স্বস্তথাপূর্ব্বং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
ব্যাহৃতাজ্ঞানদেহেন তেন ব্যাহৃতয়ঃ স্মৃতাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

যেহেতু পূর্ব্বকালে স্বয়ং ব্রহ্মা সমুদয় বিশ্ব যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ তাহাকে জ্ঞান দেহ রূপে ব্যাহৃত করিয়াছেন অর্থাৎ ব্যক্ত করিয়াছেন সেই হেতু ঐ তিনকে ব্যাহৃতি শব্দে কহা যায় অতএব ঐ তিন শব্দ ঈশ্বরের প্রতিপাদক হয়েন।

তৃতীয়তঃ গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্ম হয়েন।

যদ্বৈ তদ্ব্রহ্ম। গায়ত্রীপ্রকরণে শ্রুতিঃ।

গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য সেই পর ব্রহ্ম হয়েন।

প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

প্রণব ব্যাহৃতি এবং গায়ত্রী এই তিনের উচ্চারণ ও অর্থ জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বৃত্তির আশ্রয় যে পর ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥
মনুঃ॥

প্রণব পূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ওঁভূর্ভুবঃ স্বঃ আর ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন॥

দেবস্য সবিতুর্ব্বর্চ্চোভর্গমন্তর্গতং বিভুং।
ব্রহ্মবাদিনএবাহুর্ব্বরেণ্যং চাস্য ধীমহি॥
চিন্তয়ামোবয়ং ভর্গং ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ॥
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষোবিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

সূর্য্য দেবের অন্তর্যামি সেই তেজঃস্বরূপ সর্ব্বব্যাপি সকলের প্রার্থনীয় পরমাত্মা যাঁহাকে ব্রহ্ম বাদিরা কহেন তাঁহাকে আমরা আমারদিগের অন্তর্যামি রূপে চিন্তা করি, যিনি আমারদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের প্রতি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন, যিনি চিৎস্বরূপে বুদ্ধির প্রেরক হইয়া এবং সমুদয় জগতের নিয়ন্তা হইয়া পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছেন আর যিনি জন্ম মরণাদি সংসারে ভীত ব্যক্তিদিগের প্রার্থনীয় হইয়াছেন।

তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা।
জপেদিমাং মনঃপূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥
প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্রী পঠিতা যদি।
সর্ব্বাসু ব্রহ্মবিদ্যাসু ভবেদাশু শুভপ্রদা॥
প্রাতঃপ্রদোষে রাত্রৌ বা জপেদ্ব্রহ্মমনাভবন্॥
পূর্ব্বপাপবিযুক্তোঽসৌ নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ॥
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ব্যাহৃতিত্রিতয়ন্তথা।
ততস্ত্রিপাদগায়ত্রীং প্রণবেন সমাপয়েৎ॥
যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং।
সবিতুর্দ্দেবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং॥
বরণীয়ং চিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিণং বিভুং।
যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থোধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং॥
এবমর্থযুতং মন্ত্রত্রয়ং নিত্যং জপন্নরঃ।
বিনান্যনিয়মায়াসৈঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ সর্ব্বোপনিষদাং মতং।
মন্ত্রত্রয়েণ নিষ্পন্নং তদক্ষরমগোচরং॥
একধা দশধা বা যঃ শতধা বা পঠেদিমান্।
একাকী বহুভির্ব্বাপি সংসিদ্ধ্যেদুত্তরোত্তরং॥
জপান্তে সংস্মরেদ্দূয়একমেবাদ্বয়ং বিভুং।
তেনৈব সর্ব্বকর্ম্মাণি সম্পন্নান্য কৃতান্যপি॥
অবধূতোগৃহস্থোবা ব্রাহ্মণোঽব্রাহ্মণোপি বা।
তন্ত্রোক্তেষ্বেষু মন্ত্রেষু সর্ব্বে স্যুরধিকারিণঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে॥

সেই প্রকার সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠ রূপে কহিয়াছেন, পবিত্রমনে মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার জপ করিবেক। প্রণব ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী যদি পঠিত হয়েন তবে অন্য সকল ব্রহ্মবিদ্যা অপেক্ষা গায়ত্রী ঝটিতি শুভ প্রদান করেন। প্রাতে অথবা সন্ধ্যায় অথবা রাত্রিকালে পরমেশ্বরে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইহার জপ করিলে সেই ব্যক্তি পূর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়েন এবং পরে অধর্ম্ম কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না। প্রথমে প্রণবের উচ্চারণ করিবেক পরে তিন ব্যাহৃতি তাহার পর গায়ত্রী পাঠ করিয়া শেষে প্রণবে সমাপ্তি করিবেক। যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয়, যিনি ভুবনত্রয় ব্যাপিয়া রহেন, সূর্য্য দেবের সেই অন্তর্যামি অতি প্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিরূপ অব্যয় সর্ব্বান্তর্যামি বিভুকে আমরা চিন্তা করি যিনি আমারদিগের বুদ্ধিস্থ হইয়া আমারদিগের বুদ্ধি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। এই রূপ অর্থ যুক্ত তিন মন্ত্রকে নিত্য জপ করিলে অন্য নিয়ম ও আয়াস ব্যতিরেকে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এক মাত্র দ্বিতীয় রহিত যিনি সকল উপনিষদে কথিত হইয়াছেন সেই নিত্য মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের অগোচর পূর্ব্বোক্ত এই তিন মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়েন। এক বার অথবা দশবার অথবা শতবার যে ব্যক্তি একাকী অথবা অনেকের সহিত এই প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীর জপ করে সে উত্তরোত্তর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জপান্তে পুনর্ব্বার সেই এক অদ্বিতীয় বিভুকে স্মরণ করিবেক ইহার দ্বারা তাবৎ বর্ণাশ্রম কর্ম্ম না করিলেও সে সকল সম্পন্ন হয়। অবধূত অথবা গৃহস্থ সেই রূপ ব্রাহ্মণ

কিম্বা ব্রাহ্মণ ভিন্ন এই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকলে অধিকারি হয়েন।

রাজা রামমোহন রায়ের
গ্রন্থের চূর্ণক।

ব্রহ্মসঙ্গীত ॥

কানেড়া রাগিণী।

স্মর পরম জ্ঞানে। বেদ বেদান্ত প্রতিপন্ন করে যাঁরে তাঁরে ভাবহ সাবধানে।

আকার প্রকার নাম হীন, তাঁহারে কে পারে বর্ণিতে, চন্দ্র সূর্য্য চরাচর থাকয়ে যাঁর শাসনে যথা স্থানে।

ভাব সমব্যাপি অবিনাশি বিধাতাকে বিনা প্রমাদে,উপনিষদ জানিয়ে জান ব্রহ্মানন্দে ; অস্থায়ি সংসার তার পার তাঁর পদ কেবা জানে?

দেশ রাগিণী।

পরিপূর্ণমানন্দং। অঙ্গ বিহীনং স্মর জগন্নিধানং।

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযৎ বাচোহ বাচং বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং ॥

ছায়ানাট রাগিণী।

ছাড় মোহ ছাড় ছাড় রে কুমন্ত্রণা। জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।

দেখি তাঁহারে জ্ঞান চন্দ্র আলোকেতে, নাশ পাপ চয়ে, ভাব আনন্দে ॥

বেহাগ রাগিণী।

ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে,অন্য কথা ছাড়না।

সংসার সঙ্কটে,ত্রাণ নাহি কোন মতে, বিনা তাঁর সাধনা ॥

হামীর রাগিণী।

পূর্ণ পরাৎপর শাশ্বত পরম শরণ শুদ্ধ বিজ্ঞান।

তপন প্রকাশ পায় যাঁহার প্রকাশে, যাঁর ভয়ে গ্রহ ধান ॥

কেদারা রাগিণী।

তাঁহার আরাধনা তুমি না কর রে কেন না কর।

সমুদয় কামনা, করিছেন প্রেরণা, যিনি ওহে করুণাকর ॥

ইমন কল্যাণ রাগিণী।

মায়া হ্রদে ডুবো না। পাপ রসে সুখাভাসে ভুল না।

সার নহে সংসার, তিনি মাত্র সার, যাঁর এই রচনা ॥

বাগেশ্বরী রাগিণী।

ক্ষীণ পাঞ্চিকে শরীরে অভিমান কেন? পঞ্চে পঞ্চের লয়, সলিলে বিম্ব প্রায়; জানিয়া কি জান না, কর হে কর আত্মাকে সন্ধান ॥

রাগ মালকোশ।

যে তোমারে দিলে সকল সম্পদ যোগ্যতা, ভুল না তাঁহাকে কর তাঁর ভজনা।

ভৌতিক দেখ যাহা সে সব তাঁর রচনা, মনে তাঁরে কর প্রীতি যাবে চিত্ত বিকলতা ॥

পরজ রাগিণী।

কারণ সে যে তাঁর ধ্যান কর,তিনি জগতের পিতা মাতা।

হইবে মঙ্গল তাঁহারে সাধিলে জানিলে, যদি জানিবে কর সাধু সঙ্গ একান্তে ॥

বিজ্ঞাপন।

মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়মানুসারে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে বহিষ্কৃত করা গেল।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকো স্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় ভাগ
১৬ সংখ্যা
অগ্রহায়ণ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের বিশ্বাস এই, যে এক মাত্র অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কর্ত্তা, এবং তাঁহারই উপাসনা ঐহিক সুখ ও পারত্রিক মুক্তির প্রতি কারণ। আপনারা সত্য ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু স্বদেশস্থ মনুষ্যদিগকে কাল্পনিক ধর্ম্ম জালে বদ্ধ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, অতএব তাঁহারদিগকে উদ্ধার করিতে উদ্যোগি হইলেন। তাঁহারা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে তাঁহারদিগের আদি শাস্ত্র বেদের একান্ত মর্ম্ম যে এক অতীন্দ্রিয় জগদীশ্বরের উপাসনা তাহার প্রচার কল্পে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এদেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি বিলোকন করিলে প্রত্যয় হইবে যে এইক্ষণে বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা এবং সাধারণ রূপে জ্ঞানের অনুশীলনা দ্বারা এ দেশের কাল্পনিক ধর্ম্ম যে সাকার উপাসনা তাহা ম্লান এবং মৃত প্রায় হইতেছে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির মনঃ ক্ষেত্র মিথ্যা সংস্কার রূপ কণ্টক হইতে পরিষ্কৃত হইয়াছে, এইক্ষণে তাহাতে যেকোন বীজ পতিত হইবে তাহাই অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে শঙ্কা এই, যে পূর্ব্ব সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে লোক নাস্তিকতাকে গ্রহণ করিবে বা সম্মুখস্থ কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। এই সকল বিপত্তি মোচন করিবার জন্য এবং জ্ঞানাভিলাষি হিন্দুর অন্তঃকরণে বেদান্ত সিদ্ধ এক অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মোপাসনা রূপ সত্য ধর্ম্ম রোপণ করিবার নিমিত্তে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে।

প্রথমতঃ যদিও অন্য অন্য উপায় দ্বারা এই ধর্ম্মের অনুশীলন হইতেছিল, কিন্তু সভ্যেরা বিবেচনা করিলেন, যে এরূপ এক পাঠশালা সংস্থাপন করা অত্যাবশ্যক, যাহাতে বালকেরা স্বদেশীয় ভাষাতে বেদান্ত বেদ্য ব্রহ্ম জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় এবং সুশিক্ষিত হইয়া সভার অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে তাঁহারদিগের সহযোগি হয়। সাধারণের আনুকূল্য দ্বারা তাঁহারা ঐ অভিলাষ পূর্ণ করিতে ক্ষমতাবান্ হইলেন এবং সভা স্থাপনের পর দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতা নগরে এক বাঙ্গালা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিলেন, যে স্থলে অপরাপর বিদ্যালয়ের ন্যায় সামান্যতঃ নানা বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রেরা ব্রহ্ম জ্ঞানে উপদিষ্ট হইত। সভ্যদিগের অভিপ্রায় মতে প্রথমে কেবল বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করা যাইত, এবং তাহারদিগের উপস্থিতির সময় প্রাতঃকালে ছয়ঘণ্টা অবধি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকাতে তাহারা নয় ঘণ্টার পরে অন্য অন্য বিদ্যা-

লয়ে ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু বালকেরা দ্বিগুণ পরিশ্রম সহ্য করিতে অক্ষম প্রযুক্ত ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, সুতরাং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমে ন্যূন হইয়া পাঠশালা ভগ্ন প্রায় হইল। অতএব অধ্যয়নের উক্ত নিয়ম শোধন করা আবশ্যক হওয়াতে এপ্রকার এক বিদ্যালয় স্থাপন করা যুক্ত বোধ হইল যে ছাত্রেরা ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই কিঞ্চিৎ সময় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার জন্যে অর্পণ করিতে পারে। সাধারণ উৎসাহ এবং সাহায্য বৃদ্ধি দ্বারা সভ্যেরা উক্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতে সাহসি হইলেন — কেবল এই মীমাংসা করিতে অবশিষ্ট থাকিল যে পাঠশালা কলিকাতা বা অন্যত্র স্থিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা। ইহাতে বিবেচনা হইল যে নগর মধ্যস্থ অনেক বিদ্যালয়ে যে প্রকার বিস্তীর্ণ রূপে শিক্ষা প্রদান হয় তাহা এসভার অল্প আয় দ্বারা কদাপি সম্ভব নহে। ইহাও বিবেচনা হইল যে পল্লীগ্রামে বিদ্যা শিক্ষা এবং ধর্ম্ম শিক্ষা উভয়ই অতি মলিন অবস্থায় আছে। অতএব পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ যে সকল স্থান পূর্ব্বে বিদ্যার প্রধান আসন ছিল তাহাতেই সভার উপকার বিস্তার করা বিশেষ রূপে কর্ত্তব্য বোধ হইল। তদনুসারে কলিকাতার পাঠশালা রহিত হইয়া ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখে বংশবাটীতে এক উক্ত প্রকার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই পাঠশালাকে তাহার মহৎ তাৎপর্য্যের উপযুক্ত করিতে ব্যয় ও যত্নের ক্রটি হয় নাই, এবং সভ্যেরা অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, যে পরমেশ্বর প্রসাদাৎ তাহার অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতই হইতেছে।

যে কালে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনের প্রস্তাব হয় তৎ কালে সংশয় হইয়াছিল যে এদেশস্থ লোকের এতাদৃক্ বিষয়ে যে প্রকার অনুৎসাহ ও অযত্ন তাহাতে সভার অভীষ্ট সুসিদ্ধ হওয়া সহজ নহে, কিন্তু কাল বলে সে সকল আশঙ্কা দূর হইতেছে, এবং তাহার সকল প্রতিবন্ধক ক্রমে মোচন হইতেছে। ঈশ্বর প্রসাদে এরূপ এক দিবস গত হয় নাই যে দিবস সভ্যশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়াছে। বিজ্ঞান অস্ত্রে সুশিক্ষিত মনুষ্যের চিত্ত ভূমি হইতে কুসংস্কারের মূল ছিন্ন হইয়াছে, এবম্প্রকার সুযুক্ত সময়ে তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানাঙ্কুর রোপিত হইতেছে, ইহাতে সেই অঙ্কুর সতেজে উন্নত না হইবে কেন?

বেদান্ত বা তদনুযায়ী ব্রহ্ম বিষয়ক পুস্তক এপ্রকার দুষ্প্রাপ্য ছিল যে কদাচিৎ কোন বন্ধু বিশেষের আনুকূল্য ব্যতিরেকে অন্যত্র তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায় ছিল না। এই দুরবস্থা অধ্যক্ষেরা দেখিয়া এক মুদ্রা যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা হইতে সাধারণের প্রয়োজনীয় আত্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হইয়া নানা স্থলে পরিবিষ্ট হইতেছে। এই যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিমাসে উক্ত যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হয়, ইহাতে শ্রুতি স্মৃতির সার মর্ম্ম, প্রধান প্রধান ব্রহ্ম বিষয়ক গ্রন্থের চূর্ণক, এবং অন্য অন্য নীতি সম্বন্ধীয় বিষয় সকল প্রকাশ হইয়া থাকে।

এবম্প্রকার উপায় সমূহ দ্বারা সভ্যদিগের যত্নতরু ক্রমশঃ ফলবান্ হইতেছে, এবং তৎফল ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভা এইক্ষণে বঙ্গদেশের অনেক ভাগে উজ্জ্বল রূপে বিকীর্ণ হইতেছে; অতএব তজ্জন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ উচ্চারণ না করিয়া এই পত্র সমাপন করিতে পারিনা। শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের কালে তত্ত্বজ্ঞানের আন্দোলন যে পরিমাণে হইয়াছিল তাহা কাহার না বিদিত আছে কিন্তু তাঁহার মৃত্যু দ্বারা ইহার সাংঘাতিক দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যেরা তত্ত্বজ্ঞানালোচনাকে সজীব করিয়া ক্রমশঃ বলবতী করিতেছেন, তাঁহারদিগের যত্ন দ্বারা অনেক সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি এক পরব্রহ্মের উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছেন। প্রতি ব্রাহ্মসমাজে শত শত মনুষ্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে, এবং ব্রহ্ম বিচার এইক্ষণে এদেশের নানা স্থানে আন্দোলায়মান হইতেছে।

হে জগদীশ্বর তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগকে এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ক্ষমতা অর্পণ কর।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৪ আশ্বিন ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

হস্ত হইতে এক খণ্ড প্রস্তর স্খলিত হইলে তাহা ঊর্দ্ধ্ব দিকে গমন না করিয়া অধোভাগে পৃথিবীতেই কেন পতিত হয়? এই প্রশ্ন বিচার করিলে অবশ্য প্রত্যয় হইবে যে পৃথিবীর এমত এক স্বভাব আছে যাহার বল দ্বারা সেই প্রস্তর খণ্ড ঊর্দ্ধ্ব গমনে অশক্ত হইয়া ভূমি তলে আগমন করে। এই স্বভাবের নাম আকর্ষণ এবং ইহা সমুদয় জড় পদার্থের এক সাধারণ গুণ।

প্রতি পরমাণুতে এই আকর্ষণ শক্তি আছে, সুতরাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু থাকে, সে দ্রব্যের আকর্ষণ শক্তি তত পরিমাণে অধিক হয়। পৃথিবী তাহার নিকটবর্ত্তি সমুদয় দ্রব্য অপেক্ষা অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে সকল দ্রব্যকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে। এপ্রযুক্ত যে সকল দ্রব্য নিরবলম্ব তাহারা কোন বস্তু দ্বারা প্রতিবদ্ধ না হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং যে সকল দ্রব্য সাবলম্ব অর্থাৎ হস্ত বা মস্তক বা অন্য কোন আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া অধিষ্ঠান করে, তাহারা সেই হস্তাদি অবলম্বকে ভারাক্রান্ত করিয়া ভারিত্বের বোধ জন্মায়। ইহাতেই দ্রব্য ভারী হয়, অতএব আকর্ষণ শক্তিই কেবল ভারিত্বের কারণ। পরন্তু আকর্ষক দ্রব্য যে পরিমাণে স্থূল হয়, তাহার আকর্ষণ শক্তিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, সুতরাং তাহার দ্বারা আকৃষ্ট দ্রব্যও সেই পরিমাণে ভারী হয়। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা স্থূলতর হইত তবে তাহার আকর্ষণ শক্তি অধিক হইয়া পৃথিবীস্থিত দ্রব্য সকলও অধিক ভারি হইত।

কিন্তু জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে কি আশ্চর্য্য রূপে এই পৃথিবীর স্থূলত্ব পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে যথা আবশ্যক আকর্ষণ উৎপন্ন হইয়া দ্রব্য সকলকে অবনীর ক্রোড়ে বদ্ধ রাখিতেছে। পৃথিবী যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা কোটি গুণ স্থূল হইত, তবে তদনুসারে তাহার কোটি গুণ আকর্ষণ বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবীস্থ বস্তু সকল কোটি গুণ ভারি হইলে কি দুরবস্থা হইত! বৃক্ষের স্কন্ধ তাহার শাখা সকলের ভার ধারণ করিতে অশক্ত হইত, শাখাগণ তাহারদিগের পত্রাদি গুচ্ছ ভারে ভগ্ন হইত, এবং বৃন্ত সকল উপযুক্ত মত তাহারদিগের সংলগ্ন পুষ্প ফলকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইত। পশুদিগের স্তম্ভ স্বরূপ যে পদ তাহা কি তাহারদিগের শরীরকে ইতস্তত বহন করিতে শক্তিমান্ হইত? অধিক আকর্ষণ বলে বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে স্বেদ নিঃসরণ বা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ কি সম্ভব হইত? এবং বর্ষণের জল বিন্দু পর্য্যন্ত শিলা অপেক্ষাও ভারী হইলে এ পৃথিবীস্থিত প্রাণিগণের শরীর রক্ষা কি সুসাধ্য হইত? পৃথিবীর স্থূলত্ব সতরাং আকর্ষণের বর্ত্তমান পরিমাণ অন্যথা হইলে সমুদয় অবনী উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা; ইহার দুই তিন বিশেষ দৃষ্টান্তের প্রতি বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

বৃক্ষ লতাদি সকলের এই প্রকার স্বাভাবিক কৌশল আছে যে তাহারা মূলের দ্বারা পৃথিবী হইতে রস শোষণ করে এবং তাহারদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তি নির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা সেই রস প্রতি শাখা পল্লব পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে ব্যাপ্ত হয়। বৃক্ষের মৃত্তিকাস্থিত মূল অবধি ঊর্দ্ধস্থিত অগ্রভাগ পর্য্যন্ত রস সঞ্চালনে কি সামান্য শক্তির প্রয়োজন হয়? মূল অবধি প্রান্ত পর্য্যন্ত যদি এক এক রস ধারাকে কেবল স্থগিত রাখিতে হয়, তাহাতেই কি অল্প শক্তি আবশ্যক? কোন বৃক্ষ যদি দ্বাবিংশতি হস্ত উচ্চ হয় তবে এক হস্তের

অষ্টম ভাগ স্থূল রস ধারাকে উর্দ্ধদিকে কেবল স্থির রাখিবার জন্যে প্রায় বত্রিশ সের ভার ধারণ যোগ্য শক্তি আবশ্যক হয়। কিন্তু সে রস ধারা স্থির নহে, প্রতিক্ষণ অত্যন্ত বেগের সহিত সমুদয় পত্র পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইতেছে, ইহা কি অল্প শক্তির কর্ম্ম? এই ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্তে ঈশ্বর বৃক্ষাদির মধ্যে যে যন্ত্র রচনা করিয়াছেন তাহার দ্বারা প্রবল শক্তির সহিত পৃথিবী হইতে ক্রমাগত উর্দ্ধ দিকে রস উত্থিত হইতেছে কিন্তু পৃথিবীও আপনার আকর্ষণ শক্তি দ্বারা সেই বৃক্ষস্থ উর্দ্ধগামি রস ধারাকে ভূমিতে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে। অতএব ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্তা পরমেশ্বর বৃক্ষাদির ঐ শারীরিক বলকে সেই প্রকার সূক্ষ্মরূপে পরিমাণ করিয়াছেন যাহাতে অবনির আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া সেইরূপ বেগে রসের সঞ্চালন হয় যাহাতে তাহারা নষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ উন্নতই হইতে থাকে। উদ্ভিজ্জের উর্দ্ধ আকর্ষণ এবং পৃথিবীর অধঃ আকর্ষণ এই উভয় শক্তির পরস্পর উপযুক্ত সম্বন্ধ এবং অভ্রান্ত পরিমাণ দ্বারা বৃক্ষাদির রস পর্য্যটন কার্য্য অতি পরিপাটীরূপে নিয়ম পূর্ব্বক সম্পন্ন হইতেছে। পৃথিবী স্থূলতর হইয়া তাহার আকর্ষণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে উর্দ্ধ রস সঞ্চালনের বেগও অবশ্য অল্প হইত তাহাতে যে ঋতুতে রসের যেরূপ প্রাচুর্য্য আবশ্যক তাহার অভাব হইয়া সুতরাং তরুলতাদি ক্রমে ক্রমে শুষ্ক দশা প্রাপ্ত হইত। পৃথিবীর স্থূলত্বের বৃদ্ধির সহিত তাহার আকর্ষণের এপ্রকার বৃদ্ধি করিলেও ঈশ্বর করিতে পারিতেন যাহাতে উদ্ভিজ্জ জীবনের মূলীভূত যে রসের গতি তাহা এক কালীন রুদ্ধ হইত; তাহা হইলে এই রত্নময়ী পৃথিবীতে বৃক্ষাদির শোভা কোথায় থাকিত? তৃণ পত্র সস্যাদির অভাবে আমরাই বা কোথায় থাকিতাম?

প্রাণিদিগের শরীরের সহিত পৃথিবীর স্থূলত্বের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে! জন্তুর শরীর মধ্যে যথাযোগ্য স্থানে মাংসপেশী সকল আছে, সেই সকল মাংসপেশীর সঙ্কোচন এবং শৈথিল্য দ্বারা বল উৎপন্ন হয় এবং তাহার দ্বারাই দেহ যন্ত্রের সমুদয় কার্য্য নিপুণরূপে সম্পন্ন হয়। সেই বল দ্বারা জন্তুসকল গমন ভোজন ধাবন প্রভৃতি কত কর্ম্ম সাধন করে এবং কেবল সেই বল দ্বারাই পৃষ্ঠোপরি বা মস্তকোপরি তাহারা প্রকাণ্ড ভার সকল বহন করিতেছে। কিন্তু জন্তুদিগের এই স্বভাব সত্বে যদি পৃথিবীর স্থূলত্ব বৃদ্ধির দ্বারা আকর্ষণের বৃদ্ধি হইত, তবে সেই আকর্ষণ শক্তি জন্তুদিগের শারীরিক বলের প্রতিবন্ধক হওয়াতে তাহারা স্ফূর্ত্তির সহিত গতি বিধি করিতে সমর্থ হইত না। অধিকতর বলবান্ আকর্ষণ দ্বারা প্রাণিগণের বলের পরিমাণ অপেক্ষা শরীর অধিক ভারযুক্ত হইলে তাহারদিগের শরীর সঞ্চালন অতি কষ্ট সাধ্য হইত। ইহা হইলে মনুষ্যের বশীভূত অশ্বগণ যথা প্রয়োজনমতে শীঘ্র বেগে ধাবিত হইত না, মৃগশাবক সকল আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া অরণ্যময় নৃত্য করিত না, লঘুদেহ পক্ষি গণ পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রফুল্লতার সহিত বায়ু সাগরে ভাসমান হইত না, অত্যন্ত আকৃষ্ট হইলে মধুমক্ষিকেরা পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া সুখের সহিত মধুসঞ্চয় করিত না এবং আনন্দময় শিশু সকল প্রফুল্ল আননে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া মাতা পিতার স্নেহ পূর্ণ অন্তঃকরণকে প্রসন্ন করিত না। পৃথিবীর পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলেই এই সকল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা; অবনির এপ্রকার প্রকাণ্ড স্থূলত্ব হইলেও হইতে পারিত যাহাতে আকর্ষণ আত্যন্তিক অপরিমিত হইয়া সমুদয় জঙ্গম জন্তুকে স্থাবর বৃক্ষাদির ন্যায় অচল করিত, যাহাতে এপৃথিবী বর্ত্তমান জন্তু সকলের আবাস যোগ্য আর হইত না।

ধরণী অতিলঘু হইয়া তাহার আকর্ষণও অতি অল্প হইলে অন্য এক বিপরীত প্রকার অশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। পৃথিবীস্থ সকল দ্রব্য অতিঅল্প শক্তিতে চাঞ্চল্যমান হইত, অতি ক্ষীণ শক্তি দ্বারা তাহারা পুনঃ পুনঃ ঘাত প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা অস্থির অবস্থায় থাকিত বা চূর্ণ হইত, আমারদিগের শরীর অতি অল্প

আঘাত দ্বারাতেও ভগ্ন হইত, বায়ুর পরমাণু সকল দূর দূর হইয়া জীবন ধারণের উপযুক্ত বায়ু সেবন হইত না তাহাতে রক্তের স্বভাব বিকৃত হইলে আমরা এজগৎকে দর্শন করিতে আর থাকিতাম না।

শরীরের রক্ত সঞ্চালন এবিষয়ের এক প্রধান দৃষ্টান্ত। আমারদিগের দেহ মধ্যে হৃদয় হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া অগণ্য নাড়ীর দ্বারা শরীরময় সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইতেছে, সকল অঙ্গ ভ্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হইতেছে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে এবং শরীরের অন্য অন্য অঙ্গকে নিয়ত পোষণ করিতেছে, এবং একাদিক্রমে বায়ুর সহিত সংলগ্ন দ্বারা অনবরত পরিষ্কৃত হইয়া শরীরকে বিকার হইতে মুক্তরাখিতেছে। এইপ্রকারেরক্ত পর্য্যটন মনুষ্য জীবনের মূলীভূত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য বেগে এইরক্ত সঞ্চালন হয়! পরীক্ষা দ্বারা প্রতীতি হইয়াছে যে শরীরস্থ রক্ত প্রতিপলে প্রায় চল্লিশ হস্ত ধাবিত হয়, সমুদয় প্রতিদণ্ডে প্রায় অষ্টবার শরীর পর্য্যটন করে, এবং এই প্রকার বেগবান্ হওয়াতেই তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা পায়। রক্ত যখন হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া ঊর্দ্ধগতি দ্বারা শরীরে সঞ্চালিত হয়, তখন পৃথিবী তাহার প্রতিকূলে নিম্নদিকে তাহাকে আকর্ষণ করে; যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা পৃথিবী অধিক গুরুতর হইত তবে তদ্দ্বারা আকর্ষণের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া ঊর্দ্ধগামি রক্তের বেগ হ্রাস হইলে যথা প্রয়োজন মতে শরীরের রক্ত পরিবেশন অসম্ভব হইত,এবংঅধোগামি রক্তের বেগ বৃদ্ধি হইলেও শরীর যন্ত্রের ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইত। অথচ পৃথিবী এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘু হইয়া তাহার আকর্ষণ অতি ক্ষীণ জন্য ঊর্দ্ধ গামি রক্ত অতিপ্রবল বেগে এবং অধোগামি রক্ত অতিমৃদু বেগে সঞ্চালিত হইলেও জীবন রক্ষা দুষ্কর হইত। এস্থলে বর্ত্তমান আকর্ষণ সুতরাং পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিমাণ আমারদিগের জীবনের মুখ্য কারণ হইয়াছে।

ফলতঃ জগদীশ্বর উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদিতে সেই প্রকার শক্তি স্থাপন করিয়াছেন, জন্তুদিগের অঙ্গে সেই প্রকার বলকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,এবং শরীরের রক্তে সেই প্রকার বেগ সমর্পণ করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবীর আকর্ষণের প্রতিবন্ধকতা পরাভূত হইয়া স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের নির্দিষ্ট কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীতে সেই প্রকার স্থূলত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার প্রতি পরমাণুতে সেই প্রকার পরিমিত আকর্ষণ বল সংস্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে তাহা ক্ষিতিতলস্থ কোন পদার্থের অনিষ্ট দায়ক না হইয়া সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইয়াছে।

যে পুরুষ পদার্থমাত্রে এক আকর্ষণ শক্তি অর্পণ করিয়া পরস্পর দূরবর্ত্তি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু প্রভৃতিকে যথা স্থানে নির্ব্বন্ধ করিয়াছেন এবং সেই আকর্ষণ শক্তিকে যে পুরুষ এই অবনিস্থিত লতা বৃক্ষ পশু পক্ষি মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণি জাতের শারীরিক বলের সহিত সূক্ষ্ম রূপে পরিমাণ করিয়া এরূপ সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার শক্তি কি বিচিত্র, জ্ঞান কি আশ্চর্য্য, মহিমা কি অনির্ব্বচনীয়, করুণা কি অনন্ত!

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

সস্যমিব মর্ত্ত্যঃপচ্যতে।
সস্যের ন্যায় মনুষ্য নষ্ট হয়॥

বহু দিবস বাঁচিতে হইবেক, এমত অভিমান বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের মিথ্যা ভ্রম নিবারণার্থে পরম কারুণিক শ্রুতি কৃপা করিয়া উপদেশ করিতেছেন, এবং দর্পণ যেমত আমারদিগের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করেন, এই শ্রুতি তদ্রূপ আমারদিগের যথার্থ স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন। আমারদিগের নিকটে এক শত বৎসর যে অত্যন্ত দীর্ঘকাল বোধ হয়, ইহার কারণ এই, যে এক শত বৎসরের ঊর্দ্ধ আমরা প্রায় জীবিত থাকি না। যদি আ-

পর যুগাবধি একাল পর্য্যন্ত কেহ জীবিত থাকিত, তবে যেমত অত্যল্প দিনের মধ্যেই পিপীলিকার ক্রমাগত শত শত বংশ আমারদিগের দ্বারা দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সেই দীর্ঘজীবি ব্যক্তি যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদি প্রভৃতির সন্তানদিগকে ক্রমাগত এ পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিয়া পিপীলিকার বংশ সমান তাহারদিগের বংশকে জ্ঞান করিত। এই ক্ষুদ্রজীবি যে আমরা, আমারদিগের দম্ভ অভিমান প্রভৃতি তাহার নিকটে কি হাস্যাস্পদের কারণ হইত।

হে সভ্য মহাশয়েরা, এই যে সময়, তাহা জীব বিশেষে অধিক বা অল্প বোধ হয়। পঞ্চ বৎসর যে কাল, তাহা যদিও মনুষ্যদিগের নিকটে অতি অল্প, তথাপি যে জন্তুদিগের কেবল পঞ্চ বৎসরই আয়ুঃ, তাহারদিগের নিকটে সেইকাল মনুষ্য দ্বারা গণিত শত বৎসরের তুল্য হয়। কারণ সেই পঞ্চ বৎসরের মধ্যেই তাহারদিগের অল্পে অল্পে বাল্য কাল ও যৌবন কাল ও বৃদ্ধ কাল হইতেছে। সেই পঞ্চ বৎসর আয়ুর্ব্বিশিষ্ট জন্তু স্বয়ং কিছু এমত বোধ করিতে পারে না, যে পঞ্চ বৎসর অতি অল্প কাল, সেই প্রকার এক শত বৎসর যে অতি অল্প কাল তাহা আমারদিগের বোধে আইসে না; সুতরাং আমারদিগের আয়ুঃ অতি দীর্ঘ, এই ভ্রমে নানা মিথ্যা কর্ম্মে ভ্রমণ করিতেছি।

এক শত বৎসর যদিও অতি অল্প কাল, তথাপি যদি এমত নিশ্চয় থাকিত, যে এক শত বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে মৃত্যু হইবে না, তবে আমারদিগের দম্ভ ও অভিমান প্রভৃতি কিঞ্চিৎ শোভা পাইত। কিন্তু আয়ুর কিছুমাত্র স্থৈর্য্য নাই। এই নিশ্বাসকে ক্ষণমাত্র নিমিত্তে বিশ্বাস করা যায় না। এই বক্তৃতা সমাপন পর্য্যন্ত যে প্রাণ বায়ু আমার শরীরে অবস্থিতি করিবেক, ইহার নিশ্চয় কি? তথাপি এই অল্প দিনের নিমিত্তে জীবন ধারণ করিয়া লোকের হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল অনিষ্টে যাহারা রত তাহারদিগকে কি কহিব!

গত কাল ও নিদ্রিত কাল আলোচনা করিলে সময়ের যথার্থ অল্পতা বোধ হইবে, এবং জাগ্রদবস্থায় বর্ত্তমান কর্ম্ম ও নানাবিধ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের স্মৃতিতে আমারদিগের বোধে কালের দীর্ঘতা হইলেও যে স্বভাবতঃ সময় অতিসংক্ষেপ, তাহা স্বপ্নাবস্থা আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ রূপে বোধ হইবে। এক ক্ষণের মধ্যে স্বপ্নেতে ভ্রমণ দ্বারা নানাবিধ অপূর্ব্ব নগরাদিতে নানাবিধ যুদ্ধ বিগ্রহ কলহ সন্ধি দৃষ্ট হয়, জাগ্রৎ ব্যক্তির সে প্রকার ভ্রমণ ও দর্শন সমস্ত জীবনেও অসম্ভব।

সময় অতি অল্প ও কেবল কর্ম্মের দ্বারা সময়কে অতি দীর্ঘরূপে জ্ঞান হয়, এই যে আমার অভিপ্রায়, তাহা পশ্চাল্লিখিত ইতিহাসস্থলে ব্যক্ত করিতেছি।

কোন রাজার নিকটে এক ব্যক্তি খঞ্জ প্রতিপালন প্রত্যাশায় গমন করিয়া ব্যক্ত করিলেক, যে আমি নানা গুণে গুণবান্, আমাকে রাজা যে কর্ম্মে অনুমতি করিবেন, তাহা আমি উদ্ধার করিব। তাহার এই কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজা তাহাকে অন্ন বস্ত্র ও ধনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট রাখেন। কিন্তু বহু দিবস গত হইল, তথাপি তাহার দ্বারা রাজার কোন উপকার হইল না। অতএব প্রতিপালন করা বিফল জানিয়া রাজা তাহাকে পরিত্যাগ করিবার মনঃস্থ করিলেন। খঞ্জ সেই অভিপ্রায় জানিয়া রাজার স্নান কালীন উপস্থিত হইয়া যোড় করে নিবেদন করিল, যে বহুদিবসাবধি মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেছি, কিন্তু এমত কোন স্থল উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে আমার বিদ্যা প্রকাশ হয়, ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত আছি; অতএব হে মহারাজ যদি আজ্ঞা হয়, তবে আপনার মন্ত্রিগণকে এস্থানে আহ্বান করুন, আমার এক অপূর্ব্ব বিদ্যা প্রকাশ করি। সেই খঞ্জের নিবেদনে রাজার সম্মতি প্রযুক্ত মন্ত্রিগণ রাজদূত দ্বারা রাজাজ্ঞা জ্ঞাত মাত্র উপস্থিত হইলে খঞ্জ কহিল, হে মহারাজ, জলে মগ্ন হউন! রাজা জলে মগ্ন হইয়া ক্ষণ পরে মস্তক উত্থান করিয়া দেখেন, যে এক মহা নদীতে অবগাহন করিতেছেন, মন্ত্রিগণ ও খঞ্জপ্রভৃতি কেহ

নাই, একাকী বিষণ্ণ হইয়া নদী হইতে কূলে উঠিলেন। এমত বস্ত্র নাই যে স্নানীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করেন। যত দূর দৃষ্টির গোচর তত দূর পর্য্যন্ত একটি বৃক্ষও দেখিতে পায়েন না যাহার ছায়াতে কিচুকাল তৃপ্ত হয়েন। প্রচণ্ড, সূর্য্য কিরণে উত্তপ্ত হইয়া পদব্রজে লোকালয় অন্বেষণে গমন করিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সন্ধ্যাকালে লোকালয় প্রাপ্ত হইলেন। দেখেন, যে নানাবিধ মিষ্টান্ন বিক্রয়ের নিমিত্তে প্রস্তুত আছে, কিন্তু এমত সঙ্গতি নাই যে ক্রয় করেন; ভিক্ষা করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। মহা শোকাকুল হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন, যে এক দুষ্ট খঞ্জকে প্রতিপালন করিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম; প্রাণ রক্ষার্থে ভিক্ষার দ্বারা কিঞ্চিৎ আহার করি া সমস্ত রজনী ভূমিতে পড়িয়া কেবল রোদন করিলেন। পরে স্বোদর ভরণের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া এক বণিকের দাসত্ব কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ সঙ্গতি করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বহু দিবসে বহু কষ্টে অর্থোপার্জ্জনদ্বারা দেশে সম্ভ্রান্ত মধ্যে গণ্য হইলেন, ও এক পরমা সুন্দরী বণিক্ পুত্রীকে বিবাহ করিলেন। কালে তাঁহার স্ত্রীর গর্ব্ভে সাতটি পুত্র, সাতটি কন্যা জন্মিল। ভাগ্যক্রমে নানা কারণে বাণিজ্য কর্ম্মে ক্ষতি হইয়া মূল ধনের অনেকাংশ বিনাশ হইল। যৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট যাহা থাকিল, তাহাঐ জাতপুত্রদিগের প্রতিপালন দ্বারাই ক্ষয় হইল। সুতরাং পরিবারের আহার প্রদানে অশক্ত হইয়া, ও নানাবিধ ক্লেশ মনস্তাপ বিশিষ্ট হইয়া আত্ম হত্যা মানসে জলে মগ্ন হইলেন। কিন্তু নিশ্বাস রুদ্ধের যন্ত্রণা সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া জল হইতে মস্তক উত্থান করিয়া দেখেন, যে, যে স্থানে স্নান করিতেছিলেন, সেই স্থানেই আছেন, ও চতুর্দ্দিকে মন্ত্রিগণ যোড় হস্তে দণ্ডায়মান আছে ও সেই দুষ্ট খঞ্জও সেস্থানে উপস্থিত আছে। রাজা খঞ্জের প্রতি কোপ দৃষ্টে নেত্র পাত করিয়া কহিলেন, রে খঞ্জ তুই এত কালে আমাকে এত দুঃখ দিলি। খঞ্জ উত্তর করিল, হে মহারাজ, ক্ষণ মাত্র জলে মগ্ন হইয়া গাত্রোত্থান করিতেছেন, তাহার সাক্ষি এই মন্ত্রিগণ আছেন, অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।

এই ইতিহাসের তাৎপর্য্য দ্বারা আমার অভিপ্রায় যে কর্ম্ম দ্বারা কেবল কালের দীর্ঘতা হয় তাহা সভ্য মহাশয়েরা অবশ্যই সুস্পষ্ট রূপে বুঝিয়া থাকিবেন। অতি অল্পকাল নিমিত্তে এই পৃথিবী আমারদিগের বাসস্থান হইয়াছে ও অল্পে অল্পে প্রতি দিন আমরা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তি হইতেছি, অতএব পরকালের মঙ্গল যাহাতে হয় এমত সাধনাতে যত্নবন্ত হউন।

ঈশ্বর কোন বস্তুর ব্যর্থ সৃষ্টি করেন নাই। মৃত্যুর নাম শ্রুত মাত্র অনেকের হৃৎকম্প হয়, অথচ এই মৃত্যু না থাকিলে আমারদিগের যন্ত্রণার পরিসীমা থাকিত না। কারণ, কত প্রকার ব্যাধি এমত আছে যে তাহার যন্ত্রণা সহ্য করা অসাধ্য, ও কোন প্রকারে চিকিৎসা দ্বারা তাহার শমতা হয় না মৃত্যু থাকাতে স্বচ্ছন্দে সে যন্ত্রণা হইতে উর্ত্তীর্ণ হওয়া যাইতেছে, কিন্তু এপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা যদি অমর হইত, তবে তাহারদিগের যে কি যন্ত্রণা তাহা আমারদিগের মনে করিতেও যন্ত্রণা বোধ হয়। এই প্রকার যে পৃথিবীতে রোগ শোক ভয় অপমান প্রভৃতি নানা ক্লেশের সম্ভাবনা, সে পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা মৃত্যুই হইয়াছেন।

সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত যদি কোন মনুষ্যের মৃত্যু না হইত, তবে সস্যের অল্পতা প্রযুক্ত ক্ষুধা নিবৃত্তির কোন উপায় থা কত না, ধনি ব্যক্তির দম্ভ ও অভিমানের সীমা থাকিত না, এবং ইহ কালে ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত কোন কুকর্ম্ম অকৃত থাকিত না।

দয়াবান্ পরমেশ্বর এই সকল যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করণের নিমিত্তে মনুষ্যদিগকে শতায়ুঃ করিয়াছেন। যদি এমত নির্দ্ধারিত থাকিত, যে এই এক শত বৎসর পরিপূর্ণ না হইলে মৃত্যু হইবে না, তবে মনুষ্যেরা একেবারে মৃত্যুর দিবস টি নিশ্চিত জানিয়া অত্যন্ত অসুখি হইত। অতএব পরমেশ্বর

সামান্যতঃ মনুষ্যের আয়ুঃ এক শত বৎসর করিয়াও অনিয়মিতরূপে প্রাণ ধ্বংস করিতেছেন। ইহাতে কোন প্রকারে নিশ্চয় হইবার উপায় নাই, যে কোন্ ক্ষণে মৃত্যু হইবে, ও কত ক্ষণ পর্য্যন্ত জীবন থাকিবে। আশ্চর্য্য এই, যে জীবনের নিশ্চয় না থাকাতেও মনুষ্যদিগের এমত আশা হইতেছে, যে আমরা অনেক দিবস পর্য্যন্ত এই জীবন ধারণ করিব। এই আশাতে বিশ্বাস করিয়া মনঃসংযোগে আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেছে। সুতরাং এই জীবনে বিশ্বাস না থাকিলে সংসার নির্ব্বাহ কোন প্রকারে হইত না। কৃষিরা কি জন্য ধান্য রোপণ করিত, যদি ফল ভোগের আশা না থাকিত। বণিকেরা কি জন্য সম্যাদি নানা দ্রব্য দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করিত, যদি তাহারদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত। এতন্নিমিত্তে জীবনের বিশ্বাস ঈশ্বর মনুষ্যের মনে এমত দৃঢ় করিয়াছেন যে নানা রোগে কাতরান্বিত, গলিত, শীর্ণ বৃদ্ধ ব্যক্তিও মৃত্যুকে দূরে জানিয়া সাধ্য মত এসংসারে কর্ম্ম করিতে অবহেলা করে না। হে সভ্য মহোদয়েরা, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিচিত্র শক্তি দ্বারা কি আশ্চর্য্য রূপে এই সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে। এই সংসারিক নিয়মের কিঞ্চিৎ ন্যূনাতিরেক হইলে একেবারে জগতের ধ্বংস হয়।

অতএব যে পরমেশ্বর আমারদিগের সুখের নিমিত্তে এতাবৎ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে জানিবার যত্ন কর, যে সকল কষ্ট হইতে উদ্ধার হইয়া নিত্যসুখে মগ্ন হইবে।

শ্রীমদ্ভগবান্ সদাশিবোক্ত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ।

বিদ্যামুপার্জ্জযেদ্বাল্যে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যাণি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্য্যাঞ্চৈব পতিব্রতাং।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং পানং ভোজনমেব চ।
তত্তৎসময়মাজ্ঞায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ॥
শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ।
পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ॥
ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং বক্তভাষণং।
পিত্রোরগ্রে ন কুর্ব্বীত যদীচ্ছেদাত্মনোহিতং॥
মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ।
বিনাজ্ঞয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে॥
বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃহেলনং।
স যাতি নরকং ঘোরং সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসোদরান্।
হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি॥
বঞ্চয়িত্বা গুরূন্ বন্ধূন্ যো ভুঙ্ক্তে স্বোদরম্ভরঃ।
ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ॥
গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্।
গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূন্ এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
বিরলে শয়নং বাসং ত্যজেৎ প্রাজ্ঞঃ পরস্ত্রিয়া।
অযুক্তভাষণঞ্চৈব স্ত্রিয়ঃ শৌর্য্যং ন দর্শয়েৎ॥
ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ।
সততং তোষয়েদ্দারান্নাপ্রিয়ং কুচিদাচরেৎ॥
উৎসবে লোকযাত্রায়াং তীর্থেষ্বন্যনিকেতনে।
ন পত্নীং প্রেষয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জ্জিতাং।
চতুর্বর্ষাবধি সুতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা।
ততঃ ষোড়শ পর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ॥
বিংশত্যব্দাধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্গৃহকর্ম্মসু।
ততস্তান্ তুল্যভাবেন মত্বা স্নেহং প্রদর্শয়েৎ॥
কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥
এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েৎ গৃহী॥
ততঃ স্বধর্ম্মনিরতান্ একগ্রামনিবাসিনঃ।
অভ্যাগতানুদাসীনান্ গৃহস্থঃ পরিপালয়েৎ॥
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ॥

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

দিবাকর উদয়ে যেপ্রকার এই পৃথিবী রজনীর অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হয়, এই জগতের কারণ পূর্ণানন্দ স্বরূপ পরিশুদ্ধ পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা চিত্ত তদ্রূপ মালিন্য হইতে পরিত্যক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয়। হীরক যেরূপ পরিষ্কৃত হইলে সুচারু বিমল জ্যোতি ধারণ করে, মন তদ্রূপ ঈশ্বর জ্ঞান দ্বারা পরিশুদ্ধ হইলে পুণ্য বিকাশে শোভনীয় হয়। এই সত্য উপাসনা ঐহিক সুখ এবং পারত্রিক মুক্তির প্রতি কারণ; ইহকালে পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তনদ্বারা নির্ম্মল আনন্দের সম্ভোগ হয়, ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন দ্বারা সুচারুরূপে সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং পরকালে অলৌকিক ফল নিত্য সুখ স্বরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

যে দেশে যে পরিমাণে এই উপাসনার অঙ্গ সকলের অনুশীলনা হয়, সে দেশে সেই পরিমাণে লোকের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, এবং দুঃখের ভাগ খর্ব্ব হইয়া আনন্দের ভাগ অধিকহয়। এদেশে আমারদিগের আদি শাস্ত্র সমুদয় বেদে কেবল এই নিষ্পন্ন আছে যে বিশুদ্ধ মনের দ্বারা এক নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনাই সত্য ধর্ম্ম; পরন্তু যে সকল চঞ্চল চিত্ত ইন্দ্রিয় সুখ প্রবৃত্ত অজ্ঞানি ব্যক্তি তাহাতে অসমর্থ, তাহারআদেশ আছে যে তদ্দারা ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণহইয়া মন শান্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে তাহারা সমর্থ হইতে পারে। যত কাল পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের বেদ শাস্ত্রের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, এবং ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সে পর্য্যন্ত জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরের আরাধনাতে অশক্ত হইলে কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম কাণ্ড দ্বারাতেও বেদ শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে কেহ ত্রুটি করিত না এবং অনেকে সেই কর্ম্ম কাণ্ড রূপ সোপান দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিত। কাল বশে ধর্ম্মের বল হ্রাস হইল, লোকেরা জ্ঞানাভ্যাসে যত্ন হীন হইল, এবং কুকর্ম্ম সূচক ইন্দ্রিয় সুখের নিবারক ও সন্মার্গ প্রবর্ত্তক যে আয়াস সাধ্য শ্রৌত কর্ম্মকাণ্ড তাহা হইতে বিরত হইয়া লোক এপ্রকার আমোদে উন্মত্ত হইল যে ধর্ম্ম কর্ম্মেতেও ইন্দ্রিয় সুখের অভিলাষ করিল, এবং তাহার পোষক ঘোরতর আমোদের কারণ তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম কাল্পনিক সাকার দেবতার উপাসনা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অবলম্বন করিল।' সেই তন্ত্রেতেও পুনঃ পুনঃ এই প্রকার উপদেশ আছে যে সকল কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া পবিত্র মনে নিরাকার আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করাই সত্য ধর্ম্ম এবং এই প্রকারে তাঁ-

মুক্তির প্রতি সাক্ষাৎ কারণ; কিন্তু লোকেরা পাপাচ্ছন্ন প্রযুক্ত এই সকল হিত বাক্যকে পরিত্যাগ করিয়া আমোদ বাক্যকেই গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপক্ষে যে প্রকার প্রতি দিবস চন্দ্রপ্রভা ক্ষয় হয়, ভারতবর্ষে সেই প্রকার ক্রমশঃ ধর্ম্মের আলোক হ্রাস হইতে লাগিল। এই অবসরে অনেকে স্বার্থপর হইয়া লোকদিগের প্রবঞ্চনা জন্য নানা প্রকার শাস্ত্র কল্পনা করিল। লোকের জ্ঞানও এ প্রকার আচ্ছন্ন হইল যে কোন্ শাস্ত্র সত্য বা অসত্য, সমূলক বা অমূলক এ বিবেচনাতে অশক্ত হইয়া স্পষ্ট প্রবঞ্চনাকেও সত্য রূপে গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রায় দুই শত বৎসর অবধি হইল কতক গুলীন গোস্বামি প্রভৃতি একত্র হইয়া শচীপুত্র গৌরাঙ্গকে জন্ম মৃত্যু বিহীন পরব্রহ্ম করিয়া প্রবল রূপে বিখ্যাত করিয়াছে। হস্ত পদ রক্ত মাংস যুক্ত জন্ম মৃত্যু বিশিষ্ট যে মনুষ্য তাহাকে জন্ম মৃত্যু শূন্য নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম রূপে আরাধনা করাই এক মহা অপরাধের হেতু; তথাপি তাহার উপাসনা কুকর্ম্ম নিবারণের প্রতি কারণ হইলেও সে অপরাধ কতক ক্ষমা যোগ্য হইত, কিন্তু তাহারা এই গৌরাঙ্গের উপাসনার অঙ্গ রূপে এপ্রকার সকল লজ্জাকর এবং ঘৃণা জনক ব্যবহারের প্রচার করিয়াছে, যে তাহাতে পৃথিবী ঘোরতর যাতনায় রোদন করিতেছে। ফলতঃ তাহারদিগের এই ধর্ম্মের যে প্রকার দুর্নীতি তাহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই চিত্ত অনায়াসে পাপাসক্ত হয়। ইহাঁরদিগের প্রধান প্রধান আদি শাস্ত্র কতক গুলীন পয়ার রচিত গ্রন্থ, তদাদেশানুসারে তাঁহারা তাহাই পাঠ করেন এবং সেই সকল পাঠের অর্থ ধারণ করাই বিশেষ পুণ্য বোধ করেন, যাহাতে গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতি ক্রীড়া সকল বর্ণিত আছে। মনুষ্যের মনে এই সকল ভাব উদয় হইলে ইন্দ্রিয় সুখের লালসা সহজেই উৎপন্ন হয়; যখন দুষ্প্রবৃত্তি উদয় হয় তখন মনের স্বভাবতঃ তাহারদিগের পরমগুরু উপাস্য হয়েন তিনি যে কর্ম্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনা করিয়াছেন তাঁহার অনুবর্ত্তি হইয়া সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা পুণ্য ব্যতীত কদাপি পাপের কারণ হইতে পারেনা। বিশেষতঃ এই গৌরাঙ্গমতাবলম্বিনী দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোকদিগের সতীত্ব রক্ষা করা অতি দুষ্কর হয়; একে তাহারা কোন বিদ্যা অভ্যাস করে না, তাহাতে মূর্খদিগের সহিত সর্ব্বদা সহবাস, ইহাতে গোস্বামিরা এবং তদনুচরেরা অবসর পাইলেই সংগোপনে তাহারদিগের মধ্যে পাত্র বিশেষে এই উপদেশ প্রদান করেন, যে মানসে তুমি কৃষ্ণকে পতি রূপে বরণ কর, স্বামিকে পরিত্যাগ কর, এবং আপনি শ্রীমতী রাধিকা বা রাধিকার সহচরী রূপে কৃষ্ণের সেবিকা হও। এই প্রকারে এইক্ষণকার প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্ম স্ত্রীলোকদিগের বিনাশের কারণ হইয়াছে। যাহারা ঘোরতর শক্তি উপাসনাতে অভিরতা, ভৈরবী অভিমানিনী, তাহারা চক্র মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্তা হইয়া যথেচ্ছা পুরুষ গমনে বিরতা নহে; এবং বৈষ্ণবী মধ্যে যাহারা যুগল মন্ত্রে দীক্ষিতা, তাহারদিগের মধ্যে গাঢ় প্রেম রসে রসিকা যাহারা তাহারা কৃষ্ণের সহিত মানসিক লীলাতে তৃপ্ত না হইয়া কোন ধূর্ত্ততম গোস্বামিকে প্রতিনিধি কৃষ্ণ রূপে বোধ করিয়া বস্ত্র হরণাদি ক্রীড়াতে নিরস্তা নহে। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে এপ্রকার অভিষিক্তা ভৈরবী, এবং রসোন্মত্তা বৈষ্ণবী অতি অল্প। যদি তিনি স্ত্রীলোকদিগের মনে পাপের দৃঢ় প্রতিবন্ধক ঘৃণা লজ্জা ভয়কে গাঢ় রূপে স্থাপিত না করিতেন, তবে তন্ত্র মন্ত্রের কুচক্রে এবং গোস্বামিদিগের কুটিল জালে পতিত হইতে কেহ আর অবশিষ্ট থাকিত না।

স্ত্রীলোকেরা যে এই রূপ কুৎসিত ধর্ম্ম সকলকে অবলম্বন করিয়া কুকর্ম্ম শালিনী হইতেছে, ইহাতে কি তাহারদিগের প্রতি দোষার্পণ করা যায়? পুরুষদিগের দোষে কি এই সকল ঘটিতেছে না? তাঁহারা স্ত্রীদিগকে

দেশ করেন তবে সে এমত ধর্ম্মের, যে তদ্দ্বারা কুকর্ম্মেতে আশু মনের অভিনিবেশ হয়।

অতএব হে স্বদেশীয় বিদ্যাবান্ যুবকগণ, তোমরা সদসৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইয়াছ, এবং তদনুসারে কি শাক্ত কি বৈষ্ণবের কাল্পনিক ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়াছ, এবং এক অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মের উপাসনাকেই সত্য ধর্ম্ম রূপে জানিয়াছ। কিন্তু কেবল আপনারা সত্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই যে কৃতকার্য্য হইয়াছ, এমত বিবেচনা করা অন্যায় হয়। তোমারদিগের পরিবার অবশ্যই কোন এক প্রকার অভদ্র কাল্পনিক ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে, অতএব তাহারদিগকে সেই অভদ্রতা হইতে কেন না মুক্ত কর? আপনারা যে সত্যের আনন্দ লাভ করিয়াছ, স্ত্রী কন্যাদিগকে সেই আনন্দ বিতরণ কেন না কর? কিন্তু কোন্ শাস্ত্র দ্বারা তাহারদিগকে উপদেশ দিবে? অবশ্য আমারদিগের পুরাতন বেদান্ত শাস্ত্র দ্বারা, যাহাতে সকল কুকর্ম্ম যে প্রকারে উচ্ছিন্ন হয় এমত প্রশাসন আছে, এবং অদ্বিতীয় নিরাকার আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান যে প্রকারে হয় এমত উপদেশ আছে, যদ্দ্বারা মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সেই বেদান্ত শাস্ত্রকে তোমরা বিধিবৎ অবলম্বন কর, এবং সেই শাস্ত্র দ্বারা স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে পরমেশ্বরের উপাসনার বিধান উপদেশ কর, যাহাতে সপরিবারে পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া সুখি হইবে।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

১৮ আশ্বিন ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

চতুর্থাধ্যায়।

যে প্রকার কদম্ব পুষ্পের কেশর সকল তাহার গ্রন্থিকে পরিবেষ্টন করিয়া স্থিতি ন করিয়া চতুর্দ্দিকে স্থাপিত আছে। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবী হইতে প্রায় পঞ্চ যোজন উচ্চপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে, এবং তাহার প্রত্যেক হস্তদীর্ঘ প্রস্থ স্থানে প্রায় ৫৫ মণ বায়ুর ভার রহিয়াছে। যে প্রকার সাগরের মধ্যে মৎস্যাদি জলজন্তু সকল বসতি করে, সেই প্রকার এই বায়ু সমুদ্রের মধ্যে মনুষ্য, পশু, পক্ষি, বৃক্ষ, লতাদি মগ্ন রহিয়াছে। এই বায়ু নানা বিধ গুণ দ্বারা এপৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তুর প্রাণ হইয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ মাত্রে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ পাইতেছে তাহা স্মরণ করিতে মন আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে।

সেই বায়ু মণ্ডলের উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা নিম্নস্থ বায়ুর কিয়দংশ সঙ্কুচিত হইয়া জলের সহিত মিশ্রিত থাকে, এবং তদ্দ্বারা জলজন্তু সকল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। যদি বায়ুমণ্ডলের পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইয়া অল্প ভার প্রযুক্ত বায়ুর অংশ জল মধ্যে উপযুক্ত মত প্রবিষ্ট না হইত, তবে কোন্ জীব জলে জীবন ধারণ করিতে শক্তিমান্ হইত?

আশ্চর্য্য যে বায়ুর এই ভার না থাকিলে জল এপৃথিবীতে বাষ্পের আকৃতি গ্রহণ করিত। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা তরল বা কঠিন কেন হয় ইহার কারণ অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অধিক নিকটবর্ত্তি বা অধিক সঙ্কুচিত সেই দ্রব্য গাঢ় বা কঠিন হয়, এবং যে দ্রব্যের পরমাণু সকল পরস্পর অল্প সঙ্কুচিত বা দূর দূর স্থায়ি তাহা তরল বা লঘু হইয়া থাকে। কার্পাস রাশির উপরে লৌহ আদি কোন গুরু বস্তু রাখিলে নিম্নস্থ কার্পাস সঙ্কুচিত হইয়া যে রূপ কঠিন হয়, তদ্রূপ জল সামান্যতঃ বাষ্প স্বরূপ লঘু হইলেও বায়ু ভারে আক্রান্ত প্রযুক্ত গাঢ় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবের তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ু মণ্ডলের ভার দ্বারা জলের জলত্ব হইয়াছে। এই ক্ষণে বিবেচনা কর যে জগদীশ্বর কি সূক্ষ্ম রূপে কি আশ্চর্য্য রূপে

বায়ুর পরিমাণ করিয়াছেন; এই বায়ুর পরিমাণ যদি বর্ত্তমান অপেক্ষা অল্প হইত তবে বায়ু মণ্ডলের ভার অল্প হইয়া এপৃথিবীর নদ নদী সাগরাদি সমুদয় জলাশয় বাষ্প বা কুজ্ঝটিকাবৎ হইত। বায়ুর পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেও তাহার বৃহৎ ভারে সঙ্কুচিত হইয়া জল সমূহ মৃত্তিকাবৎ বা প্রস্তরবৎ কঠিন হইত; ইহাতে জীবের জীবন কি প্রকারে রক্ষা পাইত?

এই দৃষ্টান্তে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণ গৌণ রূপে আমারদিগের জীবনের আধার হইয়াছে, কিন্তু ইহার এক মুখ্য দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন। রাশীকৃত কার্পাস কোন স্থানে স্থাপিত হইলে তাহার উপরিস্থ কার্পাসের ভার দ্বারা নিম্ন ভাগস্থ কার্পাস ঘনীকৃত হয়, সেই রূপ বায়ু মণ্ডলের উপরি ভাগস্থ বায়ুর ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া ঘন হয়। এই হেতু পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে যে পর্ব্বতের অধোভাগস্থ বায়ু অপেক্ষা তাহার শিখরস্থ বায়ু অত্যন্ত লঘু হয়, এবং যে স্থান ভূমি হইতে যত উচ্চ, সেই স্থানের বায়ু তত লঘু হয়। এই রূপ উপরিস্থ বায়ুর ভার দ্বারা অবনীর নিকটস্থ বায়ু ঘনীভূত হওয়াতে আমারদিগের নিশ্বাস নিঃসরণের যোগ্য হইয়াছে; কিন্তু বিবেচনা কর যে বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অধিক হইলে উপরিস্থ বৃহৎ বায়ু রাশি দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অত্যন্ত সঙ্কুচিত জন্য কুজ্ঝটিকাবৎ বা জলবৎ যদি ঘন হইত তবে তাহাতে আমরা ধূমাচ্ছন্ন বা জলমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় নিশ্বাস নিঃসারণে অশক্ত হইয়া জীবনকে কি প্রকারে ধারণ করিতাম? বায়ু মণ্ডলের পরিমাণ এইক্ষণকার অপেক্ষা অতিশয় অল্প হইলেও কেবল অনিষ্ট ঘটনারই সম্ভাবনা থাকিত। উপরিস্থ বায়ুর অল্প ভার প্রযুক্ত নিম্নস্থ বায়ুর পরমাণু সকল অল্প সঙ্কুচিত হইয়া এইক্ষণকার অপেক্ষা লঘুতর হইলে আমারদিগের জীবন রক্ষার উপযুক্ত বায়ু সেবন হইতনা। আমারদিগের শরীরের এই প্রকার স্বভাব আছে যে হৃদয় হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া আপাদ মস্তক সকল অঙ্গ পর্য্যটন করিয়া পুনর্ব্বার সেই হৃদয়ে প্রত্যাগত হয়। এই প্রত্যাগতি কালে তাহার জীবন ধারণ গুণ পরিত্যাগ করিয়া অতি মলিন হয়, কিন্তু সেই মলিন রক্তের সহিত বায়ুর এপ্রকার সম্বন্ধ আছে যে তাহা নিঃশ্বাস দ্বারা হৃদয়স্থ রক্তে সংলগ্ন হইলেই সেই রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার জীবনোপযোগি গুণ ধারণ করে। শরীরের এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য প্রতিপলে প্রায় তিন মণ বায়ু আবশ্যক হয়, এবং আমরাও যথা প্রয়োজন সেই পরিমিত বায়ু প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমারদিগের দেহের এই অবস্থা থাকিয়া বায়ু যদি এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ লঘু হইত, তবে উপযুক্ত বায়ু বিরহে প্রয়োজন মত রক্তের পরিশুদ্ধি হইত না, সুতরাং তাহাতে রক্তের বিকৃতি হইলে আমরা এ সংসারকে দৃষ্টি করিতে আর থাকিতাম না। যে কোন ব্যক্তি অধিক উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি উত্থান করিয়াছেন, তিনি জানিয়াছেন যে সে স্থানে বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতাবশতঃ নিশ্বাস উপযুক্ত রূপে প্রবাহিত না হওয়াতে মহা ব্যামোহ উপস্থিত হয়, এবং তাহার দ্বারা কেহ কেহ মূর্চ্ছা গতও হইয়াছেন। বায়ুর কিঞ্চিৎ লঘুতা দ্বারা এই সকল দুর্ঘটনা হয়, ইহাতে অধিক লঘুতা হইলে কি আর এ পৃথিবী জীবের আবাস যোগ্যা হইত?

মরুৎমণ্ডলের পরিমাণ অন্যথা হইলে বায়ুর সঞ্চালনও মহা উপদ্রবের কারণ হইত। মৃৎপিণ্ড এবং লৌহ পিণ্ড যদি সমান বেগে গমন করে, তবে লৌহ পিণ্ড অবশ্য অন্য দ্রব্যকে অধিক বলের সহিত আঘাত করিবে, যেহেতু মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা লৌহ পিণ্ড অধিক পরমাণু বিশিষ্ট হওয়াতে অধিক বল ধারণ করে। যে বেগে মৃত্তিকাপিণ্ড কোন অঙ্গকে কেবল বেদনা গ্রস্ত করে, সেই বেগে লৌহপিণ্ড তাহাকে ভগ্ন করে। এইক্ষণে বিবেচনা কর যদি উপরিস্থ বায়ুর অধিক ভার দ্বারা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু গাঢ় হইত, তবে এইক্ষণকার লঘু বায়ুর যে মন্দ গতি

দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয়, শত গুণ গাঢ় বায়ু সেই গতি বিশিষ্ট হইলে এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় প্রবল জ্ঞান হইত, এবং সেই কম্পিত শত গুণ গাঢ় বায়ু এইক্ষণকার ঝড়ের ন্যায় বেগবান্ হইলে শত গুণ বলিষ্ঠ হইয়া অরণ্য গৃহ প্রভৃতি সমুদয় উচ্ছিন্ন এবং ভূমিসাৎ করিত। তদ্রূপ বায়ুর লাঘব হইলেও এপৃথিবীর অমঙ্গলের সীমা থাকিত না। বর্ত্তমান বায়ু মৃদু গতিতে সঞ্চালিত হইলে তাহার হিল্লোলে শরীরের স্নিগ্ধতা হয় এবং স্বচ্ছন্দতা জন্মে, কিন্তু এইক্ষণকার অপেক্ষা শত গুণ লঘু বায়ু সেই প্রকার মৃদু গতি বিশিষ্ট হইলে আমারদিগের ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচরও হইত না। এই রূপ যে প্রকারে বিবেচনা করা যায় সেই প্রকারেই বোধ হয় যে বায়ুর বর্ত্তমান পরিমাণই এ পৃথিবীর উপযুক্ত এবং মঙ্গল জনক হইয়াছে। অতএব যে পুরুষ বায়ুর পরিমাণ মাত্রে এ প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এ পৃথিবীর বিনাশ হইত, তিনি ধন্য — তিনিই ধন্য।

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি ও তাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি এবং ম্রিয়মাণ হইয়া তাঁহাতে লয় হইতেছে।

উক্ত শ্রুতিতে পরমাত্মা জগতের কারণ হয়েন, ইহা প্রাপ্ত হইল। অতএব বিচিত্র কার্য্য দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাতে বিচিত্র এক শক্তি আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, কেননা যে বস্তুতে যে বস্তুর রচনা শক্তি নাই, তাহা হইতে সে বস্তু রচনা কদাপি হইতে পারে না এবং শ্রুতিতেও প্রাপ্ত হইতেছি

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

অতএব পরমাত্মা অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র শক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইল। বেদান্ত দর্শনে এই শক্তিকে অবিদ্যা, মায়া, প্রকৃতি ইত্যাদি শব্দে কহিয়াছেন।

জীবাত্মা এই পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নানাবিধ অভিলাষে আক্রান্ত প্রযুক্ত অনবরত কাম্য নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং তাহার ফলভূত স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া ঐ শুভাশুভ কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশেষ সত্ত্বে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় অথবা কুলাল চক্রের ন্যায় কখন ঊর্দ্ধ লোকে, কখন মধ্য লোকে, কখন অধোলোকে ভ্রমণ জন্য ভ্রমিতে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে দুঃখি ও নীচ কদাপি সুখি ও কৃতার্থরূপে অঙ্গীকার করিতেছে। কর্ম্মাধীন স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া কখন পতন হইবেক, এই ত্রাসে ব্যাকুল, ও স্বর্গীয় শরীর গ্রহণ কালে কষ্ট, এবং তৎপতন কালে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মধ্যলোকে আগমন কালে অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে প্রবেশ, তাহাতে আত্মকষ্ট, বিশেষতঃ ভূমিষ্ঠ হওন কালীন যাদৃশ কষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কর্ত্তব্য কি? পরে গতি শক্তি রহিত, পরাধীন, প্রায় সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত থাকে। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে বিদ্যাভ্যাসে বল দ্বারা নিযুক্ত জন্য যে প্রকার দুঃখ তাহা কাহার না অনুভূত আছে? অনন্তর, যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বহু ক্লেশে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক বিচিত্র গৃহোদ্যানাদি নির্ম্মাণ করিলে ও দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান হইলে আমার বাটী, আমার উদ্যান, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার পৌত্র, ইত্যাদিরূপে প্রলাপ করিতে থাকেন। পরে কাল রূপ ব্যাঘ্র যখন ঘাড়ে ধরিয়া গ্রাস করে, হা! তৎকালে তাহারদিগের যে শোক উপস্থিত হয়, তাহার অনুভব বর্ত্তমান অবস্থায় কি প্রকারে হইতে পারে? কিন্তু ইহা মাত্র বিবেচনা করা যায়, যে পুত্র কলত্র অর্থ ইত্যাদি বিশেষের মধ্যে একের বিয়োগে যে দারুণ শোক হইয়া থাকে, তাহা হইতে সেই কালে শোক অধিক হয়, যে কালে তাহার এমত নিশ্চয় বোধ হয়, যে এই সকল স্ত্রী পুত্র গৃহ উদ্যানাদির সহিত আমার এক কালে বিয়োগ হইল, ইহারদিগের সহিত

সম্বন্ধ পুনর্ব্বার হইবেক না। অতএব পুরুষের কর্ত্তব্য, যে আত্ম বিস্মৃত না হইয়া মনোধারণ পূর্ব্বক আত্মস্বরূপকে জানিয়া এই সকল দুঃখ হইতে উদ্ধার হয়েন।

নীতিজ্ঞান।

কেবল বহিঃ সৌন্দর্য্য দর্শনের নিমিত্তে বা অন্য কোন ক্ষণিক সুখের প্রাপ্তি জন্য বিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই; কেবল নির্জ্জনে কাল যাপনের উপায়ও বিদ্যা নহে, এসকল হইতে শ্রেষ্ঠতর তাৎপর্য্য আছে। বিদ্যা মনের মালিন্য বিনাশ করিয়া সুকর্ম্মের পথ মুক্ত করে, এবং জীবনাবধি মনুষ্যের শিক্ষক স্বরূপ হইয়া সুকর্ম্ম গ্রহণ এবং কুকর্ম্ম পরিত্যাগ করণের প্রবৃত্তি জন্মায়। অতএব যে বিদ্যা কথিত ফলের উৎপত্তি জনক হয়, তাহা সকল প্রকার অবস্থান্বিত মনুষ্যেরই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা করা উচিত।

যখন আমরা হঠাৎ দর্শন বা শ্রবণ করি, যে কোন ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতেছে, তখন ব্যগ্রতার সহিত সেই নরাধম পুত্রের প্রতি আমারদিগের মন ক্রোধ এবং ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে। পুনর্ব্বার তদ্বিপরীত যখন শুনি, যে কোন মনুষ্য দস্যু হস্ত হইতে এক জনের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তখন আমারদিগের মানস প্রেমের সহিত সেই দয়াশীল মহাত্মা ব্যক্তির প্রতি স্বভাবতই ধাবমান হয়, এবং পরমেশ্বরের নিকটে তাহার মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া থাকি। এই প্রকার হিত বা অহিত যে সমুদয় কর্ম্ম মনুষ্য করেন, তাহার মধ্যে হিত জনক কর্ম্ম স্বভাবতঃ আমারদিগের মনোনীত এবং অহিত জনক কর্ম্ম অমনোনীত হয়; এবং এই হিত জনক মনোনীত কর্ম্মকে পুণ্য এবং অহিত জনক অমনোনীত কর্ম্মকে পাপ কহিয়া থাকি। কি জ্ঞানি কি মূর্খ, কি ভদ্র কি ইতর, সকলেই স্বভাবতঃ এই প্রকার দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্মের প্রভেদ বোধ করিয়া থাকেন। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্মরণ, বিবেচনা, ঘৃণা, এবং ভয় প্রভৃতি যেরূপ মনের স্বাভাবিক শক্তি, পাপ পুণ্যের অনুভবও তাদৃশ চিত্তের স্বভাব। এইরূপে সুকর্ম্ম অনুভব মাত্রই যে মনুষ্যের মনোনীত হয়, আর কুকর্ম্ম বোধ মাত্রই যে হেয় বোধ হয় ইহা প্রায় কেহই অস্বীকার করেন না। আমারদিগের স্বভাবতঃ এই বোধ না থাকিলে কোন কর্ম্ম দুষ্কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম রূপে উপলব্ধ হইত না, এবং পাপ পুণ্যের প্রভেদ থাকিত না; কারণ পাপ পুণ্যের প্রভেদ সেই পর্য্যন্ত সম্ভবে, যে পর্য্যন্ত তাহারা মনুষ্যের মনোমধ্যে অনুভূত হয়। পৃথিবীর এক সীমা হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিলে নীতি বিষয়ক অনুভব সকল স্থানেই সমান রূপে প্রত্যক্ষ হয়। কি সভ্য কি অসভ্য সকল দেশীয় সকল ধর্ম্মাবলম্বি লোকেই সামান্যতঃ দয়া সত্য, ক্ষমা, কৃতজ্ঞতা, এবং দান প্রভৃতি কর্ম্মকে সুকর্ম্ম, ও মিথ্যা, দ্বেষ, হিংসা, অকৃতজ্ঞতা এবং চৌর্য্য প্রভৃতি কর্ম্মকে দুষ্কর্ম্ম বোধ করিয়া থাকেন; যেহেতু পরমেশ্বর পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান সকল মনুষ্যের মনে সমান রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। পরমেশ্বর প্রদত্ত এই পাপ পুণ্যের নিয়ম আমরা স্বীয় চিত্ত মধ্যে প্রাপ্তি পূর্ব্বক তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া কৃতকার্য্য হইতেছি।

মন হইতে পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান অভ্যাস দ্বারাও সম্পূর্ণ রূপে লুপ্ত হয় না এবং আশ্চর্য্য যে কুকর্ম্মশালিরাও অন্যের সুকর্ম্মকে প্রশংসা এবং দুষ্কর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া থাকে। ভদ্র সমীপে লম্পটেরা কি জন্য আপনারদিগের দোষ গোপন রাখিতে চেষ্টিত হয়? তাহারদিগের অবশ্য এই বিশ্বাস আছে যে পরস্ত্রী গমন দুষ্কর্ম্ম এই হেতু সাধারণের নিকটে সেই পাপ কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন রাখিতে চাহে। কি চমৎকার যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ব্যভিচারের পথকে আশ্রয় করে, সেই ব্যক্তিই আত্মীয় স্ত্রী পুত্র কন্যাদির তদ্দোষ দেখিলে অত্যন্ত ক্রোধাপন্ন এবং শোকাকুল হয় এবং অপর মনুষ্যকে তৎ কর্ম্মে রত দেখিলে তাহার অপযশ বিস্তার করিতে ত্রুটি করে না।

এই আন্তরিক নীতিজ্ঞানরূপ দীপ শিখা যতক্ষণ প্রজ্বলিতা থাকে ততক্ষণ পথ প্রদর্শক হইয়া আমারদিগের মনকে সুপথে চালনা

করে। কিন্তু মনুষ্য অতি ক্ষুদ্র এবং ভ্রান্ত জীব, তাঁহার কোন স্বভাব দোষ হইতে মুক্ত নাই, এপ্রযুক্ত নীতিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ স্থলে ভ্রমের সহিত মিশ্রিতও হয়। মনুষ্যের মন সকল সময়ে স্থির থাকে না, যখন রিপুর বশীভূত হয়, তখন জ্ঞান অবসন্ন হয় এবং মন অতি চঞ্চল অবস্থায় থাকে; সুতরাং তৎকালে পাপ পুণ্যের অনুভবও উদয় হয় না। কিন্তু কাম ক্রোধাদির আক্রমণ হইতে মুক্ত হইয়া যখন মন শান্ত স্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন নীতিজ্ঞানকে পুনর্ব্বার আমরা লাভ করিয়া থাকি; বরঞ্চ রিপুর প্রবলতা কালীন যে সমুদয় দুষ্কর্ম্মকে আদর করিয়াছিলাম, এবং তৎকালে যাহার অনিষ্টতা দর্শনে অন্ধ ছিলাম, সেই সকল কার্য্যকে এইক্ষণে অতিশয় ঘৃণার সহিত দৃষ্টি করি। যেরূপ প্রবল বায়ু দ্বারা নদীর আন্দোলন হইলে তীরস্থ বৃক্ষাদির প্রতিবিম্ব জল মধ্যে দৃষ্ট হয় না, সেই রূপ কাম ক্রোধ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির উপদ্রবে মন চঞ্চল হইলে নীতিজ্ঞান প্রভৃতি অন্য অন্য মানসিক সদ্ভাবের স্ফূর্ত্তি থাকে না; কিন্তু যেরূপ সেই বায়ুর বল হ্রাস হইলে পুনর্ব্বার নদীর স্থিরতা জন্মে, এবং তটস্থ সমুদয় দ্রব্যের ছায়া পরিষ্কার রূপে দর্শন হয়, তদ্রূপ রিপুর পরাক্রম ক্ষয় হইলে মন পুনর্ব্বার নির্ম্মল হইয়া নীতিজ্ঞান প্রভৃতির অনুভব করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য পীড়া গ্রস্ত হইলে সুস্বাদু দ্রব্যকেও বিস্বাদু বোধ করেন, কিন্তু তজ্জন্য কেহ তাঁহাকে স্বাদু শক্তি রহিত বলিবে না; যেহেতু রোগের ধ্বংস হইলেই তিনি দ্রব্যের যথার্থ স্বাদু গ্রহণ করিতে পারেন। এস্থলেও সেই রূপ, যদিও মনুষ্য রিপুর দ্বারা আর্ত্ত হইলে দুষ্কর্ম্মকে সুকর্ম্ম জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু রিপুর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই পুনর্ব্বার পাপ পুণ্যের যথার্থ অনুভব করিতে শক্ত হয়েন।

পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী নিরাকার।

পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অনন্ত ও পরিপূর্ণ, এবং দেশ কালের পরিচ্ছেদ্য নহেন। যাঁহারা দেশেতে পরিচ্ছেদ করিয়া তাঁহার স্বরূপের ব্যাঘাত করিতে উদ্যুক্ত হয়েন তাঁহারা তাঁহাকে শরীরি বলিয়া স্বীকার করেন। সমুদয় জড়পদার্থ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে যদি পরমেশ্বরকে শরীরি স্বীকার কর তবে যে জড়পদার্থের দ্বারা পরমেশ্বরের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল স্বীকার করিতে হইবে, অথচ সৃষ্টি কর্ত্তার পূর্ব্বে সৃষ্ট কার্য্য জড়পদার্থ ছিল ইহা হইতে আর যুক্তি বিরুদ্ধ কথা কি হইতে পারে? যদি বল যে পরমেশ্বর জড়পদার্থ সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা ইচ্ছামতে আপনার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন তবে তোমার এই কথার প্রমাণেই তিনি যে অশরীরী তাহার দৃঢ়তা হইল; কারণ যদি তিনি আপনার শরীর জড়পদার্থের দ্বারা স্বয়ং নির্ম্মাণ করিলেন এমত স্বীকার কর তবে সেই জড়পদার্থের দ্বারা স্বীয় শরীর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে তিনি যে অশরীরী ছিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অতএব পরমেশ্বর যে অশরীরী ইহা সর্ব্ব প্রকারে যুক্ত হয়।

শ্রীমদ্ভগবান্ সদাশিবোক্ত মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥
শূরঃ শক্রৌ বিনীতঃ স্যাদ্বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।
জুগুপ্সিতান্ ন মন্যেত নাবমন্যেত মানিনঃ॥
সৌহার্দ্দং ব্যবহারাংশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাং।
সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেত্ততঃ॥
ত্রসেদ্দেষ্টুরপিক্ষুদ্রাৎ সময়ংপ্রাপ্য বুদ্ধিমান্।
প্রকাশয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মংবিলঙ্ঘয়েৎ॥
স্বীয়ংযশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ।
কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞোন প্রকাশয়েৎ॥

জুগুপ্সিতপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতেপি পরাজয়ে ।
গুরুণা লঘুনা চাপি যশস্বী ন বিবাদয়েৎ ॥
বিদ্যাধনযশোধর্ম্মান্ যতমানউপার্জ্জয়েৎ ।
ব্যসনঞ্চাসতাংসঙ্গং মিথ্যাদ্রোহংপরিত্যজেৎ ॥
অবস্থানুগতাশ্চেষ্টাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ ।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥
যোগক্ষেমরতোদক্ষোধার্ম্মিকঃ প্রিয়বান্ধবঃ।
মিতবাঙ্মিতহাসঃ স্যান্মান্যাগ্রে তু বিশেষতঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সুচিন্তঃ স্যাৎ দৃঢ়ব্রতঃ।
অপ্রমত্তোদীর্ঘদর্শী মাত্রাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ॥
সত্যং মৃদু প্রিয়ংবাক্যং ধীরোহিতকরংবদেৎ।
আত্মোৎকর্ষংতথানিন্দাংপরেষাম্পরিবর্জ্জয়েৎ॥
জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি ।
সেতুঃপ্রতিষ্ঠিতোয়েন তেন লোকত্রয়ংজিতং॥
সন্তুষ্টৌপিতরৌ যস্মিন্ননুরক্তাঃসুহৃদ্গণাঃ ।
গায়ন্তি যদ্যশোলোকাস্তেন লোকত্রয়ংজিতং ॥
সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ংজিতং॥
বিরক্তঃপরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু ।
দম্ভমাৎসর্য্যহীনোয়স্তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥
ন বিভেতি রণাদ্যোবৈ সংগ্রামেপ্যপরাঙ্মুখঃ ।
ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥
জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা ।
ক্রিয়ন্তে যেন কর্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ংজিতং॥
শৌচন্তুদ্বিবিধং দেবি বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যত্তৎ শৌচ মান্তরিকংস্মৃতং ॥
অদ্ভির্বা ভস্মণা বাপি মলানামপকর্ষণং ।
দেহশুদ্ধির্ভবেৎযেন বহিঃশৌচং তদুচ্যতে ॥
গঙ্গানদ্যোহ্রদাবাপ্যস্তথাকূপাশ্চকুল্যকাঃ ।
সর্ব্বং পবিত্রজননং স্বর্নদীক্রমতঃ প্রিয়ে॥
ভস্মাত্রয়াদ্ভিঃংশ্রেষ্ঠং মৃৎস্না তু মলবর্জ্জিতা ।
বাসোহজিনতৃণাদীনি মৃদ্বজ্ঞানাহি সুব্রতে ॥
কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ শিবে।
মনঃপূতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ॥
পরব্রহ্মোপাসকানাং গায়ত্রীজপনাৎ প্রিয়ে।
জ্ঞানাৎব্রহ্মেতি তদ্বাচ্যং সন্ধ্যা ভবতিবৈদিকী॥
ত্যক্ত্বা স্বাধ্যায়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণং ।
নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রজতাং নৃণাং ॥
ন তীর্থসেবা নারীণাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
নৈব ব্রতানাং নিয়মোভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥
ক যোষিতাং তীর্থং তপোদানব্রতং গুরুঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ॥
পত্যুঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাদ্বচসাপরিচর্য্যয়া ।
তদাজ্ঞানুচরী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান্ ॥
নেক্ষেত্ পতিং ক্রূরদৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেৎ পত্যুঃ পতিব্রতা ॥
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ ।
যা প্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেত্ ॥
তিষ্ঠেত্পিত্রোর্বশে বাল্যে ভর্ত্তুঃসংপ্রাপ্তযৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেত্ক্বচিত্ ॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং ।
নোদ্বাহয়েত্পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং ॥
নরমাংসং ন ভুঞ্জীত নরাকৃতিপশূংস্তথা ।
বহূপকারকান্ গাশ্চমাংসাদান্রসবর্জ্জিতান্॥
ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ ।
ভূমিজাতানিসর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়াশিবে ॥

বিজ্ঞাপন ।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ।

আগামি ১৬ পৌষ রবিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময়ে বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা উক্ত পাঠশালাতে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

বিজ্ঞাপন ।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥

দ্বিতীয় ভাগ
১৮ সংখ্যা
১ মাঘ ১৭৬৬ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামি ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সূর্য্যাস্ত পরে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক ইতি ।

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা
আচার্য্যঃ

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা।

১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বংশবাটী গ্রামে সংস্থাপিতা হয়। তাহাতে এইক্ষণে ১২৭ জন ছাত্র ছয় শ্রেণীতে নিযুক্ত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান, ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি বঙ্গ এবং ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার বিবরণ পশ্চাতে লেখা যাইতেছে।

প্রথম শ্রেণী॥

৪ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

কঠোপনিষৎ। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থের চূর্ণক। তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা। ব্যাকরণ। পদার্থ বিদ্যা। ভূগোল।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ।

English studies.

Reader NO. 4. Poetical Reader NO. 2. Grammar. History of Bengal.

দ্বিতীয় শ্রেণী॥

১৪ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

ব্যাকরণ। জ্ঞানার্ণব। ভূগোল। অঙ্ক।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ।

English studies.

Reader NO. 3. Poetical Reader NO. 1. Grammar. History of Bengal.

তৃতীয় শ্রেণী॥

২৪ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

বর্ণমালা ২ ভাগ। মনোরঞ্জন ইতিহাস। ভূগোল। অঙ্ক।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ।

English studies.

Reader NO. 2. Spelling NO. 2.

চতুর্থ শ্রেণী॥

২০ জন ছাত্র।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ।

।২ ভাগ। বর্ণমালা ২ ভাগ। অঙ্ক।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ ।

English studies.

Reader NO. 1. Spelling NO. 2.

পঞ্চম শ্রেণী ॥

২৯ জন ছাত্র ।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ ।

নীতিকথা ১ভাগ । বর্ণমালা ১ ভাগ । অঙ্ক ।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ ।

English studies.

Easy Primer.

ষষ্ঠ শ্রেণী ॥

৩৬ জন ছাত্র ।

বাঙ্গালা পাঠ্য গ্রন্থ ।

বর্ণমালা ১ ভাগ । অঙ্ক ।

ইংরাজি পাঠ্য গ্রন্থ ।

English studies.

Easy Primer.

এই পাঠশালাতে পদার্থ বিদ্যা এবং ভূগোলের উপদেশ বঙ্গ ভাষাতে প্রদান করিবার তাৎপর্য্য এই যে বঙ্গ ভাষা স্বদেশীয় ভাষা, অতএব তাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল প্রচলিত হইলে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তারিত হইতে পারিবেক । দ্বিতীয়তঃ ছাত্রেরা অতি অল্প বয়স্ক, অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় ভাষাতে এরূপ সুশিক্ষিত হয় নাই যাহাতে উক্ত শাস্ত্র সকল উক্ত ভাষাতে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয় । যখন তাহারা সুশিক্ষিত হইবে তখন বঙ্গ ভাষাতে উক্ত শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান গ্রন্থ অপ্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ডীয় ভাষাতে অধ্যাপন করা যাইতে পারিবেক ।

গত ১৬ পৌষ রবিবার দিবা দুই প্রহরের সময়ে বংশবাটীতে উক্ত পাঠশালার পরীক্ষা হয় । তদুপলক্ষে অন্যূন চারি শত ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ, রমাপ্রসাদ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজনাথ ধর, মধুসূদন নন্দী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহচন্দ্র বসু, অভয়চরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীধর ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রনাথ শীল, নিমাইচরণ মিত্র, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, এবং সকলেই বালকদিগের পরীক্ষা সন্দর্শনে সুতৃপ্ত হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া দুই জন ছাত্রকে বঙ্গ ভাষাতে নিপুণ জন্য ২৫ পঞ্চবিংশতি মুদ্রা অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন । ৩৯ জন ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া যায় তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় ৩১ একত্রিশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংলণ্ডীয় ভাষার কতক গুলীন পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত বেচারাম মুখোপাধ্যায় ২২ দ্বাবিংশতি মুদ্রা ও কতক গুলীন পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন । অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন এপ্রকার সুন্দর হইয়াছে যাহা এত অল্প দিনে সম্ভব হওয়া সহজ নহে । প্রথম শ্রেণীর ছাত্র দীননাথ রায় উক্ত বিষয়ক প্রশ্ন সকলের যে উত্তর লিখিয়াছে তাহা পশ্চাতে প্রকাশ করা যাইতেছে ।

প্রশ্ন — পরব্রহ্মের লক্ষণ কি ?

উত্তর — জ্ঞান স্বরূপ অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥

শ্রুতিঃ ॥

প্রশ্ন — তাঁহার আকৃতি কি প্রকার, তাহা প্রমাণ সহিত ব্যক্ত কর ?

উত্তর — তিনি জ্ঞান স্বরূপ নিরাকার হয়েন ।

সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম ॥

শ্রুতিঃ ॥

অরূপবদেব হি তৎ প্রধানত্বাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

প্রশ্ন — তিনি চক্ষুর্গোচর হয়েন কি না, তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর — তিনি চক্ষুর্গোচর হয়েন না ।

অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং ॥

প্রশ্ন — তিনি কোন্ স্থানে থাকেন তাহা প্রমাণ সহিত বল ?

উত্তর — তিনি সকল স্থানেই থাকেন যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী।

নিত্যংবিভুংসর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং॥
শ্রুতিঃ ॥

প্রশ্ন — তাঁহাকে যে উপাসনা করিবেক, ইহার শ্রুতি সিদ্ধ প্রমাণ কি ?

উত্তর — পরমেশ্বরকে যে উপাসনা করিবেক তাহার প্রমাণ।

আত্মেবোপাসীত ॥
শ্রুতিঃ॥

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ॥
শ্রুতিঃ॥

প্রশ্ন — পরমেশ্বরের উপাসনাই যদি সত্য ধর্ম্ম তবে পুরাণ এবং তন্ত্রে প্রতিমাদি সাকার, বস্তুর আরাধনার বিধি কি জন্য আছে ?

উত্তর—তাহার কারণ এই,যে,যে ব্যক্তি আত্মার উপাসনা করিতে অক্ষম হইবে,সেই ব্যক্তি কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়া সাকার উপাসনার দ্বারা চিত্ত স্থির রাখিবেক, এজন্য সাকার উপাসনার বিধি হইয়াছে।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥
মহানির্ব্বাণং ॥

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥
রূপস্থানাংদেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥
যমদগ্নেশ্চন্দ্রং ॥

প্রশ্ন — তন্ত্রাদিতে যে সকল রূপের বর্ণনা আছে সে সকল সত্য কি কল্পনা তাহা সপ্রমাণ ব্যক্ত কর।

উত্তর—সেসকল কল্পনা তাহার প্রমাণ।

এবঙ্গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং ॥
মহানির্ব্বাণং ॥

প্রশ্ন — মৃত্তিকা নির্ম্মিত বস্তুকে যাহারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে তাহারা যে মূর্খ ইহার প্রমাণ কি ?

উত্তর — তাহার প্রমাণ এই।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃকুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেম্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ॥
ভাগবতং॥

প্রশ্ন — গৃহস্থ যে পরমেশ্বরের স্বরূপ উপাসনাতে অধিকারী তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর — তাহার প্রমাণ এই।

কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ॥
বেদান্তসূত্রং॥

প্রশ্ন — ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনে কোন্ বিষয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান আবশ্যক ?

উত্তর—ব্রহ্ম জ্ঞান সাধনের এই এই বিষয় আবশ্যক ; যথা,দশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর হস্ত পাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দমন করা আর বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করা, আর তদনুসারে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা এই রূপ আশ্চর্য্য রচনা হইতে পারে না তাহা জানা, আর সত্য বাক্য কহা।

এই পরীক্ষা কালীন উক্ত দীননাথ রায় বঙ্গভাষাতে যে রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিল তাহাও প্রকাশ করা যাইতেছে।

এইক্ষণে কলিকাতা নগর বাসি ও তন্নিকটস্থ ও অন্য অন্য দেশীয় মহাশয়দিগের অনুগ্রহ প্রযুক্ত বংশবাটী গ্রামে এই পাঠশালা সংস্থাপিতা হওয়াতে আমারদিগের যে কি প্রকার সৌভাগ্য প্রকাশ তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন। দেখুন এই পাঠশালা সংস্থাপিতা হওয়াতে আমারদিগের অজ্ঞান রূপ অন্ধকার দ্বারা পরিপূর্ণ যে ভারতবর্ষ তাহা এইক্ষণে জ্ঞান রূপ দীপ্তি দ্বারা প্রকাশ হইতেছে। এ দেশহিতৈষি ও বিদ্যোৎসাহি তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ ও তৎ সভ্য মহাশয়েরা আনুকূল্য দ্বারা বংশবাটীগ্রামে এই পাঠশালা সংস্থাপিতা করিয়া নানা ক্লেশে নানা দেশের নানা পুস্তকান্তর্গত ভাবার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ও বেদান্তাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া

বিনা বেতনে ছাত্র গণকে অনায়াসে শিক্ষা ও জ্ঞান প্রদান করাইতেছেন। আর বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞান যাহা বহু দিবসাবধি লুপ্ত হইয়াছিল তাহা প্রকাশ করিতেছেন; যে জ্ঞান অতি ক্লেশে অতি দুঃখে বোধ গম্য হয়, আর যে জ্ঞান সকল হইতে অতি উপকারী, আর যাহা বোধ হইলে অনায়াসে মুক্তি রূপ যে পরম সুখ তাহা লব্ধ হয়, আর যাহা জানিলে মনুষ্যের সাংসারিক কষ্ট তুচ্ছ হয়, আর যে জ্ঞান জানিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব কালে মুনি ঋষি প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বদা ব্যগ্র চিত্ত থাকিতেন, এমত যে জ্ঞান তাহা আমরা অনায়াসে দেশহিতৈষি মহাশয়দিগের কৃপায় প্রাপ্ত হইতেছি। অতএব নিয়ত পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে এই সভা চিরস্থায়িনী হইয়া আমারদিগকে জ্ঞান দান করুন।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৬ অগ্রহায়ণ ১৭৬৬।

প্রথম প্রকরণ।

পঞ্চমাধ্যায়।

অগ্নির এই স্বভাব আছে যে তাবৎদ্রব্যের পরমাণু সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পরস্পর দূর দূর স্থায়ি করে। তাহার এই গুণ প্রযুক্ত জল উত্তপ্ত করিলে তাহার অণু সকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া বাষ্পরূপে পরিণত হয়। জলের সহিত তাহার এই সম্বন্ধ থাকাতে কি আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইতেছে! সূর্য্যের তেজ সংযোগ দ্বারা সমুদ্রাদির জল বাষ্প রূপে আকাশে উড্ডীয়মান হয়, এবং বায়ুমণ্ডলের যে স্থানীয় বায়ুর সহিত সেই বাষ্পের ভার সমান হয়, সেই স্থানে স্থির হয়, এবং তথাকার শীতল বায়ু দ্বারা তাহার অণু সকল পুনর্ব্বার একত্র হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে। নদী বা সরোবর হইতে অবিরতই বাষ্প উত্থিত হয়, তাহার অণু সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত সকল কালে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু শীতকালে সরোবরাদির উপরিস্থ শীতল বায়ুতে সংযুক্ত হইবা মাত্র বিন্দু বিন্দু হইয়া দৃষ্টি গোচর হয়, এবং ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া কুজ্ঝটিকা জন্মে। সেই রূপ অদৃশ্য বাষ্প সমূহ মরুৎ মণ্ডলের ঊর্দ্ধ্ব ভাগে উত্থান পূর্ব্বক শীত দ্বারা ঘনীভূত হইয়া মেঘের উৎপত্তি করে।

এই রূপে উৎপন্ন মেঘ মাত্র জন্তু এবংউদ্ভিজ্জ উভয়েরই উপকারের কারণ। পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে মেঘ হীন উষ্ণকালের এক মাস অপেক্ষা মেঘাচ্ছন্ন সপ্তাহ মাত্রে বৃক্ষাদি অধিক বৃদ্ধি হয়; এবং এই মেঘের অংশ সকল শীত দ্বারা সঙ্কুচিত হইয়া গাঢ় হইলে বৃষ্টি হয়, যে বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার না হইতেছে? ইহাতে ধান্যাদি শস্য এবং আম্রাদি ফল উৎপন্ন হইয়া নানা জীবের জীবিকা দান করিতেছে, এবং বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর উত্তাপ হ্রাস জন্য মনুষ্যাদি সকলের শরীর স্নিগ্ধ হইয়া জীবিত থাকিতেছে।

বাষ্পের দ্বারা আর এক অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হয়। বৃক্ষাদির পত্রে এই প্রকার গুণ আছে যে তাহাতে বাষ্প লগ্ন হইলে সেই পত্র তাহাকে গ্রাস করে। এই গুণ থাকাতে পৃথিবী হইতে সর্ব্বদা যে সকল বাষ্প উত্থান করে তাহা বৃক্ষাদির পুষ্টি জনক হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে যখন তীক্ষ্ণতর রৌদ্র দ্বারা পৃথিবী নীরসা হওয়াতে বৃক্ষগণ শুষ্ক প্রায় হইতে থাকে, তখন সূর্য্যের অধিক উত্তাপে অধিক ভাগে বাষ্প উত্থিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে। বর্ষার ন্যায় শীত ঋতুতে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু বাষ্প অল্প দূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া শীত দ্বারা সঙ্কুচিত প্রযুক্ত শিশির রূপে পতিত হইয়া বৃক্ষাদিকে জীবিত রাখে, এবং শস্য সকলকে উৎপন্ন করে। এই রূপে যে কালে যে প্রকার প্রয়োজন, পরমাশ্চর্য্য নিয়ম বশতঃ সেই কালে সেই পরিমিত বাষ্পের কার্য্য উৎপন্ন করিয়া পরমেশ্বর সাধারণরূপে অবনীর মঙ্গল বিধান করিতেছেন।

অন্য অন্য দ্রব্যের ন্যায় জলেরও এই

স্বভাব আছে যে শীত দ্বারা ঘন হইয়া ভারী হয়, এবং তেজ দ্বারা তরল হইয়া লঘু হয়। যে সকল শীতল দেশে অত্যন্ত শীত দ্বারা জল কঠিন হইয়া বরফ হয় তাহাতে যদি সেই বরফ জলের উক্ত সাধারণ নিয়ম দ্বারা ভারী হইয়া জল মধ্যে একবার মগ্ন হইত, তবে তাহা আর দ্রব হইবার কোন উপায় থাকিত না, যেহেতু সূর্য্যের তেজ নদী সমুদ্রাদির উপরি ভাগে সংলগ্ন হইয়া যদিও কিয়দংশ জলকে উত্তাপ দ্বারা দ্রব করিত, কিন্তু সেই উত্তপ্ত জল লঘুতা প্রযুক্ত নিম্নে মগ্ন না হওয়াতে নীচের বরফে গ্রীষ্ম লগ্ন হইতে পারিত না, সুতরাং তাহা কদাপি আর দ্রব হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। ইহা হইলে শীতল দেশের নদী বা সমুদ্র সকল যাহা শীত কালে কঠিন হইয়া বরফ হয়, তাহারা আর কদাপি দ্রব না হওয়াতে নৌকাদির গম্য হইত না, এবং জল জন্তুর আবাস যোগ্য হইত না। কিন্তু জগদীশ্বর এসকল দুর্ঘটনার শঙ্কা নিবারণ করিয়াছেনঃ তিনি এই মহোপকারি নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে জল যদিও শীত দ্বারা ঘন ও ভারী হইতে থাকে, কিন্তু যখন অত্যন্ত শীতল হইয়া বরফ হয় তখন বিস্তারিত হইয়া লঘুতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জল মধ্যে মগ্ন না হইয়া তাহার উপরি ভাগে ভাসমান থাকে। ইহাতে মৎস্যাদি জলচর গণ তাহারদিগের উপরি ভাগে অট্টালিকার ছাদের ন্যায় আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া বহিঃ শীত হইতে রক্ষিত হয়, এবং ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া ক্রীড়া করত স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, এবং গ্রীষ্ম ঋতুর আগমনে সেই বরফ দ্রব হইলে নৌকাদি নিঃশঙ্কায় গমনাগমন করিতে শক্ত হয়।

অতএব যে পুরুষ জল এবং তেজের এই এক সম্বন্ধ মাত্র দ্বারা এপ্রকার অপূর্ব্ব ফল সকল উৎপন্ন করিয়াছেন যাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে এপৃথিবীর সুখ দূরে থাকুক, সমুদয় মর্ত্ত্য জীবের উচ্ছেদ হইত, তাঁহার মহিমা কি আশ্চর্য্য এবং করুণা কি অনির্ব্বচনীয়!

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিমিত্তে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

ঈশ্বর এই সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এই সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্তে তাবৎ বস্তুই অন্য অন্য বস্তুর উপকারার্থে নিয়োগ করিয়াছেন। সূর্য্য সৃষ্টি করিয়া উত্তাপ দ্বারা, বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়া ফল দ্বারা এবং নদ নদী সৃষ্টি করিয়া জল দ্বারা নানা বিধ বস্তুর নানা প্রকারে উপকার করিতেছেন। সেই প্রকার অন্যের উপকারের নিমিত্তে পরমেশ্বর মনুষ্যেরও সৃষ্টি করিয়াছেন।

মনুষ্যেরা পরস্পর উপকার না করিলে একেবারে সংসার উচ্ছিন্ন হইত। যেপ্রকার পিতা মাতা এইক্ষণে পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা যদি না করিতেন, তবে সেই বালকদিগের ক্ষীণ শরীর রক্ষার উপায় আর কি হইত? এই বালকদিগের রক্ষার নিমিত্তে পরমেশ্বর মনুষ্যের মনে স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই স্নেহ না থাকিলে পুত্রদিগকে যে প্রতিপালন করা আমারদিগের কর্ত্তব্য, তাহাও আমরা জানিতে পারিতাম না। যে প্রকার কোন মক্ষিকা বা পিপীলিকার জন্ম মৃত্যুতে আমারদিগের কোন লভ্য হানি বোধ হয় না, সেই প্রকার স্নেহ না থাকিলে পুত্রদিগের জন্ম মৃত্যুতেও কোন লভ্য হানি বোধ হইত না; সুতরাং পুত্রদিগের রক্ষার নিমিত্তে কোন যত্ন করিতাম না, তাহাতে সংসার নির্ব্বাহ কি প্রকারে হইত? সংসারের মঙ্গলার্থে আমরা অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিব, ঈশ্বর এনিমিত্তে স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই স্নেহ যে কেবল জীবদিগের রক্ষার

নিমিত্তে হইয়াছে, তাহা পশুদিগের দৃষ্টান্তে দৃঢ়তর বোধ হইতেছে। পশুরা বুদ্ধি বিহীন, তথাচ আপনার শাবক গণকে এই স্নেহ জন্য কি সুন্দর রূপে প্রতিপালন করিতেছে! এই শাবকদিগের হিংসার্থে বলবত্তর জন্তু আইলেও সেই শাবকদিগের মাতা সাধ্যমত তাহাকে দূর করিতে ক্ষান্তা থাকে না, এবং প্রাণ পণে আপনার শাবক গণকে রক্ষা করিতে ক্রটি করে না। কিন্তু যত দিবস মাতৃ দুগ্ধ বা মাতার অবলম্বনের আবশ্যকতা হয়, ততদিবস তাহারদিগের মাতার স্নেহ সম্পূর্ণ থাকে; কিন্তু যখন তাহারদিগের মাতার আশ্রয়ের আর আবশ্যকতা হয় না, তখন স্নেহেরও অভাব হয়।

মনুষ্যদিগের চিরজীবনই অন্যের আশ্রয়ের প্রয়োজন, এনিমিত্তে পুত্রের প্রতি স্নেহ যাবজ্জীবনথাকে। বিশেষ পরিশ্রম ও অন্যের সাহায্য ব্যতীত মনুষ্যদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি জন্য আহারের উপায় হয় না, পশুদিগের মত বিস্তীর্ণ তৃণ বা প্রচুর পত্রাদি ভোজন করিয়া মনুষ্যেরা কিছু ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে না। মনুষ্যদিগের শীত নিবারণ জন্য বস্ত্রের আবশ্যকতা হয়, শীত নিবারণ নিমিত্তে পশুদিগের মত প্রচুর লোমাদি আমারদিগকে দেন নাই। নানা বিধ ক্লেশ উত্তীর্ণ জন্য মনুষ্যদিগের গৃহ আবশ্যক হয়, পশুদিগের মত আমরা গহ্বর প্রভৃতিতে বাস করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি না। এই প্রকার আমারদিগের অসঙ্খ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইয়াছে; ইহাতে যদি পশুদিগের মত আমারদিগের স্নেহ অল্পকাল থাকিত, তবে এই পৃথিবীতে যন্ত্রণার আর পরিসীমা থাকিত না। এনিমিত্তে পরমেশ্বর যাবজ্জীবন আমারদিগের পুত্রের প্রতি স্নেহ করিয়া দিয়াছেন।

যে রূপ পুত্র পৌত্র দৌহিত্রাদি নিকট সম্বন্ধিকে প্রতিপালন জন্য স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন, সাধারণ উপকারের নিমিত্তে সেই রূপ দয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। যে প্রকার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি নিকট সম্বন্ধ না হইলে স্নেহের প্রকাশ হয় না সে প্রকার দয়ার গতি নহে; বরং যে ব্যক্তির সঙ্গে কখন চাক্ষুষ নাই তাহাকেও দুঃখ যুক্ত দেখিলে তৎক্ষণাৎ দয়ার উদয় হয়। মনুষ্য অন্যের দুঃখ মোচন করিবে, এনিমিত্ত পরমেশ্বর এই প্রকার মনের ভাব করিয়াছেন, যে অন্যের কোন যন্ত্রণা দৃষ্টে আপনারও যন্ত্রণা হয়। আমরা যদি এপ্রকার দেখি, যে কেহ কোন ব্যক্তির হস্ত বা পদকে করপত্র দ্বারা বিদারণ করিতেছে, তৎক্ষণাৎ আমারদিগের মনে যন্ত্রণা বোধ হয়, এবং সাধ্য হইলে সেই নির্দ্দয় ব্যক্তিকে তন্নিষ্ঠুর কর্ম্ম হইতে নিবারণ করি। এই দয়ার জন্য লোকালয়ে দুষ্ট ব্যক্তিরা হঠাৎ লোককে যন্ত্রণা দিতে পারে না, যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হইলে অন্য ব্যক্তিরা তাহাকে সেই দুষ্ট হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে যত্ন করে। এই দয়া না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে দুঃখ হইতে অনায়াসে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও তৎকর্ম্ম করিতে আমারদিগের প্রবৃত্তি হইত না। এই দয়া থাকাতে আপনার প্রাণ রক্ষার চিন্তা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোককে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিতেছি। এই দয়া না থাকিলে আমারদিগের সম্মুখস্থিত কোন অন্ধকে যদি পথভ্রমে কোন কূপে পতিত হইতে দেখিতাম, তথাপি তাহাকে উদ্ধার করিবার কিছু মাত্র যত্ন করিতাম না। এই দয়া থাকাতে আপনার শরীরের ভদ্রাভদ্র বিবেচনা না করিয়াও সময়ানুসারে সমুদ্র হইতে মনুষ্যদিগকে উদ্ধার করিতেছি।

এই স্নেহ, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি যখন ঈশ্বর আমারদিগের মনের ধর্ম্ম করিয়াছেন, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে আমারদিগকে কেবল অন্যের উপকারের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। এনিমিত্তে যে ব্যক্তি পরের উপকারের নিমিত্তে চেষ্টা করে, সে ব্যক্তি ঐশ্বরিক নিয়মের অনুগত জন্য সুখী হয়।

যে কর্ম্ম দ্বারা পরের অনিষ্ট হয়, তাহাকে কুকর্ম্ম শব্দে কহি। এই কুকর্ম্ম হইতে মনুষ্যকে বিরত করিবার নিমিত্তে ঈশ্বর লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে কর্ম্মকে আপনার মনে কুকর্ম্ম জ্ঞান

হয়, সেই কর্ম্ম করিলে আমরা তাহাকে অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা করি, কারণ প্রকাশ হইলে লজ্জায় যন্ত্রণা গ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু কুকর্ম্মকে নিগূঢ় গোপন করিলেও অপ্রকাশ থাকে না। যদি বারেকদ্বয় কোন কুকর্ম্ম গোপন থাকে, তথাপি সেই গোপন থাকাতেই সাহসের বৃদ্ধি জন্য পুনঃ পুনঃ সেই কর্ম্ম করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই, যতক্ষণ তাহার সমুদয় প্রকাশ না হয়। অতএব কুকর্ম্ম করিলেই প্রকাশ হয়, এবং প্রকাশ হইলেই লজ্জা জন্য যন্ত্রণা পাইতে হয়, এই বিবেচনাতেও অনেকে কুকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে।

যে প্রকার কোন দুর্গন্ধ বস্তুকে দেখিলেই আমারদিগের ঘৃণা হয়, সেই প্রকার কুকর্ম্ম বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও দেখিবা মাত্র ঘৃণা হয়। তাহার সঙ্গে সহবাসে বা আলাপে কদাপি মনের তৃপ্তি হয় না। যে প্রকার হীরক, রজত, কাঞ্চন নির্ম্মিত বস্তুতে কলঙ্ক হইলে কলঙ্কের অধিক প্রকাশ হয়, সেই প্রকার বিদ্যা ধন বা উচ্চপদ বিশিষ্ট ব্যক্তি কুকর্ম্মে রত হইলে কুকর্ম্মের প্রকাশ অধিক হয়। এনিমিত্তে কুকর্ম্মশালি ব্যক্তি নানা গুণে গুণবান্ নানা ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ঘৃণাপাত্র ব্যতীত কখন প্রিয় হইতে পারে না। হে সভ্য মহাশয়েরা, বিবেচনা করুন যে এই ঘৃণা কুকর্ম্মের প্রতিবন্ধক কি পর্য্যন্ত হইয়াছে।

মনুষ্যের মনে ঈশ্বর ভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এনিমিত্তে দুষ্ট ব্যক্তিরা সহসা কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে না। যদি দুষ্কর্ম্ম করে, তবে প্রকাশের ভয়ে সর্ব্বদা অস্থির থাকে। প্রকাশ হইলে রাজ ভয়ে স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আপনার আহার পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবার উপায় বিহীন হইয়া লোকালয় পরিত্যাগে বনে বনে ভ্রমণ করে। সেখানেও নির্ভয় হইতে পারে না, বৃক্ষের পল্লবের শব্দেও রাজ দূত অনুমান করিয়া সচকিত হয়।

কুকর্ম্ম করিলে এই প্রকার নানাবিধ যন্ত্রণা হয়। যে কুকর্ম্ম দ্বারা সৃষ্টির অনেক অপকারের সম্ভাবনা, তাহা করিলে মনের ক্লেশ অধিক হয়, এবং যে কুকর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টির অল্প অপকারের সম্ভাবনা, তাহা করিলে ক্লেশ অল্প হয়। কৃপাময় পরমেশ্বর গুরু পাপে লঘু দণ্ড বা লঘু পাপে গুরু দণ্ড করেন না, এনিমিত্তে অধিক বা অল্প কুকর্ম্মানুসারে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতির আধিক্য বা অল্পতা করিয়াছেন।

যত প্রকার কুকর্ম্ম আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্য বধ সমান আর কুকর্ম্মের অনুভব হয় না, এনিমিত্তে এই কুকর্ম্ম করিলে সে ব্যক্তি অত্যন্ত যন্ত্রণা গ্রস্ত হয়। এই কুকর্ম্মের প্রতিবন্ধক জন্য যদি পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের মনে বিশেষ কোন যন্ত্রণা না করিয়া দিতেন, তবে অতি অল্প ক্রোধে বা দ্বেষে বা দম্ভে সমূহ মনুষ্য মনুষ্যকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইত, ইহাতে একেবারে সংসার রক্ষার অনুপায় হইত।

যে দুরাচার দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরা সহজে অন্য অন্য দুষ্কর্ম্মের যন্ত্রণা অভ্যাস বশে সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহারাও এই মনুষ্য বধ যে কুকর্ম্ম তাহার যন্ত্রণা স্বচ্ছন্দ রূপে সহ্য করিতে অক্ষম। এই কুকর্ম্ম করিবা মাত্র এ প্রকার হত বুদ্ধি হয়, যে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষার উপায় বোধ করিতে পারে না। অন্য অন্য কুকর্ম্মে দোষি ব্যক্তি রাজ পুরুষদিগের নিকটে আপনার কুকর্ম্ম গোপন করিবার নিমিত্তে অত্যন্ত যত্ন করে, এ কুকর্ম্মে দোষি ব্যক্তি কুকর্ম্ম গোপন জন্য যত্ন করা দূরে থাকুক, বরং সচেষ্ট হইয়া প্রকাশ করে। যত দিন এই কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড না হয়, ততদিন আর সে ব্যক্তি সেই কুকর্ম্ম জন্য ইহ কালের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

যখন পরের অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইলে এবম্বিধ নানা প্রকার যন্ত্রণা হয়, এবং পরের উপকারার্থে যত্নবান্ হইলে মনে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে পরমেশ্বরের প্রধান নিয়ম এই, যে আমরা পরস্পর উপকার করি। ইহাতে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের এই প্রধান নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত, সে ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিতে সমর্থ হয়, অতএব দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত না থাকিলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় না।

প্রেরিত পত্র।

অশেষ জ্ঞানান্বেষক শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশক সমীপেষু।

মল্লিখিত কতিপয় পংক্তি ভবদীয় পত্রেক পার্শ্বে স্থানার্পণ করত এতৎ পত্রের প্রত্যুত্তর প্রকটনে বাধিত করিবেন।

আমরা প্রাচীন প্রবাহিত পরম্পরা অবগত আছি এবং সর্ব্বত্র ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে যে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি প্রণবাদি বেদোচ্চারণ নিষিদ্ধ, কিন্তু এইক্ষণে তৎসভাস্থ কোন কোন শূদ্র অম্লান মুখে প্রণবাদি গায়ত্রী এবং দুই এক টা শ্রুতি উচ্চারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শূদ্রের বেদোচ্চারণের বিধি বাক্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ কিছুই দিতে পারেন না সুতরাং ইহাতে অনেকের সংশয় জন্মিয়াছে। অতএব নিবেদন এতৎ প্রশ্ন পত্রিকাতে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সমূলক শাস্ত্রানুসারে উত্তর প্রদানের দ্বারা সংশয় চ্ছেদনে সুতৃপ্ত করিবেন অলমতিবিস্তরেণ।

কস্যচিদ্বিপ্রস্য।

সম্পাদকের উক্তি॥

পত্র প্রেরকের স্বীয় পত্রকেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া যথা শাস্ত্র উত্তর দেওয়া যাইতেছে। কি স্ত্রী কি শূদ্র ব্রহ্ম জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলে সকলেরই বেদ পাঠে অধিকার হয়, যেহেতু শাস্ত্রে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি যে শ্রুতি পাঠের নিষেধ আছে, তাহার সীমা সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত না হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবেক যে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে সেই উপনিষদের দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং মৈত্রেয়ীও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া উপনিষৎ শ্রবণ এবং উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ অধ্যয়ন করিয়া ভগবান্ বেদব্যাস শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অতএব যে বর্ণোদ্ভব হউক, বা যে কোন জাতি হউক জ্ঞানাবলম্বন করিলে সকলেই বেদাধিকারি হয়েন। অনুমান হয় পত্র প্রেরক যে যে শূদ্রের বিষয় লিখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই পরব্রহ্মের উপাসক হয়েন, সুতরাং বর্ণাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি পাঠ দ্বারা চরিতার্থ হইতে তাঁহারা সন্দেহ করেন না।

অতি কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার গত পরীক্ষা কালীন ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ মহাশয় ১৭ খান পুস্তক, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ঘোষ ও অমৃতলালমিত্র মহাশয়েরা ৭ খান পুস্তক, শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্র মহাশয় ২০খান পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ২৫ পঁচিশ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র পুরকুত, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবচরণ দত্ত, পার্ব্বতীচরণ রায়, রাজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মার্কণ্ড সেন, এবং কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য প্রদান না করাতে সভার প্রচলিত নিয়মানুসারে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইলেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

বিজ্ঞাপন।

তিন টাকার রাজকীয় হুণ্ডি ডাক যোগে প্রাপ্ত হইয়াছে. কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন পত্র প্রাপ্ত হয় নাই, অতএব তাহার প্রেরকের নাম ও প্রেরণের তাৎপর্য্য অজ্ঞাত প্রযুক্ত সে টাকা সভাতে গচ্ছিত আছে। এমাসের মধ্যে যদি তাহার কোন সম্বাদ না পাওয়া যায়, তবে আগামি মাসে তাহা দান স্বরূপ গণ্য করা যাইবেক।

তত্ত্ববোধিনী সভা }
১ ফালগুণ ১৭৬৬ }

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৬৬ শক।

গত ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল, তাহাতে এপ্রকার সমারোহ হইয়াছিল, যে আসনের জন্য আর তিলার্দ্ধ স্থানও ছিল না; তথাপি অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আসনাভাবে দণ্ডায়মান হইয়াও উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে দুই তিন শত মনুষ্য স্থানাভাব প্রযুক্ত সমাজে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া তথা হইতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই বিষয়ে দেশস্থ লোকের অনুৎসাহ এবং এইক্ষণে যখন তাঁহারা স্বেচ্ছাধীন যত্ন দ্বারা সমাজে আগমন পূর্ব্বক পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে উদ্যত হইতেছেন, তখন যে তাঁহারদিগের উপবেশনের জন্য স্থান প্রাপ্ত হয় না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহাতে স্থানের প্রাশস্ত্য হয় অবিলম্বে তাহার কোন উপায় করা ব্রহ্মোপাসনাতে উৎসাহি ব্যক্তিদিগের আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে।

সমাজের উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সেন বক্তৃতা করিলেন যে পঞ্চদশ বৎসর গত হইল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং ঐহিক আনন্দ ও পারত্রিক মুক্তির সোপান স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার জন্য শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম দ্বারা এই ব্রাহ্মসমাজ ১৭৫১ শকের এই ১১ মাঘ দিবসে এই স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মার পরিশ্রম ও উৎসাহ প্রকাশ করিতে চিত্ত কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়। তাঁহার জীবিতাবস্থায় বঙ্গভূমির এক দিগে বিজাতীয় ধর্ম্ম সংস্থাপকেরা দেশের প্রত্যেক পল্লীতে এবং নগরস্থ প্রত্যেক পথে দলবদ্ধ হওত তত্তৎ ধর্ম্মপুস্তকান্তর্গত গ্রন্থ সকল বিতরণ এবং পাঠশালা সংস্থাপনাদি বিবিধ উপায়ের দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের জাল বিস্তীর্ণ করিতেছিল, অন্য দিগে এই দেশস্থ ধর্ম্মোপদেশকেরা পুরাণ তন্ত্রানুযায়ি কাল্প-

বলে বহুকালের পুরাতন শাস্ত্রার্থের বিভাব করত দেশস্থ লোকের মন তমোবৃত করিতে ছিলেন ; কিন্তু সেই মহাত্মা বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম প্রচারের দ্বারা এই খ্রীষ্টধর্ম্ম জাল ছেদন করিতে এবং লোকের মনকে অন্ধকার হইতে মুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ অপণ করিতেছি যে তাঁহার উৎসাহে আনন্দস্বৰূপ অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার পথ মুক্ত হই য়াছে এবং তাঁহার সহযোগি পূজ্যপাদশ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকেও ধন্যবাদ করি যে তিনি বেদান্তশাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করত আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। এইক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা যে এইপুণ্য ভারত ভূমি পুণ্যবান্ ব্রাহ্ম দ্বারা আশু পরিপূর্ণা হয়।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভটাচার্য্য বক্তৃতা করিলেন যে কোন ধর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক গৃহীত না হইলে তাহা চিরস্থায়ী হয় না, এবং সাধকের মনে দৃঢ়তা থাকে না ; এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন বিধি ও নিয়ম পূর্ব্বক গৃহীত না হওয়াতেই লুপ্ত প্রায় হইতেছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয় যে বিধি পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা গ্রহণ করাইতে পারেন নাই ইহাতে তাঁহার এবিষয়ে ত্রুটি বলা যায় না; কারণ যে ৰূপ কোন বন্য ভূমিতে সুফল বৃক্ষ রোপণ করিবার নিমিত্তে অগ্রে তাহার বন্যবৃক্ষ ছেদনাদি দ্বারা তাহাকে আধার করিয়া পশ্চাৎ মনোগত বৃক্ষের রোপণ করিতে হয়, সেইৰূপ ঐ মহাত্মার এপ্রদেশকে অজ্ঞান কন্টক হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞান বীজ রোপণের আধার করিতেই সময় ক্ষেপণ হইয়াছিল ; বরঞ্চ তাঁহার সহযোগি পূজ্য পাদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অবগতি হইয়াছে যে এই ৰূপে ব্রহ্ম বিদ্যা প্রদান করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু লোক সকল মলিনান্তঃকরণে ও ব্যবহারিক ভয়ে তাহা গ্রহণ না করাতে সুতরাং তাঁহাকে ক্ষান্ত এবং মেশ্বর প্রসাদাৎ অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে সেই রামমোহন রায়ের যত্নে এতকালে লোকের মনঃ ক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে যে তাঁহার সেই সহযোগী শ্রীযুক্ত বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যৰূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লোক সকলকে উপদেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। তন্নিয়মে উপদিষ্ট অনেক ব্রাহ্মকে অদ্যকার সমাজে স্থানে স্থানে দেখিয়া কি আনন্দে মন মগ্ন হইতেছে ! হে পরমেশ্বর যেন আগামি বৎসরের এই সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিলেন যে নিয়ম পূর্ব্বক বিধিবৎ ঔষধ সেবন দ্বারা যেৰূপ পীড়ার আশু শান্তি হয়, সেইৰূপ নিয়মমত প্রতিজ্ঞার, সহিত কার্য্যারম্ভ করিলে তাহার সুসিদ্ধি অবিলম্বে সম্ভব হয়। অশ্বগণ দুরন্ত হইলেও যেৰূপ সংযত প্রতিজ্ঞাশীল সুবোধ সারথির শাসন দ্বারা ক্রমশঃ বশীভূত হয় এবং সুপথে গমন করে, সেইৰূপ ইন্দ্রিয়গণ চাঞ্চল্যমান হইলেও যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাশীল ব্যক্তির যত্ন দ্বারা অবিলম্বে তাহারা শান্ত হইতে পারে। অতএব সকল কার্য্য বিশেষতঃ ধর্ম্মের আশ্রয় বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই সমাজের স্থাপনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় এইৰূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসকের দল স্থাপন করিবার জন্য দৃঢ়তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও দ্বেষের আধিক্য প্রযুক্ত সে উদ্যোগ বিফল হইল, কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইল না। ঈশ্বর প্রসাদাৎ উক্ত মহাত্মা কর্তৃক রোপিত জ্ঞানাঙ্কুর বলপ্রাপ্ত হওয়াতে কালবশে এইক্ষণে সেইৰূপ বিধিনিষেবিত প্রতিজ্ঞাশীল ব্রহ্মোপাসক অনেকে হইতেছেন যাঁহারা ব্রাহ্মনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফলতঃ অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রধান সহকারী যে

কালে ব্রাহ্মদল স্থাপনে অধিক উৎসাহী ছিলেন, তিনিই এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের আচার্য্য হইয়াছেন। তিনি একবার এবিষয়ে ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রাচীনকালে সেই প্রাচীন আশাকে পূর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদযুক্ত হইয়াছেন, এবং সে আহ্লাদ তিনি ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে প্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেক ব্রাহ্মই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এইক্ষণে যে বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা দেশ উজ্জ্বল হইবে তাহার অতিশয় আশা হইতেছে। হে জগদীশ্বর এই আশা অচিরাৎ ফলবতী করিয়া এদেশ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা পূর্ণ কর।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৫ পৌষ ১৭৬৬ শক।

প্রথম প্রকরণ।
ষষ্ঠাধ্যায়।

পরমেশ্বর দ্রব্য মাত্রের সহিত আমারদিগের কর্ণের এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন যে পরস্পর দ্রব্যের প্রতিঘাত দ্বারা স্পন্দিত বায়ু কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে শব্দের জ্ঞান হয়। বাগ্‌যন্ত্র সকলকে এপ্রকার বিচিত্ররূপে রচনা করিয়াছেন যে তাহারদিগের সুকৌশলযুক্ত প্রতিঘাতে সুশব্দ বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে যে বাক্যের দ্বারা আমরা সুখ, দুঃখ, বাসনা প্রভৃতি মনের ভাব অন্যের নিকটে অনায়াসে ব্যক্ত করিতেছি। এই জড়পদার্থ জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্রের সহিত নিরাকার মনের কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে তাহাতে কোন ভাবের উদয় মাত্র বাক্যযন্ত্র দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতেছি, এবং সেই জিহ্বাদির প্রতিঘাতের সহিত পুনর্ব্বার কর্ণের কি অপূর্ব্ব সম্বন্ধ যে তদ্দ্বারা এক ব্যক্তি বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কত ব্যক্তি তাহা অনায়াসে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। এই বাক্য থাকাতে রোগ বা যন্ত্রণা অন্যের নিতেছি। আত্মীয়তা, সদালাপ, সৎপরামর্শ, জ্ঞানোপদেশ, ইত্যাদি সুখের হেতু সকল এই বাক্য বিনা কোথায় থাকিত? কিন্তু বর্ত্তমান এই কিঞ্চিৎ উপকার মাত্র কি বাক্যের ফল? ইহার দ্বারা পৃথিবীর অসাধারণ মঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে। বায়ুর সহিত পুষ্পের সৌরভ যে প্রকার সঞ্চালিত হয়, ভাষার স্রোতে মনুষ্যের জ্ঞানও সেই প্রকার পরম্পরা আবহমান হইয়া আসিতেছে, এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানের উন্নতি ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। মনুষ্য পূর্ণ শতায়ু হইলেও কেবল আপন চেষ্টা দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করিতে শক্ত হয়েন, তদ্দ্বারা তাঁহার আপন জীবন পালন করাই দুঃসাধ্য হয়। ইহাতে পদার্থ বিচার জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্র কি প্রকারে কেবল এক ব্যক্তির যত্ন দ্বারা লব্ধ হইত? এক ব্যক্তি জলের গুণ শিক্ষা করিয়াছেন, অন্য ব্যক্তি বায়ুর স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অপর কোন ব্যক্তি মৃত্তিকার গুণ অবগত হইয়াছেন; এইরূপে পদার্থ বিচারের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন ব্যক্তি সূর্য্যের দূর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেহ বা গ্রহচন্দ্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিয়াছেন, অপর কেহ গ্রহণ গণনা স্থির করিয়াছেন; এইরূপে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এবম্প্রকারে পরম্পরা সাহায্য দ্বারা সমুদয় বিদ্যা প্রকাশ হইয়া ভাষার সহিত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে জ্যোতিরাদি নানা শাস্ত্রের উপদেশ আমরা গ্রন্থ অধ্যয়নাদি দ্বারা অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতেছি, এবং পরম্পরা শ্রুতির প্রবাহ প্রচলিত জন্য তদ্দ্বারা ব্রহ্ম লাভও করিতেছি। বিবেচনা করিলে ভাষা ভূতকালকে বর্ত্তমান করিয়াছে, এবং বর্ত্তমানকে ভবিষ্যৎ করিতেছে; দূরকে নিকট করিতেছে, বিদেশকেও স্বদেশ করিতেছে। অতি প্রাচীনকালে অতি দূর দেশীয় মনুষ্যের চিত্তে যে অভিপ্রায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাষার দ্বারা এইক্ষণে আমারদিগের মনে স্থাপিত হইতেছে। এই ভাষার অভাব হইলে কোন গ্রন্থ প্রস্তুতই হইত না, কোন বিদ্যার চর্চ্চাই থাকিত

না, স্বতরাং বিদ্যার অভাবপ্রযুক্ত মনুষ্যের আর কি মনুষ্যত্ব থাকিত?

শব্দের বিচিত্রতা দ্বারাও অনেক মঙ্গল সম্ভব হয়। বৃক্ষের দুইপত্র যেরূপ সমান নাই, এবং দুই মনুষ্যের মুখশ্রী যে প্রকার সমান নহে, দুই জন্তুর স্বর সেইরূপ সমান হয় না। শব্দের এই বিচিত্রতা সামান্যতই স্বখের কারণ; এক শব্দ অতি স্বশ্রাব্য হইলেও তাহার ক্রমাগত শ্রবণ বিরক্তিজনক হইত। পরস্পর সকল মনুষ্যের পৃথক্ স্বর প্রযুক্ত কোন ব্যক্তির শরীর দৃষ্ট না হইলেও বাক্যের দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। মাতা দূর হইতে সন্তানের ক্রন্দন শুনিয়া তাহাকে দুগ্ধপান করাইতে গমন করেন, এবং গাভী সহস্রবৎসের মধ্য হইতেও তাহার আপন শাবকের চীৎকার শুনিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়।

কিন্তু যাহাতে আমারদিগের কেবল আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তাহাই কি পরমেশ্বর আমারদিগকে প্রদান করিয়া ক্ষান্ত আছেন? যত ক্ষণ আমরা বিশেষ স্বখী না হই তত ক্ষণ তাঁহার করুণা আমারদিগের প্রতি নিরস্তা নহে। তিনি বিহঙ্গ সকলকে সেই প্রকার স্বস্বর প্রদান করিয়াছেন, যাহা শ্রবণে চিত্ত উদাস হয়; তিনি বাক্যযন্ত্রে সেই গুণ স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে মনোহর সঙ্গীত উৎপন্ন হইয়া হৃদয়ে উল্লাস জন্মে। এসকল আমারদিগের জীবনপালনের জন্য আবশ্যক নহে, আমারদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তেও সম্যক্ আবশ্যক হয় না,—আমরা যে বিশেষরূপে স্বখী হই এই নিমিত্তেই করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর আমারদিগের সম্বন্ধে স্বরকে বিশেষ আমোদের কারণ করিয়াছেন। হে পরমেশ্বর তুমি কোন বিষয়ে স্বখ বিস্তার করিতে আমারদিগকে বিস্মৃত হও নাই, আমরা যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই।

কঠোপনিষৎ।

প্রথমা বল্লী।

ব্রহ্মবিদ্যা অতিশয় স্বন্দররূপে তাহা বোধগম্য করিবার নিমিত্তে এই উপনিষদে এই আখ্যায়িকা সূচনা হইয়াছে এবং গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ঘটিত আখ্যায়িকাচ্ছলে শ্রুতি ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার নিমিত্তে গুরুর উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে, অতএব গুরুবেদান্ত বাক্যকে যুক্তি দ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করা অতি কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতানাম পুত্রআস ॥ ১ ॥

বাজমন্নং তদ্দাননিমিত্তং শ্রবোযশোয়স্য সবাজশ্রবাস্তস্যাপত্যং 'বাজশ্রবসঃ' বিশ্বজিতা ঈজে 'উশন্' তৎফলং কাময়মানঃ 'হ বৈ' ইতিবৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ সচ তস্মিন্ ক্রতৌ 'সর্ব্ববেদসং' সর্ব্বস্বনং 'দদৌ' দত্তবান্। 'তস্য' যজমানস্য 'নচিকেতাঃ নাম পুত্রঃ' 'হ' কিল 'আস' বভূব ॥ ১ ॥

যজ্ঞ ফলের কামনা বিশিষ্ট বাজশ্রবস যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিলেন। তাহার নচিকেতা নামে পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত ॥ ২ ॥

'তং' নচিকেতসং 'হ' 'কুমারং' প্রথমবয়সং 'সন্তং' 'শ্রদ্ধা' পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবতী। কস্মিন কালে ইত্যাহ। ঋত্বিগ্ভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ 'দক্ষিণাসু' দক্ষিণার্থাসু গোষু নীয়মানাসু বিভাগেনোপনীয়মানাসু। 'সঃ' আবিষ্টশ্রদ্ধোনচিকেতাঃ 'অমন্যত' আলোচিতবান্ ॥ ২ ॥

যে কালে ঐ বাজশ্রবস ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগকে দক্ষিণার গো সকল বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন, সেইকালে অতি বালক যে ঐ নচিকেতা তাহাতে পিতার হিতের নিমিত্তে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল। ইহাতে সেই নচিকেতা বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।

পিতার হিতের নিমিত্তে নচিকেতাতে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল এই শ্রদ্ধা উপস্থিত না হইলে পিতার হিত কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না; এইরূপ শ্রদ্ধা সমুদয় শুভকর্ম্মের হেতু হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়নের পূর্ব্বে শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধা ভিন্ন ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণে ইচ্ছা হয় না, ইচ্ছা ব্যতীত যত্ন হয় না, যত্ন ব্য

না। অতএব শ্রদ্ধা ব্রহ্মবিদ্যার প্রারম্ভিকা হইয়াছে॥২॥

Vaidantic Doctrines Vindicated.

In a preceding number of this Periodical, we took occasion to publish some strictures on certain observations contained in a late eloquent work of the Revd. Dr. Duff, entitled "India and India Missions." Since the publication of our remarks, three articles on the same subject have successively appeared, in the Calcutta Review, the Christian Herald and in a recent number of the Friend of India. In argumentative discussions on subjects of a strictly public nature, it would be superfluous, and probably unbecoming, to impute the publication of any sentiment or opinion to particular individuals. But as the Revd. writer in the Herald has been the first to depart from this golden rule, we shall be excused when we state that there can be no mistake as to the authors of the articles in question. In our preceding number we established, in vindication of our religious opinions, on the strength of connected excerpts from the original text of the Vaidant, that the Vaidantic Doctrines are founded on the most obvious and irrefragable principles of natural reason. We proved, from a literal interpretation of the same text, that the early religion of India, was a pure, consistent, and unadulterated form of unitarianism. We naturally expected at least something like an attempt to refute our arguments, and show that our explanations of the subject were fallacious. We thought that the Revd. Gentleman, or some of his co-religionists would have met our objections on our own grounds, by combating our quotations with overwhelming authorities, derived from the same unimpeachable source. But in these anticipations we have been grievously disappointed. Instead of meeting us openly and fairly on the legitimate and only rational ground of debate, a fresh volley of vituperations has been opened upon us, and surmises indulged in, under the borrowed garb of a Reviewer, apparently criticising the native periodicals, and discourses delivered at the Hindoo Theophilanthrophic Society. But for the undeniable and the high reputation of the writers, we should be almost tempted at once to claim a complete victory. A spirit of reckless misrepresentation pervades, as usual, the whole text of the three specimens of criticism now before us; and we could well have afforded to remain content under their reiterated attacks, had not our anxiety for the weal of our countrymen, who might be led, in their ignorance, to mistake groundless assumptions for incontrovertible truths, induced us to offer some passing remarks on a few of the most important points at issue. At the outset, however, we may be permitted to observe, that a considerable portion of the rising generation of our countrymen, is obliged, under the influence of various circumstances, to come in contact with the Christian Missionaries, either for the purpose of educational improvement, or as enquirers after truth, seeking information respecting the religious views and doctrines professed by different sects of believers. It is much to be regretted, that the major part of these inquisitive young men are lamentably ignorant of the doctrines and principles really inculcated in the Shastras. We doubt whether two out of a hundred could be found capable of satisfactorily explaining any sentence indiscriminately taken from any work in the Sanscrit language, which contains the great body of Hindoo Theology. To make proselytes of such inexperienced and untutored minds, accustomed to entertain reverential regard for, and sympathise with the feelings and opinions of, their teachers, by taking advantage of their want of information, and induce them to adopt a new creed by addressing the passions of youths so incapable of exercising freedom of thought, and so deficient in judgement, is, in our humble opinion, any thing but ingenuous or commendable; it is, on the contrary, we think, highly unbecoming the professors of any religious tenets whatsoever, far less of those of Christianity, a creed, which has been embraced by the most enlightened nations of the world. Whatever our Revd. Friends may say, we have enough of charity not to impute to them any unworthy motives. All we desire is fair play for both creeds. Let a knowledge of the principles of Christianity and of true Hindooism be equally spread; and if the merits of the two systems, be not found to balance each other, let the preference of the one over the other be a matter of ohoice, without any attempts to bias the judgment; and we shall have no fear for the result. Misrepresentation and calumnies may sometimes serve the cause of sectarian proselytism, but can never bring any man a single step nearer the portals of divine knowledge and wisdom. It is, in our humble opinion, a most narrow view of the science of divinity to suppose, that the Lord of all nations can prefer a particular tribe and a particular form of religion to the simpler belief which constitutes the eternal foundation of religion and piety.

The Reverend Reviewer has been pleased, in the course of his strictures, to assimilate the Doctrines we endeavor to inculcate to the "Alexandrian Platonism" or "Neo-Platonism" as he terms it, in as much as we have, in his opinion, simplified and spiritualized the origina grossness and impurity of the Vaidantic pre cepts, and obtruded ourselves on the notic of the world, in all the "pride, pomp, an circumstance" of religious Reformers. Th writer in the Herald has carried the idea fur ther, and given it a finishing stroke, by adding that what we do not find "in purely native sour-

"ces (which abound in misty metaphysics, but "put forth little really deserving the name of "strictly moral or religious matter)" we "borrow "without acknowledgment from Christianity." We repudiate, the idea of having claimed the credit of reformation. Our humble object is merely to revive and propagate an existing system of truths. We are really at a loss to make out, wherein we have obtruded ourselves on the notice of the world, as reformers, or borrowed any doctrine without acknowledgment, from Christianity. The Vaids are now what they were centuries ago: they declare that the sole regulator of the universe is but One, Omnipresent, Omniscient, far surpassing our powers of comprehension, beyond external sense, and whose spirtual worship is the chief duty of mankind and the sole cause of eternal beatitude. † In this brief sentence is contained the essence of our belief. It is the doctrine which was inculcated by the ancient sages, and we entertain too strong a sense of propriety—too sacred a regard for truth—to attempt to pass off any peculiar or extraneous views of our own, for the genuine precepts of the ancient and venerated Vaids. Will the Revd. Gentlemen do us the favor to show, without indulging in dogmatical assertions, wherein we have committed ourselves? With reference to the other part of the charge of borrowing from Christianity, we are equally at a loss, in the absence of explanation, or positive proof of any kind, to find out wherein we have dressed ourselves out in the borrowed plumes of Christianity. It may, however, be reasonably supposed, that allusion is made to our explanations of the Vaidantic doctrines, upon the principles of natural theology. It is nevertheless clear that all such illustrations must be founded on some knowledge, however circumscribed, of natural and moral philosophy. Indeed, all writings on religious subjects, whether from a Christian, a Mahomedan or a Hindoo pen, do, and must deal, more or less, in examples derived from the records of human science. Christian writers, although their religion owed its parentage to the bearded Rabbins of Jerusalem, are indebted to the Philosophical School of Bacon and his followers for the greater part of their illustrations; and we see no reason why we should be debarred of the privilege of borrowing from the same source, or why we should be confined to the researches of Goutum and Kunad for our similes and explanations. Has the Baconian Philosophy a more natural connection with Christianity than with Hindooism? Would it not have been received in all Christendom as the means of discovering the hidden paths and ways of nature, even though the illustrious Bacon had been born in Thibet or Kamschatka? We do not clearly see, therefore, how we can, on such grounds, be fairly stigmatized with religious or literary larceny, or with pilfering our illustrations from Christianity. As to the "misty metaphysics" with which the Vaids are said to abound, we can say but little, at present; because our Friends have not ventured to specify the passages they refer to. We will merely remark, that any thing may appear dim and cloudy, which, by an increase of light, may soon become as transparently clear, as the broad day light; and if the Revd. Gentlemen will excuse us the liberty, we will venture to affirm, that there are many things even in the Bible itself to which not merely a Hindoo but even a Christian may prefer the charge of obscurity, although it is not held by Christians to detract from the credibility which attaches to that work. Thus for instances, the first few verses of John are perfectly mysterious, though they, nevertheless, form part of the Gospel.

We are charged, in the next place, by our friend of the Herald with advocating "Rammohun Roy's one-sided view of the Vaidant system of Hindoo Philosophy," ‡ as our contemporary is pleased to term it. What the writer means by such one-sided view of the Vaidant, we confess our utter inability to comprehend. If our Missionary friend intends to insinuate that Rammohun Roy's views of the Vaidant are one-sided, in as much as they were set forth before the world to the best advantage, by ushering into the notice of the public, the excellencies of a few singular features of that system, without entering into those parts of it which refer to the performance of rites and ceremonies, we thank our friend for the opportunity thus afforded us of redeeming the sarced memory of the deceased Philosoper from the obloquy which has thus been cast upon it. We shall meet our friend with Ram Mohun Roy's own words. After showing in the most unequivocal terms, the purely monotheistical system of the Vaids, he proceed thus; "These as well as several other texts of the "same nature," (meaning such precepts as relate to the practice of rites and ceremonies,) "are not real commands, but only direct those "who are unfortunately incapable of adoring the "invisible Supreme Being, to apply their minds to "any visible thing, rather than allow them to remain idle." "that the worship of the Sun and "Fire, together with the whole allegorical sys-"tem, were only inculcated for the sake of those "whose limited understandings rendered them "incapable of comprehending and adoring the "invisible Supreme Being; so that such persons "might not remain in a brutified state, destitute "of all religious principles." and again, "The "Vaids, not only call the celestial representations,

† একোবশী ॥ সর্ব্বগতঃ ॥ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ॥ যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥ ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈঃ ॥ আত্মানমেবোপাসীত ॥ তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ শ্রুতয়ঃ ॥

‡ We consider ourselves bound to protest against this heterogeneous mixture of the idea of a mere system of philosophical and human doctrines with the religious and sacred belief professed by the Hindoos.

" deities, but also in many instances give this " divine epithet to the mind, diet, void space, " quadrupeds, animals and slaves, but neither " any of the celestial gods, nor any existing crea- " ture can be considered the Lord of the univ- " erse; because the third chapter of the Vaidant " Durshun explains that by all other appellations " of the Vaid, which denote the diffusive spirit " of the Supreme being, equally over all crea- " tures, by means of extension his omnipresence " is established. "Because the Vaid declares the " performance of these rules to be the cause of " the mind's purification and its faith in God." " If notwithstanding these explanations offered " by the Vaidant Durshun, the Querist persist " in his attempt to stigmatise the Vaid, and " thus argue, that any being declared by the " Vaid to be God, though figuratively, should " be considered as God in reality, by the fol- " lowers of the system; I would refer him to " his own Bible, which in the same figurative " sense applies the term God to the prophets " and cheifs of Israel; and identifies God with "abstract properties, such as love, &c." Here Rammohun Roy takes into consideration those passages of the Vaids which allude to the worship of God through matter, as, in other places, they treat of the spiritual adoration of the Supreme Being. It is totally gratuit- ous, therefore to maintain that he has taken a one-sided view of the Vaidantic doctrines. It is an undoubted fact, that, the perfor- mance of religious rites of various denomina- tions, is found inculcated in the Vaids, but it is an error, to suppose, that, as our Seram- pore contemporary would have his readers be- lieve, the Vaidant, or the learned propounders of its tenets ever permitted or tolerated that gross system of Idolatry, that same "wicked brutalizing Hindooism" which the dark ages of India have introduced amongst us. The rites and ceremonies inculcated in the Vaids are intended to be preparatory to the spiritual worship of God and expressly declared to be useful to men, who cannot raise their minds from nature up to nature's God, and who were enjoined, through the performance of those religious duties, as well as by restraint over the passions—by charity to the needy—honour to others—friendship and equal regard to all—to bring their minds to a state fitted for the perception of the first principles of divine science. We are utterly at a loss to understand how the Vaids can be impartially taxed with fostering a system of rites and cere- monies, by persons whose own sacred scriptures originally enjoined, and have been in later ages, productive of, similar practices. For our own part we see but little difference between Jyem- uney and Moses, when the one expatiates on the oblations through fire in his learned commen- taries of the Vaids, or the other commands the substitution of two turtle-doves or two pigeons in lieu of a lamb; one for a sin-offering, and the other for a burnt-offering: the Sprinkling of the blood of the sin-offering upon the side of the altar, as stated in the Leviticus.

But let us proceed to examine the other points adduced by our friends. The learned Reviewer characterises Hindoo Theology, as a system of "gross" and "spiritual Pantheism," and the object of its worship, as possessing "in " no intelligible sense any moral attributes;" and our freind of the Herald falls into the same strain and stigmatizes it, as a system of "ma- "terializing pantheism, as really intangible, im- " practicable and deficient in moral thruth or "power." In our preceding article, we dwelt at considerable length on these features of this controversy, supporting our conclusions by copi- ous extracts from the Vaids. We are loath to tax the patience of our readers, by any further allusion to the subject, and take leave of it, therefore with the following brief quotations from the Vaidant Durshun.

ন স্থানতোপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥
বেদান্তসূত্রং ॥

" That being, which is distinct from matter, " and from those which are contained in matter, " is not various because he is declared by all " Vaids to be one beyond description;" and again, " the Vaid has declared the Supreme "Being to be mere intelligence."¶

Further more, however uncongenial the idea may be to the views of our friends, we have shown that " the Vaidant does not ascribe to " God any power or attribute, according to the "human notion of properties or modes being at- " tached or subordinate to their substance, " and that in consideration of the incompatibi- " lity of such defects with the perfection of " the Divine nature, the Vaidant declares the " very identity of God to be the substitute " of the perfection of all the attributes, neces- " sary for the creation and support of the uni- " verse and for introducing revelation among " men, without representing these attributes as " separate properties depended upon by the "deity, in creating and ruling the world." Ne- vertheless the Friend would insist, on a more sensible appreciaton of the divine attributes, as though nature herself sufficed not to afford us a "sense of benefit recieved, or of obligation due, or of favor to be enjoyed" We however quote the following, from the Vaidant by way of illustration, and for the satisfaction of our readers:

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥
শ্রুতিঃ ॥

"Through his fear fire supplies us with heat; "and the sun, through his fear, shines regularly; "and also Indra and air, and, fifthly, death, are, "through his fear, constantly in motion."

কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষআকাশআনন্দোন স্যাৎ
এষহ্যেবানন্দয়াতি ॥
শ্রুতিঃ ॥

"What creature on earth could enjoy life or "motion, if this God, who is Felicity itself did

---

¶ জ্ঞানং ॥

"not exist. It is God that imparts happiness to all."

The Freind of India states that "according to the "Vaidantic doctrine the deity is not a Living Be-"ing, but an all pervading principle or power, af-"ter the notion we form of heat, light, or gravity." Here lies the chief source of error, on the part of the Friend. When, alluding to the action of the Deity on the creation, we resort, for the purpose of illustration, to a comparison drawn from the diffusive power of light or heat, we cannot be reasonably understood to intend thereby that God is, therefore, material, since, moreover, in a thousand instances, the Vaidant inculcates the absolutly spirituality of the creator. With regard to the expression of Living Being which the Friend is pleased to apply to God, if he thereby means a Being endowed with life and organization, we must again enter our protest against so degarding a notion of the eternal God. For our parts we regard the Deity as omniscient, omnipresent and the supreme Regulator of the universe.

He moreover asserts, that in the notion of God, as inculcated in the Vaidant, there is "no-"thing that can amend the heart, or regulate the "life, or cast light on the eternal future." We have in our former number adduced the most decisive, excerpts from the Vaidant clearly establishing moral rules of human conduct deducible from our notion of the deity. But the Friend and his religious associates, are predetermined neither to read nor understand us. "They have eyes, and will not see :—they have ears, and will not hear."

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া
তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥

বেদান্তসূত্রং ॥

"A command over our passions, and over the "external senses of the body, and good acts, are "declared by the Vaid to be indispensible, in the "mind's approximation to god."

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃপারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমং পদং ॥

শ্রুতিঃ ॥

"The man who has intellent as a prudent driver, "and a steady mind as his rein, passing over the "pathsof mortality, arrives at the high glory of "the omnipresent God."

How can then the Friend, after this, still maintain that there is nothing in the Vaidant "that can amend the heart, or regulate the life, or cast light on the eternal future."

He crowns the whole by adding, that the Vaidantic theology is "in truth a denial not an acknowledgement of God" We shall not attempt to say a word on this subject at present, but shall leave it to our Christian readers to judge, whether it be fair or candid to scandalize the cause of religion by such unfounded assertions as the above, and we trust they will not fail to appreciate our sense of propriety and moderation in abstaining from all retaliatory denunciation. We may be permitted, however, to observe, that we have failed, in our limited sagacity to find out wherein lies the consistency of supposing, that the Vaids after tolerating polytheism "as the antidote to the vulgar against the evils of utter atheism" should foster the very atheism, whose eradication they aim at We reiterate our hope that our Missionary friends will, if possible do, us the justice to adduce positive proof of this absolutely groundless, precipitate and wholly untenable assertion.

We freely confess, it affords us an undescribable feeling of pleasure, to be thus called upon to enter into an explanation of our views and hopes. At the same time, we are not a little amused, to see persons who could reconcile with their belief of the doctrine of the Triune God-head, that of redemption, and sanctification — the manisfestation of God in flesh, looking unblushingly, with scorn and contempt, at the absurdities of Hindoo Idolatry ; nor are we a little suprised to find persons, endowed with the highest genius and transcendent talents, subscribing apparently with cold indifference to religious creeds and opinions at once absurd and futile.

In bringing these remarks to a close, we beg we may be permitted to observe, that humble believers as we are of the Monotheistical doctrines inculcated in the Vaids, we profess hostility to no creed, under the sun, for "he, who worships, be it whomsoever or whatever it may, considers that object as the Supreme Being, or as an object containing him," and we sincerely hope our missionary friends will be induced to entertain the same Catholic view in all religious controversies, involving as they do the temporal and spiritual welfares of mankind.

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

যে কোন সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে তদ্রূপ ঘটনা আর না হইবার উপায় হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

এদেশের সনাতন ধর্ম্ম যে বেদ বিহিত উপাসনা, তাহার প্রতি কত অত্যাচার এপর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি এধর্ম্মের সত্যতা প্রযুক্ত তাহার সম্পূর্ণ বিঘ্ন করিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। মুসল্মানেরা ইহার উচ্ছেদ করিবার জন্য কি চেষ্টা না করিয়াছিল? বৈদিক ধর্ম্ম হইতে পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তে তাহারা ভারতবর্ষস্থ সমূহ লোকের ধন, মান, ও প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কদাপি বলের অধীন নহে, এপ্রযুক্ত তাহারদিগের বাঞ্ছা পূর্ণা হয় নাই। পরে এ দেশ তাহারদিগের রাজত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ইংলণ্ডীয় লোকের অধীন হইলে বোধ হইয়াছিল, যে এধর্ম্মের বিঘ্ন সকল নিরাকরণ হইল। কিন্তু ইহার বিপরীত এইক্ষণে দেখা যাইতেছে; ইহাঁরদিগের মধ্যেও অনেকে হিন্দুধর্ম্মের বিপক্ষ হইয়াছেন। মুসল্মানেরা বলের দ্বারা আমারদিগের ধর্ম্ম নাশে প্রবৃত্ত ছিলেন, ইহাঁরা তজ্জন্য নানা প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছেন। দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ধন দ্বারা, কর্ম্মার্থি ব্যক্তিদিগকে বিষয় কর্ম্মে নিয়োগ দ্বারা, বিদ্যাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগকে অধ্যাপন দ্বারা, খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতে মহোদ্যোগি হইয়াছেন। দরিদ্র লোক সকল ধন লাভ আশ্বাসে এবং কর্ম্মার্থি ব্যক্তি সকল কর্ম্ম প্রাপ্তি হেতু খ্রীষ্টান মতাবলম্বি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান দান দ্বারা জ্ঞানার্থিদিগকে তৎধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে যে কৌশল স্থির করিয়াছেন তাহা কদাপি সফল হইবার নহে। স্থানে স্থানে পাঠশালা স্থাপন দ্বারা যে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে আমারদিগের এরূপ শঙ্কা কদাপি হয় না, যে তথাকার ছাত্রেরা জ্ঞানি হইয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেক। যেহেতু যাহার কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞান আছে তাহার কদাপি ইহা বিশ্বাস যোগ্য হয় না, যে বাক্য কৌশল দ্বারা কোন এক সর্প কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে; এবং এক জনের দোষে সকল মনুষ্য ঈশ্বর সমীপে দণ্ডি হইতে পারে। ইহাও তাহার বুদ্ধিতে সম্ভব হয় না, যে সংসারির ন্যায় পরমেশ্বরের বিশেষ একটি পুত্র আছে, অথচ সেই পুত্র তাঁহার পিতার পরে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পিতার সহিত সমকালীন, বর্ত্তমান এবং নিত্য, এবং মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার সেই অমর পুত্রের প্রাণ বলি গ্রহণ করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে মেরির গর্ভে জন্ম দিয়াছিলেন। ইহাই বা তাহার কি প্রকারে বুদ্ধি গম্য হইতে পারে, যে এক ঈশ্বর পিতা, দ্বিতীয় ঈশ্বর তাঁহার পুত্র, এবং তৃতীয় ঈশ্বর হোলিগোষ্ট নামক

এক পুরুষ, এই তিন পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর হইয়াও স্বরূপতঃ স্বভাবতঃ এবং সংখ্যাতঃ এক হয়েন। সে শাস্ত্রই বা কি প্রকারে তাহার প্রত্যয় যোগ্য হইতে পারে, যাহাতে এরূপ লেখা আছে, যে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা করিলেও পরিত্রাণ পাওয়া যায় না,—তাঁহার নিয়মানুসারে পুণ্য কর্ম্ম করিলেও তাঁহার কৃপা প্রাপ্ত হয় না,—যদি মেরিপুত্র য়িশুখ্রীষ্টের জন্ম মরণ ও সশরীরে স্বর্গারোহণ বৃত্তান্তে বিশ্বাস না করা যায়, বরঞ্চ এমত অপরাধি ব্যক্তির ঘোরতর নরক যাতনা চিরকাল ভোগ করিতে হয়।

বিদ্যামোদিনী সভা।

অতি আহ্লাদের সহিত শ্রবণ করিলাম, যে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা জন্য এতন্নগরের সিমুলিয়া অঞ্চলে বিদ্যামোদিনী নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে; তথায় সভ্যেরা প্রতি রবিবারে একত্র হইয়া বক্তৃতা দ্বারা জ্ঞানের আবৃত্তি করেন। তাহার এক বক্তৃতা প্রকাশ করিতেছি।

পরমেশ্বরের অসংখ্য সৃষ্ট দ্রব্যের মধ্যে যে স্থানে আমরা দৃষ্টিপাত করি, সেই স্থানেই তাঁহার অসীম জ্ঞান ও জীবের প্রতি অনির্ব্বচনীয় দয়া স্পষ্টরূপে দেখা যায়। মহা বীর্য্যবান্ তেজস্কর জগদুজ্জ্বলকারী সূর্য্য হইতে অতি সামান্য প্রদীপ পর্য্যন্ত, বিপুল পর্ব্বত হইতে সূক্ষ্ম পরমাণু পর্য্যন্ত, মহাবলবান্ সমুদ্র হইতে এক বিন্দু শিশির পর্য্যন্ত, প্রকাণ্ড বৃহদাকার হস্তী হইতে অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত, সকলেই ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান এবং মহিমাকে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতেছে। মনুষ্যের জীবন রক্ষার নিমিত্তে ও তাঁহার সুখভোগার্থে জল কি প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা আবালবৃদ্ধ ভাবতেই উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন; অতএব এরূপ সর্ব্বতোভাবে উপকারী দ্রব্য যে জল, যাহার অভাবে অতি অল্প কালে জীবন ধ্বংশ হয়, তাহার বিতরণে অশেষ প্রকারে ঈশ্বরের অসীম অনুকম্পা কিরূপে প্রকাশ পায়, তাহা বিবেচনার উপযোগ্য বটে। এই জলের মহা আকর স্থান সমুদ্র হইয়াছে; এই সমুদ্র সলিল দ্বারা তন্নিকটস্থ বৃক্ষাদি ফলশালী হইয়া সেই দেশস্থ ব্যক্তিদিগকে ফল প্রদান করে, ভূম্যাদি উর্ব্বরা হইয়া সস্যশালিনী হয়, এবং যে সকল কার্য্যে জল আবশ্যক, সমুদ্র তীরস্থ লোকদিগের সে সকল কার্য্যই প্রায় উক্ত বারি দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু সমুদ্র তীর হইতে দূরবর্ত্তি দেশস্থ যাহারা, তাহারদিগের প্রাণ কি জল বিহীন হইয়া অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে? এই সমূহ দুর্ঘটনা নিবারণার্থে পরম কারুণিক ঈশ্বর সহস্র সহস্র নদ নদীকে দেশ বিদেশে স্থানে স্থানে প্রবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা নদী তীরে বাস না করে তাহারদিগের উপায় কি? তাহারা কি ঐ অমৃতাভাবে এমত সুন্দর পৃথিবী হইতে বহিষ্কৃত হইবে? সর্ব্ব শক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ, অপার দয়ালু পরমাত্মা সমুদ্র নদ নদী তটস্থ, কি তাহা হইতে দূরস্থ ব্যক্তি, সকলেরই নিমিত্ত জলকে এরূপ গুণযুক্ত করিয়াছেন, যে তাহা উত্তাপ দ্বারা বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া মেঘাকারে বায়ূপরি উত্থিত হইতে পারে, এবং অবশেষে বৃষ্টি রূপে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রাণি গণের তৃষ্ণা নিবারণের হেতু হয়। বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমি হইতে ইংলণ্ডের প্রস্তরময় কঠিন স্থল পর্য্যন্ত, ইটালির উদ্যান প্রায় দেশ হইতে লিবিয়ার বালুকাময় ইরিণ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই এই জলধর জীবদিগকে জল প্রদান করে। কিন্তু বৃষ্টি সর্ব্বদা হইতে পারে না, অথচ পশু পক্ষি মনুষ্যাদির জীবনের জন্য জলের প্রয়োজন সর্ব্বদা হয়, এনিমিত্তে পৃথিবীর অন্তর্দ্দেশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলপথ দ্বারা তিনি ব্যাপ্ত করিয়াছেন; অতএব পৃথিবীর উপরিভাগ কিঞ্চিন্মাত্র খনন করিলেই আমরা সর্ব্ব কালে প্রচুর জল লাভ করি। যাদৃশ আমারদিগের সর্ব্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত শিরা ও নাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, যাদৃশ বৃক্ষলতাদির মধ্যে রস চালনার জন্য ধমনী সৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ পৃথিবীর মধ্যে জল সরণ নিমিত্তে অগণ্য সূক্ষ্ম জল পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা

সমুদ্র নদী প্রভৃতি হইতে ক্রমে জল নিঃসরণ হওয়াতে পুষ্করিণী কূপ তড়াগাদি পূর্ণ থাকে।

হে সভ্য মহাশয়েরা কেবল জল বিতরণ বিষয়ে পরমেশ্বরের কি অনন্ত জ্ঞান, অতুল্য দয়া, এবং অনির্ব্বচনীয় মহিমা, প্রকাশ পাইতেছে।

ঈ চ ন।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

১৯ পৌষ ১৭৬৬ শক।

প্রথম প্রকরণ।

সপ্তমাধ্যায়।

পরমেশ্বর আলোকের সহিত আমারদিগের চক্ষুর এপ্রকার সম্বন্ধ করিয়াছেন, এবং চক্ষুর সহিত মনকে এপ্রকার সম্বন্ধ যুক্ত করিয়াছেন, যে কোন দ্রব্যস্থিত আলোক চক্ষুতে প্রতিভাত হইলে রূপের দৃষ্টি হয়। চক্ষু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য্য আর কি আছে, যে চক্ষু এরূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও এক কটাক্ষে অর্দ্ধ জগৎকে দর্শন করিতেছে? চক্ষু অতি কোমল বস্তু, কি জানি কোন অল্প আঘাত দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় করুণাপূর্ণ পুরুষ দুই কবাট সেই চক্ষুর্দ্বারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহারা নিমেষে নিমেষে রুদ্ধ হইয়া নানা বিপদে রক্ষা করিতেছে। কি জানি এক চক্ষু কোন এক দুর্ঘটনা দ্বারা অকস্মাৎ নষ্ট হয়, এবিবেচনায় মনুষ্যকে তিনি দুই নেত্র প্রদান করিয়াছেন। কি জানি নয়ন ক্রমে ক্রমে তেজোহীন হইয়া অন্ধ হয়, এজন্য তাহাতে এমত কৌশল তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা জল আপনা হইতে নিঃসৃত হইয়া চক্ষুকে সিক্ত রাখে। নানা দিগে নানা বিষয় ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিবার প্রয়োজন, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর এরূপ সুন্দর রচনা করিয়াছেন, যে তাহাকে ইচ্ছা মাত্র নানা দিগে চালনা করা যায়। স্থান বিশেষে আলোকের ন্যূনাধিক্য হয়, এনিমিত্তে তিনি চক্ষুর পুত্তলিকার এরূপ যোগে তাহা বিস্তৃত হয়, এবং অধিক আলোক সংযোগে সঙ্কুচিত হয়। এই অপূর্ব্ব নিয়ম বশতঃ ছায়াতে বা অল্প আলোক বিশিষ্ট স্থানে বিস্তৃত চক্ষুর পুত্তলিকা দ্বারা অধিক ভাগে আলোক গৃহীত হয়, এবং পূর্ণালোক যুক্ত স্থানে সঙ্কুচিত পুত্তলিকা দ্বারা অল্প ভাগে আলোক গৃহীত হয়; এই জন্য অল্প আলোকে সম্পূর্ণরূপে বস্তুর অদর্শন হয় না, এবং প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালের পূর্ণালোকেও চক্ষুর পীড়া জন্মে না।

এই আশ্চর্য্য চক্ষু দান দ্বারা পরমেশ্বর আমারদিগের প্রতি যে কি প্রকার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অন্ধ ব্যক্তির অবস্থাকে আলোচনা করিলেই উপলব্ধি হইবেক। সে দুর্ভাগ্য ব্যক্তি কত সুদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টি সুখে বঞ্চিত রহিয়াছে, কত বিষয়ের জ্ঞান লাভে অক্ষম হইয়াছে এবং ঈশ্বরের কত মহিমা সন্দর্শনে অসমর্থ হইয়াছে। সে পরের সাহায্য বিনা পাদ মাত্রও বিক্ষেপ করিতে পারে না, এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভক্ষ্য আহরণ করিতেও সমর্থ হয় না। তাহার অপেক্ষা বুদ্ধি শূন্য পশু জন্তুকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। কিন্তু জগদীশ্বর চক্ষু দান দ্বারা আমারদিগকে এ সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা সহস্র প্রকারে জ্ঞান ও সুখের উপায় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যদি এরূপ কোন স্থান থাকে, যে স্থানের লোকেরা আমারদিগের ন্যায় সকল ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া স্বভাবতঃ কেবল দৃষ্টি মাত্র বিহীন হয়, এবং যদি তাহারদিগকে জ্ঞাপন করা যায়, যে চক্ষু নামক এক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা অর্দ্ধ জগৎকে এককালীন দর্শন করিতেছি, মনোহর পুষ্পোদ্যান দৃষ্টি করিয়া প্রফুল্ল হইতেছি, নির্ভয়ে নদ নদী সমুদ্র পার হইতেছি, মহোচ্চ পর্ব্বত সকলকে পরিমাণ করিতেছি, পৃথিবীর আকৃতি ও পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে শক্ত হইতেছি, এবং সূর্য্য, চন্দ্র, ধূমকেতু প্রভৃতির দূর এবং গতি নির্ণয় করিতেছি, ইহা শুনিয়া কি তাহারা বিস্ময়াপন্ন হয় না? অপরন্তু সূর্য্যোদয়ের,

দৃষ্টি করিয়া যদি তাহারদিগের নিকটে ব্যক্ত করা যায়, যে আর এক দণ্ড পরে সূর্য্যোদয় হইবে, বারিবর্ষণ হইবে, বা সন্ধ্যাকাল আগত হইবে; অথবা শরীরের ভাব দেখিয়া তাহারদিগের অন্তঃকরণের ক্রোধ, ভয়, আহ্লাদ প্রভৃতি যদি ব্যক্ত করা যায়, তবে তাহারা আমারদিগকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া কি অপ্রাকৃত মনুষ্যরূপে উপলব্ধি করে না? আমরা যে সকল হিংস্র জন্তু দ্বারা বেষ্টিত আছি, এবং শরীরের অনিষ্টকারি যে নানা বিধ দ্রব্যের দ্বারা আবৃত রহিয়াছি, তাহাতে চক্ষুর অভাব হইলে কারাগার হইতেও এ অন্ধকার সংসার কি ক্লেশাগার হইত না? তখন জ্ঞানের বৃদ্ধি কি প্রকারে হইত, যখন কেবলকোন এক অট্টালিকার আকৃতি ও পরিমাণ বিশেষরূপে নির্ণয় করিতে সমস্ত জীবন ক্ষয়ের সম্ভাবনা। ইহাতে বিদ্যার প্রকাশ, বাণিজ্য বিস্তার, রাজ্যের রক্ষণ কি প্রকার সম্ভব হইত? "যস্যেমহিমা ভুবি দিব্যে" শ্রুতির এই উপদেশানুসারে পরমেশ্বরের মহিমাকে কি প্রকারে উপলব্ধি করিতাম, যদি তাঁহার মহিমা প্রকাশক জগৎকে দর্শন করিবারই সামর্থ্য না থাকিত?

অতএব যিনি ভূমিকে সর্ব্বকালে শ্যামবর্ণ তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, এবং বসন্তকালে নব পল্লবযুক্ত পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বস্থতা সম্পাদন করিতেছেন, যিনি আকাশকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া আমারদিগের মনোরম্য করিয়াছেন, যিনি দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে সূর্য্যের উদয়াস্ত কালের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আমারদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন, তাঁহাকে যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

কঠোপনিষৎ ॥

প্রথমা বল্লী ॥

পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ ॥ ৩॥

কথমিত্যুচ্যতে। পীতমুদকং যাভিস্তাঃ 'পীতোদকাঃ' ক্ষীরাখ্যোয়াসাস্তাঃ 'দুগ্ধদোহাঃ' 'নিরিন্দ্রিয়াঃ' অপ্রজননসমর্থাঃ জীর্ণানিষ্ফলাগাব ইত্যর্থঃ। 'তাঃ' এবম্ভূতাগাঃ ঋত্বিগ্ভ্যোদক্ষিণাবুদ্ধ্যা 'দদৎ' প্রযচ্ছন্ 'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ 'নাম' 'তে লোকাঃ' 'তান্' 'সঃ' যজমানঃ 'গচ্ছতি' ॥ ৩॥

যে সকল গো পিতা দিতেছেন, তাহারা এমত রূপ বৃদ্ধ, যে পূর্ব্বে জল পান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে, সেইমাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারা জল পান এবং তৃণ আহার করে এমত শক্তি নাই; আর পূর্ব্বে তাহারদিগের যে দুগ্ধ দোহন হইয়াছে, সেইমাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারদিগের দুগ্ধ দোহন হয়, এমত সম্ভাবনা নাই; এবং তাহারদিগের ইন্দ্রিয় সকলেরও অবসান হইয়াছে। এমত রূপ গো সকল যে ব্যক্তি দক্ষিণাতে দান করে, সে আনন্দ শূন্য যে লোক, তাহাতে যায় ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।

ঐ দরিদ্র যজমানের কেবল কতক গুলীন কৃশা দুগ্ধহীনা নিষ্ফলা গাভি ছিল, তাহা তিনি ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণার স্বরূপ বিভাগ করিয়া দিতে উদ্যত হইলে তাহার পুত্র নচিকেতা মনে করিলেন, যে এতদ্রূপ নিষ্ফলা গাভি সকলকে দক্ষিণা দিলে আমার পিতার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবেক। যদিও আমার পিতার দান যোগ্য অন্য ধন নাই, তথাপি আমি আছি, সমর্থ আর উপকারী, ইহাতে পিতা যদি আমাকে ঐ নিষ্কর্ম্ম গাভি সকলের সঙ্গে দান করেন, তবে সম্যক্ মঙ্গলের সম্ভাবনা। এই স্থলে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণা স্বরূপে বা অন্যরূপে দান করিতে শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন, এবং আরও জানাইতেছেন, যে পিতার হিতের নিমিত্তে সৎপুত্রের সর্ব্বথা যত্ন করা উচিত ॥ ৩ ॥

সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাংদাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ংতংহোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥৪॥

তদেবং ক্রতুসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টফলময়া পুত্রেণ সতা নিবারনীয়মাত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা এবমত্বা পিতরমুপগম্য 'সঃ হ উবাচ পিতরং' হে 'তত' তাত 'কস্মৈ' ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং 'মাং' 'দাস্যসি' প্রয়চ্ছসি 'ইতি' এতৎ। এবমুক্তেনাপি পিত্রোপেক্ষ্যমাণোঽপি 'দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং'

ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা 'তং' পুত্রং 'হ' কিল 'উবাচ' 'মৃত্যবে' বৈবস্বতায় 'ত্বা' ত্বাং 'দদামি ইতি' ॥ ৪ ॥

নচিকেতা এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে কহিতেছেন,হে পিতা,কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এই রূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পিতাকে কহিলেন। বালক পুত্রের পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে কহিলেন,যে তোমাকে যমেরে দিলাম ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।

পিতা আমাকে যদি কোন ঋত্বিক্‌কে দান করেন, তবে উত্তম হয়, ইহা নচিকেতা ভাবিয়া মনে করিলেন,যে আমি যে বালক পুত্র, বিনা আজ্ঞাতে আমার পিতাকে বলা উচিত হয় না, যে আমাকে এক জন ঋত্বিক্‌কে দান কর। এজন্য পিতা তাঁহাকে দান করিবার মনঃস্থ করিয়াছেন,ইহা পিতার মুখভঙ্গি দ্বারা যেন উপলব্ধি করিয়া নচিকেতা বলিতেছেন, যে কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এই প্রকার তিনি বারম্বার কহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে তোমাকে মৃত্যুরে দিলাম ॥ ৪ ॥

বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

সএবমুক্তঃ পুত্রএকান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার। 'বহূনাং' পুত্রাণাং 'এমি' গচ্ছামি 'প্রথমঃ' সন্ মুখ্যয়া বৃত্ত্যেত্যর্থঃ। মধ্যমানাঞ্চ 'বহূনাং' 'মধ্যমঃ' মধ্যময়ৈব বৃত্ত্যা 'এমি' নাধময়া কদাচিদপি। তমেবদ্বিশিষ্টগুণমপি পুত্রম্মাং মৃত্যবে ত্বা দদামীতি উক্তবান্ পিতা। সঃ 'কিংস্বিৎ যমস্য' 'কর্ত্তব্যং' প্রয়োজনং 'যৎ' কর্ত্তব্যং 'ময়া' প্রত্তেন 'করিষ্যতি' 'অদ্য' ॥ ৫ ॥

তখন নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেক সৎপুত্রের মধ্যে আমি প্রথম গণিত হই, আর অনেক মধ্যম পুত্রের মধ্যে মধ্যম গণিত হই; ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দানের দ্বারা যমের কোন কার্য্য পিতা করিবেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।

আপনার সদাচার এবং কদাচারের প্রতি মন স্পষ্ট রূপে সাক্ষ্য দেয়,অতএব আপনার স্বভাব আলোচনা কালীন নচিকেতা স্পষ্ট জানিতেছেন, যে তিনি সৎপুত্রের মধ্যে প্রধান হয়েন। কিন্তু নচিকেতা বিবেচনা করিতেছেন, যে আপনাকে অতি সাধু রূপে যে জ্ঞান হইতেছে, ইহার কারণ আপনার প্রতি অধিক প্রীতি এবং স্নেহ হইলেও হইতে পারে, যদ্দ্বারা আপনার দোষকে সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং আপনার গুণকে অতি উৎকর্ষ রূপে দেখা যায়;একারণ সৎপুত্রের মধ্যে প্রধান আমি যথার্থতঃ যদিও না হই, তথাপি আমি যে মধ্যম মধ্যে গণিত হই, অধম কদাপি নহি, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমি যদি অধম পুত্র নহি, তবে আমাকে এমত মন্দ স্থান যে যমের বাটী, তাহাতে যাইতে পিতা কেন অনুমতি করিলেন, ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দ্বারা যমের কোন কার্য্য উদ্ধার হইবে,অথবা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা অপরাধের শাস্তি হেতু আমাকে তথায় পাঠাইতেছেন। যে জন্য হউক যখন পিতা অনুমতি করিয়াছেন তখন আমার যম ভবনে গমনই কর্ত্তব্য। নচিকেতার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য তাহার সৎপুত্রতা কি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে! পিতা যদি তাহার কোন পুত্রকে ক্রোধাদি রিপু দ্বারা অনাচ্ছন্ন হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কোন কার্য্য সাধনের নিমিত্তে কোন ভয়ানক স্থানে যাইতে অনুমতি করেন, তথাপি সে অনুমতি প্রতিপালনে সে পুত্রের প্রবৃত্তি হয় না। এস্থলে বাজশ্রবস্ জ্ঞান কালে যে তাহার পুত্রকে যমের বাটী যাইতে কহিতেছেন, এমত নহে, কিন্তু বালক পুত্রের এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, এনিমিত্তই কেবল ক্রোধ রিপু বশতঃ তাহাকে যমের বাটী যাইতে কহিলেন, ইহাতেও যদি তাহার পিতার বাক্য লঙ্ঘন হয়,এনিমিত্তে এমত ভয়ানক স্থান যে যমের বাটী, তাহাতেও যাইতে তাহার প্রতিজ্ঞা দেখা যাইতেছে ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

প্রয়োজনমনপেক্ষ্যৈব ক্রোধবশাদুক্তবান্ পিতা তথাপি তৎপিতুর্ব্বচোমৃষা মাভূদিত্যেবং মত্বা পরিদেবনাপূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং কিমুয়োক্তমিতি।

'অনুপশ্য' আলোচয় 'যথা' যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ 'পূর্ব্বে' অতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাম্বৃত্তমাস্থাতুমর্হসি। বর্ত্তমানাশ্চ 'পরে' সাধবোযথা বর্ত্তন্তে তাংশ্চ 'প্রতিপশ্য' আলোচয় 'তথা'। ন চ তেষু মৃষাকরণম্বৃত্তমস্তি তদ্বিপরীতমসতাঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণং। ন চ মৃষা কৃত্বা কশ্চিদজরামরোভবতি যতঃ'সস্যং ইব' 'মর্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'পচ্যতে' জীর্ণোম্রিয়তে মৃত্বা চ 'সস্যং ইব আজায়তে' আবির্ভবতি 'পুনঃ'। এবমনিত্যে জীবলোকে কিম্মৃষাকরণেন। পালয়াত্মনঃ সত্যং প্রেষয় মাংযমায়েত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬॥

ইহা মনে করিয়া শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতেছেন। আপনকার পিতৃ পিতামহাদি যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর, আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যেরূপে সত্যাচরণ করিতেছেন, তাহাকেও দেখ। মনুষ্য সস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে, আর সস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি ফল আছে? এনিমিত্তে আমাকে যমেরে দিয়া আত্মসত্য প্রতিপালন কর॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।

ক্রোধে আচ্ছন্ন জন্য পুত্রের স্নেহের প্রতি দৃষ্টি না হওয়াতে নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে বাজশ্রবস কহিয়াছিলেন। এইক্ষণে সেই ক্রোধের শমতা প্রযুক্ত এমত স্থানে যাইতে পুত্রকে কেন অনুমতি দিলাম এতদ্রূপে তিনি শোকাকুল হইয়াছেন। যদি এই শোকেতে আচ্ছন্ন হইয়া পুনর্ব্বার নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে নিষেধ করেন এবং এক জনকে এক বস্তু দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে না দিবার জন্য কথার অন্যথা হয়, এই ভয়ে নচিকেতা অত্যন্ত ভীত হইয়া পিতাকে কহিলেন, যে আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় এবং এইক্ষণকার সাধুদিগের ন্যায় সত্যের অনুষ্ঠান কর, সত্যের অন্যথা আচরণ পরলোকে মহাদুর্গতির হেতু হয়। পরলোকে যাইতে অনেক বিলম্ব আছে, সম্প্রতি যদি মিথ্যা আচরণ দ্বারা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বা কোন সুখ লব্ধ হয়, তবে মিথ্যা আচরণ না করা যায় কেন; এমত বিবেচনা করা উচিত নহে, কারণ বিচারতঃ পরলোকে গমনের পরিমাণ কাল অতি সংক্ষেপ। যেমত সস্য অর্থাৎ সস্যাধার ওষধি¶ আমারদিগের নিকটে অতি অল্পকাল যে সম্বৎসর, তাহার মধ্যেই নষ্ট হয়, তদ্রূপ দীর্ঘায়ু ব্যক্তির শত বৎসরও অল্প কাল অর্থাৎ শত বৎসরও বড় দীর্ঘ কাল নহে, এবং তৎকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এবং মৃত্যুর পরকালে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণেও তাহার বিস্তর বিলম্ব নহে, সস্যকে অবলম্বন করিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে যেমন অঙ্কুর হয়, তদ্রূপ মনুষ্যও মৃত্যু পরে অতি অল্প কাল মধ্যে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং অবিলম্বেই মিথ্যা আচরণাদি পাপ জন্য পরলোকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কথা কহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, বরঞ্চ মিথ্যা কথা ইহ সংসারে সকল অনর্থের মূল হইয়াছে। এই মিথ্যা কথাকে অবলম্বন করিয়া দস্যুক্রিয়া, চৌর্য্য, ব্যভিচার, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি সমুদয় কুকর্ম্ম রহিয়াছে, যাহার প্রবলতায় ইহ সংসারে প্রগাঢ় দুঃখ ব্যতীত সুখলেশও থাকে না। অতএব নিত্য সংসার হইলেও মিথ্যা বাক্যে কদাপি ইষ্ট সিদ্ধ হইত না। সেই কেবল এক সত্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাবৎ কুকর্ম্মের প্রবৃত্তিই একেবারে নষ্ট হয়। এস্থলে শ্রুতি দেখাইতেছেন, যে মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য॥ ৬॥

প্রেরিত প্রশ্ন।

হুগলি হইতে কোন ব্যক্তি কয়েক প্রশ্ন লিখিয়া পাঠান, তাহার উত্তর যথা সাধ্য দেওয়া যাইতেছে।

প্রশ্ন—সর্ব্ব জীবেতে যে পরমাত্মা অধিষ্ঠান করেন, এবং তিনি যে সর্ব্বব্যাপী ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর—তাহার প্রমাণ বলবৎ শ্রুতি।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ॥
তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ॥

¶ এস্থানে আধারাধেয় লক্ষণা দ্বারা আধার ওষধিতে আধেয় সস্যের উপচার হইয়াছে॥

সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥
কঠশ্রুতিঃ॥

তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥
কঠশ্রুতিঃ॥

সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

প্রশ্ন—পরমেশ্বরের সৃষ্টি রচনার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তর—তিনি যে কি কারণে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কোন প্রকারে বুদ্ধিগম্য হয় না, এবং ইহাতে বুদ্ধির চালনা করাও বৃথা, যেহেতু তাহা জানিলেও বিশেষ ফল নাই; এনিমিত্তে শাস্ত্রেও ইহার কোন নির্দ্দেশ নাই।

প্রশ্ন—তাঁহার স্বরূপ জানা যায় কি না?

উত্তর—বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া প্রতীতি হয় যে এক জন কারণ স্বরূপ পরমেশ্বর আছেন, এবং তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ, যেহেতু জ্ঞান বিনা এরূপ আশ্চর্য্য জগতের রচনা সম্ভব হয় না। ইহার প্রমাণ যথা

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি॥
তৈত্তিরীয়োপনিষদ্॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ॥

কিন্তু সে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপতঃ কি প্রকার তাহা বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় না, এনিমিত্তে শ্রুতিতে আছে, যে

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥

প্রশ্ন—পুরাণ তন্ত্রে শিব প্রভৃতিকে কি নিমিত্তে ঈশ্বর বলিয়াছেন?

উত্তর—নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনাতে অসমর্থ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ধ্যানের সুলভ নিমিত্তেই কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন; বরঞ্চ তাহাতে সমর্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি সাকার উপাসনা করিতে নিষেধ আছে।

এবমুগানুসারেণ রূপানি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং॥

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
ভাগবতং॥

প্রশ্ন—পরমেশ্বরকে বেদে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াছেন কেন?

উত্তর—বেদে যে পরমেশ্বরকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, যে জড়পদার্থ জ্যোতি দ্বারা যে প্রকার জ্যোতিহীন অন্য দ্রব্য সকল প্রকাশ পায়, সেইরূপ জ্যোতি পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থ পরমেশ্বর দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। যথা

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

প্রশ্ন—ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কি প্রকারে হইতে পারে?

উত্তর—তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে না, যেহেতু

ন তস্য প্রতিমা অস্তি॥
শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যঃ।
বিত্ত দ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না॥

যে প্রকার অজ্ঞ ব্যক্তিরা দূর হইতে কোন পর্ব্বতকে দেখিয়া সূর্য্য আভাতে তাহাতে নানাবিধ মনোরম রত্ন প্রভৃতি বোধ করেন, সেই প্রকার বিষয়াবৃত ব্যক্তিরা দূর হইতে অপ্রাপ্ত বিত্তকে দেখিয়া তাহাতে অপূর্ব্ব অসম্ভব সুখ সমূহ কল্পনা করেন। কিন্তু নানা ক্লেশে সেই বিত্ত হস্তগত হইবা মাত্র তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সুখাশ্বাসে ততোধিক বিত্তের উপার্জ্জন জন্য ব্যগ্রচিত্ত হয়েন। এই প্রকার বিষয়তৃষ্ণা কোনমতে বিষয় দ্বারা নিবৃত্তি হয় না।

এই বিষয় তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হওয়াতে লোকযাত্রা বিলক্ষণ নির্ব্বাহ হইতেছে। কৃষকেরা এবং শিল্পকারিরা অধিকতর ধনা

শ্বাসে প্রচুর উত্তম উত্তম সুখাদ্য ফলাদি উৎপন্ন করিয়া এবং নানাবিধ উত্তম শোভান্বিত বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া অধিকতর ঐশ্বর্য্যেচ্ছু বণিকের দ্বারা উচিত মত দেশ দেশান্তরে প্রেরণ করাতে আমরা এই এক স্থানে বসিয়া কত দেশের কত প্রকার দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট হইতেছি। অধিকতর উচ্চপদাভিলাষি রাজপুরুষেরা স্ব স্ব কর্ম্ম নিয়মানুসারে সাবধান পূর্ব্বক নির্ব্বাহ করাতে আমরা দুর্জ্জন তস্করাদি হইতে নির্ভয়ে কাল যাপন করিতেছি। অধিকতর যশ আকাঙ্ক্ষি পণ্ডিতেরা বহু প্রয়াসে দেশের উপকার জনক নানা বিধ গ্রন্থাদি প্রস্তুত করাতে তদ্দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হইতেছি।

এই প্রকার যে ব্যক্তিরা ধন,ঐশ্বর্য্য,যশঃ প্রভৃতি প্রাপ্তির নিমিত্তে দেশের উপকার করেন, তাঁহারদিগের হইতে তাঁহারা জ্ঞানি ও সুখি, যাঁহারা কেবল দেশের উপকার করিবার নিমিত্তে ধন ঐশ্বর্য্যের প্রার্থনা করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা॥

সংবাদ।

অতিশয় দুঃখে মগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

তং পরং পরমেশ্বরং অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে কারণং জনগণ মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।

অস্য নিয়মে দিনকর আভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে, মহতোঽস্য ভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি। বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে পরমং জনগণ মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।

বিজ্ঞাপন।

বিনা বেতনে ডাক দ্বারা কোন পত্র তত্ত্ববোধিনী সভাতে প্রেরিত হইলে তাহা গৃহীত হইবেক না।

বিজ্ঞাপন।

যে কোন সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রাপ্ত না হইবেন, তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে তদ্রূপ ঘটনা আর না হইবার উপায় হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীকালীকুমার রায়, হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্যারীমোহন ঘোষ, কালীতারণ সেন, এবং হরিশ্চন্দ্র ঘোষাল মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে সভ্যশ্রেণী হইতে রহিত হইলেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ "কস্যচিৎ সভ্যস্য" এই স্বাক্ষরিত এক পত্র আমারদিগের নিকটে উত্তর দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহার উত্তর দেওয়া যাইত, কিন্তু সে পত্রের অর্থের স্ফূর্ত্তি হইল না, অতএব তৎপত্র প্রেরক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে তাঁহার মনের ভাব লিখিয়া পাঠাইলে যথা সাধ্য উত্তর দেওয়া যাইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

তৃতীয় ভাগ
২১ সংখ্যা
১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭০৭ শকের ২৯ মাঘ বুধবারে পালপাড়া নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, তিনি গার্হস্থ্য আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত ছিলেন; মধ্যম পুত্রের নাম রামধন বিদ্যালঙ্কার, তিনি স্মৃতি শাস্ত্রে উৎকৃষ্ট রূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং আপন গৃহেতেই অধ্যাপনা করিতেন; তৃতীয় পুত্রের নাম রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য; এবং শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্র স্বীয় গ্রামেই অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাশী প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। পরন্তু প্রত্যাগমনানন্তর প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে শান্তিপুরস্থ রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামি ভট্টাচার্য্যের নিকটে স্মৃত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

পরন্তু হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী দেশ পর্য্যটন করত রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ কালেক্টরির দেওয়ান রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহার শাস্ত্র চর্চ্চা বিষয়ে অত্যন্ত আমোদ প্রযুক্ত তীর্থস্বামিকে মহা সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। স্বভাবতঃ গাঢ় জ্ঞানৈষণা ও স্বদেশের মঙ্গলাভিলাষ প্রযুক্ত রামমোহন রায় বিষয় কর্ম্মে জড়িত থাকিতে অসম্মত হইয়া রঙ্গপুরের কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ শকে কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অন্য অন্য ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান্, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমভিব্যাহারি শিবপ্রসাদ মিশ্র নামক এক জন ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতের নিকটে উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনাদি [illegible]

প্রয়োজক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মেধা বশতঃ অত্যল্প কাল মধ্যে উক্ত শাস্ত্রে অসাধারণ সংস্কারাপন্ন হইলেন। প্রথমতঃ তিনি বঙ্গভাষাতে এক অভিধান ও জ্যোতিঃ শাস্ত্রের একখণ্ড প্রকাশ করেন, এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ পূর্ব্বক পরিবারের বাসের জন্য শিমুলিয়াস্থ হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করেন। পরন্তু তিনি রাজার নিকটে ক্রমশঃ অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া তাঁহার বিশেষ আনুকূল্য দ্বারা হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার শাস্ত্র জ্ঞান এপ্রকার উজ্জ্বল হইল, যে সাকার উপাসকদিগের সহিত রাজার যে সকল শাস্ত্রীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনিই প্রধান সহযোগী ছিলেন—রাজা তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেন না। এবম্প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা জন্য তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত মান্য ও বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন।

তদনন্তর শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ যত্ন দ্বারা মাণিকতলাতে ব্রহ্মোপাসনা জন্য ক্ষুদ্র আকারে আত্মীয় সভা নাম্নী এক সভা সংস্থাপিতা হয়, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ক ব্যাখ্যান করিতেন। পরে যখন ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ যোড়াসাঁকোস্থ বর্ত্তমান গৃহে স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার এক জন অধ্যক্ষ হইলেন, এবং তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যান দ্বারা স্বদেশস্থ লোকদিগকে ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ প্রদান করিতে নিযুক্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে তিনি তাহাপ্রাপ্তির নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং অন্য যে যে পণ্ডিত তজ্জন্য প্রার্থি হয়েন, তন্মধ্যে তিনিই পরীক্ষা দ্বারা শ্রেষ্ঠরূপে উত্তীর্ণ হইয়া তৎপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এবং তদবধি প্রায় দশ বৎসর তৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বহুছাত্রকে স্মৃতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। পরন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কোন ইংরাজের অপ্রণয় থাকাতে তিনি এক ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজার সহযোগি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি অনর্থক অপবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করাইলেন। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষি জানিয়া সেই ব্যবস্থা পত্রে অন্য অন্য মহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগের নাম স্বাক্ষরিত করাইয়া তাহা ইংলণ্ড দেশস্থ কোর্ট আব ডিরেক্টর্স নামক বিচারালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক বিচার প্রার্থনা করিলেন। তত্রস্থ ন্যায়বান্ অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিরপরাধি করিলেন, এবং তাঁহাকে তৎপদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করণার্থ অত্রস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের প্রতি অনুমতি দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কোর্ট আব ডিরেক্টর্স হইতে নিষ্কৃতি পত্র প্রাপ্ত হইয়া অত্রস্থ রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকটে উপস্থিত করিলেন, কিন্তু তৎকালে সে কর্ম্মে অন্য লোক নিযুক্ত থাকাতে তাঁহারা তাঁহাকে সে পদে অভিষিক্ত করিতে না পারিয়া আশ্বাস করিলেন যে তাঁহারদিগের অধীনে তাঁহার উপযুক্ত প্রথম যে পদ শূন্য হইবে তাহাতেই নিযুক্ত করিবেন। ফলতঃ বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রালোচনা জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যাতৃত্ব কর্ম্ম সম্পাদন জন্য অন্যত্র গমনে অসম্মত হইয়া এই নগরস্থ সংস্কৃত কালেজের সম্পাদকীয় কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যদিও তাঁহার তাবৎ জীবন পর্য্যন্ত সাধারণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্তে ইহা সর্ব্বদা জাগ্রৎ ছিল, যে বিধিবৎ প্রতিজ্ঞার সহিত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সে ধর্ম্মের স্থৈর্য্য হইতে পারে না, এবং তদনুসারে পূর্ব্বে একবার রাজা রামমোহন রায়ের সহযোগী হইয়া এই রূপ বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনা লোকদিগকে উপদেশ করিবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে অজ্ঞানের প্রাবল্য ও মোহের আধিক্য প্রযুক্ত কেহ তদ্বিষয়ে সাহসী হইলেন না।

সম্প্রতি যখন জ্ঞান বলে লোকের মন সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার মানস সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া আচার্য্য রূপে বেদান্ত শাস্ত্রের সারার্থানুসারে বিধি পূর্ব্বক এই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার করিবার জন্য ১৭৬৫ শকের ৭ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময়ে প্রথমতঃ একবিংশতি ব্যক্তিকে উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিলেন, এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মদিগের সম্মুখে যে মহানন্দ ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অনেক ব্রাহ্মেরই হৃদয়ঙ্গম আছে।

তদনন্তর তিনি ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে পক্ষাঘাত রোগে পীড়িত হইলেন। তদবধি ইংরাজ ও বাঙ্গালি চিকিৎসক দ্বারা অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপশম না হইয়া শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিল। ইহাতে তিনি অনুভব করিলেন, যে কাশী অঞ্চলের জল বায়ু সুস্থতাদায়ক, এবং তথায় উত্তম উত্তম মোসলমান চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা হইবারও সম্ভাবনা, অতএব তিনি ১৭৬৬ শকের ৯ ফাল্গুণ বুধবার দিবা নয় ঘণ্টার সময়ে কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তথায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর তাঁহাকে পীড়ার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তিনি ছয় কন্যা মাত্র বর্ত্তমান রাখিয়া গত ২০ ফাল্গুণ রবিবার দিবা অষ্ট ঘণ্টার সময়ে মুরশিদাবাদে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার শক্তি যে প্রকার প্রধান ছিল, এবং বঙ্গ ভাষাতে রচনা ও বক্তৃতা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ নৈপুণ্য ছিল তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যাখ্যানেই ব্যক্ত আছে। যে জ্ঞান সুখ স্বয়ং লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশস্থ লোকদিগের প্রতি বিতরণ করিবার জন্য মহোৎসাহী ছিলেন, এবং তাঁহার তাবৎ জীবন সেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের নিমিত্তে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। আপন দেশে পরমেশ্বরের উপাসনা প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার এ প্রকার দৃঢ় উৎসাহ ও গাঢ় যত্ন ছিল, যে অতিশয় যন্ত্রণা দায়ক প্রতিবন্ধক সকল উপস্থিত হওয়াতেও তিনি ক্ষণ কালের নিমিত্তে তাহা হইতে নিরস্ত হয়েন নাই। পরন্তু সচ্চরিত্র তাঁহার এই সকল গুণের অলঙ্কার ছিল। জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্ন চিত্ত, পরহিতৈষী এবং শীলতা দ্বারা সকলের সন্তোষ জনক ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার তিতিক্ষা অতি অসাধারণ ছিল; জীবৎমানে তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যার মৃত্যু হয়, কিন্তু সে সকল ঘটনাকে তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীন জানিয়া তাঁহার অত্যন্ত সহিষ্ণুতা প্রযুক্ত এক দিনের নিমিত্তেও বিশেষ রূপে চঞ্চল চিত্ত হয়েন নাই।

ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৭ মাঘ ১৭৬৬ শক।

প্রথম প্রকরণ।

অষ্টমাধ্যায়।

রসেন্দ্রিয় জিহ্বাদির সহিত রসবান্ দ্রব্যের সংযোগ হইলে যে প্রকার স্বাদু জ্ঞান হয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকাতে আঘ্রেয় দ্রব্যের পরমাণু সকল লগ্ন হইলে সেই প্রকার গন্ধের অনুভব হয়। এই উভয় ইন্দ্রিয়ের রচনাতে জগদীশ্বর কি সুখ বিধায়ক কৌশল সকল প্রকাশ করিয়াছেন! তাহারদিগকে পরস্পর নিকটবর্ত্তি করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা স্বাদু গ্রহণ কালে পীড়াজনক গলিত দ্রব্যের দুর্গন্ধ জানিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতেছি, এবং সুগন্ধ দ্রব্যের ঘ্রাণ দ্বারা আস্বাদন সুখ দ্বিগুণ হইতেছে; ক্ষুধার সহিত তাহারদিগের এ প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ করিয়াছেন, যে ক্ষুধাকালে যে দ্রব্যকে অমৃত তুল্য সুস্বাদু জ্ঞান হয়, ক্ষুধা নিবৃত্তি পরে যখন অতিরিক্ত আহার দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, তখন সেই দ্রব্যকে বিস্বাদু বোধ হয়, এবং তাহার ঘ্রাণ পর্য্যন্ত গ্লানিজনক হয়, এই সঙ্কেত দ্বারা আমরা পান ভোজনের পরিমাণ অনায়াসে জানিয়া শরীরের সুস্থতা বিধান করিতেছি। অন্য অন্য প্রয়োজন অপেক্ষা মুখ্য রূপে সুখ বিতরণের জন্যই পরমেশ্বর এই

দুই ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘ্রাণ বিনা পদ্মের নাম কি মনোহর হইত? স্বাদু বিনা আম্র ফল কি এই রূপ আহ্লাদের কারণ হইত? এবং উদ্যানের স্মরণে চিত্তে কি এই প্রকার প্রফুল্লতার উদয় হইত? বিশেষতঃ এই সকল সুগন্ধি ও সুস্বাদু দ্রব্য এক প্রকার নহে — শত প্রকারও নহে; দেশ বিশেষে, স্থান বিশেষে বিচিত্র রচনা দ্বারা অগণ্য প্রকার সুখ সেব্য বস্তুতে জগদীশ্বর পৃথিবীকে পরিপূর্ণা করিয়াছেন। বসন্ত কালের নানা বিধ কুসম সৌরভ, এবং গ্রীষ্ম শরদাদি কালের বিচিত্রস্বাদু সস্য ফলোৎপত্তি স্মরণ করিলে পরমেশ্বরের অপার দয়া কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়?

ইহা সত্য যে এ পৃথিবীতে দুর্গন্ধি ও বিস্বাদু বস্তুও আছে, কিন্তু তাহাতেও ঈশ্বরের করুণারই প্রকাশ দেখিতেছি। অপরিষ্কৃত দ্রব্য লিপ্ত বায়ু সেবন দ্বারা পীড়ার সম্ভাবনা হয়, অতএব কৃপাবান্ পরমেশ্বর সেই দ্রব্যকে দুর্গন্ধি যুক্ত করিয়াছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা সাবধান হইয়া সেই পীড়াদায়ক বস্তু পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ থাকি। গলিত দ্রব্যের ভক্ষণ দ্বারাও রোগোৎপত্তি হয়, অতএব তিনি তাহাতে বিস্বাদু প্রদান করিয়াছেন, যে তৎ প্রযুক্ত তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমরা শরীরের স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করি। অতএব ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন দ্রব্য কি অহিতকারী আছে?

জগদীশ্বর কি সূক্ষ্মরূপে— কি আশ্চর্য্য রূপে এই উভয় ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে পরিমাণ করিয়াছেন। যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয় এইক্ষণকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক বল ধারণ করিত, তবে যে সকল দুর্গন্ধি দ্রব্য দূরস্থ প্রযুক্ত তাহার অল্পমাত্র পরমাণু নাসিকাতে লগ্ন হওয়াতে এইক্ষণকার অল্প ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা তাহার গন্ধ অনুভূত হইতেছে না, ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তাহার সেই অল্প পরমাণুই সর্ব্বদা দুর্গন্ধ দায়ক হইত; এবং যে সকল অল্প দুর্গন্ধি লোকালয়ের সকল স্থান হইতে পরিত্যাগ করা অসাধ্য, তাহাও সহস্র গুণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ মহা বিরক্তির কারণ হইত। এই রূপ ঘ্রাণ শক্তি যদি সহস্র গুণ অল্প হইত, তবে যে সকল নিকটস্থ দুর্গন্ধি বস্তু মিশ্রিত বায়ু সেবন দ্বারা সহসা পীড়ার উৎপত্তি হইতে পারে, তাহার দুর্গন্ধি অনুভূত হইত না, সুতরাং অসাবধান প্রযুক্ত সেই পীড়া দায়ক দ্রব্যের অণু সকল দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অবিলম্বে শরীরের অসুস্থতা জন্মাইত; এবং যে সকল দ্রব্যের মনোহর সৌরভ দ্বারা যথেষ্ট রূপে চিত্ত আমোদিত হইতেছে, ঘ্রাণ শক্তির হ্রাসতা প্রযুক্ত এইক্ষণকার ন্যায় তাহার প্রচুর সুগন্ধ অনুভব করিতে অসমর্থ হইলে পৃথিবীর কত সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। এই প্রকার রসেন্দ্রিয়ের শক্তিও অন্যথা হইলে মহা দুঃখের কারণ হইত; যে সকল উপকারি বস্তুর স্বাদু এইক্ষণে কিঞ্চিৎ কটু বোধ হয়, আমারদিগের রস গ্রহণ শক্তি শত গুণ বৃদ্ধি হইয়া তাহা শত গুণ কটু হইলে রসনাতে কি স্পর্শ করিতে পারিতাম? অনেক বিধ ভক্ষ্য পেয় বস্তুতে কিয়ৎ পরিমাণে লবণ মিশ্রিত হইলে তদ্দ্বারা সুস্থতা জন্মে, কিন্তু রসেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত বল দ্বারা লবণ রসের অত্যন্ত তীক্ষ্ণতা হইলে তাহাকে জিহ্বাতে সংলগ্ন করিতেও অশক্ত হইতাম, সুতরাং তাহাতে শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে পারিত। এইরূপ স্বাদু শক্তি হ্রাস হইলেও অনেক অমঙ্গলের সংঘটনা হইত; বিস্বাদু প্রযুক্ত যে সকল পীড়া জনক গলিত দ্রব্য এইক্ষণে ভক্ষণ না করি, স্বাদু শক্তি শত গুণ অল্প হইলে তাহার বিস্বাদু সম্যক্‌রূপে অনুভূত হইত না, সুতরাং তাহা ভক্ষণ করিয়া পীড়াগ্রস্ত হইতাম; এবং যে সকল সুস্বাদু দ্রব্যের আস্বাদ দ্বারা এইক্ষণে প্রচুর রূপে পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছি, তাহারদিগেরও উপযুক্ত স্বাদু গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কত আস্বাদন সুখে বঞ্চিত থাকিতাম।

অতএব যে পুরুষ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়া আমারদিগের প্রতি প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, এবং যিনি ইহারদিগের পরিমাণ মাত্রে এ প্রকার অপার করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে যেন নিমেষের নিমিত্তেও বিস্মৃত না হই।

কঠোপনিষৎ ॥

প্রথমা বল্লী ॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণোগৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং ॥ ৭ ॥

সএবমুক্তঃ পিতাত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস। সচ যমভবনংগত্বা তিস্রোরাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে। যমস্প্রোষ্যাগতমমাত্যাভার্য্যাবোচুর্ব্বোধয়ন্তঃ। 'বৈশ্বানরঃ' অগ্নিরেব সাক্ষাৎ 'প্রবিশতি অতিথিঃ' 'সন্ ব্রাহ্মণঃ গৃহান্' দহন্নিব। 'তস্য' দাহং শময়ন্তইবাগ্নেঃ এতাংপাদ্যাদিদানলক্ষণাং 'শান্তিং কুর্ব্বন্তি' সন্তঃ অতঃ 'হর' আহর হে 'বৈবস্বত' 'উদকং' ॥ ৭ ॥

পিতাকে এইরূপ কহিলে সেই পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন। নচিকেতা যম লোক যাইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলেন, যেহেতু তৎকালে যম ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলেন; সেই যম পুনরাগমন করিলে তাঁহার পরিজন সকল তাঁহাকে কহিতেছেন। অতিথি রূপ ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, সাধু ব্যক্তিরা অতিথিকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন। অতএব হে যম, তুমি এই অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জল আনয়ন কর ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ॥

জীবের নানা অবস্থার মধ্যে দেহ গ্রহণ করা অর্থাৎ জন্ম যেমত প্রধান এক অবস্থা, দেহ পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মৃত্যু তদ্রূপ তাহার আর এক প্রধান অবস্থা মাত্র; ইহাতে জীব যেমন পদার্থ সেরূপ তাহার অবস্থা কিছু পদার্থ নহে, কিন্তু এস্থলে আখ্যায়িকাতে পুরুষ রূপে মৃত্যু কল্পিত হইয়াছেন যাঁহার অধিকার এই যে দেহকে নিয়ত ভঙ্গ করেন। বাস্তবিক যে মৃত্যু নামে কোন পুরুষ আছেন, তাঁহার থাকিবার বিশেষ স্থান আছে, ও তাঁহার পরিবার আছে, এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে জীবের মৃত্যু হইতেছে, ইহা কিছু শ্রুতির বলিবার তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু আখ্যায়িকা দ্বারা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য হইয়াছে। জীবের মৃত্যু অবস্থা থাকাতে সুনিয়মে সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে, নতুবা অন্নাদি অভাবে সংসারে নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইত, অতএব যম শব্দে মৃত্যু উক্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোযস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে ॥ ৮ ॥

যতশ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে। অনির্জ্ঞাতার্থপ্রার্থনা আশানির্জ্ঞাতার্থপ্রাপ্তিপ্রতীক্ষণং প্রতীক্ষা তে 'আশাপ্রতীক্ষে' 'সঙ্গতং' সৎসংযোগজম্ফলং 'সূনৃতাং' চ সূনৃতা প্রিয়া বাক্ তন্নিমিত্তঞ্চ 'ইষ্টাপূর্ত্তে' ইষ্টংযাগজম্ফলং পূর্ত্তমারামাদিক্রিয়াজম্ফলং 'পুত্রপশূন্ চ' পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ 'সর্ব্বান' 'এতৎ' সর্ব্বং যথোক্তং বৃংক্তে আবর্জ্জয়তি নাশয়তীত্যেতৎ 'পুরুষস্য' 'অল্পমেধসঃ' অল্পপ্রজ্ঞস্য 'যস্য গৃহে' 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'ব্রাহ্মণঃ' বসতি। তস্মাদনুপেক্ষনীয়ঃ সর্ব্বাবস্থাস্বপ্যতিথিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যে অল্প বুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত হইয়া বাস করেন, সেই পুরুষের আশা, প্রতীক্ষা, সৎসঙ্গাধীন ফল, যাগাদি জন্য ফল, এবং পরোপকারার্থ কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ জন্য ফল প্রভৃতিকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য ॥

অতিথির ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি যথা সাধ্য যে গৃহস্থ না করেন তাঁহার সমূহ সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়; ইহার দ্বারা শ্রুতি বিধি দিতেছেন, যে অতিথি সেবা গৃহস্থের সর্ব্বথা, কর্ত্তব্য। অতিথি কাহাকে বলে তাহা মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে প্রাপ্ত হইতেছে। "একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। অনিত্যং হি স্থিতোযস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥" অর্থাৎ এক দিবা রাত্রি মধ্যে ভোজনাদি করত যিনি গৃহস্থের বাটীতে বসতি করেন তাঁহাকে অতিথি শব্দে কহা যায়। এক গ্রামবাসী ব্যক্তি অতিথি শব্দে বাচ্য হয়েন না, অর্থাৎ পথিক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে অতিথি বলা যায় না। "নৈকগ্রামীণমতিথিং।" † যে কোন ব্যক্তি আতিথ্য লোভ বশতঃ গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তিনিও যথার্থ অতিথি নহেন, যেহেতু এ প্রকার ব্যক্তির নিন্দা মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে। "উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ। তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাং ॥" ‡ অতএব যে পথিক অন্নাদি

† মনু ৩ অধ্যায়। ১০৩ শ্লোক ॥

‡ মনু ৩ অধ্যায়। ১০৪ শ্লোক ॥

অভাব প্রযুক্ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়া তৎকালের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শান্তি জন্য কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তাঁহাকেই অতিথি শব্দে বলা যায়। বিশেষ রূপে অতিথি সেবা করিবেক, ইহাতে অন্য ব্যক্তিকে যথা সাধ্য ভোজনাদি করাইতে নিষেধ নাই, বরঞ্চ শাস্ত্রে আদেশই আছে। "ইতরানপি সখ্যাদীন্ সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্। সৎকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎসহভার্য্যয়া *॥ ৮॥

প্রেরিত প্রশ্ন।

"কস্যচিৎ সভ্যস্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট এক পত্রে কোন ব্যক্তি ৪৭ প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার প্রথম অষ্ট প্রশ্নের উত্তর পশ্চাতে যথা সাধ্য দেওয়া যাইতেছে। স্থানাভাব প্রযুক্ত অবশিষ্ট প্রশ্ন সকলের উত্তর অদ্যকার পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলাম।

১ প্রশ্ন—বেদ শাস্ত্র নিত্য কি না?

উত্তর—জন্ম মৃত্যু শূন্য যে বস্তু তাহাকেই নিত্য শব্দে বলা যায়, স্বতরাং বেদকে নিত্য বলা যায় না কারণ শ্রুতিতে বেদের উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে।

তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা
যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবোদক্ষিণাশ্চ।
সম্বৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ
সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥
মুণ্ডকশ্রুতিঃ॥

অস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতৎ যদৃগ্বেদঃ॥
শঙ্করাচার্য্যধৃতশ্রুতিঃ॥

অতএব শ্রুতিতে যখন বেদের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তখন তাহা কদাপি কূটস্থ নিত্য নহে; কিন্তু বহু কাল স্থায়ি প্রযুক্ত কোন কোন মুনিরা তাহাকে আপেক্ষিক নিত্য বলিয়াছেন। কূটস্থ নিত্য এক বস্তু ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। "নিত্যোঽনিত্যানাং" সকল অনিত্য বস্তুর মধ্যে তিনিই কেবল নিত্য, এবং যিনি নিত্য তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" একই কেবল তাঁহার দ্বিতীয় নাই।

২ প্রশ্ন—স্মৃতি নিগমাদি¶ শাস্ত্র বেদের অঙ্গ কি না?

উত্তর—বেদের অর্থকে স্মরণ করিয়া মুনিরা যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে স্মৃতি শব্দে বলা যায়।

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতং॥
বৃহস্পতিবচনং॥

পশ্যমানবেদার্থং সম্যগ্‌জ্ঞাত্বালোকহিতায় উপনিবদ্ধবান্।
কুল্লূকভট্টঃ॥

শিব পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তর ঘটিত গ্রন্থ তন্ত্র নামে খ্যাত হয়। কিন্তু স্মৃতি তন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ নহে। বেদের এই ষড় অঙ্গ মাত্র; যথা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ্।

৩ প্রশ্ন—মূলের নিত্যতায় তদঙ্গের নিত্যতা সিদ্ধ কি না?

উত্তর—ঈশ্বর প্রণীত মূল শাস্ত্র বেদের উৎপত্তি জন্য যদি তাহার অনিত্যতা সিদ্ধ হইল, তবে মনুষ্য কৃত বেদাঙ্গ ব্যাকরণাদি যে অনিত্য তাহার সংশয় কি?

৪ প্রশ্ন— স্মৃতি আগম পুরাণাদি শাস্ত্র মান্য কি না?

৫ প্রশ্ন—উক্ত শাস্ত্রাদির বচন গ্রাহ্য কি না?

উত্তর—অবিভাগে বেদবাক্য মাত্রই প্রমাণ্য, বেদার্থানুযায়ী যে স্মৃতি তাহাও স্বতরাং মান্য, এবং বেদ সম্মত বা বেদাবিরোধী যুক্তি যুক্ত যে পুরাণ তন্ত্র তাহাও অবশ্য মান্য।

৬ প্রশ্ন—বেদ স্মৃতি আগমাদি শাস্ত্রে গঙ্গাতে জ্ঞানেতে কাশ্যাদিতে মরণে মুক্তি উক্ত হইয়াছে কি না?

* মনু ৩ অধ্যায় ১১৩ শ্লোক॥

¶ নিগম এবং আগম শব্দে বেদ শাস্ত্র উক্ত হয়েন, তন্ত্র শাস্ত্রও আপনাকে কোন স্থানে আগম শব্দে এবং কোন স্থানে নিগম শব্দেও বলিয়াছেন। এস্থলে পরস্পর প্রশ্নের পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রশ্ন কর্ত্তা কর্ত্তৃক আগম নিগম যে তন্ত্র শাস্ত্রই প্রতিপ্রেত হইয়াছে, তাহা বোধ হইতেছে॥

৭ প্রশ্ন — উক্ত মুক্তির প্রতি সংশয় আছে কি না?

উত্তর—বেদ স্পষ্ট রূপে ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, যে তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত কোন প্রকারে মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

তমাত্মস্থং যেনু পশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥
শ্রুতিঃ॥

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥
শ্রুতিঃ॥

নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে॥
শ্রুতিঃ॥

অতএব শ্রুতিতে স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইল, যে কেবল তত্ত্ব জ্ঞানেই মুক্তি হয়, তদ্ভিন্ন কোন প্রকারেই মুক্তি হইতে পারে না। ইহাতে যদি কোন স্মৃতি পুরাণ তন্ত্রে এমত বাক্য প্রাপ্ত হয় যে কাশ্যাদি স্থানে মৃত্যু হইলেও মুক্তি হয়, তবে তাহার এই বাক্যের সহিত শ্রুতি বাক্যের বিরোধ হেতু শ্রুতি বাক্যই গ্রাহ্য।

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী॥
জাবালঃ॥

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃ স্মৃতাঃ॥
মনুঃ ১২। ৯৫॥

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥
মনুঃ ১২। ৯৬॥

বিশেষতঃ পুরাণ তন্ত্রাদির যদিও কোন স্থানে এমত বাক্য থাকে যে কাশ্যাদি স্থানে মৃত্যু হইলেও মুক্তি হয়, তাহাও অবশ্য স্থান বিশেষের মাহাত্ম্য প্রকাশক স্তুতিবাদই হইবেক। যেহেতু তত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত কেবল কাশ্যাদি স্থানে মৃত্যুর ফল মুক্তি যদি সে সকল বাক্যের তাৎপর্য্য হইত, তবে তাহাতে পুনর্ব্বার এরূপ বচন সকল থাকিত না।

তোয়ং বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণং।
তমোহন্তা যথা নাস্তি ভাস্করেণ বিনা প্রিয়ে॥
বিনা বহ্নিপ্রয়োগেন যথা কিঞ্চিন্ন পচ্যতে।
বিনা চন্দ্রেণ দেবেশি সুধাবৃষ্টির্ন জায়তে॥
মাতৃগর্ভং বিনা কান্তে উৎপত্তির্ন যথা ভবেৎ।
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি তথা মুক্তির্ন জায়তে॥

৮ প্রশ্ন — কাশ্যাদিতে মৃত্যু, গঙ্গামৃত্যু জন্য মুক্তির অভাব; জ্ঞান জন্য মুক্তি, কাশ্যাদি মরণ জন্য মুক্তির অভাব দর্শে কি না?

উত্তর—প্রশ্ন কর্ত্তার এই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে, যে তত্ত্ব জ্ঞান, এবং গঙ্গামৃত্যু, কাশীমৃত্যু, ইত্যাদি মুক্তির পৃথক্ পৃথক্ কারণ যদি শাস্ত্রে প্রাপ্ত হয়, তবে এক কারণ দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা প্রযুক্ত অন্য কারণ দ্বারা মুক্তির অভাব হয় কি না? ইহা কদাপি সম্ভব নহে; যেহেতু যদিও দুই তিন পৃথক্ উপায় দ্বারা মুক্তির সম্ভাবনা থাকিত, তথাপি এক উপায় দ্বারা মুক্তি হইলে অন্য অন্য উপায় দ্বারা মুক্তির অভাব হইত না। যে ব্যক্তি যে উপায়কে অবলম্বন করিত, সে ব্যক্তি সেই উপায় দ্বারাই কৃতার্থ হইত। কিন্তু যখন শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাহার বিপরীত এই দৃষ্ট হইতেছে, যে তত্ত্ব জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায় দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না, তখন জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য সকল উপায় অবশ্য নিষ্ফল হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামি ৩০ বৈশাখ রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, তাহাতে ১৭৬৬ শকের নিয়ম পত্রের ৩২ নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে অবগত করা যাইবেক, এবং অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ মিত্র মহাশয়ের পদ শূন্য হইবেক, অতএব অন্য এক জন নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত জন্য বিবেচনা হইবেক।

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে সহকারি সম্পাদকের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে বিবেচনা হইবেক, এবং ১৭৬৬ শকের নিয়ম পত্রের পশ্চাল্লিখিত ২।৪।৮।১৩।

১৪।১৭।৩৩ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং। আপনি যথা নিয়ম সভ্যগণকে বিজ্ঞাপন করিবেন, যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে সহকারি সম্পাদকের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে বিবেচনা হয়, এবং ১৭৬৬ শকের নিয়ম পত্রের পশ্চাল্লিখিত ২।৪।৮।১৩।১৪।১৭। ৩৩ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হয়।

২। তত্ত্ববিদ্যা বিস্তার নিমিত্ত পাঠশালা স্থাপন হইবেক।

৪। পোষক ভিন্ন কোন প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবেক না।

৮। এক মাসের অনধিক দিবসের নিমিত্তে প্রতিনিধি কর্ম্মাধ্যক্ষ ও প্রতিনিধি সম্পাদক অধ্যক্ষদিগের মতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

১৩। কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৪। সম্পাদকের অনুমতি ব্যতীত সভ্য ভিন্ন কোন ব্যক্তির নিকট দানস্বাক্ষর পুস্তক প্রেরিত হইবেক না।

১৭। পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য একখান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে, তত দিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

৩৩। সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপনমিতি ২২ চৈত্র ১৭৬৬।

শ্রীভবানীচরণ সেন প্রভৃতি দশ জন সভ্য
কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ পুস্তক বদ্ধ হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। এক ভাগ ক্রয় করিলে তাহার মূল্য পাঁচ টাকা দিতে হইবেক, এবং এক কালীন দুই ভাগ ক্রয় করিলে সমুদয় দুই ভাগের মূল্য ৮ টাকা হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

নবম সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আবশ্যক হইয়াছে। যদি কেহ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে তাহা প্রেরণ করেন, তবে তাহার মূল্য এক টাকা তাঁহাকে প্রদান করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে পুনর্ভুক্ত হইলেন।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

"কস্যচিৎ হিন্দু যুবকগণের সভার সভ্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট কতিপয় প্রশ্ন আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু অতি বিলম্বে প্রাপ্ত হওয়াতে স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্যকার পত্রিকাতে তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না, আগামিতে তাহার যথা সাধ্য উত্তর দেওয়া যাইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যদিও পূর্ব্বাবধি মিশনরীদিগের দ্বারা এ দেশ মধ্যে অনেক উপদ্রব হইতেছে, কিন্তু সম্প্রতি, যে তাহার এক দৃষ্টান্ত সংঘটিত হইয়াছে, এ প্রকার কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই। উমেশচন্দ্র সরকার নামক এক বালক তাহার স্ত্রীর সহিত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে! বিশেষ আশ্চর্য্য এই, যে সে বালকের বয়ঃক্রম ১৪ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়ঃক্রম ১১ বৎসর মাত্র! যদিও পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তি আপনি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়া কৌশল বা বল দ্বারা পরে তাহার স্ত্রীকেও সেই বিজাতীয় ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছে, কিন্তু কেহ কোন কালে ঐ উমেশের ন্যায় আপনার স্ত্রীর সহিত এককালীন গৃহ হইতে বহির্গত হয় নাই। উমেশের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উমেশ প্রায় ৬ বৎসরাবধি ডফ সাহেবের পাঠশালাতে অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা উপলব্ধ হয় নাই। গত ৯ বৈশাখ রবিবারে তাহার স্ত্রী ও তাহার ভ্রাতৃজায়া একত্র নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, পথমধ্যে উমেশচন্দ্র তাহার স্ত্রীকে যান হইতে গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার নিমিত্ত ডফ সাহেবের বাটীতে গমন করিলেক। উমেশচন্দ্রের পিতা শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর সরকার এই সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া উমেশকে আপন বাটীতে আনয়ন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে আনিতে পারিলেন না। তদনন্তর তিনি রাজ নিয়মানুসারে সুপ্রীমকোর্টে আবেদন করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সুপ্রীমকোর্ট হইতেও তিনি বিচার প্রাপ্ত হইলেন না,* সুতরাং তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। এই প্রকার উমেশচন্দ্রকে মুক্ত করিবার অন্য কোন উপায় ফলদায়ক না হওয়াতে ১৬বৈশাখ রবিবারে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার ডফ সাহেবের নিকটে গিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন যে "সুপ্রীমকোর্টে উমেশচন্দ্রের বিষয়ে যে বিচার হইয়াছিল তাহাতে সুশৃঙ্খলা হয় নাই, এজন্য পুনর্ব্বার বিচার প্রার্থনা করিব, অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক উমেশকে অদ্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে অভিষিক্ত না করিয়া আর এক দিন মাত্র গৌণ করিলে ভাল হয়।" কিন্তু ডফ সাহেব তাঁহার সমুদয় বিনয় বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কহি-

---

* কিয়ৎ কাল হইল ব্রজমোহন ঘোষ নামক এক ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত না হইয়া খ্রীষ্টিয়ান হইতে প্রবৃত্ত হইলে [illegible] সুপ্রীমকোর্টের উপযুক্ত বিচারপতি শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক ও এড্‌ওয়ার্ড রায়েণ সাহেব সকল বিরুদ্ধ বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে পাদ্রিদিগের নিকট হইতে তাহার পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্রের পক্ষে সে বিচারের অন্যথা সম্যক্ রূপে হইল।

লেন, যে "আমার কর্ম্ম আমি আপনি উত্তম রূপে জানি, এবং তদনুসারে করিব"। তদনন্তর রাজেন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার সহিত কথোপকথন করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার যে অভিপ্রায় তাহা উমেশের নিকটে ব্যক্ত করিলেন, এবং কহিলেন, যে "তুমি সপ্তাহের জন্য অন্য কাহারও নিকটে অবস্থিতি কর, যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে তোমাকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত তুমি এবিষয়ের চর্চ্চা করিবে সে পর্য্যন্ত তুমি ভিন্ন স্থানে থাক, আমি তোমার ব্যয়ের আনুকূল্য করিব।" উমেশচন্দ্র ইহাতে সম্মত হইলেন, এবং কহিলেন, যে "আমি অতি বিপদাক্রান্ত হইয়াছি, আমি যে কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি না, যে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার জন্য অতিশয় শোকাকুল হইতেছি, এবং এ প্রযুক্ত গত সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিয়াছি। ডফ সাহেবের অভিপ্রায় আছে, যে অদ্য সন্ধ্যার সময়ে পেরেণ্টেল একেডেমি নামক বিদ্যালয়ে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে অভিষিক্ত করিবেন; যদিও তিনি অদ্য খ্রীষ্টিয়ান হইবার জন্য আমাকে আদেশ করেন, তথাপি আমি অস্বীকার করিব।" এই প্রকার কথোপকথনানন্তর স্থির হইল, যে পর দিবস রাজেন্দ্র সরকার এক জন উকীলের সমভিব্যাহারে ডফ সাহেবের বাটীতে আসিবেন, এবং উকীল যখন উমেশকে লইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবেন, তখন তিনি সম্মত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বাটী হইতে বাহির হইয়া আসিবেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার সহিত ন্যূনাধিক অর্দ্ধ দণ্ড আলাপ করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে প্রায় ছয় বার ডফ সাহেব তাঁহারদিগের নিকটস্থ হয়েন, এবং শীঘ্র কর্ম্ম সমাধা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবার জন্য রাজেন্দ্র সরকারকে পুনঃ পুনঃ ব্যগ্রতার সহিত কহিতে লাগিলেন, ইহাতে সুতরাং তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আপন বাটীতে আগমন করিলেন। সেই দিবসেই তাঁহার পিতা উক্ত স্থানে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্র বধূকে দর্শন করিবার প্রার্থনা করিলেন, তাহাতে সে স্থানে কয়জন এদেশস্থ খ্রীষ্টিয়ান ছিল, তাহারা অনেক সংশয়ের পরে সেই বালিকাকে উপস্থিত করিলেক; কিন্তু স্মরণ করিতে হৃদয় ব্যাকুল হয়, যে সেই স্ত্রী তাহার শ্বশুরকে দর্শন মাত্র চীৎকার ধ্বনিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং তাহার ভাব দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইল, যে তাহার শ্বশুরের সহিত আপন বাটীতে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু তত্রস্থ পাষাণ চিত্ত খ্রীষ্টিয়ানেরা উমেশের পিতাকে তাঁহার পুত্রবধূ ত্যাগ করিয়া বাটীতে গমন করিতে কহিলেক, সুতরাং তিনি দুঃখে মগ্ন হইয়া গৃহে পুনরাগমন করিলেন।

অনন্তর খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে উমেশচন্দ্রের কি পর্য্যন্ত বিশ্বাস হইয়াছে, ইহা জানিবার জন্য রাজেন্দ্র সরকার তাঁহার দুই জন বন্ধুকে উমেশের নিকটে প্রেরণ করেন। তাঁহারা উক্ত দিবসে দিবা দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে তথায় গমন করিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা দ্বারে প্রবিষ্ট হইতে নিবারিত হইলেন, তথাপি অনেক ক্লেশে প্রবিষ্ট হইয়া উমেশচন্দ্রকে গৃহ মধ্যে দৃষ্টি করিলেন, এবং দেখিলেন, যে তিনি অতি মলিন, স্ফূর্ত্তি রহিত, নিরানন্দ, এবং দুঃখে মগ্ন রহিয়াছেন। উমেশচন্দ্র তাঁহারদিগকে দর্শন করিবার জন্য অতি ব্যগ্র, এবং তাঁহারদিগের সহিত কথোপকথন করিতেও অভিলাষী হইয়াছিলেন। সে স্থানে অন্য এক জন বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান ছিল, সে পুনঃ পুনঃ বারণ করিতে লাগিল। তাঁহারা সেখানে পাঁচ মিনিট কাল মাত্র ছিলেন, ইহাতে ডফ সাহেব তিন বার সেখানে আসিয়া তাঁহারদিগকে বাটী পরিত্যাগ করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উক্ত খ্রীষ্টানকে অনুমতি করিতে লাগিলেন। উমেশচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতার প্রেরিত বান্ধবদিগের সহিত আলাপ করিবার জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিলেক, তথাপি ডফ সাহেবের মন্ত্রণা ক্রমে তাঁহার লোক সম্মত হইলেক না, বরঞ্চ উমেশের সম্মুখের কপাট

রুদ্ধ করিলেক। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ান তাঁহারদিগকে স্পষ্ট রূপে তথা হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেক, এপ্রকার ব্যবহারে সুতরাং তাঁহারদিগকে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু উমেশচন্দ্র পুনর্ব্বার কপাট উদ্ঘাটন করিলেক, এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা দৃষ্টির বহির্ভূত না হইলেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের প্রতি এক দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। তাঁহারা সকলের সম্মুখে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে যদি উমেশচন্দ্র কারাবদ্ধের ন্যায় বদ্ধ না থাকিত, তবে অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহারদিগের সহিত আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিত। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! রাজেন্দ্র সরকার যে ডফ সাহেবের নিকটে এপ্রকার মিনতি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার ভ্রাতাকে যে সুপরামর্শ দিলেন, এবং উমেশচন্দ্রের পিতা তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর নিষ্কৃতি জন্য যে এত চেষ্টা করিলেন, সে সমুদয়ই বিফল হইল। উক্ত দিবসেই সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে দিবা চারি ঘণ্টার সময়ে ডফ সাহেব ত্রস্ত হইয়া পূর্ব্ব নিরূপিত স্থান পেরেন্টেল একেডেমির পরিবর্ত্তে আপন বাটীতেই ঐ বালক বালিকাকে অভিষিক্ত করিলেন। এইক্ষণে তাহারা স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মাতৃ কুল, পিতৃ কুল, শ্বশুর কুল, বান্ধব, প্রতিবাসি, দেশস্থ লোক সমুদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং সমুদয়কে যাতনাগ্রস্ত করিয়া ডফ সাহেবের নিকেতনে অবস্থান করিতেছে।

অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না? আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল! মিশনরীদিগের দৌরাত্ম্য এপর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমার বহির্ভূত হইতেছে। পূর্ব্বাবধি তাহারা কেবল কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকলকে মিশ্রিত করিতেছে। ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক, এবং ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা ধর্ম্ম বিষয়ে কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়? ইহারদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করা কি ন্যায় যুক্ত ব্যবহার হইতে পারে? অন্য বিষয়ে কেহ উপদ্রব করিলে রাজ নিয়ম দ্বারা তাহার শাসন হয়, কিন্তু এ উপদ্রবের সম্যক্ শাসন নাই! পূর্ব্বে বালকের পিতা এবিষয়ে রাজ বিচারালয়ে আবেদন করিলে বিচারকেরা ন্যায়যুক্ত বিচার করিতেন, তজ্জন্য অনেক বালক স্বধর্ম্ম ত্যাগে উদ্যোগি হইলেও রাজ নিয়ম দ্বারা রহিত হইয়াছে। কিন্তু এইক্ষণে উমেশচন্দ্রের দৃষ্টান্ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, অথচ কি প্রকার নিয়ম দ্বারা পিতার শাসন হইতে বহিষ্কৃত হইল? ইহাতে কি বিচারের অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে না? বিশেষতঃ রাজার অবিচার তখন অধিক স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ হয়, যখন স্মরণ করি, যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের উৎসাহকারী এবং হিন্দু ধর্ম্মের পূর্ণ বিরোধী এপ্রকার নিয়ম প্রচার হইবার উপক্রম হইতেছে, যে লোক সকল খ্রীষ্টিয়ান হইলেও পৈতৃক ধনের অধিকারি হইবেক। এই নিয়ম দ্বারা এ দেশের সমূহ দুর্ভাগ্য সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা! যিনি নানা ক্লেশে কিঞ্চিন্মাত্র ধন উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পোষণ করিতেছেন, তাঁহার কোন পুত্র খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলে অন্য সকল পুত্র যদিও অনাহারে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তথাপি পৃথক্ রূপে সেই বিধর্ম্মি কালস্বরূপ পুত্রের আহারাচ্ছাদন রাজ বলদ্বারা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবেক। সেই খ্রীষ্টিয়ান পুত্রের সহিত এক গৃহে বাস করিবার ভয়ে যদি সমুদয় পরিবার গৃহ পরিত্যাগ করিতেও বাধ্য হয়েন, তথাপি তাহাকে সেই বাটীর ভাগ অবশ্য প্রদান করিতে হইবেক। ইহাতে পিতার সহিত সন্তানের বিবাদ, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার বিরোধ, স্ত্রীর সহিত স্বামির কলহ,

এবং জাতির সহিত জাতির বিপক্ষতা অশেষ রূপে বৃদ্ধি হইবেক। যে সকল বালকের পিতা এই আশাতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সন্তানদিগকে মিশনরী পাঠশালাতে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন, যে তাহারা তথায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধনোপার্জ্জন দ্বারা তাঁহারদিগের প্রাচীনাবস্থাতে তাঁহারদিগকে প্রতিপালন করিবেক, তাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিবেন,— উপবাস করিয়াও তাঁহারা সেই সন্তানদিগকে রাজ বল দ্বারা পোষণ করিতে বাধ্য হইবেন। যখন রাজার এই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার এবং অবিচার হইল, তখন স্বার্থপর মিশনরীগণ অত্যাচারী না হইবে কেন? রাজার আশ্রয় দ্বারা দিন দিন তাহারা বল প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সকল দয়াকে বিসর্জ্জন করিয়া পিতা মাতার ক্রোড়ের ধন সন্তানদিগকে হরণ করিতেছে। তাহারদিগের কেবল এই প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, যে যে উপায় দ্বারা হউক হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদ করিবেক। ইহাতে আর নিশ্চিন্ত থাকা কি মনুষ্যের কর্ম্ম! আমরা পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছি, এবং এখনও অনুরোধ করিতেছি, যে ইহার প্রতিকারের জন্য আপামর সাধারণ সকলে যত্নবন্ত হও। দাবাগ্নি চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছে, এখনও যদি না নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে অবিলম্বে সমুদয় দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইবে। বিবেচনা করিলে আমারদিগের সম্পূর্ণ দোষ। মিশনরীরা তাহারদিগের কৌশল সকল গোপনে রাখে নাই, তাহারা আমারদিগের চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে জাল বিস্তার করিতেছে; আমরা যদি তাহাকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিয়াও অন্ধের ন্যায় তাহাতে পতিত হইব, তবে আর উপায় কি! আমারদিগেরই যদি উৎসাহ ও যত্ন থাকিবে, তবে কি নিমিত্তে তাহারা পাঠশালা নির্ম্মাণের জন্য এদেশ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয়! কি নিমিত্তে তাহারা আপনারদিগের কুচক্রে নিঃক্ষেপ করিবার জন্য ছাত্র প্রাপ্ত হয়? আমরা যদি ইংলণ্ড দেশে স্বধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করি, তবে কি তথায় দণ্ডায়মান হইবার জন্য স্থান মাত্র প্রাপ্ত হই? আমারদিগের উপদেশ শ্রবণের জন্য কি শ্রোতা প্রাপ্ত হই? আমরা প্রাণ লইয়া কি দেশে পুনরাগমন করিতে পারি? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! খ্রীষ্টানেরা আমারদিগের দেশের বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া আমারদিগের ধর্ম্মনাশের জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে তাহার নিবারণের যত্ন করা দূরে থাকুক্, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আমরা আপন সন্তানদিগকে তাহারদিগের ব্যাঘ্র মুখে নিঃক্ষেপ করিতেছি। অনুৎসাহ, অল্প প্রতিজ্ঞা, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের দেশের মহা শত্রু হইয়াছে। পরস্পর অপ্রীতি প্রযুক্ত যে কর্ম্মেতে আপনার সম্যক্ আশু লাভ নাই এমত কর্ম্মকে কর্ম্মই জ্ঞান হয় না; কিন্তু কিঞ্চিৎ দূর দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতে পারেন, যে যাহাতে স্বদেশের মঙ্গল হয় তাহা তাঁহারও হিতকারী, এবং যাহাতে স্বদেশের অমঙ্গল তাহা তাঁহারও অহিতকারী, যেহেতু সমুদয় স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে তিনিও এক ব্যক্তি। এক জনের পুত্র খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেও অন্য সকলে চিন্তা করেন যে "আমার সন্তান কি খ্রীষ্টিয়ান হইবে?" কিন্তু বিবেচনা করেন না, যে পল্লী মধ্যে গৃহ দাহ আরম্ভ হইলে ক্রমে অগ্নির স্রোত প্রবল হইয়া সমুদয় দগ্ধ করিতে পারে। বিশেষতঃ আপনার অনিষ্ট সম্ভব না হইলেও বন্ধু ব্যক্তিকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করা কি উচিত হয় না? ভ্রাতৃ তুল্য স্বদেশীয় ব্যক্তির পরিবার হইতে স্ত্রী লোককে বহির্গত করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছে, ইহাতে নিরুৎসাহী থাকা কি আমারদিগের উচিত?— ইহাতে নিশ্চিন্ত থাকা কি মনুষ্যের ব্যবহার?— ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও মঙ্গল।

অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরীদিগের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ, তাহারদিগের পাঠশালাতে পুত্রাদিকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও, এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে

চালনা করিতে পারে এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনারদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমারদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহারদিগের পাঠশালা তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশ গুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম্ম সিদ্ধ না হয়? যদিও স্বদেশস্থ লোকের মধ্যে কোন বিষয়ে পরস্পর অনৈক্য থাকে, তথাপি এসাধারণ বিষয়ে কাহার না ঐক্য হইবে? পরস্পর ভ্রাতার মধ্যে কোন অংশে অপ্রণয় থাকিলেও ভিন্ন গ্রামস্থ লোক যখন পরিবারের প্রতি অত্যাচার করে, তখন সে শত্রুর দমন জন্য একত্র হওয়া কি উচিত হয় না? বিশেষতঃ ইহাতে ব্যয়ও তাদৃশ নহে, যদি এই কলিকাতা নগরের প্রত্যেক ভদ্র হিন্দু এক টাকা করিয়া প্রদান করেন, তথাপি দুই লক্ষ টাকার অধিকও সংগ্রহ অনায়াসে হইতে পারে। এক মাসে দুষ্টিভিক্ষা দানে এই নগরস্থ লোকের যে ব্যয় হয়, সেই টাকা প্রতি মাসে প্রদান করিলেও বৃহৎ পাঠশালার কর্ম্ম স্বন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। অতএব হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ! হিন্দু মধ্যে যিনি যে মতাবলম্বী হউন, এ বিষয়ে সকলের একতা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। সকলের আশ্রয় দ্বারা যখন নগর মধ্যে এবং তদ্দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে উত্তম উত্তম বিদ্যালয় হিন্দু মতানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইবেক, তখন খ্রীষ্টানদিগের দুষ্কৌশল যুক্ত পাঠশালাতে আর কোন ছাত্র অধ্যয়ন করিবেক না, তখন আর ভদ্র সন্তানদিগের কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ভুক্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকিবেক না, স্মতরাং তখন আর জীবিত পুত্রের বিচ্ছেদ জন্য পিতা মাতা রোদন করিবেন না, এবং তখন ধর্ম্ম বিষয়ে কলহ সঞ্চারের মূলচ্ছেদ হইয়া ভ্রাতার চিত্ত সন্তপ্ত হইবেক না। অতএব এ মঙ্গল কর্ম্মে আশু যত্নশীল হও। যত্নশীল হইলেই মানস স্মসিদ্ধ হইবে তাহার সংশয় কি? ইহা সত্য যে অনেক দেশ হিতকারি বিষয়ের সূচনা হইয়াও তাহা নিষ্ফল হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয় সেরূপ নহে, এ যন্ত্রণা সকলের সমান রূপ অনুভব হইতেছে। কাল সর্প দংশন করিলে তাহার জ্বালাতে কাহার চিত্ত না অস্থির হয়? এবং তাহার প্রতিকার জন্য কে না ব্যগ্র হয়? যদিও কাহারও অঙ্গ এপর্য্যন্ত দংশিত না হইয়া থাকে, তাহাতেই বা কি? গৃহ মধ্যে কাল সর্পিণীকে পোষণ করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? অদ্য প্রতিবাসির প্রাণকে যে নষ্ট করিয়াছে, কল্য যে তদ্দ্বারা আপন প্রাণ ধ্বংস হইবে ইহার অসম্ভাবনা কি? অতএব এবিপত্তি মোচক মহোপকারি কর্ম্মে সকলে উদ্যোগি হইবেন, তাহার সংশয় নাই। শঙ্কাকে দূর কর, সাহসকে আশ্রয় কর, উৎসাহকে প্রজ্বলিত কর, এবং দ্বেষ মৎসরতাকে বিসর্জ্জন করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা কর।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ॥

৪ চৈত্র ১৭৬৬ ॥

দ্বিতীয় প্রকরণ।

প্রথমাধ্যায়।

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥
এষহ্যেবানন্দয়াতি ॥
শ্রুতয়ঃ ॥

পরমেশ্বর বিচিত্র শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, এবং সকল আনন্দের কারণ করুণা পূর্ণ হয়েন।

মনুষ্য নানা ক্লেশে নানা উপায় দ্বারা প্রস্তরময় কোন উচ্চ অট্টালিকা বা বৃহদাকৃতি কোন সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করিলে তাঁহার শক্তিকে আমরা প্রশংসা করি; কিন্তু সে পুরুষের শক্তি কি আশ্চর্য্য, যাঁহার ইচ্ছা মাত্র

অনায়াসে মহোচ্চ পর্ব্বত, নিবিড় অরণ্য, এবং প্রসারিত দেশ সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে, মহা সমুদ্র সকল বিস্তারিত হইয়াছে, নদী সকল বেগবতী হইতেছে, বায়ু অবিরত প্রবাহিত হইতেছে, এবং মদ মত্ত প্রকাণ্ড হস্তি প্রভৃতি কোটি কোটি বিচিত্র জন্তু উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এই সমুদয়ের আধার পৃথিবীও এক বিন্দু মাত্র। সূর্য্য এই পৃথিবী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণে বৃহৎ, এবং কত গ্রহ, উপগ্রহ,

সৌর জগৎ।
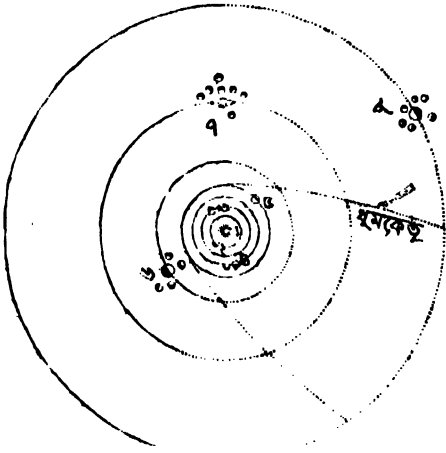
ধূমকেতু এই প্রভাকরকে পৃথিবীর ন্যায় মহাবেগে প্রদক্ষিণ করিতেছে— হর্শেল নামক এক গ্রহ সূর্য্য হইতে এ প্রকার দূরে স্থাপিত আছে, যে সে স্থান হইতে সূর্য্যকে এক প্রকাশ্যমান নক্ষত্র মাত্র জ্ঞান হয়। কিন্তু ধূমকেতু সূর্য্য হইতে যে প্রকার দূরে গমন করে, তাহার তুলনায় এই গ্রহ সকলের দূর পরিমাণই বা কোথায় থাকে? ১৬৮৪ শকে যে ধূমকেতু উদয় হইয়াছিল তাহা সূর্য্য হইতে ১৭০৫০০০০০০ এক বিন্দ সপ্ত অর্ব্বুদ পঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন* দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করে, এবং ১৬০১ শকের ধূমকেতু এপ্রকার অচিন্ত্য দূরে ধাবমান হয়, যে প্রতি ঘণ্টাতে ৯৬৮০০ নয় অযুত ছয় সহস্র অষ্টশত যোজন ধাবিত হইয়াও সূর্য্যকে একবার বেষ্টন করিতে ৫৭৫ পঞ্চশত পঞ্চসপ্ততি বৎসর গত হয়,¶ — এমত সকল ধূমকেতুও আছে যাহারা উক্ত প্রকার প্রবল বেগে ভ্রমণ করিয়াও কত সহস্র বৎসর পরে এক বার আমারদিগের দৃষ্টিতে উদয় হয়! কিন্তু এ সকল পরিমাণ তখন কি ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়, যখন স্মরণ করি, যে এমত সকল ধূমকেতুও প্রত্যক্ষ হইয়াছে যাহারা গ্রহ চন্দ্রের ন্যায় গতির পরিবর্ত্ত না করিয়া ক্রমাগত অসীম আকাশ মধ্যে সম্মুখ বেগে চিরকাল ধাবমান হইতেছে! তাহারা এক বার আমারদিগের দৃষ্টিতে উদয় হইয়াছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ আর কোন কালে পুনরাগমন করিবেক না!!

এই এক সৌর জগতের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত, কিন্তু ইহারও পরিমাণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক কণা মাত্র! দৃষ্টি যন্ত্র বিনা কেবল চক্ষু দ্বারা যে সকল নক্ষত্র দর্শন করি, তাহারই সংখ্যা করা দুষ্কর, ইহাতে যন্ত্র দ্বারা যে অগণ্য নক্ষত্রের দৃষ্টি হয় তাহার নিকটে সে সংখ্যাই বা কোথায় থাকে? দৃশ্যমান আকাশের এক হস্ত দীর্ঘ প্রস্থ স্থানে প্রায় ৪০০০ চারি সহস্র নক্ষত্রের দর্শন হইয়াছে! অধিক কি কহিব আকাশের সীমা এবং

১। সূর্য্য, ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ১৩৮০০০০ এক নিযুত তিন লক্ষ অশীতি সহস্র গুণ স্থূল। ২। বুধ, ইহা পৃথিবীর ১৫ ভাগের এক ভাগ স্থূল। ৩। শুক্র, ইহা পৃথিবীর নয় ভাগের আট ভাগ স্থূল। ৪। পৃথিবী এবং তাহার এক চন্দ্র, এই পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৭৫০ দুই সহস্র সপ্ত শত পঞ্চাশৎ যোজন, এবং ইহার স্থূলত্ব প্রায় ৩৫১২৯০৮০০ তিন অর্ব্বুদ পঞ্চ কোটি দ্বাদশ লক্ষ নয় অযুত অষ্ট শত ঘন যোজন। এক যোজন দীর্ঘ, এক যোজন প্রস্থ, এবং এক যোজন উচ্চ হইলে এক ঘন যোজন হয়। ৫। মঙ্গল, ইহা পৃথিবীর ২৪ ভাগের সাত ভাগ। ৬। বৃহস্পতি এবং তাহার চারি চন্দ্র, এই বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা (১২⅘) অর্থাৎ প্রায় ১৩ গুণ স্থূল। ৭। শনি এবং তাহার সাত চন্দ্র, এই শনি পৃথিবী অপেক্ষা ১০০০ সহস্র গুণ স্থূল। ৮। হর্শেল এবং তাহার ছয় চন্দ্র, এই হর্শেল পৃথিবী অপেক্ষা ৯০ নবতি গুণ স্থূল॥

এতদ্ব্যতীত আর চারি গ্রহ অল্প দিন হইল দৃষ্ট হইয়াছে। তাহারদিগের নাম সিরিশ, পলাশ, বেষ্টা, এবং জুনো। তাহারা অন্য সকল গ্রহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্ত্তি পথে ভ্রমণ করে।

* চারি ক্রোশে এক যোজন হয়॥

¶ পৃথিবী সূর্য্য হইতে ১০৫০০০০০ এক কোটি পঞ্চ লক্ষ যোজন দূরে স্থাপিত আছে, এবং প্রতি ঘণ্টাতে ৭৫০০ সপ্ত সহস্র পঞ্চ শত যোজন গমন করিয়া সূর্য্যকে এক বৎসরে একবার প্রদক্ষিণ করে; ইহাতে যে ধূমকেতু প্রতি ঘণ্টাতে ৯৬৮০০ নয় অযুত ছয় সহস্র অষ্ট শত যোজন গমন করিয়াও সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ৫৭৫ পঞ্চশত পঞ্চসপ্ততি বৎসর গত হয়, সে ধূমকেতু সূর্য্য হইতে কি আশ্চর্য্য দূরে ভ্রমণ করে!

নক্ষত্রের গণনা হইবার সম্ভাবনাও নাই, যেহেতু যে পরিমাণে দৃষ্টি যন্ত্র উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কৃত হইতেছে, সেই পরিমাণে নক্ষত্রের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ তাহারদিগের দূর স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। যদিও তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই, তথাপি সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে অতি নিকটস্থ নক্ষত্র ৮৬১০৮০০০০০০০০০০০ অষ্টঅন্ত ছয় সাগর এক শঙ্খ অষ্ট নিখর্ব্ব যোজন অপেক্ষাও অধিক দূরে আছে, এবং সকল নক্ষত্র পরস্পর ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দূরদেশে স্থাপিত আছে! ইহাতে যখন চিন্তা করি, যে এই অপরিমেয় আকাশ ব্যাপি অগণ্য নক্ষত্র সকল প্রত্যেকে এক এক প্রকাণ্ড সূর্য্য, কেবল অত্যন্ত দূর প্রযুক্ত এপ্রকার ক্ষুদ্র রূপে দৃষ্ট হয়, এবং আমারদিগের এই সূর্য্যের ন্যায় তাহারা বৃহৎ বৃহৎ গ্রহ শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে, যে সকল গ্রহ সম্ভবতঃ জন্তুদিগের আবাস এবং বিচিত্র দ্রব্যের আধার হইয়াছে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ও মহত্ত্ব কি প্রকারে পরিমাণ করিবার সম্ভাবনা থাকে! বিবেচনা কর, যে যে পুরুষের দ্বারা এই অসীম প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, যাঁহার দ্বারা এই বৃহৎ পৃথিবী মণ্ডলাদি মহা প্রবল বেগে ভ্রাম্যমান হইতেছে, তাঁহার শক্তি কি বিচিত্র এবং অদ্ভুত! সেই অচিন্ত্য শক্তিকে ভাবনা করিতে চিত্ত বিস্মিত ও বিভ্রান্ত হইতেছে— আশ্চর্য্য সাগরে মগ্ন হইতেছে!!

৬ পরমেশ্বরের জ্ঞানও পরমাশ্চর্য্য। মনুষ্য কৃত ঘটিকা যন্ত্র বা বাষ্পীয় নৌকা দৃষ্টি করিয়া যদি তাহার কর্ত্তার জ্ঞানকে প্রশংসা করিতে হয়, তবে অসংখ্য প্রকার অদ্ভুত কার্য্য বিশিষ্ট এই জগৎকে দৃষ্টি করিলে তাহার রচনা কর্ত্তা পরমেশ্বরকে কত ধন্যবাদ করিতে হয়। যে পরিমাণে সৃষ্টির পদার্থ জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, সেই পরিমাণে আমারদিগের নিকটে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমত জন্তু নাই,— এমত তৃণও নাই, যাহাতে পরমেশ্বরের বিশেষ কৌশল দৃষ্ট না হয়। সৌর জগতের রচনা যে অচিন্ত্য জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, সেই মহৎ জ্ঞানের চিহ্ন এক ক্ষুদ্র পিপীলিকার রচনাতেও প্রত্যক্ষ হইতেছে। বীর্য্যবান্ সূর্য্য হইতে দুর্ব্বল খদ্যোতিকা পর্য্যন্ত, বিস্তীর্ণ মহা সমুদ্র হইতে সঙ্কীর্ণ শিশির বিন্দু পর্য্যন্ত, মহোচ্চ পর্ব্বত হইতে নীচতম গহ্বর পর্য্যন্ত, বৃহদাকার বটবৃক্ষ হইতে সূক্ষ্ম সৈবালক পর্য্যন্ত, এবং প্রকাণ্ড হস্তি হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত, সকল বস্তুতে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান সমান রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

বিচিত্রতা পরমেশ্বরের সৃষ্টির এক প্রধান অলঙ্কার। গমনের জন্য ভূচর জন্তুদিগকে পদ প্রদান করিয়াছেন যে সেই স্তম্ভ স্বরূপ পদ তাহারদিগের গুরুতর শরীরকে অনায়াসে বহন করিতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল পদাতিক পক্ষি সকল যদি কেবল পদ মাত্র বিশিষ্ট হইয়া ভূমিতেই বদ্ধ থাকিত, তবে অনায়াসে হিংস্র জন্তুদিগের গ্রাস মধ্যে পতিত হইত। এ নিমিত্তে তাহারদিগকে অতি লঘু পক্ষ প্রদান করিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাহারা অবলীলা ক্রমে বায়ু সাগরে সন্তরণ করিতেছে, এবং একরূপ কৌশল যুক্ত পুচ্ছ দিয়াছেন যদ্দ্বারা তাহারা আপনারদিগের গতি ক্রিয়া সুন্দর রূপে বিধান করিতেছে। জল ও মৎস্যদিগের ভার প্রায় সমান প্রযুক্ত তাহারদিগের সন্তরণ জন্য বিহঙ্গের ন্যায় বিস্তৃত পক্ষের প্রয়োজন নাই, অতএব তাহারদিগকে পক্ষের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন যদ্দ্বারা তাহারা জল মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, এবং শরীর মধ্যে একরূপ এক বায়ুপাত্র রচনা করিয়াছেন যাহার শৈথিল্য ও সঙ্কোচন দ্বারা ঊর্দ্ধ অধঃ গমন করিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু সর্প, কিঞ্চুলুকা প্রভৃতি যে সকল কীট বিবর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, তাহারদিগের গমন ক্রিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। পদ বা পক্ষযুক্ত হইলে বিবর মধ্যে যাতায়াত করা দুঃসাধ্য হইত, এনিমিত্তে পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বর তাহারদিগের দেহ মধ্যে এমত শিরা প্রভৃতি নির্ম্মাণ

করিয়াছেন যাহাতে তাহারা বিনা ক্লেশে দেহ সঞ্চালন করিতেছে। অতএব এক গমন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে জগদীশ্বর বিচিত্র উপায় প্রস্তুত করিয়া কি বিচিত্র নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন!

কোন শিল্পকার অতি অল্প স্থানে যদি অধিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, ঘটিকাকার যদি এরূপ ক্ষুদ্র ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারেন, যে তাহা অঙ্গুলিতে ধারণা করা যায়, তবে তাঁহার নৈপুণ্যকে আমরা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে যিনি মহাকায় হস্তিতে যে সকল হস্ত, পদ, কণ্ঠ, মুখ, রক্ত, শিরা, মাংস, প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা ও তদপেক্ষা সহস্র গুণ সূক্ষ্ম জীবের শরীরেও সেই সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি পরিপাটী রূপে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কত ধন্যবাদ করা যায়!

মনুষ্য অদ্য কোন কার্য্য করিলে কল্য তাহাতে ভ্রম দৃষ্টি করেন, রাজা এক দিবস যে নিয়ম স্থাপন করেন, তৎপর দিবসে তাহা রহিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, গ্রন্থকর্ত্তা প্রত্যূষে যে বিষয় লিপিবদ্ধ করেন, সন্ধ্যাকালে তাহা শোধন করিতে বাধ্য হয়েন; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জগদীশ্বর সৃষ্টির প্রথম কালে তাবৎ ভবিষ্যৎ সময়কে দর্শন করিয়া সংসারের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের জন্য যাহাকে যে স্বভাবযুক্ত ও যে নিয়মগত করিয়াছিলেন, সে সেই স্বভাব যুক্ত থাকিয়া সেই নিয়মানুসারে অদ্যাপি জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, এবং তাবৎ ভবিষ্যৎ কালেও তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই প্রথম দিনের নিয়মানুসারে অদ্যাপি সূর্য্য ষষ্টি দণ্ডান্তরে উদয় হইতেছে, ঋতু সকল পরস্পর একাদিক্রমে পরিবর্ত্ত হইতেছে, এবং যথাক্রমে সম্বৎসরের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। সেই প্রথম কালের স্বভাবানুসারে অদ্যাপি বায়ু প্রাণির জীবন রক্ষা করিতেছে, জল সকল জন্তুর তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে, এবং পৃথিবী শস্য ফলাদি উৎপন্ন করিয়া জন্তুদিগকে আহার দান করিতেছে। এমত পূর্ণ জ্ঞানের তুলনা আর কোথায় আছে? অনন্ত তুল্য ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত দূর পর্য্যন্ত আমারদিগের বুদ্ধি বিস্তার হয়, তত দূরে যখন সেই অখণ্ড জ্ঞানকে দেদীপ্যমান দেখি, তখন কি প্রকারে তাহার সীমা সম্ভব হইবেক? অতএব পরমেশ্বর যিনি তিনি অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ!

পরমেশ্বরের করুণারও পার নাই। আমারদিগের জীবন রক্ষার জন্য যাহাতে কোন প্রয়োজন নাই এমত প্রচুর সুখ যখন তিনি আমারদিগের প্রতি অর্পণ করিয়াছেন, তখন কেবল তাঁহার করুণার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না। পরমেশ্বর যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যে আমরা তদ্দ্বারা শরীরকে পোষণ করি, ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন যে আপনা হইতে উপযুক্ত কালে ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হই, দেহ মধ্যে এমত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, যে অন্ন পরিপাক পূর্ব্বক রক্ত মাংসে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি হয়। কেবল এই সমুদয় দ্বারা আমারদিগের শরীরের প্রতিপালন ও সুস্থতা অনায়াসে হইতে পারে, কিন্তু অন্নের রসাস্বাদনে সুখের অনুভব কি নিমিত্তে হয়? সুগন্ধ ঘ্রাণে, মধুর স্বর শ্রবণে, সৌন্দর্য্য দর্শনে চিত্ত কি নিমিত্তে প্রফুল্ল হয়? সংসার নির্ব্বাহ জন্য বুদ্ধি চালনা আবশ্যক বটে, কিন্তু পরে তদ্দ্বারা সুখের উৎপত্তি কি নিমিত্তে হয়? পদার্থ বিচারে পণ্ডিত ব্যক্তি নদী প্রবাহ ও বারিবর্ষণের নিয়ম জানিয়া কি নিমিত্ত আহ্লাদে পূর্ণ হয়েন? জ্যোতির্ব্বেত্তা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ গণনা ও ধূমকেতুর উদয় নির্ণয় করিয়া কি নিমিত্তে আনন্দে মগ্ন হয়েন? শিল্প শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাণ ও বাষ্প যন্ত্রের রচনা করিয়া কি নিমিত্তে পুলকে পরিপূর্ণ হয়েন? সম্যক্‌প্রকারে সাধারণ দুঃখ শান্তির জন্য দয়া ও পরোপকার আবশ্যক বটে, কিন্তু অন্যের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া দয়ালু ও পরোপকারী ব্যক্তি কি নিমিত্তে নির্ম্মলানন্দ সম্ভোগ করেন? এবং উপকৃত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কালেই বা কি নিমি-

ত্তে বিমল সন্তোষ অনুভব করেন? পরমেশ্বরের প্রতি সমাধান করিলে মন কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হয় বটে, কিন্তু কি নিমিত্তে পরম সুখে মগ্ন হয়? এই সমুদয় প্রশ্নের এক সিদ্ধান্ত এই জানি, যে আমারদিগের শরীর ও মন তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, যাঁহার করুণার পরিসীমা নাই। এই রূপ অতিরিক্ত সুখের প্রাচুর্য্য কেবল মনুষ্যেতেই যে বিস্তৃত রহিয়াছে এমত নহে — প্রতি প্রকার জন্তু সুখরসে সিক্ত রহিয়াছে। পশু, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই আহার বিহার ক্রীড়াদি করত অবিশ্রান্ত সুখ সম্ভোগ করিতেছে। বসন্ত কালে যখন নানা বিধ পশু গণ প্রসন্ন মনে ক্ষেত্র মধ্যে আহ্লাদের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নৃত্য করে, বিহঙ্গ সকল স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া বায়ু সাগরে ক্রীড়া করত মধুর স্বরের দ্বারা মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে, এবং মধুমক্ষিকা সকল বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া মধুপানে নিয়ত নিমগ্ন থাকে, তখন এই ধরণীকে সুখের ধাম ব্যতীত আর কি শব্দে ব্যক্ত করা যায়?

বিশেষতঃ ইহ লোকে প্রার্থনা দ্বারা বন্ধু হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হইলে তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি, কিন্তু যে পরমেশ্বর বিনা প্রার্থনাতে এই সমুদয় নানা প্রকার আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া ও তাঁহার প্রতি প্রীতি না করা কি অপরাধের হেতু!

এমত অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বরকে যিনি আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিয়মানুগত সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার আনন্দের সীমা কি? মনুষ্যকে সহায় করিলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়; প্রথমতঃ তিনি দয়াবান্ কি না, যদি দয়াবান্ হয়েন, তথাপি তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উপায় জ্ঞান আছে কি না, যদিও জ্ঞান থাকে, তথাপি সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য সাধনের সামর্থ আছে কি না, ইহার একের ত্রুটি হইলে বিঘ্ন নিরাকরণ হয় না। অতএব মনুষ্য সহায় দ্বারা বিপদ্ উদ্ধার বা সম্পদ প্রাপ্তি না হইতেও পারে, বরঞ্চ অবিজ্ঞ সহায় দ্বারা ক্লেশের সম্ভাবনা। কিন্তু অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, এবং অনন্ত করুণাতে পরিপূর্ণ পুরুষকে যিনি আশ্রয় করেন, তিনি ইহ লোকে কি পরলোকে কাহা হইতেও ভীত হয়েন না। দুষ্কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তি যে সর্ব্বান্তর্যামি, অনন্ত জ্ঞান, ও অনন্ত শক্তির নিকটে শাস্তি ভয়ে কম্পিতবান্ হয়, তাঁহার নিকটে পরব্রহ্মের উপাসক আপনার চিত্তকে বিশুদ্ধ ও সদাচারি জানিয়া নির্ভয় ও আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন।

আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

কঠোপনিষৎ

প্রথমা বল্লী।

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

এবমুক্তোমৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরং। 'তিস্রঃ রাত্রীঃ 'যৎ' যস্মাৎ 'অবাৎসীঃ' উষিতবানসি 'গৃহে' 'মে' মম 'অনশ্নন্' হে 'ব্রহ্মন্' 'অতিথিঃ' সন্ 'নমস্যঃ' নমস্কারার্হঃ। তস্মাৎ 'নমঃ' 'তে' তুভ্যং 'অস্তু' ভবতু হে 'ব্রহ্মন্' 'স্বস্তি' ভদ্রং 'মে অস্তু' 'তস্মাৎ' ভবতোঽনশনেন মদ্গৃহবাসনিমিত্তাদ্দোষাৎ। যদ্যপি তব তাবদনুগ্রহেণ সর্ব্বমম স্বস্তি স্যাৎ তথাপি ত্বদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতাস্তিস্রোরাত্রীঃ 'প্রতি' 'ত্রীন্' 'বরান্' অভিপ্রেতার্থবিশেষান্ 'বৃণীষ্ব' প্রার্থয়স্ব ॥ ৯ ॥

যম আপন পরিজনের স্থানে এই সম্বাদ শুনিয়া নচিকেতার নিকটে যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ, অতিথি নমস্য হইয়া তিন রাত্রি যে আমার গৃহেতে অনাহারে বাস করিয়াছ, এতন্নিমিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আর প্রার্থনা করিতেছি, যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ, তাহার নিবৃত্তি দ্বারা আমার মঙ্গল হউক, আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এতন্নিমিত্তে কহিতেছি, যে যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে, তাহার এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ॥

নচিকেতা অনাহারে ত্রিরাত্রি কাল যাপন জন্য যম কর্তৃক অতিথি রূপে গ্রাহ্য হই-

য়াছেন। যদি প্রথম রাত্রেই যম তাঁহাকে অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিতে পারিতেন, তবে আর দ্বিতীয় রাত্রিতে তাঁহার প্রতি অতিথি শব্দ প্রয়োগ করিতেন না ॥ ৯ ॥

শান্তসংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমোমাভি মৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরংবৃণে ॥ ১০ ॥

নচিকেতাস্বাহ। যদি দিৎসুর্বরান্। উপশান্তঃ সংকল্পোযস্য মাম্প্রতি সসংপ্রাপ্য কিন্নু করিষ্যতি মম পুত্র-ইতি সঃ 'শান্তসংকল্পঃ' 'সুমনাঃ' প্রসন্নমনাশ্চ 'যথা-স্যাৎ' 'বীতমন্যুঃ' বিগতরোষশ্চ 'গৌতমঃ' মম পিতা 'মা অভি' মাম্প্রতি হে 'মৃত্যো'। কিঞ্চ 'ত্বৎপ্রসৃষ্টং' ত্বয়া বিনির্মুক্তং প্রেষিতং গৃহম্প্রতি 'মা অভিবদেৎ' মামভিবদেৎ 'প্রতীতঃ' লব্ধস্মৃতিঃ সত্রবায়ম্পুত্রোমমাগতইত্যেবং প্রত্যভিজানাত্বিত্যর্থঃ। 'এতৎ' প্রয়োজনং 'ত্রয়াণাং' বরাণাং 'প্রথমং' আদ্যং 'বরং' 'বৃণে' প্রার্থয়েয়ং যৎ যৎ পিতুঃ পরিতোষণং ॥ ১০ ॥

ইহা শুনিয়া নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম, যদি তোমার বর দিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিন বরের প্রথম বর এই আমি প্রার্থনা করি, যে তোমার নিকটে আসিয়া আমি কি করিতেছি, এইরূপ যে আমার পিতা গৌতম চিন্তা করিতেছেন, তাহা নিবৃত্তি হউক, আর আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক, আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে আমার পিতার যেন এইরূপ স্মৃতি হয়, যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইলেন ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য॥

তিন বরের মধ্যে যাহাতে পুত্রের যমের বাটী গমন জন্য পিতার শোকের শান্তি হয়, এমত বর নচিকেতা প্রথমই প্রার্থনা করাতে তাঁহার পিতৃভক্তি কি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১০ ॥

যথা পুরস্তাৎ ভবিতা প্রতীতঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখংরাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং ॥ ১১ ॥

মৃত্যুরুবাচ। 'যথা' অগ্নি 'পুরস্তাৎ' পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহসমন্বিতঃ পিতা তব 'ভবিতা' প্রীতিসমন্বিতস্তব পিতা তথৈব 'প্রতীতঃ' প্রতীতবান্ সন্ উদ্দালকএব 'ঔদ্দালকিঃ' অরুণস্যাপত্যং 'আরুণিঃ' 'মৎপ্রসৃষ্টঃ' ময়ানুজ্ঞাতঃ সন্ 'রাত্রীঃ' 'সুখং' প্রসন্নমনাঃ 'শয়িতা' 'বীতমন্যুঃ' বিগতমন্যুঃ 'ত্বাং' পুত্রং 'দদৃশিবান্' দৃষ্টবান্ 'মৃত্যুমুখাৎ' মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুক্তং' সন্তং ॥ ১১ ॥

যম কহিতেছেন, পূর্ব্বে যেরূপ পুত্ররূপে তোমার প্রতি তোমার পিতার প্রতীতি ছিল, তদ্রূপ হইবে। আর তোমার পিতা, যাঁহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি, তিনি আমার অনুগৃহীত হইয়া রাত্রিতে সুখে শয়ন করিবেন, আর তোমাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত দেখিয়া অক্রোধ হইবেন।

GUNGADHUR SIRCAR v. DR. DUFF.

No little excitement has been created by the conversion of Womesh Chunder Sircar, a Hindoo Youth about fourteen years of age, the son of Gungadhur Sircar, of Jorasonko in Calcutta. We have been very obligingly favoured with a copy of the affidavit made by the father,--from which we are enabled to glean the following particulars.

It appears, that Gungadhur is a native of some respectability and moderate fortune, who like many of our countrymen, who seldom like to pay for their education, if it can be procured gratis, placed his son in the free Church institution which is superintended by the Reverend Dr. Duff. Our readers need hardly be informed, that the avowed object of that institution is to convert Hindoo Youths to Christianity, albeit that the public is ostensively given to understand that the sciences and the arts form no mean portion of its studies: not that we say, that these studies are wholly neglected; what we mean is, that they are held in secondary estimation. No sooner a boy has gone through the Spelling Book than he is initiated in the intricate doctrines and dogmas of Christianity. In that Institution Womeshchunder was receiving his education, when on a sudden, without the least cause of complaint or dissatisfaction, and without any previous intimation, the lad left his paternal roof, and with his wife a girl of 11 years of age, whom he contrived to entice away while returning home from an engagement with her sister, he took shelter in Dr. Duff's house. To Dr. Duff's residence, therefore, the father of course repaired. At an interview with his son, which was allowed him, he suggested to the lad the propriety of his returning home, but finding the child disinclined to accompany him, and this untoward circumstance arising out of Dr. Duff's influence over the boy, the father as he believed in the legal exercise of his parental right, attempted to rescue him, in which he was resisted by the Reverend Doctor. In consequence of this, the father filed an affidavit, and applied to the Supreme Court for a writ of Habeas Corpus against the Reverend Doctor for the production of the boy in this Court, and his eventual delivery into the hands of his natural guardians. From the reports of the case which have been given in the public papers, it would appear, that the Court refused to interfere with the matter, as no case of restraint had been made out on the face of the affidavit. This decision of the Supreme Court has been welcomed with great exultation by our missionary friends,

Their triumph on the occasion has been proportioned to the father's deep and sensible mortification, while the native community generally has received it as a dangerous encroachment with reference to the Hindoo parent's right over his children, and a deep sensation has, in consequence, been created in the native population, from one end of the town to the other. With a view to open the question anew for further discussion, the father, we are given to understand, was advised by his friends to renew his application to the Supreme Court, but before this could possibly be effected, it appears from the published statement of the brother of the child, that the Reverend Doctor administered the ordinance of Baptism to him, although an intimation was given to the Doctor, that further legal proceedings would be taken, and a request made to him to postpone the baptism of the child to the next day. We have been induced to allude to the subject from a conviction of it's importance, as affecting alike the interests of the community, and the sacred cause of religion.

We yield to none, in our estimation of the transcendent talents of the Reverend Doctor, or in our regard for his personal character, but howsoever we may respect the man or admire his talents; yet nothing would deter us, in our humble endeavours for the welfare of our countrymen, from raising our feeble but earnest voice against the arts of any person, which might, in our opinion, endanger, the public weal, or from upholding any measure which we may sincerely believe conducive thereto.

Let us examine then to what extent a Hindoo can legally exercise his parental right over his children. No one can deny, that the British nation is bound by the most solemn pledges to respect the religious and social opinions of the people of this country, and to decide all questions arising from those, according to the established usages of the land. The Act. 21st Geo, 3rd, 70. 28 specifically provides, that all children of natives in this country shall be under the controul of their parents, until they are 16 years of age. The civil Law disqualifies one under that age from acting for himself as incapable of exercising any freedom of thought in consequence of the immature developement of his faculties.

The courts of law have practically recognized this principle, and we find, that the Supreme Court in its decision in the case of Nucoor Bysak versus Gopal chund Set, laid it down as a rule that the 16th year should be considered as the age of discretion. It is evident, therefore, that in the same sense and for the same reason that a minor is disqualified to manage his temporal affairs, he should be considered incompetent and perhaps to a greater extent to look after his spiritual concerns. Hence a right is vested in the Hindoo parents of exercising a controul over their children and of rearing them up in the manner they may think best. Although no lawyers ourselves, we are still inclined to believe, that it is on this construction of the Law, that a little more than ten years ago those eminently learned Judges, Sir John Franks and Sir Edward Ryan ordered the body of Brojonauth Ghose who was produced in court under exactly similar circumstances, to be restored to his natural guardians. The case of Brojonauth Ghose, and the one which is the subject of the present discussion, are so analogous, and the decisions of the court in the two cases so strikingly different, that we are tempted to offer a detailed statement of them to our readers.

Brojonauth Ghose a youth of 14 years of age, son of Rammohun Ghose was a pupil in the Church missionary English school at Mirzapore (in Calcutta). He after a few months' attendance began to disclaim against Hindooism and express himself favourably towards christianity. Ultimately he took shelter at Mr. Sandys' the resident missionary at Mirzapore in whose house he was provided for. On the application of the father, a writ of Habeas Corpus was issued by the acting Chief Justice against Kristno Mohun Bannerjee calling upon him to produce the body of Brojonauth Ghose.. An affidavit in answer to the writ was returned, declaring that the body was not in the custody of Kristnomohun. The boy, however, of his own free will, appeared at court, where he was ordered to be delivered up to the custody of his father on the ground, that he was not of age, altho he expressed before the court his unwillingness to accompany his father*.

MR. JUSTICE FRANKS:—The first question for the consideration of the Court is one of age. The parent on whose behalf the present application is made, states that the boy is fourteen or thereabouts. To words of ordinary use we are bound to give an ordinary interpretation; therefore, I take it that in common parlance the boy is fourteen, he may be a little under or a little over. With reference to the statute cited by Mr. Clarke, it is the duty of the Court to look to the right a father has over his child as recognized by law. The Court is bound to observe that statute, and so long as I have the honour to sit here, the Court will respect it as much as any of her law; for it is my duty to treat the natives with as much respect as the law authorizes me to observe.

It has been observed, that a father has no more authority in this country over his child than he has at home. Mr. Clarke has stated the law correctly to be in this country that the parent has the guardianship of the child until he is of 16. In the case of Rex v. Delano, when the child was a female and of eighteen years, Lord Mansfield decided, that the party should be discharged on being asked where he wished to go. But in that case the party was at a more advanced age than the boy now before the Court. In my opinion he has come here constructively in the possession of the person to whom the writ was directed, and

* Vide Christian Observer August 1833.

the Court ought to order him to be given up to his father.

Mr. Justice Ryan.—This is an application of some importance both from the arguments used and the nature of the return. From the return it appears, that the boy informed Kristnomohun Banerjee, that he had been confined in the house of his father, and that his relations had endeavoured to prevent him becoming a Christian. It appears that Banerjee advised the boy to return to his father's house, and that afterwards on being informed that the boy wished to speak with him, he went to the Barrakpore road, where the boy joined him and accompanied him to the house of the Reverend Wm. Dealtry. It appears to me that there is on the face of this return something like a contrivance. I think the child is an infant, and that he has got away from his father's house for the purpose of being made a Christian. The next question is what is to be done with him? The Advocate General says, that we are not to interfere but to allow the child to go where he pleases. I think the advocate general is mistaken: the Court has the power to interfere, but it has the discretion whether it will exercise it or not. In this case, the child has been allured from his parent's house for the purpose of converting him to christianity, contrary to the usages of the country and the statute cited by Mr. Clark. I therefore say, that to order him to be delivered to his father, is a sound, proper, and good decision.

We are bound to protect the usages of the natives of this country, and if the Court do not come to this decision, it would be acting contrary to law*

Womeshchunder Sircar, a youth of 14 years of age's on of Gungadhur Sircar, was a pupil in the free Church institution at Nimtollah. Ultimately, he took shelter at Dr. Duff's the missionary superintendent of the institution, where he was provided for. The father made application for a writ of Habeas Corpus against Dr. Duff, for the production of the body of Womesh Chunder, which was refused on the ground that the Court cannot interfere. The boy was willing to remain with Dr. Duff.

The Chief Justice:—It does not appear that the child was detained against his will. He might have gone away with his father if he had wished, although the affidavit states, that he was detained, yet the father says, he believes that the son consented to staying. No obstruction has been offered to the father in visiting his child, and there is nothing to shew Dr. Duff has prevented any interviews between them. The child is under no illegal restraint, on the contrary he is consenting to remain where he is. In moving for a Habeas Corpus a prima facie case of restraint should be made out. The court cannot act merely on the belief of the parties. Here is a species of moral restraint with which the court cannot interfere. If any obtruction had been offered in preventing the father from seeing his child, we should have granted the application.†

If the court had the power to interfere then, why has it not the same power now? If it was thought a contrivance of the missionaries in the one, why was it not thought so in the other case. It was as much a moral restraint in the one as in the other instance, and Brojonauth was as willing to remain with the Missionaries as Womeshchunder was said to be with Dr Duff.

It is worthy of remark that, in both cases, the young converts were under age, and equally unwilling to return to their paternal homes. Should the first part of the proposition be disputed, we are prepared to provide the horoscope of Womes Chunder Sircar which clearly proves his being under age. From that document, he was born on the 23rd of Ugrahn 1237 B. E. corresponding to the 7th of December 1830—and therefore when advised by Dr. Duff or any other to fail in the raspect due to his father against all divine laws, Womesh Chunder absconded in the Reverend's house on the 20th of April last, he was only 14 Ys. 4 Ms. and 13 days. We are, therefore, wholly at a loss to account for so striking a discrepancy in the decisions of the same Supreme Court in two cases, the exact similarity of which is beyond possibility of all question or controversy. If uniformity of decision constitutes one feature of the chief usefulness of a court of justice, we are sorry to be compelled to record, that the Supreme Court has departed in this instance from the principle which would have governed it.

* Vide John Bull July 1833.

† Vide the Bengal Hurkaru April 25, 1845.

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

গত মাস পর্য্যন্ত যে সকল প্রশ্ন আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্যকার পত্রিকাতে তাহার উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইলাম।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

আমরা গত মাসের পত্রিকাতে এদেশীয় দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা অধ্যয়নার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করাতে এতন্নগরস্থ সাধারণ হিন্দুবর্গের তাহাতে পূর্ণ উৎসাহ ও সম্যক্ প্রযত্ন যে হইয়াছে, ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এবিষয়ের বিবেচনা জন্য গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ রবিবারে শিমুলিয়াতে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল, তাহাতে এই নগরস্থ ধনি, নির্দ্ধন, মধ্যবর্ত্তি প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। এই সভাতে নিশ্চিত হইল, যে হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় নামে এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিতা হইবেক, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সভাপতি হইলেন; শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, প্রমথনাথ দেব, ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরত্ন হালদার, বীরনৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ও রাজকৃষ্ণ মিত্র অধ্যক্ষ হইলেন; শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলেন; এবং শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব, ও প্রমথনাথ দেব ধনাধ্যক্ষ হইলেন। এই পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং এককালীন দান ও মাসিক দাতব্য এই উভয় উপায় দ্বারা যাহাতে মাসিক উক্ত সহস্র টাকা আয় হইতে পারে এমত ধন সংগৃহীত হইলেই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবেক। এপর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ সহস্র টাকা মূলধন, এবং চারিশত টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রচুর ধন্যবাদ যোগ্য শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ সহস্র টাকা দান এবং পঞ্চাশ টাকা মাসিক দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এবং প্রতীক্ষা করি, যে সাধারণের উৎসাহ ও যত্ন ক্রমে মূলধনের উপস্বত্ব ও মাসিক দাতব্য দ্বারা মাসিক সহস্র টাকা অবিলম্বে সংগৃহীত হইবেক। বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর পক্ষপাত শূন্য হইয়া এবিষয়ের সুসিদ্ধি জন্য যে প্রকার যত্নবান্ হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।

আমারদিগের আশা অনেক ভাগে পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই যে উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সমুদয় প্রয়োজনীয় ধন স্বাক্ষরিত হয় নাই, এনিমিত্ত খিন্ন নহি; এই অর্দ্ধ মাসের মধ্যে যে মূলধন

চল্লিশ সহস্র টাকা এবং মাসিক দাতব্য চারিশত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, ইহাই আমারদিগের পরম লাভ। এদেশে একাল পর্য্যন্ত কেবল হিন্দুদিগের মধ্যে কোন্ সাধারণ বিষয়ে এতশীঘ্র এত ধন স্বাক্ষরিত হইয়াছে? অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত এতদ্রূপ কোন্ সাধারণ বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন শত মুদ্রা দান করিয়াছেন? কিন্তু শুভকর্ম্মের সূচনা শীঘ্র সফল হইলেই মঙ্গল, অতএব এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, যে তাঁহারা ইহার সদুপায় আশু নির্দ্ধারিত করেন। কোন্ সময়ে কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তাহার নিশ্চয় নাই, অতএব বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমারদিগের অনুৎসাহ অপবাদ খণ্ডন হইয়াছে, এইক্ষণে যেন যত্নের ত্রুটি না হয়— পুনর্ব্বার যেন আর সে অপবাদ গ্রহণ করিতে না হয়। একতার বীজ বপন মাত্র হইয়াছে, এইক্ষণে সাবধান, কীট সকল যেন তাহা ভক্ষণ না করে,—উৎসাহ বারি সেচন বিনা যেন তাহা শুষ্ক না হয়। পরস্পর প্রণয় দ্বারা প্রত্যেকে আপনার সাধ্যমত যত্ন করিলেই মানস পূর্ণ হইবে। বিন্দু বিন্দু বারি পতন হইয়াও সরোবর পূর্ণ হইতেছে, নদ নদী বৃদ্ধি হইতেছে, এবং ক্ষেত্র সকল প্লাবিত হইতেছে। অতএব যাঁহারা এক মুদ্রা পর্য্যন্তও দান করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা ধনিদিগের প্রচুর ধন দান দর্শনে আপনারদিগের যৎকিঞ্চিৎ সহায়তাকে যেন অল্প বোধ না করেন। সমূহ ব্যক্তির সর্ব্বথা এক প্রকার ইচ্ছা, বা এক প্রকার অভিপ্রায়, বা এক প্রকার স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর, অতএব সাধারণ পরামর্শের অনুগামি হইতেই সকলে আহ্লাদিত হও। এ সাধারণ বিষয়ে আপনার গৌরব, বা আপনার সম্পদ, বা আপনার স্বার্থ, মানস হইতে পরিত্যাগ কর। আপনার মান বিসর্জ্জন করিয়াও স্বদেশের গৌরব সন্ধান কর। ফলতঃ সুখ্যাতির জন্যই বা চিন্তা কি? পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে তাহার সৌগন্ধ কি গোপন থাকে? পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইলে সে শোভা কি অপ্রকাশ থাকে? অতএব উপযুক্ত কার্য্য সাধন করিলেই যশঃ সৌরভ আপনা হইতেই বিস্তৃত হইবে।

যদিও সহসা কোন প্রতিবন্ধক সংঘটিত হয়, তাহাতেই কি ভীত হইবে? নদী স্রোত প্রতিবদ্ধ হইলে তাহার পরাক্রম কি হ্রাস হয়? বরঞ্চ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক বলবান্ হইয়া সকল প্রতিবন্ধক ভগ্ন করে। অবিলম্বে মানস পূর্ণ করিবার যত্ন কর, কিন্তু বিলম্ব হইলেও ম্রিয়মান হওয়া উচিত নহে। এক দিবসে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মিতা হয় নাই, এবং এক দিনের মধ্যে ভারত রাজ্য বিস্তার হয় নাই। বিবেচনা কর, তোমারদিগের প্রতি কত লোকের দৃষ্টি রহিয়াছে, শর্ষপ মাত্র দোষ প্রাপ্ত হইলেও তাহারা উপহাস করিতে বিলম্ব করে না। অত্যাচারি মিশনরীগণ প্রতিক্ষণ তোমারদিগের পরাজয়কে প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে কি নিস্তার আছে? শত্রু যদি বিপক্ষের দুর্ব্বলতা জানিতে পারে তবে আর কি রক্ষা থাকে? তাহারা এত কাল আমারদিগের পরাক্রমকে পরীক্ষা করিতে পারে নাই,—অদ্যাপি আমারদিগের প্রতি তাহারদিগের শঙ্কা দূর হয় নাই, কিন্তু এই বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়ি হইলে তাহারা ভবিষ্যতে আমারদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে কোন সংশয় করিবেক না। সর্প শিরে আঘাত করিয়া তাহাকে সজীব পরিত্যাগ করিলে প্রতিহিংসা করিতে কি সে বিলম্ব করে? কাল স্বরূপ মিশনরীদিগকে দমন না করিলে তাহারা ভবিষ্যতে বল বা ছল পূর্ব্বক আমারদিগের সন্তানদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষ পান করাইতে নিমেষ মাত্র কি গৌণ করিবেক? অতএব বিপক্ষের ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া নিরস্ত হওয়া অপেক্ষা এ কর্ম্মের উদ্যোগ না করাও মঙ্গল ছিল। ফলতঃ এ সকল আশঙ্কারই প্রয়োজন কি? আমারদিগের যুক্তি সমুদয় স্থির হইয়াছে— উপায় সকল ধার্য্য হইয়াছে, এইক্ষণে দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিলেই অভিলাষ সম্পূর্ণ হইবেক।

কেহ কেহ ভারতবর্ষের বন্ধু নাম গ্রহণ

করিয়া আমারদিগের মধ্যে কলহের অঙ্কুর রোপণ করিতে চেষ্টিত আছেন, অতএব সাবধান, তাঁহারদিগের বাক্য কৌশলে যেন কাহারও চিত্তে মালিন্য না হয়। বিপক্ষের সহিত বৃথা বিতর্কেরও প্রয়োজন নাই। শত্রুর ক্রোধ ধৈর্য্য দ্বারা শান্ত কর, এবং বাক্যের বিবাদ কার্য্যের দ্বারা খণ্ডন কর। যত ক্ষণ অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত যেন যত্নের বিশ্রাম হয় না। নাবিক তাহার নির্দ্দিষ্ট দেশে উত্তীর্ণ না হইয়া কি ক্ষান্ত হয়? কৃষক তাহার সস্য সকল পরিপক্ব না দেখিয়া কি যত্ন করিতে নিরস্ত হয়? অতএব প্রতিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য কর। কি জানি তোমারদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয় এ নিমিত্তে কেহ কেহ এ বিষয়ের উদ্যোগ হইতে দূরস্থ থাকিতে পারে, এবং তোমারদিগকে অসম সাহসিক কর্ম্মে যত্নবান্ দেখিয়া উপহাস করিতে পারে, কিন্তু পরের দ্বেষেতে, কুৎসাতে, বা বিদ্রূপে উচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে কি নিবৃত্ত হইবে? তাহারদিগের দ্বেষের ফলে তাহারাই যন্ত্রণা পাইবে। তোমারদিগের কর্ত্তব্য, যে ঐক্যকে বন্ধন কর, কর্ম্মের সোপান নিবদ্ধ কর, এবং নিন্দা প্রশংসাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য সাধনে অনুরক্ত থাক। এইরূপে যখন কৃতকার্য্য হইবে, তখন সকল পরিহাস নিরস্ত হইবে, বিপক্ষের বল জীর্ণ হইবে, জয়ধ্বনি বিস্তৃত হইবে, বান্ধবমণ্ডলী বৃদ্ধি হইবে, এবং এইক্ষণে যাঁহারা দূর হইতে কটাক্ষ করিতেছেন, তখন তাঁহারা মিশ্রিত হইতে ব্যগ্র হইবেন।

শীলবাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয়।

পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে গত ২১ জ্যৈষ্ঠ সোমবারে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল শিমুলিয়াতে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে সহস্র বালক অধ্যয়ন করিবেক। শীলবাবুকে এবিষয়ে অত্যন্ত ধন্যবাদ করিতে হয়। সাধারণের আনুকূল্য দ্বারা হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় স্থাপনের বিলম্ব আছে, এজন্য তিনি স্বীয় উদ্যোগে স্বীয় ব্যয় দ্বারা উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন—হিন্দুদিগের লজ্জা রক্ষা করিলেন। এমত নিঃস্বার্থ বিষয়ে এমত দাতব্যতা এদেশ মধ্যে অতি অল্প দৃষ্ট হইয়াছে। প্রতি মাসে প্রায় সহস্র মুদ্রা দান! এদেশের অধিক লোক এইক্ষণে প্রায় দুই কারণে সাধারণ বিষয়ে দান করেন: এক, হাস্য আমোদাদি ইন্দ্রিয় সুখ, দ্বিতীয়, রাজবংশ ইংলণ্ডীয় লোকের নিকটে সুখ্যাতির অভিলাষ। কিন্তু এই উপস্থিত কার্য্য ইন্দ্রিয় সুখের কারণ নহে, এবং ইহাতে ইংরাজদিগের নিকটে প্রতিপত্তির সম্ভাবনা দূরে থাকুক্, বরঞ্চ এবিষয় খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তারের প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত তাঁহারা বিরক্তই থাকিতে পারেন। এইক্ষণে আমরা তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করি, যে তিনি যেরূপ উৎসাহ দ্বারা তাঁহার বিদ্যালয়ের অঙ্কুর রোপণ করিলেন, সেইরূপ তাহার বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের প্রতি সংশয় দূর করিবার জন্য ব্যয় নির্ব্বাহ যোগ্য মূলধন তদধ্যক্ষদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। ইহা হইলে তাঁহার পুণ্য প্রচুর হইবেক, এবং তাঁহার কীর্ত্তি চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবেক। যেমন ধনের সংস্থান করিবেন, সেইরূপ অন্য এক বিষয়ে তাঁহার সাবধান হওয়া আবশ্যক। যে সকল বালক বেতন প্রদান করিতে সমর্থ হয়, তাহারদিগকে তাঁহার বিদ্যালয়ে যেন গ্রহণ না করেন, যেহেতু যদি তাহারদিগের দ্বারাই পাঠশালা পূর্ণ হইবে, তবে দরিদ্র সন্তানেরা কোথায় স্থান প্রাপ্ত হইবে, এবং তবে মতিলাল বাবুর অভিলাষই কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? বিশেষতঃ পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার জন্য যাঁহারা বেতন দিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা ঐ দুঃখিদিগের হিতার্থি পাঠশালাতে আপন পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে কি লজ্জিত হয়েন না? দরিদ্র পথিকের হিতার্থি অতিথিশালাতে ভোজন করিতে ধনি ব্যক্তি কি ঘৃণা বোধ করেন না?

দরিদ্র বালকদিগের বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য যে সঞ্চিত ধন, সমর্থ হইয়া তাহার ভাগ গ্রহণে কি আপনাকে নীচ বোধ করেন না?—আপন সন্তানদিগের বিদ্যা শিক্ষা জন্য প্রতি মাসে যৎ কিঞ্চিৎ ব্যয় করিতে কি সম্মত হইতে পারেন না? অতএব যাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা পরের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় ব্যয় দ্বারা স্বীয় পুত্রদিগকে অধ্যাপন করুন, এবং ভিক্ষার ধন ভিক্ষাপাত্র দরিদ্রদিগের হিতের জন্যই রক্ষিত হউক।

এইক্ষণে দৃষ্টিকর, মতিলাল বাবু এই বিষয়ে কি মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টি কর, যে হিতৈষি এক ব্যক্তির দ্বারা কি উপকার হইতে পারে, এবং এক ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা দ্বারা কত দুঃসাধ্য কার্য্য সুসাধ্য হইতে পারে! হে স্বদেশস্থ বান্ধবগণ! এই কলিকাতা মধ্যে ন্যূনাধিক দুই সহস্র বালক বেতন প্রদান দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিতে অসমর্থ। মতিবাবু একাকী তোমারদিগের অর্দ্ধেক ভার মোচন করিয়াছেন, ইহাতেও এ কার্য্য সাধনে অসমর্থ হইলে আক্ষেপের সীমা থাকিবেক না। অধিক কি বলিব, দেশের হিতকে অনুসন্ধান কর, লজ্জাকে স্মরণ কর, অপমানকে শঙ্কা কর, এবং উপস্থিত সমূহ বিপদ্ হইতে বঙ্গদেশকে উদ্ধার কর।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২ বৈশাখ ১৭৬৭॥

দ্বিতীয় প্রকরণ।
দ্বিতীয়াধ্যায়।

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

সকল ভূতের অন্তরাত্মা সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বর যিনি তিনি এক মাত্র হয়েন॥

যখন বায়ু সেবন ব্যতীত নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সম্পন্ন হয় না, যখন জল ব্যতীত আমারদিগের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, যখন অগ্নি ব্যতীত এই মর্ত্ত্যলোকে উত্তাপের প্রাপ্তি হয় না, এবং যখন ইহারদিগের এক কার্য্যের অন্যথা হইলে আমারদিগের শরীর রক্ষা পায় না, তখন আমারদিগের জীবনদাতা যিনি তিনিই অবশ্য আমারদিগের প্রয়োজন অনুসারে জল বায়ু অগ্নির সৃষ্টি করিয়াছেন। পরন্তু যখন পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, এই সমুদয় বায়ু ব্যতিরেকে এক নিমেষ কালও স্থায়ি হইতে পারে না, যখন সেই বৃক্ষাদি মৃত্তিকা ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না, এবং যখন জল বিনা মৎস্যাদি জলজন্তু প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, তখন বায়ু জলাদি জড়পদার্থে এবং পশু, পক্ষি, মৎস্য, বৃক্ষ, লতাদি প্রাণি পদার্থে এক পুরুষের রচনা শক্তি প্রত্যক্ষ হয় কি না?

বায়ুর দ্বারা কেবল আমরা প্রাণ ধারণ করিতেছি এমত নহে — তদ্দ্বারা আমারদিগের বাক্যের উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু যদি দন্ত রসনাদি বাক্য যন্ত্র না থাকিত, তবে কি বায়ুর সে শক্তি ফলদায়ক হইত? কিন্তু বাগ্‌যন্ত্র থাকিলেও স্মরণ, চিন্তা, উদ্বোধ, কল্পনা প্রভৃতি মনের ধর্ম্ম ব্যতীত ভাষার উৎপত্তিই বা কি প্রকারে সম্ভব হইত? অতএব ইহার অপেক্ষা কি প্রকারে আর অধিক স্পষ্ট রূপে সিদ্ধান্ত হইতে পারে, যে বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থের কারণ যিনি, তিনিই আমারদিগের শরীরের নির্ম্মাণ কর্ত্তা ও মনেরও রচনা কর্ত্তা? ইহার প্রমাণ জন্য অধিক দূরে দৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন? যখন জন্তুদিগের মনের সহিত শরীরের এ প্রকার সংযোগ দেখিতেছি, যে মনের প্রবৃত্তি মাত্র অঙ্গ সকল তদনুসারে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হয়, ক্রোধের উদয় হইলে যখন তাহারা আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হয়, স্নেহের উদ্রেক হইলেই যখন অঙ্গ স্পর্শাদি দ্বারা সন্তানকে লালন করিতে অনুরক্ত হয়, এবং যখন শব্দের সহিত কর্ণের, রূপের সহিত চক্ষুর, গন্ধের সহিত নাসিকার, স্পর্শের সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের, এবং রসের সহিত জিহ্বাদির এ প্রকার সম্বন্ধ দেখিতেছি, যে বিষয় বা ইন্দ্রিয় ইহার একের অভাবে অন্যের বিফ-

লতা হয়, তখন কাহার মনে এ সিদ্ধান্ত উপস্থিত না হয়, যে চরাচর সমুদয় জগৎ এক আশ্চর্য্য যন্ত্র, এবং তাহার যন্ত্রী এক মাত্র পরম পুরুষ? যিনি দেখিয়াছেন, যে পক্ষিগণ কি প্রকারে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, ডিম্ব সকল প্রসব করিয়া কিরূপ যত্নে স্থাপন করে, তাহা স্ফোটন করিবার জন্য কি প্রকারে উত্তাপ প্রদান করে, ডিম্ব স্ফোটিত হইলে শাবকদিগের প্রতি কিরূপ স্নেহ প্রকাশ করে, সেই স্নেহ অনুসারে কিরূপে তাহারদিগকে আহারাদি প্রদান করে, এবং কিরূপে তাহারদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করে, তিনি তাহারদিগের মনের বৃত্তি ও শরীরের স্বভাব এক মাত্র অদ্বিতীয় পুরুষের কৃত জানিয়া কৃতার্থ হয়েন।

এই পৃথিবীর প্রত্যেক অংশে এক জগৎ কর্ত্তারই কার্য্যের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কালে কালে নূতন দেশ সকল প্রকাশ হইয়াছে, নূতন জন্তু সকল দৃষ্ট হইয়াছে, নূতন বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন বস্তুতে এপ্রকার নূতন স্বভাব, নূতন নিয়ম, বা নূতন কৌশল প্রত্যক্ষ হয় নাই যাহাতে বোধ হইতে পারে যে আমরা দ্বিতীয় এক ঈশ্বরের অধিকারে আগমন করিয়াছি। এক বায়ু সকল স্থানের জীবকে স্নিগ্ধ করিতেছে, এক জল সকল দেশের জন্তুর তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে, এক সূর্য্য সকল রাজ্যের শীত উষ্ণতা বিধান করিতেছে। সকল স্থানের জন্তু এক প্রকার নিয়মের অধীন রহিয়াছে: আহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, নিদ্রা দ্বারা বিশ্রাম করে, এবং কামভোগ দ্বারা স্বজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পরিপাকের নিয়ম, রক্ত সঞ্চালনের নিয়ম, শরীর পুষ্টির নিয়ম, দর্শন শ্রবণাদির নিয়ম সর্ব্বত্র তুল্য রূপে দৃষ্ট হইতেছে। সকল স্থানে মৃত্তিকার সেই রূপ গুণ দেখিতেছি যাহাতে বৃক্ষ, লতা, সস্য সকল উৎপন্ন হইয়া জীবদিগের যথোপযুক্ত উপকার করিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুর প্রকাশ, মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ, সেই রসের প্রতি শাখা পর্য্যন্ত সঞ্চালন ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ নিয়মের অন্যথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পরমেশ্বর কেবল আমারদিগের এই এক পৃথিবীরই ঈশ্বর নহেন— গ্রহ, চন্দ্র, নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমুদয় জগতের ঈশ্বর। ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার সহিত পুষ্প পরমাণুর সম্বন্ধ থাকাতে যেরূপ তাহার গন্ধের অনুভব হইতেছে, সেই রূপ চক্ষুর সহিত আলোকের সম্বন্ধ প্রযুক্ত সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি সমুদয় দৃষ্টি করিতেছি। এই মর্ত্যলোকে দীপশিখার আলোক যে প্রকার স্বভাবযুক্ত ও যে প্রকার নিয়মাধীন, তাহার সহিত অতি দূরস্থ গ্রহ, চন্দ্র, তারকাদির আলোকের কোন বিভিন্নতা নাই। অতএব আমারদিগের ঘ্রাণ শক্তির স্রষ্টা যিনি, তিনিই যে গন্ধবান্ পুষ্পাদির সৃজন কর্ত্তা ইহার প্রতি যেরূপ কোন সংশয় হয় না, সেই রূপ আমারদিগের দৃষ্টি শক্তির কারণ যিনি, তিনিই যে সমুদয় দৃশ্য সূর্য্য চন্দ্রাদির সৃষ্টিকর্ত্তা ইহার প্রতি কি প্রকারে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? বিশেষতঃ যখন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে এই পৃথিবীতে হস্ত হইতে প্রস্তর খণ্ড স্খলিত হইলে যে আকর্ষণ দ্বারা ভূমিতে পতিত হয়, সেই আকর্ষণ শক্তি দ্বারা গ্রহ, চন্দ্র, ধূমকেতু সমুদয় আকাশ পথে ধাবমান হইতেছে, এবং অসীম প্রায় দূরবর্ত্তি নক্ষত্র সকল পর্য্যন্ত যখন সেই নিয়মের অনুগামি দৃষ্ট হইয়াছে, তখন কি প্রকারে এ চিন্তা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায়, যে এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনাকর্ত্তা এক পুরুষ, এবং সেই এক মাত্র পুরুষের নিয়ম দ্বারা সমুদয় বিশ্বরাজ্য পরিপালিত হইতেছে। অতএব ভাবনা করিতে কি আহ্লাদ হয়, যে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা "একমেবাদ্বিতীয়ং"।

কঠোপনিষৎ

প্রথমা বল্লী।

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে॥ ১২॥

নচিকেতাউবাচ। 'স্বর্গে লোকে' রোগাদিনিমিত্তং

'ভয়ং' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি 'ন' 'অস্তি' 'ন' চ 'তত্র' 'ত্বং' হে মৃত্যো সহসা প্রভবস্যতইহলোক-বৎ ত্বতঃ 'ন জরয়া বিভেতি'। কিঞ্চ 'উভে' 'অশনা-য়াপিপাসে' 'তীর্ত্বা' অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি 'শোকাতিগঃ' সন্ মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতঃ 'মোদতে' হৃষ্যতি 'স্বর্গলোকে' দিব্যে ॥ ১২ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! স্বর্গ-লোকে কোন ভয় নাই, আর তুমিও সে খানে সহসা প্রভুত্ব করিতে পার না, আর জরাযুক্ত মর্ত্যলোকের ন্যায় কেহ স্বর্গেতে ভয় প্রাপ্ত হয় না, আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করে ।। ১২ ।।

তাৎপর্য্য।

আনন্দ স্থানকে স্বর্গলোক শব্দে কহা যায়, যেখানে জীব ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং রোগ শোকের অভাব হেতু তাহা হইতে নির্ভয় হয়। আনন্দের তারতম্য রূপে বিবিধ প্রকার স্বর্গলোক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, শুভ কর্ম্মের তারতম্যানুসারে এই শরীর পাত হইলে সেই অপকৃষ্ট উৎ-কৃষ্ট আনন্দ লোকে জীবের বসতি হয়। এই লোকে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ স্বর্গ-লোককে জীব প্রাপ্ত হয়, সেখানে পুনর্ব্বার ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে, এবং তাঁহার নিয়ম সকল উত্তম রূপে প্রতি-পালিত হইলে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করে; যদি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনা না করিয়া কেবল সাংসা-রিক সুখে রত থাকে, তবে সে ব্যক্তির সেই সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীতে পুন-রাবৃত্তি হয়। এ নিমিত্তে এস্থলে শ্রুতি কহি-য়াছেন, যে স্বর্গলোকে যম সহসা প্রভুত্ব করিতে পারেন না, অর্থাৎ বহুকাল স্বর্গভোগ পরে তন্নিবাসিদিগের জ্ঞান কর্ম্মানুসারে ঊর্দ্ধ বা অধোগতি হয়। সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বর্গ যে ব্রহ্মলোক তাহাতে গমন করিলে ব্রহ্ম স্বরূপ-কে জানিয়া জীব ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হয়, এবং সমুদয় সংসার বন্ধন হইতে প্রমুক্ত হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মলোকে যমের কিছু মাত্র প্রভুত্ব নাই ।। ১২ ।।

সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দ-ধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকাঅমৃতত্বং ভজন্তএতৎ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

এবঙ্গুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতং 'স্বর্গ্যং' 'অগ্নিং' 'সঃ ত্বং' মৃত্যুঃ 'অধ্যেষি' স্মরসি হে 'মৃত্যো' 'প্রব্রূহি' কথয় 'তং' 'শ্রদ্দধানায়' শ্রদ্ধা-বতে 'মহ্যং' স্বর্গার্থিনে। যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গোলো-কোপেয়ান্তে 'স্বর্গলোকাঃ' যজমানাঃ 'অমৃতত্বং' অম-রতান্দেবত্বং 'ভজন্তে' প্রাপ্নুবন্তি তৎ 'এতৎ' অগ্নি বিজ্ঞানং 'দ্বিতীয়েন' 'বরেণ' 'বৃণে' ॥ ১৩ ॥

এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয়, সেই অগ্নিকে তুমি জান, অতএব হে যম! শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপকে কহ, যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমা-নেরা দেবত্বকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দ্বিতীয় বর আমি প্রার্থনা করিতেছি ।। ১৩ ।।

তাৎপর্য্য।

যাগ যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠায়ি ব্যক্তি অগ্নিচয়নের সহিত অথবা যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগী পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসের সহিত যে অনুসারে ঈশ্ব-রের নিয়ম প্রতিপালন করেন, তদনুসারে উৎ-কৃষ্ট স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন। এস্থলে বেদ যাগ যজ্ঞ কর্ম্মকাণ্ড বলিবার অভিপ্রায়ে কেবল অগ্নিকে স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু করিয়া কহিয়া-ছেন; ফলতঃ স্বর্গ প্রাপ্তির হেতু দুই প্রকার, এক, যাগ যজ্ঞ কর্ম্মানুষ্ঠান, দ্বিতীয়, তত্ত্ব-জ্ঞানের অভ্যাস, কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম প্রতি-পালনে যত্নবান্ না হইলে কেবল অগ্নির অনু-ষ্ঠানে বা কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসে জীবের অধোগতি ব্যতীত উত্তম গতি কদাপি হইতে পারে না। ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যখন সেই যজমা-নের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, তখন তথায় ব্রহ্ম স্বরূপকে নিশ্চয় রূপে জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তে ব্রহ্মোপাসকদিগের ব্রহ্মলোকে যাইবার নি-তান্ত অপেক্ষা নাই, কারণ তাঁহারা যে লোকে বিশেষ রূপে যত্ন করেন, সেই লোক হইতেই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হয়েন ।। ১৩ ।।

প্র তে ব্রবীমি তদুমে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিন্নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্বিদ্ধি ত্বমেতন্নিহিতং গুহায়াং ॥ ১৪ ॥

'তে' তুভ্যং 'প্র' 'ব্রবীমি' 'তৎ' প্রার্থিতং 'উ' 'মে' মম বচসঃ 'নিবোধ' বুধ্যস্বৈকাগ্রমনাঃ সন্ 'স্বর্গ্যং' স্বর্গ-সাধনং 'অগ্নিং' হে 'নচিকেতঃ' 'প্রজানন্' বিজ্ঞাত-

দানহং। অধুনাগ্নিং স্তৌতি। 'অনন্তলোকাপ্তিং' অনন্তস্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ। 'অথো' অপি 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং জগতঃ 'এনং' অগ্নিং ময়োচ্যমানং 'বিদ্ধি' বিজানীহি 'ত্বং' 'নিহিতং' স্থিতং 'গুহায়াং' বিদুষাম্বুদ্ধৌ॥ ১৪॥

যম কহিতেছেন। হে নচিকেতা! স্বর্গের প্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর রূপে জানি, সেই অগ্নি তোমাকে কহিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া বোধ কর। অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ, আর সকল জগতের আশ্রয় এই অগ্নি হয়েন, আর তুমি জান যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিতে ইনি স্থিতি করেন॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।

অনন্ত লোক যে ব্রহ্মলোক তাহা প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হইয়াছেন। যিনি ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ হইয়া অগ্নিচয়ন করেন, তিনি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হয়েন। আর এই অগ্নি জগতের আশ্রয় হয়েন, এই অগ্নি ব্যতীত জগতের লৌকিক কি বৈদিক কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই অগ্নির গুণ জ্ঞাত আছেন, এবং বেদার্থ অবগত হইয়া অগ্নিকে কি প্রকারে চয়ন করিতে হয় তাহাও তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে স্থির আছে॥ ১৪॥

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ য়াইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা। সচাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ॥ ১৫॥

'লোকাদিং' লোকানামাদিং 'অগ্নিং' 'তং' প্রকৃতন্নচিকেতসা প্রার্থিতং 'উবাচ' উক্তবান্ মৃত্যুঃ 'তস্মৈ' নচিকেতসে। কিঞ্চ 'য়াঃ ইষ্টকাঃ' চেতব্যাঃ স্বরূপেণ 'যাবতীঃ বা' সংখ্যয়া 'যথা বা' চীয়তেঽগ্নির্যেন প্রকারেণ সর্ব্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ। 'সঃ চ অপি' নচিকেতাঃ 'তৎ' মৃত্যুনা 'উক্তং' 'যথা' যথাবৎ 'প্রত্যবদৎ' প্রত্যুচ্চারিতবান্। 'অথ' অনন্তরং 'অস্য' প্রত্যুচ্চারণেন 'তুষ্টঃ' সন্ 'মৃত্যুঃ' 'পুনঃ এবআহ' বরত্রয়ব্যতিরেকেণান্যম্বরং দিৎসুঃ॥ ১৫॥

সকল লোকের আদি যে অগ্নি, তাহার স্বরূপ যম সেই নচিকেতাকে কহিলেন। আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যেরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, তাহা সকল কহিলেন। যমের কথিত বাক্য নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন, যমের এমত প্রতীতি জন্মাইবার জন্য নচিকেতা ঐ সকল বাক্য যমকে পুনর্ব্বার কহিলেন। নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা তুষ্ট হইয়া যম কহিতেছেন॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।

পঞ্চভূত প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়া পরে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি লোক সকল তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হয়, অতএব লোক সকলের আদি পঞ্চভূত, সুতরাং সেই পঞ্চভূতের মধ্যে যে অগ্নি তিনিও লোকের আদি হয়েন। এবং বিধি পূর্ব্বক অগ্নিচয়ন দ্বারা উপযুক্ত পরলোকের প্রাপ্তি হয়, এ নিমিত্তেও লোকের আদি অগ্নি হয়েন॥ ১৫॥

তমব্রবীৎপ্রীয়মাণোমহাত্মা বরন্তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ॥ ১৬॥

'তং' নচিকেতসং 'অব্রবীৎ' শিষ্যযোগ্যতাম্পশ্যন 'প্রীয়মানঃ' প্রীতিমনুভবন্ 'মহাত্মা' অক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ 'বরং তব' চতুর্থং 'ইহ' প্রীতিনিমিত্তং 'অদ্য' ইদানীং 'দদামি' প্রয়চ্ছামি 'ভূয়ঃ' পুনঃ। 'তব এব' নচিকেতসঃ 'নাম্না' অভিধানেন প্রসিদ্ধঃ 'ভবিতা' ময়োচ্যমানঃ 'অয়ং অগ্নিঃ'। কিঞ্চ 'সৃঙ্কাং চ' রত্নময়ীমালাঞ্চ 'ইমাং' 'অনেকরূপাং' বিচিত্রাং 'গৃহাণ' স্বীকুরু॥ ১৬॥

শিষ্য যোগ্য দেখিয়া মহাত্মা যম প্রীতি পূর্ব্বক সেই নচিকেতাকে কহিতেছেন, তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, এ নিমিত্তে তোমাকে এখন পুনর্ব্বার এই বর দিতেছি যে এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নি তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর এই নানা রূপ বিশিষ্ট রত্নময়ী মালা তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর॥ ১৬॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যন্বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৭॥

পুনরপি কর্ম্মস্তুতিমাহ। ত্রিঃকৃত্বোনাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতোয়েন সঃ 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রিভিঃ' মাতৃপিত্রাচার্য্যৈঃ 'এত্য' প্রাপ্য 'সন্ধিং' সন্ধানং সম্বন্ধং মাত্রাদ্যনুশাসনং 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' ইজ্যাধ্যায়নদানানাং কর্ত্তা 'তরতি' অতিক্রামতি জন্ম চ মৃত্যুশ্চ 'জন্মমৃত্যূ'। কিঞ্চ ব্রহ্মণোজাতোব্রহ্মজঃ ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ কর্ম্মজ্ঞোঽসৌ তং 'ব্রহ্মজজ্ঞং' 'দেবং' 'ঈড্যং' স্তুত্যং 'বিদিত্বা' শাস্ত্রতঃ 'নিচায্য' দৃষ্ট্বা 'ইমাং' 'শান্তিং' 'অত্যন্তং এতি' অতিশয়েনৈতি॥ ১৭॥

মাতা পিতা আচার্য্য তিনের অনুশাসনে যে ব্যক্তি তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেন, আর যিনি যাগ, বেদাধ্যায়ন, এবং দান এই তিন কর্ম্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু

হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, আর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং কর্ম্মজ্ঞ, দীপ্তি বিশিষ্ট, এবং স্তুতি যোগ্য যে অগ্নি তাহাকে সেই ব্যক্তি শাস্ত্রতঃ জানিয়া এবং দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।

বিধি পূর্ব্বক তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিলে জন্ম মৃত্যু হইতে জীব উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। স্বাভাবিক জড় স্বরূপ অগ্নিতে এস্থলে জ্ঞানের উপচার হইয়াছে, যেন অগ্নি যজমানের কর্ম্ম সকল জানিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ফলপ্রদান করেন। বাস্তবিক তাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী এবং তদনুরূপ ফল প্রদাতা কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর হয়েন। অশুভ কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত এবং শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবার জন্য অগ্নিচয়ন কনিষ্ঠাধিকারিদিগের এক অবলম্বন মাত্র হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা যএবম্বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। সমৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞানচয়নফলমুপসংহরতি। 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রয়ং' যথোক্তং য়াইষ্টকাযাবতীর্ব্বাযথাবা ইতি 'এতৎ' 'বিদিত্বা' অবগম্য 'য়ঃ এবংবিদ্বান্' 'চিনুতে' নির্ব্বর্ত্তয়তি 'নাচিকেতং' অগ্নিং। 'স' 'মৃত্যুপাশান্' অধর্ম্মাজ্ঞানরাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ 'পুরতঃ' অগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ 'প্রণোদ্য' অপহায় 'শোকাতিগঃ' মানসৈর্দুঃখৈর্ব্বিবর্জ্জিতইত্যেতৎ 'মোদতে' 'স্বর্গলোকে'॥ ১৮ ॥

যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যে প্রকার অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এই তিনকে বিশেষ রূপে জানিয়া যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করেন, তিনি রাগ দ্বেষাদি রূপ যে মৃত্যু পাশ, তাহাকে মরণের পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়া এবং শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন ॥ ১৮ ॥

এষতেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোযমবৃণীথাদ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥

'এষঃ' 'তে' তুভ্যং 'অগ্নিঃ' বরঃ হে 'নচিকেতঃ' 'স্বর্গ্যঃ' স্বর্গসাধনঃ 'য়ং' অগ্নিম্বরং 'অবৃণীথাঃ' প্রার্থিতবানসি 'দ্বিতীয়েন বরেণ' সোঽগ্নির্ব্বরোদত্তইত্যুক্তোপসংহারঃ। কিঞ্চ 'এতং অগ্নিং' 'তব এব' নাম্না 'প্রবক্ষ্যন্তি' 'জনাসঃ' জনাঃ ইত্যেষবরোদত্তো-ময়া চতুর্থস্তুষ্টেন। 'তৃতীয়ং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ্ব' তস্মিন্ অদত্তে ঋণবানেবাহমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৯ ॥

হে নচিকেতা! তুমি দ্বিতীয় বর দ্বারা স্বর্গের সাধন যে অগ্নির বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই দিলাম। আর লোক সকল এই অগ্নিকে তোমার নামে বিখ্যাত করিবেন। হে নচিকেতা, এখন তৃতীয় বর তুমি প্রার্থনা কর ॥ ১৯ ॥

প্রেরিত প্রশ্ন।

৯ প্রশ্ন—বেদ বাক্য তর্কাভাব কি না?

উত্তর—তর্ক প্রতি নির্ভর করিয়া বেদকে অমান্য করিবেক না।

যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতু শাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
সসাধুভির্ব্বহিষ্কার্য্যোনাস্তিকোবেদনিন্দকঃ॥
মনুঃ॥

কিন্তু বেদ বাক্যের অর্থ তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করিবেক।

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে সধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥
মনুঃ॥

১০ প্রশ্ন—তর্কের দ্বারা যে বেদবাক্য যুক্তি সিদ্ধ হইবেক, ঐ বেদ বাক্য সত্য অন্য অসত্য কি না?

উত্তর—বেদ বাক্য মাত্রই সত্য, তাহার কোন অংশই অসত্য হইতে পারে না।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং
প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ॥
মনুঃ॥
শ্রুতিপ্রামাণ্যতোবিদ্বান্
স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥
মনুঃ॥

শ্রুতিই যখন সকল ধর্ম্মের প্রমাণ হইলেন, তখন সে শ্রুতির প্রতি সংশয় করিলে কি প্রকারে ধর্ম্ম রক্ষা হয়?

১১ প্রশ্ন—সত্যাসত্য প্রবঞ্চনা রূপে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্রে, তাহা রচনা করা কি না?

১২ প্রশ্ন—সত্যাসত্য প্রবঞ্চনা রূপে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্রে, তাহার বচন প্রমাণ গ্রাহ্য কি না?

১৩ প্রশ্ন— সত্যাসত্য প্রবঞ্চনা রূপে উক্ত হইয়াছে যে শাস্ত্রে তন্মতাবলম্বী হওয়া কর্ত্তব্য কি না?

১৪ প্রশ্ন— বেদ শাস্ত্রে দুর্ব্বলাধিকারির প্রতি প্রবঞ্চনা রূপে উক্তি আছে কি না?

উত্তর— এই চারি প্রশ্ন দ্বারা বেদের সত্যতার প্রতি যে প্রশ্নকর্ত্তার সংশয় প্রকাশ হইয়াছে, ইহা অতি অমূলক ও অযোগ্য, এবং বেদকে প্রবঞ্চক রূপে যে বোধ হইয়াছে, ইহা অতি অনর্থের হেতু। চতুর্দ্দশ প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নকর্ত্তার এই তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে, যে বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানই যদি মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির হেতু হইল, তবে তাহাতে দুর্ব্বলাধিকারি (অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাতে অসমর্থ) ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে যে কর্ম্মকাণ্ড উক্ত হইয়াছে, তাহা কি প্রবঞ্চনা? বিবেচনা করিলে ইহার উত্তর আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। পরমেশ্বরের সৃষ্টিতে দুই বস্তু সমান নাই। ন্যূনাধিক ক্রমে মনুষ্যের বুদ্ধিও নানা প্রকার; কোন কোন সুধীর ব্যক্তি জ্ঞানের প্রখরতা দ্বারা চন্দ্র সূর্য্যের দূর নির্ণয় করিতেছেন, এবং গ্রহাদির গতি বিধি স্থির করিতেছেন, কেহ বা আপনার স্বাভাবিক অল্প বুদ্ধি এবং মন্দ অবস্থা প্রযুক্ত এমত জ্ঞান উপার্জ্জনেও সমর্থ হয় নাই, যে সহস্র হস্ত রজ্জুকে পরিমাণ করিতে পারে। অতএব কেবল বুদ্ধিমানের উপযুক্ত যে পরম ধর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞান, যদি তন্মাত্রেরই উপদেশ বেদে উক্ত থাকিত, তবে তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের কি কর্ত্তব্য হইত? নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাই যদি তাহারদিগের বুদ্ধি গত না হইত, এবং স্বাভাবিক প্রবল রিপু সকল শান্ত করিবারই যদি কোন উপায় না থাকিত, তবে তাহারা নাস্তিক এবং দুষ্কর্ম্মাসক্ত হইয়া পৃথিবীর কি উপদ্রবের কারণ না হইত? এই নিমিত্তে করুণাকর শ্রুতি বুদ্ধিমানের জন্য যেরূপ পরব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তদসমর্থ ব্যক্তিদিগের মনঃ স্থিরের জন্য শাস্তকারি কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছেন। শ্রুতির এই তাৎপর্য্যে তখন আরও বিশ্বাস জন্মে, যখন দেখা যায় যে কর্ম্মকাণ্ডের বিধান সেই প্রকার কৌশলে হইয়াছে যে প্রকারে মনের দুষ্প্রবৃত্তি সকল শান্ত হয়, রিপু সকল জীর্ণ হয়, এবং জ্ঞানের পথ ক্রমশঃ মুক্ত হয়। যদি শাস্ত্রে কর্ম্মিদিগের প্রতি জ্ঞানাভ্যাসের নিষেধ থাকিত, তথাপি সংশয় হইতে পারিত যে বেদ কর্ম্মাবলম্বিদিগকে জ্ঞান হইতে বহির্ম্মুখ রাখিতেছেন, বরঞ্চ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, কর্ম্মিদিগের প্রতি জ্ঞানাভ্যাসে যত্নবান্ হইবার অনুমতি দেখিতেছি।

তমেতৎ বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাবিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন॥
শ্রুতিঃ॥

অতএব যখন বেদের এই স্পষ্ট তাৎপর্য্য দেখা যাইতেছে, যে পরব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ কল্প, এবং পরম পুরুষার্থ সাধনের হেতু, এবং তদসমর্থ দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের প্রতি কর্ম্মকাণ্ডের বিধি এই নিমিত্তে আছে, যে তাঁহারা আপন আপন কর্ম্মানুসারে উত্তমাধম লোক প্রাপ্ত হইয়া সে স্থানেও যদি পরব্রহ্মের উপাসনাতে সমর্থ এবং প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তথা হইতেও মুক্ত হইতে পারেন, তখন বেদকে প্রবঞ্চক বলিয়া অপবাদ দেওয়া কি প্রকারে যোগ্য হয়? যদি বল, যে এই ক্ষণে অনেক লোক জ্ঞানের প্রাখর্য্য বশতঃ পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধি এ প্রকার হইবারও সম্ভাবনা আছে, যে তখন কর্ম্মকে আর কেহ অবলম্বন করিবেক না, সুতরাং তখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডীয় ভাগ বিফল হইবার সম্ভাবনা। ইহা অত্যন্ত সম্ভব, এবং পরমেশ্বরের নিয়মাধীনও বটে। যেহেতু ক্ষেত্রকে যে পরিমাণে কর্ষণ করা যায়, সেই পরিমাণে কালক্রমে তাহাতে প্রচুর ও উৎকৃষ্ট সস্য জন্মে, সেই প্রকার বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা ক্রমশঃ লোকের চিত্ত বিশুদ্ধ ও জ্ঞানাবলম্বনের উপযুক্ত হইতেছে— কাল বশতঃ এমত দিনও উপস্থিত হইতে পারে যখন ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক দ্বারা পৃথিবী

উজ্জ্বলা হইবে। কিন্তু তন্নিমিত্তে কি বেদকে নিষ্ফল ও প্রবঞ্চক বলা যায়? জন্মের আদি কাল অবধি এপর্য্যন্ত কর্ম্মকাণ্ড বিনা লোকেরা কি উপায় দ্বারা শান্ত থাকিত? যে কালে যাহার প্রয়োজন, জগদীশ্বর সেই কালে তাহাই বিধান করিয়াছেন। মাতা তাঁহার বয়স্ক পুত্রকে অন্ন প্রদান করিয়া তাহার শিশু পুত্র অন্নাহারে অশক্ত প্রযুক্ত তাহাকে দুগ্ধ পান করান, ইহাতে সেই মাতা কি তাঁহার শিশু পুত্রের প্রতি প্রবঞ্চনা করেন? কি তদ্দ্বারা তাঁহার পুত্রের প্রতি স্নেহ প্রকাশই হয়? অতএব প্রশ্নকর্ত্তা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে জানিতে পারিবেন, যে পরব্রহ্মের উপাসনাতে অশক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের প্রতি দুষ্কর্ম্ম দমনের উপযুক্ত এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজক কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করাতে শ্রুতি করুণা প্রকাশই করিয়াছেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয়েষু।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার জন্ম দিবসাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকারিণী বোধ হইতেছেন, তাহা অস্মদাদি লেখনী ধারণ করণে অশক্ত হেতুক প্রকাশ করিতে অক্ষম। উক্ত পত্রিকা দ্বারা বঙ্গভাষার যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তদ্দৃষ্টে কোন্ দেশহিতৈষী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার প্রশংসা করিতে অগ্রসর না হইবেন? কোন্ ব্যক্তি তাঁহার উন্নতি জন্য উদ্যোগী না হইবেন? এবং কোন্ ব্যক্তি তাঁহার চিরস্থায়িত্ব হেতু পরম করুণাময় জগদীশ্বরের আরাধনা করণে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত না থাকিবেন? বিশেষতঃ আপনকারদিগের ১৭৬৬ শকের ১ চৈত্রের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা পাঠ করত পরম পুলকিত হইলাম, ও তাহাতে আমারদিগের এমত ভরসা জন্মিয়াছে, যে এতদ্দেশীয় কি অজ্ঞ কি বিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহারাও অবিলম্বে সনাতন বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মোপাসক হইবেন। কিন্তু উক্ত বক্তৃতার প্রান্ত ভাগে লিখিত আছে যে "যাহার কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞান আছে তাহার কদাপি ইহা বিশ্বাস যোগ্য হয় না, যে বাক্য কৌশল দ্বারা কোন এক সর্প কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে, এবং এক জনের দোষে সকল মনুষ্য ঈশ্বর সমীপে দণ্ডি হইতে পারে?" এই কয়েক পংক্তির তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়া আমারদিগের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিয়াছে, যাহা পশ্চাতে কতিপয় প্রশ্ন দ্বারা প্রকাশ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কয়েক পংক্তি উত্তর সম্বলিত আপনারদিগের অমূল্য পত্রিকার একাংশে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

হিন্দু যুবকগণের সভার সভ্য।

১ প্রশ্ন—বাক্য কৌশল দ্বারা কোন এক সর্প কোন স্ত্রীকে নিষিদ্ধ ফল ভোজন করাইতে পারে ইহা যে বিজ্ঞ লোকের বিশ্বাসের অযোগ্য ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর—পরমেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের জন্য যে কোন কার্য্য উৎপন্ন করিতেছেন, তাহার নিমিত্তে উপযুক্ত উপায় সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত উপায় ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। দৃষ্টি জন্য আমারদিগকে চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছেন, এবং শ্রবণের জন্য শ্রবণযন্ত্র কর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই চক্ষুঃ ও কর্ণের কোন অংশে ব্যাঘাত হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ অন্ধ এবং বধীর হই। এইরূপ অর্থপ্রকাশক বাক্য উচ্চারণের জন্য আমারদিগকে জিহ্বাদি বাগ্‌যন্ত্র এবং স্মরণ বিবেচনাপ্রভৃতি মনের শক্তি দান করিয়াছেন। সর্পাদি জন্তুকে সে সকল উপায় প্রদান করেন নাই, অতএব কি প্রকারে তাহারা বাক্য কহিতে পারিবেক? অগ্নি ব্যতীত যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় না, মেঘ ব্যতীত যেরূপ বারি বর্ষণ হয় না, মনুষ্যের ন্যায় উপযুক্ত বাগ্‌যন্ত্র ও মনের শক্তি ব্যতীত সেইরূপ কেহ ভাষা উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়

না। বিশেষতঃ সর্পের কি এরূপ বুদ্ধি আছে যে সে মনুষ্যকে প্ররোচন বাক্য দ্বারা ফলাহারে লুব্ধ করিবেক? অতএব সর্প মনুষ্যের সহিত কথোপকথন করিতে পারে ইহা অপেক্ষা অপ্রমাণ ও অলীক বাক্য কি হইতে পারে?

২ প্রশ্ন— এক জনের পাপে মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বর সমীপে যে অপরাধী হইতে পারে না, ইহার প্রমাণ কি?

উত্তর — ইহার প্রমাণ এই, যে এক জনের পাপে অন্য ব্যক্তি অপরাধী হইলে পরমেশ্বরকে বিচার শূন্য বলিতে হয়? রাজা যদি দোষি ব্যক্তির শাস্তি না করিয়া অন্য আর এক নির্দ্দোষি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড করেন, তবে এ প্রকার অবিচার ও অত্যাচার নিমিত্তে পরমেশ্বর নিকটে কি সেই রাজা দণ্ড প্রাপ্ত হয়েন না? অবিচারির উপযুক্ত দণ্ড প্রদাতা যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ, যাঁহার পূর্ণ বিচারের অন্যথা কদাপি হইতে পারে না, তাঁহাকে অবিচারি বলিয়া অপবাদ দেওয়া অপেক্ষা আমারদিগের আর অধিক কি অপরাধ হইতে পারে? অতএব এক ব্যক্তির পাপ দ্বারা অন্য ব্যক্তি ঈশ্বর সমীপে কদাপি দোষী হইতে পারে না।

৩ প্রশ্ন — যদি সকল মনুষ্য পাপি এমত বোধ হইতেছে, তবে তাহারদিগের পাপি হওনের মূলীভূত কারণ কি?

উত্তর — সকল মনুষ্য পাপি কি না এ সিদ্ধান্ত করিতে আমরা উদ্যুক্ত নহি, যেহেতু তাহা কেবল সেই সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন। কিন্তু পাপের কারণ মোহ ইহার প্রতি সংশয় কি?

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত দান।

	মাসিক,	এককালীন
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব	৫০	১০০০০
,, রাজা সত্যচরণ বাহাদুর	২৫	৩০০০
,, ব্রজনাথ ধর	২৫	২০০০
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০	২০০০
	১৩০	১৭০০০

	মাসিক,	এককালীন
	১৩০	১৭০০০
শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর	১০	১০০
,, হরচন্দ্র লাহুড়ি	১০	১০০০
,, মতিলাল শীল		১০০০
,, বীরনৃসিংহ মল্লিক	১০	৫০০
,, প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক	১০	৫০০
,, নৃসিংহচন্দ্র বসু	১০	৫০০
,, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫	৫০০
,, লোকনাথ মল্লিক		৫০০
,, রমানাথ ঠাকুর	১০	৫০০
,, রাজা যাদবকৃষ্ণ বাহাদুর	১০	৫০০
,, হরিমোহন সেন	১০	৫০০
,, রামরত্ন রায়	১০	৫০০
,, রামসেবক মল্লিক	৫	৫০০
,, রাজা বরদাকণ্ঠ রায়		৫০০
,, জয়চাঁদ পাল চৌধুরি	৫	৫০০
,, গুরুচরণ সেন		৫০০
,, গোপাললাল ঠাকুর	১০	৫০০
,, প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫	৪০০
,, সূর্য্যকুমার দেব	৫	৪০০
,, শিবনারায়ণ ঘোষ	৫	৩০০
,, কুমার সত্যভক্ত ঘোষাল	৫	৩০০
,, দেবীপ্রসাদ রায়	৫	৩০০
,, প্যারীমোহন দে		৩০০
,, কৃষ্ণকিশোর নেউগী		৩০০
,, শিবচন্দ্র গুহ	৫	২৫০
,, বিন্ধ্যমাধব বসু	৫	২৫০
,, মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫	২৫০
,, মথুরানাথ ঠাকুর	৫	২৫০
,, গঙ্গাধর শীল		২৫০
,, রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক		২৫০
,, আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত		২৫০
,, গুরুপ্রসাদ বসু		২৫০
,, কাশীনাথ বসু		২৫০
,, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	৫	২০০
,, রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর	৫	২০০
,, বীরচাঁদ সাহা	৫	২০০
,, কাশীপ্রসাদ ঘোষ		২০০
,, উমেশচন্দ্র রায়		২০০
	৩০৫	৩২৫৫০

	মাসিক,	এককালীন
	৩০৫	৩[illegible]৫০
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মল্লিক	২	১৫০
,, রাজনারায়ণ রায়	৪	১৫০
,, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর	২	১০০
,, কানাইলাল ঠাকুর		১০০
,, রাধাকান্ত সেট	২	১০০
,, রামতনু শীল	২	১০০
,, নীলমণি মল্লিক		১০০
,, ভবানীপ্রসাদ দত্ত	২	১০০
,, তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়		১০০
,, গুরুদাস লাহুড়ি		১০০
,, অবিনাশচন্দ্রগঙ্গোপাধ্যায়	২	১০০
,, হেরম্বনাথ ঠাকুর	১	১০০
,, হরিচরণ দেব	১	১০০
,, রাধাপ্রসাদ রায়	৪	১০০
,, চন্দ্রশেখর দেব	১	১০০
,, গোবর্দ্ধন মল্লিক	২	১০০
,, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী	১	১০০
,, ঠাকুরলাল মল্লিক	২	১০০
,, প্রসন্ননারায়ণ দেব	২	১০০
,, হরমোহন দত্ত		১০০
,, বৈদ্যনাথ শীল		১০০
,, জগন্নাথ দাস বাবু		১০০
শ্রীমতী রামমণি দাসী		১০০
শ্রীযুক্ত হরনাথ মল্লিক		১০০
,, বংশিধর মল্লিক		১০০
,, লোকনাথ বসু		১০০
,, সনাতন কুণ্ড		১০০
,, শম্ভুচন্দ্র মিত্র		১০০
,, বৈদ্যনাথ বসু		১০০
,, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়		১০০
,, রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়		১০০
,, ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়		১০০
,, কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়		১০০
,, নীলরত্ন হালদার		১০০
,, রামচন্দ্র মৈত্রী		৭৫
,, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২	৫০
,, চিন্তামণি দে		৫০
,, রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়		৫০
	৩৩৭	৩৬২৭৫

	মাসিক,	এককালীন
	৩৩৭	৩৬২৭৫
শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১	৫০
,, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়		৫০
,, রাধানাথ মিত্র		৫০
,, গোকুলচাঁদ দাঁ		৫০
,, বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ		৫০
,, পঞ্চানন বশাক	১	৫০
,, হিন্দু বন্ধু	২	৫০
,, শ্রীকৃষ্ণ লাহা	২	৫০
,, প্যারীমোহন বসু	২	৫০
,, রামরত্ন দেব		৫০
,, গোপীমোহন দাস		৫০
,, রামহরি ভদ্র	১	৫০
,, প্রাণনাথ বসু	৫	৫০
,, রামগোপাল ঘোষ	৩০	০
,, গোবিন্দচন্দ্র সেন	৩০	০
,, দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায়	৫	২৫
,, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২	২০
,, রাজেন্দ্রনাথ সেন	১	২৫
,, সীতানাথ মল্লিক	১	৪
,, রামচন্দ্র মিত্র	১	১০
,, রামকুমার মিত্র	১	১৫
,, পতিতপাবন সেন	১	৩২
,, অমৃতলাল মিত্র	২	২৫
,, হরিদাস বসু	১	৫
,, হাজারিলাল লালা	৷৷০	৫৷১৫
,, রাজনারায়ণ রায়	১	১০
,, শ্যামাচরণ বসু	১	৬
,, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র	৷৷০	৫
,, রামধন বসু	২	১০
,, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১	০
,, কালীশঙ্কর দত্ত	৩	০
গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়		
অল্প দানের সমষ্টি		২৩৭৪৷৷৶৫
	৪৩৬	৩৯৪৯৭

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥

মনুষ্য যদি বস্তুর যথার্থ স্বভাব জানিয়া নিয়মিত রূপে তাহাকে ব্যবহার করে, তবে অনেক ভাগে এ সংসারে দুঃখের হ্রাস হয়। এ পৃথিবীর তাবৎ বস্তুতে ভদ্রাভদ্র রূপ অমৃত এবং বিষ মিশ্রিত হইয়া আছে। সাধু ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তু হইতে স্বীয় যত্নে নিষ্কৃষ্ট সুধাকে লাভ করিয়া এবং অসাধু ব্যক্তি অনায়াস লভ্য বিষ ভাগকে গ্রহণ করিয়া আনন্দিত এবং মুমূর্ষু হয়েন। দুগ্ধ স্বভাবতঃ সুপেয় এবং আম্র সুভক্ষ্য হইয়াও দূরিত হইলে যেরূপ তাহার সেবন দ্বারা শরীরের সুস্থতা ভগ্ন হয়, সেই রূপ ইক্ষু ও দ্রাক্ষা এবং তণ্ডুল প্রভৃতি স্বাভাবিক অম্ল রস সুস্থতা এবং প্রাণধারণের প্রতি কারণ হইলেও পাক দ্বারা যখন মদ্য নাম প্রাপ্ত হয়, তখন সর্প বিষ তদপেক্ষা কত অপকারী হইতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর যে সুরা রসের সৃষ্টি করিয়াছেন সে কি নিরর্থক, অথবা কেবলই কি অপকারক? নিরর্থক নহে, সে কেবল অপকারকও নহে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত প্রয়োগ দ্বারা অনেক সঙ্কট রোগের আশু শান্তি হয়। কিন্তু ঔষধের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার ব্যর্থ সেবন করা কি মঙ্গল জনক? যে বিষ প্রয়োগ দ্বারা বিকারের শমতা হয়, সুস্থ ব্যক্তি তদ্দ্বারা কি ক্ষিপ্ত হয় না?— মৃত্যুকে কি প্রাপ্ত হয় না? বিশেষতঃ সকলেরই সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে; অনেক প্রকার ভক্ষ্য পেয় বস্তুতে উপযুক্ত লবণ মিশ্রিত করিলে তাহার আস্বাদন উত্তম হয়, এবং তদ্দ্বারা শরীরের সুস্থতাও জন্মে, কিন্তু তাহা অপরিমিত লবণাক্ত হইলে উৎকট রোগের কারণ, বরঞ্চ দেহ বিনাশের হেতু হয়। অতএব যাহাতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকে এমত অল্প পরিমাণে ঔষধ স্বরূপ সুরা পান যদিও দোষের কারণ না হয়, কিন্তু সে কি প্রকার ঔষধ যাহা অযোগ্যরূপে সেবন করিয়া লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উপদ্রব করে, বা বিমোহিত হইয়া শবের ন্যায় পড়িয়া থাকে? এই অপরিমিত সুরা পান দ্বারা কি প্রকার অমঙ্গল না ঘটিতে পারে? ইহার প্রবল শক্তি দ্বারা সম্ভোগের লালসা দীর্ঘ হয়, রিপু সকল প্রবল হয়, অঙ্গ সমুদয় শিথিল হয়, বিষয় কার্য্যে আলস্য হয়, ভদ্রাভদ্র বিবেচনা ক্ষীণ হয়, এবং পান সুখ অভাবে জীবনের অন্য তাবৎ সুখ পানাসক্ত ব্যক্তির নিকটে ব্যর্থ হয়। এই সমূহ অমঙ্গলের নিবারণ নিমিত্তে আমারদিগের বেদ শাস্ত্রে অযোগ্য সুরাপানের নিষেধ আছে। পূর্ব্বে যখন এদেশীয় লোক ধর্ম্ম ভয়ে ভীত ছিল, এবং বৈদিক শাসনের অধীন থাকিয়া নিয়ম পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত ছিল, তখন

মদিরা পানের উপদ্রব কিছু মাত্র ছিল না। এইক্ষণে দুর্ব্বুদ্ধি লোক সকল অনাদি বেদ শাস্ত্রকে অনাদর করিয়া তন্ত্রোক্ত মদ্যপানের বাহুল্য বিধি প্রতি স্থখাশ্বাসে নির্ভর করাতে এই মহা পাপ বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে সম্যক্ রূপে আশ্রয় করিয়াছে। যে নবদ্বীপ এই বঙ্গ দেশের মধ্যে বিদ্বান্ ও স্থশীল এবং সাধু ব্যক্তিদিগের প্রধান স্থান ছিল, যে স্থানে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বহু ভদ্র সন্তানের বসতি, কি আশ্চর্য্য! সেই স্থানও এই পান রোগে বিশেষ জীর্ণ হইয়াছে। বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে উক্ত গ্রামে ভদ্র লোকের মধ্যে মদ্যপায়ী কেবল এক ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়াও দুষ্কর হইত, কিন্তু এইক্ষণে তথায় শত শত ব্যক্তিকে প্রতিদিন স্থরা পানে ক্ষিপ্ত দেখা যায়। তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে মেড়তলা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রাম এই পাপে যে প্রকার মগ্ন হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র বিখ্যাতই আছে। এই রূপ মুর্শিদাবাদ, মেটেরী, কৃষ্ণনগর, গোয়াড়ি, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, কাঁচরাপাড়া, হালিসহর, মন্বনপুর, খড়দহ, কোণনগর, টাকী, শিবহাটী,যশোহর প্রভৃতি কি ক্ষুদ্র কি গণ্ড গ্রামস্থ অনেক ব্যক্তিই মদ্য রসে এ প্রকার মগ্ন হইয়াছে, যে তাহা হইতে অল্প চেষ্টায় তাহারদিগের উদ্ধৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই মদ্য পানের প্রবলতা জন্য কলহ, বিবাদ, ব্যভিচার, চৌর্য্য, হত্যা প্রভৃতি নানা দৌরাত্ম্য প্রতিদিন শত শত স্থানে সংঘটিত হইতেছে। কোন কোন গ্রামের এমত অপবাদ কি শ্রবণ করা যায় নাই, যে তত্রস্থ লোকেরা পান রসে মুগ্ধ হইয়া ব্যভিচার বিষয়ে সম্পর্কও বিবেচনা করে নাই! ইহা কি ভূয়োভূয় শ্রবণ করা যায় নাই, যে গ্রামস্থ কোন কোন পরিবার স্থরার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া বলিদানের উপলক্ষে গুরু পুরোহিতকে ছেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল? ইহা কি বিখ্যাত নাই, যে প্রায় তিন বৎসর হইল শান্তিপুরের নিকটস্থ মালিপোতা নামক গ্রামে কয়েক জন ভদ্র কুলোদ্ভব মনুষ্য মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া কালিকার উদ্দেশে তাহারদিগের মধ্যে এক জনকে ছাগ বা মেষ জ্ঞানে প্রকৃত বলিদান করিয়াছিল? এই দুর্ঘটনার পর কি আরও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, যে ইহার ন্যায় মদ্য চক্রে অনেক লোক হত হইয়াছে? যখন পল্লীগ্রামের মধ্যে এ প্রকার দুশ্চরিত্রের প্রাদুর্ভাব, তখন সকল কুকর্ম্মের আকর স্থান যে রাজধানী তাহাতে এ পাপের বৃদ্ধি কি পর্য্যন্ত না হইতে পারে? অন্য অন্য স্থানের ন্যায় এই কলিকাতা নগরেও পূর্ব্বে মদ্য পানের ব্যবহার প্রায় ছিল না, সম্প্রতি প্রায় ত্রিশ বৎসর অবধি ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সকল শ্রেণী মধ্যে ইহার ক্রমাগত প্রবলতা হইতেছে। এই কলিকাতার স্থানে স্থানে প্রায় এক শত মদ্যের বিপণী স্থাপিত হইয়াছে, এবং তদ্ব্যতীত রাধাবাজার প্রভৃতি অন্য অন্য নানা স্থানে প্রতিদিন কত মদ্য বিক্রয় হয় তাহার নিয়ম নাই। স্মরণ করিতে ঘৃণা হয়, যে উক্ত বিপণীর মধ্যে দিবা রাত্রি ১০।১৫ জন ক্রমাগত স্থরা পানে মত্ত হইয়া পরস্পর কলহ করিতে থাকে। সন্ধ্যার পর কলিকাতার অবস্থার প্রতি নেত্রপাত করিলে কি দৃষ্ট হয়? কোন স্থানে বহু ব্যক্তি একত্র হইয়া মদ্য রসে প্রমত্ত হইতেছে, কেহ বা অভিভূত হইয়া পথের মধ্যে স্থপ্ত রহিয়াছে, কোন স্থানে ভূরি ভূরি মনুষ্য ক্ষিপ্ত হইয়া পথিকদিগের প্রতি উপদ্রব করিতেছে, এবং অধিকাংশ গণিকালয় কেবল মদিরা মত্তের কোলাহলে ধ্বনিত হইতেছে। বিশেষতঃ রাজ্য মধ্যে কোন পাপ প্রবিষ্ট হইলে বিদ্বান্ লোকের দ্বারা তাহার দমন হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্য যে এইক্ষণে যাঁহারা আপনারদিগকে বিদ্যাবান্ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারাই ইউরোপীয় জাতির আদর্শক্রমে এই মোহকারি দুষ্কর্ম্ম পাশে অধিক বদ্ধ হইতেছেন। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই, যে তাঁহারা উক্ত জাতির কুব্যবহার মাত্র শিক্ষা করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশের হিত চেষ্টা প্রভৃতি তাহারদিগের সদ্গুণের দৃষ্টান্ত কেহ গ্রহণ করেন না। ফলতঃ ইউরোপীয় ভদ্র লোক সকলও

মদ্য পানে আসক্ত নহেন; তাঁহারা অপরিমিত মদ্যপায়ির সংসর্গ পর্য্যন্ত ঘৃণা করেন। তাঁহারা এইক্ষণে স্বদেশস্থ ইতর নাবিক প্রভৃতিকে ঐ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন; তদ্বিপরীত বঙ্গদেশস্থ ভদ্র এবং বিদ্বান্ লোকের মধ্যে এ পাপের ক্রমাগত প্রাদুর্ভাব হইতেছে। দুরবস্থার কেবল বর্ণনা করা বিফল, এইক্ষণে তাহার শান্তির উপায় কি? শ্রুতির শাসন ও স্মৃতির নিয়ম কালবশে বিফল হইয়াছে, এইক্ষণে বর্ত্তমান রাজার শাসন ব্যতীত কি প্রকারে ইহার দমন হইতে পারে? কিন্তু আশ্চর্য্য যে এমত সভ্য বিচক্ষণ জাতি হইয়াও রাজপুরুষেরা ইহার নিবারণ জন্য কোন নিয়ম এ পর্য্যন্ত স্থাপন করেন নাই। ইহা সত্য যে কোন ব্যক্তি সুরা পানে অভিভূত হইয়া পথ মধ্যে পতিত থাকিলে পুলিসের কর্ম্মচারিরা তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক রুদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাহার চৈতন্য হইলে পরে নিষ্কৃতি প্রদান করেন। ইহাতে কি মদ্যপায়িদিগের শাসন হইবার সম্ভাবনা? বরঞ্চ তাহারা শকট প্রভৃতির আঘাত প্রাপ্তির আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া মদ্য পানে অধিক সাহস প্রাপ্ত হয়। অতএব একুকর্ম্মের শান্তি জন্য বিশেষ রাজ নিয়ম অতি আবশ্যক হইয়াছে। সুইডন রাজ্যে মদিরা মত্ত ব্যক্তির প্রতি প্রথম দোষে ৬৸৹ টাকা দণ্ড হয়, দ্বিতীয় দোষে ১৩৷৹ টাকা, এই প্রকার প্রতি বারে দ্বিগুণ দণ্ড হইতে থাকে। ইংলণ্ড দেশেও এই দুষ্কর্ম্মের শাসন জন্য এই নিয়ম প্রচার আছে, যে কোন ব্যক্তি মদিরা মত্ত প্রমাণ হইলে তাহার ২৷৹ টাকা দণ্ড হইবে, এবং দ্বিতীয় বার উক্ত দোষগ্রস্ত হইলে ১০০ টাকার জন্য দুই প্রতিভূ এই প্রতিজ্ঞাতে প্রদান করিতে হইবে, যে তাহার সে প্রকার কদাচরণ পুনর্ব্বার না হয়। এবম্প্রকার নিয়ম দ্বারা সমূহ দেশে এ কুকর্ম্মের অনেক নিবারণ হইয়াছে। স্বদেশের আদর্শক্রমে এই প্রকার কোন নিয়ম এদেশ মধ্যে সংস্থাপন করিতে রাজপুরুষেরা কেন বিলম্ব করেন? এ দেশের বিদ্যা ও সভ্যতার বৃদ্ধি জন্য যে তাঁহারা এত যত্ন করিতেছেন, জ্ঞান নাশের এই কদর্য্য হেতুর প্রাবল্য থাকিলে সে সমুদয় কি প্রকারে সফল হইতে পারে? মাদক সেবনে প্রজারা কর্ম্মাক্ষম হইবে এই আশঙ্কায় চীনের রাজা অহিফেণ বাণিজ্য নিবারণের নিমিত্তে সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব রাজ্যের মঙ্গল যিনি অভিলাষ করেন, এবং প্রজার প্রতি যাঁহার স্নেহ আছে, এমত রাজা স্বরাজ্য মধ্যে এ প্রকার দুষ্কর্ম্মের শাসন না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? যখন প্রথম এই রাজ্য বর্ত্তমান রাজার অধীন হইল, তখন এ দেশে মদ্যের ব্যবহার ছিল না, সুতরাং তৎকালে এ নিয়মের প্রয়োজন ছিল না। একাল পর্য্যন্তও যে এমত কোন নিয়ম প্রচার হয় নাই, তাহার কারণও এই, যে এ অত্যাচার রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু এইক্ষণে যখন আমরা এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে প্রচার করিতেছি, তখন তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার প্রতি আশু মনোযোগ করেন, এবং ইহার দমন জন্য কোন নিয়ম শীঘ্র প্রচার করেন।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৭ ॥

দ্বিতীয় প্রকরণ।

তৃতীয়াধ্যায়।

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

শ্রুতিঃ॥

সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সকলের অন্তরে এবং সকলের বাহিরে স্থিতি করিতেছেন।

অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বরের অপার করুণাতে সর্ব্ব কালে বেষ্টিত থাকিয়াও কত ব্যক্তি দিবা রাত্রিতে একবারও তাঁহাকে স্মরণ করে না! তাহারা কেবল এই সাংসারিক বিষয় ভোগেই হত জ্ঞান হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীর নিরর্থক বা অপবিত্র আমোদেই মগ্ন রহিয়াছে; এই সংসারের কারণ এবং বিধাতা

যে করুণা পূর্ণ পুরুষ তাঁহাকে ক্ষণমাত্রও আলোচনা করে না। কিন্তু যিনি বেদান্ত বাক্য দ্বারা জানিয়াছেন, যে কোন্ পরম কারণ হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন, কাহার আশ্রয় দ্বারা অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন, এবং যাহা কিছু সম্ভোগ করিতেছেন তাহা কাহার প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেই পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎ জানিয়া কুকর্ম্ম ত্যাগে ও স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকেন।

ইহ লোকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা অন্য সম্ভ্রান্ত শিষ্ট ব্যক্তির নিকটে লজ্জা ভয়ে কত কুকর্ম্ম হইতে লোক ক্ষান্ত হইতেছে! সাধারণের নিকটে কলঙ্ক ভয়ে কত দুর্ব্ব্যবহার হইতে নিরস্ত হইতেছে! ইহাতে সমুদয় বিশ্বের যিনি পরম পিতা, যাঁহার সমান আরাধ্য বস্তু আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার সাক্ষাতে পাপ হ্রদে কি প্রকারে লোক মগ্ন হইতে পারে? পিতা মাতা প্রভৃতির নিকটে অনেক কুকর্ম্ম গোপন করা যাইতে পারে, কিন্তু যিনি সকলের বাহিরে এবং অন্তরে এককালে বসতি করিতেছেন, এবং যিনি আমারদিগের চিত্তপটের প্রতি বৃত্তান্ত প্রতিক্ষণ পাঠ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষি পরম পুরুষের নিকটে কোন্ বিষয় গোপন রাখা যাইতে পারে? বরঞ্চ ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে অন্তঃস্থ জানিয়া মনোমধ্যে কুকর্ম্মের আলোচনা করিতেও লজ্জিত হয়েন।

পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানিয়া সাধু ব্যক্তি যেরূপ পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, সেই রূপ সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেও উৎসাহী থাকেন। মনুষ্য যে প্রকার পক্ষপাতের অধীন, তাহাতে এ সংসারে লোকের যথার্থ গুণ গৃহীত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর; যদিও কেহ পক্ষপাত শূন্য হয়েন, তথাপি তাঁহার ভ্রম দ্বারা অনেক কপটবেশী অকপটের ন্যায় গণ্য হইতে পারে। বহু মূল্য হীরক এ সংসারে কাচের ন্যায়ও অনাদৃত হইতে পারে, এবং হীরকের ন্যায় কাচও মান্য হইতে পারে; এই প্রকার লোকের ভ্রম প্রযুক্ত কত অযোগ্য ব্যক্তি মহা সমাদর লাভ করিতেছে, যোগ্য ব্যক্তিও তত্তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হয় না। অন্ধ কূপস্থ মণির ন্যায় বা সমুদ্র তলস্থ রত্নের ন্যায় কত সিংহাসনের যোগ্য ব্যক্তি কুটীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে— সেই ভূষণ স্বরূপ রত্ন সকল মনুষ্যের নিকটে গোচরও হয় না। কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ সম্পূর্ণ ন্যায়বান্ পুরুষ, যিনি আমারদিগের মনেরও অন্তরাত্মা হয়েন, অণু প্রমাণ দোষ গুণ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে অপ্রকাশ থাকে না,—কোন ছদ্ম ব্যবহারও তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে শক্ত হয় না। তিনি মনুষ্যের ন্যায় এক দেশ দর্শী নহেন, তিনি আমারদিগের আজন্ম স্বভাবকে জানেন, আমারদিগের সমুদয় অবস্থাকে দৃষ্টি করেন, এবং মনোগত তাবৎ অভিপ্রায়কে গ্রহণ করেন। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা মানস পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলেও তিনি আমারদিগের সাধু ইচ্ছাকে দেখেন, এবং তদনুসারে তাহার পুরস্কার স্বরূপ আনন্দ প্রদান করেন। অতএব সৎ কর্ম্মের ফল সুখ লাভের প্রতি নিঃশঙ্ক হইয়া ব্রহ্মোপাসক সুকর্ম্মের অনুষ্ঠানেই আনন্দিত থাকেন। জগদীশ্বর জানেন, যে ধূলীকণা দ্বারা আমারদিগের শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ভ্রমের সহিত আমারদিগের চিত্ত জড়িত রহিয়াছে, অতএব মোহাচ্ছন্ন হইয়া দৈবাৎ কোন অপরাধ করিলেও তজ্জন্য যদি তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সাবধান হই, তবে তিনি অবশ্যই আমারদিগকে ক্ষমা করেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্র ব্যাপি এবম্প্রকার করুণা পূর্ণ পরমাত্মাকে জানিয়া সাধু ব্যক্তিরা কদাপি নৈরাশ পঙ্কে পতিত হয়েন না।

যিনি বেদান্ত দ্বারা এই পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানেন, তিনি সাংসারিক নানা দুঃখ মধ্যেও আকুল হয়েন না— গুরু বিপদকেও বিপদ্ জ্ঞান করেন না। তিনি যদি মহা দুঃখে মগ্ন হয়েন, পিতা মাতা ভ্রাতৃ বন্ধু হইতে পরিত্যক্ত হয়েন, স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেও বাধ্য হয়েন, তথাপি তিনি একেবারে নিরাশ

হয়েন না। তিনি নিশ্চিত রূপে জানেন, যে যে স্থানে থাকুন, তাঁহার পরম পিতা পরমেশ্বর, যিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের প্রতি সমান স্নেহ করেন, এবং সর্ব্বত্র প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় ধনি নির্দ্ধন সকলকেই উপযুক্ত রূপে প্রতিপালন করেন, তিনি এক নিমেষের নিমিত্তেও তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন না, এবং করুণা প্রকাশেও বিরত হইবেন না। দাম্ভিক ব্যক্তি যদি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, বিপক্ষ যদি গ্লানি করে, শত্রু যদি অত্যাচার করে, বন্ধু যদি প্রতারণা করে, তথাপি তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েন না। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে,যে পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর যথা উপযুক্ত রূপে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার করিবেন। অ[illegible] হইবার পূর্ব্বে যিনি আমারদিগের আন্তরিক যাতনা জানিতেছেন, তাঁহার স্নেহের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে হৃদয়ে সে দুঃখ কতক্ষণ বাস করিতে পারে? শীত বসন্ত তাঁহারই নিয়মে পরিবর্ত্ত হইতেছে, সুখ দুঃখ তাঁহারই নিয়মাধীন যাতায়াত করিতেছে, জন্ম মৃত্যু তাঁহারই বিধান দ্বারা সঞ্চারিত হইতেছে, — তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই মঙ্গলের হেতু হইয়াছে, এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা থাকিলে পুত্র শোক মনুষ্যকে কত ক্ষণ যন্ত্রণাগ্রস্ত করিতে পারে? এবং সাংসারিক মোহ তাঁহাকে কত ক্ষণ আচ্ছন্ন রাখিতে পারে!

তত্র কোমোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ ॥

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়।

পরমাপ্যায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের আনুকূল্য জন্য মেদিনীপুরে কতক গুলীন সুবিচক্ষণ ভদ্র লোক গত ৯ আষাঢ় রবিবারে এক সভা করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য ইতো মধ্যে তথায় ১০৫৪ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পল্লীগ্রাম মধ্যে তাঁহারাই প্রথমতঃ এ প্রকার সৎকর্ম্মের পথ প্রদর্শক হইয়াছেন, অতএব তাঁহারদিগকে মহামহা ধন্যবাদ প্রদান করি, এবং প্রার্থনা করি যে অন্য অন্য গ্রামস্থ লোক তাঁহারদিগের এই দৃষ্টান্তের শীঘ্র অনুগামি হয়েন, তাহা হইলে উপস্থিত বিষয় অবিলম্বে সম্পন্ন হইবে। এই সভাতে যে সকল কল্প স্থির হইয়াছে তাহা নিম্ন ভাগে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম কল্প।

অদ্যকার সভার বিবেচনায় এই কর্ত্তব্য হইল যে কলিকাতা মহানগরে হিন্দু হিতার্থি অবৈতনিক পাঠশালা সংস্থাপন জন্য যে সভা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে তৎ সাহায্যার্থ এতন্নগরস্থ হিন্দু জনগণের যথাভিলাষ অর্থ প্রদানার্থ স্বাক্ষর জন্য পত্র এ সভাস্থ ব্যক্তিদিগের সম্মুখে উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরণ করা যায়।

দ্বিতীয় কল্প।

প্রথম কল্পের কার্য্য সম্পাদনার্থ পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হইলেন, এবং আর অধিক লোক নিযুক্ত করণের আবশ্যক হইলে তাঁহারাই করিবেন।

অধ্যক্ষ গণ।

শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায়।
শ্রীযুক্ত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার।
শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র।
শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসাদ মল্লিক।
শ্রীযুক্ত বাবু কালিকানন্দ রায়।
শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর ঘোষ।
শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল।

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চৌধুরী।

তৃতীয় কল্প।

যৎকালীন সমুদয় স্বাক্ষরিত ধন সংগ্রহ হইবেক, তৎকালীন কলিকাতাস্থ মহাসভাধ্যক্ষদিগের সমীপে ভাবি পাঠশালার ব্যয়ার্থ প্রেরণ করা যাইবেক।

চতুর্থ কল্প।

অদ্যকার এই সভায় যে কার্য্য হইল তাহার বিবরণ কলিকাতাস্থ মহাসভা সম্পাদকের নিকট জ্ঞাপন করা যায় যে এতদ্বিষয় উচিত মতে প্রকাশ করেন।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত ধনের মধ্যে এপর্য্যন্ত ২৫৭৫২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রবণ করিতেছি যে যত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা সমুদয় আদায় হইলেই তাহার উপস্বত্ব ও মাসিক দাতব্য দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবেক। অতএব যাঁহারা আপনারদিগের স্বীকৃত ধন অদ্যাবধি প্রদান করেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে পরিশোধ করুন এবং এদেশীয় লোকেরা দান স্বাক্ষর করিয়া যে পরিশোধ করেন না, কিম্বা পরিশোধ করিতে যে অধিক বিলম্ব করেন, এ অপবাদ শীঘ্র খণ্ডন করুন। যে সকল সাধু ব্যক্তি তাঁহারদিগের স্বীকৃত ধন দান করিয়াছেন তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি এবং তদ্বিবরণ পশ্চাতে প্রকাশ করিতেছি।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত টাকা।

নাম	টাকা
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব	১০০০০
শ্রীযুক্ত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল	৩০০০
শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর	২০০০
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০০০
শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল	১০০০
	১৮০০০

নাম	টাকা
আগত	১৮০০০
শ্রীযুক্ত বীরনৃসিংহ মল্লিক	৫০০
শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বসু	৫০০
শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫০০
শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর	৫০০
শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন	৫০০
শ্রীযুক্ত রামসেবক মল্লিক	৫০০
শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সেন	৫০০
শ্রীযুক্ত মদনমোহন আঢ্য	৫০০
শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫০০
শ্রীযুক্ত কুমার সত্যভক্ত ঘোষাল	৩০০
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর নেউগী	৩০
শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যমাধব বসু	২৫
শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শীল	২৫
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেন	২৫
শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বসু	২৫
শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ঘোষ	২০০
শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বসু	২০০
শ্রীযুক্ত কালীদাস বসু	১৫০
শ্রীযুক্ত প্রসন্নারায়ণ দেব	১০০
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	১০০
শ্রীযুক্ত রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়	১০০
শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র শীল	১০০
শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু	১০০
শ্রীযুক্ত জয়গোপাল মল্লিক	১০০
শ্রীমতী রামমণি দাসী	১০০
শ্রীযুক্ত রামরত্ন দেব	৫০
শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মিত্র	৫০
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত	৫০
শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ বসু	৫০
শ্রীযুক্ত রামকমল রায়	৩২
অল্প দানের সমষ্টি	৭০
	২৫৭৫২

We received the sixth number of the Calcutta Review, at a time, when most of our papers had been sent to the press. We can therefore offer our readers only a few cursory remarks in our present number, on an article, which has appeared in that periodical, purporting to be a Review of some "recent publications on the subject of Vaidantism." Whether it is a Review in the generally approved sense of that word, containing as all reviews ought to do, a calm, dispassionate and impartial examination of the works, it professes to review, or whether the solemn trust of a Reviewer has been adopted from interested motives, merely to impart a degree of plausibility to a series of uncharitable and unhallowed invectives

and wholesale declamation in the sacred cause of religion, our readers will be able to judge for themselves, from the few specimens, we shall presently lay before them. In the limited space of a little more than five pages, which may be said to be exclusively devoted to an investigation of the doctrines and sentiments avowed by the followers of the Vaids, we are not a little astonished to find, no less than fifty abusive expressions levelled against us. In one place, the works reveiwed are denounced in one sweeping assertion as "drivelling" "worthless" and "utterly beneath contempt." They are said to be replete with fancies and fallacies, with erroneous and incongruous textures, with impious misstatements and gross and horrible perversion of fact and truth. They are, in short, sweepingly stigmatized as "wretched "stuff—wretched in every respect,—wretched in "sense and sentiment, in spirit and manner, object "and end." In another place, it is very charitably insinuated, that we have no character or respectability to lose, and that in our humble endeavours to disseminate the knowledge of One True and Living God, we have adopted a cause which in the opinion of the Reviewer, is "philosophically, morally and religiously a bad one." But we need not multiply instances. Let the curious reader but peruse the article to satisfy himself of the spirit, in which it is written. Considering how far enthusiasm and over-zealousness, especially in matters of religion, go to mistify the most shining and lucid understandings, we do not wonder, that such an article has been penned; nor, from the general tone of several contributions which have appeared in some of the recent numbers of the Calcutta Review, and the character which that periodical has latterly obtained with the public, can we be at all surprized, that such a contribution should have found a place in its columns. But we may be permitted to lament, as we sincerely do, that truth and decency should be so sacrificed at the shrine of bigotry, as they are, in the production, under consideration. Our readers will not deem it strange, that the article has failed to provoke us into a recriminatory defence, as we are sure they will fully recognize the general rule, that in all philosophical and religious controversies, the party that has the least pretension to truth, is always the first to break through the rules of propriety. It would have been well for the Reviewer, had he remembered, ere he indited the article, that the same scurrility of language and opprobriousness of expressions, which have rendered the writings of Thomas Paine, however memorable in other respects, disreputable, cannot fail to be equally fatal to the cause, which he deems it his duty to espouse.

After these preliminary remarks on the general character of the production, let us examine whether it possesses any of those redeeming features, which constitute the chief beauty of a Review, any sound and philosophical handling of a given question, any impartial criticism of the works, which are ostensibly the subjects of the writer's review. In this also we are sadly disappointed. Without examining any of the positions advanced in those tracts, without contesting on fair and logical grounds the arguments brought forward in them in defence of Hindoo Theism, without even attempting to controvert the objections raised in them against the prevailing doctrines of Christianity, the learned Reviewer expresses at the outset his "sincerest grief and sorrow" in being called upon to notice these productions, and in the next sentence all at once condemns them as "drivelling" and "utterly beneath contempt." If they are worthless because they inculcate the pure unmixed spiritual worship of god, they may well afford to be so stigmatized. But when it is generally known, that these productions were given to the world, at a time, when a warm controversy was maintained in this city between the Vaidantists and some of the most learned missionary gentlemen, that the former were induced to resort to the publications from considerations arising out of these discussions, and that some of these tracts have remained unanswered up to this time, we naturally expected a far different course of procedure from a person of the learned Reviewer's established reputation. We had thought, that the Reviewer whose success in evangelical career is generally believed to have been surpassed by none of his fellow labourers, would furnish the world with a complete refutation of the arguments and positions which confounded the late Dr. Tytler, and were left unrefuted by some of the most eminent persons. After what has just appeared from the pen of the learned Reviewer, may we not confidently and safely assert, that our positions are invincible and our arguments uncontrovertible?

A little further on, the Reviewer seems to think, that the Editor of the Brahmunical Magazine was unsincere, when he wrote, that the political strength of the English was, "through the grace of god," gradually increasing. Great stress has been laid on the words under quotation, which, when proceeding from the lips of a Vaidantist, are said to exhibit the "reckless audacity of the blasphemer" or "the unthinking levity of the scoffer." We freely confess, we do not comprehend the drift of the reasoning, or the soundness of the conclusion. We have carefully looked over several of our other works, in none of which have we been able to trace the least dissatisfaction with the increasing power of the British Government. In some, the dissolution of the Mehomedan power and the establishment of the British rule in its place, have been deemed a source of blessing to the people of this country, and consequently, of gratitude towards the Supreme disposer of events. Even in one of the tracts under review where the sense cannot possibly be misinterpreted, allusion is made to

the "enjoyment of local comfort" by the people "under the peaceful sway of the British nation." A broad line of distinction has ever been maintained between the persons composing the government of this country, and those represented by the name of missionaries. The former have invariably been guided in their movements by sound and general principles of toleration, while the latter have as pertinaciously been desirous of infusing a spirit of intolerance and narrow-mindedness in the departments of legislation and government. It is pre-eminent folly to confound the one with the other. Whatever influence our missionary friends are able to exert with our rulers, people of this country have gradually acquired too much confidence in the good sense and acknowledged character of the British nation for equity, to fear of any arbitrary and untoward encroachment on their rights and previleges, and we cannot, therefore, easily perceive, wherein the Editor of the Brahmunical Magazine is liable to a charge of insincerity or audacious blasphemy, when he states, that the "possessions" of the English "in Hindoostan and their political "strength have through the grace of god "gradually increased."

The question of "interference" or "non-interference" is next discussed, at some length, by the Reviewer, with which he has needlessly occupied more than two pages. We regret to find, that in discussing this topic, the Reviewer has directly charged us with having resorted to the "unhallowed weapons of brute force" in rescuing one of the recent converts from the custody of the missionaries. We thank the Reviewer for affording us an opportunity of publicly disavowing the remotest participation in the alleged diabolical measures. We repudiate the idea of having ever countenanced directly or indirectly any such coercive and ignominious proceedings, calculated to restrain freedom of conscience; and we have only to regret, that the learned Reviewer should have been so lamentably deceived by his informers on this affair. On the main point of interference, the Reviewer is evidently mistaken. We do not recollect to have ever objected to a moral and rational interference. We have always shown partiality for, and shall ever feel partial to universal toleration and free discussion. The very preface, and the preface is the only portion of the works that has passed under the Reviewer's notice, contains the following passage. "If by "the force of argument they (the mission-"naries) can prove the truth of their own "religion and the falsity of that of Hindoos, "many would, of course, embrace the doc-"trines, and in case they fail to prove this, "they should not undergo such useless "trouble, nor teaze Hindoos any longer by "their attempt at conversion. In consider-"ation of the small huts in which Brah-"muns of learning generally reside, and "the simple food such as vegetables &c. which "they are accustomed to eat, and the poverty "missionary gentlemen may not, I hope, abstain "from controversy from contempt of them" Is this not fairly and publicly courting enquiry? Is it not an invitation for a free and candid discussion of religious subjects and religious truths? Is it not a virtual recognition of the principle of moral interference in the broad and catholic sense of that term? It may then reasonably be enquired what sort of interference with the religion of a country was meant and protested against, by the Editor of the Brahmunical Magazine? The answer is plain. The attempt to convert unsophisticated and unexperienced youths, hardly capable of thinking or acting for themselves, by systematically instilling into their minds from infancy, the excellency of one's own religion and the debasedness of others'; to make proselytes of those whose circumstances in life, scarcely permit them to resist the temptations of worldly gain and honour; to apostalize others by taking an unfair advantage of the influence which one possesses from his relative position and rank in society, are interferences that were evidently within the meaning of the Editor. We have not the least doubt, our readers will cordially join us in deprecating such unnatural and unjustifiable proceedings —such unworthy modes of conversion. While on this point, we will merely beg to remind the learned Reviewer, that even in England, which enjoys the highest state of civilzation, the publication and propagation of any sentiments against the prevailing religion of the land, would render their author liable to legal prosecution. Will the Revd. gentlemen allow a Vaidantist or a Mehomedan to preach his respective doctrines in England with impunity? We need not pause to a reply. Of the several tracts on Hindoo Theism under review, these are the only points noticed by the learned Reviewer, and on which we have thought it necessary to offer some elucidation. We cannot take leave of the article we have been discussing, without pointing out the bad taste which has been displayed in the admission into it of heterogenous elements connected with the discussion on Vaidantism. Some remarks have been introduced on a recently published translation of the Bhuguvudgeeta by some native gentleman. We had not looked over the Book until we perused the article from the learned Reviewer's pen. We have only to add that the disingenuousness of introducing such a production in connection with the tracts published by the Tuttuboadhinee Society, with a view to throw discredit on the latter, and expose them before the world in the most disadvantagious light, will not fail to be properly appreciated by the enlightened public. The artifice is very unworthy of a respectable writer.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয় ॥
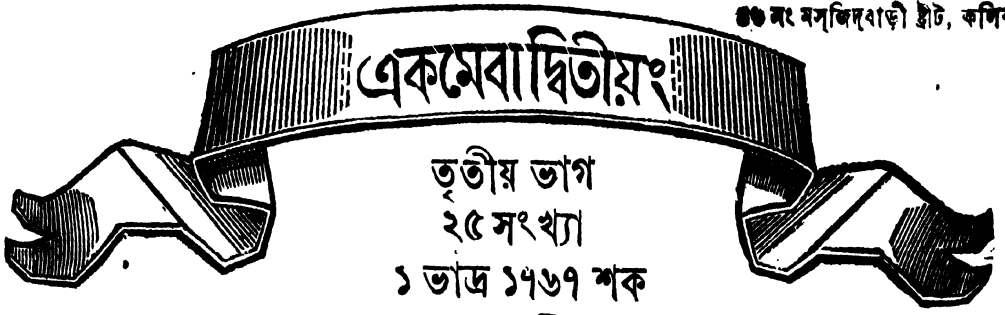
বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন।

যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
স্ত্রিয়ম্প্রতি স্বামিবাচ্যোদ্বাহমন্ত্রং॥

এ দেশের যে প্রকার প্রথা ও ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, তাহাতে স্ত্রীদিগের শৈশব কালাবধি দুঃখেরই সোপান নির্ম্মিত হইতে থাকে। বাল্য কালে তাহারা কোন বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না, যাহাতে ভবিষ্যতে ক্লেশের হ্রাস হইতে পারে, বরঞ্চ অজ্ঞান প্রযুক্ত সর্ব্বকালে তাহারদিগের প্রাপ্ত দুঃখের আধিক্যই হয়। এই শৈশব কাল গত না হইতেই পিতা মাতা কন্যা দানের উদ্যোগ করেন। বিবেচনা কর, যাহার সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় একত্র থাকিতে হয়, যাহার চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্র দুষ্ট হইলে জীবনের সকল সুখ অবসন্ন হয়, এবং যাহার দুঃখেই দুঃখ ও যাহার সুখেই সুখ, সেই স্বামি শব্দের অর্থ না জানিতেই যখন বিবাহ হয়, তখন পাত্রের বিদ্যা ও চরিত্র বিষয়ে বিবেচনা করা পিতা মাতার কি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য! কিন্তু সকলেই জামাতার ঐশ্বর্য্য মাত্রের, কেহ বা কুলের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন, ইহাতে উৎকৃষ্ট সচ্চরিত্রের সহিত জঘন্য দুশ্চরিত্রেরও সংঘটন হয়, সুতরাং দম্পতির বয়োবৃদ্ধির সহিত কলহেরও অঙ্কুর বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ বল্লাল সেনীয় মুখ্য কুলীনেরা কুল ভঙ্গ আশঙ্কায় এবং মৌলিকেরা কুলক্রিয়ার কল্পিত মর্য্যাদার আশ্বাসে পঞ্চাশৎ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকারও বিবাহ দেন, এবং জঘন্য দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেও পরমা সুন্দরী সুশীলা কন্যা সম্প্রদান করেন। কৌলিন্য মর্য্যাদা বিষয়ে উপযুক্ত পাত্রের অভাব প্রযুক্ত কেহ কেহ আপনার কন্যাকে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃ পর্য্যন্তও অবিবাহিতা রাখেন; কেহ বা শত স্ত্রীর পতির হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া তাহাকে চিরদুঃখিনী করেন।

এই সকল প্রস্তুত কারণ দ্বারা স্বভাবতই দম্পতির অসম্প্রীতির সম্ভাবনা, ইহাতে এ দেশস্থ পুরুষদিগের চরিত্র স্মরণ করিলে স্ত্রীদিগের সকল সুখের আশা এককালীন শীর্ণা হয়। অনেকে এ প্রকার দুরাচার, যে মাসান্তেও এক বার ভার্য্যার মুখাবলোকন করে না— অন্তঃপুরকে তাহারা বিষ বৃক্ষের ন্যায় ঘৃণা করে, এবং বেশ্যার সঙ্গকে অমৃত প্রায়

প্রিয় জ্ঞান করে। অবলা ভার্য্যা কারারুদ্ধ প্রায় বদ্ধ থাকিয়া মনোদুঃখে দগ্ধ হয়, ব্যভিচারী স্বামী গণিকার সহিত আসক্ত হইয়া ইতর আমোদে মগ্ন থাকে। ভার্য্যা কোন কর্ম্ম বশতঃ গবাক্ষ দ্বার হইতে দৃষ্টি করিলে খড়্গ হস্ত হইয়া তাহাকে চ্ছেদন করিতে উদ্যত হয়েন, আর আপনি দিবা রাত্রি দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে লিপ্ত থাকিয়াও আপনার প্রতি কিঞ্চিৎ গ্লানি বোধ করেন না। স্ত্রীর নিকটে সে দুষ্কর্ম্ম গোপন রাখিতেও কি সাবধান হয়েন? বরঞ্চ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। তাহার চক্ষুর সম্মুখে কোন বাটীতে বেশ্যাকে স্থাপন করিয়া এবং তাহার কর্ণের নিকটে সেই ব্যভিচারিণীর সহিত গান বাদ্য হাস্য কৌতুকাদির উল্লাস ধ্বনি বিস্তার করিয়া তাহার যন্ত্রণাকে শত গুণ প্রবলা করেন। এ প্রকার দুঃখিনীদিগের তুলনায় তাহারদিগেরও সুখের অবস্থা, স্বকৃত ভঙ্গ কুলীনের পত্নীর ন্যায় যাহারদিগের সহিত স্বামির দ্বিতীয় বারও চাক্ষুষ হয় নাই।

যাঁহারা স্বপরিবার হইতে অধিক দূরে প্রবাস করেন, তাঁহারদিগের ভার্য্যারাও সামান্য ক্লেশ ভোগ করে না। সম্বৎসর কেহ বা দুই বৎসর গত না হইলে একবার মাত্র স্বামির মুখাবলোকন করিতে সমর্থা হয় না। সামান্যতই ইহারদিগের অসহ্য ক্লেশ, বিশেষতঃ যখন তাহারা আপনার বা সন্তানের পীড়া অথবা অন্য কোন সাংসারিক বিপদ্ জন্য ব্যাকুলতা প্রযুক্ত পতির আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াও প্রাপ্ত হয় না, তাহারদিগের তৎকালের দুঃখ স্মরণ করিলেও দুঃখ উপস্থিত হয়। তথাপি অনেক স্ত্রী অধর্ম্মকে ঘৃণা করিয়া এবং ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিয়া যে সতীত্বকে প্রতিপালন করে, তাহাতে তাহারদিগকে শত ধন্যবাদ করি। কিন্তু সেই সকল নরাধম পুরুষ কি দুরাচার, যাহারা এই প্রকার প্রবাসি হইয়া এবং পতিব্রতা ভার্য্যা প্রভৃতিকে বিস্মৃত থাকিয়া সর্ব্বদা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। তাঁহারদিগের ভার্য্যারা কোন জ্ঞান অভ্যাস না করিয়াও যখন পাপ হইতে পবিত্র রহিয়াছে, তখন তাঁহারা রিপুর বশীভূত হইলে কি তাঁহারদিগের সকল পৌরুষ নষ্ট হয় না? এ উদ্বোধন কি তাঁহারদিগের মনে উপস্থিত হয় না, যে আপনারা যদি রিপুর শমতা করিতে অসমর্থ হয়েন, তবে জ্ঞান শূন্য অবলাগণ কি প্রকারে সম্পূর্ণ ধৃতিমতী হইতে পারে?

ধন্য তাহারা— ধন্য সেই অবলারা, যাহারা এই সমুদয় বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বিনা দোষে কাল যাপন করিতেছে। কিন্তু কত কাল লোক ধৈর্য্যকে অবলম্বন করিতে পারে? তপ্তাঙ্গার বক্ষঃস্থলে কত ক্ষণ ধারণ করা যাইতে পারে? ইহা কি অজ্ঞাত আছে, যে কত স্ত্রী এই কারণে রহস্য রূপে ব্যভিচারিণী হইয়াছে? ইহা কি স্থির নহে, যে কত স্ত্রী লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া বেশ্যার ভবনে আশ্রয় লইয়াছে? কিন্তু ইহাতে কি তাহারদিগের সম্যক্ দোষ? পল্লীস্থ দুশ্চরিত্র কোন পুরুষ দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্ররোচিতা না হইয়া গ্রামস্থ কোন্ স্ত্রী দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে? ইহা কি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে কত পতিব্রতা নারী পতির দুর্ব্ব্যবহারে ক্লেশ সম্বরণ করিতে অশক্তা হইয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইয়াছে?

আহা! পতির দুঃখে যাহারদিগের দুঃখ, পতির মঙ্গলে যাহারদিগের মঙ্গল, কেবল পতিই যাহারদিগের এক মাত্র আশ্রয় স্থল, এবং পিতা মাতা জ্ঞাতি বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কারারুদ্ধের ন্যায় পতির নিতান্ত অধীনা থাকে, তাহারদিগকে এই রূপে দুঃখ প্রদান করা কি পতির উচিত? অতএব যত কাল এপ্রকার দুষ্কর্ম্ম হইতে এ দেশ মুক্ত না হইবে, এবং যত কাল এই যন্ত্রণা জাল হইতে অবলা সকল নিষ্কৃতি না পাইবে, তত কাল পর্য্যন্ত বাহুল্য রূপে জ্ঞানের চর্চ্চা প্রবলা হইয়া এ দেশের যে কোন উপকার হইয়াছে ইহা বলিবার যোগ্য হইবেক না।

সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং॥
মনুঃ॥

নরবলি

নরাকৃতি বলিস্তম্ভ
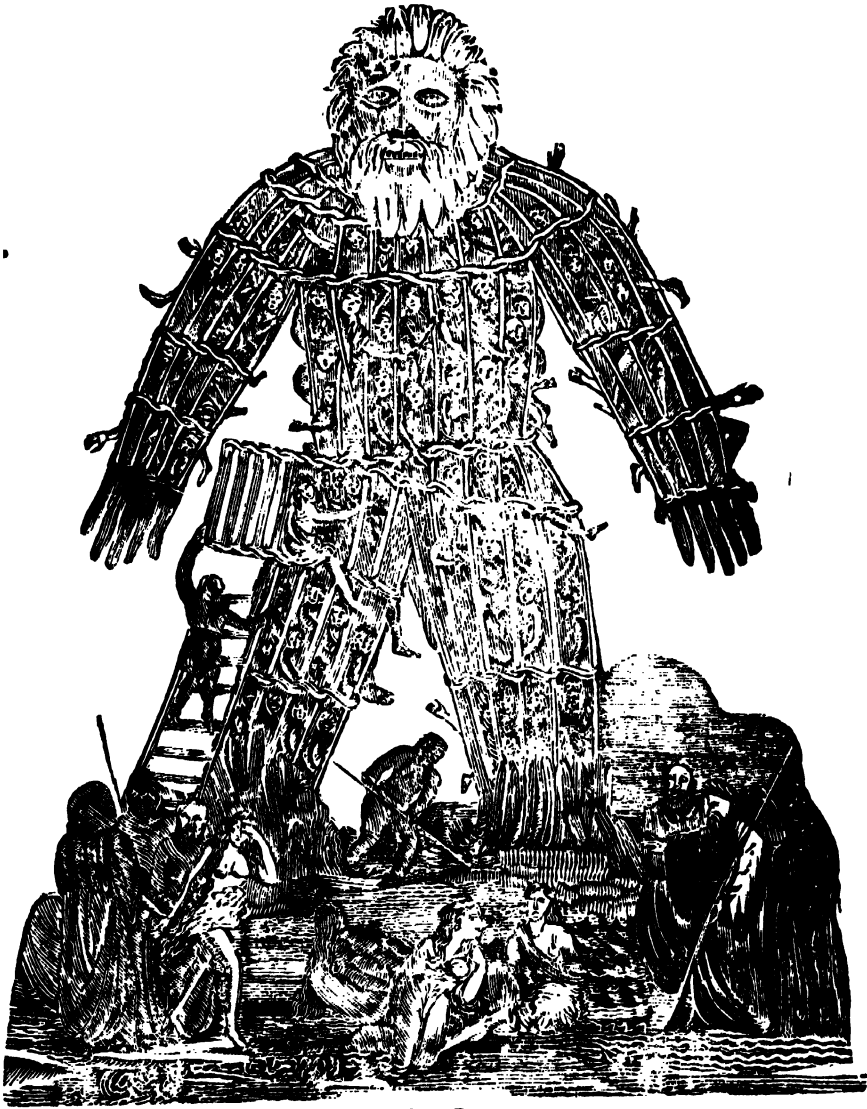
সকল দেশে সকল কালে মনুষ্য ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছে, কিন্তু ভ্রান্ত হইয়া সর্ব্বত্রই সেই ধর্ম্মের নামে জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের উপদেশানুসারে অধর্ম্মকে ব্যবহার করিয়াছে! পরমেশ্বরের প্রসন্নতা জন্য মনুষ্য সকল কালে যত্নবান্ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান অপ্রাপ্ত হইবাতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত মহাপরাধ জনক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে— তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তান মনুষ্যকে তাঁহার উদ্দেশে বলিদান করিয়াছে! ভারতবর্ষে কালীর উদ্দেশে নরবলি দান, এবং পুত্র কামনাদি সিদ্ধি প্রযুক্ত গঙ্গাসাগরে সন্তান নিঃক্ষেপ, সর্ব্বত্র বিখ্যাতই আছে। উড়িস্যার অন্তঃপাতি খণ্ড নামক দেশে এক ভয়ানক প্রকার নরবলি অদ্যাপি হইয়া থাকে। তাহারা সস্য বপন কালে এবং পক্ব সস্য ছেদন কালে নরবলি দ্বারা তাহারদিগের ভূদেবতাকে তৃপ্ত করে। তদ্ব্যতীত রোগ, মারী, দুর্ভিক্ষ্য, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হইলেই ভূদেবতাকে নরবলি দান করে। তাহারা বলির নিমিত্তে মনুষ্য ক্রয় করে, এবং যে পর্য্যন্ত ভূদেবতার উদ্দেশে বধ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত পালন করে। পরে নির্দ্দিষ্ট দিবসের তিন দিন পুর্ব্বাবধি তাহারা সমারোহ পুর্ব্বক পান, ভোজন, নৃত্য, গীতাদি দ্বারা মহা উল্লাসে মগ্ন থাকে, এবং প্রতি গ্রামের প্রান্ত ভাগে

যে এক এক ক্ষুদ্র নিবিড় বন থাকে সেই স্থানে তৃতীয় দিবসে তাহাকে উপস্থিত করে, এবং সেই জীবিত বলির প্রতি মহা কোলাহলের সহিত ধাবিত হইয়া তাহার গাত্র হইতে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা এক এক খণ্ড মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার আপনার ক্ষেত্রে নিঃক্ষেপ করে। এই প্রকার চীন, পারস্য, আরব, ফিনিশিয়া; মিসর, ইথিয়োপিয়া, কার্থেজ; পেরু, মেক্‌সিকো; গ্রীশ, রোম, জর্ম্মণি প্রভৃতি এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, চতুর্খণ্ডের প্রায় সকল জাতি ধর্ম্মের উপলক্ষে মনুষ্যের রক্তে পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। ফিনিশিয়া দেশের এই নিয়ম ছিল, যে রাজ্যের কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে রাজা এবং রাজকর্ম্মচারিরা কোন অসুরের নিকটে আপনারদিগের প্রিয়তম সন্তানকে বলিদান করিতেন। মিসর দেশস্থ লোক তাহারদিগের অসৈরিস নামক দেবতার নিকটে রক্তকেশ পুরুষদিগকে বলিদান করিত, এবং সময়ে সময়ে এক এক সুন্দরী কুমারীকে নদীতে মগ্না করিত। ইথিয়োপিয়া দেশস্থ লোক বালকদিগকে সূর্য্যের উদ্দেশে এবং বালিকাদিগকে চন্দ্রের উদ্দেশে বলিদান করিত। গ্রীশরাজ্যের প্রতি দেশস্থ মনুষ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেবতাদিগের প্রসন্নতা জন্য নরবলি প্রদান করিত, বিশেষতঃ এথেনিয়া ও মিসিলিয়া দেশের লোক নিয়ম পূর্ব্বক প্রতি বৎসরে এক এক মানব বলি প্রদান করিত। কার্থেজ রাজ্যের লোক এক এক পূজোপলক্ষে দুই শত নরবলি দিয়াছে, এবং তন্মধ্যে আপনারদিগের প্রিয়তম সন্তানদিগকেও বধ করিয়াছে। আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতি মেক্‌সিকো দেশে এ দুষ্কর্ম্মের কি পর্য্যন্ত প্রবলতা ছিল তাহা বলা যায় না। তাহারদিগের এক মন্দিরে ১,৩৬,০০০ নর কপাল প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমুদয় নিষ্ঠুরতা তখন কত অল্প বোধ হয়, যখন এই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষদিগের ধর্ম্মকে স্মরণ করি। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, বা কোন প্রধান ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইলে—দেশের অন্য কোন বিপদ্ ঘটনা হইলে, তাহারদিগের ধর্ম্মযাজক দ্রুয়িদেরা দেবতাদিগের প্রসন্নতা নিমিত্তে অতি নির্দ্দয়তার সহিত নরবলি প্রদান করিত। বিশেষতঃ অসাধারণ নিষ্ঠুরতার যে এক কর্ম্ম তাহারা করিত তাহা স্মরণ করিতেও চিত্ত কম্পিত হয়। তাহারা শুষ্ক লতায় গ্রথিত এক প্রকাণ্ড মনুষ্যাকার পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে দোষি ব্যক্তিদিগকে বদ্ধ করিত, তাহাতে যদি সেই বৃহৎ মূর্ত্তির ভীষণ উদর পরিপূর্ণ না হইত, তবে নির্দ্দোষি ব্যক্তিদিগকেও তাহার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তাহা পূর্ণ করিত, এবং প্রজ্বলিত তৃণ কাষ্ঠ দ্বারা সেই প্রকাণ্ড মূর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া এককালে শত শত মনুষ্যকে হত্যা করিত।

অতএব জ্ঞানান্ধের উপদেশ দ্বারা কখনও ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যতক্ষণ বেদান্তের যথার্থবাদি ব্রহ্মজ্ঞানির উপদেশ ক্রমে পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান না হয়, এবং তদনুসারে তাঁহার যথার্থ নিয়ম প্রতিপালনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা না জন্মে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইবার আর উপায় নাই, বরঞ্চ অজ্ঞান প্রযুক্ত তাঁহার নিয়মের বিপরীত কর্ম্ম করিয়া নানা অপরাধে দণ্ডী হইতে হয়।

কঠোপনিষৎ

প্রথমা

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহম্বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ॥ ২০॥

পরব্রহ্মবিজ্ঞানং আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যং ইত্যুত্তরোগ্রন্থআরভ্যতে। দ্বিতীয়বরপ্রাপ্ত্যাপ্যকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরমাত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাখ্যায়িকয়া এতমর্থং প্রপঞ্চয়তি। নচিকেতাউবাচ তৃতীয়ম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব ইত্যুক্তঃ সন্। 'যা ইয়ং' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ 'প্রেতে' মৃতে 'মনুষ্যে' 'অস্তি' ইতি একে' 'ন অয়ং অস্তিইতি চ একে' নায়মেবম্বিধোঽস্তীতি চৈকে। 'এতৎ' 'বিদ্যাং' বিজানীয়াং 'অহং' 'অনুশিষ্টঃ' জ্ঞাপিতঃ 'ত্বয়া' 'বরাণাং এষঃ বরঃ' 'তৃতীয়ঃ' অবশিষ্টঃ॥ ২০॥

নচিকেতা কহিতেছেন, কেহ কহেন শরীর মন ভিন্ন আত্মা আছেন, কেহ কহেন

শরীর মন ভিন্ন আত্মা নাই, মনুষ্য মরিলে এই যে সংশয় লোকে আছে তাহার নির্ণয় আমি তোমার শিক্ষা দ্বারা জানিতে চাহি। বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর প্রার্থনীয় ॥২০॥

তাৎপর্য্য

শরীর ভিন্ন আত্মা নাই যাহারা কহে তাহারা শরীর এবং মন যে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র বস্তু তাহা জানে না, তাহারা শরীরকেই মন বলিয়া জানে। অতএব তাহারা মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে আর পরকাল দেখিতে পায় না এবং জগতের অন্তরাত্মাকে সন্ধান করিতে পারে না। যাহারা শরীর ভিন্ন মনকে আত্মা করিয়া জানে এবং মন ভিন্ন আর আত্মা জানে না, তাহারা শরীরের ভঙ্গ দেখিয়াই মনের বিনাশ নিশ্চয় করে না, বরঞ্চ জানিতে পারে যে এ শরীর ভঙ্গ হইলে পরেও শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীব স্বর্গ নরক ভোগ করে। কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে মনের নিয়ন্তা এবং অন্তরাত্মা এক জন আছেন, যাঁহার ইচ্ছা মাত্রে মনও নষ্ট হইতে পারে, এবং যাঁহার ইচ্ছাতে প্রথমতঃ এই মনের উৎপত্তি হইয়াছিল, এবং যাঁহার অধিষ্ঠানে মনন করিতে মন সমর্থ হইতেছে। তাহারা জগতের অন্তরাত্মা, স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা, শুভাশুভ কর্ম্মের ফলদাতা, মুক্তির কারণ, পরব্রহ্মকে জানে না যিনি মনের মন এবং জীবের জীবন স্বতন্ত্র এবং জ্ঞান স্বরূপ। নচিকেতা কেবল এই প্রশ্ন করিতেছেন না যে মন ভিন্ন আত্মা আছেন কি না, কিন্তু ইহাও জানিতে চাহিতেছেন যে মৃত্যুর পরে মন ভিন্ন আত্মা থাকেন কি না। তাঁহার কেবল ইহা জানিবার প্রার্থনা নহে যে এমত আত্মা আছেন কি না যিনি মনের মন, তাবৎ জগতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মফল দাতা, মুক্তির কারণ, এবং সকলের প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয় হয়েন, কিন্তু ইহাও জানিবার প্রার্থনা যে সেই সকলের অন্তরাত্মা যিনি, তিনি অবিনাশী পরিপূর্ণ এবং নিত্য কি না, যদি শরীর মন সহিত তাবৎ জগৎও নষ্ট হয় তথাপি তিনি নষ্ট হয়েন কি না, পরিপূর্ণ পরমাত্মা পরিপূর্ণ থাকেন কি না। দ্বিতীয় বরে অগ্নিচয়ন কর্ম্ম কাণ্ড উপস্থিত করিয়া তৃতীয় বরে আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন যে অগ্নিচয়ন অপেক্ষা আত্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ কল্প। এই উপনিষদের আরম্ভ অবধি প্রথম বর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর প্রতি শ্রুতি স্পষ্ট রূপে দেখাইতেছেন যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ সত্যবাদী পিতৃভক্ত হয় সেই ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তম আধার ॥২০॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষধর্ম্মঃ। অন্যম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব মামোপরোৎসীরতিমাসৃজৈনং ॥২১॥

কিময়ং একান্ততোনিঃশ্রেয়সসাধনায় আত্মজ্ঞানার্হঃ ন বা এতৎ পরীক্ষণার্থমাহ। 'দেবৈঃ' 'অপি' 'অত্র' অস্মিন্ বস্তুনি 'বিচিকিৎসিতং' সংশয়িতং 'পুরা' পূর্ব্বং 'ন হি সুবিজ্ঞেয়ং' শ্রুতমপিপ্রাকৃতৈর্জ্জনৈর্যতঃ 'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ 'এষঃ' আত্মাখ্যঃ 'ধর্ম্মঃ' অতঃ 'অন্যং' অসন্দিগ্ধফলং 'বরং' 'নচিকেতোবৃণীষ্ব' 'মা' মাং 'মা উপরোৎসীঃ' উপরোধং মাকার্ষীঃ অধমর্ণমিবোত্তমর্ণঃ 'অতিসৃজ' বিমুঞ্চ 'এনং' বরং 'মা' মাম্প্রতি ॥২১॥

যম কহিতেছেন, দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন। এ ধর্ম্ম সুন্দর রূপে বোধগম্য হয় না, যেহেতু এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয়। অতএব হে নচিকেতা! তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। আমি তিন বর দিতে প্রার্থনা করিয়াছি এ নিমিত্তে এমন কঠিন বরের প্রার্থনা দ্বারা আমাকে নিতান্ত বাধিত করিবে না। আমার নিকটে এ বরের প্রার্থনা ত্যাগ কর ॥২১॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞান অতি সূক্ষ্মতম, যাহার ইহা লাভের জন্য অতিশয় ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই ইহা লাভ করিতে পারে। যাহার আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশেষ ইচ্ছা এবং যত্ন নাই, তাহাকে উপদেশ করা পাষাণে দাত্রাঘাত প্রায় ব্যর্থ হয়। এ নিমিত্তে নচিকেতার নিকটে যম ব্রহ্মজ্ঞানের কঠিনতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার এ বিষয়ে যত্ন পূর্ব্বে পরীক্ষা করিতেছেন ॥২১॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যোন লভ্যোনান্যোবরস্তুল্যএতস্য কশ্চিৎ ॥২২॥

এবমুক্তোনচিকেতাআহ। 'দেবৈঃ অত্র অপি বি-

চিকিৎসিতং কিল' ইতি ভবতএব নঃ শ্রুতং 'ত্বং চ মৃত্যো' 'যৎ' যস্মাৎ 'ন সুবিজ্ঞেয়ং' আত্মতত্ত্বং 'আত্থ' কথয়সি। অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ 'বক্তা চ' 'অস্য' ধর্ম্মস্য 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'অন্যঃ ন লভ্যঃ' অন্বিষ্যমাণোঽপি। অয়ন্তু বরোনিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিহেতুরতঃ 'ন অন্যঃ বরঃ তুল্যঃ' অস্তি 'এতস্য কশ্চিৎ' অনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্ব্বস্যেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২২॥

নচিকেতা কহিতেছেন। দেবতারা এ আত্ম বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, ইহা তোমার স্থানে নিশ্চিত শুনিলাম, আর হে যম! তুমিও যে আত্ম তত্ত্বকে দুর্জ্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ। এ ধর্ম্মের বক্তা তোমার ন্যায়ও কাহাকে পাওয়া যাইবে না। আর এবরের তুল্য অন্য বরও নহে। অতএব এই বর দেও॥ ২২॥

তাৎপর্য্য

তত্ত্ব জ্ঞান উপার্জ্জন করা অতি কঠিন, ইহা জানিয়াও তাহা হইতে নচিকেতা বিরত হইলেন না, বরঞ্চ তাহাতে অধিক যত্নবান্ হইলেন॥ ২২॥

শাতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদোয়াবদিচ্ছসি॥ ২৩॥

এবমুক্তোঽপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ। যতোঽনিত্যাদ্বিরক্তস্যাত্মজ্ঞানেঽধিকার ইতিপুত্রাদ্যুপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে। শতং বর্ষাণ্যায়ূংষি যেষাং তান্ 'শতায়ুষঃ' 'পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব' কিঞ্চ গবাদিলক্ষণান্ 'বহূন্ পশূন্' হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ 'হস্তিহিরণ্যং' 'অশ্বান্' চ। কিঞ্চ 'ভূমেঃ' পৃথিব্যাঃ 'মহৎ' বিস্তীর্ণং 'আয়তনং' আশ্রয়ং মণ্ডলং রাজ্যং 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ সর্ব্বমপ্যেতদনর্থকং স্বয়ঞ্চেদল্পায়ুরিত্যতআহ। 'স্বয়ং চ' ত্বঞ্চ 'জীব' ধারয় শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপং 'শরদঃ' বর্ষাণি 'যাবৎ ইচ্ছসি' জীবিতুমিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

যম কহিতেছেন, শত বর্ষ আয়ুর্ব্বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র সকলকে প্রার্থনা কর, আর অনেক পশু, আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর, আর পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেশের অধিকার প্রার্থনা কর, আর তুমি আপনি যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তত বৎসর বাঁচিবে, এমত বর প্রার্থনা কর॥ ২৩॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাত্ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪॥

'এতত্তুল্যং' এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশমন্যমপি 'যদি মন্যসে' 'বরং' তমপি 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ 'বিত্তং' প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি 'চিরজীবিকাং চ' বৃণীষ্ব। কিঞ্চ বহুনা 'মহা' মহত্যাং 'ভূমৌ' রাজা 'নচিকেতঃ ত্বং' 'এধি' ভব। কিঞ্চান্যৎ 'কামানাং' দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ 'ত্বা' ত্বাং 'কামভাজং' কামভাগিনং কামার্হং 'করোমি'॥ ২৪॥

এই পূর্ব্বোক্ত বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান, তবে তাহার প্রার্থনা কর, আর বিত্তকে এবং চিরজীবিকাকে প্রার্থনা কর। আর সকল পৃথিবীতে, হে নচিকেতা! তুমি রাজা হও, আর সকল প্রার্থনীয় বস্তুর মধ্যে যাহার কামনা করিবে, তাহারই ভাজন তোমাকে করিব॥ ২৪॥

যে যে কামাদুর্লভামর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমারামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যান হীদৃশালম্ভনীয়ামনুষ্যৈঃ। আভির্ম্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতোমরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫॥

'যে যে' 'কামাঃ' প্রার্থনীয়াঃ 'দুর্লভাঃ মর্ত্ত্যলোকে' 'সর্ব্বান্' তান্ 'কামান্' 'ছন্দতঃ' ইচ্ছাতোমত্তঃ 'প্রার্থয়স্ব'। কিঞ্চ 'ইমাঃ' দিব্যাঃ 'রামাঃ' সহ রথৈর্ব্বর্ত্তন্তইতি 'সরথাঃ' 'সতূর্য্যাঃ' সবাদিত্রাঃ 'ন হি লম্ভনীয়াঃ' প্রাপণীয়াঃ 'ঈদৃশাঃ' 'মনুষ্যৈঃ'। 'আভিঃ' 'মৎপ্রত্তাভিঃ' ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিণীভিঃ 'পরিচারয়স্ব' শুশ্রূষাং কারয়াত্মনইত্যর্থঃ। হে 'নচিকেতঃ' 'মরণং' মরণসম্বন্ধং প্রশ্নং প্রেত্যাস্তিনাস্তীতি 'মা অনুপ্রাক্ষীঃ' মৈবং প্রষ্টুমর্হসি॥ ২৫॥

মর্ত্ত্যলোকে যে যে বস্তু দুর্লভ, আপনার ইচ্ছামত সে সমুদয়কে প্রার্থনা কর। বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে প্রার্থনা কর, মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ, হে নচিকেতা! মরণ সম্বন্ধি প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য

বিষয় ভোগে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিরা আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে উত্তম রূপে সমর্থ হয় না। নচিকেতার চিত্ত বিষয় ভোগে বিশেষ আসক্ত কি না, এবং একান্ততঃ আত্মাকে জানিবার তাহার ইচ্ছা আছে কি না, ইহা পরীক্ষার নিমিত্তে পুত্র, পশু, ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী অপ্সরা প্রভৃতির লোভ যম তাহাকে দেখাইতেছেন॥ ২৫॥

শ্বোভাবামর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬॥

এবম্প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতামহাহ্রদবদক্ষোভ্য-আহ। শ্বোভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতিসন্দিহ্যমানএব যেষাম্ভাবোভবনন্ত্বয়োপন্যস্তানাং ভোগানান্তে 'শ্বোভা-বাঃ' কিঞ্চ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য 'অন্তক' হে মৃত্যো 'যৎ' 'এতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং' 'তেজঃ' তৎ 'জরয়ন্তি' অপক্ষয়ন্তি অপ্সরঃপ্রভৃতয়োভোগাঅনর্থায়ৈবৈতে ধর্ম্ম-বীর্য্যপ্রজ্ঞায়শঃপ্রভৃতীনাং ক্ষপয়িতৃত্বাৎ। যাঞ্চাপি দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি তত্রাপি শৃণু 'সর্ব্বং' 'যদ্ব্রহ্মণঃ অপি' 'জীবিতং' আয়ুঃ তৎ 'অল্পং এব'। কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকাঃ। অতঃ 'তব এব' তিষ্ঠন্তু 'বাহাঃ' রথাদয়ঃ তথা 'তব নৃত্যগীতে' চ॥ ২৬॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! পর দিনে লভ্য হইবেক, এমত যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ তাহারা মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজকে জীর্ণ করে। এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডেরও যে জীবন তাহাও অতি অল্প, অতএব বাহন এবং নৃত্য গীত তোমারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তম-দ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা। জীবিষ্যামোযাবদীশিষ্যসি ত্বম্ব-রস্তু মে বরণীয়ঃ সএব॥ ২৭॥

'নবিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ' ন হি বিত্তলাভোলোকে কস্যচিৎ তৃপ্তিকরোদৃষ্টঃ। যদি নামাস্মাকং বিত্ততৃষ্ণা-স্যাৎ 'লপ্স্যামহে' প্রাপ্স্যামঃ 'বিত্তং' 'অদ্রাক্ষ্ম' দৃষ্টবন্তোবয়ং 'চেৎ' 'ত্বা' ত্বাং। জীবিতেঽপি তথৈব 'জীবিষ্যামঃ' 'যাবৎ' যাম্যে পদে 'ত্বং' 'ঈশিষ্যসি' ঈশিষ্যসে প্রভুঃ স্যাঃ। কথন্তর্হি মর্ত্ত্যস্ত্বয়া সমেত্যাল্প-ধনায়ুর্ভবেৎ। 'বরঃ তু মে বরণীয়ঃ সঃ এব' যদাত্ম-বিজ্ঞানং॥ ২৭॥

বিত্ত দ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না। যদিও আমার ধনের ইচ্ছা হয় তাহা পাইব, যেহেতু তোমাকে দেখিলাম, আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে বাঁচিব, যে পর্য্যন্ত তুমি যম রূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে। অত-এব সেই আত্ম বিষয়ক বরই আমার প্রার্থ-নীয় ॥ ২৭ ॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে-জীবিতে কোরমেত॥ ২৮॥

যতশ্চ 'অজীর্য্যতাং' বয়োহানিমপ্রাপ্নুবতাং 'অমৃ-তানাং' সকাশং 'উপেত্য' উপগম্য আত্মনউৎকৃষ্ট-প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যং 'প্রজানন্' উপলভমানঃ স্ব-য়ন্তু 'জীর্য্যন্' 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মবান্ কুঃ পৃথিবী অধ-শ্চান্তরীক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া তস্যাস্তিষ্ঠতীতি 'ক্বধঃস্থঃ' সন্ অপ্সরপ্রমুখান্ 'বর্ণরতিপ্রমোদান্' অনবস্থির-রূপতয়া 'অভিধ্যায়ন্' নিরূপয়ন্ 'অতিদীর্ঘে জীবিতে' 'কঃ রমেত'॥ ২৮॥

জরা মরণ শূন্য দেবতাদিগের নিকট আসিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়, ইহা জরা মরণ বিশিষ্ট পৃথিবী স্থিত মনুষ্য জানিয়া কেন ইতর ফলকে প্রার্থনা করিবেক। আর বর্ণ রতি প্রমোদের কারণ অপ্সরাদিগের দোষ গুণ বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া কোন্ বিবেকি ব্যক্তি অতি দীর্ঘ পরমায়ু বিশিষ্ট হইলেও সেই অপ্সরাগণেতে আসক্ত হই-বেক ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোঽয়ম্বরোগূঢ়মনুপ্রবিষ্টো-নান্যং তস্মাৎ নচিকেতাবৃণীতে॥ ২৯॥

অতোবিহায়ানিত্যৈঃ কামৈঃ প্রলোভনং যস্ময়া প্রার্থিতং যস্মিন্ প্রেতে ইদং 'বিচিকিৎসন্তি' অস্তি-নাস্তীত্যেবং প্রকারং হে 'মৃত্যো' 'সাম্পরায়ে' পর-লোকবিষয়ে 'মহতি' মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে 'যৎ' আত্মনোনির্ণয়বিজ্ঞানং 'তৎ' 'ব্রূহি' কথয় 'নঃ' অ-স্মভ্যং। 'যঃ অয়ং' প্রকৃতআত্মবিষয়ো 'বরঃ' 'গূঢ়ং' গহনং দুর্ব্বিবেচনং 'অনুপ্রবিষ্টঃ' প্রাপ্তঃ 'তস্মাৎ' বরাৎ 'অন্যং' অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়মনিত্যবিষয়-ম্বরং 'নচিকেতা' 'ন' 'বৃণীতে' মনসাপি॥ ২৯॥

হে যম! আত্মা নিত্য থাকেন কি না থা-কেন, এই যে সন্দেহ লোকে করেন তাহার নির্ণয় জ্ঞান পরকালে মহৎ উপকারের নি-মিত্তে হয়, অতএব তাহা তুমি কহ। এই যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় বর, ইহা হইতে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করিলেন না ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞানার্থী পুরুষ অক্ষুব্ধ নচিকেতার ন্যায় লোভ কাম মোহ প্রভৃতির প্রবৃত্তি হইতে মনকে শান্ত রাখিলে এবং আত্মজ্ঞা-নের প্রতিবন্ধক সকল ধৈর্য্য দ্বারা মোচন করিলে আশু কৃতার্থ হইতে পারেন, নতুবা কাম ক্রোধ লোভ মোহ তরঙ্গে যদি পতিত হয়েন, এবং আত্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ভয়ে যদি পরাঙ্মুখ হয়েন, তবে আর তাঁহার বা-সনা কি প্রকারে সফলা হইতে পারে, এবং দুর্গতি হইতে তিনি কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, এবং পরব্রহ্মকেই বা কি প্র-কারে লাভ করিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

ইতিপ্রথমা বল্লী

প্রেরিত প্রশ্ন।

"কস্যচিৎ সভ্যস্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট পত্র প্রেরক যে ৪৭ প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১৪ প্রশ্নের উত্তর ২১ এবং ২৩ সংখ্যক পত্রিকাতে দেওয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট প্রশ্ন সকলের যথা সাধ্য উত্তর পশ্চাতে দেওয়া যাইতেছে।

১৫ অবধি ২৯ পর্য্যন্ত পঞ্চদশ প্রশ্নের স্থূল তাৎপর্য্য এই—বেদান্ত দর্শন, ন্যায় দর্শন, সাংখ্যদর্শন, পাতঞ্জল দর্শন, বৈশেষিক দর্শন, মীমাংসা দর্শন, এই ষড় দর্শন বেদব্যাস, গৌতম, কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ, এবং জৈমিনি করিয়াছেন কি না? এই ষড় দর্শনকারেরা আপন আপন বুদ্ধিগম্য পর্য্যন্ত জগতের কারণ নিশ্চয় করিয়া স্ব স্ব মত সংস্থাপন করিয়াছেন কি না? এবং তাঁহারদিগের পরস্পর মতের ঐক্য আছে কি না?

উত্তর—ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে বেদব্যাস আদি উক্ত ষড় মুনি ষড় দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব বুদ্ধির প্রতি নিতান্ত নির্ভর করেন নাই, কিন্তু স্বীয় স্বীয় বুদ্ধি এবং সংস্কারানুসারে মূল শাস্ত্র বেদ বেদান্তকে দৃষ্টি করিয়া আপন আপন মতকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারদিগের পরস্পর মতের স্থানে স্থানে যে ঐক্য নাই, ইহাতে বেদে কোন দোষ স্পর্শে না, মনুষ্যের বুদ্ধিরই ভ্রম স্বীকার করিতে হইবেক। স্বতঃসিদ্ধ কোন এক সত্যকে অবলম্বন করিয়া বুদ্ধির প্রভিন্নতা প্রযুক্ত অনেকে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রতিপন্ন করেন, ইহাতে সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। সাধারণ সুখজনক কর্ম্ম কর্ত্তব্য, এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের যথাভূত অর্থ যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা বলেন, যে জ্ঞানানুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং পরমেশ্বরের নিয়ম মত ইন্দ্রিয় ক্রিয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু এই সত্যকে আশ্রয় করিয়া কেহ কেহ এরূপ মতও স্থাপন করিয়াছেন, যে যথেষ্টাচার রূপে আহার পান স্ত্রী সংসর্গাদি ইন্দ্রিয় সুখ কর্ত্তব্য। যদিও এই শেষোক্ত কুৎসিত মত উক্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ঐ মতকর্ত্তার বুদ্ধি ভ্রম ব্যতীত সে সত্যের কোন ব্যাঘাত হয় না, এবং তাহার যে প্রকৃত অর্থ তাহাও অপক্ষপাতি ধীর ব্যক্তির নিকটে কদাপি গুপ্ত থাকে না।

৩০ অবধি ৩২ পর্য্যন্ত প্রশ্ন ত্রয়ের তাৎপর্য্য এই—নাস্তিকের মত আছে কি না? এবং নাস্তিক মতাবলম্বী হওয়া যুক্তি সিদ্ধ কি না?

উত্তর—জন্মান্ধ ব্যক্তি যেরূপ দেদীপ্যমান সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ কদাচিৎ এরূপ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিও জন্মে যে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ সর্ব্ব নিয়ন্তা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না। ইহা কি প্রশ্নের যোগ্য যে নাস্তিক মতাবলম্বী হওয়া যুক্তি সিদ্ধ কি না? পরমাশ্চর্য্য বিচিত্র রচনা বিশিষ্ট এই জগৎ যে অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত শক্তি পরমেশ্বর বিনা উৎপন্ন হইয়াছে ইহা কোন্ যুক্তি দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? যে পরম কারুণিক পুরুষ আমারদিগকে প্রতি নিমেষে রক্ষা করিতেছেন, এবং তাবৎ কালে কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাকে প্রীতি, ভক্তি, এবং আরাধনা না করা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধের কারণ কি হইতে পারে?

৩৩ প্রশ্ন—নানা মত হেতু কোন মতাবলম্বী না হইয়া স্বাধীন থাকিয়া পরমার্থ চিন্তা স্বীয় বুদ্ধি মতে করা ভাল হয় কি না?

উত্তর—স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে প্রত্যেকের পরমার্থ চিন্তা করা যোগ্য হইতে পারিত, যদি মনুষ্যের বুদ্ধি ভ্রমবিহীন হইত। আপনার বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া কত ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে মহা অপরাধ জনক অধর্ম্মকে ব্যবহার করিয়াছে, এবং কত ব্যক্তি সকলের কারণ পরমেশ্বরকেই অগ্রাহ্য করিয়াছে। অতএব পরম সত্য যে বেদ তাহার উপদেশানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃ।

৩৪ অবধি ৩৯ প্যর্যন্ত ষড় প্রশ্নের স্থূল তাৎপর্য্য এই—শব্দ, শব্দার্থ বিশ্বের কারণ হইতে পারে কি না? যদি শব্দ, শব্দার্থ উভয়ই

বিশ্বের কারণ হইতে পারে, তবে অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম কি প্রকারে হইতে পারে?

উত্তর— জগতের অতি অল্প অংশ যে বায়ু, সেই বায়ুর স্পন্দনে উৎপন্ন হয় যে শব্দ, সে শব্দ যে পুনর্ব্বার জগতের কারণ হইবে ইহা হইতে আর অসম্ভব কথা কি আছে? "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বৈদিক শব্দের অর্থ যে এক মাত্র পরব্রহ্ম তিনিই সমুদয় বিশ্বের কর্ত্তা। অতএব বুদ্ধি নিষ্পন্ন সকল কল্পিত অভিপ্রায়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পরম সত্য শ্রুতি বাক্য সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়।

৪০ অবধি ৪৭ পর্য্যন্ত অষ্ট প্রশ্নের স্থূল তাৎপর্য্য এই— সৃষ্টির উপক্রমে পরমেশ্বরের ইচ্ছা আছে এমত উপলব্ধি হয় কি না? যদি ইচ্ছা থাকে তবে পরমেশ্বর এবং তাঁহার ইচ্ছা দুই ভিন্ন পদার্থ কি না? যদি দুই ভিন্ন পদার্থ হইল, তবে অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম কি প্রকারে হইতে পারে?

উত্তর—পদার্থ হইতে পদার্থের শক্তি কদাপি ভিন্ন হইতে পারে না। অগ্নি হইতে অগ্নির দাহিকা শক্তি কি পৃথক্? তদ্রূপ পরমেশ্বর হইতে পরমেশ্বরের ইচ্ছা বা অন্য কোন শক্তি ভিন্ন নহে। অতএব "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরব্রহ্ম যিনি তিনি মাত্র বিশ্বের কর্ত্তা। শ্রুতি বাক্যকে অবহেলন করিয়া অভিমান বশতঃ স্বীয় বুদ্ধিতে যে কিছু কল্পনা সে কল্পনা মাত্র।

কঠোপনিষদের দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য যে ২৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হয়, তাহার মধ্যে এই কথা আছে যে "এই লোকে যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় হয়, তদ্রূপ স্বর্গ লোককে জীব প্রাপ্ত হয়, সেখানে পুনর্ব্বার ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে এবং তাঁহার নিয়ম সকল উত্তম রূপে প্রতিপালিত হইলে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করে; যদি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনা না করিয়া কেবল সাংসারিক সুখে রত থাকে, তবে সে ব্যক্তির সেই সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়।" এই বাক্যের প্রতি আশঙ্কা করিয়া ইহার বেদ বিহিত প্রমাণ প্রাপ্তির জন্য কোন মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব তাহার যথা সাধ্য প্রমাণ পশ্চাতে দেওয়া যাইতেছে।

১ প্রমেয় বাক্য— জীব স্বর্গ লোককে প্রাপ্ত হইয়া সেখানে পুনর্ব্বার ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে এবং তাঁহার নিয়ম সকল উত্তম রূপে প্রতিপালিত হইলে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট স্বর্গ লাভ করে।

প্রমাণ— দেবতারা যে জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাহা এই শ্রুতির দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।

> তস্মাদ্বাইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্
> সহি এনৎ নেদিষ্ঠং পস্পর্শ সহি এনৎ
> প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥
> শ্রুতিঃ॥

যেহেতু ইন্দ্র আত্মার অতি সমীপ গমন করিয়াছিলেন, আর যেহেতু অন্য অন্য দেবতা অপেক্ষা প্রথমে আত্মাকে জানিয়াছিলেন, সেই হেতু এই সকল দেবতা হইতে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ হইলেন।

এই সকল শ্রুতি দৃষ্টি করিয়া ভগবান্ বেদব্যাসও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে

> তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ॥
> বেদান্তসূত্রং॥

মনুষ্যের ন্যায় দেবতাদিগের প্রতিও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার আছে।

কিন্তু ঈশ্বরের অনিয়মিত কর্ম্ম হইতে রহিত না থাকিলে জ্ঞান উপার্জ্জনের সামর্থ্য হয় না।

> নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
> নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
> শ্রুতিঃ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য নিমিত্তে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

অতএব কি স্বর্গস্থ কি মর্ত্যস্থ জীব জ্ঞানোপার্জ্জনে যাঁহার প্রয়োজন তাঁহার ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা অত্যন্ত আবশ্যক। বরঞ্চ দেবতাদিগের ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতিতে অধিকার আছে এমত জ্ঞাপক বাক্য শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে।

একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস ॥

শ্রুতিঃ ॥

ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের জন্য ইন্দ্র এক শত বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন।

পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা যখন এই মর্ত্যাস্থ জীব সকলের উৎকৃষ্ট গতি হয়, তখন স্বর্গস্থ লোক সকলেরও আত্ম জ্ঞানের অনুশীলনা ও পরমেশ্বরের নিয়ম পালন দ্বারা উৎকৃষ্ট গতি না হইবে কেন ?

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

শ্রুতিঃ ॥

কি মর্ত্যাস্থ কি অন্য লোকস্থ প্রজা যে যেরূপ সাধনা করে, পরমেশ্বর তাহাকে তদনুসারে ফল প্রদান করেন।

২ প্রমেয় বাক্য — যদি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম জ্ঞানানুশীলনা না করিয়া কেবল সাংসারিক সুখে রত থাকে, তবে সে ব্যক্তির সেই সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইলে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়।

প্রমাণ—যে কর্ম্ম ফল সুখ লাভ নিমিত্তে স্বর্গে জীবের বসতি হয়, সেই সুখ ভোগেই যদি রত থাকে, এবং ব্রহ্মোপাসনা না করে, তবে ব্রহ্মোপাসনার ফল যে উৎকৃষ্ট গতি তাহা তাহার হয় না, এবং ভোগ্য স্বর্গীয় সুখ ভুক্ত হইলেই সুতরাং এই অধোলোকে তাহার পুনরাবৃত্তি হয়।

সসোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে ॥

শ্রুতিঃ ॥

ইহ লোক হইতে সোম লোকে গমন পূর্ব্বক সেখানে ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া পুনর্ব্বার অধোলোকে আগমন করে।

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে ॥

শ্রুতিঃ ॥

স্বর্গ লোকে সমুদয় সঞ্চিত ফল ভোগ হইলে ইহ লোকে জীবের পুনরাবৃত্তি হয়।

বেদান্তের সার মর্ম্ম

এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গের কারণ যে পরব্রহ্ম, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, এক মাত্র, সকলের অন্তরাত্মা, এবং নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, বিচিত্রশক্তি, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, পরিশুদ্ধ, পূর্ণানন্দ হয়েন।

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥
একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ॥
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং ॥
বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥
অকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ॥
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র পরব্রহ্মই ছিলেন, অন্য পদার্থ মাত্র ছিল না। তিনি পদার্থান্তর অসত্ত্বে স্বয়ং সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিয়াছেন।

সদেব সৌম্যেদমগ্রআসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং ॥
অসদ্বাইদমগ্রআসীৎ ততোবৈ সদজায়ত ॥
সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদংকিঞ্চ ॥

এই সর্ব্ব নিয়ন্তা পরব্রহ্ম, ব্যক্তি সকলের কর্ম্মানুসারে তাহারদিগের প্রতি সুখ দুঃখ বিধান করিতেছেন। কুকর্ম্মিদিগের প্রতি তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" রূপে প্রকাশ পায়েন, এবং পুণ্যবানের প্রতি উপযুক্ত মত তিনি আনন্দ বিতরণ করেন "এষহ্যেবানন্দয়াতি"।

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

এবম্প্রকার সকল সৌভাগ্যের কারণ যে পরব্রহ্ম কেবল তাঁহারই উপাসনা করিবেক।

আত্মানমেবোপাসীত। আত্মান্যেবোপাসীত ॥

পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা সর্ব্বভূতে তাঁহার মহিমা এবং করুণা উপলব্ধি হইলে তাঁহার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার আধিক্য হয়।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং ॥
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥

কিন্তু দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত না হইলে কেবল জ্ঞানালোচনাতে তিনি উপাসকের প্রতি প্রসন্ন হয়েন না, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে সম্যক্ যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

এই প্রকারে যে ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া সাধু কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করেন, এবং সম্যক্ রূপে দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন, তিনি সেই স্থান হইতেই পরম সুখ মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥
সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বামৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ॥
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥

ব্রহ্মস্তোত্র

হে জগদীশ্বর! তুমি এই অচিন্ত্য বিশ্বকে রচনা করিয়া আত্ম মহিমা প্রকাশ করিয়াছ, এবং তোমার করুণা দ্বারা তাহাকে আনন্দের জগৎ করিয়াছ। কি ভূচর কি জলচর কি খেচর অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা অবধি অতি বৃহৎ হস্তি পর্য্যন্ত সকলের প্রতি তোমার সমান দয়া প্রকাশ পাইতেছে। নেত্র উন্মীলন করিলে চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ হইবে, যে কত সহস্র সহস্র পশু পক্ষ্যাদি আহার বিহার ক্রীড়াদি করিয়া প্রচুর রূপে নিয়ত পরিতুষ্ট হইতেছে। বসন্ত কালে যখন নানা বিধ পশু গণ প্রসন্ন মনে ক্ষেত্র মধ্যে আহ্লাদের সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত নৃত্য করে, বিহঙ্গ সকল স্ফূর্ত্তিতে পূর্ণ হইয়া বায়ু সাগরে ক্রীড়া করত মধুর স্বরের দ্বারা মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে, মধু মক্ষিকা সকল পুষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া মধুপানে অবিরত নিযুক্ত থাকে, এবং যখন প্রত্যূষে নানা জলাশয়ে মৎস্যের শ্রেণী সকল জলময় সন্তরণ পূর্ব্বক মনের পুলক প্রকাশ করিতে ব্যস্ত থাকে, তখন এই পৃথিবীকে সুখের ধাম ব্যতীত আর কি শব্দে ব্যক্ত করা যায়? কিন্তু হে পরমাত্মন্! তোমার করুণা প্রত্যক্ষ করিবার জন্যে অধিক দূরে দৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন? মনুষ্যেতে তোমার দয়া যে প্রকার বিস্তীর্ণ রূপে প্রচার রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে কাহার চিত্ত কৃতজ্ঞতা রসে না আর্দ্র হইবে? তুমি মনুষ্যের সন্তানকে সৃষ্টি করিয়া দশ মাস পর্য্যন্ত মাতৃ গর্ভে পালন কর, সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া পান করিবে এ নিমিত্তে মাতৃ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার কর, ভূমিষ্ঠ কালে বালক সমুদয় শক্তি হীন এবং আশ্রয় হীন এনিমিত্তে তুমি মাতার মনে এ প্রকার স্নেহের সৃষ্টি কর যে সেই বালকের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ সমুদয় কেবল সেই এক মাতার স্নেহ মাত্র। সেই বালকের ক্ষুধা হইলে মাতা তাহাকে আহার প্রদান করেন, সে শীতে পীড়িত হইলে তাহাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করেন, এবং রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার প্রতীকারের জন্য তিনি ব্যাকুলা হইয়া যত্ন করেন। সন্তান স্বচ্ছন্দ থাকিলেই তিনি স্বচ্ছন্দ থাকেন, এবং সন্তানের পীড়া হইলেই তাঁহারও পীড়া হয়। এই রূপে অনায়াসে বালকের জীবন রক্ষা হইয়া উন্নতি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু তুমি শিশুর স্বভাব কি আশ্চর্য্য করিয়াছ! সে যে হস্ত পদ স্পন্দনাদি দ্বারা আনন্দ অনুভব করে, এ নিয়ম তুমি এই কারণে করিয়াছ, যে তদ্দ্বারা তাহার ইন্দ্রিয় সকল প্রবল এবং তেজস্বি হইয়া ভবিষ্যতে সে সুখী হইবে; অতএব তুমি এক সুখের জন্য অন্য সুখের সঞ্চার করিয়াছ। মনুষ্যের কেবল শৈশব কালকে আনন্দময় করিয়া তোমার করুণা নিরস্তা হইয়াছে এমত নহে, তুমি পিতার মনে যে গাঢ় স্নেহ স্থাপন করিয়াছ, তাহাতে তিনি আপন পুত্রের ধন, মান, বিদ্যা প্রভৃতির উপার্জ্জনের জন্য ব্যস্ত থাকেন, যাহাতে সেই পুত্র যাবজ্জীবন সুখে কাল যাপন করিতে শক্ত হয়। পৃথিবীর এক জীব যে মনুষ্য তাহার প্রতি তুমি এই রূপ অপরিমেয় দয়া বর্ষণ করিয়াছ। কিন্তু কেবল পৃথিবীতেই কি তোমার আশ্চর্য্য মহিমা দীপ্তিমান্ রহিয়াছে? গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সকল অসংখ্য তেজোমণ্ডল মস্তকোপরি প্রদীপ্ত দেখিতেছি, তাহারাও তোমার অপূর্ব্ব যন্ত্রের

যোগ্য নহে, তাহাতেও তোমার সন্তানেরা অবশ্যই তোমার করুণাতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে.। হে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর! তোমার এই সকল আশ্চর্য্য মহিমাকে ব্রহ্মাণ্ডময় বিস্তীর্ণ দেখিয়া চিত্ত নির্ম্মলানন্দ ভোগ করিতেছে, তোমাকে সহায় জানিয়া মন ভয় শূন্য হইতেছে, এবং কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছে।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়।

শুনিতেছি যে আগামি দুর্গোৎসবের পরে হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবেক, অতএব যাঁহারা ইহার সাহায্য জন্য দান স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহারা যত্নশীল হইয়া অবিলম্বে আপন আপন দাতব্য ধন প্রদান করুন। এ পর্য্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পশ্চাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধন।

গত মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপিত ধন	২৫,৭৫২
শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মল্লিক	৫০০
শ্রীযুক্ত লোকনাথ মল্লিক	৫০০
শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দে	৩০০
শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্ত	৩০০
শ্রীযুক্ত মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	২৫০
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক	২৫০
শ্রীযুক্ত জয়গোপাল পাল চৌধুরী	২৫০
শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ঘোষ	
শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর	
শ্রীযুক্ত রামধন ঘোষ	
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র রায়	
শ্রীযুক্ত নীলমণি মল্লিক	
শ্রীযুক্ত হরিচরণ দেব	
শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায়	
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শীল	১
শ্রীযুক্ত বংশীধর মল্লিক	১
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসু	১
শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মান্না	১
শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস	৫০
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র দাঁ	৫০
শ্রীযুক্ত রামহরি ভদ্র	৫০
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	৫০
শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সরকার	৫০
	২৯,৮৫২
আগত	২৯,৮৫২
শ্রীযুক্ত রামমোহন ঘোষ	৩০
শ্রীযুক্ত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব	২৫
শ্রীযুক্ত কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ দেব	২৫
শ্রীযুক্ত গদাধর দাস	২৫
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন	২৫
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার	২৫
শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু	২৫
শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র লাহুড়ি	২৫
শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়	২৫
অল্প দানের সমষ্টি	৬৯৯।১৫
	৩০,৮০৬।১৫

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত পাঠোপকারক এবং পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশার্থে বস্তু বিচার নামক গ্রন্থ দ্বয় মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। সংস্কৃত পাঠোপকারকের মূল্য ছয় আনা, এবং বস্তু বিচারের মূল্য চারি আনা।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী, প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রাধামাধব শর্ম্মা, ঈশ্বরচন্দ্র দাস, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসন্ন বাগ্‌জি, ঈশ্বরচন্দ্র পাক্‌ড়াশী, দুর্গাদাস রায়, এবং হারাণচন্দ্র সরকার দ্বাদশ মাসের ঊর্দ্ধ মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে সভার প্রচলিত নিয়মানুসারে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

অশুদ্ধ শোধন

২৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৯১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে ১৫ পঁক্তিতে আছে যে "অনন্ত লোক যে ব্রহ্মলোক তাহা প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হইয়াছেন" তাহার পরিবর্ত্তে "ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে অনন্ত লোক তাহার প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হইয়াছেন" হইবে।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

অসৎসঙ্গ এবং অসাধু দৃষ্টান্ত যে বিষম অনর্থের মূল, তাহার সম্যক্‌দৃষ্টান্ত স্থল এই মহানগর কলিকাতা সম্পূর্ণ রূপে হইয়াছে। এক স্থানে যে কোন কুকর্ম্মের প্রাবল্য দেখা যায়, অগ্নি স্রোতের ন্যায় তাহা অবিলম্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এপ্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ প্রকার কুকর্ম্ম সূচক আমোদেই অজস্র লিপ্ত থাকে। তাহারদিগের ধর্ম্মের নিয়ম নাই, কর্ম্মেরও নিয়ম নাই: কখন পৌত্তলিকের ন্যায়, কখন বা ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানির ন্যায়, কখন নাস্তিকের ন্যায়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা আপনারা পরমেশ্বরের নিয়মকে অবহেলা করিয়া ক্ষান্ত নহে— কেবল আপনারা ইন্দ্রিয় সুখে মুগ্ধ হইয়া তুষ্ট নহে, তাহারদিগের বিশেষ যত্নও থাকে যে প্রতিবাসিগণ তাহারদিগের অনুবর্ত্তি হয়, তাহারা দ্বাদশ বর্ষের বালক প্রাপ্ত হইলেও সুখ লোভ দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে স্বদলে মিশ্রিত করিতে লজ্জা বোধ করে না। বিশেষতঃ বালকেরা যখন তাহারদিগের শাসনকর্ত্তা পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎ পথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শত স্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতা গণিকার গৃহে অতি বালক পুত্রাদি স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটী রূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়ঃস্থ হইলে কণ্টক স্বরূপ যে তাহারদিগের পরিবারের পীড়া দায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি? সেই বালকেরা নিয়ম পূর্ব্বক বিদ্যালয়েই প্রেরিত হউক, পুস্তকস্থ নীতিই অভ্যাস করুক, তথাপি পূজ্য পিতা প্রভৃতির আশু সুখ জনক দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা হইতে কেন নিরস্ত থাকিবে? যখন প্রকৃত রূপে বিদ্যাবান্‌ হইয়া এবং বিখ্যাত রূপে সচ্চরিত্র থাকিয়াও কত ব্যক্তি সঙ্গ দোষে ঘৃণিত রূপে দুশ্চরিত্র হইয়াছে, তখন বালক কালাবধি কুকর্ম্ম দ্বারা বিকৃত হইলে তাহা হইতে তাহারদিগকে কে নিবারণ করিতে পারে?

অধুনা লম্পট বিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লী গ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয় কার্য্যের জন্য কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক অনেক কৌশলে কোন এক স্ববয়স্ক ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহারদিগের ভাগ্য বশতঃ যদি সেই বাবু কুচরিত্র এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবারে তাহারদিগের নষ্ট হয়। তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় কুকর্ম্ম সকলের উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার

সম্পাদন জন্য উদ্যোগি এবং নিপুণ হয়, এবং যে সকল ঘৃণিত ও গর্হিত আমোদের আস্বাদন পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও ঐ বাবুর নিকটে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হয়। এই রূপে যাহারা সঙ্গ বশতঃ কুচরিত্র বাবুদিগের দ্বারা উপদিষ্ট হয়, পরে তাহারাই পুনর্ব্বার বালক বাবুদিগকে ঐ সকল মন্ত্র প্রদান করে, যাহাতে তাহারা পুরুষার্থ হইতে সম্যক্ রূপে ভ্রষ্ট হয়। অতএব অসৎ সঙ্গকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগের সংসর্গ লাভ করা নিতান্ত শ্রেয় হইয়াছে।

হীয়তে হি মতির্যস্মাৎ হীনৈঃসহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতাৎ যাতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাং॥

বিশেষতঃ কুস্থানে গমন, কুলোকের সংসর্গ, কুবাক্যের আলোচনা, এবং কুদৃষ্টান্তের গ্রহণ বালকেরা যাহাতে না করিতে পারে তাহার যথোচিত যত্ন কর্ত্তব্য। যিনি স্বয়ং কুমার্গ পরিত্যাগ করিতে অশক্ত হয়েন, তাঁহারও উচিত যে আপনার পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি যাহাতে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া কুপথগামি না হয় এমত দৃঢ় চেষ্টা সর্ব্বদা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২ আষাঢ় ১৭৬৭

দ্বিতীয় প্রকরণ
চতুর্থাধ্যায়

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং ॥

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সকলের নিয়ন্তা এবং পরম ঈশ্বর হয়েন।

পরমেশ্বর আমারদিগকে কেবল পিতার ন্যায় স্নেহ করেন না, তিনি ন্যায়বান্ রাজার ন্যায় আমারদিগকে পূর্ণ বিচারের সহিত পালন করেন। তিনি আমারদিগের হিতের নিমিত্তে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুসারে যিনি কার্য্য করেন, তিনি তাহার পুরস্কার আনন্দ লাভ করেন, এবং যিনি তাহার বিপরীত ব্যবহার করেন, তাহার প্রতিফল দুঃখ তিনি প্রাপ্ত হয়েন।

ভূমিষ্ঠ কালে মনুষ্য সম্পূর্ণ বলহীন এবং আশ্রয় বিহীন, কিন্তু তাঁহার শরীর মধ্যে এবং মনোমধ্যে যে সকল শক্তির বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহার দ্বারা ভবিষ্যতে তিনি এ পৃথিবীর রাজা হয়েন। জগদীশ্বর মনুষ্যকে যে সকল শক্তির সহিত বিভূষিত করিয়াছেন, তাহার সঞ্চালন জন্য নানা প্রকার উপযুক্ত বস্তুও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উর্ব্বরা ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার কর্ষণ দ্বারা আহার্য্য ব্যবহার্য্য নানা দ্রব্য উৎপন্ন হয়; নদী ও সমুদ্র সমুদয় বিস্তার করিয়াছেন, যাহাতে তরণি সকল ভাসমান করিয়া পদব্রজের শ্রান্তি হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, ও দূর দেশকে নিকট করা যায়; অরণ্য সমূহ প্রসারিত করিয়াছেন, যথা হইতে কাষ্ঠ প্রভৃতি লাভ করিয়া নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করা যায়, এবং আবশ্যক হইলে তাহা ছেদন করিয়া নগর রাজধানীও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। এই রূপ সহস্র সহস্র বস্তু দ্বারা প্রকাশ্য রূপে কতক বা গূঢ় রূপে এই পৃথিবীকে পূর্ণা করিয়া জগদীশ্বর সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে কায়মনে পরিশ্রম দ্বারা আমরা আপনারদিগের জীবন পালন এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা ও জ্ঞানের বৃদ্ধি করিব। যাঁহারা এই পরম তাৎপর্য্যকে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে জ্ঞানচর্চ্চা এবং কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে শরীর মন নিযুক্ত করেন, তাঁহারা তৎ ফল জ্ঞান, মান, ধন, যশ উপার্জ্জন করিয়া সুখি হয়েন, এবং যাঁহারা এই নিয়মকে অবহেলা করিয়া আলস্যেতে জীবন ক্ষেপ করেন, তাঁহারা তাহার শাস্তি দরিদ্রতা ও মূর্খতা দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়েন।

আমারদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে পরমেশ্বর এই মনোহর নিয়ম করিয়াছেন, যে উৎসাহের সহিত উপযুক্ত রূপে শরীর মন চালনা করিলে তাহার পুরস্কার স্বরূপ শরীরের সুস্থতা ও মনের স্ফূর্ত্তি

জন্মে। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমূহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি তাহারদিগকে নিয়মানুসারে ব্যবহার না করে, সে ব্যক্তি সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন জন্য শাস্তি স্বরূপ শরীর গত পীড়া ও মনোগত গ্লানি ভোগ করে।

ইহা সত্য যে অনেক ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ধার্ম্মিক হইয়াও অন্নাভাবে শীর্ণ হয়েন, অথচ অনেকে পাপি রূপে খ্যাত হইয়াও অতুল ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করে। কিন্তু বিবেচনা করিলে ইহাও পরমেশ্বরের অখণ্ড বিচারের কদাপি অন্যথা নহে। মনুষ্য পৃথক্ পৃথক্ শারীরিক ও মানসিক নিয়মের অধীন রহিয়াছেন, এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দণ্ড বা পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এক নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি কদাপি অন্য নিয়ম পালন দ্বারা অন্যথা হয় না, এবং এক নিয়ম প্রতিপালনের সুখ কদাপি অন্য নিয়ম লঙ্ঘনের দ্বারা অপ্রাপ্ত হয় না। পরোপকার দ্বারা জ্বররোগের শান্তি হয় না, এবং ঔষধ সেবন দ্বারা কদাপি হিংসার যাতনা নষ্ট হয় না। ঋষি তুল্য হইয়াও যদি মৃত্যু যোগ্য বিষ পান করেন, তথাপি শারীরিক নিয়ম ভঙ্গ জন্য অবশ্য তাঁহাকে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেই হয়; এবং মিথ্যাবাদী অপহারী ব্যক্তি তাহার কুকর্ম্ম জন্য আন্তরিক যাতনা ভোগ করুক, সকল লোকের অপ্রিয় হউক, কারাগারেই বা বদ্ধ থাকুক, তথাপি সেই পাপ জন্য কোন শারীরিক রোগ তাহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। লম্পট ব্যক্তি তাহার কুচরিত্র জন্য আপনার প্রতি গ্লানি বোধ করুক, ভদ্র সমাজে মানভ্রষ্ট হউক, রাজদ্বারে তিরস্কারই ভোগ করুক, তথাপি সে যদি নৈপুণ্য ও পরিশ্রম দ্বারা বাণিজ্য কর্ম্ম সমাধা করে, তবে সে পরমেশ্বরের তদ্বিষয়ক নিয়মানুগত কর্ম্ম করাতে অবশ্য ধনভাগী হইতে পারে। ঈশ্বর পরায়ণ পুণ্যবান্ পুরুষ পরব্রহ্মকে সমাধি করিয়া নির্ম্মলানন্দ অনুভব করুন, সত্য ব্যবহার দ্বারা আত্মাকে পরিতুষ্ট রাখুন, তথাপি ক্ষুধা কালে উপযুক্ত অন্নাহার না করিলে অবশ্য ক্লিষ্ট হইবেন। অতএব পরমেশ্বরের পূর্ণ বিচারের খণ্ডন কদাপি হয় না। যে যেরূপ নিয়ম ক্রমে কার্য্য করে, তাহার প্রতি তিনি তদনুরূপ শুভাশুভ ফল অবশ্য বিধান করেন।

যে কোন দুঃখ আমরা প্রাপ্ত হই, সে কেবল অপরাধের ফল। কিন্তু সে দণ্ডও তিনি আমারদিগের প্রতি বিধান করিতেন না, যদি সেই শাসনের দ্বারা আমারদিগের মঙ্গল না হইত। তিনি কেবল এই নিমিত্তে অনিয়মিত কর্ম্মের দণ্ড করেন, যে সেই শাস্তির ক্লেশ জ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতীকার জন্য যত্নবান্ হই, এবং দুঃখ ভয়ে পুনর্ব্বার তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া সুখি থাকি। আমারদিগের দুঃখ প্রতীকারের কারণ যদি তাঁহার শাস্তি না হইত, তবে তিনি আমারদিগের প্রতি তাহা কদাপি নিরর্থক বিধান করিতেন না।

অতএব যদি ইহ লোকে সুখের ইচ্ছা কর, এবং পরলোকে কৃতার্থ হইবার অভিলাষ রাখ, তবে তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে সযত্ন হও, যিনি সকলের বিধাতা, সকলের সুখ দাতা, এবং সম্পূর্ণ ন্যায়বান্ হইয়া অভ্রান্ত বিচারানুসারে সংসারের মঙ্গলের নিমিত্তে সকলের প্রতি উপযুক্ত রূপে শুভাশুভ বিতরণ করেন।

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়োবৃণীতে ॥ ১ ॥

পরীক্ষ্য শিষ্যম্বিদ্যাযোগ্যতাঞ্চাবগম্যাহ। 'অন্যৎ' পৃথগেব 'শ্রেয়ঃ' নিঃশ্রেয়সং তথা 'অন্যৎ উত এব' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'তে' শ্রেয়ঃ প্রেয়সী 'উভে' 'নানার্থে' ভিন্নপ্রয়োজনে সতী 'পুরুষং' 'সিনীতঃ' বধ্নীতঃ। তাভ্যামাত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। 'তয়োঃ' হিত্বাঽবিদ্যারূপম্প্রেয়ঃ 'শ্রেয়ঃ' এব কেবলং 'আদদানস্য' উপাদানং কুর্ব্বতঃ 'সাধু' শোভনং শিবং 'ভবতি'।

যন্ত্বদূরদর্শী বিমূঢ়ঃ ‘হীয়তে’ বিযুজ্যতে ‘অর্থাৎ’ পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ। কোঽসৌ ‘যঃ উ প্রেয়ঃ’ ‘বৃণীতে’ উপাদত্তইত্যেতৎ ॥ ১ ॥

শ্রেয় যে, সে পৃথক্ হয়, আর প্রেয় যে, সেও পৃথক্ হয়। এই শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক্ পৃথক্ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়কে স্বীকার করেন তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে স্বীকার করেন তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের উপাসনা শ্রেয় শব্দে বাচ্য হয়, ইন্দ্রিয় সুখ সাধন কর্ম্ম, প্রেয় শব্দে লক্ষিত হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ জানিবার চেষ্টা, তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনের যত্নকে তাঁহার উপাসনা শ্রেয় সাধনা কহা যায় ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য
বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়-
সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥২॥

‘শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ’ ‘মনুষ্যং’ পুরুষং ‘এতঃ’ প্রাপ্নুতঃ ‘তৌ’ শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ ‘সম্পরীত্য’ সম্যক্ পরিগম্য সম্যঙ্মনসালোচ্য গুরুলাঘবং ‘বিবিনক্তি’ পৃথক্ করোতি ‘ধীরঃ’ ধীমান্। বিবিচ্য চ ‘শ্রেয়ঃ হি’ শ্রেয়এব ‘অভি’ বৃণীতে’ ‘প্রেয়সঃ’ অভ্যর্হিতত্বাৎ। কোঽসৌ ‘ধীরঃ’। যস্তু ‘মন্দঃ’ অল্পবুদ্ধিঃ সবিবেকাসামর্থ্যাৎ ‘যোগক্ষেমাৎ’ যোগক্ষেমনিমিত্তং কেবলং শরীরাপচয়রক্ষণনিমিত্তং ইন্দ্রিয়সুখনিমিত্তমিত্যর্থঃ ‘প্রেয়ঃ’ ‘বৃণীতে’ ॥ ২ ॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনষ্যকে প্রাপ্ত হয়েন। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন ॥ ২ ॥

সত্বম্প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্
নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাম্বিত্ত-
ময়ীমবাপ্তোযস্যামজ্জন্তি বহবোমনুষ্যাঃ ॥৩॥

‘সঃ ত্বং’ পুনঃপুনর্ময়া প্রলোভ্যমানোঽপি ‘প্রিয়ান্’ পুত্রাদীন্ ‘প্রিয়রূপান্ চ’ অপ্সরঃপ্রভৃতিলক্ষণান্ ‘কামান্’ ‘অভিধ্যায়ন্’ চিন্তয়ন্ তেষামনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্ হে ‘নচিকেতঃ’ ‘অত্যস্রাক্ষীঃ’ অতিসৃষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি। অহোবুদ্ধিমত্তা তব। ‘ন এতাং’ ‘অবাপ্তঃ’ অবাপ্তবানসি ‘সৃঙ্কাং’ সৃতিং কুৎসিতাং মূঢ়জনপ্রবৃত্তাং ‘বিত্তময়ীং’ ধনপ্রায়াং ‘যস্যাং’ সৃতৌ ‘মজ্জন্তি’ সীদন্তি ‘বহবঃ’ অনেকে মূঢ়াঃ ‘মনুষ্যাঃ’ ॥ ৩ ॥

হে নচিকেতা! তুমি বিবেচনা করিয়া অপ্সরা প্রভৃতির প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলে আর বিত্তময় পথেতে লুব্ধ হইলে না, যে পথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয় ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ
বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেত-
সম্মন্যে ন ত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪ ॥

যতঃ ‘দূরং’ দূরেণ মহতান্তরেণ ‘এতে’ ‘বিপরীতে’ অন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাৎ তমঃপ্রকাশাবিব। ‘বিষূচী’ বিষূচ্যৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসারমোক্ষহেতুত্বেনৈতৎ। কে তে ইত্যুচ্যতে। ‘যা চ’ ‘অবিদ্যা’ প্রেয়োবিষয়া ‘বিদ্যা’ শ্রেয়োবিষয়া ‘ইতি’ ‘জ্ঞাতা’ নির্জ্ঞাতাবগতা পণ্ডিতৈঃ। ‘বিদ্যাভীপ্সিনং’ বিদ্যার্থিনং ‘নচিকেতসং’ ত্বামহং ‘মন্যে’। কস্মাদযস্মাদবিদ্বদ্বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ ‘কামাঃ’ অপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ ‘বহবঃ’ অপি ‘ত্বা’ ত্বাং ‘ন’ ‘অলোলুপন্ত’ বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ আত্মোপভোগাভিবাঞ্ছাসম্পাদনেন। অতোবিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়েন, এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন এই রূপ পণ্ডিত সকলে জানেন। তুমি যে নচিকেতা, তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষি জানিলাম। অপ্সরাদি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেক না ॥ ৪ ॥

সিন্ধুঘোটক

সিন্ধু ঘোটক অতি প্রকাণ্ড জন্তু। ইহারা স্বভাবতঃ সাগর মধ্যে বসতি করে; বিশে-

ষতঃআমেরিকা খণ্ডের সান্নিধ্য সমুদ্রে অনেক দৃষ্ট হয়।

যখন পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারদিগের শরীর ন্যূনাধিক ষষ্টি মণ ভারী হয়। তাহারদিগের চর্ম্ম প্রায় এক অঙ্গুলি অপেক্ষা স্থূল হয়, এবং তাহারদিগের মুখের দুই পার্শ্বে এক হস্ত বা তদপেক্ষা দীর্ঘ দুই শ্বেত বর্ণ দন্ত জন্মে; এই দন্ত দ্বারা তাহারা ভূমি বা পর্ব্বত হইতে খাদ্য দ্রব্য উৎপাটন করে, এবং তাহা জলমগ্ন পর্ব্বতে আবদ্ধ করিয়া নিদ্রা যায়। এই চর্ম্ম এবং দন্ত.এবং তাহারদিগের দেহ নিঃসৃত তৈল দ্বারা মনুষ্যের অনেক উপকার হয়।

We had occasion lately to take a passing notice of some observations contained in the last number of the Calcutta Review, on the proceedings of the Tuttuboadhiney Subha, and the Members of the Brahmu Sumaj. An article in the April number of the same publication professing to treat of the "transition states of the Hindu Mind," also calls for a few remarks from us. Not however that we have any doubts respecting the capacity of the people of this country to make that progress in improvements, which is apparently the destination of all the nations of the world. On this point we entirely concur in opinion with the writer of that paper. Man is a mutable creature and he must everywhere, and at all times go onwards, or make a retrograde motion: to stand still is impossible for him; and it appears to us to be a proof of divine providence, that he is so constituted that his movement backward is always checked by his innate propensity to run on in the course lying before him. The main position of the Reviewer on that occasion was incontrovertible; but in proof of his arguments he makes certain allegations against the creeds inculcated in the Vaidant, as forming the belief of the worshippers of the One True God, in spirit, in this country, which should not be passed over in utter silence. We regret that our space will not allow us to enter so fully on the subject, as we could wish, but we should not be doing our duty to our fellow believers, if we entirely omitted to point out some of the fallacies avouched in the article now before us. Our purpose, however, is not so much to answer the arguments contained in the Review as to put the religious opinions cherished by us, and by our ancestors, a few generations back, in a right point of view, before such of our readers, as may not have made themselves thoroughly acquainted with them.

[In our endeavours to spread a knowledge of our ancient theological doctrines, we declare our firm conviction in them to be the only inciting principle by which our exertions are guided. We will not deny that the Reviewer is correct in remarking that we "consider the Vaids and Vaids alone, as the authorized rule of Hindu theology." They are the sole foundation of all our belief, and the truths of all other shasters must be judged of, according to their agreement with them. Even the Smrities which are almost entirely founded on the principles inculcated in the Vaids, must bow to their authority, wherever there is the slightest possibility of mistake or misconstruction; and for this reason, that the Shrooties were uttered by inspiration, while the Smrities contain only an exposition of their precepts. Durshuns are no more than philosophical systems, and do not come within the proper sense of religion. What we consider as revelation is contained in the Vaids alone, and the last parts of our holy Scripture treating of the final dispensation of Hinduism, form what is called the Vaidant.]

The idea of the eternity of the Vaids mentioned by the Reviewer, is comprehensible only in a figurative sense, and we have always understood it to signify that the truths of religion are eternal truths. The fact of the contents of the Vaids having been revealed ages after the creation of the world, has been no where denied by us, and we have always declared that the Rishies spoke by inspiration.

The fable respecting the revelation of the Vaids at the time of the creation, and of their being uttered by the four mouths of Brahma, the personified creative power of God—of their having their descents from the sun, from fire, &c.,—show only the authority of the divine writings by metaphor, and that the truths therein taught, had their foundation in the nature of things as they were created by the Supreme Being.

The Vaids having existed from a time when Indian literature and, indeed, all literature, was only (as it were) in a state of germination, it is impossible to prove the divine origin of these sacred works by any historical testimonies, the value of which was not understood at the time; or, indeed, by any other evidence than what they themselves afford by the drift and tendency, the reasonableness and cogency, of the doctrines taught in them. It may be observed, however, that the Hindu Scriptures have commanded the belief of a numerous race of men not unknown to literary fame in ancient times; and during a long series of ages extending backwards to days of antiquity, of which scarcely any nation possesses the slightest memorial; and that there are numerous traditions current, both among the people of this country and some of the neighbouring nations, which indubitably fix the character of the divine Books; these facts give our early writings a degree of credibility at least equal to that to which any ancient history can lay claim: for history is nothing but verbal testimony acquiesced in by people capable of appreciating the value of truths, and so far as acquiescence goes, the Vaids have the same kind of evidence in their favor in every necessary degree. What progress those who believed in their authority made in the different branches of profane learning, and whether they were competent to distinguish truth from falsehood, need not now be enquired. [If the doctrines of theology, and the principles of morality taught in the sacred volumes referred to, appear to be consonant to the dictates of sound reason and wisdom—if these tenets and precepts carry the unim-

peachable character of truth in them,—the man, who has received them and continues to place his trust in them, will have no reason to fear the vituperative surmises of ungodliness in respect to his religion, in spite of any thing that can be urged in proof of the small progress that has been made in the various branches of human science and learning. The Jewish nation did not stand higher than the Hindus in the scale of civilization, and yet the things in which they believe, have been received as divine by all Christendom. Why then should the Hindus be scoffed at their expressed sentiments upon sacred matters?

The argument of the Review, in respect to the Vaids as possessing no authority as a code of divine law, seems to us to be at least gratuitous. What authority could they offer besides that which they do actually possess. It has been asked to whom, how, when, and where were the Vaids revealed? We answer that it was to the inspired sages of the Hindus, that revelation was made in the early ages of the world; not in the midst of thunder and lightings from the top of a particular mountain, ingredients of story by no means necessary to give authority to inspiration, but in the common course of nature and in the homestead of those sages, wherever they may have lived at the period. The exact time and place are probably not known, because there were no historical writings then in existence, and it did not fall in with the objects of revelation to say, whether the Rishies lived in the valleys of Himalaya or in the jungles of Deccan, nor whether they were inspired in the Suttya yoogs or in any other particular portion of the Indian period. But the names of the Rishies, who were inspired, are given, and that is all the information that we have, or need, on the subject. Proofs of the inspiration of these sages may be collected from the Vaids themselves, as well as from unanimous traditions prevalent among the Hindus and other neighbouring nations; for if any credit can be attached to the general belief of any portion of mankind, (and all history must be formed on such belief, not only in ages of which no memorial, except that furnished by tradition, is left, but also in more improved times) we have proofs, in abundance, of our sages having been inspired. At all events the evidences in their favor are as powerful as what the sacred writers of any other people can adduce in support of their own belief. Moses is said to have been inspired, but surely there is no proof of that fact, beyond the reverence that may be shewn to Jewish tradition; and it cannot be denied that it was not even known to that people, whether Moses wrote his books on stone, papyrus, or any other material, nor the manner in which his works decended to the Jews of later times.

We cannot conceive how the writer of the article on the "transition states of the Hindu mind" makes it out, that the Indian scriptures are undeserving of any credit as a sacred code of divinity, because there is no evidence of a strictly historical nature to prove when and where they were revealed. Such an argument would raze the foundation of all religious systems. If such historical facts alone be the test of revelation, we would ask to what extent the Christian Bible can pass the ordeal so created. It will not do to say, that that work itself contains a history. History is not revelation, and it may remain intermixed with fable: every thing, going by that name, requires confirmation. The portion of the Bible which contains what is called revelation by Christians, may be false, though at the same time connected with much historical matter. The works of Herodotus, written several centuries after the Pentateuch, confessedly contain a mixture of truth and falsehood. May not the same be said of the Bible? We would beg leave to ask what historical proofs besides those afforded by the contents of the Bible itself, the Christian missionaries can adduce as to the assertion of God having made his appearance in a finite shape on earth to declare to Moses and others, that such and such were His commandments, and that He was a jealous God, and could not bear to see any worshipper of idol?—hinting too, at other times, that He has a son and a neutral friend, whose inconceivable existence, seperate from Him, and at the same time united in Him, not in a figurative but in a literal sense, must perforce be believed, before He could extend His mercy to man. What evidence have we of this assertion? Is it not as doubtful as when and how the writings of Moses were collected into a whole? The ten commandments are said to have been written down on two slabs of marble. By whom were they written? By God or by Moses? How have they been so long preserved? And where are they now to be seen?

It is the fate of all the most ancient writings, from whatever source derived and on whatever subject they may treat, to rise or fall, in public opinion, under merely fortuitous circumstances; though of course, they will retain a hold on it only by the nature of their contents. To prove their authority and truth by any extraneous evidence is impossible. The whole Mahommedan world will consider it sacrilege to doubt the divine origin of the Koran; the Christian world, in the same spirit, will denounce damnation and ruin against all who may entertain the slightest doubt as to the authority of the Bible; but certainly neither the Jewish Testament nor the Koran can lay claim to any historical proofs in vindication of their heavenly origin. It was totally impossible from the condition of things in the countries at the respective periods, when the revelations are alleged to have been made, that history could come in aid of religion. The Hindus have just as great a right to argue that the Ramayana and Mohabharut and Itihashes and Poorans contain abundant historical proofs of the divine origin of the Vaids; though it is not our intention to take up that ground.

History strictly so termed had its rise at a much later time; it sprung up long subsequently to commencement and termination of the divine dispensations, which necessarily occurred before that branch of literature could raise its voice in their vindication. It is plain that man must have made great advancement in knowledge, before he could think of recording his progress in it; but things affecting his religions and moral duties would be very early enquired into and learned. That the revelations vouchsafed to man, were received as soon as his progress in knowledge enabled him to perceive the light so emanating, is the general belief of almost all the

nations of the world, and is consonant to all our inherent notions of the Goodness of God—notions which prepare us to believe, that when the mind is fitted for any knowledge, then is the precise time for our receiving it. Tradition therefore can only speak of the origin and progress of religion. As to the manner in which the doctrines of our belief were revealed, it seems to us to be quite evident, that Providence, when it condescends to make any revelation, could achieve its purpose by paving the way for the reception of the truths communicated. Man's unwilling reception of any blessing cannot please the Omnipotence and Mercy of God; and for the reception of any truth by a creature endowed with reasoning faculty, it cannot be necessary for the Creator of all things and Prime Cause of all movements, both corporeal and mental, to appear in a finite shape in the midst of the wonders of the physical world, or on a particular spot of ground, however sublime in its scenery or beautiful in its prospect, to declare, in a particular form of speech, what we must believe and do; He has made man an intellectual being, and any aid he deems necessary to afford him is naturally directed to his intelligence. When He wills therefore to make Himself believe, He is believed; every thing being previously put in a train for the reception of that belief. Man's intellect has only to be led on in a right direction to ensure his perception of the light in all its grandeur and all its beauty. The object of revelation then is to point out the proper course, when man is doubtful, in which way he should proceed. Man is always made the instrument of God's communication, and this, in the common course of nature without parade or display of any kind. The ways of the creator are the ways of simplicity; and all his revelations are effected simply by the enlightenment of the human understanding. The authority of inspiration lies in the degree of belief which the matter revealed commands, or is capable of commanding, from mankind in general, and not in any formality observed at the time, when the truth was declared. Man being left to free thought and will in all things appertaining to his wordly engagements, the sole object of an inspired insight into the ways of nature and nature's God, which is permitted to him, is to serve him as a guide in steering his course aright in the midst of the multifarious obstacles which his imbecility places before him. In fact, revelation lights upon the mind of man for this purpose, and any thing which in this point of view, is not absolutely requisite he should know, is not within its province; it being entirely confined to particulars lying within the sphere of sciences, morals, and divinity; and within this sphere even to the boundaries of those powers of comprehension which God has allotted to him. It would indeed be opposed to that principle of fitness of things, which is manifested throughout the whole creation, and which has made every part of this world, both visible and moral, in such exact proportions, and so nicely suited to the design which it has to serve, if revelation vouchsafed to treat of matters which were utterly incomprehensible to the human mind. Mysteries, therefore, do not come within its plan. The impotency of man to comprehend all mysteries of this nature, is a proof, that he has no concern with them, for if they were useful for him to know, or required of him to be believed, it cannot be supposed that an All-Powerful and Benevolent Providence would not have given him strength of mind sufficient to compass the ideas comprehended in them. It is opposed to all our notions of divine Mercy and Justice to suppose, that God will force our belief, and punish our disbelief in matters, of which we are not able to form a conception. It will be said, perhaps, that Divine Grace has enabled Christian missionaries to perceive the truth of certain mysteries taught in the Bible. A similar remark is also made by the Tantric idolators who are enabled by the favor of their goddess, even to hold occasional converse with her. But we are unable to fix a precise idea on the expression "Divine Grace," when so applied. The mercy of God is as surely universal as that He is the Father of all creation. Mysteries lying beyond the stretch of human faculties cannot form a part of religion, until our nature becomes so altered as to enable us to penetrate them, or at least to glance at them. To leave man to his free thought, then to disable him from perceiving the force of a truth, and yet to oblige him to hold a certain conviction for which he is quite incapacitated, and this under pain of eternal damnation, does not seem to us to be a mark of Divine Mercy, nay, on the contrary, would appear to be a decided token that the original intention of Providence was to consign us to perdition—a manifest absurdity, if the Grace and Benevolence of God be admitted. The exercise of Divine Grace may be necessary when the faculties given to us are misused; but it totally loses its character when capacity is altogether denied, and we are required to perform an act, in spite of our unfitness to the task. We deny, therefore, the existence of mystery in religion—the truths with which it is connected are such as come within the scope of those faculties, it has pleased a Merciful and Paternal Creator to bestow on man. Religion in fact, requires nothing that is uncongenial to our mind. It is in this point of view, in its freedom from all mysterious doctrines that the excellence of the Vaidant, forming the basis of our religious opinions, most directly appears. Its claims to our belief as a revealed code of divinity, are most indubitably proved upon the basis of ancient tradition, and such history as we happen to possess; and the Vaids lead us in a manner by the hand to a knowledge of God and of our various duties as members of His Church, without the introduction of mysteries of any kind; without demanding any compelled belief and without requiring us to do anything that is opposed to our nature or to violate our free will by renouncing any course of good action to which we are habitually inclined.

Man is a fallible being and his unassisted reason is liable to the grossest misconceptions regarding his origin, his relations to the various orders of existences surrounding him, his duties as well as to himself as to others and his obligations to his creator, matters, a correct knowledge of which is essential to his maintaining the position in which he stands in creation, as his very

welfare entirely depends upon such knowledge. For a right conception, therefore, of the purposes of his being, and of his future expectations, the weakness of man's faculties requires to be propped up by that Providence to which he owes his being and the continuance of it; and hence arises the necessity of revelation. It has nothing, however, to do with history, which is no more than a branch of literature, a part of human learning of the secular class and which had no existence until many centuries after the date of the latest revelation in the respective countries, where such revelation is said to have been made. The knowledge derived from the source of inspiration, deals with eternal truths which require no other proof than what the whole creation and the mind of man, unperverted by fallacious reasonings, afford in abundance. The evidence of revelation lies more in the matters revealed than in any thing else. The doctrines of religion are, no doubt, in need of illustrations; but these have been equally well, if not better, founded on fables and parables which were so congenial to human ideas in the early ages of the world, the days of imagination and poetry. The Bible contains what is considered the history of the Jews, amongst whom it originated from the creation down to a certain period in ancient times. The Vaids, on the other hand, teach only by addresses to our fancy or by speaking solely to our reason, with merely an intermixture of a few historical facts here and there. But this circumstance can neither add to the authority of the former, nor prove a ground of disparagement to the latter,—not to urge that a history, which treats of the earliest ages at length but becomes scanty as it approaches modern times, is always to be considered as a very doubtful authority. The sole object which revelation had in view was to inculcate a knowledge of God; and to teach our duties to him, to ourselves, and to others; and for this purpose it was not necessary to give a historical view of things. The tenets taught, and the precepts given, were all that had to be looked to, as emanations from divine wisdom.

If what we have said above in respect to mysteries and the evidence that can be adduced in proof of the origin of a religion, be true, it is quite clear that the only ground on which the truth of any system of belief can be maintained, is that founded on the nature of the doctrines inculcated by it. Let us, therefore, just take a glance over the tenets taught by the Vaidant, and then see what the pretensions of the Bible are to any superiority over it. Before we proceed to this, however, a word or two are needed in reply to the charge of pantheism brought against our doctrines. If this term be applied to designate the opinion of those who understand by pantheism that doctrine of theology, according to which God's Spirit is believed to pervade every thing, and every thing is supposed to live through Him, and in Him, there being nothing without Him—it is undoubtedly the doctrine of the Vaidant, and we do not know, how its truth can be denied; the Bible teaches the same tenet when it declares to men that "in Him we live and move and have our being" (*Acts Chap.* 27 *v.* 28) and also when in Ephesians (*Chap.* 4 *V.* 5) it speaks of God as "One God and Father of all, Who is above all, and through all and in you all." If this be pantheism charged against our religion we have nothing to do but to ask how the doctrines can be disproved? But if by pantheism is meant the opinion of those who consider God and the universe to be one and the same thing, or in other words, who believe that the Great First Cause is not distinct from other existences, and that the universe itself is God, we unhesitatingly assert that this is not the doctrine of the Vaidant. It is indeed this pantheism that we have all along disclaimed, as not forming any part of our belief. Our sacred scriptures no where teach, that the universe is God, on the contrary they clearly point out, that He is entirely distinct from all material existences.

তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম

অন্যত্রাস্মাৎ॥

নেতি নেতি॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ॥

The passages quoted by the Reviewer in proof of his allegations, in this respect, have been misunderstood by him, as will be evident from the annexed versions of them in their entire context.

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি॥

Verily this universe is the manifestation of the power of God; from Him it has come into existence and in Him shall it sink.

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং॥

Good Pupil! before this world existed, there was the sole existent Being alone, He who is One only without a second.

অসদ্বাইদমগ্র আসীৎ ততোবৈ সদজায়ত॥

This world at first was a non-entity, from Him it became an entity

ব্রহ্মবেদব্রহ্মৈব ভবতি॥

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥

He who knows God becomes like God in wisdom and happiness. He enjoys all felicity with the Omniscient Brahm

এতদাপ্তমনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

"By knowing God a man ascends the Brahm Loak, the highest heaven." Though Shankaracharya explains the text thus; "man having acquired the knowledge of God becomes revered like him" he does not thereby mean that man is actually worshipped as the Supreme Being in the strict literal sense of the phrase, but merely indicates the high glory which the worshipper of Brahm arrives at. In like manner the Vaid itself has elsewhere said:

অস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি॥

The celestial beings adore him the worshipper of Brahm.

The text does not mean that the heavenly deities do regularly or occasionally perform the worship of the devotee, but merely implies that the latter attains superiority even over the heavenly beings.

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ॥

The Omniscient Being is neither born nor dies.

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং ॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজোয়ত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যো-হসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি ॥

By thy illuminating body, O Sun, the True Being who rules in thee is veiled from me.

O thou who nourishest the world, enlightenest it singly, and who art the Regulator of the whole system, O Sun, descendant of Prajaputee, disperse thy rays and mitigate the intensity of the blaze, so that I may through thy favor behold thy most graceful aspect. But why should I (says the Individual again retracting himself on reflecting upon the true divine nature) why should I entreat the Sun, as I am what he is, that is, the Being who rules in the Sun rules also in me.

The following passages show that the Divine Spirit and Soul are distinct one from the other.

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্ব-জাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্নন্যো-ভিচাকশীতি ॥

Two birds, God and the soul, friends and cohabitants, reside unitedly in one tree, the body. One of them (the soul) consumes the fruits of its actions. But the other (God) without partaking of them, is witness of all events.

ন প্রজ্ঞং।

Human Spirit is not God.

There are systems of Hindu philosophy which fall into materialism, but our philosophy is not our religion: the Reviewer apparently confounds the one with the other.

According to the Vaidant, God is a sole existent spirit, whose influence pervades all nature, from whom every other existence in creation has proceeded, under whose providential care they all subsist, move and act, and in pursuance of whose laws they all suffer the various mutations to which they are subject, and ultimately cease to leave any trace of their existence behind them. He is capable of being known to man only as the omniscient, omnipresent and all powerful Creator, Guardian and the Ruler of the destinies of the universe, whose origin, preservation, various changes and ultimate destruction are solely the work of His will, the result of His providence, and the effect of His power. His real essence, no vision can approach, no language can describe, no intellectual power can compass or determine. He is the only true Being, and nothing exists without Him:—He alone has existed from all eternity and every thing besides Him has had its origin from Him. He is One only, without a second. He is truth itself, His purposes being all fixed, His laws immutable, and His course unchangeable; and He rules the destinies of the creation in accordance with the invariably fixed rules of justice and verity. He is wisdom itself, that is, He knows by mere intuition all things and matters, past, present and to come, and is infinitely wise to frame and order things to their proper ends without flaw or defect. He is infinite and He exists from eternity to eternity, or in other words, He exists every where and at all times. He is happiness itself, being all perfection in Himself and the source of all happiness to his creatures; being unchanged and unchangeable in His own nature, and the origin of those innumerable blessings which are scattered throughout creation. He is almighty, able to do every thing not base or sinful. He is all holiness and all goodness. His excellences are incomprehensible. He is shapeless but the cause of all shapes, and the Supreme Ruler of the universe. He holds his moral government over all His creatures, and rewards and punishes the good and bad actions of mankind in accordance with laws unchangeably and eternally fixed by Himself in mercy and goodness infinite, and yet He is void of all passions which would argue changebleness and inconstancy. Fire burns, the sun enlightens the world, the firmament, the wind and dissolution take their rapid course through His fear and yet He is all peace and calmness. Life, mind, the organs of sensation, ether, air, light, fluids, earth, the support of all creatures, originate from Him, He Himself alone being unborn, immutable and eternal. He alone and nothing else existed before creation and He created every thing out of nothing, by His sole commandment and at His mere will.

যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি ॥

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্ম-পুরে হ্যেষব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণ-শরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় ॥

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈঃ ॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥

নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্ ॥

একমেবাদ্বিতীয়ং ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ॥

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ॥

পরমং পরস্তাৎ ॥

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি-পাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূত-যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং ॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥

আত্মা বাইদমেকএবাগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ ॥

Such are the notions of God inculcated in the Vaidant. The duties which man is taught by that divine code, to perform in pursuance of the object of his creation, and as the only means by

which he can attain happiness, are summed up in certain general maxims.

Our first duty according to that system of religion is constantly to think of God, to remember Him in all our ways, to fix our thought in Him whenever we are free from the anxieties arising out of our worldly concerns, and to make Him the starting post and goal of all our reasonings and actions. This is the only adoration that can be acceptable to Him, as such devotion alone can make us really happy. Expressions of gratitude will naturally arise, when we think of the multifarious benefits we have derived from Him. But adorations are the offspring of the mind, and must therefore proceed sincerely and reverentially from the heart. The mind of the worshipper of the true divinity must be led by enquiries into the phenomena of Nature to the perception of the beauties and grandeur of the world, and from this perception to those happy feelings of gratitude for the Creator and Regulator of the universe, and resignation to His will in which consist true reverence and devotion to Him, and upon which depends the true beatitude that we all seek for.

তমেবৈকং জানথ আত্মানং ॥
তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব ॥
আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো-
নিদিধ্যাসিতব্যঃ ।
আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকা-
দমৃতাভবন্তি ॥

Our duties to ourselves, as the Vaids teach them, consist principally in the cultivation of our intellectual faculties and giving them a right turn, and in holding our appetites and passions, under due restraint and controul; and keeping, in the proper degree of exercise the better class of affections. In the performance of these, lies our chief happiness, and indeed almost all our other duties are included in them.

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥

The duties which we owe to our fellow creatures, according to the lights of our religion, have been divided by Menu into three Classes, as being performed mentally, through the means of our faculty of speech or by our bodily organs. Some idea of this classifiction may be formed from the following maxims. First class,—covet not the property of others, think not ill of others, entertain no sinful notions of Atheism or Materialism. Second class,—do not speak harshly to others, speak not an untruth, do not indulge in accusations behind the backs of others, speak not what is not to any purpose and what will only confound people. Third class,—take not what does not belong to you and is not given you, do no bodily harm to others unless it be in pursuance of law, do not commit adultery. He whose firm understanding obtains a command over his words, a command over his thoughts and a command over his whole body may justly be called a Tridundee or triple commander.

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজাগতয়োনৃণাং উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং ॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ংস্যাচ্চতুর্ব্বিধং ॥
অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরংত্রিবিধং স্মৃতং ॥
বাগ্দণ্ডোঽথমনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি সউচ্যতে ॥

The foregoing precepts quoted from the Shasters,shall,we dare say, have sufficiently pointed out the nature of the morals inculcated by our religion. To enlarge further on this head would be out of place here. We are constrained to conclude this short account of our religious principles with barely adverting to those other doctrines of our creed which refer to our hopes in a future state of existence.

To err is human; and consequently the method of expiating for sin is a doctrine of vital importance to man. For this purpose it has been enjoined that repentance and earnest endeavour to avoid similar transgressions are the only way of expiating our evil deeds.

"If he commits sin and actually repents, that sin shall be removed from him; but if he merely say I will sin thus no more, he can only be relieved by an actual abstinence from guilt."

কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাৎ পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ॥

The Vaids do not teach the doctrine of eternal punishment, after death, for the bad actions that we perform in this our present life. According to our doctrine the reward alone will be eventually perpetual. Such a doctrine as that of eternal punishment probably serves the purpose of overawing people to a certain extent, but in truth it cannot be considered to be consonant to those notions of divine mercy that have been imparted to us, or to any idea of divine justice that we can form, that man should be subjected to eternal damnation for sins to which he has probably been a victim through mere weakness or ignorance. Our religion inculcates that our good and bad actions shall all inevitably receive their proportionate reward and punishment, with the exception only of expiated sin, conformably to the exact extent which is necessary for the purpose of reformation and encouragement; that we shall thus have to pass a state of probation during successive lives of shorter or longer durations, until we are fitted by sacred knowledge and entire devotion to the will of God, to enjoy that supreme felicity which may be said to be a participation of divine nature; that the punishment which awaits our evil doings, is of the most dismal and frightful nature which our soul can bear, and that punishment is the unavoidable consequence of sin; that the rewards our virtues receive will give us a fore-taste of eternal beatitude; that man is mercifully destined for everlasting happiness, but he is left to attain that ultimate object of his creation by knowledge and devotion, and by his labor, in the ways

of virtue and religion,—the actions good or bad which proceed from him in the free agency that has been permitted him, being always attended by their inevitable consequences, and according to their qualities, either bringing him nearer or throwing him at a distance from that goal of all his pursuits in which consist the perfections of his nature. Surely this idea of futurity is equally cheering and awful, and it appears to us to be at once consonant to our notions of infinite mercy and perfect justice.

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং॥
সোমলোকে বিভূতিমনুভূয় পুনরাবর্ত্ততে॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে॥

This doctrine of transmigration has been objected to by the Christians, though they themselves believe in the resurrection of the dead, and in a day of judgment. But the fact of our souls passing from one body to another after death, is not contrary to the course of nature, and, in our belief, offers a better view of our prospect in future, and one more in accordance with our notions of justice and mercy, acting in unison with each other, than the other idea of the dead arising from what condition it is not known after a long interim and receiving the judgment due to their actions for all eternity thereafter, without any trial being allowed them further than what a single life afforded.

We now come to that part of the doctrines of the Vaids, which inculcate that those who can not turn their minds to God in spirit should worship Him through the medium of matter. There are men of that grovelling class whose minds are incapable of making a proper degree of exertion, and these are required not to lose themselves in the mazes of irreligion, the banes of society, but rather to fix their attention on some of the grandest objects of the world, and consider them to be so many manifestations of the supremacy of the only True God who pervades all creation, and to worship them as so animated by His influence, that thus their minds may be gradually trained by spiritual tuition to the true mental adoration of the Supreme Being. This worship of spirit through matter, in one shape or other, appears to have been as absolutely necessary and congenial to the habits of man in the early ages of the world; but while it was permitted, as the mean between irreligion on the one hand, and spiritual devotion on the other, its nature was truely depicted throughout our revealed books in which it was every where mentioned as a merely preparatory step, and described as beneficial only by leading to the portal of pure religion; so that to give a religious turn to the mind, and keep up a belief in the existence of God, was the sole object of all the religious practices and *Yuggnyas* enjoined in the Vaids. These were to prepare men for those trains of thought which lead to religious contentment and resignation—to the habitual practice of charity to the needy—honour to others—friendship and regard to all, and to see the work of an almighty and merciful hand in creation. The elements and more striking objects in creation, and the personified virtues and powers in the moral world, are, by the Vaids, made the instruments of offering religious adoration, and so made only in conjunction with the idea of some of the divine attributes being manifested in, by, or through them, and always without allowing the notion of unity and spiritual existence of God to be lost sight of. It was, at the same time, explicitly enjoined however that those parts of the Vaids which inculcated these matters, should always be remembered as the injunctions mercifully made for the benefit of the ignorant and untrained, and that those who were at all capable, were only to pay their adoration in spirit and purity.

It should be recollected that the revelations of the Vaids, were made at a time when the world was, yet, in its infancy, and the object which they had, at first, in view, was to wean men from their crude thoughts and irregular habits, and to train them in the ways of truth, righteousness and virtue. It should not be wondered, therefore, that burnt and other offerings and the adoration of the divinity by praises and thanksgivings offered directly to His visible works and manifest attributes, and to personifications of the powers of nature and affections of the mind, should be enjoined by revelation. That became, under the then existing circumstances, a necessary step to the attainment of the sacred knowledge. Under the Christian dispensations we find it declared "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the father in spirit and truth." This passage quoted from the Gospel of John would evidently show that the predecessors of Christ were in the habit of worshipping God not in spirit and truth, but through matter and in an indirect way. The books of Leveticus also plainly inculcate many religious practices and the propriety of burnt and other offerings of a similar nature to those of the Vaids. The Christians therefore ought, at once, to see the necessity of such revelations as we have been here speaking of. We ourselves doubt that there is the same necessity of worshipping God through matter at the present age of the world, but at the periods when our inspired sages uttered their precepts of religion, the state of things was quite different from what we now see, and Providence would direct matters adapted to the circumstances of every age, and every grade of intellect.

Polytheism is in no way, implicated, in the doctrines here referred to, on the contrary the Vaids inculcate every where that whether fire, air, water, the sun, moon, Indra (the personified grandeur of the celestial regions promised for the good works of man,) Varuna (the personification of the benefits arising from water the drink of life,) or any other such entity, form the medium through which we offer adoration, it should always be borne in mind, while such worship is offered, that the objects mentioned are only the manifestations of the power or mercy or perfection of the One Incomprehensible Supreme Spirit which pervades all creation, which regulates every part of the world, from which all have proceeded, and in which all exist. "We meditate on the Supreme Spirit of the splendid sun who directs our understanding." This verse indicates the general way in which the worship here described is to be offered, and

surely nothing can be further from Polytheism than the notion implied in it.

It should also be mentioned in this place that the followers of the Vaidant do not admit that God is "the Material cause of the Universe," but on the contrary, believe "nothing existed before creation but the Supreme Spirit, and that He created every thing out of nothing."

অসদ্বাইদমেকএবাগ্রআসীৎ নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ সঈক্ষত লোকান্নু সৃজাইতি।

"That the universe is an expansion of the divine substance, that the human Spirit like the divine, is eternal and uncreate, that the knowledge of the True God transforms a created being into the Divine Spirit, that the highest object of religious meditation is to discover that the worshipper is himself God" may be doctrines of Philosophy but are not the tenets of our religion.

Our religion may be truly said to be a religion of the heart and understanding. It at once addresses itself to the minds of all mankind, it knows no forced belief, its whole influence being directed to purify the active energies of man. It breathes of nothing but devotion and holiness, virtue and happiness, toleration and peace. It has been said, that it is somewhat exclusive in its nature, making a distinction of casts and sex to whom it is accessible or against whom it closes its door. But nothing can be further from the intentions of the Vaidantic dispensations of Hinduism, which speak to all nations, all casts, all sexes and all ages whatever. Any one who seeks divine knowledge is competent to read of them, understand them and form his practice according to them. The instances of Maitreyi and others to which the Reviewer points, are given only as instances to show, that the precepts of the Vaidant have nothing of exclusiveness in them. If there are not any number of examples of women and Shoodras taught in that system of theology, that is not the fault of our religion but of the state of society in this Country.

The Reviewer affects to consider the present elevated position of most of the nations professing Christianity as a proof of the excellence of that religion, and would have us believe that the impetus which "its thundering and all powerful voice" first imparted to popular improvements and female emancipations, was the real cause of the social elevation which Europe enjoys. But what explanations will he give of the centuries of darkness and ignorance which followed the introduction of the Faith in Christ, of the ages of abbacies and nunneries, when even to think of reading the Bible in any but the original languages was considered sacrelege and when confessions to an Ecclesiastic would expiate the most abominiable sins that a man could be guilty of? Surely Christianity had but very little influence in bringing about the present state of things in the West. The monasteries of olden times were perhaps the focus in which the learning of the Greeks and Latins, was concentrated and preserved. But it is to the Philosophy of Bacon and his followers, to the extension of Commerce, to the invention of the Art of Printing and the spread of Education and other similar causes that Europe owes its present civilization. Christianty itself is indebted to those very causes for all the seeds of reformation which it has since secured in its bosom. As to female emancipation of Europe, it owed its origin, its support, and all its force to the manners of the races of men who composed the chief population of that part of the world at the fall of the Roman Empire, and Christianity had as little hand in it as in promoting the cause of liberty in Great Britain, and other Kingdoms.

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধন।

গত মাসের পত্রিকাতে বিজ্ঞাপিত ধন	৩০৮০৬।১৫
শ্রীযুক্ত হরনাথ মল্লিক	১০০
শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দাস	১০০
শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ দত্ত	১০০
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র	১০০
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মৈত্র	৭৫
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫০
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	৫০
শ্রীযুক্ত পতিতপাবন সেন	৩২
শ্রীযুক্ত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র	২৫
অল্প দানের সমষ্টি	৩০২॥৵৫
	৩১৭৬৬

বিজ্ঞাপন

গত ভাদ্র মাসীয় অধ্যক্ষ সভার অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পত্নীর নির্ব্বাহ উপায় সভ্যদিগের বিবেচনা জন্য আগামি ১১ আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে যোড়াসাঁকোস্থ ৪৭ সংখ্যক ভবনে বিশেষ সভা হইবেক।

দশজন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে ১৭৬৬ শকের নিয়ম পত্রের ৭। ২৭। ৩১ সংখ্যক নিয়ম বিবেচনা করিবার নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত সময়ে বিশেষ সভা হইবেক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

অঙ্গীকার

মেদিনীপুর হইতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের এই সভাতে দান স্বরূপ পঞ্চ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছি।

তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।

যে দয়াবান্ পিতার দ্বারা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং জন্মাবধি যাঁহার দ্বারা লালিত ও প্রতিপালিত হইয়া ধন, মান, জ্ঞান, যশঃ প্রভৃতি অনায়াসে লাভ করিয়াছি, সেই পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁহার গুণানুবাদ করিবার নিমিত্তে যদি সকল ভ্রাতাকে উৎসাহি এবং ব্যগ্র দেখি, তবে কি আহ্লাদ জন্মে! কিন্তু তখন কি আক্ষেপ উপস্থিত হয়, যখন তাঁহারদিগকে এপ্রকার ভ্রমান্ধ দেখি, যে অনিষ্টজনক তাঁহার অনুমতির বিপরীত আচার করিয়া তাঁহার প্রসন্নতাকে অভিলাষ করিতেছে। পরম পিতা পরমেশ্বরকে আরাধনা করিতেই যে সমুদয় লোক ব্যগ্র— যাঁহারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান উপার্জ্জনে যত্নহীন সুতরাং তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারাও এককালীন তাঁহাকে বিস্মৃত না হইয়া দশভুজ চতুর্ভুজাদি কাল্পনিক মনোহর রূপের প্রতি যে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতে উদ্যত—ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়! কিন্তু তখন মনে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হয়, যখন দৃষ্ট হয়, যে তাঁহার প্রীতির জন্য চেষ্টাবান্ হইয়া অজ্ঞান প্রযুক্ত তাঁহার অপ্রিয় কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান তাঁহারা করেন—ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম বিরুদ্ধই আচরণ বাহুল্য রূপে করিয়া থাকেন। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মূর্ত্তির পূজোপলক্ষে অহিত জনক নানা কর্ম্ম কৃত হয়। যাঁহাকে সমুদয়ের সৃষ্টিকর্ত্রী ও পালয়িত্রী বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারই উপাসনা স্বরূপ নিরর্থক শত শত জীবের রক্তে বলি ক্ষেত্র প্লাবিত করেন—পীঠ স্থান বিশেষে তাঁহার উদ্দেশে অসংখ্য জীবের প্রাণ বিনষ্ট হয়। যাঁহাকে ঈশ্বরী জ্ঞানে মাতৃ শব্দে সম্বোধন করেন, তাঁহার সম্মুখে সঙ্গীত ও নাট্যচ্ছলে সেই সকল অকথ্য শব্দ শ্রবণ করেন, এবং সেই সকল কুৎসিত অঙ্গ ভঙ্গি দর্শন করেন, যাহার প্রত্যক্ষ মাত্র ধীর ব্যক্তির ঘৃণা ও লজ্জা উপস্থিত হয়, এবং দুশ্চরিত্র চিত্ত পাপ মোহ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ কালিকা ভক্তদিগের অনুষ্ঠান সকল অপেক্ষা ঘোর কুকর্ম্মের কারণ। মদ্যপান তাঁহারদিগের অন্তরঙ্গ সাধন—পরস্ত্রী গমন, এবং নরবলিচ্ছলে মনুষ্য হত্যা পর্য্যন্ত তাঁহার-

হা! সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ পরম পবিত্র যিনি, তাঁহার উদ্দেশে এপ্রকার অপবিত্র অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা আর অপরাধের কারণ কি হইতে পারে!

অশাস্ত্রজ্ঞ অল্প বুদ্ধি যাহারা,তাহারা যে এই প্রকার ভ্রমে মুগ্ধ হয়, তাহার আশ্চর্য্য কি! যখন তাহারা আপনারদিগের উপাস্য পরমেশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকাদি অঙ্গ বিশিষ্ট দেখে, এবং পুষ্প, চন্দন, আহার্য্য,শয্যা দান প্রভৃতি তাঁহার উপাসনার অঙ্গ রূপে জানে, তখন কি তাহারদিগের এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা হয় না, যে পরমেশ্বরও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তন্দ্রা, শীত, গ্রীষ্ম, রোগ প্রভৃতি দ্বারা আর্ত্ত হয়েন? এবং তখন তাহারদিগের এ উদ্বোধনও কি স্পষ্ট রূপে হয় না,যে মনুষ্যের ন্যায় তিনি কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতিরও বশীভূত হয়েন? এ নিমিত্তে তাহারদিগের সহজেই এই বিশ্বাস আছে, যে পুষ্পাঞ্জলি, দান, ধ্যান, জপাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করিতে পারিলে,অতি গর্হিত কুকর্ম্ম সিদ্ধিরও যে প্রার্থনা তাহাও তিনি পূর্ণ করেন। কামনা সিদ্ধির নিমিত্তে চৌর গৃহচ্ছিদ্রের পূর্ব্বে যৎ সামান্য রূপে এবং দস্যুরা গৃহস্থের বাটী আক্রমণ করিবার অগ্রে স্বদল সহিত বিবিধ উপচারে কালিকাকে অর্চনা করে। দুশ্চরিত্র রাজপুরুষ বা অন্য কর্ম্মচারিরা কার্য্যালয়ে গমন কালে পরমেশ্বরকে এই কামনার সহিত স্মরণ করে, যে সে দিবস যথেষ্টরূপে তাহারদিগের উৎকোচ লাভ হউক। কি আক্ষেপ! ইহা বিবেচনা করে না, যে যাঁহাকে তাবৎ সংসারের পিতা বা মাতা রূপে তাহারা অঙ্গীকার করে, তিনি কি তাহারদিগের কুকর্ম্মে উৎসাহ দিবার নিমিত্তে পক্ষপাত আচরণ করিবেন এবং ন্যায়কে কি অন্যায় করিবেন? এই সকল ব্যক্তি যদি পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাত হইত—যদি জানিতে পারিত যে তিনি পূর্ণ জ্ঞান এবং পূর্ণ ন্যায়বান হয়েন— রাগ দ্বেষ লোভ পক্ষপাতাদি মানব ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে পাপের দণ্ড এবং করেন—যদি ক্ষমা করেন, তবে তৎকালে, যখন সেই পাপ জন্য আপনার প্রতি অত্যন্ত গ্লানি বোধ করে এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সাবধান হয়— এই সমুদয় যদি তাহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হইত, তবে তাহারা শাস্তি ভয় প্রযুক্ত দুষ্কর্ম্মে কদাপি মগ্ন হইত না। কিন্তু তাহারা এ উপদেশ কাহার নিকটে প্রাপ্ত হইবে? এ দেশস্থ প্রবীণ পণ্ডিতাভিমানি যাঁহারা, তাঁহারা অনেকে শাস্ত্রের সার মর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমোদ বা লোভ বশতঃ বাহুল্য রূপে এই বিকৃত ধর্ম্ম মূর্ত্তির উপাসনারই অনুষ্ঠান এবং প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারদিগের নিকট হইতে সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, কাল্পনিক ধর্ম্মে ভূয়োভূয় প্রেরিত হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি আপনার সুকৃতবশে এবং বুদ্ধিবলে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যানুসারে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে অপমান প্রভৃতি বিবিধ দুঃখ প্রদান এবং ভয় দর্শনাদি দ্বারা তাঁহাকে সেই পরম ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুতি করিতে তাঁহারা দল বদ্ধ হইয়াও সম্পূর্ণ সযত্ন হয়েন। যদি কোন ঈশ্বর পরায়ণ পুরুষ পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার আরাধনা স্বদেশে প্রচার করিবার জন্য যত্নবান্ হয়েন, এবং জিজ্ঞাসুদিগকে একত্র করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে যাহাতে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয় এবং যাহাতে পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মে, এমত দুষ্ট চেষ্টা সর্ব্বথা করিতে থাকেন— বরঞ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার দ্বারা তাঁহারদিগের লাভের হানি সম্ভাবনায় ক্রোধ করত সময়ানুসারে যষ্টি ধারি হইতেও বিলম্ব করেন না। প্রতিমা পূজাদির হানি সম্ভাবনা দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা— গুরু পুরোহিতেরা শঙ্কাতুর এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েন না, বরঞ্চ বিষয়িরা— শিষ্য যজমানেরা প্রতিমা পূজার হানি দ্বারা আমোদের হানি দেখিয়া বিকল এবং বিমর্ষ হয়েন, এবং সকলে ঐক্য হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ উপাসনা প্রচারে ব্যাঘাত করেন।

তাঁহারা আমোদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং ধন লাভ হইলেই গুরু পুরোহিতদিগের সন্তোষ, শিষ্যদিগের অধোগতি হইলে তাঁহারদিগের চিন্তা কি?

গুরবোবহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দ্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

ইন্দ্রিয় আমোদকে সম্ভোগের নিমিত্ত লোক সকল গ্লানি, অপমান, তিরস্কার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত, নির্ভয়ে ধর্ম্ম রূপে সেই সমুদয়কে উপভোগ করিতে সমর্থ হইলে তাহা হইতে চিত্তকে নিষ্কৃষ্ট করিতে কে অভিলাষ করে? এই যে মহা পূজা দুর্গোৎসব, যাহা প্রায় সপ্তাহ মাত্র গত হইয়াছে, তাহার উৎসাহ, উদ্যোগ, উল্লাস, কোলাহল স্মরণ করিলে অদ্যাপি কয় ব্যক্তির চিত্ত বিকলিত না হয়? আর কালী, জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক প্রভৃতি যে সকল পূজা পক্ষান্তরে হইবে, তাহার আমোদ আলোচনা করিলে কয় ব্যক্তির সুখ সম্ভোগ লালসা প্রজ্বলিতা না হয়? পরিশুদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনাতে যাঁহারা সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সমুদয় কুৎসিত ইন্দ্রিয় সুখ হইতে এই সময়ে নির্লিপ্ত থাকা তাঁহারদিগেরও পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। শাস্ত্রজ্ঞানে এবং যুক্তি বলে যে কিঞ্চিৎ পরব্রহ্মের জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধ হয়, এবং কুকর্ম্মে যে কিঞ্চিৎ ভয় অনুভূত হয়, এ প্রকার উৎসাহ স্রোতে তাহার শৈথিল্য হইতে কতক্ষণ বিলম্ব? সম্বৎসরের যত্ন দ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞানাঙ্কুর কিঞ্চিৎ যাহা বৃদ্ধি হয়, এক শারদীয় মহোৎসব রূপ জলপ্লাবন দ্বারা নদী তটস্থ বৃক্ষের অঙ্কুরের ন্যায় তাহা একেবারে উচ্ছিন্ন হয়! কিন্তু জ্ঞানের অঙ্কুর কেবলই কি নষ্ট হয়? তাহার পরিবর্ত্তে মনোভূমিতে নানা অমঙ্গলের বীজ কি পতিত হয় না? কত নবীন যুবা ব্যক্তি দৃষ্টান্ত বলে এই বৎসরে লাম্পট্য ব্রতে নূতন ব্রতি হইয়াছে; কত বিদ্যাবান্ পুরুষ সম্ভোগের লালসাকে সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পাপ মোহে মুগ্ধ হইয়াছে; কত অবলা স্ত্রী এই কালের উন্মত্ত প্রায় দুশ্চরিত্র পুরুষদিগের প্ররোচনা চক্রে পতিত্ব

ত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াছে; পূজোপলক্ষে ব্যয়ের বাহুল্য প্রযুক্ত কত নিরুদ্বেগ অঋণি ব্যক্তিও ঘোরতর ঋণপাপে বদ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠাতে কাল যাপন করিতেছে; উৎসব কালে অপরিমিত পান ভোজন করিয়া কত ব্যক্তি জীর্ণ শরীর হইয়াছে, কেহ বা তৎ পরিণামে যমালয়ে গমন করিয়াছে।

আমারদিগের মূলশাস্ত্র বেদ বিধি মান্য করিয়া তাহার অনুবর্ত্তি থাকিলে এ প্রকার অমঙ্গল কদাপি হইতে পারে না। তাহার সমুদয় মর্ম্ম এই, যে নির্ম্মল চিত্ত দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম, এবং ঐহিক সুখ ও পারত্রিক মুক্তির প্রতি এক মাত্র তিনিই কারণ। কিন্তু যে সকল অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি এই প্রকার তাঁহার উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারদিগের নিমিত্তে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কষ্ট সাধ্য কর্ম্ম কাণ্ডের বিধান বেদে এপ্রকার আশ্চর্য্য রূপে আছে, যাহাতে নানা প্রকার হিতজনক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের পুণ্যের সঞ্চার হয়, এবং চিত্ত শান্ত হইয়া পরমার্থ সাধনে প্রীতি হয়, এবং ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসে সামর্থ্য হয়। অন্নদান, জলদান, ছায়াদান, বাপী কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি পরোপকারে জ্ঞান দ্বারা প্রবৃত্ত হইতে যাঁহারা অশক্ত, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে সেই সকলের বিধান থাকাতে তাঁহারা তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইতে পারেন; যাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় সুখ বাসনা প্রবল, ক্রমাগত অগ্নিসেবা সংযম উপবাসাদির দ্বারা তাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয়া মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইতে পারে, এবং বেদে ও বেদ প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা নির্ম্মল রূপে থাকিতে পারে; এবং নিরন্তর বেদাধ্যয়ন দ্বারা উপনিষদের অর্থ চিত্তে স্ফূর্ত্তি হইলে কালে তাঁহারা এক মাত্র পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত হইতে পারেন। এই প্রকার বৈদিক তাৎপর্য্যের নিতান্ত অনুগত প্রযুক্ত ধর্ম্মে মতি এবং অধর্ম্মের নিবৃত্তি দ্বারা পূর্ব্ব কালে এদেশস্থ ব্যক্তি সকল পুণ্যবান্ এবং সুখি ছিলেন, এবং অনেকে এই সোপান দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে

আরোহণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণকার প্রচলিত তন্ত্রাদি শাস্ত্রের মুখ্য কল্প যদিও এক মাত্র পরব্রহ্মের আরাধনা, এবং বেদের সহিত যদিও এ অংশে তাহার ঐক্য আছে, কিন্তু তাহাতে অসমর্থ অল্প বুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে যাহা কল্পিত হইয়াছে, তাহা উপযুক্ত উপদেশক অভাবে সম্পূর্ণ অহিতেরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ড বহু কষ্ট সাধ্য প্রযুক্ত লোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদ্রেক হইলেই তাহা সুতরাং আপনা হইতে পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের আরাধনাতেই নিযুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার বিপরীত তান্ত্রিক কর্ম্ম সকল অত্যন্ত সুখ সেব্য প্রযুক্ত লোক তাহাতে আসক্ত হইয়া অতিরিক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা আপনারদিগকে এপ্রকার বিকৃত করিয়াছে, যে তাহা হইতে অবসর হইয়া পরম পবিত্র ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আরাধনা করিতে অভিলাষও করে না।

কেবল বহিঃসাধনই যাহারদিগের উপাসনার আদ্যন্ত অনুষ্ঠান, এবং কেবল তাহার দ্বারাই যাহারদিগের কৃতার্থ হইবার প্রত্যয় আছে, শমদমাদি অন্তঃসাধনে তাহারদিগের চিত্ত কেন নিবিষ্ট হইবে? প্রতিমা নির্ম্মাণ, সামগ্রীর আয়োজন, পুষ্পচয়ন, নৈবেদ্য প্রস্তুত, ছাগ মহিষাদি বলিদান প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরের অনুষ্ঠানই যাহারদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য, এবং গৃহ সজ্জা, বেশবিন্যাস, নিমন্ত্রণ, নৃত্য গীতের আমোদ প্রভৃতি যাহারদিগের উপাসনার অঙ্গ স্বরূপ, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে তাহারদিগের মনোনিবেশ হইবার কি সম্ভাবনা? দেহ শুদ্ধি করিয়াই যাহারা আপনারদিগকে শুদ্ধ জানে, এবং মহাপাতক করিলেও পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ মাত্রে যাহারা আপনারদিগকে তাহা হইতে মুক্ত জ্ঞান করে, দুষ্কর্ম্মের পরিত্যাগ এবং সুকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃ শুদ্ধি করিতে তাহারা কেন যত্ন করিবে? লাম্পট্য, চৌর্য্য, মিথ্যা বাক্য, প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণে কেন নিবৃত্ত থাকিবে, যখন তাহারদিগের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলেও কেবল পুষ্পাঞ্জলি বা বলি দান দ্বারা সমুদয় দুষ্কৃত নষ্ট হয়?

অতএব অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির মনঃস্থিরের নিমিত্তে কল্পিত যে প্রতিমার উপাসনা, তাহাও যখন এপ্রকার বিকৃত হইয়া এতাদৃশ অনর্থের কারণ হইয়াছে, তখন যত কাল বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরিশুদ্ধ পরব্রহ্মের উপাসনা এ দেশীয় লোক গ্রহণ না করিবেন, ততকাল এদেশের মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২ ভাদ্র ১৭৬৭

দ্বিতীয় প্রকরণ
পঞ্চমাধ্যায়

নিত্যোঽনিত্যানাং।

সমুদয় অনিত্য পদার্থের মধ্যে কেবল তিনি মাত্র এক নিত্য পদার্থ হয়েন।

সংসারের কোন বস্তু স্থায়ী নহে। এই মর্ত্ত্য লোকের যে অংশে দৃষ্টি পাত করা যায়, তাহাতেই জন্ম মৃত্যু পরিণামেরই চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয়। বৃহদাকার হস্তী হইতে সূক্ষ্মতম কীট পর্য্যন্ত—প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হইতে ক্ষুদ্রতম তৃণ পর্য্যন্ত, কোন বস্তু এই স্বভাব হইতে বর্জ্জিত নহে। নদী প্রবাহ ক্রমশঃ পরিবর্ত্ত হইয়া গ্রাম সকলকে ভগ্ন করিতেছে, কুত্রাপি সঙ্কুচিত হইয়া তীরস্থ ভূমিকে বিস্তার করিতেছে। সমুদ্র কোন স্থানে শুষ্ক হইয়া প্রসারিত দ্বীপ সকল উৎপন্ন করিতেছে, কুত্রাপি তরঙ্গ বলে দেশ সমুদয় ভঙ্গ করিয়া জলসাৎ করিতেছে। অনেক রম্য স্থান, যাহাতে এইক্ষণে রাজার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও এককালে গভীর সাগরের গর্ভ ছিল, এবং সমুদ্র মধ্যে এপ্রকার স্থানও মগ্ন আছে; যাহা কোন কালে রাজ্য, রাজধানী, বা নগরী রূপে বিখ্যাত ছিল। সহস্র বৎসরের অরণ্যও প্রবল বায়ু

বেগে ছিন্ন হইয়াছে, বা দাবানলে দগ্ধ হইয়াছে, এবং ভূমি কম্প দ্বারা কত মনোহর নগর একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়াছে।

এই বিচিত্ররত্না পৃথিবীতে কত সুরম্য রাজ্য, রাজধানী, নগর, স্থাপিত হইয়াছিল—কত শোভনতম পাষাণময় অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল, কালবশে সে সকলও লুপ্ত হইয়াছে — তাহার সংবাদও প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরাদি কত ধর্ম্ম স্বরূপ ভূপতি অবনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—কত মহামহা দুর্জ্জয় বীর সকল যশঃ সৌরভে পৃথিবীকে আমোদিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের পরাক্রমের চিহ্ন কি আছে?

যদুপতেঃক্বগতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃক্বগতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

কিন্তু এ সমুদয়ও বস্তুর বিকার মাত্র। এমত এক কাল উপস্থিত হইবে—সেই প্রলয়ের দিবস অবশ্য বর্ত্তমান হইবে, যখন এই সংসারের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। তখন কঠিন পর্ব্বত সকলও চূর্ণ হইবে, সমুদ্রও শুষ্ক হইবে, এবং এই মর্ত্য লোকও বিনষ্ট হইবে। তখন সূর্য্য আর উদয় হইবেক না, নির্ম্মলজ্যোতি সুধাকর গমনাগমন করিবেক না, ঋতু সমুদয় পরিবর্ত্ত হইবেক না, এবং গ্রহ ধূমকেতুর গতিবিধিও থাকিবেক না। তাহারা কি মূঢ়! ক্রমাগত এই অনিত্য জগতের ধ্বংস দেখিয়া এবং অহরহ মনুষ্যের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও যাহারদিগের চৈতন্য হয় না— অজ্ঞান নিদ্রা তথাপি যাহারদিগের ভঙ্গ হয় না! তাহারা এই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই পৃথিবীর উৎপত্তি দ্বারা জীবনকে ধারণ করিতেছে, এই পৃথিবীর সুখেই আসক্ত রহিয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই যেন চিরকাল বাস করিবেক, মুগ্ধ হইয়া তদ্রূপই ব্যবহার করিতেছে—সংসার পার যে অভয় পদ তাহাকে নিমেষের নিমিত্তে স্মরণ করে না।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥

তাহারা মনে করে না, যে এ সংসারে নিত্য পদার্থ কেহ নাই; কেবল এক মাত্র তিনিই নিত্য, যিনি এই সংসারের অতীত সকলের কারণ অনন্ত স্বরূপ হয়েন। যেরূপ আকাশের পরিচ্ছেদ্য তিনি নহেন, তদ্রূপ কালেরও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যে সূর্য্য চন্দ্রের উদয়াস্তাদির দ্বারা কালের নির্ণয় হইতেছে, তাহারদিগের জন্মের পূর্ব্বে যিনি বিরাজিত ছিলেন, কাল দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে পরিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে? এমত কাল উপস্থিত হয় নাই যাহার পূর্ব্বে তিনি ছিলেন না,এমত কালও বর্ত্তমান হইবেক না, যখন তিনি থাকিবেন না। তাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই, বিকার নাই, ধ্বংস নাই।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণঃ॥

অতএব যদি নিত্য আনন্দ ইচ্ছা কর, তবে এই অস্থায়ি সংসার কামনা হইতে নিষ্কৃত হও। অনিত্য হইতে কদাপি নিত্য ফল প্রাপ্ত হয় না।

নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ॥

সেই নিত্য পরম সত্য পরমেশ্বরের আরাধনাতে মগ্ন হও, তাঁহার প্রীতিতে আর্দ্র হও, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে চেষ্টাবান্ থাক, যদ্দ্বারা জন্ম মরণ ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্য পরম সুখ মুক্তি লাভ করিবে।

তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥

প্রেরিত প্রশ্ন

পশ্চাল্লিখিত যে প্রশ্ন ত্রয় আমারদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে, তাহার যথা সাধ্য উত্তর দেওয়া যাইতেছে।

১ প্রশ্নের তাৎপর্য্য—স্বাভাবিক, বা অপঘাত জনক, সকল প্রকার মৃত্যু পরমেশ্বরের নিয়মাধীন কি না?

উত্তর — জন্ম, বৃদ্ধি, হ্রাস, মৃত্যু ইহা শরীর মাত্রেরই স্বভাব। মনুষ্য জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত যদি একবার মাত্রও রোগ গ্রস্ত না হয়েন, তথাপি শরীরের স্বভাব এই যে তাহা বৃদ্ধি দ্বারা পূর্ণাবস্থ হইয়া ক্রমে

ভগ্ন হয়। অতএব মৃত্যু যে পরমেশ্বরের এক মুখ্য নিয়ম তাহার প্রতি সংশয় কি? কিন্তু রোগ, গৃহদাহ, জলমজ্জন প্রভৃতি কারণ দ্বারা যে অকাল মৃত্যু হয়, সে কেবল পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। তিনি আমারদিগের শরীর রক্ষার নিমিত্তে যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ভঙ্গ হইলে অবশ্য তৎফল শরীরও ভগ্ন হয়। তাঁহার নিয়ম এই যে অগ্নি কুণ্ডে পতিত হইলে দেহ দগ্ধ হইবে, এবং বিষপান করিলে মৃত্যু হইবে, ইহার অন্যথা করিতে কাহার শক্তি আছে? অতএব স্বাভাবিক হউক, অথবা অসাবধান বশতঃ, অজ্ঞান বশতঃ, বা জ্ঞান বশতঃ নিয়ম ভঙ্গ হইলে তাহার শাস্তি স্বরূপই হউক, কোন প্রকার মৃত্যু তাঁহার নিয়মের অন্যথা নহে।

২ প্রশ্নের তাৎপর্য্য— মৃত্যু যদি পরমেশ্বরের নিয়মাধীন হয়, তবে যিনি আমারদিগের সৃষ্টি ও পালনের কারণ, তিনিই পুনর্ব্বার সংহারের কারণ হইলে তাঁহার মহিমার ত্রুটি হয় কি না?

উত্তর — পরমেশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহাই মঙ্গলের কারণ — মৃত্যুও এই নিয়মের অতীত নহে। জগতের সৃষ্টি কাল অবধি যে সমুদয় উদ্ভিজ্জ বা জন্তু জন্মিতেছে, তাহারা যদি মৃত না হইয়া প্রত্যেকে জীবিত থাকিত, তবে তাহারদিগের আশ্রয় জন্য স্থান কোথায় থাকিত? জরাগ্রস্ত হইয়া মনুষ্য প্রভৃতি তাবৎ জন্তু চিরকাল জীবিত থাকিলে তাহারদিগের যন্ত্রণার কি সীমা থাকিত? জলে মগ্ন বা অগ্নি কুণ্ডে পতিত হইলে মনুষ্য যদি মৃত্যু দ্বারা ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ না হইত, তবে চিরজীবন কিপ্রকারে সেই ভয়ঙ্কর যাতনা সহ্য করিত? অশাধ্য বিকার প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত পরমায়ু হইলে কি দুর্দ্দশাতে তাহার অনন্ত জীবন যাপন হইত! অতএব এমত বিষম দুঃখ সমূহের শান্তি জন্য পরমেশ্বর যাতনা কালে মনুষ্যদিগকে যে এ লোক হইতে অবসর করেন, ইহা তাঁহার করুণারই কার্য্য এবং মহিমারই প্রকাশ।

৩ প্রশ্ন— জীবাত্মা এবং মন কি বাস্তবিক দুই, কিম্বা প্রত্যেক দেহেতে এক এক জীবাত্মা ও এক এক মন বাস করিতেছে?

উত্তর— জড় পদার্থ শরীর ও চেতন পদার্থ জীব বা মন, এই দুই মাত্র পদার্থ দ্বারা মনুষ্যের নির্ম্মাণ হইয়াছে। পদের দ্বারা গমন, হস্তের দ্বারা গ্রহণ, জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ ইত্যাদি শরীরের কার্য্য, এবং দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, সংকল্প, বিকল্প, চিন্তা, প্রীতি, ভয় প্রভৃতি চেতন পদার্থ জীবের কার্য্য। বস্তুতঃ জীব ও মন দুই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নহে; গমনাদি কার্য্য যাহার তাহার নাম যেরূপ শরীর, তদ্রূপ দর্শনাদি কার্য্য যাহার তাহার নাম জীব অথবা মন। তবে জীবের বৃত্তি রূপে কেহ যদি মনকে বলিয়া থাকেন, তাহাতে বাস্তবিক দুই ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। সূর্য্যের বৃত্তি যে প্রকাশ তাহা হইতে কি সূর্য্যকে ভিন্ন বলা যায়? প্রত্যেক দেহেতে যে পৃথক্ পৃথক্ জীবাত্মা আছে ইহা সেই পৃথক্ দেহস্থ জীবের পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য দেখিলেই প্রতীত হয়, তাহার প্রতি সন্দেহ কি?

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম
১৭৬৭ শক

১ বিশেষতঃ তত্ত্ববিদ্যা এবং প্রয়োজন মতে তদবিরোধি অন্য অন্য বিদ্যা অধ্যাপন করা যাইবেক।

২ তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সময়ে সময়ে মুদ্রিত হইবেক।

৩ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বিশেষ সভা ও সাম্বৎসরিক সভা ও অধ্যক্ষ সভা বিহিত সময়ে হইবেক।

৪ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্ম্ম হইবেক।

৫ সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

৬ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৭ কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেক।

৮ অধ্যক্ষদিগের মতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেক।

৯ সম্পাদক স্বীয় সহকারি নিযুক্তার্থে অধ্যক্ষদিগের সমীপে তাহার নামোল্লেখ করিবেন।

১০ আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১১ অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি অধ্যক্ষদিগের মত ভিন্ন কর্ম্মচ্যুত হইবেক না।

১২ বেতনভুক্ কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৩ তিন মাস সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য না হইলে এবং তাঁহার তিন মাসের মাসিক দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহার মতগ্রাহ্য হইবেক না, কিন্তু তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

পাঠশালার নিয়ম

১৪ ব্রাহ্ম সমাজের দিবসে এবং এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে রাজকীয় ধনাগারের অবকাশ দিবসে পাঠশালার অবকাশ হইবেক, এতদতিরিক্ত অবকাশ দিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষদিগের প্রতি থাকিল।

১৫ প্রতি বৎসরে পৌষ মাসে তাহার বিংশতি দিবসের মধ্যে পাঠশালার ছাত্রগণের প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক।

মুদ্রিত পুস্তকের নিয়ম

১৬ যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহার প্রত্যেক পুস্তক ২৫ খান সভার পুস্তকালয়ে থাকিবেক। উক্ত ২৫ খান পুস্তকের মধ্যে সকল অধ্যক্ষের মত হইলে ২০ খান পর্য্যন্তও বিতরণ করা যাইতে পারিবেক।

১৭ পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে এক খান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে, তত দিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

১৮ কোন অধ্যক্ষ বা কর্ম্মাধ্যক্ষ পাত্র বিশেষে মুদ্রিত পুস্তক বিনা মূল্যে বিতরণ করিতে পারিবেন।

১৯ সভা হইতে মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয় হইতে পারিবেক।

২০ দূর দেশস্থ সভ্যের নিকট ডাক যোগে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভ্য দিবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রেরিত পুস্তক ফিরিয়া আইসে, তবে তাহার গমনাগমন জন্য ডাকের বেতন না দিলে তিনি আর কোন পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন না।

বিশেষ সভার নিয়ম

২১ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্যের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে, সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

২২ মাসের অষ্টাহের পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে বিশেষ সভা হইতে পারিবেক।

২৩ বিশেষ সভার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে যদি অন্য কোন বিশেষ সভার জন্য সম্পাদক অনুজ্ঞাত হয়েন, তবে পরের বিশেষ সভার প্রস্তাব পূর্ব্ব বিশেষ সভায় বিচারিত হইবেক।

২৪ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে বিশেষ সভা হইবেক না।

সাম্বৎসরিক সভার নিয়ম

২৫ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

২৬ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নগরস্থিত সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে পত্র দ্বারা এবং সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক। উক্ত বিজ্ঞাপন সেই সভার দিবস পর্য্যন্ত সপ্তাহ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইবে।

২৭ মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক না।

২৮ সাম্বৎসরিক সভাতে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে সম্পাদক অবগত করিবেন।

২৯ বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

অধ্যক্ষ সভার নিয়ম

৩০ পাঁচ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারদিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন।

৩১ কোন অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

৩২ প্রতি বৎসরে এক জন অধ্যক্ষ পরিবর্ত্ত হইবেক।

৩৩ মাসিক দাতব্য দুই টাকা বা তাহার অধিক প্রদাতা ব্যক্তি সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য হইলে অধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হইবেন।

৩৪ প্রতিমাসে অধ্যক্ষ সভা হইবেক।

৩৫ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভার সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক।

৩৬ কোন অধ্যক্ষের বা কর্ম্মাধ্যক্ষের মতে সভ্য হইতে পারিবেন।

৩৭ অধ্যক্ষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তিন জন অধ্যক্ষের নিমিত্তে অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতীত সময়ে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ অধ্যক্ষ সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৩৮ কোন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক অধ্যক্ষদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন।

ধনের নিয়ম

৩৯ প্রতিমাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

৪০ যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

৪১ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেন, এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তিনি ত্রয়োদশ মাসাবধি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না। কিন্তু পরে তিনি দণ্ড স্বরূপ তিন টাকা প্রদান করিলে পুনর্ব্বার সভ্য যোগ্য হইবেন।

৪২ যিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন, তাঁহার এক খান মাসিক দাতব্যের অঙ্গীকার পত্রের টাকা দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার অনাদায়ি সমুদয় অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৪৩ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদয় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

রহিত

শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রাজচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নীলকমল দাস, নবীনচন্দ্র বসু এবং হরিপ্রসাদ শর্ম্মা মাসিক দাতব্য না দেওয়াতে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

তৃতীয় ভাগ
২৮সংখ্যা
১ অগ্রহায়ণ ১৭৬৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

পরমেশ্বরের প্রসন্নতা লাভই মনুষ্যের প্রধান পুরুষার্থ; এবং তাঁহার নিয়ম বশতঃ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতির প্রীতি প্রাপ্তির নিমিত্তে যত্ন করা যে প্রকার আবশ্যক, তদ্রূপ তাঁহার নিয়মানুসারে সাধারণ মনুষ্যের নিকট সৎ কর্ম্ম দ্বারা সুখ্যাতি প্রার্থনা করা অবশ্য শ্রেয়োজনক, এবং তাঁহার প্রীতিজনক হয়। কিন্তু কেবল আত্মসুখ্যাতি মাত্র যাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য, তিনি কদাপি সাধু নামের যোগ্য হয়েন না। প্রশংসা মাত্রের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেমন মহৎ তদ্রূপ ইতর কার্য্যেও মনের প্রবৃত্তি হয়। প্রশংসা মাত্র যাঁহার আকাঙ্ক্ষা এবং সকল কর্ম্মের মুখ্য ফল যিনি প্রশংসাকেই জানেন, তিনি ধার্ম্মিকদিগের তুষ্টি নিমিত্তে যেরূপ পুণ্য ক্রিয়াতে রত হয়েন, তদ্রূপ পাপাসক্তদিগের মনোরঞ্জনা জন্য অসৎ কার্য্যেতেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যিনি লোকের নিকটে কেবল সুখ্যাতি পাইবার নিমিত্তে অধ্যাপনা বিষয়ে ব্যয় করিতে পারেন, তিনি লম্পট সমাজে অগ্রগণ্য হইবার জন্য এবং ব্যভিচারিণীদিগের নিকটে প্রিয় হইবার নিমিত্তে অপবিত্র ক্রিয়াতেও লিপ্ত হইতে পারেন।

এই সুখ্যাতির উপার্জ্জন পথ অল্প কণ্টকে আবৃত নহে। প্রশংসা লোভির কার্য্য মনুষ্যদিগের নিকটে স্বভাবতঃ অপ্রিয়, অতএব যখন কেবল খ্যাতি মাত্রের নিমিত্তেই তাবৎ কর্ম্ম করিতে কোন ব্যক্তিকে তাঁহারা দেখেন, তখন তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহারা সম্যক্ বিরত হয়েন। সুখ্যাতি অপেক্ষা পরের নিন্দা প্রকাশে লোকের অধিক তৃপ্তি, এই হেতু মনুষ্য সমাজে গ্লানি ও নিন্দার ইতিহাসই অধিক ধ্বনিত হয়। আপনার মর্য্যাদাকে সকল অপেক্ষা বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস করিতে কেহ তুষ্ট নহে, এই হেতু কি জানি সমপদস্থ ব্যক্তি আপন অপেক্ষা মান্যতর হয়, বা নীচ ব্যক্তি আপনার সমান পদে স্থাপিত হয়, এই আশঙ্কাতে যোগ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার হানি করিতে অনেকে চেষ্টা করে, এবং প্রকৃত গুণবান্ পুরুষের গুণকেও প্রচ্ছন্ন রাখিতে যত্নবান্ হয়। মক্ষিকার দোষানুসন্ধানে কে ব্যস্ত হয়? পঙ্কের মলিনতা বর্ণনে কে যত্ন করে? কিন্তু পদ্ম পুষ্পের কণ্টক যুক্ত মৃণালকে কে না ব্যক্ত করে? এবং সুধাকরের কলঙ্ক চিহ্ন কাহার রসনাতে উচ্চারিত না হয়? তদ্রূপ মহৎ ব্যক্তির প্রতিই সমূহ লোকের দৃষ্টি, এবং তাঁহার কণা মাত্র দোষ জ্ঞাত হইলে আহ্লাদের সহিত সকলে মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করে। অবনীতে এক মতস্থ তাবৎ মনুষ্য নহে; এক দলের মনোরম্য ব্যবহার করিলে তাহা বিপক্ষ দলের বিরক্তি জনক অবশ্য হয়।

অতএব এ পৃথিবীতে সুখ্যাতি লাভের প্রতি সমূহ ব্যাঘাত! পরের বিপক্ষতা দ্বারা যদিও সুখ্যাতির প্রতিবন্ধক না হয়, তথাপি তাহা চিরজীবন রক্ষা করাও সামান্য দুষ্কর নহে। প্রতিক্ষণ যদি নূতন নূতন মহৎ ও আশ্চর্য্য ক্রিয়ার দ্বারা যশলোভির নাম ধ্বনিত না হয়— যদি একবার তাঁহার সুরব স্তব্ধ হয় ও কুখ্যাতিবাদ বিস্তারিত হয়, তবে সেই যশকে পুনর্ব্বার উজ্জ্বল করা তাঁহার সুসাধ্য নহে। বিশেষতঃ মনুষ্যের চিত্তে এই যশ বাসনা অতি প্রবল হইলে তাঁহাকে উপহাসের আস্পদ করে। কি জানি তাঁহার গুণ সমুদয় অপ্রকাশ রহে, তাঁহার ক্রিয়া সকল সংসারে প্রচ্ছন্ন থাকে বা তাঁহার প্রতিষ্ঠা ধ্বনি দূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ না হয়, এ জন্য স্বীয় মুখেও আপনার ক্ষমতা প্রচার করিতে তিনি ব্যগ্র হয়েন। আপনার গর্ব্ব তাঁহার সকল আলাপের উদ্দেশ্য হয়, এবং আপনার দম্ভ তাঁহার সকল ব্যবহারের মূলীভূত হয়। কিন্তু লোকে তাঁহাকে সুখ্যাতি পিপাসা দ্বারা ক্ষিপ্ত দেখিয়া অবজ্ঞা ও উপহাস করিতে থাকে। অতএব যিনি যশ প্রাপ্তির নিমিত্ত যত আকিঞ্চন করেন, যশ তাঁহার নিকট হইতে তত দূরে প্রস্থান করে। আহার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, এবং জলপান মাত্র তৃষ্ণা শান্তি হয়; কিন্তু যশের কামনা শান্তি করিতে পারে এমত ঔষধ পৃথিবীতে কুত্রাপি নাই। যদিও সময়ে সময়ে খ্যাতি যোগ্য কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে আহ্লাদ জন্মে, কিন্তু তাহাতে যশ তৃষ্ণার শান্তি না হইয়া বরঞ্চ প্রবলতা হয়, এবং তখন নূতন চেষ্টা ও নূতন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। যাদৃক্ অভিলাষ, তাদৃক্ সুখ্যাতি লাভ কয় ব্যক্তি করিয়াছেন, এবং সে কামনা কয় ব্যক্তির পরিপূর্ণ হইয়াছে?

প্রশংসা মাত্রের লোভি ব্যক্তির দ্বারা কুত্রাপি যদিও অমঙ্গল সম্ভব, কিন্তু বিস্তারিত রূপে তাহার দ্বারা মঙ্গলও হইতে পারে। রাজ্য রক্ষা, যুদ্ধ প্রবেশ, বিদ্যা প্রকাশ, ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি মহৎ কার্য্যে যশ লোভ প্রযুক্ত অনেকে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু এ সমুদয়ও তিনি তদপেক্ষা সুচারু রূপে এবং পূর্ণ রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, যিনি পরমেশ্বরের নিয়ম বশতঃ স্বদেশের প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত তাহাতে প্রবৃত্ত হয়েন। শত নিন্দা তাঁহার প্রতি উক্ত হউক, সহস্র উপহাস বাক্য তাঁহার প্রতি প্রক্ষিপ্ত হউক, এবং দেশস্থ সমুদয় লোক তাঁহার বিপক্ষ হউক, তথাপি তিনি পরমেশ্বরের নিয়মকে কদাপি উল্লঙ্ঘন করেন না, এবং আপনার জন্ম ভূমির মঙ্গল চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি জানেন যে লোক সকল স্বার্থপর, পরগুণে ঈর্ষাযুক্ত, অন্যের নিন্দাতে সন্তুষ্ট, কার্য্যের যথার্থ অভিপ্রায় দর্শনে অসমর্থ, অতএব তাহারদিগের নিন্দা প্রশংসাতে বিশেষ রূপে তিনি আসক্ত হয়েন না। তিনি কেবল সেই পরিপূর্ণ পরমাত্মার প্রসন্নতা লাভের নিমিত্তে যত্নবান্ থাকেন, যিনি অন্তরে কি বাহিরে, নিকটে কি দূরে, সর্ব্বত্র সাক্ষি স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, যিনি মনের প্রতি অবস্থাকে অবলোকন করিতেছেন, সাধু ইচ্ছা মাত্র দেখিয়া যিনি প্রসন্ন হইতেছেন, কুকর্ম্মের প্রতিজ্ঞা মাত্র দৃষ্টি করিয়া যিনি রুষ্ট হইতেছেন এবং যিনি পূর্ণ ন্যায়বান্ হইয়া সকলের দোষ গুণকে সূক্ষ্ম রূপে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে দণ্ড পুরস্কার বিধান করিতেছেন।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃপণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঅন্ধেনৈব নীয়মানাযথান্ধাঃ॥ ৫॥

'অবিদ্যায়াং' 'অন্তরে' মধ্যে ঘনীভূতইব তমসি 'বর্ত্তমানাঃ' বেষ্টমানাঃ 'স্বয়ং' 'ধীরাঃ' প্রজ্ঞাবন্তঃ 'পণ্ডিতং মন্যমানাঃ' পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতিমন্যমানাঃ। তে 'দন্দ্রম্যমানাঃ' অত্যর্থকুটিলামনেকরূপাঙ্গতিজচ্ছন্তোবিবিধদুঃখৈঃ 'পরিয়ন্তি' পরিগচ্ছন্তি 'মূঢ়াঃ' অবিবেকিনঃ 'অন্ধেন এব' দৃষ্টিবিহীনেনৈব

'নীয়মানাঃ' বিষমে পথি 'যথা' বহবঃ 'অন্ধাঃ মহান্ত-মনর্থমৃচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া, আমরা ধীর আমরা পণ্ডিত, এই রূপে যে সকল ব্যক্তি অভিমান করে, সে সকল ব্যক্তি নানা প্রকার কুটিল পথেতে ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখকে পায় ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।

এই অজ্ঞানময় অন্ধকার সংসারে যিনি আপনাকে পণ্ডিত এবং অভ্রান্ত রূপে জানেন, তিনি আপনার ভ্রান্ত বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া নানা বিধ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন, যেমন অন্ধের প্রতি নির্ভর করিলে অন্ধ পথিকেরা বিষম শঙ্কট স্থানে পতিত হয়। অতএব কেবল আপনার বুদ্ধিতে নির্ভর না করিয়া পিতা মাতা হইতেও সহস্র গুণে উপকারী যে বেদান্ত বাক্য তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া পরম সুখ লাভের যোগ্য হও ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্ত-
ম্বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকোনাস্তি পর-
ইতি মানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥

সম্পরায়ঃ পরলোকঃ তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধন-বিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ 'সাম্পরায়ঃ' সচ 'বালং' অবিবেকিনং প্রতি 'ন' 'প্রতিভাতি' প্রকাশতে উপতিষ্ঠত-ইত্যেতৎ। 'প্রমাদ্যন্তং' প্রমাদঙ্কুর্ব্বন্তং তথা 'বিত্তমোহেন' বিত্তনিমিত্তেনাবিবেকেন 'মূঢ়ং' তমসাচ্ছন্নং সন্তং। 'অয়ং' এব 'লোকঃ' যোঽয়ন্দৃশ্যমানঃস্ত্র্যন্নপানাদিবিশিষ্টঃ। 'নঅস্তি' 'পরঃ' অদৃষ্টলোকঃ 'ইতিমানী' এবম্মননশীলঃ 'পুনঃপুনঃ' জনিত্বা 'বশং' অধীনতাং 'আপদ্যতে' 'মে' মৃত্যোর্মম। জননমরণদুঃখপ্রবন্ধারূঢ়এবভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে ব্যক্তি সে পর লোক সাধনের উপায়কে দেখিতে পায় না। এই দৃশ্যমান যে লোক, সেই সত্য ইহা ভিন্ন যে পরলোক তাহা নাই, এই প্রকার যে সকল লোক জ্ঞান করে, তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য

শাস্ত্রীয় বুদ্ধির অভাব প্রযুক্ত যে ব্যক্তির নিকটে পরলোক প্রকাশ না পায়, সে নানা পাপে বিদ্ধ হয়, এবং সেই সকল পাপ ক্ষয় পর্য্যন্ত অধম লোকে সে ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তির বেদ বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, যাহার বিশ্বাস নাই যে ইহ কালের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পরকালে সুখ দুঃখের ভোগ হয়, নিপুণ রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে? স্বীয় দেহ রক্ষণ ও ইন্দ্রিয় সুখ তাহার সকল কর্ম্মের প্রয়োজন হয়; কেবল লোক লজ্জা রাজভয় প্রভৃতি জন্য বিশেষ অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত থাকে। অতএব পরকালের বিশ্বাসের হানি দ্বারা নীচ কর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তি হয়, এবং তজ্জন্য সুতরাং অধোগতি হয় ॥ ৬ ॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি
বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলো-
ঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥৭॥

'শ্রবণায় অপি' শ্রবণার্থং 'যঃ' 'ন লভ্যঃ' আত্মা 'বহুভিঃ' অনেকৈঃ। 'শৃণ্বন্তঃ অপি' 'বহবঃ' অনেকেঽন্যে 'যং' আত্মানং 'ন বিদ্যুঃ' নবিদন্তি অভাগিনোঽসংস্কৃতাত্মানোন বিজানীয়ুঃ। কিঞ্চ অস্য 'বক্তা' আচার্য্যঃ 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতবদেবানেকেষু কশ্চিদেব ভবতি তথা শ্রুত্বাপি 'অস্য' আত্মনঃ 'কুশলঃ' নিপুণএবানেকেষু 'লব্ধা' কশ্চিদেব ভবতি। যস্মাৎ 'আশ্চর্য্যঃ জ্ঞাতা' কশ্চিদেব 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সংশিক্ষিতঃ সন্ ॥ ৭ ॥

সেই যে পরমাত্মা, তাঁহার প্রসঙ্গকেও অনেকে শুনিতে পায় না, আর অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে বোধগম্য করিতে পারে না, এই আত্মজ্ঞানের বক্তা অতি দুর্ল্লভ আর নিপুণ ব্যক্তিই এই আত্মজ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়েন, যেহেতু উত্তম আচার্য্য হইতে শিক্ষা পাইলেও এ ধর্ম্মের জ্ঞাতা অতি দুর্ল্লভ হয় ॥ ৭ ॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্তএষসুবিজ্ঞেয়োবহুধা
চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

'ন' 'নরেণ' মনুষ্যেণ 'অবরেণ' হীনেন প্রাকৃতবুদ্ধিনা 'প্রোক্তঃ' 'এষঃ' আত্মা যৎ ত্বং মাং পৃচ্ছসি 'সুবিজ্ঞেয়ঃ'। যস্মাৎ 'বহুধা' অস্তি নাস্তি কর্ত্তাঽকর্ত্তা শুদ্ধোঽশুদ্ধইত্যাদিঅনেকধা 'চিন্ত্যমানঃ' বাদিভিঃ। কথং পুনঃ সুবিজ্ঞেয়ইত্যুচ্যতে। 'অনন্যপ্রোক্তে' অনন্যোনাপৃথগ্দর্শিনাচার্য্যেণ প্রোক্তে উক্তে আত্মনি 'গতিঃ' অনেকধা অস্তিনাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা 'অত্র' অস্মিন্নাত্মনি 'ন অস্তি' ন বিদ্যতে। 'অণীয়ান্ হি' অণুতরঃ 'অণুপ্রমাণাৎ' অপিসম্পদ্যতআত্মা 'অতর্ক্যং' অতর্ক্যঃ স্ববুদ্ধ্যভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণেঽণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোঽণুতর-

মন্যোভ্যূহতি হতোপ্যন্যোণুতমমিতি। ন হি তর্কস্য নিষ্ঠা ক্বচিদ্বিদ্যতে॥ ৮ ॥

অল্প বুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্ম বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদি অপৃথক্‌দর্শী ব্রহ্ম জ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণু প্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন। এই হেতু কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য

বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে পরব্রহ্ম এক মাত্র নিত্য সৎপদার্থ তাঁহা হইতেই এই অনিত্য জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই জগতের প্রতিষ্ঠা কেবল এক মাত্র তিনিই হইয়াছেন, এবং তিনি সকলেরই অন্তরাত্মা। এই রূপে যে মহাত্মা ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তাঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে, যিনি তাঁহাকে সম্যক্ রূপে জানেন নাই তাঁহার উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে? অপৃথক্‌দর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী কোন আচার্য্য যিনি সকলের অন্তরাত্মাকে অপৃথক্ রূপে এক মাত্র করিয়া জানেন, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম বিদ্যা গ্রহণ করিতে সযত্ন হও, কেবল আপনার বুদ্ধির প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস করিবে না, কারণ মনুষ্যের বুদ্ধির স্থিরতা ও দৃঢ়তা নাই। বেদের ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের আশ্রয় ভিন্ন কেবল তর্ক দ্বারা তাঁহার স্বরূপ স্থির রূপে কদাপি নির্ণীত হয় না ॥ ৮ ॥

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯ ॥

অতোঽনন্যপ্রোক্তআত্মন্যুৎপন্না যেয়মাগম প্রতিপাদ্যাত্মনি 'মতিঃ' 'ন এষা' 'তর্কেণ' স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ 'আপনেয়া' আপনীয়েত্যর্থঃ। তার্কিকোহ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অতএব যেয়মাগমপ্রভূতা মতিঃ 'অন্যেন এব' আগমাভিজ্ঞেনাচার্য্যেণৈব 'প্রোক্তা' সতী 'সুজ্ঞানায়' ভবতি হে 'প্রেষ্ঠ' প্রিয়তম। 'যাং' মতিম্মদ্বরপ্রদানেন 'ত্বং আপঃ' প্রাপ্তবানসি। সত্যাঽবিতথবিষয়া ধৃতির্যস্য তব সত্বং 'সত্যধৃতিঃ' 'বতাসি' ইত্যনুকম্পয়ন্নাহ। 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'ভূয়াৎ' ভবতাৎ অন্যঃ পুত্রঃ শিষ্যোবা 'প্রষ্টা' হে 'নচিকেতঃ' ॥ ৯ ॥

এই যে আত্ম জ্ঞান সে কেবল তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু বেদান্ত জ্ঞানি আচার্য্যের উপদেশ হইলে, হে প্রিয়তম নচিকেতা! সুন্দর রূপে আত্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, যে আত্মজ্ঞানকে সত্যসংকল্প যে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, হে নচিকেতা! তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমারদিগের হউক ॥ ৯ ॥

সঙ্ক্ষেপব্রহ্মোপাসনা

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ শুভাশুভের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই পূর্ণানন্দে সমাধান করি।

শ্রুতিঃ

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃস্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

উক্তশ্রুতিনিষ্পন্নার্থঃ

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী

সর্ব্বাবয়বহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং শুভাশুভং চিরং বিহিতবান্। তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃপয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্বলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্ব্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং।

প্রেরিত প্রশ্ন

১ প্রশ্ন— চৈতন্য স্বরূপ ব্যোমাতীত নিরঞ্জন এবং মন ও বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর অলক্ষ্য বস্তুর উপাসনা ও ধ্যান কি প্রকারে সম্ভবে?

উত্তর—জ্ঞান যে পদার্থ স্বভাবতঃ তাহা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য,তথাপি কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। মনুষ্যের জ্ঞান ইন্দ্রিয় গোচর হয় না, কিন্তু শরীর গত বা তদ্দ্বারা নির্ম্মিত কার্য্যের দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। সেই প্রকার এই জগৎ রূপ কার্য্য দেখিয়াও পরমেশ্বরের জ্ঞান আমারদিগের নিকটে প্রকাশ পায়। যদিও শ্রুতি সিদ্ধ তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সম্পূর্ণ শক্তি আমারদিগের বুদ্ধিতে ধারণ হয় না,— যদিও পরমেশ্বরের অনন্ত স্বরূপ আমারদিগের মনের অগম্য এবং বাক্য দ্বারা অলক্ষ্য, তথাপি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, সকলের প্রতিষ্ঠা এবং ভাবতের অন্তরাত্মা, এই রূপ ধ্যান করিবার সামর্থ্য আমারদিগের আছে। বেদ শাস্ত্রের উপদেশানুসারে পরমেশ্বর সৃষ্টি পালন সংহারের এক মাত্র কারণ এই রূপ তটস্থ লক্ষণ, এবং তিনি জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, করুণা পূর্ণ এই রূপ স্বরূপ লক্ষণ সকল হৃদয় মধ্যে আলোচনা করা, ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার অনুভব করা, এবং আমারদিগের ব্যবহার জন্য যে সকল নিয়ম তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অতি যত্ন পূর্ব্বক সে সমুদয় প্রতিপালন করা,তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে। অতএব এই সাক্ষাৎ উপাসনা, যাহা যত্ন দ্বারা সকলেরই অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা কি নিমিত্তে অসম্ভব হইবে? এবং অসম্ভব অনুষ্ঠানের প্রেরণা কেন শাস্ত্রে থাকিবে?

২ প্রশ্ন— শ্রবণাবলোকন গমন ধাবন সুখ দুঃখ রহিত পদার্থ যিনি, জনার্জিত শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারাই বা তাঁহার তুষ্টি অতুষ্টির কারণ কি?

উত্তর— সৎ কর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টির প্রতিপালন হয়, অসৎ কর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টি সুনির্ব্বাহের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং সৃষ্টির মঙ্গলের যে কর্ম্ম তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসন্নতা ও তদ্বিপরীত কর্ম্মে তাঁহার অপ্রসন্নতা সম্ভবই হয়। যদিও পরমেশ্বর আমারদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয় দ্বারা শ্রবণাবলোকন করেন না, তথাপি তিনি জ্ঞান স্বরূপ, এজন্য ইন্দ্রিয়ের অভাবেও সকলের সকল ব্যবহার জানিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী সকল স্থানেই পরিপূর্ণ রূপে আছেন, এবং তিনি পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ সাংসারিক সুখ দুঃখে লিপ্ত নহেন।

৩ প্রশ্ন— কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এই হেতু সৃষ্টির কারণ পরমেশ্বর আছেন, এমন জ্ঞানকেই যদি ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়, তবে এ জ্ঞান মনুষ্য মাত্রেরই আছে, এবং তাবজ্জাতীয় শাস্ত্রেও সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর এক বস্তু আছেন, এমত প্রমাণ আছে, অতএব ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি কেবলবেদের প্রতি নির্ভর করিবার প্রয়োজন কি?

উত্তর—এই আশ্চর্য্য জগতের কারণ যে পরমেশ্বর আছেন ইহা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় যোগ্য বটে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান অর্থাৎ তিনি এক কি অনেক, তিনি রাগ দ্বেষ যুক্ত কি রাগ দ্বেষ রহিত, তিনি পূর্ণ কি অপূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ বেদ শাস্ত্রের আশ্রয় ব্যতীত কখন যুক্তি দ্বারা স্থির হয় না। যদিও পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ স্বরূপ জ্ঞান আমারদিগের এই বুদ্ধি দ্বারা উপার্জ্জন করা অসম্ভব, তথাপি তাঁহার যে যে স্বরূপ লক্ষণ এই পৃথিবীতে জানিবার উপযুক্ত, এবং যাহা না জানিলে ইহকালে নানা কষ্ট হইতে পারে এবং পরকালে মহা দুর্গতির সম্ভাবনা, তাহা আমারদিগের বেদ শাস্ত্র

ব্যতীত কি প্রকারে লাভ হইত? তিনি যে এক মাত্র সর্ব্বব্যাপী জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ হয়েন, ইহা কেবল যুক্তি দ্বারা লোক সকলের চিত্তে কি প্রকারে স্ফূর্ত্তি পাইত? অতএব সামান্যতঃ কার্য্য কারণ জ্ঞান মাত্র দ্বারা মনুষ্যের পরমার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর এক মাত্র বস্তু যে তাবৎ জাতীয় শাস্ত্রের মত, বাস্তবিক ইহা কদাপি নহে; পরমেশ্বরের স্বরূপের ব্যাঘাত বেদ ভিন্ন সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়। খ্রীস্ট ধর্ম্মাবলম্বিরা তিন ঈশ্বরবাদি হয়েন, এবং তন্মধ্যে এক ঈশ্বর নিরাকার এবং দুই ঈশ্বর সাকার। যিনি নিরাকার ঈশ্বর তিনি সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বর্গালয়ে দেবদূতগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত ও স্তুত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এবং তথা হইতে এই জগদ্রূপ রাজ্য শাসন করিতেছেন; পূর্ব্বকালে কখন কখন পৃথিবীতে আসিয়া মহাত্মা ব্যক্তিদিগের সহিতও আলাপ করিতেন। দ্বিতীয় ঈশ্বর কপোত রূপে পৃথিবীকে সঞ্চরণ করেন এবং পাত্র বিশেষে খ্রীস্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দান করেন। তৃতীয় ঈশ্বর মেরীর গর্ভে গর্ভ যন্ত্রণা দশ মাস পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। কোরাণ শাস্ত্রের বেদ্য যে ঈশ্বর তিনি অতি সাধারণ মনুষ্য হইতেও নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়, কারণ তাহাতে তাঁহার এই ভয়ঙ্কর আদেশ আছে, যে যে কোন ব্যক্তি কোরাণোক্ত ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবেক। অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে বেদ শাস্ত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র হইতে পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং বেদ শাস্ত্রের অবলম্বন ভিন্ন তাঁহার উপাসনাও সম্যক্‌রূপে সম্ভব হয় না, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল মুক্তি লাভও হয় না। অতএব বেদানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত আবশ্যক, এবং তৎ সম্মত যে কোন বাক্য বা যুক্তি তাহাও অবশ্য আদরণীয়।

৪ প্রশ্ন— কেবল গায়ত্রী পাঠ করিলেই যে পরমেশ্বরের বিশেষ তুষ্টি জন্মে, আর অন্য মন্ত্র অর্থাৎ বেদোক্ত দেবীসূক্ত ও সন্ধ্যাদি পাঠে অথবা কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা বোধে ধ্যান করিলে যে তাঁহার অসন্তুষ্টি হয়, ইহার কারণ কি?

উত্তর— তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা ব্রহ্মোপাসনার অন্তরঙ্গ সাধন হইয়াছে, অতএব সেই জ্ঞানের প্রতিপাদক যে শ্রুতিবাক্য অথবা শ্রুতি সম্মত যে কোন বাক্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ এবং তাহাই আমারদিগের আদরণীয়। শব্দের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ধ্যানের সুলভ হয়, এ নিমিত্তে তৎপর বিশেষ বিশেষ শ্রুতি উচ্চারণের বিধি বেদেতে আছে। পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানকে প্রকাশ করে এই কারণে প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী শ্রেষ্ঠ হইয়াছে; সন্ধ্যাদি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের প্রতিপাদক না হইয়া কল্পিত রূপ ধ্যানাদি দ্বারা তাঁহার পরোক্ষ উপাসনায় প্রয়োজক প্রযুক্ত অশ্রেষ্ঠ হয়, সুতরাং তদালোচনা ব্রহ্মোপাসনার সাধন নহে, এবং তদ্দ্বারা পরম পুরুষার্থও লাভ হয় না। অসংস্কৃত বুদ্ধি প্রযুক্ত যাঁহারা সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম উপাসনাতে অসমর্থ, সন্ধ্যাদি পাঠ দ্বারা তাঁহার পরোক্ষ উপাসনা করা তাঁহারদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাতে পরমেশ্বরের অসন্তুষ্টি কেন হইবে?

৫ প্রশ্ন— সকল বেদের সার যাঁহাকে ব্রহ্মোপাসনার প্রধান কারণ গায়ত্রী বলিয়া মান্য করা যায়, তাহার অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে "যাঁহা হইতে স্থিতি ও লয় ও সৃষ্টি হয় এবং যিনি ভুবন ত্রয় ব্যাপিয়া রহেন, সূর্য্য দেবের সেই অন্তর্যামী আমারদিগের প্রতি প্রার্থনীয়" কিন্তু সর্ব্বকর্ত্তা যে পরমেশ্বর তিনি যেরূপ সূর্য্য দেবের অন্তর্যামী হইয়া আছেন, সেই রূপ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র দেবের এবং নক্ষত্রাদিরও অন্তর্যামী অবশ্যই আছেন, তবে কেবল সূর্য্য দেবের অন্তর্যামী পরব্রহ্ম এমত অর্থযুক্ত কতিপয় বর্ণকে কি প্রকারে ব্রহ্মোপাসনার মুখ্য দ্বার গায়ত্রী বলিয়া স্বীকার করা যায়?

উত্তর— প্রশ্নকর্ত্তা গায়ত্রীর অর্থ উল্লেখ করিয়া প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রীর যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা অসম্পূর্ণ, বিশেষতঃ সেই স্থলেই বিশেষ অপূর্ণ রহিয়াছে, যে স্থলে তাঁহার এই বোধ হইয়াছে যে পরমেশ্বর কেবল সূর্য্য মাত্রের অন্তর্যামী। তাহার যথাভূত অর্থ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইবেক, যে পরমেশ্বর

যেৰূপ সূর্য্যের অন্তর্যামী, তদ্রূপ আমারদিগেরও অন্তর্যামী।

গায়ত্রীর অর্থ

যিনি এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য জগতের স্থিতি লয় উৎপত্তির কারণ পরব্রহ্ম, তিনি ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্গলোক এই ত্রিলোক বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন। দীপ্তিমান্ সূর্য্যের সেই অনির্ব্বচনীয় বরণীয় স্বপ্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপি অন্তরাত্মাকে চিন্তা করি, যিনি আমারদিগের সর্ব্ব দেহির অন্তঃস্থিত অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে প্রেরণ করিতেছেন।

তন্ত্রে এই অর্থ স্পষ্ট আছে যথা

যস্মাৎ স্থিতিলয়োৎপত্তির্যেন ত্রিভুবনং ততং।
সবিতুর্দ্দেবতস্যান্তর্যামি তদ্ভর্গমব্যয়ং॥
বরণীয়ংচিন্তয়ামঃ সর্ব্বান্তর্যামিনং বিভুং।
যঃ প্রেরয়তি বুদ্ধিস্থো ধিয়োঽস্মাকং শরীরিণাং॥
তন্ত্রং॥

প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির এক দ্বার, এবং তাহা হইতে প্রতিপন্ন যে সর্ব্বান্তর্যামী পরব্রহ্ম, ইহা ভগবান্ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট লিখিয়াছেন।

ওঁকারপূর্ব্বিকাস্তিস্রোমহাব্যাহৃতয়োব্যয়াঃ।
ত্রিপদাশ্চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥
মনুঃ॥

প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

৬ প্রশ্ন — যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণাধ্যান সমাধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হওয়া যে বেদে লেখেন, তাহা সর্ব্ব সাধারণেরই দুঃসাধ্য প্রযুক্ত সকলেই তত্ত্বজ্ঞানে দুর্ব্বলাধিকারি কি না?

উত্তর— ধারণাধ্যান সমাধি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা অবকাশ কালে অহরহ কর্ত্তব্য। এই ধ্যান ধারণা সমাধির উপায় প্রত্যাহার। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলের আকর্ষণকে প্রত্যাহার শব্দে বলা যায়। ব্রহ্ম উপাসনা কালীন প্রত্যাহার অত্যন্ত আবশ্যক; কারণ বিষয় দ্বারা মনের চঞ্চলতা সত্ত্বে ধ্যান ধারণা বা সমাধি সম্ভব হয় না। এই প্রত্যাহারের এক প্রকার উপায় আসন এবং প্রাণায়াম, কিন্তু আসন প্রাণায়াম ব্যতিরেকেও কেবল মানসিক যত্ন দ্বারাও প্রত্যাহার সম্ভব হয়। যম, নিয়ম এই উপাসনার অঙ্গ হইয়াছে। যম শব্দের অর্থ মিথ্যা, স্তেয়, ব্যসন, অবিহিত হিংসা এবং অবিহিত স্ত্রী সংসর্গ এই ষট্ পাপের পরিত্যাগ। অনতিভোজন, কাম ক্রোধাদি শাসন, সন্তোষ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান এই পঞ্চের অনুষ্ঠানকে নিয়ম শব্দে বলা যায়। এতদ্রূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ উপাসনা যদিও দুঃসাধ্য, কিন্তু সর্ব্বতঃ অসাধ্য বলা যাইতে পারে না। চিত্ত শুদ্ধি হইলে ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাতে যিনি যত নিপুণ ৰূপে এই সমুদয়ের অনুষ্ঠানে ক্ষমতাবান্ হয়েন, তাঁহার তদ্রূপ শুভগতি হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সামর্থ না হইলে ব্রহ্মারাধনাতে যে অনধিকার হয়, ইহা কদাপি গ্রহণীয় নহে। পরব্রহ্মের উপাসনাতে প্রথম প্রবৃত্ত অনেক পুরুষ যম নিয়ম সাধনে এবং ধারণাধ্যান সমাধিতে যদিও দুর্ব্বল হয়েন—সম্পূর্ণ ৰূপে সক্ষম না হয়েন, কিন্তু নিষ্ঠা, যত্ন, এবং অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তাহাতে সুসমর্থ হয়েন, এবং এই ৰূপে অনেকে কৃতার্থ হইয়াছেন।

যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যঃ।
যিনি এই আত্মাকে প্রার্থনা করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন।

৭ প্রশ্ন — বেদ শাস্ত্র প্রামাণ্যের প্রতি যদি বেদের প্রমাণই মান্য হয়, তবে কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি উক্ত বেদ হইতে যে যে প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাই বা অমান্য হইবার কারণ কি?

উত্তর— বেদ শাস্ত্র সর্ব্বতঃ মান্য, এবং তদন্তর্গত জ্ঞানকাণ্ড কি কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় যে কোন বাক্য তাহাও সম্যক্ গ্রাহ্য। বেদের শিরোভাগ উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম জ্ঞানে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের আর কর্ম্মকাণ্ডে কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং ব্রহ্মোপাসকেরা কর্ম্মত্যাগি হয়েন।

৮ প্রশ্ন— কর্ম্মকাণ্ড শাসন স্বরূপ হইয়া মনুষ্য সকলকে দুষ্কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ করাইয়া ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাইবে, তবে দুঃসাধ্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে কর্ম্ম কাণ্ডের নিন্দা কি?

উত্তর— যাহারা কুকর্ম্মে রত এবং পরমেশ্বর জ্ঞানে সুতরাং অসমর্থ, তাহারদিগের জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করাইবার নিমিত্তে কর্ম্ম কাণ্ড এক উপযোগী হইয়াছে, ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা কি? কিন্তু যে সকল ব্যক্তি কর্ম্ম কাণ্ডকে জ্ঞানের সোপান ৰূপে না দেখিয়া তাহাতেই চিরজীবন ক্ষেপণ

করিতে আনন্দিত, বরঞ্চ তাহারদিগের শ্রেষ্ঠ যে সকল ব্রহ্মোপাসক তাঁহারদিগের নিন্দা করিতে আগ্র্য, তাহারদিগের নিমিত্তে বেদেই নিন্দা বাক্য শ্রুত হইতেছে।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়োযেভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুস্তে পুনরেবাপি যন্তি॥

৯ প্রশ্ন — বেদশাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ লিখিয়াছেন যে যিনি আত্মা তিনিই পরব্রহ্মের অংশ। এরূপ হইলে স্থূল শরীর ভঙ্গে সহজেই আত্মা পরব্রহ্মে লয় হইবেন, যেহেতু অবলম্বন ব্যতীত অংশের অবস্থিতির অভাব। এস্থলে মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার কীটাদি যোনি প্রাপ্তি দ্বারা পূর্ব্ব দেহস্থিত পরমাত্মার যাতনাদি ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

উত্তর—আত্মা শব্দে এ স্থলে জীবাত্মাই প্রশ্ন কর্ত্তার অভিপ্রায় বোধ হইতেছে। যেমন মৃত্তিকার অংশ ঘট অথবা স্বর্ণের অংশ কুণ্ডল, তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ যে জীব ইহা বেদের তাৎপর্য্য কদাপি নহে। বেদে পরমাত্মাকে 'ধ্রুব' অর্থাৎ বিকার বিহীন এবং 'একমেবাদ্বিতীয়ং' শব্দে কহিয়াছেন, স্বরূপতঃ যে এক মাত্র বস্তু তাহা কি প্রকারে অংশযুক্ত হইতে পারে? অতএব এক-মাত্র পরমাত্মার কোন অংশ বিশেষ যে জীবাত্মা তাহা বেদ ও যুক্তি বিরুদ্ধ; কিন্তু বেদ সিদ্ধ বাক্য এই যে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান মাত্রে জীবের জীবত্ব হইয়াছে, এবং জীবের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।

ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥
শ্রুতী॥

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন দ্বারা বোধ হইতেছে যে তিনি এই প্রকার কোন দৃষ্টান্তের প্রতি বিশেষ রূপে নির্ভর করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ রূপে বুদ্ধিতে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যে সমুদ্রের অংশ যেমন ঘট পূর্ণ জল, তদ্রূপ পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা এবং যেমন ঘট ভঙ্গ হইলে জলের আর অবস্থিতি হয় না, কিন্তু ক্রমে অদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরের ভঙ্গ হইলে জীবাত্মার আর পরলোকে অন্য শরীরে অবস্থিতি হয় না, কিন্তু একেবারে পরব্রহ্মের সহিত লয় হয়। কিন্তু তিনি যদি ইহা বিবেচনা করিতেন, যে সমুদ্রের জল নানা পরমাণু বিশিষ্ট, অতএব তাহার কতক অংশ ঘট মধ্যে কি অন্য পাত্র মধ্যে থাকিতে পারে, পরমেশ্বর অদ্বিতীয় এক মাত্র বস্তু, তিনি কি প্রকারে অংশযুক্ত হইতে পারেন, তবে এ দৃষ্টান্তের প্রতি কখনও নির্ভর করিতেন না, এবং কহিতেন না, যে জীবের অবলম্বন যে শরীর তাহা নষ্ট হইলেই তাহার ব্রহ্মের সহিত লয় হয়। যাঁহার বুদ্ধিতে এপ্রকার স্থির আছে যে পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা, তাঁহার সুতরাং এ অনুভব সহজেই হইতে পারে, যে জীবাত্মার যে সুখ দুঃখ তাহা পরমাত্মারই সুখ দুঃখ, কারণ পরমাত্মারই এক অংশ শরীর মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। এই দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিলে পরমেশ্বর স্বরূপের সম্যক্ ব্যাঘাত হয়; এতদ্দ্বারা এক মাত্র বিকার বিহীন আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরকে অংশযুক্ত বিকার বিশিষ্ট এবং সাংসারিক সুখ দুঃখ ভাগি করা হয়। এই সকল অনর্থ মূলক অনুভবের নিরাকরণ তাঁহার হয়, যিনি এই রূপে বেদ বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন যে পরমেশ্বর বিকার বিহীন ও অব্যয়, তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে মনুষ্য প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার অধিষ্ঠান মাত্রে সৃষ্ট জীব সকল জীবিত রহিয়াছে। এই বাক্য যখন প্রশ্নকর্ত্তা গ্রহণ করিবেন, তখন স্পষ্ট বুঝিবেন যে সৃষ্ট জীব সকল যেমন শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তদ্রূপ ইহ কালে এবং পরকালে সুখ দুঃখ ভোগ করে, এবং সেই জীবের সুখ দুঃখে পরমেশ্বর লিপ্ত হয়েন না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া কুকর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত থাকেন এবং তাঁহার নিয়ম প্রতি পালনে যত্নবান্ হয়েন, তিনিই পরব্রহ্মের জ্ঞান এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত লয় হয়েন; শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মোপাসক হউক বা না হউক কেবল শরীর পাত মাত্রই যে জীবের লয় হয় ইহা সর্ব্বথা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

তৃতীয় ভাগ
২৯ সংখ্যা
১ পৌষ ১৭৬৭ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

খ্রীষ্টিয়ান মিশনরিরা আপনারদিগের ধর্ম্মকে প্রবল রাখিবার নিমিত্তে কোন্ জাতির বা কোন্ ব্যক্তির অমূলক অপবাদ বিস্তার না করিয়া থাকেন? কোন্ দেশের ধর্ম্মকে নিন্দা না করিয়া থাকেন? দোষানুসন্ধানই যাঁহারদিগের কর্ম্ম ও ব্যবসায়, দূরস্থ পর দোষ হইতে নিকটস্থ স্বীয় দোষ তাঁহারদিগের নিকটে ব্যক্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দোষান্বেষি মিশনরিদিগের কঠোর দৃষ্টি হইতে তিল প্রমাণ অন্যের দোষ ত্রাণ পাইতে পারে না, অথচ পর্ব্বত তুল্য সমূহ স্বীয় দোষ তাঁহারদিগের নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকে! স্বরূপাভিমানি কোন শ্রীহীন পুরুষের সম্মুখে দর্পণ ধারণ করিলে সে যদ্রূপ সেই দর্পণধারকের প্রতি অনর্থক ক্রোধ প্রকাশ করে, তদ্রূপ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রেশনল এনালিসিস অব দি গস্পেল' নামক কতিপয় ক্ষুদ্র গ্রন্থে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচার নিষ্পন্ন তাৎপর্য্য দেখিয়া অভিমান বিশিষ্ট মিশনরিরা ক্রোধভরে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছেন। আমারদিগের বেদ শাস্ত্রের প্রতি তাঁহারা কত কথা উত্থাপন করিয়াছেন, কত মিথ্যা দোষ তাহাতে আরোপ করিয়াছেন, তন্মতাবলম্বি আমারদিগের প্রতি মূঢ়, পাপাত্মা, নাস্তিক প্রভৃতি কত শত দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারদিগের প্রতি কটু বাক্য মাত্র আমরা ব্যবহার করি নাই। আমারদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে সত্যের ব্যাঘাত কদাপি হয় না, সুতরাং মনুষ্যের দুষ্ট চেষ্টা দ্বারা বেদ শাস্ত্রের কোন হানি সম্ভব হইতে পারে না। সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা কি জ্বলন্ত অগ্নিকে আবরণ করা যায়? সত্যকে কি বাগ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা যায়? আমারদিগের দেশীয় সমুদয় লোককে মিথ্যা বাগ্জাল প্রভৃতি নানা দুষ্ট কৌশল দ্বারা যেমন মিশনরিরা স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাদৃশ উপায়কে অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম হইতে তাঁহারদিগকে বহির্ম্মুখ করিতে আমারদিগের অভিলাষ নহে। যিনি যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করুন, যে পরিমাণে পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, এবং যে পরিমাণে তাঁহার নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন, তৎ পরিমাণে তিনি শুভ ফল ভাগী অবশ্য হয়েন। যদিও বেদান্ত বেদ্য ব্রহ্মোপাসকের ন্যায় তাঁহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই, তথাপি শুভ কর্ম্মের ফল হইতে তিনি কখনও নিরাস হয়েন না। অতএব ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি মিশনরিদিগের সহিত আমারদিগের শত্রুতা ব্যবহারের সম্ভাবনা কি? তবে যখন

তাঁহারা আমারদিগের ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাহা হইতে তাঁহারদিগকে নিবারণ করিবার উপায় চেষ্টা না করিয়া কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারি এবং সনাতন বেদ শাস্ত্রে তাঁহারদিগের আরোপিত মিথ্যা দোষ সকল খণ্ডন না করিয়া কি প্রকারে স্বস্থ থাকিতে পারি! কিন্তু আমারদিগের এমত স্বভাব নহে যে প্রকৃত বাক্যের উত্তর পরিত্যাগ করিয়া কেবল গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হই। মিশনরিদিগের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহারদিগের ধর্ম্মকে কেহ আক্রমণ করিলে তাহার উত্তর প্রদান এবং তাহার আপত্তি সকল নিরাকরণ করা দূরে থাকুক, পরাজয় ভয়ে ভীত হইয়া বিপক্ষ পুস্তক সকলকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন, সাধ্য হইলে তাহারদিগকে এককালে দগ্ধ করেন, তাহারদিগের রচনা কর্ত্তার প্রতি যৎপরোনাস্তি কটু কাটব্য উক্ত করেন, দণ্ডভয় এবং অপমানের আশঙ্কা তাঁহার প্রতি প্রদর্শনা করেন এবং তাঁহার নানা সাংঘাতিক বিঘ্ন করিতে উদ্যত হয়েন। যে শাস্ত্রের মূল বলবান্ থাকে এবং যাহার তাৎপর্য্য সত্য হয়, তাহার অনুগত ব্যক্তিদিগের দ্বারা কদাপি এ প্রকার ব্যবহারের সম্ভাবনা হয় না। খ্রীষ্ট ধর্ম্মরূপ বিস্তীর্ণ দুর্গ যদিও নানা জাতির আশ্রয় প্রযুক্ত পরকীয় নানা অলঙ্কারে বিভূষিত এবং শোভনতম, তথাপি বালুভূমিতে তাহার পত্তন হইয়াছে, এবং তজ্জন্য এত অল্প কাল মধ্যেই সে জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা কেবল এক জনের নিঃশ্বাসে তাহার এতদ্রূপ কম্পন কেন হয়! এমত দুর্ব্বল দুর্গের আশ্রয়ে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহারা অন্যের বলবান্ দুর্গকে কি সাহসে আক্রমণ করেন? এই বাক্য সর্ব্বদা তাঁহারদিগের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যে এ দেশ বিদ্যাহীন ধর্ম্মহীন অসভ্য জাতির দেশ নহে, প্রাচীন কালে এই দেশ হইতেই নানা রাজ্যে বিদ্যা, ধর্ম্ম, সভ্যতা, বিকীর্ণ হইয়াছে এবং কুতর্কে এদেশের পণ্ডিতেরা নিতান্ত ভ্রান্ত হয়েন না—ইহা মিশনরিরাও না জানেন এমত নহে। প্রায় শত বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা অবগত হইয়াছেন, যে বালক ব্যতীত বয়স্ক স্বাধীন ব্যক্তিকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে আনয়ন করা সুসাধ্য নহে। অতএব পাঠশালা স্বরূপ বিচিত্র কৌশল স্থানে স্থানে তাঁহারা স্থাপিত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারদিগের এ চেষ্টাও যে বিফল হইবেক এমত উপায় সকল প্রস্তুত হইতেছে। ঘর্ষণ দ্বারা কাষ্ঠের অগ্নি প্রকাশ হয়, এবং আন্দোলন দ্বারা সত্যের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। আমরা অগ্রে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, ইহাতে ক্রমিক তাহার প্রবলতা দ্বারা যদি তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের কুৎসিত আকার দৃষ্টি করেন, তবে আমরা দোষে লিপ্ত নহি।

এক ব্যক্তি মাত্রের চেষ্টাতে যে মিশনরিরা এমত ভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সকলে ঐক্য হইয়া ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, ইহা ব্যক্ত করিতে তাঁহারদিগের লজ্জা উপস্থিত হয় ও স্বীয় ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়; এ নিমিত্ত যদিও 'রেশনেল এনালিসিস অব দি গস্পেল' গ্রন্থ প্রকাশক আপনার নাম স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা বৈদান্তিক দলকে উক্ত গ্রন্থের প্রকাশক রূপে ব্যক্ত করিয়া স্বীয় মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সকলেই জানেন যে বৈদান্তিক দলের যে কোন অভিপ্রায়—যে কোন বিচার, কেবল এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বা তত্ত্ববোধিনী সভা সংক্রান্ত পুস্তকেতেই প্রকাশিত হয়। উক্ত 'রেশনেল এনালিসিস অব দি গস্পেল' গ্রন্থ এ সভা হইতে মুদ্রিত হয় নাই, এবং এপ্রকার আন্দোলনের অবস্থাও অদ্যাপি হয় নাই যাহাতে বর্ত্তমানে এই সভা হইতে নিয়মিত রূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সাংঘাতিক উক্ত প্রকার গ্রন্থ সকল রচনা বা পুনর্ম্মুদ্রা করণের প্রয়োজন হইতে পারে।

ফলতঃ তদ্গ্রন্থ প্রকাশক বা তদ্গ্রন্থ রচনা কর্ত্তা লইয়া এ প্রকার বাহুল্য আন্দোলনের প্রয়োজন কি? মিশনরিরা পক্ষপাত রহিত হইয়া কি সেই পুস্তকস্থ আদ্যন্ত বিচার সমুদয় আলোচনা করিয়াছেন? সেই বিচা-

রের কোন প্রধান অংশকে অন্যথা বা খণ্ডন করিতে কি অদ্যাপি সমর্থ হইয়াছেন বা পরাস্ত হইয়া সরলতার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন এবং অভিমানকে পরিত্যাগ করিয়া সত্যকে সমাদ [illegible] প্রবৃত্ত হইয়াছেন? বরঞ্চ বি [illegible] আচ্ছন্ন হইয়া সত্যকে মিথ্যা রূপে [illegible] করিতেছেন—সরলভাকে [illegible] রটনা করিতেছেন—বিদ্যাকে [illegible] বর্ণনা করিতেছেন— নির্দোষিকে দোষি রূপে বিখ্যাত করিতেছেন। [illegible] গ্রন্থ প্রকাশকের প্রতি নিন্দা ও দু [illegible] করিয়া তৃপ্ত হয়েন নাই— তাব [illegible] প্রকাশকের প্রতি অযুক্ত, অকথ্য, অশ্রাব্য, [illegible] বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে কোন [illegible] শব্দ অবশিষ্ট রাখেন নাই। কিন্তু পর্ব্বতে মৃৎপিণ্ড ক্ষেপ করিলে সেই পর্ব্বতের অংশ কি চূর্ণ হয়? মেঘাবরণে সূর্য্য প্রভা কি ক্ষয় হয় এবং তাহার মহিমাতে কি মালিন্য জন্মে? অতএব বিপক্ষ প্রক্ষিপ্ত নিন্দা বাক্যে আমরা দুঃখিত নহি, কেবল আক্ষেপ হইতেছে যে মিশনরীরা এতদ্রূপ বিদ্বান্ এবং ধার্ম্মিক রূপে খ্যাত হইয়া ক্রোধভরে এপ্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম ও প্রধান উত্তর যাহা মিশনরিরা অতি বলের সহিত প্রদান করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই, যে উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা কার্লাইল সাহেব অতি দুশ্চরিত্র ও পাপাত্মা ছিল। কিন্তু তদ্গ্রন্থকর্ত্তা কার্লাইল সাহেব বা অন্য কোন ব্যক্তি সচ্চরিত্র কি দুশ্চরিত্র তাহার সন্ধানে ঐ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নিরাকরণের প্রতি কি সাহায্য হইতে পারে? তিনি তাঁহারদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাসের প্রতি যে সকল আপত্তি আনিয়াছেন তাহার খণ্ডনের কি হইল? ৫০ খানারও অধিক বাইবেল অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক ছিল কি না? তন্মধ্যে সকলকে জঘন্য জ্ঞানে কেবল চারি মাত্র ধর্ম্ম পুস্তককে ঈশ্বর বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য করা হইয়াছে কি না? য়িশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত ছিল কি না? যাঁহারা খ্রীষ্টকে পরমেশ্বর রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, রাজা কানষ্টাণ্টাইন তাঁহারদিগের পক্ষাবলম্বী ছিলেন কি না? পরে কানষ্টাণ্টাইন রাজা সে মত পরিত্যাগ করিয়া অন্যতর মতস্থ হইয়াছিলেন কি না? ভবিষ্যদ্বক্তাদিগের অনেক বাণী বাইবেলে ঈশ্বর বাক্য রূপে মান্য হইয়াছে কি না এবং তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে মদ্য পানে উন্মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ বাণী কথনে প্রবৃত্ত হইতেন কি না? বাইবেল পুস্তকস্থ ভবিষ্যদ্বাণী সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা হইতে যথেচ্ছা অর্থ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে কি না? ইত্যাদি কার্লাইল সাহেবের গ্রন্থ হইতে প্রকাশিত শত শত প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদানের কি হইল?

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বাক্য যখন কার্লাইল সাহেব বিন্যাস করিয়াছেন, তখন সকল খ্রীষ্টানেরা অবশ্য তাঁহার শত্রু ছিলেন, অতএব শত্রু দ্বারা তাঁহার মিথ্যা দুর্নাম ঘোষণা স্বভাবতই সম্ভব বটে। যদিও তিনি যথার্থতঃ দুশ্চরিত্র হইতেন, তাহাতেই বা কি? তাঁহার বাক্য সকলকে খণ্ডন না করিয়া তাঁহার গ্রন্থকে কি প্রকারে অমান্য করা যায়? কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধ সপ্রমাণ বাক্যের উত্তর প্রদত্ত হউক বা না হউক, আপাততঃ মিশনরিরা স্বীয় মুখাবরণ জন্য অপ্রকৃত শত খণ্ডিত কতকগুলীন খ্রীষ্ট ধর্ম্মপোষক প্রাচীন অভিপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকে পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া দ্বারে দ্বারে নিঃক্ষেপ করিতেছেন। তাহার প্রথম সঙ্খ্যাকে কেবল কুৎসা ও দুঃশীল বাক্যের ভাণ্ডার করিয়াছেন। কোন দুর্ম্মতি ব্যক্তির যদি দুর্ব্বাক্য শিক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে মিশনরিদিগের প্রকাশিত ঐ প্রথম সংখ্যার ভূমিকা পাঠ করিলেই তাহার সে বাসনা পরিপূর্ণ হইবে। তাৎপর্য্যের মধ্যে সেই ভূমিকার প্রধান তাৎপর্য্য এই, যে গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তৎ গ্রন্থ কর্ত্তার নাম উল্লেখ না করিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই এক কথার প্রতি নির্ভর করিয়া মুখোপাধ্যায়কে চৌর প্রভৃতি মানা

দুর্ব্বাক্য তাহাতে কহিয়াছেন। কিন্তু যদি সেই 'রেশনেল এনালিসিস আব দি গস্পেল' পুস্তক খানি মিশনরিরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক খুলিয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন, যে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম গন্ধও নাই; তবে পুনর্ম্মুদ্রা কালীন সেই গ্রন্থে কি যুক্তি এবং কি ক্ষমতাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম লিখিত হইবেক? দ্বিতীয় সংখ্যার ভাষা যদিও তর্কের ন্যায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ন্যায়বান্ ধীর ব্যক্তির নিকটে প্রমাণ যোগ্য কোন বাক্য তাহাতে নাই; সে সমুদয় বাগাড়ম্বরের তাৎপর্য্য এই যে "যদি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া সকলকে প্রামাণ্য না কর, তবে তদ্রূপ কোন অলৌকিক ক্রিয়া তোমরা কর দেখি"। তৃতীয় সংখ্যার স্থূল মর্ম্ম এই যে "খ্রীষ্টান শাস্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ বাণী যখন পূর্ণ হইয়াছে, তখন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সত্য না হইবে কেন?" কিন্তু কোন শাস্ত্রান্তর্গত কতক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ হইলেই যদি সেই শাস্ত্র ঈশ্বর বাক্য রূপে মান্য হয়, তবে 'এই কালে সকলে এক বর্ণ হইবে' ইত্যাদি ভবিষ্যৎ পুরাণান্তর্গত নিঃসন্দিগ্ধ বাক্যের পূর্ণাবস্থার প্রাক্কাল দৃষ্টে খ্রীষ্টানেরা সেই পুরাণ অনুযায়ি ঈশ্বর উপাসনা কেন না করেন? যদি পরম্পরা গৃহীত কাহারও অলৌকিক ক্রিয়ার বৃত্তান্ত প্রতি নির্ভর করিয়া তাহাকে ঈশ্বর বোধে উপাসনা কর্ত্তব্য হয়, তবে মেরীর পুত্রের সহিত শচীপুত্র গৌরাঙ্গের মনোহর মূর্ত্তিকে তাঁহারা অর্চ্চনা কেন না করেন?

নির্লজ্জ মিশনরিরা শত বৎসরাবধি হিন্দু ধর্ম্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, শত বৎসরাবধি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে এদেশকে অভিষিক্ত করিবার যত্ন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মাতা পিতার ক্রোড় হইতে স্নেহের সন্তানকেও হরণ করিতেছে, তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না—তথাপি মিশনরিদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণের কোন সদুপায় ধার্য্য হয় না। সত্যের পথে যখন তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাধকেরা কি প্রকারে নীরব রহিয়াছেন? খ্রীষ্টধর্ম্ম কণ্টকি লতার বীজ কি তাহারা ক্রমাগতই বপন করিবে? ধর্ম্ম বিষয়ে আমরা চিরকালই কি তাহারদিগের অত্যাচার সহ্য করিব? আমারদিগের প্রত্যেকের কি ইহা কর্ত্তব্য নহে, যে যাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশস্থ লোকের মনোরাজ্যকে অধিকার না করিতে পারে এমত চেষ্টা প্রাণপণে করি? ধর্ম্ম যুদ্ধের জন্য শারীরিক বলে আমারদিগের আবশ্যক নাই, লৌহময় খড়্গেও আমারদিগের প্রয়োজন নাই, ভিন্ন জাতির আশ্রয়ও ইহাতে উপযোগ্য নহে; ধর্ম্ম আমারদিগের বল, জ্ঞান আমারদিগের অস্ত্র, এবং সত্য আমারদিগের আশ্রয়। হে দেশস্থ বন্ধুগণ! ধর্ম্ম সংগ্রামে ঐক্য হও, নানা স্থানে সভা স্থাপন কর, মিশনরিদিগের কুতর্ক জাল ছিন্ন কর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তির পথকে মুক্ত রাখ।
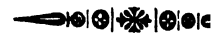
কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতোগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং॥ ১০॥

পুনরপিতুষ্টআহ। 'শেবধিঃ' নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণোনিধিরিবপ্রার্থ্যতইতি। অসৌ 'অনিত্যং' অনিত্যঃ 'ইতি' 'জানামি অহং'। 'ন' 'হি' যস্মাৎ অনিত্যৈঃ 'অধ্রুবৈঃ' নিত্যং 'ধ্রুবং' 'তৎ' 'প্রাপ্যতে' 'হি' 'ততঃ' তস্মাৎ 'ময়া' জানতাপি নিত্যমনিত্যসাধনৈর্ন 'প্রাপ্যতে' 'নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ' পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোঽগ্নির্নির্ব্বর্ত্তিতইত্যর্থঃ তেনাহমধিকারাপন্নঃ 'নিত্যং' যাম্যং স্থানং নিত্যমাপেক্ষিকং 'প্রাপ্তবান্ অস্মি'॥ ১০॥

কর্ম্ম ফল অনিত্য এবং অনিত্য কর্ম্মাদি হইতে নিত্য পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না তাহা আমি জানি; এমত জানিয়াও অনিত্য বস্তু যে নাচিকেত অগ্নি তাহা চয়ন করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে যাম্য পদ তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ১০॥

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥

ত্বন্তু 'কামস্য' 'আপ্তিং' সমাপ্তিং অত্র হি সর্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ 'জগতঃ' সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং সর্ব্বাত্মকত্বাৎ 'ক্রতোঃ' ফলং হৈরণ্যগর্ভম্পদং 'অনন্তং' আনন্ত্যং 'অভয়স্য' 'পারং' পরাং নিষ্ঠাং। স্তোমং স্তুত্যং স্তোমঞ্চ তৎ মহচ্চেতি 'স্তোমমহৎ' 'উরুগায়ং' বিস্তীর্ণগতিং 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিং 'দৃষ্ট্বা' 'ধৃত্যা' ধৈর্য্যেণ 'ধীরঃ' ধীমান্ সন্ হে 'নচিকেতঃ' অত্যস্রাক্ষীঃ' পরমেবাকাংক্ষন্ অতিসৃষ্টবানসি। অহোবতানুত্তমগুণোহসি ত্বং॥ ১১॥

আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা! কামনার পরিসমাপ্তি আর জগতের আশ্রয়, আর অনন্ত ফল, আর অভয়ের পার, আর স্তুতি যোগ্য, আর মহৎ, আর বিস্তীর্ণ গতি বিশিষ্ট, আর যাবৎ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট যে হৈরণ্যগর্ভ পদ তাহাকে হস্ত গত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বারা পরিত্যাগ করিলে॥ ১১॥

তাৎপর্য্য

সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি রূপে হিরণ্যগর্ভ শব্দে উক্ত হয়। সমুদয় লোক যাঁহার শরীর এবং সমুদয় জীবের আত্মা যাঁহার আত্মা তিনি হিরণ্যগর্ভ। "অগ্নির্ম্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষসর্ব্বভূতান্তরাত্মা।" যজ্ঞের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। জীবের সেই ব্রহ্মলোকে গতি হইলে হৈরণ্যগর্ভ পদ প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাঁহার কোন বিশেষ লোকে অভিমান না হইয়া তাবৎ জগৎ তাঁহার আবাস স্বরূপ হয়, এবং তাবৎ জীব তাঁহার মিত্র হয়। তিনি বিশ্ব সংসারের গতি ও নিয়ম এবং জীবের আন্তরিক মনোগত তাবৎ ভাব অবলীলা ক্রমে জানিতে পারেন এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান পূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিয়া এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম সুখে ব্রহ্মলোকে বাস করেন। কালে তথা হইতে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না॥ ১১॥

তন্দুর্দ্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টঙ্গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১২॥

যং জ্ঞাতুমিচ্ছস্যাত্মানং 'তং' 'দুর্দ্দর্শং' দুঃখেন দর্শনমস্যেতি অতিসূক্ষ্মত্বাৎ যতঃ 'গূঢ়ং' গহনং 'অনুপ্রবিষ্টং' প্রাকৃতবিষয়বিকারৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ। 'গুহাহিতং' গুহায়াম্বুদ্ধৌ‌বাহিতং স্থিতন্তত্রোপলভ্যত্বাৎ। গহ্বরে স্থানে বিষমেঽনেকার্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি 'গহ্বরেষ্ঠং' 'পুরাণং' পুরাতনং। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য মনস আত্মনি সমাধানমধ্যাত্মযোগস্তেন 'মত্বা' 'দেবং' আত্মানং 'ধীরঃ' 'হর্ষশোকৌ' 'জহাতি'॥ ১২॥

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতি যত্নে তাঁহার বোধ হয়, আর এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, আর কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন আর অনাদি হয়েন। সেই পরমাত্মাকে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন॥ ১২॥

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ দুর্দ্দর্শ— অতি দুর্জ্জেয় হয়। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রযুক্ত যদি মূঢ় ব্যক্তিরা বোধ করে যে ঈশ্বর নাই, এজন্য শ্রুতি দয়া প্রকাশ করিয়া পরে লিখিতেছেন, যে এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন এবং ইন্দ্রিয় গোচর নহেন, এ নিমিত্তে শ্রুতি পরে বলিতেছেন যে কেবল বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়। বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যায়? পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর যে স্বীয় মন, তাহাকে যেমন বুদ্ধি দ্বারা জানা যায়, সেই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর যে পরমাত্মা তাঁহাকে কি জানা যায়? না, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে তদ্রূপ স্পষ্ট রূপে জানা যায় না, কারণ তিনি মনেরও অভ্যন্তরে আছেন। যাহা আমরা জানিতে পারি তাহার মধ্যে মনের মত সূক্ষ্ম বস্তু আর নাই, কারণ তাহার আকার নাই। এমত সূক্ষ্ম বস্তুরও অভ্যন্তরে পরমাত্মা স্থিতি করেন, এই নিমিত্তে শ্রুতি এখানে লিখিতেছেন যে দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন। তিনি অনাদি, যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার আর আদি সম্ভব হয় না। এমন যে পরমাত্মা

যিনি সংসারে আচ্ছন্ন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যায়, তাহা পরে লিখিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি জানিতে পারেন। মনের বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তিকে নিরোধ করিলে যে এক অহং বৃত্তি মাত্র থাকে, সেই অহং বৃত্তির অভ্যন্তরে জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা আছেন, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, এইরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ যে যোগের দ্বারা জানা যায় তাহাকে অধ্যাত্ম যোগ বলা যায়। এই অধ্যাত্মযোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানিয়া সাংসারিক হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন ॥ ১২ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণু-
মেতমাপ্য। সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা
বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে ॥ ১৩॥

কিঞ্চ 'এতৎ' আত্মতত্ত্বং যদহম্বক্ষ্যামি তৎ 'শ্রুত্বা' আচার্য্যসকাশাৎ 'সম্পরিগৃহ্য' সম্যগাত্মভাবেন পরিগৃহ্যোপাদায় 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা 'ধর্ম্ম্যং' ধর্ম্মাদনপেতং 'প্রবৃহ্য' উদ্যম্য পৃথক্‌কৃত্য শরীরাদেঃ 'অণুং' সূক্ষ্মং 'এতং' আত্মানং 'আপ্য' প্রাপ্য 'সঃ' মর্ত্ত্যোবিদ্বান্ 'মোদতে' 'মোদনীয়ং হি' হর্ষণীয়ং হি আত্মানং 'লব্ধ্বা' তদেতদেবম্বিধম্ব্রহ্ম 'সদ্ম' ভবনং 'নচিকেতসং' ত্বাম্প্রত্যপাবৃতদ্বারং 'বিবৃতং' অভিমুখীভূতং 'মন্যে' মোক্ষার্হন্ত্বামন্যইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩॥

এই আত্ম জ্ঞান শুনিয়া সুন্দর রূপে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মরূপ ধর্ম্মস্বরূপ আত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ ভাবিয়া যে ব্যক্তি জানেন, তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তি দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয়েন। আমার এই রূপ বোধ হইতেছে যে হে নচিকেতা, সেই ব্রহ্ম তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।

যিনি আত্মা তিনি সকলের কারণ এবং অনাদি ব্রহ্ম হয়েন। যিনি আমারদিগের শরীরে নিয়োজিত থাকিয়া দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন করত সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছেন, যাঁহাকে জীবাত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তিনি ব্রহ্ম নহেন। কিন্তু সেই জীবাত্মার অভ্যন্তরে যে পরমাত্মা আছেন, যে পরমাত্মা দ্বারা জীবাত্মার আত্মত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে, যাঁহার শরীর নাই, যাঁহার মন নাই, যাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, যিনি কেবল জ্ঞান স্বরূপ তিনিই ব্রহ্ম। অতএব আত্মা ব্রহ্ম ইহা শুনিয়া যে ব্যক্তি আপনার শরীরেতে অহংবৃত্তি স্বরূপ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম রূপে দেখেন, তিনি পরমাত্মা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যিনি অহং স্বরূপ জীবাত্মার অভ্যন্তরে তাহার কারণ পরমাত্মাকে শরীর হইতে পৃথক্ দেখেন তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। সুতরাং তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তি দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয়েন ॥ ১৩ ॥

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

১২ অগ্রহায়ণ ১৭৬৭

দ্বিতীয় প্রকরণ
ষষ্ঠাধ্যায়

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যিনি ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন, তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনের এক মাত্র উপায় কেবল এই বিশ্ব রূপ বৃহৎ কার্য্যের আলোচনা। এই কার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাঁহার স্বরূপকে বুদ্ধি গম্য করিবার জন্য কত বিচার আন্দোলিত হইয়াছে—কত বিজ্ঞান শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। পৃথিবীর শৈশব কালাবধিই জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে, এবং সহস্র সহস্র বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই জ্ঞান উপার্জ্জন জন্য সমুদয় জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন। তথাপি সেই জ্যোতিষের পূর্ণ জ্ঞান লাভের প্রতি তাঁহারা কত নিকটস্থ হইয়াছেন ;— সূর্য্য চন্দ্র এবং কতিপয় গ্রহ ও ধূমকেতু, যাহারা সমুদয় জগতের তুলনায় কতিপয় বিন্দু মাত্র, কেবল তাহারদিগেরই কিঞ্চিৎ গতির নিয়ম এবং দূর ও আকৃতির পরিমাণ জ্ঞাত হইয়াছেন। কিন্তু তাহারা কি প্র-

কার পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে? কি প্রকার বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে? কি রূপ রত্ন দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে? কি প্রকার প্রাণিগণেরই বা আবাস হইয়াছে? এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত উত্তর কোন্ জ্যোতির্ব্বেত্তা মনেতেও কল্পনা করিতে শক্ত হয়েন? তদ্ব্যতীত অসীম প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আকাশে বিস্তারিত যে অগণ্য নক্ষত্র, তাহারদিগের বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতেও কে সমর্থ হইয়াছে? তাহারদিগের দূর পরিমাণের উপায় নাই—তাহারদিগের সংখ্যা গণনার সম্ভাবনা নাই—এবং সে সংখ্যা প্রকাশ করিবার নিমিত্তে কোন ভাষাতে শব্দও নাই। দূরস্থ বস্তুর জ্ঞান দূরে থাকুক, নিকটতম পৃথিবীস্থ পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান উপার্জ্জন করা কি আমারদিগের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা সম্ভব হয়? ইহা কি আমরা সম্যক্ জানিতে পারি, যে কি কি সূক্ষ্ম ও আশ্চর্য্য নিয়ম দ্বারা মূল হইতে রস আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষকে পোষণ করে? কি প্রকার নিয়ম বশতঃ জীবিত শরীরের ক্রিয়া সমুদয় নির্ব্বাহ হয়—ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয়, রক্তমাংসে পরিণত হয়, এবং শারীরিক পুষ্টির প্রতি কারণ হয়? কি আশ্চর্য্য কৌশল বশতঃ নিরাকার মনের সহিত স্থূল শরীরের এরূপ আশ্চর্য্য সম্বন্ধ হইয়াছে যে একের সুস্থতায় উভয়ের সুস্থতা এবং একের পীড়াতে উভয়েরই পীড়া হইয়া থাকে? এই সকল বিষয়ক জ্ঞান আমারদিগের নিকটে নিবিড় অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে—দৃষ্টির নিমিত্তে বুদ্ধি নেত্র তথায় রেখা মাত্রও কিরণ প্রাপ্ত হয় না। এতদ্রূপ কার্য্যের সম্যক্ জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত তটস্থ রূপে যাঁহাকে সম্যক্ বুদ্ধিগম্য করা যায় না, স্বরূপতঃ তাঁহাকে কি প্রকারে বুদ্ধিস্থ করিব? তাঁহার পূর্ণ স্বরূপ আমারদিগের জ্ঞানে স্বতঃ সিদ্ধ নহে—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে— বুদ্ধির গম্য নহে—আমারদিগের মানসিক এমত কোন বৃত্তি নাই যাহার গোচর তিনি হইতে পারেন। তাঁহার জ্ঞান আশ্চর্য্য! শক্তি আশ্চর্য্য! মহিমা অপার! তাঁহাকে আলোচনা করিলে কেবল চমৎকারে স্থির থাকিতে হয় এবং মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া নিস্তব্ধ হয়!

যতোবাচোনিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥

বনমানুষ

সকল জন্তু অপেক্ষা বনমানুষ অধিক অংশে মনুষ্যের তুল্য হয়। তাহারা আফ্রিকা খণ্ডে বসতি করে। তাহারদিগের শরীর দুই তিন হস্ত দীর্ঘ হয়, এবং অত্যন্ত বলবান্ হয়। তাহারা এ প্রকার সাহসি যে অনায়াসে বলবান্ মনুষ্যকে আক্রমণ করে, এবং দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারাও আঘাত করিয়া থাকে। তাহারদিগের শরীর যে রূপ মনুষ্যের আকৃতি, ব্যবহারাদিও অনেক ভাগে তাদৃশ। তাহারা মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া গমনাগমন করে, মনুষ্যের ন্যায় নিদ্রা যায়, এবং মনুষ্যের স্বরের ন্যায় শব্দ উচ্চারণ করে। সামান্যতঃ মনুষ্যের অপেক্ষা ইতর দ্রব্য তাহারা ভক্ষণ করে। তাহারদিগের স্বভাব এ প্রকার দুষ্ট, যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত ব্যভিচার করিতেও শঙ্কা করে না। এমত শ্রবণও করা গিয়াছে যে কাফ্রি লোকের স্ত্রীদিগের প্রতি তাহারা ভূয়োভূয়ঃ অত্যাচার করিয়াছে।

সংবাদ

খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের প্রচার নিমিত্তে এদেশস্থ বিবিধ সভার মধ্যে ‘ চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটি ’ নামক একটি খ্রীষ্টিয়ান সভার চেষ্টা দ্বারা এ দেশীয় ১৩০০ অপেক্ষা অধিক ব্যক্তি এ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। তাহারদিগের মধ্যে মৃজাপুরে ১২২, কলিকাতার দক্ষিণে ১৯২, আগড়পাড়াতে ৭০, বর্দ্ধমানে ৪৫, কৃষ্ণনগরে ৭৮৬, এবং গোরকপুরে ৯৬ ব্যক্তি বসতি করিতেছে। যদিও ইহার মধ্যে ভদ্র লোক প্রায় নাই, কিন্তু এ দেশীয় লোকের অনুৎসাহ এবং আলস্য এতদ্রূপ থাকিলে ভদ্র সমাজে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রবল হইবার অসম্ভাবনা কি ?

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধন

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত ধন ………	৩১৭৬৬
শ্রীযুক্ত রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় ……….	২৫
,, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী…………	২৫
,, রামধন চক্রবর্ত্তী } ,, মাধবচন্দ্র দত্ত … } ………	২৫
,, বৈদ্যনাথ মল্লিক……. …….	২৫
,, ক্ষেত্রমোহন বাবু …. … ….	২৫
অল্প দানের সমষ্টি ……………	৩৫৫
	৩২২৪৬

বিজ্ঞাপন

আগামি ৭ পৌষ শনিবার প্রাতে সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা।

আগামি ১৯ পৌষ বৃহস্পতিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময়ে বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা উক্ত পাঠশালাতে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য ।।০ আট আনা।

পত্র প্রেরকের প্রতি নিবেদন

প্রশ্ন ও প্রত্যুত্তর যাহা প্রেরিত হইয়াছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত এই পত্রিকাতে তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলাম।

রহিত

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, বনমালী মল্লিক, শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র বসু দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য প্রদান না করাতে তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইয়াছেন।

অশুদ্ধ শোধন

২৮ সংখ্যক পত্রিকার ২৪৩ পৃষ্ঠার প্রথম পংক্তিতে যে “ষট্ পাপের পরিত্যাগ” আছে তৎ পরিবর্ত্তে “ পঞ্চ পাপের পরিত্যাগ ” হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়॥

তৃতীয় ভাগ
৩০ সংখ্যা
১ মাঘ ১৭৬৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

আগামি ১১ মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে ষোড়শ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

পূর্ব্ব কালে ধর্ম্মের প্রতি এ দেশস্থ লোকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, এবং ধর্ম্মের অনুশীলনাই তাবৎ জীবনের প্রধান কার্য্য রূপে গণ্য ছিল। তৎকালে কর সংগ্রহ, বিচার সম্পাদন, যুদ্ধ প্রবেশ, রাজ্য রক্ষা প্রভৃতির নিমিত্তে যে রূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারি নিযুক্ত থাকিতেন, কেবল ধর্ম্মের আলোচনা নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরাও তদ্রূপ নিয়োজিত ছিলেন। তৎকালে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ্ প্রভৃতির যেরূপ অভ্যাস হইত, বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রও তাহার সহিত নিয়মিত রূপে অধীত হইত। এপ্রযুক্ত তৎকালে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা বেদ শাস্ত্রের মর্ম্ম জানিয়া পরব্রহ্মের উপাসনাতে আনন্দিত থাকিতেন, এবং তাহাতে অসমর্থ মনুষ্য সকল তাঁহার গৌণ উপাসনা দ্বারা কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন, এবং সৎকর্ম্মের চর্চ্চাতে প্রবৃত্ত রহিতেন। যেখানে ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, সুখের অভাব সেখানে কেন হইবে? অতএব ভারতবর্ষ পুরাতন কালে অতি ভাগ্যবান্ ও মনোহর রাজ্য ছিল। কিন্তু পূর্ণ চন্দ্রও হ্রাসহয়, এবং উদয় কালের সূর্য্যও সন্ধ্যাকালে অস্ত হয়। এদেশের সৌভাগ্য ক্রমশঃ অবসন্ন হইল, ধর্ম্মের হানি প্রযুক্ত বলের হানি হইতে লাগিল, আমারদিগকে দুর্ব্বল দেখিয়া পরাক্রান্ত মুসলমানেরা পরাভব করিল। হা: সে দিবস কি দুর্ভাগ্যের দিবস যে দিবসে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রত্ন চির কালের নিমিত্তে হৃত হইল! এ দেশকে কেবল পরাজয় করিয়া তাহারদিগের পরিতোষ হইল না, আমারদিগের ধন, মান, বিদ্যা, ধর্ম্ম এক কালে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্তে তাহারদিগের প্রতিজ্ঞা হইল। প্রবল অত্যাচারি মুসলমানেরা এই ভারতবর্ষের বৃহৎ বৃহৎ বিচিত্র দেবালয় সকল চূর্ণ করিল, এবং স্মরণ করিতে চিত্ত কম্পিত হয় যে বল দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের উপবীত সূত্র একত্র করিয়া মণ পরিমাণে দগ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু তখনও এই বঙ্গ দেশে তাহারদিগের বিষম অত্যাচার বিস্তারিত হয় নাই—তাহার শত বৎসর পরেওএই বঙ্গ ভূমিতে স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে একান্ত যত্ন কৃত হইয়াছিল। প্রায় সাত শত বৎসর হইল আদিশূর রাজা এদেশে বিদ্যা ও ধর্ম্মের উন্নতি নিমিত্তে কাণ্যকুব্জ দেশ হইতে বেদবিৎ পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া

ভূম্যাদি দান দ্বারা এ দেশে স্থাপিত করিয়াছিলেন। যে কালে পশ্চিম প্রদেশে জ্ঞান ও ধর্ম্ম ম্লান হইতে লাগিল, বঙ্গভূমিতে তাহার রক্ষার নিমিত্তে সদুপায় কৃত হইতেছিল। কিন্তু হিংস্রকের ক্রূর নেত্র কত ক্ষণ মুদ্রিত থাকে? মুসলমানেরা বঙ্গ ভূমিকে আক্রমণ করিল, এবং ১১২৪ শকে ইহার রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাভূত করিয়া এদেশকে অধিকার করিল। পশ্চিম প্রদেশের ন্যায় এখানেও বিদ্যা ধর্ম্ম সমুদয় বিনাশের নিমিত্তে অসহ্য অত্যাচার তাহারা বিস্তার করিল। বিষয় কার্য্যে পারস্য ভাষার ব্যবহার প্রযুক্ত কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র সকলে আপনারদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্র, সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধন লোভে কেবল পারস্য ভাষা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক গুলীন স্বকল্পিত ইতিহাস ব্যতীত সে ভাষা হইতে বিশেষ কোন হিতকারি বিদ্যা এদেশে প্রাপ্ত হয় নাই। যথার্থ জ্ঞানের উপদেশ অভাবে সকলের এই এক কুসংস্কার জন্মিল যে কেবল ধনের উপার্জ্জনই সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য — সে সংস্কার অদ্যাপি আমারদিগকে দগ্ধ করিতেছে, — অদ্যাপি তাহা আমারদিগের নানা বিপদের কারণ হইয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ বিদ্যা শিক্ষার স্থান পাঠশালা সকলের এমত দুর্দ্দশা হইল যে সেখানে অতি সামান্য বিষয়োপযোগি অঙ্ক মাত্র শিক্ষা করিতেই বালকদিগের তাবৎ বয়ঃ ক্ষেপণ হয়, বিদ্যা যাহাকে বলে তাহার বাষ্পও তাহারা জানিতে পারে না। তাহারদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান ও নীতি জ্ঞান উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ যে বালক গুরুমহাশয়ের প্রয়োজনীয় যত বস্তু অপহরণ করিয়াও তাঁহাকে প্রদান করিতে পারে, ততই তাহার প্রতি তিনি প্রসন্ন হয়েন। অপূর্ব্ব চরিত্র গুরুমহাশয় ছাত্রের কুরীতি শাসন না করিয়া তাহাতে আরও উৎসাহ প্রদান করেন, সুতরাং অতি অল্প বয়সেই চৌর্য্য শিক্ষাতে এবং তৎ সঙ্গে মিথ্যা বাক্যের অভ্যাসে তাহারা সম্যক্ রূপে নিপুণ হয়। এইরূপে শিক্ষিত ও প্রস্তুত হইয়া যখন বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন চৌর্য্য প্রবঞ্চনাকে যে তাহারা উপার্জ্জনের প্রধান উপায় রূপে স্থির করে, এবং তদ্দ্বারা প্রভুর সকল সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারিলেও যে তাহার নিমিত্তে এক বার মাত্র ভাবিত না হয়, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এই প্রকারে বঙ্গদেশ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইল!

কিন্তু জগদীশ্বর প্রসাদাৎ যদবধি এদেশে পরোপকারি ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকার হইয়াছে, তৎ কালাবধি তাঁহারদিগের যত্নে জ্ঞান বৃদ্ধি দ্বারা এ দেশ উজ্জ্বল হইবার উন্মুখ হইতেছে। তাঁহারা নগর বিশেষে গ্রাম বিশেষে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, যে খানে ছাত্রেরা নানা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, এবং যুক্তি দ্বারা সকল বিষয়ে সদসৎ বিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছে। ইহাতে এ দেশের ভাগ্যোদয়ের সোপান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু বিদ্যার উৎকৃষ্ট প্রয়োজন যাহা তাহা কি এই সমুদয় বিস্তারিত বিদ্যালয় দ্বারা কোন অংশে সুসিদ্ধ হইতেছে? যদিও এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বুদ্ধি প্রখরা হইতেছে, এবং সত্যাসত্য বিচারের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইতেছে, তথাপি পরম পবিত্র ধর্ম্মকে কি তাঁহারা প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হইতেছেন? কেবল বুদ্ধি আলোচনা দ্বারা নির্জ্জনে কালযাপন, বা কল্পিত বৃত্তান্ত পাঠ দ্বারা ক্ষণিক আমোদ অনুভব বিদ্যার সম্যক্ তাৎপর্য্য নহে; জ্ঞানাভিমান প্রযুক্ত স্বদেশস্থ লোকের প্রতি অনাদর ও অবহেলা করাও জ্ঞানের কর্ম্ম নহে—ইহার শ্রেষ্ঠতর ফল এক মাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান। এই ক্ষণিক জীবন মাত্র আমারদিগের সর্ব্বায়ু নহে; অবিনাশি পরমেশ্বরের সহিত আমারদিগের চির সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধ জ্ঞানই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ, তাঁহার পরম সৌভাগ্য, এবং তদনুযায়ি কার্য্য করাই পরম মঙ্গল। জগদীশ্বর আমারদিগের পিতা, আমারদিগের প্রভু, আমারদিগের রাজা; অসীম কাল

পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সুখ জনক রাজশাসনের অধীন থাকিব। তাঁহার মহারাজত্বের নিয়ম জ্ঞানের নিমিত্তে আলোচনা দ্বারা বুদ্ধিকে সংস্কৃত করা যেরূপ আবশ্যক, সেই নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনের জন্য আমারদিগের মানসিক ধর্ম্মবৃত্তি সকলকে চালনা দ্বারা পরিস্কৃত করা তদ্রূপ প্রয়োজনীয়। কেবল এই শেষোক্ত তাৎপর্য্য ধর্ম্ম বিষয়ে অবহেলা প্রযুক্ত এ দেশীয় বিদ্যালয় সকলের সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইতেছে না, এবং নানা বিদ্যায় বিদ্বান্ হইয়াও অনেকে ধর্ম্মে রত এবং সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন না। যাঁহারা অতি দূরস্থ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ প্রভৃতির গতিবিধির জ্ঞান উপার্জ্জন নিমিত্তে একান্ত উৎসাহি, সেই সকলের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা পরমেশ্বরের আরাধনাতে তাঁহারা কি নিমিত্তে বিমুখ আছেন? যাঁহারা বুদ্ধির মার্জ্জনা দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মকে কাল্পনিক জানিয়াছেন, তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে যথার্থ ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া সেই পৌত্তলিক ব্যাপারে অতি উৎসাহের সহিত কি নিমিত্তে আমোদে মগ্ন হয়েন? যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসের তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভূয়োভূয়ঃ গ্রন্থে শিক্ষা করিয়াছেন যে পরস্পর প্রীতি এবং একতা দ্বারা স্বদেশের হিত চেষ্টা প্রাণপণে কর্ত্তব্য, তাঁহারাও কি নিমিত্তে নিরুদ্যোগ এবং নিরুৎসাহ হইয়া রাজ্যের সকল শুভ সূচক কার্য্যে বিরত থাকেন? এই সমুদয় প্রশ্নের এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই যে ভারতবর্ষের সুখ স্বাদু লাভের নিমিত্তে বিদ্যালয় স্বরূপ যে মনোহর উদ্যান সকল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুমিষ্ট ফলদায়ক ধর্ম্মের অঙ্কুর রোপিত হয় নাই। ছাত্রেরা শৈশব কালাবধি যদি সত্য ধর্ম্মের চর্চ্চা করিত, যদি তাহার মর্ম্ম সমুদয় হৃদয়ঙ্গম করিত, যদি চিত্ত মধ্যে এই প্রত্যয় দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিত যে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাই নির্ম্মলানন্দ, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই সকল মঙ্গলের কারণ, এবং তাহার অবহেলাই সমুদয় দুঃখের হেতু, তবে তাহারা অপার মহিম পরম দয়াবান্ পরমেশ্বরকে কি নিমেষের নিমিত্তে বিস্মৃত হইত, তাঁহার নিরাকার স্বরূপকে জ্ঞাত হইয়া কি পৌত্তলিক ব্যাপারে উৎসাহি হইত, তাঁহার নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া কি কুকর্ম্ম মদে মত্ত হইত, এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্তে স্বদেশস্থ লোকের মঙ্গল জন্য সাধ্যমত কোন চেষ্টা করিতে কি বিরত থাকিত? ফলতঃ এপর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ক অধ্যয়নের অভাব প্রযুক্ত যে সকল বয়স্ক ব্যক্তি ধর্ম্ম হীন রহিয়াছেন, তাঁহারদিগের সম্পূর্ণ ধর্ম্মের বল হওয়া এইক্ষণে যদিও দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহারদিগের বংশে সত্য ধর্ম্মের আশু স্ফূর্ত্তি যাহাতে হয়, তাহার যথা সাধ্য যত্ন করিতে ক্ষণ কাল বিলম্ব উচিত হয় না। এপ্রকার যত্ন করা এইক্ষণে সকলের সাধ্য নহে। ভিন্ন জাতীয় রাজা, রাজপুরুষেরা স্বয়ং কাল্পনিক ধর্ম্মে অভিষিক্ত, এ নিমিত্তে জগদীশ্বর তাঁহারদিগের হস্তে এ ভার সমর্পণ করেন নাই, অতএব তাঁহারদিগের অধীন বিদ্যালয়ে সম্যক্ রূপে ধর্ম্মের চর্চ্চা হওয়া সম্ভব নহে। আমারদিগের দেশস্থ লোকের মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসক, ও যাঁহারা স্বয়ং সত্যের প্রভা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহারাই বা কিপ্রকারে জ্ঞানের ও সত্য ধর্ম্মের উপদেশ করিতে সমর্থ হইবেন? অতএব বালকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ করিবার ক্ষমতা ও ভার কেবল বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসকদিগেরই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি এই নিয়মে বৈষয়িক ও পারমার্থিক উভয় জ্ঞান অনুশীলনা জন্য নানা স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, এবং প্রত্যেকে এই অভিলাষ সুসিদ্ধির নিমিত্তে সাধ্যমত সুযত্ন করেন, তবেই এ মানস ক্রমশঃ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। ইহা সত্য যে এইক্ষণে ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু যদি আমারদিগের দেশস্থ লোক আপনার মঙ্গল ইচ্ছা করেন, আপন সন্তানের হিত অভিলাষ করেন, পরিবারের সুখ প্রার্থনা করেন, এবং স্বদেশের সৌভাগ্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে অবিলম্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করুন, তাহার প্রচার জন্য উত্তম উপায় সকল সংগ্রহ করুন, এবং স্বীয় স্থাপিত বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদে-

শের সহিত সাক্ষাৎ ধর্ম্মের জ্ঞান প্রদান করুন।

এই মহৎ কর্ম্মের পরীক্ষা মাত্রের নিমিত্তে এইক্ষণে তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা বংশবাটী গ্রামে এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে ছাত্রেরা ব্যাকরণ, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রন্থ যেরূপ অধ্যয়ন করিতেছে, তদ্রূপ বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের উপদেশও প্রাপ্ত হইতেছে, এবং যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ের দ্বারা পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ উপাসনা শিক্ষা করিতেছে। ইহাতে ভবিষ্যৎ কালে তাহারদিগের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, পরমেশ্বরে ভক্তি, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে দৃঢ়তা হইলে তাহারা আপনারা কৃতার্থ হইবে, মনুষ্যের উপকারে প্রবৃত্ত হইবে, সুতরাং স্বদেশের সুখের নিমিত্তে যত্নবান্ থাকিবে। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশ মধ্যে এতদ্রূপ এক বা দুই ক্ষুদ্র পাঠশালা দ্বারা কি রূপে মানস সুসিদ্ধ হইবে? এক মাত্র বীজ বপন দ্বারা সহস্র সহস্র ক্রোশ ভূমি কিরূপে ফলবতী হইবেক? অতএব পুনর্ব্বার উচ্চারণ করি, জগদীশ্বরের নিকটে একান্ত চিত্তে প্রার্থনা করি, যে আমারদিগের দেশস্থ লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে অগ্রসর হউন, সেই ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা স্বদেশের সুখ বর্দ্ধনার্থে দেশময় পাঠশালা সকল ব্যাপ্ত করুন এবং পরম প্রয়োজন ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশ দ্বারা বঙ্গভূমিকে সম্যক্ রূপে উজ্জ্বলা করুন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা

গত ১৯ পৌষ বৃহস্পতিবার বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রদিগের প্রকাশ্য পরীক্ষা করিবার জন্য স্থির করা গিয়াছিল, কিন্তু পথের মধ্যে বিশেষ দুর্ঘটনা প্রযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষেরা উপযুক্ত সময়ে পাঠশালাতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এ নিমিত্তে সে দিবস পরীক্ষা কার্য্য সুতরাং রহিত হইল। শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন, মাধবচন্দ্র সেন, লোকনাথ রায়, দ্বারিকানাথ মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কতিপয় বিদ্যোৎসাহি ব্যক্তি স্বস্ব কর্ম্মানুরোধ প্রযুক্ত পর দিবস পর্য্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ জন্য অপেক্ষা করিতে না পারিয়া কলিকাতা নগরে প্রত্যাগমন করেন, ইহাতে অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। পর দিবসে দিবা দ্বিপ্রহর কালে পরীক্ষা আরম্ভ হয়, তদুপলক্ষে প্রায় চারি শত ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, কৈলাসচন্দ্র সিদ্ধান্ত বাগীশ, শ্রীধর বিদ্যারত্ন, রাধাবিনোদ ন্যায়রত্ন, ব্রহ্মণ্যদেব ন্যায়রত্ন, নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভয়াচরণ নন্দী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তর ইস্‌ডেল সাহেব, রচ্‌ফোর্ড সাহেব, ক্লিণ্ট সাহেব, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বদনচন্দ্র চৌধুরী, জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ বসু প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, এবং সকলেই ছাত্রদিগের বেদান্ত, ব্যাকরণ, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি সমুদয় অধীত গ্রন্থের পরীক্ষা সন্দর্শনে পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥ ১৪ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা নচিকেতাঃ পুনরুবাচ। যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নশ্চাসি ভগবন্ মাম্প্রতি ‘অন্যত্র ধর্ম্মাৎ’ ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পৃথক্‌ভূতমিত্যেতৎ। তথা ‘অন্যত্র অধর্ম্মাৎ’। তথা ‘অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ’ কৃতং কার্য্যমকৃতং কারণং তস্মাদন্যত্র। কিঞ্চ ‘অন্যত্র ভূতাৎ চ’ অতিক্রান্তাৎ কালাৎ ‘ভব্যাচ্চ’ ভবিষ্যতশ্চ তথাবর্ত-

মানাৎ কালত্রয়েণযন্নপরিচ্ছিন্নমিত্যেতৎ। 'যৎ' ঈদৃশমস্তুসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরাতীতং 'তৎ' 'পশ্যসি' জানাসি 'তদ্বদ' মহ্যং ॥ ১৪ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য আর কারণ হইতে ভিন্ন, আর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, অতএব তুমি কহ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য

যে নিয়মের অধীন সেই ধর্ম্মের অধীন; পরমেশ্বর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি কোন নিয়মের অধীন নহেন, কিন্তু নিয়মই তাঁহার অধীন, এপ্রযুক্ত তৎকর্ত্তৃক কোন লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, অতএব তিনি ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। যে কার্য্যের দ্বারা সৃষ্টির অপকার হয় তাহাকে অধর্ম্ম শব্দে কহা যায়; মঙ্গল স্বরূপ স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টির অপকার অসম্ভব, অতএব তিনি অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। এই জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, তিনি অসৎ হইতে এই সদ্রূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এই অনিত্য জগদ্রূপ কার্য্যের যে স্বরূপ তাহা নিত্য পরমেশ্বরের স্বরূপ নহে, অতএব তিনি কার্য্য হইতে ভিন্ন। যত কাল এই জগৎ আছে ততকাল তিনি তাহার কারণ রূপে আছেন, কিন্তু যখন জগৎ ছিল না তখন সুতরাং তিনি এই জগতের কারণ রূপে ছিলেন না। এপ্রযুক্ত পরমেশ্বর যেমন নিত্য জ্ঞান স্বরূপ, নিত্য আনন্দ স্বরূপ, তদ্রূপ তিনি নিত্য জগতের কারণ স্বরূপ নহেন, অতএব স্বরূপতঃ তিনি কারণ হইতে ভিন্ন রূপে জ্ঞেয়। পরমেশ্বরকে জগতের নিত্য কারণ রূপে জানিলে তাঁহার স্বরূপের ব্যাঘাত হয়। যদি জগতের নিত্য কারণ পরমেশ্বর হয়েন, যদি তাঁহার স্থিতিতে জগতের সৃষ্টি অবশ্যই হয়, যেমন আলোকে পুরুষের স্থিতিতে তাহার ছায়া ভূমিতে অবশ্যই পড়ে, তবে তাঁহার স্বতন্ত্রতা এবং সর্ব্ব নিয়ম কর্ত্তৃত্ব আর থাকে না। কিন্তু বেদ ও যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ আছে যে পরমেশ্বর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; তিনি ইচ্ছা মাত্র এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন তিনি ইহার প্রলয়ের ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ ইহা নষ্ট হইবে। যে অবধি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে সে অবধি কালের পরিমাণ হইতেছে; যিনি এই চন্দ্র সূর্য্যকে সৃষ্টিই করিয়াছেন, তিনি আর কাল দ্বারা পরিমেয় নহেন, অতএব তিনি কাল হইতে ভিন্ন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি
চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যাঞ্চরন্তি তত্তে
পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

ইত্যেবম্পৃষ্টবতে মৃত্যুরুবাচ পৃষ্টম্বস্তু বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্। 'সর্ব্বেবেদাঃ' 'যৎপদং' পদনীয়মবিভাগেন 'আমনন্তি' প্রতিপাদয়ন্তি। 'তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি' যৎ প্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ। 'যৎ ইচ্ছন্তঃ' 'ব্রহ্মচর্য্যং' গুরুকুলবাসনিমিত্তমন্যদ্বাব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং 'চরন্তি' 'তৎ' 'তে' তুভ্যং 'পদং' যৎজ্ঞাতুমিচ্ছসি 'সংগ্রহেণ' সংক্ষেপতঃ 'ব্রবীমি' 'ওঁইতি এতৎ' তদেতৎ পদং যদ্বুভুৎসিতং অয়াযদেতৎ ওঁ ইতি ওঁ শব্দবাচ্যমোং শব্দ প্রতীকঞ্চ ॥ ১৫ ॥

যম কহিতেছেন, সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইয়াছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার হয়েন ॥ ১৫

তাৎপর্য্য

বেদেতে ওঁকারের দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য হয়েন, এনিমিত্তে এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে, যে ব্রহ্ম ওঁকার হয়েন ॥ ১৫ ॥

সঙ্ক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥

যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, যিনি তাবৎ শুভাশুভের নিয়ন্তা, যিনি আমার দেহের ও আয়ুর এবং সমুদয় সৌভাগ্যের কারণ, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদয়ের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্ম, সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া একান্তে সেই পূর্ণানন্দে সমাধান করি।

শ্রুতিঃ

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্না-

বিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষা পরিভূঃস্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃসমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

উক্তশ্রুতিনিষ্পন্নার্থঃ

যঃ পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্ব্বত্রব্যাপী সর্ব্বাবয়বহীনঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতোবিশুদ্ধঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বান্তর্যামী পরাৎপরোনিত্যঃ স্বপ্রকাশঃ সসর্ব্বাভ্যঃ প্রজাভ্যোযথোচিতং শুভাশুভং চিরং বিহিতবান্। তস্মাৎ পরমেশ্বরাৎ প্রাণমনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি আকাশবায়ুজ্যোতিঃ পয়ঃপৃথিবীভূতানি চ চরাচরাণি সমুৎপদ্যন্তে। তস্য প্রশাসনাৎ অগ্নির্জ্বলতি সূর্য্যস্তপতি মেঘোবর্ষতি বায়ুর্ব্বহতি মৃত্যুঃ সঞ্চরতি যথোপযুক্তং।

সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, সর্ব্বপাপশূন্য, বিশুদ্ধভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্যামী, পরাৎপর, স্বপ্রকাশস্বরূপ, নিত্য পরমেশ্বর সর্ব্ব কালে প্রজা সকলকে যথোপযুক্ত শুভাশুভ বিধান করিতেছেন। তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী তাবৎ চরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রশাসন দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

স্তোত্রং

ওঁ নমস্তে সতে তজ্জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমোব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যন্ত্বমেকম্বরেণ্যং।
ত্বমেকঞ্জগৎপালকং স্বপ্রকাশং॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেকং পরন্নিশ্চলন্নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাম্ভয়ং ভীষণম্ভীষণানাং।
গতিঃ প্রাণিনাম্পাবনম্পাবনানাং॥
মহোচ্চৈঃ পদানান্নিয়ন্তৃত্বমেকং।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়ন্ত্বাংস্মরামোবয়ন্ত্বাম্ভজামঃ।
বয়ন্ত্বাঞ্জগৎসাক্ষিরূপংনমামঃ॥
সদেকন্নিধানন্নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যম্ব্রজামঃ॥

প্রার্থনা

হে পরমেশ্বর! মোহকৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়ম প্রতিপালনে আমাকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা ও নির্ম্মলানন্দ স্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে নিত্য পরম সুখ লাভ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বালকের প্রতি উক্তি

বাল্যেনুতিষ্ঠেত্তৎকর্ম্ম যদনৌবনসুখং নয়েৎ।
যৌবনেপ্যাচরেত্তত্তুবার্দ্ধিক্যং যৎসুখং নয়েৎ॥
যাবজ্জীবন্ত তৎকুর্য্যাদ্যদমুত্র সুখং নয়েৎ॥

বালকের অন্তঃকরণ রূপ কোমল মৃত্তিকাতে যেরূপ আকৃতি নির্ম্মাণ করা যায়, যৌবন কালে তাহা পাষাণের স্বভাব ধারণ করিয়া জীবন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে; অতএব হে বালক! আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গুরুবাক্যকে চিত্তেতে ধারণ কর। তোমার চরিত্র এইক্ষণে আপন অধীন রহিয়াছে, এবং তোমার ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেক পরিমাণে তোমারই হস্তে অর্পিত হইয়াছে। তোমার প্রকৃতি অদ্যাপি অভ্যাসের বশীভূত হয় নাই, এবং কুসংস্কার

এ পর্য্যন্ত তোমার বুদ্ধিকে মলিন করিতে সমর্থ হয় নাই। সংসার তোমার চিন্তাকে আক্রমণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, এবং দুষ্প্রবৃত্তি তোমার হৃদয়কে অধিকার করিতে অশক্ত রহিয়াছে। এই সময়ে তুমি অভিলাষ ও ভাবনাকে যেপ্রকার পথে স্থাপন করিবে, তাহারা সেইরূপ পথেই তাবৎ কাল ধাবিত হইবেক, এবং ভাবি মঙ্গল বা অমঙ্গলের মূল পত্তন করিবেক। অতএব বিবেচনাকে অগ্রগামি করিয়া জীবনের বর্ত্মে পদার্পণ কর। যেরূপ জগতের অখণ্ড নিয়মানুসারে এক ঋতুর ফলাফল অপর ঋতুর প্রতি নির্ভর করে, সেইরূপ মনুষ্যের পূর্ব্বাবস্থা যে প্রকার নিয়মে যাপন হয়, আগামি অবস্থা তদনুযায়ি পাপ পুণ্য ও সুখ দুঃখের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত কৈশোর কাল ক্রমে ক্রমে ধার্ম্মিক এবং যশোযুক্ত যৌবন দশার উৎপত্তি করে, এবং এতদ্রূপ সাধু যৌবন অনায়াসে শান্ত এবং সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ দশাকে উপস্থিত করে। কিন্তু যখন কোন অংশে স্বভাবের ব্যতিক্রম জন্মে, তখন সমুদয় অংশেরই অনিয়ম বৃদ্ধি হইতে থাকে। যদি বসন্ত সময়ে বৃক্ষগণ মুকুলের সহিত পূর্ণ না হয়, তবে গ্রীষ্মকালের শোভা এবং শরৎ কালের পক্ক ফল প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ যদি বাল্য সময় যোগ্যরূপে ক্ষেপণ না হয়, তবে যৌবন কালের সৌভাগ্য এবং বৃদ্ধ কালের পুরুষার্থ সাধন সম্ভব হয় না।

কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন। কামরসে রসোল্লাসে তুষিলে যৌবন। জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল, কোথা সত্যে মন॥

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

মূর্খোহি জল্পতাংপুংসাংশ্রুত্বাবাচঃ শুভাশুভাঃ।
অশুভং বাক্যমাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ ॥
প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাংপুংসাংশ্রুত্বাবাচঃশুভাশুভাঃ।
গুণবদ্বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ ॥
অন্যান্ পরিবদন্ সাধুর্যথা হিপরিতপ্যতে।
তথা পরিবদন্নন্যাংস্তুষ্টোভবতি দুর্জ্জনঃ ॥
বরং কূপশতাদ্বাপী বরংবাপীশতাৎক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎপুত্রঃ সত্যং পুত্রশতাদ্বরং ॥
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকংবিশিষ্যতে ॥
সর্ব্ববেদাধিগমনং সর্ব্বতীর্থাবগাহনং।
সত্যঞ্চ বচনং রাজন্ সমং বাস্যান্ন বাসমং ॥
নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং।
নহি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥
নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যদা নকুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥
যৎপৃথিব্যাংব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি নপর্য্যাপ্তং তস্মাত্তৃষ্ণাংপরিত্যজেৎ॥
ন হীদৃশং সম্বদনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্ ॥
তস্মাৎ শান্তং সদা বাচ্যং নবাচ্যম্পরুষং ক্বচিৎ।
পূজ্যান্ সম্পূজয়েদ্দদ্যান্ন চ যাচেৎ কদাচন ॥
পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে।
যেন যেনাচরেদ্ধর্ম্মং তস্মিন্ গর্হা নবিদ্যতে ॥
অর্থেপ্সুতাপরং দুঃখমর্থপ্রাপ্তৌ ততোঽধিকং।
জাতস্নেহস্যচার্থেষু বিপ্রয়োগে মহত্তরং ॥
অবশ্যং নিধনং সর্ব্বৈর্গন্তব্যমিহ মানবৈঃ।
অবশ্যম্ভাবিন্যর্থে বৈ সন্তাপোনেহ বিদ্যতে ॥
দৃষ্টাদৃষ্টফলার্থংহি ভার্য্যা পুত্রোধনং গৃহং।
সর্ব্বমেতদ্বিধাতব্যং বুধানামেষনিশ্চয়ঃ ॥
কুর্য্যান্ন নিন্দিতং কর্ম্ম ন নৃশংসং কথঞ্চন।
ইতিপূর্ব্বে মহাত্মানআপদ্ধর্ম্মবিদোবিদুঃ ॥
গুরোর্হিবচনং প্রাহু র্ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মজ্ঞসত্তম।
গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতাপরমকোগুরুঃ ॥
দুষ্টেন মনসা যোবৈ প্রচ্ছন্নেনান্তরাত্মনা।
ক্রয়ান্নিঃশ্রেয়সংনামকথং কুর্য্যাৎ সতাংমতং ॥
অব্যাপারঃ পরার্থেষু নিত্যোদ্যোগঃস্বকর্ম্মসু।
রক্ষণং সমুপাত্তানামেতদ্বৈভবলক্ষণং ॥
বিপত্তিষ্বব্যথোদক্ষোনিত্যমুত্থানবান্নরঃ।
অপ্রমত্তোবিনীতাত্মা নিত্যং ভদ্রাণিপশ্যতি ॥
যস্য নাস্তি নিজাপ্রজ্ঞা কেবলন্তু বহুশ্রুতঃ।
ন সজানাতি শাস্ত্রার্থং দর্ব্বীসূপরসানিব ॥
লোকবৃত্তাদ্রাজবৃত্তমন্যদাহ বৃহস্পতিঃ।
তস্মাদ্রাজ্ঞাঽপ্রমত্তেন স্বার্থশ্চিন্ত্যঃ সদৈব হি॥

যঃপুনর্ব্বিতথং ব্রয়াদ্ধর্ম্মদর্শী সভাং গতঃ।
অনৃতস্য ফলং কৃৎস্নং সপ্রাপ্নোতীতিনিশ্চয়ঃ॥
জানন্নবিব্রুবন্প্রশ্নান্ কামাৎক্রোধাত্তয়াত্তথা।
সহস্রংবারুণান্ পাশানাত্মনি প্রতিমুঞ্চতি॥

সংবাদ

গত ২৭ পৌষ দিবসীয় ইংরাজি হরকরা পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে সত্যসঞ্চারিণী নাম্নী এক পত্রিকা প্রকাশ হইবেক। এসংবাদ অমূলক, যেহেতু এ সভাতে এমত কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার গত পরীক্ষা কালীন ছাত্রদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ ২০ বিংশতি টাকা প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা প্রথম শ্রেণীস্থ প্রধান দুই বালককে বিভাগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে বংশবাটীস্থ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রদিগের গত পরীক্ষার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র তাহারদিগের অধীত সমুদয় ইংলণ্ডীয় ভাষার গ্রন্থের প্রশ্ন সকল প্রস্তুত করিতে এবং তাহার উত্তর সকল আলোচনা করিতে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন

সুখসাগরস্থ পাঠশালা

আগামি ২০ মাঘ রবিবার সুখসাগরস্থ পাঠশালার সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইবেক।

বিজ্ঞাপন

হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয় স্থাপনের দিন ও তৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ অধ্যক্ষ নিয়োগ প্রভৃতির নির্ণয় জন্য আগামি ৬ মাঘ রবিবার প্রকাশ্য সভা হইবেক, উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যকারিরা সভাস্থ হইয়া তৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীহরিমোহন সেন।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

বৃত্তি সহিত অথর্ব্ববেদীয় কঠোপনিষৎ, যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ, সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় প্রশ্নোপনিষৎ, যজুর্ব্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষৎ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে; তাহার মূল্য এক টাকা। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে তাহার এক খান বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

বেদান্ত অধ্যয়ন জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে চারি জন ছাত্র নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক চারি টাকা প্রাপ্ত হইবেন। এক বৎসর মধ্যে কাঠকাদি সপ্তোপনিষদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার স্বরূপ অধিক পঞ্চাশৎ টাকা এবং এক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্ববোধিনী সভা সম্বন্ধীয় কোন বিদ্যালয়ে বা কোন ব্রাহ্মসমাজে যদি কোন পদ শূন্য হয়, তবে সেই প্রশংসা পত্র উপস্থিত করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। সম্বৎসর অধ্যয়ন পরেও যিনি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ না হইতে পারিবেন, তাঁহার প্রার্থনা মতে তাঁহাকে আর ছয় মাস কাল অধ্যয়ন কার্য্যে বিনা বেতনে নিযুক্ত রাখা যাইবেক, এবং তদন্তে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলে তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি টাকা ও এক প্রশংসা পত্র দান করা যাইবেক।

যাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অতীত না হইবেক, এবং যাঁহার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি থাকিবেক, তিনি এই রূপ ছাত্র হইবার যোগ্য হইবেন।

যিনি এইরূপে অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেন, তিনি সম্পাদকের নিকটে আবেদন পত্র প্রদান করিবেন, এবং আগামি ১৩ মাঘ রবিবার ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্নের নিকটে পরীক্ষা প্রদান করিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের নিম্ন গৃহে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথমদিবসে প্রকাশিত হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা দ্বারা তাহার উন্নতি আলোচনা করিলে অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদে মগ্ন হইতে হয়। প্রথমকালে দশজন মাত্র সভ্য দ্বারা ইহার সংস্থাপন হয়, এইক্ষণে পাঁচশত অপেক্ষা অধিক সভ্য উৎসাহের সহিত ইহাকে আশ্রয় দিতেছেন; তৎকালে মাসে দশ মুদ্রা একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল, এইক্ষণে প্রতিমাসে প্রায় চারি শত টাকা অনায়াসে সংগৃহীত হইতেছে, এবং আয়ের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে; তৎকালে সভার অভিপ্রেত ব্রহ্মোপাসনার প্রচার জন্য প্রধান প্রধান সমুদয় উপায়ের অভাব ছিল, এইক্ষণে তজ্জন্য জ্ঞান জনক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে, উপনিষদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তৎসংক্রান্ত অন্য অন্য গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া বিস্তারিত হইতেছে, দূরস্থ কাশীধামে কতিপয় ছাত্র বেদাধ্যয়ন জন্য প্রেরিত হইয়াছে, এবং বংশবাটী গ্রামের পাঠশালাতে বালকেরা ব্রহ্ম বিদ্যা এবং তৎ উপযোগি অন্য অন্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। পরন্তু যিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের এইরূপ উজ্জ্বল উৎসাহ দেখিয়া এবং এই সকল শুভ কার্য্য আলোচনা করিয়া আনন্দিত হয়েন, তিনি অদ্যকার এই পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দশ জন সভ্য প্রেরিত পত্র পাঠ করিলে কি বিস্ময়াপন্ন হইবেন না? এমত মহতী সভার আবাস নিমিত্তে একটি গৃহ অদ্যাপি নির্ম্মিত হইল না! ইহার শরীরকে অলঙ্কৃত করিবার নিমিত্তে যাঁহারা একান্ত যত্নযুক্ত, সেই শরীরের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন জন্য তাহার উপযুক্ত বাস স্থান সংস্থাপনের প্রতি তাঁহারা এপর্য্যন্ত উদ্যোগি ছিলেন না! সকল বিষয়ে এই সভার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে, কিন্তু বাস উপযুক্ত আবরণ সহিত কিঞ্চিৎ ভূমি অধিকার বিষয়ে সেই জন্ম দিবসে যেরূপ, অদ্য পর্য্যন্ত ইহাঁর তাবৎ বয়ঃক্রম সেই রূপ দুঃখে গত হইতেছে। প্রথমতঃ কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে এই সভা প্রতিষ্ঠিতা হয়, এবং কিয়দ্দিবস তৎকালের যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম সেই স্থানেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পরন্তু কার্য্যের কিঞ্চিৎ বাহুল্য দ্বারা স্থানের সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত সভার কার্য্যালয় ১৭৬২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ষষ্টিমুদ্রা মাসিক বেতনে কলিকাতার শিমুলিয়া স্থিত শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পরিচালিত হয়, সেখানে তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার কর্ম্ম এবং সভার অন্য অন্য তাবৎ কার্য্য একত্র নির্ব্বাহ হইত। তদনন্তর তত্ত্ববো-

ধিনী পাঠশালা কলিকাতা হইতে বংশবাটী গ্রামে অন্তর হইবার নিশ্চয় হওয়াতে পাঠশালার ব্যয় এবং সেই বৃহৎ বাটীর বেতন একত্র নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া অধ্যক্ষেরা সভার ক্ষুদ্র কার্য্যালয় ১৭৬৪শকের অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার যোড়াসাঁকো স্থিত ব্রাহ্মসমাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরন্তু অল্প দিবস পরেই সভার অবস্থা সুন্দর রূপে পরিবর্ত্ত হইল, সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের কল্পনা হইল, বহু কর্ম্মচারি আবশ্যক হইল, দশজন ছাত্রকে বেদাধ্যাপনা করিবার প্রস্তাব নিশ্চিত হইল, সুতরাং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক ক্ষুদ্রাংশ দীর্ঘ প্রস্থ পঞ্চ হস্ত স্থানে এই সমুদয় ব্যাপার সম্পোষ্য হইবার আর কি সম্ভাবনা থাকিল? অতএব ১৭৬৫ শকের আষাঢ় মাসে সেখান হইতে হেদুয়াপুষ্করিণীর দক্ষিণ অঞ্চলে এক প্রশস্ত গৃহে সভার কার্য্যালয় আনীত হইল। কিন্তু সেও তাঁহার স্বীয় গৃহ নহে, তাহার অধিকারি শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের অনুগ্রহে বিনা বেতনে কিয়ৎকাল তাহা ভোগ করিয়া তাহার বিক্রয় কালে শরীরের দীর্ঘতা প্রযুক্ত আপনার কতক অঙ্গকে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে এবং কতক তাহার উত্তরস্থ ৪৭ সংখ্যক ভবনে তদধিকারিদিগের কৃপাতে আপাততঃ রক্ষা করিলেন। পরের স্থানে বিনা বেতনে কেবল ভিক্ষা দ্বারা কত কাল যাপন হইতে পারে? কিয়দ্দিবস জন্য উক্ত যোড়াসাঁকোস্থ ৪৭ সংখ্যক ভবন প্রদত্ত হইয়াছিল, কারণ বশতঃ এইক্ষণে তাহা হইতেও অবসর হইতে হইয়াছে। সভার কার্য্যের বাহুল্য সহিত স্থানের নিতান্ত সঙ্কীর্ণতা অত্যন্ত বিপদের কারণ হইল। সভার পুস্তকাদি কোন্ স্থানে রক্ষা করা যায়, এবং কর্ম্মচারিরা বা কোন্ স্থানে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এই দারুণ ভাবনা উপস্থিত হইল। এতকাল পরের অনুগ্রহে যৎসামান্য স্থানও প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে ভিক্ষা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। মাসিক বেতন দ্বারাই বা কি প্রকারে বাটী লওয়া যাইতে পারে? নিতান্তপক্ষে মাসিক পঞ্চাশৎ টাকা ব্যতীত সভার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হয় এমত বাটী প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু সভার মাসিক আয় এতদ্রূপ নহে যে বর্ত্তমান সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার বাটীর নিমিত্তে এত টাকা প্রতি মাসে প্রদান করা যাইতে পারে। অতএব এই অবস্থা মহা উৎকণ্ঠার হেতু হইল। এমত বিপদ্কালে দয়াবান্ শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয় দুই তিন মাসের নিমিত্তে আপন বাটীতে কিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিয়াছেন, সেই স্থানে পুস্তকাদি রক্ষা করিয়া সভা এইক্ষণে কোন প্রকারে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং তাঁহার কোন কোন কর্ম্মচারিরাও সেই স্থানে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন। এই রূপে ভিক্ষাতে নির্ভর করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করা এবং কোন্ দিন কোন্ স্থানে দূরীকৃত হইতে হইবে এই আশঙ্কাতে দিবারাত্রি ভীত থাকা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অধিক কি বলিব, সভার কার্য্য সম্পাদন জন্য স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, রক্ষা করিবার স্থানাভাব প্রযুক্ত সে সকল ক্রয় করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেও সাহস হয় না। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে যে এই বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণের নিমিত্তে বিশেষ সভা আহ্বান যেখানে করা যায়, সভার অধিকারে এমত বিন্দুমাত্র স্থানও নাই? এই কারণে পত্র প্রেরকেরা পরব্রহ্মের উপাসনার স্থল যে ব্রাহ্মসমাজের গৃহ তাহাতে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ফলতঃ নিতান্ত প্রয়োজনীয় যাহা তাহা সুসিদ্ধ অবশ্য হয়; প্রচণ্ড রৌদ্র দ্বারা যখন পৃথিবী দগ্ধ প্রায় হয়, বর্ষার আগমন দ্বারা তখন শীঘ্র শীতল হইয়া থাকে। অতএব সকল সভ্য একান্ত মনে যথা সাধ্য যত্ন করুন, যত্ন করিলেই মানস সফল হইবেক। কিন্তু ইহা দুঃসাধ্য কার্য্যই বা কি? প্রতি সভ্য যদি ন্যূন সংখ্যা বিংশতি মুদ্রা মাত্র এক কালে দান করেন, তবে তাহাতেই আপাততঃ সভার উপযুক্ত বিলক্ষণ এক অট্টালিকা

নির্ম্মিত হইতে পারে। এ সাহায্য না করিবারই বিষয় কি? মাসিক দান নহে, বার্ষিক দানও নহে, চিরকালের নিমিত্তে একবার মাত্র কিঞ্চিৎ দান করিলে যখন এরূপ মহোপকার হয়, তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইয়া কি তাহাতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন? তত্ত্ববোধিনী সভার অতি দরিদ্র সভ্যও যিনি তিনি আপনার ভরণ পোষণের দৈনিক ব্যয়কে সঙ্ক্ষেপ করিয়াও ইহার আনুকূল্য করিতে কি কৃপণ হইতে পারেন?

যদিও স্থানের অভাব প্রযুক্ত এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু এইক্ষণে আহ্লাদের বিষয় এই যে অনেক সভ্য এ দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতীকার জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করিতেছেন। অতএব সভার নিয়মানুযায়ি সভ্যগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত পত্রের মর্ম্মানুসারে আগামি ১২ ফাল্গুণ রবিবার বৈকালে তিন ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা সভাস্থ হইয়া উপস্থিত বিষয় যাহাতে অবিলম্বে সুসিদ্ধ হয় বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করুন।

করুণাময় পরমেশ্বর আমারদিগের নিমিত্তে এসংসারে অসীম প্রকার সুখের উপায় বিস্তার করিয়াছেন; হা! কত লোকে কুব্যবহার দ্বারা সেই সকলকে দুঃখের কারণ রূপে পরিণত করে! জগতের বিচিত্র শোভা সন্দর্শন দ্বারা আনন্দ লাভের নিমিত্তে আমারদিগকে অপূর্ব্ব চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, কত লোকে অপবিত্র ইচ্ছার সহিত শোভনীয় বস্তু সকলের সৌন্দর্য্য প্রতি সেই রূপে তাহাকে চালনা করে যদ্দ্বারা কুকর্ম্মের লালসা উদয় হয় এবং পাপেতেই চিত্ত আসক্ত থাকে। প্রচুর সুখের সহিত আমারদিগের জীবন পালনের জন্য জিহ্বাতে নানা প্রকার রসাস্বাদনের যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু যাহাতে তাঁহার এই সুখজনক নিয়মের লঙ্ঘন হয় এই রূপে কত ব্যক্তি তাহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা আমারদিগকে কত সুখ সম্ভোগ সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন;— বিহঙ্গদিগের মধুর স্বর, বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট ধ্বনি, মনুষ্যদিগের মনোহর সঙ্গীত কত নির্দ্দোষ আমোদের কারণ হইয়াছে। ইহা আমারদিগের জীবন পালনের জন্য আবশ্যক নহে,—জ্ঞানোন্নতির নিমিত্তেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে, বিশেষ রূপে এই কর্ম্মক্ষেত্রে যে আমরা সুখি হই, এই উদ্দেশে জগদীশ্বর গীত রসাস্বাদন ক্ষমতা আমারদিগকে প্রদান করিয়াছেন। সংসার প্রতিপালন জন্য নানা কর্ম্মে ভ্রমণ করিয়া যখন আমারদিগের শরীর ও মনের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন সম্যক্‌রূপ তাহার শান্তি হইবার ও চিত্তে বিশেষ উল্লাস জন্মিবার প্রতি সঙ্গীত কি আশ্চর্য্য উপায় হইয়াছে!—তৎ শ্রবণোপলক্ষে বন্ধুদিগের সহিত প্রণয় বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহা কি মনোহর কৌশল স্বরূপ হইয়াছে! বিশেষতঃ গীত শক্তির শ্রেষ্ঠ কার্য্য এই যে তদ্দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হয়। পরমেশ্বরের মহিমা গানে চিত্ত যে প্রকার প্রীতি রসে আর্দ্র হয় তাহা বাক্যেতে কি রূপে ব্যক্ত করা যায়? আমারদিগের জীবন পালন এবং সুখ সম্ভোগের হেতু করিয়া যিনি রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারই ধন্যবাদ করা অপেক্ষা আর আনন্দের কারণ কি হইতে পারে? কিন্তু বিষপূর্ণ মনুষ্য যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই বিষাক্ত হয়! এমত যে দুর্ল্লভ রত্ন মনোহর সঙ্গীত তাহাকেও কেহ কেহ কুৎসিত অঙ্গারের ন্যায় মলিন করিয়াছে—অভদ্রতা এবং কুকর্ম্মের নিগূঢ় আশ্রয় স্থান করিয়াছে! পবিত্র সুখের কারণ নির্দ্দোষ সঙ্গীতকে দুঃশীল মনুষ্য অপব্যয়, অভদ্রতা, লম্পটতা প্রভৃতি যে কত দুষ্কর্ম্মের সহযোগি করিতে পারে, তাহার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল এই দুর্ভাগ্য বঙ্গ ভূমি সম্যক্‌ রূপে হইয়াছে।

বিশেষতঃ এই কলিকাতা নগরে কবিতা এবং আখড়াই গানের যে কি প্রকার কুৎ-

সিত আকৃতি তাহা চিন্তা করিলে ঘৃণা উপস্থিত হয়, এবং স্বদেশের দুরবস্থা মনোগত হইয়া হৃদয় ব্যাকুল হইতে থাকে। যে সকল কার্য্য অতি নিন্দিত, দুঃসহ এবং লজ্জাকর, এই কবিতাকার গায়কেরা উত্তর প্রত্যুত্তর ছলে সেই সকলের নিগূঢ় ভাব নানা অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা শ্রোতাদিগের হৃদয়ে বিলক্ষণ রূপে মুদ্রিত করিয়া দেয়। পূর্ব্বে কবিতা ব্যবসায়ি ইতর লোকেরা এই প্রকার ইতর সঙ্গীত গান দ্বারা বিকৃত চিত্ত বাবুদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে উদ্যুক্ত ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে উৎসাহান্বিত কতিপয় বাবুরা কুৎসিত বাক্য সকল কেবল শ্রবণ দ্বারা তৃপ্ত না হইয়া তাহারদিগের দৃষ্টান্তে আপনারাও পরে স্বীয় মুখে সেই সকল অশুচি রসালাপ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন —স্বপরিবারে পরিবৃত থাকিলেও চিত্তে উৎসাহ সহিত আমোদের পুর্ণাধিকার প্রযুক্ত তৎকালে লজ্জা আর তাহাতে বিন্দু মাত্র স্থানও প্রাপ্ত হয় না। ভদ্রনামে খ্যাত যাঁহারা তাঁহারা যখন স্বয়ং কবিতা গায়ক হইলেন, তখন দুঃখি ইতর ব্যক্তিদিগের উক্ত ব্যবসায় লোপ প্রায় হইল। পরন্তু কবি সম্প্রদায়ের অধিপতি ধনিদিগের মধ্যে যখন স্ব স্ব পক্ষে জয় লাভের জন্য ঈর্ষা প্রজ্বলিত হইল, তখন তাঁহারা ভদ্র সমাজে উপযুক্ত গায়ক অপ্রাপ্ত হইয়া সুতরাং ইতর ব্যক্তিদিগকে স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ে মিশ্রিত করিতে বাধ্য হইলেন,— ইহাতে পূর্ব্বে যাহারদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করিতেন, পরে তাহারদিগকে শিরোমণি স্বরূপ সমাদর পূর্ব্বক ধন সজ্জা দ্বারা তুষ্ট রাখিতে বিশেষ রূপে যত্নশীল হইলেন। এইরূপে বিশেষতঃ কার্ত্তিক, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী প্রত্যেক পূজার দুই তিন মাস পূর্ব্বে এই কলিকাতার স্থানে স্থানে বাদী প্রতিবাদী রূপে সম্প্রদায় সকল স্থাপিত হয়, ইহাতে আশ্বিন মাসাবধি মাঘ মাস পর্য্যন্ত সম্প্রদায়িরা প্রায় চৈতন্য শূন্য থাকেন। উদ্দিষ্ট পূজার দিবস যত নিকট হইতে থাকে, যে ধনি বাবুদিগের ভবনে সঙ্গীত হইবেক তাঁহারদিগের উৎসাহ ক্রমে তত প্রজ্বলিত হইতে থাকে। তাঁহারদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এই যে যত ধন ব্যয় হউক—নীচ লোকের যত উপাসনা করিতেই হউক, আপনারদিগের ভবনে প্রতিমার সম্মুখে ঐ ঘৃণিত সঙ্গীতের আমোদ অবশ্য হইবেক। এক রাত্রি মাত্র আখড়াই গানের নিমিত্তে তাঁহারা কখন কখন বাদী প্রতিবাদী উভয় সম্প্রদায়েরই সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, সম্প্রদায়িদিগের মধ্যে প্রধান প্রধানকে ধন দ্বারা, স্তব দ্বারা, বিনয় বাক্য দ্বারা তুষ্ট রাখেন, এবং বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্যও প্রতিশ্রুত হয়েন। ধনিদিগের এপ্রকার অসম্ভব সমাদরে তাহারা স্পর্দ্ধাতে স্ফীত হইতে থাকে, এবং কোন বিদ্যাতে—কোন কর্ম্মেতে নিপুণ না হউক, তথাপি তাহারদিগের এ ভরসা দৃঢ় থাকে যে বাবুর বাটীতে নির্দ্দিষ্ট রজনী কালে চীৎকার করিতে পারিলে উপজীবিকার জন্য আর অন্যত্র অন্বেষণ করিতে হইবেক না। ইহাতে তাহারা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতে যাহাতে স্বরের উচ্চতা হয় এই দৃষ্টিই সর্ব্বদা রাখে, কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ হউক বা না হউক।

পরস্পর প্রণয় বৃদ্ধি সঙ্গীত আলোচনার যে এক প্রধান তাৎপর্য্য তাহাও এই আখড়াই সম্প্রদায়ে দিন দিন লুপ্ত হইতেছে, এবং বিচ্ছেদেরই মূল ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। পরস্পর ঈর্ষা প্রযুক্ত এক সম্প্রদায়ের অধিপতি বাবু অন্য সম্প্রদায়ি গায়কগণকে আপন সম্প্রদায়ে আনয়ন জন্য নানা অনুরোধ এবং নানা লোভ প্রদর্শনা করেন। কেহ বা অনুরোধ রক্ষা করে কেহ বা তাহা পরিত্যাগ করে, কেহ বা লোভ সম্বরণ করে কেহ বা লোভে পতিত হয়, এই সূত্রে ধনির সহিত ধনির দ্বেষ, পিতার সহিত পুত্রের কলহ, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার বিবাদ, বন্ধুর সহিত বন্ধুর বিচ্ছেদ ইত্যাদি কত অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকে। এসমুদয় মিথ্যা জনশ্রুতি নহে, অনুমান মাত্র নহে, কেবল সম্ভব পর বাক্যও নহে, কিন্তু স্পষ্ট রূপে প্রত্যক্ষ অবগত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে গত মাঘের অষ্টাদশ দিবসে যিনি পরব্রাহ্মীর

বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন, ঊনবিংশ দিবসে তিনি অত্যন্ত অপ্রীতির পাত্র হইয়াছেন। এই আখড়াই গানের উদ্যোগ কালে নীচ সঙ্গ, অসৎ ব্যবহার, দুষ্ট চেষ্টা ; সঙ্গীত কালে উৎকণ্ঠা, অভদ্রতা, নির্লজ্জতা, এবং সমাপ্তি পরে শরীরের ক্লেশ, মনের গ্লানি, মিত্রদ্রোহ, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ সঙ্ঘটনা হয়। অতএব হে স্বদেশস্থ বান্ধব সকল! এরূপ অনিষ্ট জনক কুৎসিত ব্যবহার হইতে বিরত হও, এবং অলীক আমোদ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল আনন্দ উপভোগে যত্নবন্ত হও, যাহাতে আপনার হিত এবং দেশের মঙ্গল এক কালে প্রদীপ্ত হইবেক।

কঠোপনিষৎ

দ্বিতীয়া বল্লী

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ॥১৬॥

অতঃ 'এতৎ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম' অপরং 'এতৎ হি এব অক্ষরং পরং' চ। তয়োর্হিপ্রতীকমেতদক্ষরং। 'এতৎ হি অক্ষরং জ্ঞাত্বা' উপাস্যব্রহ্মেতি 'যঃ' 'যৎ' পরস্যাপরস্য বা ব্রহ্মণঃ সাধনাফলং 'ইচ্ছতি' 'তস্য তৎ' ভবতি॥ ১৬॥

এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর এই ওঁকার পরব্রহ্ম, এই ওঁকারকে জানিয়া ইহার মধ্যে যিনি যে উপাসনার ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পান ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য

যে কোন নিষ্পাপ পুরুষ ব্রহ্মলোকে গতির ইচ্ছা করিয়া অপর ব্রহ্ম রূপে ওঁকারের অর্থকে ধ্যান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আর যে নিষ্পাপ পুরুষ পরব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা করিয়া ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম লাভ করেন। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয় তিনি পরব্রহ্ম, আর কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি অপর ব্রহ্ম। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপ কৌশল দেখিয়া তাহার কারণ জ্ঞান মাত্র রূপে সাধকদিগের প্রথমতঃ ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন তখন অপর ব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা যখন ব্রহ্মের প্রতি সেই সাধকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বোধ হয়, তখন তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন, তখন তিনি পর ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য হয়েন। এই প্রত্যক্ষ জগতের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ হইলে পরে অনায়াসে জগতের সম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে তাঁহাকে উপলব্ধি হয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ করা তাঁহার পরোক্ষ বোধ, এ নিমিত্তে এরূপে জ্ঞেয় হইলে তিনি অপর ব্রহ্ম নামে লক্ষ্য হয়েন, এবং নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ বোধ এ নিমিত্তে এরূপে তিনি জ্ঞেয় হইলে পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। যিনি কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা রূপে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি নিষ্পাপ পুরুষ হইলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং তথা হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। যিনি শান্ত হইয়া সংসার অতীত জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে অহরহ চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনি এই পৃথিবী হইতেই মুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অর্থ যিনি তিনি অপর ব্রহ্ম। অকার উকার মকার এই তিন অক্ষর সংযোগে ওঁকার হয়। অকার বর্ণের অর্থ পালন কর্ত্তা, উকার বর্ণের অর্থ সংহার কর্ত্তা, মকার বর্ণের অর্থ সৃষ্টি কর্ত্তা, অতএব ওঁ স্বরূপ প্রণবের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা। এবং পরব্রহ্ম যিনি তিনিও এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য। যখন পরব্রহ্মের প্রতিপাদক এই ওঁকার হয়েন, তখন এই প্রণব তিন বর্ণ বিশিষ্ট না হইয়া এক বর্ণ মাত্র হয়েন, যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১৭॥

'এতৎ' ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং 'আলম্বনং' 'শ্রেষ্ঠং' 'এতৎ' 'আলম্বনং পরং'। অতঃ 'এতৎ আলম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে'॥১৭॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে আলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন অতি উত্তম, এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

পল্লীগ্রামে মধ্যে মধ্যে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে সকল খ্রীষ্টান হইয়াছে, তাহার বিবরণ খ্রীষ্টানদিগেরই লেখনানুসারে পশ্চাতে প্রকাশ করিতেছি; ইহা পাঠ করিয়া হিন্দু মাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইবেন।

আগড়পাড়া গ্রামে ৮৫ জন। কাঁটোয়াতে ১৩৭জন। কার্পাসডাঙ্গাতে ৯৬০জন। কৃষ্ণনগরে ৩১০ জন। কৃষ্ণপুরে ১০০ জন। খাড়িতে ১০০ জন। গাঙ্গরাই স্থানে ১৭৫ জন। চাটিগাঁতে ১০৬ জন। চাপড়াতে ৪২২ জন। জলেশ্বরে ৪১ জন। জাননগরে ১৯০ জন। টালিগঞ্জে ৫৪৪ জন। ঠাকুরপুকুরে ২১৭ জন। ঢাকায় ১৮ জন। তমলুকে ১১১ জন। দিনাজপুরে ৬৮ জন। নর্সিদাচকে ২৭৩ জন। বরিশালে ৭০ জন। বর্দ্ধমানে ১৮৬ জন। বহরমপুরে ১০০ জন। বালেশ্বরে ১৫ জন। বারিপুরে ১৩২১ জন। মলয়াপুরে ২৫ জন। যশোহরে ৩২২ জন। রত্নপুরে ৮৫৮ জন। রামমাখালচকে ১৬০ জন। লক্ষ্মীকান্তিপুরে ২৫০ জন। শিউড়িতে ৮২জন। শ্রীরামপুরে ৯ জন। সাধমহলে ৩৪ জন। সোলোতে ৮৭০ জন। হাবড়াতে ১৯৫ জন।

আমারদিগের দেশস্থ লোক দৃষ্টি করুন যে তাঁহারদিগের অনুৎসাহ এবং আলস্য প্রযুক্ত খ্রীষ্টানেরা কি প্রকার প্রবল হইতেছে। অতএব স্বধর্ম্ম রক্ষা এবং কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্ম নিবারণ জন্য যে রূপ যত্নের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি দ্বারা মানস সফল করিতে সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করুন।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ॥

তস্মাৎ প্রাজ্ঞৈশ্চ বৃদ্ধৈশ্চ সুস্বভাবৈস্তপস্বিভিঃ।
সদ্ভিশ্চ সহ সংসর্গঃ কার্য্যঃ শমপরায়ণৈঃ॥

বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ।
মধ্যমৈর্ম্মধ্যতাংযাতিশ্রেষ্ঠতাংযাতিচোত্তমৈঃ॥

রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকৃষ্যতে।
ইচ্ছা সংজায়তে তস্য ততস্তৃষ্ণা বিবর্দ্ধতে॥

তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরী স্মৃতা।
অধর্ম্মবহুলা চৈব ঘোরা পাপানুবন্ধিনী॥

অনাদ্যন্তা তু সা তৃষ্ণা অন্তর্দ্দেহগতা নৃণাং।
বিনাশয়তি ভূতানি অযোনিজইবানলঃ॥

যাদুস্ত্যজাদুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাং।
যোসৌপ্রাণান্তিকোরোগস্তাংতৃষ্ণাংত্যজতঃ সুখং॥

যথৈধঃ স্বসমুত্থেন বহ্নিনা নাশমর্হতি।
তথাহকৃতাত্মা লোভেন সহজেন বিনশ্যতি॥

রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব॥
তস্মাদর্থাগমাঃ সর্ব্বে লোভমোহবিবর্দ্ধনাঃ।
কার্পণ্যং দর্পমানৌচ ভয়মুদ্বেগএবচ॥

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং॥

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্নসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সম্বাসোগৃধ্যেত্তত্র ন পণ্ডিতঃ॥

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থীচ সূনৃতা।
সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং পরিশ্রান্তস্য চাসনং।
তৃষিতস্য চ পাণীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনং॥

চক্ষুর্দ্দদ্যান্মনোদদ্যাদ্বাচং দদ্যাৎ সুভাষিতাং
উত্থায় চাসনং দদ্যাদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

শিশ্নোদরকৃতেহপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসংবহু।
মোহরাগবশাক্রান্তইন্দ্রিয়ার্থবশানুগঃ॥

ততঃ সংকল্পবীজেন কামেন বিষয়েপ্সয়া।
বিদ্ধঃপততিলোভাগ্নৌজ্যোতির্লোভাৎপতঙ্গবৎ

ততোবিহারৈরাহারৈর্ম্মোহিতশ্চ যথেপ্সয়া।
মহামোহে সুখে মগ্নোনাত্মানমববুধ্যতে॥

সংবাদ

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আগামি ১৯ ফাল্গুণ হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইবেক।

পত্রপ্রেরকের প্রতি

"হিন্দু যুবকগণের সভার সভ্য" এই স্বাক্ষর বিশিষ্ট পত্রে তৎপত্রপ্রেরক যে সকল প্রশ্ন লিখিয়াছেন তৎ সমুদয়ের উত্তর স্বরূপ অভিপ্রায় পূর্ব্বে ২৬ সংখ্যক পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা এ পত্রিকাতে পুনরুক্তি করিবার প্রয়োজন নাই। পত্রপ্রেরক তাহা পাঠ করিলেই তাঁহার সংশয়ের মীমাংসা জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

দশ জন সভ্য প্রেরিত পশ্চাল্লিখিত পত্র দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১২ ফাল্গুণ রবিবার বৈকালে তিন ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ের নিমিত্তে বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে বিবেচনা হইবেক, এবং বর্ত্তমান শকের নিয়ম পত্রের ২।১০।১৭।২০।২৪।২৭। ৩৩।৩৪।৩৭।৩৮ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হইবেক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

বাটী অভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ের কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর হইয়াছে, অতএব ইহার কোন উপায় ধার্য্য করিবার নিমিত্তে আগামি ১২ ফাল্গুণ রবিবার বৈকালে তিন ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে এক বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন, এবং সভ্যগণকে বিজ্ঞাপন করিবেন যে সেই সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের পশ্চাল্লিখিত ২। ১০।১৭।২০।২৪।২৭।৩৩।৩৪।৩৭।৩৮ সংখ্যক নিয়ম সকল বিচারিত হয়।

২। তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সময়ে সময়ে মুদ্রিত হইবেক।

১০। আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১৭। পাঠশালা নিমিত্তক পুস্তক ভিন্ন যে কোন পুস্তক সভা হইতে মুদ্রিত হইবে তাহা প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে এক খান প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু যে সভ্যের মত যত দিন পর্য্যন্ত গ্রহণ যোগ্য না হইবে, তত দিনের বা পূর্ব্বের মুদ্রিত পুস্তক তিনি প্রাপ্ত হইবেন না।

২০। দূর দেশস্থ সভ্যের নিকট ডাকযোগে পুস্তক প্রেরিত হইলে ডাকের বেতন সেই সভ্য দিবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রেরিত পুস্তক ফিরিয়া আইসে,তবে তাহার গমনাগমন জন্য ডাকের বেতন না দিলে তিনি আর কোন পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন না।

২৪। মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে বিশেষ সভা হইবেক না।

২৭। মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র না হইলে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক না।

৩৩। মাসিক দাতব্য দুই টাকা বা তাহার অধিক প্রদাতা ব্যক্তি সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য হইলে অধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হইবেন।

৩৪। প্রতিমাসে অধ্যক্ষ সভা হইবেক।

৩৭। অধ্যক্ষ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তিন জন অধ্যক্ষের নিমিত্তে অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ

অধ্যক্ষ সভার কর্ম্ম নিষ্পন্নার্থে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৩৮। কোন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে সম্পাদক অধ্যক্ষদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন।

২৩ মাঘ ১৭৬৭।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীযশোদাকুমার পাণি।
শ্রীহাজারিলাল লালা।
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
শ্রীরমানাথ ঘোষ।
শ্রীঅভয়াচরণ গুপ্ত।
শ্রীভবানীচরণ সেন।
শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীবেণীমাধব দে।

তত্ত্ববোধিনী সভার পূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকীয় পদ হইতে অবসর হইয়াছেন, ইহাতে অধ্যক্ষেরা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তৎপদে নিযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ সভা আহ্বান করিতে অনুমতি করিয়াছেন, অতএব সভার প্রচলিত নিয়মানুসারে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ সভাতে সে প্রস্তাবও বিচারিত হইবেক।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
সহকারি সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

বিজ্ঞাপন

কঠাদি সপ্তোপনিষৎ ১
রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থের চূর্ণক.... ৷৷৹
বস্তুবিচার .... ৷৹
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা .... ৷৹
বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ .... ৷৷৹
সংস্কৃত পাঠোপকারক .... ৷৴৹
ভূগোল .... ৷৷৹
পদার্থ বিদ্যা .... ৷৷৹
ইংরাজিভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি .... ৷৷৹
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতক অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয় .... ৷৷৹

বিজ্ঞাপন

বেদান্ত অধ্যয়ন জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে চারি জন ছাত্র নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকে মাসিক চারি টাকা প্রাপ্ত হইবেন। এক বৎসর মধ্যে কাঠকাদি সপ্তোপনিষদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইলে পুরস্কার স্বরূপ অধিক পঞ্চাশৎ টাকা এবং এক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্ববোধিনী সভা সম্বন্ধীয় কোন বিদ্যালয়ে বা কোন ব্রাহ্মসমাজে যদি কোন পদ শূন্য হয়, তবে সেই প্রশংসা পত্র উপস্থিত করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। সম্বৎসর অধ্যয়ন পরেও যিনি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ না হইতে পারিবেন, তাঁহার প্রার্থনা মতে তাঁহাকে আর ছয় মাস কাল অধ্যয়ন কার্য্যে বিনা বেতনে নিযুক্ত রাখা যাইবেক, এবং তদন্তে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলে তাঁহাকে পঞ্চবিংশতি টাকা ও এক প্রশংসা পত্র দান করা যাইবেক।

যাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বৎসরের অনধিক, এবং যাঁহার ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি আছে, তিনি এই রূপ ছাত্র হইবার যোগ্য হইবেন।

যিনি এইরূপে অধ্যয়ন করিতে প্রার্থনা করেন, তিনি সম্পাদকের নিকটে আবেদন পত্র প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্নের নিকট পরীক্ষা প্রদান করিবেন।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

তৃতীয় ভাগ
৩২ সংখ্যা
১ চৈত্র ১৭৬৭ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার পূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর হওয়াতে গত ১২ ফাল্গুণ বিশেষ সভাতে সভ্যেরা শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তৎপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

এক মাত্র নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা এদেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার জন্য এবং তৎপরিবর্ত্তে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পূজা দেশময় ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্তে চতুষ্পত্র ধারি "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" পত্রিকা কলিকাতা নগরে সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। ধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রকাশকদিগের সাহসকে আমরা ধন্যবাদ করি। এই জ্ঞানের উদয় কালে যখন সত্যের প্রভা ঊষা কালের সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় ক্রমে দীপ্ত হইতেছে, তাঁহারা আপনারদিগের ভ্রান্তি স্বরূপ অন্ধকার দ্বারা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে যত্ন করিতেছেন—দেবকী পুত্র দ্বিভুজ মুরলীধর নটবর শ্যামসুন্দরকে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণ পরমেশ্বর রূপে প্রচার জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার নিমিত্তে তাঁহারদিগের চতুরতা ও পরিশ্রমই বা কত? শ্লোক সকলের প্রকৃত অর্থকে যত্ন পূর্ব্বক সংগোপন করিয়াছেন, এবং ব্যুৎপত্তি বলে অক্ষর সকলকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহা হইতে অপূর্ব্ব অনেক অদ্ভুত অর্থ নির্গত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কত অক্ষরকে খণ্ডন করিয়া এই প্রকার বিপরীত অর্থ নিষ্পন্ন করিবেন? যখন বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সকল শাস্ত্রই সহস্র সহস্র শ্লোক দ্বারা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাকেই মুখ্যকল্প রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তখন তাঁহারদিগের এই অশাস্ত্রীয় দুষ্ট চেষ্টা সফল হইবার কি সম্ভাবনা? তাঁহারদিগের এই চেষ্টা যৎকিঞ্চিৎ বালুকা কণা দ্বারা সমুদ্র স্রোত নিবারণের ন্যায় কি উপহাসের কারণ নহে? হা! ইহাও কি তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় নাই যে শব্দের পরম্পরা গৃহীত অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া অমূলক অর্থ নিষ্পন্ন করিলে সেই কুতর্কবাদিদিগের বাক্য বিজ্ঞ লোকেরা কেন মান্য করিবেন, এবং বেদ ও যুক্তি বিরুদ্ধ ও স্বতঃ সিদ্ধ বিশ্বাসের বিপরীত উক্তি করিলে তাঁহারদিগের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা বৃথা কাল ব্যয় করিতে কে প্রবৃত্ত হইবেক? "অরূপ" শব্দের অর্থ "কঠিন দৃশ্য রূপ" "অশরীরী" শব্দের অর্থ "কঠিন দৃশ্য শরীর" "রূপনামাদিনির্দ্দেশবিশেষণবিবর্জ্জিতঃ" ইহার অর্থ "রূপ নামাদিতে বর্জ্জিত নহেন

কিন্তু বিশেষণবর্জ্জিত" "ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" ইহার অর্থ "নিত্য বিগ্রহধারি পরব্রহ্মের রূপের কল্পনা" এই সমুদয় অযুক্ত অর্থ শ্রবণ করিলে সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ জ্ঞান দূরে থাকুক, যে ব্যক্তির প্রচলিত বঙ্গ ভাষার কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে এবং যাহার সামান্য লৌকিক জ্ঞান নিতান্ত হত হয় নাই, সেও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারে না। কৃষ্ণের রূপ যদি কঠিন দৃষ্ট রূপই হয়, তবে বৃন্দাবন ধামবাসি গোপিনীগণ প্রভৃতি তাঁহার ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ কি প্রকারে অনায়াসে দৃষ্টি করিতে সমর্থ হইত? কিন্তু বৃন্দাবন বাসিরা যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতে পাইতেন ইহাতে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না, কারণ যাহার রূপ আছে সে অবশ্য দৃষ্টি গোচর হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে যখন কোন পরিমিত রূপ বিশিষ্টকে সর্ব্বব্যাপি বলিতে কেহ উদ্যুক্ত হয়েন, তখনই আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যের প্রতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকি। বিশেষতঃ ঈশ্বর যদি সাকারই হইতেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকে সকলের প্রধান রূপে নিত্য শরীরি কেন স্বীকার করা যায়, শাক্তদিগের বিশ্বাসানুসারে দশভুজা ভগবতী নিত্য কায়া কেন না হয়েন? নবম বর্ষীয় বালকও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের বল দ্বারা জ্ঞাত আছে যে জ্ঞানের আকার অসম্ভব এবং আলোক অন্ধকার পরস্পর বিপরীত পদার্থ, অতএব "জ্ঞানময় রূপ" এই বাক্যকে সে কি কৃত্রিম ও অলীক জ্ঞান করে না? উক্ত পত্রিকাস্থিত যুক্তি সকলেরই বা কি পারিপাট্য! তৃতীয় সংখ্যার এক প্রধান যুক্তি এই যে "শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক" কেন না কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপন্ন অর্থ "সর্ব্বাত্মা" হা! যদিও ইহার এই স্বরূপ অর্থ হয়, তথাপি ইহা কি তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে উদয় হইল না যে কৃষ্ণ শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপক হইলেই যদি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক হয়েন, তবে এইক্ষণেও যে সকল মনুষ্য কৃষ্ণ নামে পরিচিত হয়, তাহারাও সর্ব্বব্যাপি হইতে পারে? চতুর্থ সংখ্যার এই আশ্চর্য্য যুক্তি পাঠ করিলে অতিশয় আমোদ উপস্থিত হয়, যে "সাকারোপাসনা মুখ্য, নিরাকার উপাসনা গৌণ" কেন না যাহার কোন ঈশ্বর বুদ্ধি নাই, ইন্দ্রিয় গোচর স্থূল পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্ম নিরাকার "এক জন অদ্বিতীয় আছেন" ইহা শীঘ্র তাহার বুদ্ধিগম্য হয়। কিন্তু সুখের কারণ এই যে ধর্ম্মানুরঞ্জিকা প্রকাশকেরা তাঁহারদিগের এই নূতন যুক্তিকে আপনারাই খণ্ডন করিয়াছেন; তাঁহারাই এই পশ্চাদ্ধৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে কৃষ্ণের সূক্ষ্ম অচিন্ত্য রূপের ভাবনা নিমিত্ত অগ্রে স্থূলতর প্রতিমা পূজা আবশ্যক। "অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য রূপের রূপ কঠিন দৃশ্য অপ্রত্যক্ষ প্রযুক্ত তদ্রূপে মন স্থির হয় না একারণ তাঁহার রূপের কল্পনা অর্থাৎ প্রতিমাদি নির্ম্মাণ দ্বারা প্রত্যক্ষ রূপে মনস্থির করত উপাসনা করিতে শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, কারণ চক্ষুর সহকারে দর্শন বিষয়ে মন স্থির হয়।" অতএব তাঁহারা অসাধারণ ভ্রান্তি বশতঃ স্থূল ধ্যানকে মুখ্য কল্প বলিয়া পরে আপনারাই তাহার গৌণত্ব স্বীকার করিয়াছেন; যদিও অচিন্ত্য রূপের রূপ কঠিন দৃশ্য অপ্রত্যক্ষ ইত্যাদি কঠিন কঠিন শব্দ ও পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য বিন্যাস করিয়াছেন, তথাপি তাহার পর্য্যাবসানে সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সূক্ষ্ম নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার মুখ্যত্ব আপনারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় যে জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনি কদাপি দৃষ্টি গোচর স্থূল পদার্থ অপেক্ষা অগ্রে মনোগত হইতে পারেন না।

যেরূপ বিদ্যার কাল বর্ত্তমান হইয়াছে, তাহাতে এপ্রকার অযুক্ত, অপ্রসিদ্ধ, কাল্পনিক বাক্যেতে পরিপূর্ণ যে পত্রিকা তাহার অভিপ্রায় সকল বিশেষ রূপে খণ্ডন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সত্য কি কদাপি মিথ্যা দ্বারা অবসন্ন হয়, এবং সূর্য্য কি কদাপি মেঘান্ধকারে বিনষ্ট হয়? আক্ষেপ এই যে নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশকেরা নিরর্থক কার্য্যে পরিশ্রম, ধন ব্যয় ও কালক্ষেপণ করিতেছেন। তাঁহারা দেখুন যে তাঁহারদিগের প্রধান পক্ষ চন্দ্রিকা-

কার পূর্ব্বে এই রূপ অনেক মিথ্যা বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন হইয়া বুদ্ধির পরিপক্বতা বশতঃ তাহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে নিরস্ত হইয়াছেন,অতএব তাঁহারাও ঐ দৃষ্টান্তের পশ্চাদ্বর্ত্তি হইয়া বৃথা ক্লেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজ্ঞতার কার্য্য করুন। তাঁহারা যদি নিরপেক্ষ হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শাস্ত্র সমুদয় আলোচনা করত এই কাল ব্যয় করিতেন, এবং এই পরিশ্রম গ্রহণ করিতেন,তবে অনায়াসে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইতে সমর্থ হইতেন, এবং সমুদয় বেদের সার মর্ম্ম এক মাত্র নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার উপাসনা দ্বারা কৃতার্থ হইবার যোগ্য হইতেন।

অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে কতিপয় ব্রাহ্মের উৎসাহ দ্বারা সুখসাগর গ্রামে পরব্রহ্মের উপাসনা জন্য এক সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। তৎ সভার সম্পাদকের নিকট হইতে এই পশ্চাল্লিখিত বক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়া মুদ্রিত করিতেছি।

করুণাময় পরমেশ্বর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচিত্র মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট,পতঙ্গ বৃক্ষ,গুল্ম,লতা প্রভৃতি অসংখ্য স্থাবর জঙ্গম রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকে নিরীক্ষণ করিলে পরমেশ্বরের অতুল্য এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান ও শক্তি ও কৌশল ও মহিমা এবং কৃপা প্রকাশ পায়। দেখুন, কি আশ্চর্য্য নিয়ম এবং শাসন দ্বারা দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রি কালে চন্দ্র ও নক্ষত্র সকল বিভাস পাইতেছে! আপনারা কেহ কখন এমত দর্শন কিম্বা শ্রবণ করিয়াছেন, যে তাহারদিগের নির্দ্দিষ্ট উদয়াস্তের কাল লেশ পরিমাণেও কদাপি অন্যথা হইয়াছে? "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।" ইঁহার ভয়েতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ও মেঘ, বায়ু, মৃত্যু ইহারা স্ব স্ব কার্য্যে ধাবমান হইতেছে।

পরন্তু অতি বৃহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র জন্তু পর্য্যন্ত সকলের প্রতি অবলোকন করিলে দেখিবেন যে প্রত্যেকের জীবন পালন এবং সুখ সম্ভোগের উপযুক্ত শরীর, মন, ইন্দ্রিয় করুণাময় পরমেশ্বর পরিপাটী রূপে প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রকাণ্ড হস্তিতে যে প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদনুযায়ি ক্ষুদ্রতম পিপীলিকাতেও তাহার উপযুক্ত তাবৎ অঙ্গাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। জল বায়ু প্রভৃতি নানা ভূতে পিপীলিকা অপেক্ষাও শত গুণ সূক্ষ্ম অদৃশ্য জীব আছে, তাহাতেও তাদৃক্ যোগ্য অঙ্গ সকল রচনা করিয়াছেন। এমত পরম নিপুণ শিল্পকার বিশ্বরচকের জ্ঞান ও মহিমা বাক্য দ্বারা কি কহিব, মনেও গম্য হয় না।

মনুষ্যের জীবন তিনি কি আশ্চর্য্য করিয়াছেন, তাহা স্থির হইয়া বিবেচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। দেখুন এক বিন্দু মাত্র রেতঃ দ্বারা প্রথমতঃ স্ত্রীগর্ভে জীবের সঞ্চার হয়, দশমাস পর্য্যন্ত গর্ভে থাকিয়া পরে ঈশ্বর ইচ্ছায় সে ভূমিষ্ঠ হয় এবং তদ্গর্ভধারিণী কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রত্যেক অবস্থার ক্রমশঃ বৃদ্ধি বিবেচনা করিলে আশ্চর্য্য সাগরে মগ্ন হইতে হয়। তাঁহার কি অসীম ও অনুপম কৃপা যে তিনি গর্ভে জীবের সঞ্চার করিয়া তাহার ভূমিষ্ঠানন্তর আহারের আবশ্যকতা প্রযুক্ত পূর্ব্বে মাতৃ স্তনে দুগ্ধ সংস্থান করেন, যাহা বালক প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত পান করিয়া বলিষ্ঠ হয়। পরমেশ্বর সম্পূর্ণ রূপে নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত থাকিয়া প্রজাবর্গের পালনের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন। মনুষ্যাদির চিত্তে যদি জগদীশ্বর স্নেহের সঞ্চার না করিতেন,তবে মাতা পিতার স্নেহাভাব প্রযুক্ত সন্তানেরা কোন মতে রক্ষা পাইত না। অতএব তাঁহার কৌশল ও মহিমা ও কৃপা কি আশ্চর্য্য! জগদীশ্বর মনুষ্যকে পশুর ন্যায় অন্য অন্য সকল ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়া তাহার অতিরিক্ত সদসৎ বিবেচনা শক্তি প্রদান দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বোপরি

দ্বারা নিরাকার মন শরীর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। শরীর হইতে মনের উৎপত্তি হয় নাই এবং মন হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু শরীর এবং মন উভয় ভিন্ন পদার্থ, পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৌশল দ্বারা পরস্পর বদ্ধ রহিয়াছে ; এই মর্ত্যলোকে শরীর সম্বন্ধে মন আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং মন সম্বন্ধে শরীর আপনার শক্তি লাভ করিতেছে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিরাকার পরমেশ্বর বিন্দু মাত্র স্থানকেও অবলম্বন করিয়া নাই, কিন্তু জগদন্তর্গত সমুদয় স্থানই সেই নিরবলম্ব পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। যাঁহাতে স্থান নাই তিনি স্থানের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং আধার হইয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান লাভ ব্যতীত সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে ॥ ২১ ॥

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।
মহান্তং বিভুমাত্মানমত্বা ধীরোন শোচতি ॥২২॥

তদ্বিজ্ঞানাচ্চ শোকাত্যয়ইত্যভিদর্শয়তি। 'অশরীরং' স্বেন রূপেণাকাশকল্পআত্মা তং 'শরীরেষু' মনুষ্যাদিশরীরেষু 'অনবস্থেষু' অবস্থিতিরহিতেষু 'অবস্থিতং' নিত্যমবিকৃতমিত্যেতৎ। 'মহান্তং' 'বিভুং' ব্যাপিনং 'আত্মানং' 'মত্বা' 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'। নহ্যেবম্বিধস্যাত্মবিদঃ শোকোৎপত্তিঃ ॥ ২২ ॥

শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে স্থিতি করেন, আর তিনি মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন, এই রূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা যিনি তিনি অশরীরী সকলের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বত্রব্যাপী ॥ ২২ ॥

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোনমেধয়া ন বহুনা
শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ-
আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং ॥ ২৩ ॥

'ন অয়ং আত্মা' 'প্রবচনেন' অনেকবেদস্বীকরণেন 'লভ্যঃ' জ্ঞেয়ঃ। 'ন' অপি 'মেধয়া' গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা। 'ন বহুনা শ্রুতেন' কেবলেন। কেন তর্হি লভ্যইত্যুচ্যতে। 'যং এব' আত্মানং 'এষঃ' সাধকঃ 'বৃণুতে' প্রার্থয়তে 'তেন' সাধকেন 'লভ্যঃ'। কথং লভ্যইত্যুচ্যতে। 'তস্য' আত্মকামস্য 'এষঃ আত্মা' 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি পারমা-

এই আত্মা বহু বচনের দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধার দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, অনেক শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে পায় ; সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি আপনার যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে যত্ন করে, এবং সেই যত্নশীল ব্যক্তি বচনের দ্বারা শ্রুতির দ্বারা মেধার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে। যে বিষয়ে যত্নের অভাব সে বিষয় কর্ণ শুনে না এবং চক্ষুও দেখে না, সুতরাং সহজ কর্ম্মও যত্ন বিনা সিদ্ধ হয় না। অতএব এমত সুকঠিন যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা যত্ন হীন ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ পাইবার কি সম্ভাবনা ? ॥ ২৩ ॥

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥

'ন' 'দুশ্চরিতাৎ' পাপকর্ম্মণঃ 'অবিরতঃ' অনুপরতঃ 'ন' অপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ 'অশান্তঃ' 'ন' অপি 'অসমাহিতঃ' অনেকাগ্রমনাবিক্ষিপ্তচিত্তঃ 'ন' 'অপি' 'অশান্তমানসঃ' ব্যাকুলচিত্তঃ কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ। 'বা' কেবলং 'প্রজ্ঞানেন' ব্রহ্মবিজ্ঞানেন 'এনং' প্রকৃতমাত্মানং 'আপ্নুয়াৎ'। যস্তু দুশ্চরিতাদ্বিরতইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন যথোক্তমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য

কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন সর্ব্বদা অশান্ত, অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রযুক্ত যাহার মন অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি জন্য যাহার মন চঞ্চল, এবং দুষ্কর্ম্মেতে রতি নিমিত্ত যাহার মন অশুচি, সে ব্যক্তির ব্রহ্ম জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্তিই হয় না, তবে তাহার

তাহার ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার দুর্গতিই হয় ॥ ২৪ ॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ২৫ ॥

'যস্য' আত্মনঃ 'ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ' ব্রহ্মক্ষত্রে সর্ব্বধর্ম্মবিধারকেঽপি 'উভে' 'ওদনং' অশনং 'ভবতঃ' স্যাতাং। সর্ব্বহরোপি 'মৃত্যুঃ' 'যস্য উপসেচনং' এব। তং প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ 'কঃ' 'ইত্থা' ইত্থং এবং যথোক্তসাধনবানিবেত্যর্থঃ 'বেদ' বিজানাতি 'যত্র' 'সঃ' আত্মেতি ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে আত্মার অন্ন হয়েন, আর মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন হয়েন, সে আত্মাকে কোন্ অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি জ্ঞানির ন্যায় জানিতে পারে? ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য

স্থাবর জঙ্গম সহিত এই সমুদয় বিচিত্র জগৎ অন্তকালে সেই ব্রহ্মেতে লীন হয়। এনিমিত্তে শ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আত্মার অন্ন হয়েন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সৃষ্টির মধ্যে প্রধান, এস্থলে প্রধানের উপলক্ষণ দ্বারা সমুদয় সৃষ্টির লয় ব্রহ্মেতে হয় ইহা শ্রুতি জানাইতেছেন। এই প্রকার সমুদয় জগতের লয় হইলে আর কে অবশিষ্ট থাকিবে যে তাহার মৃত্যু হইবেক? সুতরাং জগতের প্রলয়ে তৎ সঙ্গে মৃত্যুরও বিনাশ হয়, এনিমিত্তে শ্রুতি কহিয়াছেন, যে মৃত্যু আত্মার উপসেচন হয়েন। যেমন ভোজন কালে অন্নের উপসেচন ঘৃতাদি হয়, তদ্রূপ জগদ্রূপ অন্নের উপসেচন মৃত্যু হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

ইতি কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়া বল্লী।

ব্রহ্মসঙ্গীত

ভূপালী রাগিণী

কাল যাইছে তাঁহারে ভাবনা মন রে আমার।
[illegible] হৈয়া আশা পাশে মিছা কাযে কেন

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

পাত্রে দত্ত্বা প্রিয়াণ্যুক্ত্বা সত্যমুক্ত্বা চ ভারত।
অহিংসানিরতঃ স্বর্গং গচ্ছেদিতি মতির্মম ॥
সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ ॥
মনুষ্যাস্তপ্ততপসঃ সর্ব্বাগমপরায়ণাঃ।
স্থিরব্রতাঃ সত্যপরা গুরুশুশ্রূষণে রতাঃ ॥
সুশীলাঃ শুক্লজাতীয়াঃ ক্ষান্তা দান্তাঃ সুতেজসঃ।
শুচিযোন্যন্তরগতাঃ প্রায়শঃ শুভলক্ষণাঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ত্বাদ্বশিনঃ শুক্লত্বান্মন্দরোগিণঃ।
অল্পাবাধপরিত্রাসাদ্ভবন্তি নিরুপদ্রবাঃ ॥
চ্যবন্তং জায়মানঞ্চ গর্ভস্থঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
স্বমাত্মানং পরঞ্চৈব বুধ্যন্তে জ্ঞানচক্ষুষা ॥
ক্রোধঃ শত্রুঃ শরীরস্থো মনুষ্যাণাং দ্বিজোত্তম।
যঃ ক্রোধমোহৌ ত্যজতি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যোঽধ্যাপয়েদধীয়ীত যজেদ্বা যাজয়েত বা।
দদ্যাদ্বাপি যথাশক্তি তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যো বদেদিহ সত্যানি গুরুং সন্তোষয়েত চ।
হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
ব্রহ্মচারী চ বেদান্ যোঽপ্যধীয়াদ্দ্বিজপুঙ্গবঃ।
স্বাধ্যায়ে চাপ্রমত্তো বৈ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥
শক্ত্যান্নদানং সততং তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা ॥
ন চ কামান্ন সংরম্ভান্ন দ্বেষাদ্ধর্ম্মমুৎসৃজেৎ।
প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ ॥
ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।
কর্ম্ম চেৎ কিঞ্চিদন্যৎ স্যাদিতরন্ন তদাচরেৎ ॥
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েত্তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ।
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥
ন ধর্ম্মোঽস্তীতি মন্বানাঃ শুচীনবহসন্তি যে।
অশ্রদ্দধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥
বিকর্ম্মণা তপ্যমানঃ পাপাদ্বিপরিমুচ্যতে।
ন তৎ কুর্য্যাং পুনরিতি দ্বিতীয়াৎ পরিমুচ্যতে ॥
গুরুশুশ্রূষণং সত্যমক্রোধো দানমেব চ।
এতচ্চতুষ্টয়ং ব্রহ্মন্ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥

ত্যজ তান্ জ্ঞানমাশ্রিত্য ধার্ম্মিকানুপসেব্যচ ॥
কামলোভগ্রহাকীর্ণাং পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং নদীং ।
নাবং ধৃতিময়ীং কৃত্বা জন্মদুর্গাণি সন্তর ॥
অহিংসা সত্যবচনং সর্ব্বভূতহিতং পরং ।
অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ সচ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাস্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ ।
সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচারনিষেবিতং ॥
ক্ষমাসত্যার্জ্জবং শৌচং সতামাচারদর্শনং ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো অহিংসানিরতাঃ সদা ॥
পরুষঞ্চ ন ভাষন্তে সদা সন্তোদ্বিজপ্রিয়াঃ ।
ন্যায়োপেতাগুণোপেতাঃসর্ব্বলোকহিতৈষিণঃ ॥
সন্তঃ স্বর্গজিতাঃ শুক্লাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সৎপথে ।
দাতারঃ সংবিভক্তারোদীনানুগ্রহকারিণঃ ॥
সর্ব্বপূজ্যাঃ শ্রুতধনাস্তথৈব চ তপস্বিনঃ ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তস্তে শিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥
দাননিষ্ঠাঃ সুখাল্লোঁকানাপ্নুবন্তীহচ শ্রিয়ং ।
লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তোধর্ম্মমাত্মহিতানি চ ॥
অদ্রোহোনাভিমানশ্চহ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ ।
ধীমন্তোধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ ॥
অকামদ্বেষসংযুক্তাস্তেসন্তোলোকসাক্ষিণঃ ।
সর্ব্বত্রচ দয়াবন্তঃ সন্তঃ করুণবেদিনঃ ॥
গচ্ছন্তীহ সুসন্তুষ্টাধর্ম্মোপস্থানমুত্তমং ।
শিষ্টাচারামহাত্মানোযেষাং ধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ॥
অনসূয়া ক্ষমাশান্তিঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা ।
কামক্রোধপরিত্যাগঃ শিষ্টাচারনিষেবনং ॥
কর্ম্ম চ শ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমং ।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তে নিত্যং ধর্ম্মমনুব্রতাঃ ॥

বিজ্ঞাপন

"পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। ইহার মূল্য চারি আনা। প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে ইহার এক খানা প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে

The Editor of the *Calcutta Standard* was pleased to publish a translation from our Puttrika in his issue of the 3rd instant, and with his remarks on the article, politely offered us a challenge to a discussion on Christianity. We cordially accept the challenge, in as much as it will give us a fresh opportunity of laying before our readers and the Christian community, a fair and correct view of the claims of Christianity on the attention and veneration of mankind. The Editor says, "let him derive his matter from any source he pleases; only let it be such as he is willing to stake his credit upon, before the English and native community.' Let us assure our contemporary that we willingly offer to stake our credit, even before the world at large, upon the source from which we shall derive our matter. But will he himself enter into the same conditions which he requires us to abide by? Will he stake his own credit upon the issue of the discussion? We hope he will. But the mere observance of such conditions on his part, is not enough for our purpose. He must keep his temper in the heat of discussion. This is a great requisite in a controversial writer and it is a requisite which we are sorry to say, we have not hitherto observed in those who have come forward to discuss on religious topics. And we fear the Editor of the *Standard* will sin like his predecessors. He has already given us enough of his temper to judge of the extent of controul he will hereafter exercise over it. We do not mean to speak disparagingly of his character or of his talents. On the contrary we have a high opinion of them both—and we know moreover, that we shall meet from him with as much justice as we can possibly expect from any quarter.

It has been asked "why, since the Puttrika disapproves so strongly of the conduct of the missionaries in not having formally answered the "*Rational Analysis of the Gospel*," he has never formally answered the vile remarks made by the missionaries on the Shastras he professes to revere." It appears that the Editor is not at all aware of our religious views. He has taken us for what we never profess to be. We do not, in the least, revere the Shastras which it has been the object of missionaries to vilify and vociferate so loudly against. On the contrary it has been our constant aim to put down every religious book which forms the basis of idolatry in our country. Vaidantism is our creed and Oopunishud our book of religion. When any attempts have been made by the missionaries to throw discredit upon the doctrines inculcated in that book, we have never hesitated to do what we possibly could, to repel those attempts. But we have nothing to do with the Shastras to which our contemporary alludes. We shall rather rejoice when a good analysis is made of their contents, and the follies which they teach, held up to public ridicule.

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয় ॥

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মসমাজের গত আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন কালে ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে ৫০০ পঞ্চ শত টাকা দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
প্রধান উপাচার্য্য।

শুক্ল পক্ষের আরম্ভাবধি চন্দ্রের কলা যদিও প্রতি নিমেষে বৃদ্ধি হয়, তথাপি অষ্ট প্রহরের পর এককালে তাহার অধিক বৃদ্ধি দেখিয়া চিত্তে আনন্দ জন্মে, তদ্রূপ সমস্ত বৎসর পরে অদ্য এই নূতন বর্ষের প্রথম দিবসে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি আলোচনা করিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইতেছি। এইক্ষণে ব্রহ্মোপাসনার বিস্তার জন্য এই নগর মধ্যে যে প্রকার আন্দোলন হইতেছে, তাহার প্রতিবন্ধক সকল মোচনের নিমিত্তে যে প্রকার লোকের উৎসাহ হইয়াছে, তাহা পরাধীন হইয়া অবধি ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয় নাই। উৎসাহের বিশেষ চিহ্ন এই যে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কালে বিংশতি ব্যক্তি একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল, এইক্ষণে তাহা প্রতি সমাজ কালে উপাসকদিগের দ্বারা এপ্রকার পরিপূর্ণ হয় যে অনেকে উপবেশনের নিমিত্তে স্থানও প্রাপ্ত হয়েন না। এই উৎসাহ কেবল কলিকাতা নগরী মধ্যে বদ্ধ নহে, ইহা হইতে দূরস্থ নানা স্থানে বিশেষ আলোচনা হইতেছে। সুখসাগর, বংশবাটী, মন্মনপুর, পাণিহাটী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে বিশিষ্ট রূপে ব্রাহ্মসমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতি সপ্তাহে অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি একত্র হইয়া নিয়মিত রূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। অধিক আনন্দের বিষয় এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গোচর হইবার পূর্ব্বে নানা স্থানের লোকেরা আপনা হইতে আগ্র হইয়া ইহার কার্য্য সিদ্ধি জন্য যত্ন করিতেছেন, এবং বিধিবৎ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন —এ সভা সুখসাগর প্রভৃতি গ্রামস্থ সমাজের বাষ্পও না জানিতে তথাকার কার্য্য সুশৃঙ্খলা রূপে আরব্ধ হইয়াছে। অতএব এই সমূহ মঙ্গলের উন্নতি জন্য সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বরকে একান্ত চিত্তে ধন্যবাদ করি, এবং প্রার্থনা করি যে সমুদয় ভারতবর্ষকে আত্ম জ্ঞানে উজ্জ্বল করুন।

ধর্ম্মে মতির্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং
সহ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানাঃ
নৈবাপ্তভাবমুপয়ান্তি ন চ স্থিরত্বং॥

ইতঃ পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে চতুর্ব্বর্ণ মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা হইতে ক্রমশঃ নানা জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ স্বীয় স্বীয় গুণ কর্ম্মানুসারে উচ্চ বা নীচ পদে স্থাপিত হইয়াছেন, এবং এই নিমিত্তে পুরাণাদিতে এই আখ্যায়িকা আছে যে ব্রহ্মা আপনার উত্তমাধম অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মেতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি তাঁহারদিগের বিশেষ বৃত্তি ছিল, এপ্রযুক্ত কল্পনা হইয়াছে যে তাঁহারা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। রাজ্য ও ধর্ম্ম পালন জন্য যুদ্ধবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়দিগের বৃত্তি, অতএব এই রূপ আরোপ হইয়াছে যে ব্রহ্মার বলিষ্ঠ কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহু হইতে তাঁহারদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈশ্যেরা কৃষি বাণিজ্যাদি দ্বারা লোক যাত্রা নির্ব্বাহের হেতু হইয়াছেন, অতএব তাঁহারা ব্রহ্মার উরুদেশোদ্ভব বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এবং দাসত্ব প্রভৃতি অন্য অন্য ইতর বৃত্তি প্রযুক্ত শূদ্রেরা তাঁহার পদোদ্ভব বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছেন।

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥
মনুঃ॥

লোক বৃদ্ধির নিমিত্তে মুখ, বাহু, উরু, পদ এই চারি অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা যথা ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

কল্পিত শরীরি ব্রহ্মার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে প্রতি বর্ণের যে উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা ফলিতার্থ নহে। বস্তুতঃ জ্ঞান স্বরূপ অশরীরি পরব্রহ্ম হইতে এই সমুদয় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষ্য সকল প্রথমতঃ এক মাত্র বর্ণ থাকিয়া পরে স্ব স্ব গুণ কর্ম্মানুসারে বিশেষ বিশেষ বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

[ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥]
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাংগতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাংগতাঃ॥
মহাভারতীয়মোক্ষধর্ম্মঃ॥

[এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ব্ব সৃষ্ট মনুষ্য সকল কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।] কাম ভোগে প্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধি, প্রিয়সাহস, রজোগুণ বিশিষ্ট দ্বিজ সকল স্বধর্ম্ম ত্যক্ত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন। রজোগুণ ও তমোগুণে মিশ্রিত প্রযুক্ত যে সকল দ্বিজ গাভি এবং কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। হিংসা মিথ্যা কুক্রিয়ালুব্ধ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবি অশুদ্ধ চিত্ত যে সকল তমোগুণ বিশিষ্ট দ্বিজ তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

পূর্ব্বে এই চতুর্ব্বর্ণ মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সহিত পরস্পর বিবাহ প্রযুক্ত নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ কন্যাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় কন্যাকে, বৈশ্য বৈশ্য কন্যাকে এবং শূদ্র শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করেন, তবে তদ্দ্বারা উৎপন্ন সন্তান সজাতি প্রাপ্ত হয়েন, অন্য প্রকারে বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন সন্তান ভিন্ন জাতীয় হয়েন।

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাস্থু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

সমান বর্ণের সহিত বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন পুত্র সমান জাতি হয়। এপ্রকার অনিন্দিত বিবাহে জাত পুত্রদিগের সন্তান বৃদ্ধি হয়।

মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা, পরাশর সংহিতা, ব্যাস সংহিতা প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রে যে সকল বর্ণসঙ্করের নাম দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে অনেকের নাম এ দেশে কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু শাস্ত্র প্রাপ্ত সেই সকল বর্ণসঙ্করের বৃত্তির সহিত এইক্ষণকার অনেক জাতির ব্যবসায় ও ব্যবহারের সমন্বয় করিলে অনুমান হয় যে পূর্ব্বের সেই সমুদয় জাতি এককালে নষ্ট হয় নাই, অনেকের নাম মাত্র পরিবর্ত্ত হইয়া তাহারা স্থানে স্থানে বসতি করিতেছে। মনুও এই রূপে তাহারদিগের পরিচয় জানিবার উপায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্নাবা প্রকাশাবা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ
মনুঃ॥

এই সমুদয় বর্ণসঙ্কর তাহারদিগের পিতা মাতার দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে; ইঁহারা গুপ্ত থাকুন আর প্রকাশই থাকুন, ইঁহারদিগের কর্ম্ম দ্বারা পরিচয় প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মণের দ্বারা বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠ নামক বর্ণের উৎপত্তি হয়। ইহাঁরা এপ্রদেশে চিকিৎসা ব্যবসায়ি বৈদ্য নামে খ্যাত আছেন।

দেবল দ্বারা বৈশ্য কন্যার গর্ভে দৈবজ্ঞের উৎপত্তি হয়, তাঁহারদিগের তিথি বার বিবেচনা বৃত্তি ।

*দেবলাদ্ব্রাহ্মণকোজাতোবৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি তিথিবারবিবেচনং॥
পরাশরপদ্ধতিঃ॥

ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ কন্যা হইতে ভট্টের উৎপত্তি হয়।

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টোজাতোঽনুবাচকঃ॥
যুধিষ্ঠিরপরশুরামসম্বাদঃ॥

মৃত দান এবং অগ্রে দান গ্রহণ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া অগ্রদানী হইলেন; অগ্রদানী বর্ণসঙ্কর নহেন।

লোভী বিপ্রশ্চ শূদ্রাণামগ্রেদানং গৃহীতবান্।
গ্রহণে মৃতদানানামগ্রদানী বভূব সঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং॥

ব্রাহ্মণ লোভাক্রান্ত হইয়া অগ্রে শূদ্রের দান এবং মৃতদান গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ প্রযুক্ত অগ্রদানী শব্দে উক্ত হইয়াছেন।

আপনার অপেক্ষা এক মাত্র নীচ বর্ণ হইতে ভার্য্যা গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন সন্তানকে পিতৃ সদৃশ জাতি নামে মুনিরা উক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈশ্য দ্বারা শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি করণ শব্দে বলিয়াছেন, এই করণ জাতিকে কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়া অনুমান করেন।

অয়ং লিখনবৃত্তিঃ কায়স্থইতি খ্যাতঃ॥
ভরতঃ॥

ইহার লিখন বৃত্তি, ইহার নাম কায়স্থ।

বঙ্গদেশের দক্ষিণে করণ কায়স্থ নামক একজাতি কায়স্থ আছে, অনুমান করি তাহারাই এই বৈশ্য শূদ্রাজাত করণ জাতি হইবেক। সামান্য কায়স্থের উৎপত্তি বিষয়ে কমলাকর ভট্ট কহেন যে বৈদেহের§ ঔরসে এবং মাহিষ্য কন্যার গর্ভে কায়স্থের জন্ম হয়।

মাহিষ্যবণিতাসূনুর্বৈদেহাৎ যঃ প্রসূয়তে।
সকায়স্থইতি প্রোক্তস্তস্য ধর্ম্মোবিধীয়তে॥
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং সসমাচরেৎ॥
কমলাকরভট্টকৃতশূদ্রধর্ম্মতত্ত্বং॥

যে প্রকার দ্বিজ সেবা ও অন্য অন্য শিল্প কার্য্য মাত্র সামান্য শূদ্রের প্রধান বৃত্তি তাহা কায়স্থের বৃত্তি নহে; যেহেতু যে দেশে যে কোন গ্রন্থে কায়স্থের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই কায়স্থকে লিপিকর বলিয়া শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য করিয়াছেন, এবং ইদানীন্তন আচার ব্যবহারেরও সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

মনু স্মৃতি অনুসারে শূদ্রের ঔরসে এবং বৈশ্যার গর্ভে আযোগব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়; কাষ্ঠ তক্ষণ তাহারদিগের বৃত্তি। সম্ভবতঃ তাহারাই ইদানীন্তন সূত্রধর নামে খ্যাত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র কন্যা দ্বারা নিষাদ বা পারশব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, মৎস্য ধরণ তাহারদিগের বৃত্তি; বোধ হয় তাহারাই ধীবর নামে এইক্ষণে খ্যাত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্র কন্যার গর্ভে উগ্র নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়; এপ্রদেশে ইহারা আগরী নামে খ্যাত আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং অম্বষ্ঠ কন্যার গর্ভে আভীর জাতির উৎপত্তি হয়। পারশবের ঔরসে এবং আযোগবস্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত্তের জন্ম হয়; নৌকাবাহন ইহারদিগের বৃত্তি। নিষাদ এবং বৈদেহস্ত্রী হইতে কারাবর নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, মনু তাহারদিগকে চর্ম্মকার বলিয়াছেন।

শূদ্র এবং ব্রাহ্মণী দ্বারা যে চণ্ডালের উৎপত্তি ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। ব্যাস সংহিতাতে তিন প্রকার চণ্ডালের গণনা করিয়াছেন।

কুমারীসম্ভবস্ত্বেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥
ব্যাসসংহিতা॥

অবিবাহিতা কন্যা হইতে এক প্রকার চণ্ডালের জন্ম, সগোত্রীয় কন্যার গর্ভে দ্বিতীয় প্রকার চণ্ডালের জন্ম, এবং শূদ্র দ্বারা ব্রাহ্মণীর গর্ভে তৃতীয় প্রকার চণ্ডালের উৎপত্তি হয়।

মনুতে আরও প্রাপ্ত হইতেছে যে বৈদেহ ও অম্বষ্ঠ কন্যা হইতে বেণ নামক এক জাতি

---

*দেব পরিচারণা যাহারদিগের উপজীবিকা তাহারাই দেবল ব্রাহ্মণ।

§ বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণী দ্বারা বৈদেহের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যা দ্বারা মাহিষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

উদ্ভব হয়; বাদ্যভাণ্ড বাদন তাহারদিগের বৃত্তি। সম্ভবতঃ তাহারাই ইদানীন্তন বাদ্যকর, ইতর ভাষাতে 'বাইতি' শব্দে উক্ত হয়। শূদ্র ও ক্ষত্রিয় কন্যা হইতে ক্ষত্তা, নিষাদ ও শূদ্রকন্যা হইতে পুক্কস, বৈদেহ ও কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ্র, বৈদেহ ও নিষাদ স্ত্রী হইতে মেদ, দস্যু* ও আযোগবস্ত্রী হইতে সৈরিন্ধ্র উৎপন্ন হইয়াছে; পশু বধ বন্ধনাদি ইহারদিগের বৃত্তি; সম্ভবতঃ ইহারাই নানা প্রকার ব্যাধ নামক জাতি। চণ্ডাল এবং নিষাদ স্ত্রী হইতে অন্ত্যাবসায়ী নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারদিগের শ্মশান বৃত্তি, এবং ইহারা নগর প্রান্তে বাস করে।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণানুসারে শঙ্খকার, কাংস্যকার, ও গান্ধিকবণিক্, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কুম্ভকার ও তন্তুবায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পত্নী দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়ার দ্বারা কর্ম্মকারের জন্ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা দ্বারা রাজপুত্রের জন্ম, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা গোপের জন্ম, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রার দ্বারা নাপিত ও মোদকের জন্ম, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণীর দ্বারা মালাকারের জন্ম, বৈশ্য ও শূদ্রার দ্বারা তাম্বুলি ও তৈলিকের জন্ম, করণ এবং বৈশ্যার দ্বারা রজকের জন্ম, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যার দ্বারা স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিকের জন্ম, গোপ এবং বৈশ্যার দ্বারা তৈলকারকের জন্ম, গোপ ও শূদ্রার দ্বারা শৌণ্ডিকের জন্ম, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র কন্যার দ্বারা বরজীবির জন্ম, ধীবর ও শূদ্রার দ্বারা মল্ল‡ জাতির জন্ম, তৈলকার ও বৈশ্যার দ্বারা দোলাবাহির জন্ম, এবং স্বর্ণকার ও বৈদ্যপত্নীর দ্বারা মলগ্রাহির জন্ম হয়।

পরাশর পদ্ধতি অনুসারে গান্ধিকবণিক্ ও শঙ্খকার কন্যা দ্বারা তাম্রকারের জন্ম, শঙ্খকার ও তাম্রকার কন্যা দ্বারা মণিকারের জন্ম, মণিকার ও কর্ম্মকার কন্যা দ্বারা পট্টকারের জন্ম, এবং পট্টকার ও মণিকার কন্যা দ্বারা স্থপতির জন্ম হয়। ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ স্থপতির বৃত্তি। এই স্থপতির দ্বারা গান্ধিকবণিক্ কন্যার গর্ভে চিত্রকারের জন্ম হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে বেশধারির দ্বারা গঙ্গাপুত্র কন্যার গর্ভে যুঙ্গীর উৎপত্তি হয়। ক্ষত্রিয়ের দ্বারা রাজপুত্রীর গর্ভে তীবর নামক জাতি উৎপন্ন হয়। তীবর দ্বারা রজকীর গর্ভে কোদালীর জন্ম হয়। চণ্ডালের দ্বারা চর্ম্মকারীর গর্ভে মাংসচ্ছেদির উৎপত্তি হয়। তীবরের দ্বারা তৈলকার কন্যার গর্ভে লেটের উৎপত্তি হয়। লেটের দ্বারা চাণ্ডালীর গর্ভে হড্ডি এবং ডম এই দুই জাতির উৎপত্তি হয়।

পুরাণ তন্ত্রাদি গ্রন্থে এক জাতির ভিন্ন ভিন্ন উৎপত্তি দৃষ্ট হইতেছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে রাজপুত্রের যে প্রকার উৎপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ও তন্ত্রে তাহার অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে; ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ইহাকে ক্ষত্রিয় এবং করণ কন্যার সন্তান বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং তন্ত্রে ইহাকে বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠ কন্যার সন্তান বলিয়া ধৃত করিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে শঙ্খকার এবং কাংশ্যকার অম্বষ্ঠের সহিত সমান বর্ণোদ্ভব বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রে শঙ্খকারকে রাজপুত্র ও গান্ধিকবণিকের সন্তান বলিয়াছেন, এবং কাংশ্যকারকে তাম্রকূট ও শঙ্খকারের সন্তান রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে এক বৃত্তি ব্যবসায় প্রযুক্ত ভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতি এক নামে খ্যাত হইয়াছে।

সূত, শ্বপাক, কুক্কুটক, ঝল্ল, নট, খস, আবৃত, সোপাক, পাণ্ডুসোপাক প্রভৃতি অনেক জাতির নাম মন্বাদি স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এইক্ষণে তাহারদিগের কোন চিহ্নও প্রাপ্ত হয় না। অনুমান হয় তাহারা পর্ব্বত গহ্বরে বা অরণ্যে বা অন্য কোন দুর্গম স্থানে পূর্ব্ব নামে বা অন্য নামে বাস করিতেছে। ইদানীন্তন শঙ্খকার, কাংস্যকার, স্বর্ণকার, মালাকার, মোদক, রজক প্রভৃতি যে সকল জাতিতে বঙ্গদেশ পূর্ণ রহি-

* যাহারা দুর্ব্ব্যবহার জন্য জাতিচ্যুত হইয়াছে তাহারদিগের নাম দস্যু।

‡ সম্ভবতঃ ইহারাই এদেশে মালা নামে খ্যাত আছে॥

য়াছে, তাহারদিগের নাম প্রাচীন মনু প্রভৃতির গ্রন্থে প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে এই অনুমান হয় যে মন্বাদির বর্ত্তমান কালে এই সকল জাতির উৎপত্তি হয় নাই। ক্রমশঃ ভারতবর্ষের অবস্থা এরূপ পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা এককালের প্রচলিত জাতি সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন নানা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই উভয় অবস্থার ব্যবধান কাল যে কত দীর্ঘ তাহা কে বলিতে পারে?

ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং অম্বষ্ঠাদি সঙ্কর জাতি যদিও এইক্ষণে পূর্ব্ববৎ বিস্তারিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারদিগের আচার ব্যবহার মর্য্যাদার নিয়ম অনেক পরিমাণে অন্যথা হইয়াছে। প্রাচীন কালে জ্ঞান এবং কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারিবর্ণে বিভক্ত হইতেন। ব্রাহ্মণেরা জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিতেন, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য পালন জন্য যুদ্ধ বিগ্রহাদি রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, বৈশ্যেরা বাণিজ্যাদির দ্বারা দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেন, এবং শূদ্রেরা শিল্পাদি অপরাপর কর্ম্মেতে সুতরাং প্রবিষ্ট থাকিতেন; ইহাতে রাজ্যের কর্ম্ম অতি উৎকৃষ্ট রূপে সম্পন্ন হইত। তৎকালে কেবল জ্ঞান এবং সুকৃতই যে পূজার পাত্র ছিল, এবং তন্নিমিত্তেই যে চাতুর্ব্বর্ণের সম্ভ্রমের তারতম্য ছিল, তাহা পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতিতে বিস্তারিত রূপে প্রাপ্ত হইতেছে।

সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংসং তপোঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র সব্রাহ্মণইতি স্মৃতঃ॥
মহাভারতং॥

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

জিতেন্দ্রিয়োধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবাব্রাহ্মণংবিদুঃ॥
মহাভারতং॥

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে ব্যক্তি কাম ক্রোধকে বশে রাখিয়াছে, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

যস্য চাত্মসমোলোকোধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবাব্রাহ্মণংবিদুঃ॥
মহাভারতং॥

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য দেখেন, এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্নবিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনোমহান্॥
মনুঃ। ২ অ॥

অনেক বয়স হইলে বা কেশ পক্ক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধু থাকিলে মহৎ হয় না, ঋষিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে আমারদিগের মধ্যে যিনি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতংশিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃস্থবিরংবিদুঃ॥
মনুঃ। ১ অ॥

শুক্ল কেশযুক্ত মস্তক হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান্ হয়েন, তবে তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

এইক্ষণকার কুলীনের ন্যায় সর্ব্বগুণ বর্জ্জিত হইলেও যে পৈতৃক আদরে তুল্যরূপে পূজিত হইবেন, এদৃষ্টান্ত পূর্ব্বকালে আমারদিগের দেশে কুত্রাপি ছিল না। জগদীশ্বরের অখণ্ড নিয়মানুসারে সন্তান পিতামাতার স্বভাব অনেক পরিমাণে অধিকার করে, অতএব সামান্যতঃ সকলে পুত্রকে স্বীয় বৃত্তি শিক্ষা করাইতেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া যদি জ্ঞান ধর্ম্মের অধিকারী না হইতেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ যোগ্য সম্মান কদাপি প্রাপ্ত হইতেন না।

যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
মনুঃ। ২ অ॥

কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্ম নির্ম্মিত মৃগ, এবং অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ এই তিন কেবল নাম মাত্র ধারণ করে।

যথা ষণ্ডোঽফলঃস্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলংদানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥
মনুঃ। ২ অ॥

নপুংসক যেমন স্ত্রীর প্রতি নিষ্ফল, এবং গাভী যেমন গাভীর প্রতি নিষ্ফলা, এবং অজ্ঞের প্রতি দান যে প্রকার নিষ্ফল, অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ তদ্রূপ নিষ্ফল।

পূর্ব্বে প্রয়োজন এবং ক্ষমতা অনুসারে এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের বৃত্তি এবং ব্যবহার করিতে বিশেষ নিষেধও ছিল না।

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

স্বীয় বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ যদি জীবিকা উপার্জ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে গ্রাম নগর রক্ষণাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম দ্বারা জীবিত হইবেন, যেহেতু সেই তাঁহার নিকটবর্ত্তি বৃত্তি।

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাং॥
মনুঃ। ১০ অ॥

স্বীয় বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তি উভয় দ্বারা উপজীবিকা

লাভে যদি অসমর্থ হয়েন, তবে কৃষি গোরক্ষণ প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য করিবেন।

ইদন্ত বৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতোধর্ম্মনৈপুণং।
বিট্‌ পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনং॥
মনুঃ। ১০ অ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যদি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি দ্বারা জীবন পালনে অসমর্থ হয়েন, তবে বৈশ্যের বিক্রেয় ধন বৃদ্ধিকর দ্রব্যের বাণিজ্য করিবেন।

বৈশ্যোজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ।
মনুঃ। ১০ অ॥

বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জনে অশক্ত হইলে শূদ্র বৃত্তি করিবেন।

অশক্নুবংস্ত শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাং।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তোজীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

উপায় হীন স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার যাহার এমত শূদ্র দ্বিজ শুশ্রূষাতে অক্ষম হইলে শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিত থাকিবেক।

এইক্ষণকার দেহশুশ্রূষু ভৃত্য যাহারা, কেবল তাহারাই পূর্ব্বকালে শূদ্র রূপে গণ্য ছিল, বৃত্তি বিচারতঃ তাহারাই প্রকৃত শূদ্র। গোরক্ষক কৃষিকর্ম্মকারি ব্যবসায়ি যে সকল সামান্য লোক বৈশ্য নামে খ্যাত ছিল, তাহারদিগেরও ভৃত্য যাহারা তাহারা যখন শূদ্র, তখন সেবা বা কোন সামান্য শিল্প কার্য্য ব্যতীত সে শূদ্রের দ্বারা অন্য আর কি কর্ম্ম সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু শূদ্র সন্তান যদি মহৎ কার্য্যে সমর্থ হইতেন, তবে তাহার অনুষ্ঠান করিবার নিষেধ তাঁহার প্রতি ছিল না, বরঞ্চ তদ্দ্বারা তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইত।

যথা যথা হি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনুসূয়কঃ।
তথাতথেমঞ্চামুঞ্চ লোকংপ্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

অনিন্দুক যে শূদ্র সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের যে প্রকার আচার অনুষ্ঠান করে, তদ্রূপ অনিন্দিত হইয়া ইহকালে যশঃ পরকালে স্বর্গলাভ করে।

শ্রদ্দধানঃ শুভাংবিদ্যামাদদীতেবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরংধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
মনুঃ। ২ অ॥

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ইতর হইতে শুভ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, অতি অন্ত্যজ জাতি হইতেও পরম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এবং দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবেন।

শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥
মনুঃ। ১০ অ॥

শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র পদ প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সন্তানের বিষয়েও এই প্রকার জানিবে।

এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রোব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নোদ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎসেব্যইতিব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয়ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারোন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং॥
সর্ব্বোয়ং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সদ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রোভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণোবা চ্যুতোধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥
মহাভারতীয়আনুশাসনিকপর্ব্ব॥

শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন, এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্র আগম সম্পন্ন সংস্কার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্ব্বসঙ্কর ভোজনকারি ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। কর্ম্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত যে শূদ্র সন্তান, তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্র সন্তান যদি শুভ কর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়, অতএব শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান এই আমার অভিপ্রায়, অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে ধৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন, এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে যে প্রকারে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে কহিলাম।

বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশানুযায়ী না হইয়া গুণ কর্ম্মানুসারে যে হইত, ইহার ভূরি বিধি দৃষ্ট হইতেছে, সেই বিধি অনুসারে পুরাণাদিতে শত শত দৃষ্টান্তস্থলও প্রাপ্ত হইতেছে। বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় সন্তান যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহার আরও যথেষ্ট প্রমাণ পুরাণে প্রাপ্ত হইতেছে।

অপ্রতিরথাৎ কণ্বস্তস্যাপি মেধাতিথির্যস্তঃ
কণ্বয়নাদ্বিজা বভূবুঃ।
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়।

ক্ষত্রিয় যে অপ্রতিরথ, তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি; এই মেধাতিথি হইতে কণ্বায়ন ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন।

মহাবীর্য্যাদুরুক্ষয়োনামপুত্রোহভূৎ তস্য ত্র্য্যারুণপুষ্করিণৌ কপিশ্চ পুত্রত্রয়মভূৎ। তচ্চ ত্রিতয়মপি পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগাম।

বিষ্ণু। ৪ অংশ। ১৯ অধ্যায়।

মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়, তাঁহার তিন পুত্র ত্র্য্যারুণ, পুষ্করিণ, এবং কপি। এই তিন জনই পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

দিবোদাসস্য দায়াদোব্রহ্মর্ষির্মিত্রয়ুর্নৃপঃ।
মৈত্রায়ণস্ততঃ সোমোমৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ॥

মহাভারতীয়হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়॥

ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম; তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হয়েন।

বিশেষতঃ এক এক বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে প্রাপ্ত হইতেছে। মনু বৈবস্বতের কোন পুত্রের সন্তান ক্ষত্রিয় হয়, কোন পুত্রের সন্তান বৈশ্য হয়, কোন পুত্র বা শূদ্র হয়, এবং অবশিষ্ট কোন কোন পুত্র ব্রাহ্মণই থাকিলেন।

করূষাৎ কারূষামহাবলাঃ ক্ষত্রিয়াবভূবুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়॥

মনু বৈবস্বতের পুত্র করূষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলেন।

নাভাগোনেদিষ্টপুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়॥

মনু বৈবস্বতের পুত্র যে নেদিষ্ট তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন।*

পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়॥

মনু বৈবস্বতের পুত্র পৃষধ্র গুরুর কপিলা এক গাভীকে হনন করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

নাভাগারিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।

মহাভারতীয়হরিবংশ। ১১ অধ্যায়॥

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র যাঁহারা বৈশ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন।

কাশলেশগৃৎসমদাস্ত্রয়োঽস্যাভবন্।
গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্ত্তয়িতা॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

সুনহোত্রের তিন পুত্র, কাশ, লেশ এবং গৃৎসমদ; গৃৎসমদের পুত্র শৌনক,† ইঁহার বংশে চারিবর্ণ উৎপন্ন হয়।

পুত্রোগৃৎসমদস্য চ শুনকোযস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃশূদ্রাস্তথৈব চ।
এতস্য বংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥

বায়ুপুরাণ।

গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌনক, তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়। যাঁহারা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন।

সুনহোত্রস্য দায়াদাস্ত্রয়ঃ পরমধার্ম্মিকাঃ।
কাশঃ শলশ্চ‖ দ্বাবেতৌ তথা গৃৎসমদঃ প্রভুঃ॥
পুত্রোগৃৎসমদস্যাপি শুনকোযস্য শৌনকাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ॥

মহাভারতীয়হরিবংশ। ২৯ অধ্যায়॥

ধৃষ্টকেতুস্ততশ্চ বৈণহোত্রস্ততশ্চ ভার্গঃ
ভার্গস্য ভার্গভূমিরতশ্চাতুর্বর্ণ্যপ্রবৃত্তিঃ।

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়॥

ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণহোত্র, তাঁহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, যাহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের উদ্ভব হয়।

বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতে অঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ জাতাবংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যাঃশূদ্রাশ্চ ভারতর্ষভ॥

মহাভারতীয়হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়।

বৎস হইতে বৎসভূমি আর ভার্গব হইতে ভার্গভূমি জন্মে। ভার্গব বংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্র সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণেই বিভক্ত হয়েন।

অতি পূর্ব্বকালে যখন কেবল গুণ কর্ম্ম দ্বারা বর্ণের প্রভেদ হইত—যখন এক পিতার চারি পুত্র চারি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন, তখন সকল বর্ণের সহিত পরস্পর ভোজ্যান্নতার যে প্রতিবন্ধক ছিল ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। তৎপরে যখন চারি বর্ণ নির্দ্দিষ্ট রূপে শ্রেণী বদ্ধ হইয়াছিল, তখনও আহারের নিয়ম এইক্ষণকার ন্যায় কঠিন ছিল না। যে প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের পরস্পর ভোজ্যান্নতা ছিল, তদ্রূপ শূদ্রের অন্ন তাঁহারা গ্রহণ করিতেন।

ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥

আদিত্যপুরাণং॥

---

* বিষ্ণুপুরাণে নেদিষ্টকে কোন কোন স্থানে নাভাগনেদিষ্ট শব্দে বলিয়াছেন, এবং মহাভারতে এই নাভাগনেদিষ্টকে নাভাগারিষ্ট বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। নেদিষ্টের পুত্র অপকৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা একবার বৈশ্য হইয়া পুনর্ব্বার শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

† বায়ুপুরাণে ও মহাভারতে শৌনক গৃৎসমদের পৌত্র রূপে উক্ত হইয়াছেন।

‖ বিষ্ণুপুরাণোক্ত 'লেশ' এবং মহাভারতোক্ত 'শল' এই দুই নাম এক জনেরই নাম বোধ হইতেছে।

শূদ্রাস্তু যে দানপরা ভবন্তি ব্রাহ্মণাদিপ্রেপরায়ণাস্তু। অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং ভবেদ্দ্বিজৈর্দৃষ্টমিদং পুরাণৈঃ ॥
কল্কিপুরাণং ॥

যখন এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন তত্তৎ বর্ণের যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা ছিল তাহাতে সংশয় কি? তৎকালে এই প্রকার ভোজ্যান্নতার নিয়ম সহজ থাকাতে সংসার নির্ব্বাহের অনেক প্রতিবন্ধক ছিল না, তজ্জন্য এইক্ষণকার ন্যায় সমুদ্র যাতায়াত দ্বারা বিদেশ গমনাগমনেরও নিবারণ ছিল না, বরঞ্চ তাহার বিধি জ্ঞাপক বাক্য প্রাপ্ত হইতেছে।

দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরো ভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণং ॥
মনুঃ। ৮ অ ॥

দীর্ঘপথ অর্থাৎ অধিক দূরে গমন করিলে দেশ কাল বিশেষে যে পোতমূল্যের তারতম্য রূপে নির্দ্দেশ আছে, ইহা নদী বিষয়ে জানিবে, সমুদ্রে গমন করিলে এপ্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, যেহেতু সমুদ্রে কেবল বায়ুর প্রতি গমনের নির্ভর থাকাতে নদীর ন্যায় ক্রোশ বা যোজন অনুসারে মূল্য নিরূপিত হইতে পারে না।

এই সমুদয় পুরাবৃত্ত দ্বারা বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে জ্ঞান এবং চরিত্রের তারতম্য অনুসারেই বর্ণের তারতম্য হইত, কিন্তু এইক্ষণে তাহার পূর্ণ বিপর্য্যয় হইয়াছে — বর্ণের উৎকৃষ্টতা বিষয়ে জ্ঞান ধর্ম্মের বিবেচনা লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে জ্ঞান ধর্ম্ম শূন্য ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বিপ্র কুলোদ্ভব হইলে তাহার তাদৃশ মর্য্যাদা কদাপি থাকিত না, এবং ব্রাহ্মণের কোন অপক্রিয়া তৎকালে অশাসিত রহিত না। কিন্তু এইক্ষণে তিনি তাবৎ জীবন শাস্ত্রের প্রতি একবার অবলোকন না করুন; বেদ বিরুদ্ধ সমুদয় দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকুন; ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা, চৌর্য্য প্রভৃতি তাঁহার সমুদয় জীবনের সংকল্পিত কার্য্য হউক, তথাপি তাঁহার ব্রহ্মণ্য মর্য্যাদার বিশেষ ক্রটি হয় না। কর্ম্মগত যে বর্ণ, এইক্ষণে তাহার ভদ্রাভদ্র বিচার বিষয়ে চরিত্রের বিবেচনা কেহ করেন না, কেবল ভোজ্যান্নতার সংশ্রবাসংশ্রবের আন্দোলনেই সকলে ব্যস্ত; তাহারও যে প্রকার পদ্ধতি তাহাতে মঙ্গল দূরে থাকুক, বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ প্রভৃতি নানা অমঙ্গলেরই উদয় হয়।

কঠোপনিষৎ

তৃতীয়া বল্লী

ঋতম্পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়োযে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥ ১ ॥

অধুনা প্রাপ্যপ্রাপকগন্তৃগন্তব্যবিবেকার্থং দ্বাবাত্মানারূপন্যস্যেতে। ‘ঋতং’ সত্যমবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং ‘পিবন্তৌ’ একস্তত্র কর্ম্মফলম্পিবতি ভুংক্তে নেতরঃ তথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতে। ‘সুকৃতস্য’ স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতং ইতিপূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ‘লোকে’ শরীরে ‘গুহাং’ গুহায়াং বুদ্ধৌ ‘প্রবিষ্টৌ’। ‘পরমে’ বাহ্যপুরুষাপেক্ষয়া পরমং। ‘পরার্দ্ধে’ পরস্য চ ব্রহ্মণোহর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্। তস্মিন্ হি পরব্রহ্মোপলভ্যতে। তৌ চ ‘ছায়াতপৌ’ ইব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন ‘ব্রহ্মবিদঃ’ ‘বদন্তি’ কথয়ন্তি। ন কেবলমকর্ম্মিণএব বদন্তি ‘পঞ্চাগ্নয়ঃ’ গৃহস্থাঃ ‘যে চ’ ‘ত্রিণাচিকেতাঃ’ ত্রিঃকৃত্বোনাচিকেতোহগ্নিশ্চিতোযৈস্তে ॥ ১ ॥

আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে জীবাত্মা ভোগ করেন, আর পরমাত্মা সেই ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন, আর এই পরমাত্মা এবং জীবাত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, এই জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় এবং পরমাত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা এবং ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

জীবাত্মা যিনি তিনি আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করেন। যদি তিনি কোন কুৎসিত কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল দুঃখ ভোগ করেন, এবং যদি শুভ কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল সুখ ভোগ করেন; কিন্তু সুখ দুঃখ ফল ভোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহা সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানে জীবাত্মা করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। জীবাত্মা যেমন হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, তাহার অন্তরাত্মা এবং অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা যিনি তিনিও সেই হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট

আছেন, যেহেতু হৃদয়াকাশ সর্ব্বান্তরতম পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হইয়াছে। ছায়া এবং প্রকাশ যত ভিন্ন, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তত ভিন্ন হইয়াছেন ॥ ১ ॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং।
অভয়ন্তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥ ২ ॥

'যঃ সেতুঃ' 'ঈজানানাং' যজমানানাং কর্ম্মিণাং দুঃখসন্তরণার্থত্বাৎ 'নাচিকেতং' নাচিকেতোঽগ্নিঃ তং বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ 'শকেমহি' শক্নুবন্তঃ। কিঞ্চ 'অভয়ং' ভয়শূন্যং সংসারস্য 'পারং' 'তিতীর্ষতাং' তর্ত্তুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং 'যৎ' 'পরং' আশ্রয়ং 'অক্ষরং' আত্মাখ্যং 'ব্রহ্ম' তচ্চ জ্ঞাতুং শকেমহি। পরাপরে ব্রহ্মণী কর্ম্মিব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যইতি বাক্যার্থঃ ॥ ২ ॥

যে অগ্নি সেতুর ন্যায় যজমানদিগের সহায় হইয়াছেন, সেই অগ্নিকে আমরা স্থাপন করিতে পারি; আর যাঁহারা ভয় শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি ॥ ২ ॥

আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩ ॥

তত্র যউপাধিকৃতঃ সংসারী বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতো-মোক্ষগমনায় সংসারগমনায় চ তস্য তদুভয়গমনে সাধনোরথঃ কল্প্যতে। তত্র 'আত্মানং' ঋতপং সংসারিণং 'রথিনং' রথস্বামিনং 'বিদ্ধি' বিজানীহি। 'শরীরং রথং এব তু' রথবদ্ধহয়স্থানীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈরাকৃষ্যমানত্বাচ্ছরীরস্য। 'বুদ্ধিং তু' অধ্যবসায়লক্ষণাং 'সারথিং বিদ্ধি' বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্বাচ্ছরীরস্য সারথিনেতৃপ্রধানইব রথঃ। 'মনঃ প্রগ্রহং এব চ' রশনামেব বিদ্ধি। মনসা হি গৃহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রবর্ত্তন্তে রশনয়েবাশ্বাঃ ॥ ৩ ॥

জীবাত্মাকে রথি রূপে, শরীরকে রথ রূপে, এবং বুদ্ধিকে সারথি রূপে, আর মনকে প্রগ্রহ রূপে জান ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৪ ॥

'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি 'হয়ান্ আহুঃ' রথকল্পনাকুশলাঃ শরীররথাকর্ষণসামান্যাৎ। 'তেষু' ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরিকল্পিতেষু 'গোচরান্' মার্গান্ রূপাদীন্ 'বিষয়ান্' বিদ্ধি। 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং' শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং 'ভোক্তা' সংসারী 'ইতি আহুঃ' 'মনীষিণঃ' বিবেকিনঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয় গণকে অশ্ব করিয়া কহিয়াছেন, এবং শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়কে এই ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া কহিয়াছেন। শরীর ইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট যে জীব, তাহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৫ ॥

'যঃ তু' বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ 'অবিজ্ঞানবান্' অনিপুণোঽবিবেকী প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ চ 'ভবতি' যথেতরো-রথচর্য্যায়াং। 'অযুক্তেন' অপ্রগৃহীতেনাসমাহিতেন 'মনসা' প্রগ্রহস্থানীয়েন 'সদা' যুক্তোভবতি। 'তস্য' অকুশলস্য বুদ্ধিসারথেঃ 'ইন্দ্রিয়াণি' হয়স্থানীয়ানি 'অবশ্যানি' অশক্যনিবারণানি 'দুষ্টাশ্বাঃ' অদান্তাশ্বাঃ 'ইব' ইতরস্য 'সারথেঃ' ভবন্তি ॥ ৫ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না; যেমন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব দুষ্টতা করে ॥ ৫ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ ॥ ৬ ॥

'যঃ তু' পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতসারথিঃ 'ভবতি' 'বিজ্ঞানবান্' নিপুণোবিবেকবান্। 'যুক্তেন মনসা' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ 'সদা'। 'তস্য' অশ্বস্থানীয়ানি 'ইন্দ্রিয়াণি' প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুম্বা শক্যানি 'বশ্যানি' দান্তাঃ 'সদশ্বাঃ' 'ইব' ইতরস্য 'সারথেঃ' ॥ ৬ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে; যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে ॥ ৬ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন সতৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৭ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তস্যাবিজ্ঞানবতোবুদ্ধিসারথেরিদম্ফলমাহ। 'যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'অমনস্কঃ' অপ্রগৃহীতমনস্কঃ সতত এব 'অশুচিঃ সদা' এব। 'সঃ' রথী 'ন' 'তৎ' ব্রহ্ম যৎ পরং 'পদং' 'আপ্নোতি' তেন সারথিনা। ন কেবলং তন্নাপ্নোতি 'সংসারং চ' জন্মমরণলক্ষণং 'অধিগচ্ছতি' ॥ ৭ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা অশুচি থাকে, সে সারথি দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে॥ ৮॥

'যঃ তু' দ্বিতীয়ঃ 'বিজ্ঞানবান্' বিজ্ঞানবৎসারথ্যুপেতোরথিবিদ্বান্ 'ভবতি' যুক্তমনাঃ 'সমনস্কঃ' সতত এব 'সদা শুচিঃ'। 'সতুঃ তৎ পদং আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' সংসারে॥ ৮॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি নিপুণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, আর সর্ব্বদা শুচি থাকে, সেই সারথির দ্বারা জীব রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। যে পদ পাইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥৯॥

'বিজ্ঞানসারথিঃ যঃ তু' যোবিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ 'মনঃ প্রগ্রহবান্' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচিঃ 'নরঃ' বিদ্বান্। 'সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারং' পরমেবাধিগন্তব্যমিত্যেতৎ 'আপ্নোতি' 'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'পদং' স্থানং। তত্ত্বমাপ্নোতি বিদ্বান্॥ ৯॥

যে পুরুষের বুদ্ধি রূপ সারথি প্রবীণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে, সে পুরুষ সংসার রূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

অতএব প্রবীণ বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীকরণ পূর্ব্বক কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া ঈশ্বরের নিয়মিত কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যত্নশীল থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

প্রেরিত প্রশ্ন

সুবিজ্ঞ শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ চট্টরাজ গোস্বামী মহোদয় যে সকল প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদান জন্য আমারদিগকে অতি শীলতার সহিত অনুরোধ করিয়াছেন, পরমাহ্লাদে তৎকার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

১ প্রশ্ন—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বৃহৎ, অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ বৃহৎ শব্দ বাচ্য নহে।

২ প্রশ্ন—ব্রহ্ম স্বাধীন না পরাধীন?

উত্তর—ব্রহ্ম স্বাধীন, যেহেতু তিনি নিরবলম্ব।

৩ প্রশ্ন—বাক্য শব্দের অর্থ কি?

৪ প্রশ্ন—বাক্য অক্ষর বিন্যাস ছলে কণ্ঠাদি রচিত না শব্দ মাত্র?

উত্তর—কণ্ঠাদির অভিঘাত জন্য যে শব্দের উৎপত্তি হয়, এবং যাহার কোন অর্থ থাকে, তাহাকে বাক্য বলা যায়। শব্দ মাত্র বাক্য হইতে পারে না।

৫ প্রশ্ন—বেদ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানকে বেদ বলা যায়। তাঁহার নিয়ম জ্ঞানকেও বেদ বলা যায়। পরমেশ্বর তন্নিষ্ঠ তপস্বি বিশেষ বিশেষ ঋষিদিগের মনে আপনার স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানকে ও নিয়ম জ্ঞানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ঋষিরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া লোকের হিতের নিমিত্তে গ্রন্থ বদ্ধ করিয়া পৃথিবীতে প্রচার করিলেন, সুতরাং তাহাতেও বেদ শব্দ প্রযোজ্য হয়।

৬ প্রশ্ন— বেদ নিত্য না রচিত?

উত্তর — পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান বেদ শব্দে যদি প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহা অবশ্য নিত্য, যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানও তাঁহাতে নিত্যই আছে। কেবল ঈশ্বরের নিয়ম জ্ঞান যদি বেদ শব্দে তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহা অনিত্য, যে হেতু পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট তাবৎ নিয়মই যখন অনিত্য, তখন সেই সকল নিয়ম জ্ঞান যে অনিত্য তাহাতে সংশয় কি? আর পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও নিয়ম জ্ঞানের উদ্বোধক ঋষিপ্রণীত বাক্য সমূহ যদি বেদ শব্দে অভিপ্রেত হয়, তবে তাহা রচিত জন্য সুতরাং অনিত্য। কিন্তু ইহাতেও যদি নিত্য শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তবে তাহার অভিপ্রায় আপেক্ষিক নিত্য ব্যতীত কখনও কূটস্থ নিত্য হইতে পারে না।

৭ প্রশ্ন—নিত্য শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, সেই নিত্য; এবং বেদেতে ইহাকেই কূটস্থ

নিত্য বলে। অনেক কাল স্থায়ী যে বস্তু তাহাকে আপেক্ষিক নিত্য বলা যায়।

৮ প্রশ্ন— নিত্য এক না অনেক?

উত্তর — নিত্য এক পরমেশ্বর মাত্র।

৯ প্রশ্ন— প্রমাণ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর — যাহার দ্বারা নিশ্চয় হয়, তাহার নাম প্রমাণ।

১০ প্রশ্ন—প্রমাণাধীন প্রমেয় না প্রমেয়াধীন প্রমাণ?

উত্তর — প্রমাণের অধীন প্রমেয়।

১১ প্রশ্ন— অতীন্দ্রিয় শব্দের অর্থ কি?

উত্তর — যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাই অতীন্দ্রিয়।

১২ প্রশ্ন—অতীন্দ্রিয় অপরিজ্ঞাত না পরিজ্ঞাত?

উত্তর—অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষের অগোচর, কিন্তু অন্য প্রমাণ দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

১৩ প্রশ্ন— অব্যক্ত শব্দের অর্থ কি?

উত্তর — পরমেশ্বরের শক্তি।

১৪ প্রশ্ন—অব্যক্ত অনির্ণীত না নির্ণীত?

উত্তর —তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা তাহা নির্ণীত হইতেছে। এই কার্য্য না থাকিলে তাহা নির্ণীত হইত না।

১৫ প্রশ্ন—স্বরূপ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর —বস্তুর সহিত অভেদ।

১৬ প্রশ্ন—স্বরূপ বস্তুর বিগ্রহ না ভিন্ন?

উত্তর —যে বস্তুর যে স্বরূপ তাহা সেই বস্তু হইতে ভিন্ন হইতে পারে না।

১৭ প্রশ্ন—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—যিনি সত্য, যিনি জ্ঞান, যিনি আনন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।

১৮ প্রশ্ন—সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম না অন্য?

উত্তর —এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নহে।

১৯ প্রশ্ন—সর্ব্বশক্তিমান্ পদের অর্থ কি?

উত্তর —সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট।

২০ প্রশ্ন—সর্ব্ব শক্তিমান্ পদের বিশেষ্য ধর্ম্মী না ধর্ম্ম?

উত্তর—ধর্ম্মী।

প্রশ্ন কর্ত্তার পত্রের অপরাংশ পাঠ দ্বারা বোধহইতেছে যে তিনি এই সকল প্রশ্ন এই ছলে লিখিয়াছেন যেন আমারদিগের তদুত্তর বাক্যই ব্রহ্মের শরীর সংস্থাপনের প্রতি প্রমাণ হইবেক। তিনি এই অভিপ্রায়ে স্বীয় মনে ইহার যে সকল উত্তর কল্পনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমারদিগের উত্তরের অনেক ভিন্নতা দেখিতে পাইবেন; এপ্রযুক্ত যে পর্য্যন্ত আমারদিগের এই উত্তরের প্রত্যুত্তর তিনি না দেন, কেবল বাক্ কলহে পর্য্যবসান সম্ভাবনায় সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে কোন উক্তি করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিলাম। আমারদিগের এই উত্তর দৃষ্টি করিয়া যখন তিনি পুনর্ব্বার ব্রহ্মের শরীর সংস্থাপনে চেষ্টা করিবেন, তখন তাহার উত্তর প্রদানে আমরা প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তাঁহার প্রতি আমারদিগের এই বিশেষ অনুরোধ যে ক্রোধাদি শূন্য হইয়া যেন তিনি লেখনী ধারণ করেন; যেহেতু ধর্ম্মের বিষয়ে বাদানুবাদে ক্রোধ ও কটূক্তি প্রকাশ করিলে সত্যের নিরূপণ হয় না, কেবল কলহ উপস্থিত হয়, এবং উভয়তঃ মনের মালিন্য জন্মে। তিনি যে সকল প্রশংসাপর বাক্য আমারদিগের প্রতি বিন্যাস করিয়াছেন, আমরা তাহার যোগ্য নহি, সে সকল তিনি কেবল আপনার গুণেই লিখিয়াছেন।

নূতন গ্রহ প্রকাশ

আস্ত্রিয়া নামক এক নূতন গ্রহ সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বে আমারদিগের দেশে পৃথিবী ব্যতীত মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই পঞ্চ গ্রহ বিজ্ঞাত ছিল; পরে ইউরোপ খণ্ডস্থ পণ্ডিতদিগের দ্বারা হর্ষেল, জুনো, বেস্তা, শিরিশ, পলাশ, এই পঞ্চ গ্রহ প্রকাশ হয়। সম্প্রতি আস্ত্রিয়া নামক আর এক গ্রহ প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রকাশিত একাদশ গ্রহ সূর্য্য হইতে বিশেষ বিশেষ দূরে থাকিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, তদনন্তর শুক্র, তদনন্তর পৃথিবী, তৎপরে মঙ্গল, বেস্তা, জুনো, শিরিশ, পলাশ, বৃহস্পতি, শনি এবং হর্ষেল যথাক্রমে

সূর্য্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন দূর পথে ভ্রমণ করে। আস্ত্রিয়া গ্রহ বেস্তা এবং জুনো এই দুই গ্রহের মধ্যবর্ত্তি পথে থাকিয়া ১৫২১ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

বিজ্ঞাপন

আগামি ২৯ বৈশাখ রবিবার বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক, তাহাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ২৮ সংখ্যক নিয়মানুসারে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণ রূপে সভ্যদিগকে অবগত করা যাইবেক।

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর দুই বৎসরের নিমিত্তে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সে দুই বৎসর গত হইয়াছে ; অতএব আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে তাঁহার পদ শূন্য প্রযুক্ত অন্য এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত জন্য বিবেচনা হইবেক।

দশজন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৬ সংখ্যক নিয়ম বিচারিত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাসম্মানপুরঃসরনিবেদনমিদং।

আপনি সভ্যদিগকে বিজ্ঞাপন করিবেন যে আগামি সাম্বৎসরিক সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৬ সংখ্যক এই নিয়ম বিচারিত হয় যে "সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।" নিবেদনমিতি। ২৩ চৈত্র ১৭৬৭।

শ্রীচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
শ্রীবেণীমাধব দে।
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।
শ্রীরসিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীরামলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
শ্রীযশোদাকুমার পাণি।
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজের ধনের আয় ব্যয় বিষয়ক সুনিয়ম সংস্থাপন জন্য বিশেষ বিবেচনার আবশ্যক হইয়াছে, অতএব আমি তাবৎ ব্রাহ্মদিগকে আগামি ১৫ বৈশাখ রবিবার বৈকালে ৪ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজের গৃহে এই বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করিতেছি ; ব্রাহ্মেরা তৎকালে সভাস্থ হইয়া তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
প্রধান উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

"ব্রহ্মবিষয়ক গীত সমূহ" মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে। তাহার মূল্য চারি আনা।

অশুদ্ধ শোধন

২১ সঙ্খ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৬৯ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে "ফল প্রভৃতিকে" এই বাক্য আছে, তৎ পরিবর্ত্তে "ফল এবং পুত্র পশু প্রভৃতিকে" এই বাক্য হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চতুর্থভাগ
৩৪ সংখ্যা
১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

এইক্ষণে ধর্ম্ম বিষয়ে উৎসাহের স্রোত যে প্রকার প্রবল হইয়াছে, এবং আন্দোলনের তরঙ্গ যে প্রকার উচ্চতর হইয়াছে, তাহা কেবল তত্ত্ববোধিনী সভার ক্রমাগত যত্নের ফল। বিশেষতঃ যদবধি এসভার অধীনে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, তদবধি এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং মূল শাস্ত্র উপনিষৎ এবং তৎ প্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক নানা বিধ গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা নানা স্থানে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। এই যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা যাহা কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান ব্যতীত হুগলি, সুখসাগর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, বারাসত, মেদিনীপুর, ঢাকা, বহরমপুর, কাশী, ইন্দোর প্রভৃতি দূর দেশ পর্য্যন্ত প্রতি মাসে বিস্তারিত হয়, তাহা পাঠ দ্বারা বেদান্তের মর্ম্ম অনেকে জ্ঞাত হইতেছেন, তাঁহারা এই ধর্ম্ম শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিধিবৎ গ্রহণ করিতেছেন, এবং অন্যের মনে তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে দৃঢ়রূপে যত্ন করিতেছেন। এই হেতু বিরোধি খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার কেবল বেদান্তবাদিদিগের দ্বারাই নিবারিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। খ্রীষ্টানেরা আমারদিগের শাস্ত্রের প্রতি যে সকল দোষ আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই বারম্বার খণ্ডিত হইয়াছে, এবং গত বৎসরে এক বালককে সস্ত্রীক খ্রীষ্টান করিবার বিষয় এই পত্রিকাতে আন্দোলিত হওয়াতে কলিকাতা নগরে সহস্র দরিদ্র বালকের অধ্যয়ন উপযুক্ত দুই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে — অদ্যাপি তাঁহারদিগের সহিত যে সকল বাদানুবাদ হইতেছে তাহাও এই তত্ত্ববোধিনী সভা কিম্বা বেদান্তধর্ম্মাবলম্বিদিগের দ্বারাই হইতেছে। জগদীশ্বর প্রসাদে কি উপযুক্ত সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল! এই সময়ে যখন মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে খ্রীষ্টানেরা অতি প্রবল রূপে আমারদিগের ধর্ম্মনাশে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছে, তখন এই তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্থিতি না হইলে বেদান্ত ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি দূরে থাকুক, তাহা রক্ষা করিবার আশাও এতদিনে অবসন্ন হইত। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, যে অতি উপযুক্ত কালে এই সভার সংস্থাপন দ্বারা অনেকের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, এবং সত্যের আলোক ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইতেছে। অজ্ঞান বশতঃ পূর্ব্বে যাঁহারা প্রচলিত কাল্পনিক ধর্ম্মকে স্বদেশর প্রকৃত ধর্ম্ম রূপে জানিয়া খ্রীষ্টানধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠরূপে ব্যক্ত করিতেন, তাঁহারাও এইক্ষণে এই পত্রিকা দ্বারা আপনারদিগের

বেদান্ত প্রতিপাদ্য যথার্থ ধর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে গ্রহণ করিতেছেন, বরঞ্চ সেই কল্পিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে সত্যধর্ম্মের বিরোধী জানিয়া তাহার নিবারণ নিমিত্তে যত্নবান্ হইতেছেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ জনক গ্রন্থ সকল বিনা মূল্যে বিতরণ করিলেও যাঁহারা অবহেলা করিয়া তাহাতে একবার নয়ন নিঃক্ষেপ করিতেন না, এইক্ষণে অতি যত্নবান্ হইয়া সে সকল গ্রন্থ তাঁহারা মূল্য দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন। এই প্রকারে জ্ঞানের বাহুল্য প্রযুক্ত ঘোরতর পৌত্তলিক পরিবার হইতেও অনেকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম হইয়াছেন, এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কূপে পতনের এক পাদ বিক্ষেপ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতেও অনেকে প্রত্যাগত হইয়া পরব্রহ্মের আরাধনাতে রত হইয়াছেন। বিপক্ষেরা যে সশঙ্কিত হইয়াছে — ধর্ম্মাভিমানী পৌত্তলিকেরা যে প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে, এবং খ্রীষ্টানেরা যে অস্থির হইয়া আমারদিগের ধর্ম্মের প্রতি অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ব্যগ্র হইয়াছে, ইহাই এসভার উন্নতির চিহ্ন। বীজ যখন মৃত্তিকা মধ্যে আবৃত রহে — অঙ্কুর যখন তৃণের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন তাহাকে কে সন্ধান করে? কিন্তু বৃক্ষ যখন বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং কোমল শাখা সকল ফল পুষ্প ভরে নত হয়, তখন অবোধ জন্তুরা তাহাকে আহার করিতে ধাবিত হয়, এবং পাষণ্ড চৌরেরা তাহাকে হরণ করিতে ব্যস্ত থাকে। আমারদিগের এই সভা স্বরূপ শোভাবিশিষ্ট উন্নত বৃক্ষের প্রতি হিংস্রকদিগের দৃষ্টিপাত হইয়াছে, অতএব এইক্ষণে তাহার রক্ষার নিমিত্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বল ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু শত্রুর যে প্রকার আড়ম্বর, মিত্রেরা কি তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন? এমত মহতী সভার পরিপালন জন্য যে প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন তাহা অদ্যাপি লব্ধ হইতেছে না। অনেক সভ্য সমর্থ হইলেও এই পত্রিকার মূল্য স্থানে চারি আনা মাত্র মাসে দান করিয়া আপনারদিগকে কৃতকার্য্য জানেন, এবং সেই অল্প দাতব্যও অনেকে নিয়মিত রূপে পরিশোধ করিতে ক্লেশ বোধ করেন। এসভার কার্য্য যে জ্ঞান দান এবং ধর্ম্মের প্রচার এজন্য প্রত্যেকের বিশেষ রূপে আনুকূল্য করা উচিত, ইহা তাঁহারদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। সাহায্যের বৃদ্ধি হইলে কোন্ বিষয় শীঘ্র ফলদায়ক না হয়? বালকদিগকে বিদ্যাদান এবং ধর্ম্মোপদেশ জন্য এসভার অধীন এক মাত্র পাঠশালা বংশবাটীতে স্থাপিত আছে, যদি সভার আয় অধিক হইত, তবে এই সভার প্রতিজ্ঞানুসারে এপ্রকার পাঠশালা স্থানে স্থানে স্থাপন দ্বারা শীঘ্র এধর্ম্ম প্রচারের উপায় হইত। এপর্য্যন্ত বিশেষতঃ গত বৎসরে কত স্থানের লোকেরা তাঁহারদিগের গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্তে সভাকে সাধনা করিয়াছেন, কি আক্ষেপের বিষয় যে সভ্যদিগের বিশেষ আনুকূল্য অভাবে আয়ের অল্পতা প্রযুক্ত এই সভা তাঁহারদিগের প্রার্থনাকে পূর্ণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সুখসাগর এবং মন্নপুরস্থ সভ্য এবং ব্রাহ্মদিগকে ধন্যবাদ, যে তাঁহারা কেবল আপনারদিগের যত্নে ও তৎতৎ গ্রামবাসিদিগের সাহায্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার মানসে এতদ্রূপ পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের কি কৃপা! চতুর্দ্দিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও এবং মিত্র দ্বারা বিশেষ আনুকূল্য প্রাপ্ত না হইয়াও এ সভা নির্ব্বিঘ্ন রহিয়াছে, এবং ক্রমশঃ প্রবলই হইতেছে। এই সভা হইতে পূর্ব্বে এক জন ছাত্র বেদাধ্যয়ন জন্য কাশীধামে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এবং অতি কৃতজ্ঞতার সহিত ব্যক্ত করিতেছি, যে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের সাহায্য দ্বারা গত বৎসরে আর তিন জন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইয়াছেন। সভার নিবাস জন্য তাহার অধিকারে স্থান নাই, এপ্রযুক্ত সভ্যেরা এক বাটী নির্ম্মাণের জন্য স্থির করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য দান সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত বৎসরের প্রধান শুভ চিহ্ন এই, যে পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মসমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে, যেখানে অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। নানা বিদ্যার স্থান কলিকাতা মধ্যেও পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের নাম উচ্চারণ করিতে লোক সশঙ্কিত হইতেন, এইক্ষণে বিচ্ছেদ কলহের আধার স্থান পল্লীগ্রাম মধ্যেও ব্রাহ্মেরা নির্ভয়ে সমাজ সকল স্থাপনা করিতে সমর্থ হইতেছেন। অতএব সভ্যেরা দৃষ্টি করুন যে এসভার কার্য্য কেবল মনঃকল্পিত নহে, সম্ভব পরও নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল লব্ধ হইতেছে; এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা যে পরিমাণে আনুকূল্য করিবেন, তৎ পরিমাণে স্বদেশের মঙ্গল বৃদ্ধি হইবেক। অতএব প্রার্থনা করি যে কেবল পত্রিকা বা গ্রন্থ প্রাপ্তির প্রতি প্রতীক্ষা না করিয়া জন্ম ভূমির উপকার জন্য স্বীয় স্বীয় সাধ্য অনুসারে সভ্যেরা সাহায্য করুন, এবং এই সভাকে ক্রমাগত উন্নত করুন।
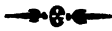
বিষ্ণুপুরাণ

প্রথম অংশ। সপ্তমাধ্যায়।

সনন্দাদিকে সৃষ্টি বিষয়ে নিরপেক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মার ত্রৈলোক্য দহন যোগ্য মহা ক্রোধ উপস্থিত হইল। সেই ক্রোধ হইতে উৎপন্ন যে তেজঃ সমূহ তদ্দ্বারা ত্রৈলোক্য দীপ্ত হইল, এবং ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার ভয়ানক ললাট হইতে সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট রুদ্রের উৎপত্তি হইল। তাহার অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধ নর শরীর প্রচণ্ড এবং প্রকাণ্ড। ব্রহ্মা তাহাকে কহিলেন যে আত্ম শরীরের স্ত্রী পুরুষ ভাগকে পৃথক্ কর, ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে রুদ্র হইতে স্ত্রী পুরুষ রূপ ভেদে দ্বিধা সৃষ্টি হইল, স্ত্রী পুরুষ রূপকে সৌম্যাসৌম্য রূপে নানা প্রকার ভেদ করিলেন। পরে ব্রহ্মা আত্ম হইতে পূর্ব্ব সৃষ্ট স্বায়ম্ভুব মনুকে প্রজাপালনার্থে স্থাপিত করিলেন। রুদ্র সৃষ্টা যে নারী তাহার নাম শতরূপা, তাহাকে স্বায়ম্ভুব মনু বিবাহ করিলেন। শতরূপা স্বায়ম্ভুব মনু হইতে দুই পুত্র ও দুই কন্যা উৎপন্ন করিলেন, পুত্র দ্বয়ের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ, কন্যা দ্বয়ের নাম প্রসূতি এবং আকূতি, প্রসূতি নাম্নী কন্যা দক্ষকে দান করিলেন, ও আকূতি নাম্নী কন্যা রুচিকে দান করিলেন। রুচি হইতে আকূতি গর্ভে যজ্ঞ নামক পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞ হইতে দক্ষিণা গর্ভে যাম নামক দ্বাদশ দেবতার জন্ম হইল। প্রসূতি গর্ভে দক্ষ চতুর্ব্বিংশতি কন্যা উৎপন্ন করিলেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, ঋদ্ধি, কীর্ত্তি, এই ত্রয়োদশ কন্যা ধর্ম্মকে সম্প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট খ্যাতি, সতী, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা, সন্নতি, অনুসূয়া, ঊর্জ্জা, স্বাহা, স্বধা, এই একাদশ কন্যা ভৃগু, ভব, মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, বহ্নি, পিতৃলোক, এই একাদশ জনকে দান করিলেন। ধর্ম্মের ত্রয়োদশ পত্নীর পুত্রের নাম। শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মীর পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির পুত্র লোভ, মেধার পুত্র শ্রুত, ক্রিয়ার পুত্র দণ্ড, নয়, এবং বিনয়, বুদ্ধির পুত্র বোধ, লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবসায়, শান্তির পুত্র ক্ষেম, ঋদ্ধির পুত্র সুখ, কীর্ত্তির পুত্র যশঃ। কাম হইতে নন্দী নাম্নী ভার্য্যাতে হর্ষের উৎপত্তি হয়। অধর্ম্মের ভার্য্যা হিংসা, তাহার পুত্র অনৃত ও কন্যা নিকৃতি, এই দুই জন হইতে ভয় ও নরক এই দুই পুত্র হইল, এবং মায়া ও বেদনা এই দুই কন্যা হইল। মায়া গর্ভে ভয় হইতে মৃত্যুর উৎপত্তি এবং বেদনা গর্ভে রৌরব হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইল। মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা, ক্রোধ এই সকলের উৎপত্তি হইল। ইহারা ভার্য্যা পুত্র রহিত এবং এই জগতের প্রলয় হেতু হইয়াছে।

তাৎপর্য্য

রূপক বর্ণনা দ্বারা পুরাণ ইতিহাস যে পূর্ণ রহিয়াছে, এই সৃষ্টি প্রকরণ তাহার এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে। রুচি দ্বারা যজ্ঞেতে প্রবৃত্তি হয় এবং দক্ষিণা দ্বারা যজ্ঞের সমাপন হয়, এই নিমিত্তে যজ্ঞ এবং দক্ষিণার পরস্পর সম্বন্ধ প্রযুক্ত তাহারদিগকে রুচির পুত্র কন্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দক্ষ শব্দের অর্থ নিপুণ; যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চিত্ত নিপুণ হয়, তাঁহাতে শ্রদ্ধা প্রভৃতি অধিষ্ঠান করে, অতএব তাহারদিগকে দক্ষের কন্যা বলিয়া আরোপ করিয়াছেন। ধর্ম্মশীল ব্যক্তি শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি প্রভৃতির আশ্রয় হয়েন, এই নিমিত্তে প্রথম ত্রয়োদশ কন্যাকে ধর্ম্মের ভার্য্যারূপে কল্পনা করিয়াছেন। অবশিষ্ট একাদশ কন্যাকে যে একাদশ মুনি প্রভৃতিকে সম্প্রদান করিয়াছেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে ভৃগু প্রভৃতি নয় জনের মধ্যে যিনি যে বিশিষ্ট গুণের অধিকারী ছিলেন, তাঁহাকে সেই গুণের স্বামী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন; আর স্বাহা শব্দ দ্বারা অগ্নিতে দ্রব্যাদি দান করা যায়, এবং স্বধা শব্দের উচ্চারণ দ্বারা পিতৃলোককে দান করা যায়, এই হেতু স্বাহা অগ্নির

ভার্য্যা এবং স্বধা পিতৃলোকের ভার্য্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে শ্রদ্ধা হইলে প্রথম কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, লক্ষ্মী অর্থাৎ সৌভাগ্য কালে দম্ভের সম্ভাবনা হয়, ধৃতি দ্বারা চিত্তকে নিয়মে রাখা যায়, তুষ্টি দ্বারা সন্তোষ সুখ প্রাপ্ত হয়, পুষ্টি দ্বারা লোভের সম্ভাবনা হয়, মেধা দ্বারা সুলভে বেদ শিক্ষা হয়, তম, রজঃ, সত্ব এই ত্রিগুণানুসারে দণ্ড, নয়, এবং বিনয় এই তিন প্রকার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি শক্তি দ্বারা সুলভে বোধ হয়, লজ্জা দ্বারা বিনয় ব্যবহার হয়, সবল শরীর দ্বারা কর্ম্মে দৃঢ় উদ্যোগের সামর্থ্য হয়, শান্তি দ্বারা ক্ষেমোৎপত্তি হয়, ঋদ্ধি দ্বারা সুখ প্রাপ্তি হয়, এবং কীর্ত্তি দ্বারা যশোলাভ হয়। এইহেতু ধর্ম্মের ঔরসে শ্রদ্ধার পুত্র কাম, লক্ষ্মার পুত্র দর্প, ধৃতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ ইত্যাদি কল্পনা দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। অধর্ম্মের দ্বারা সৃষ্টির হিংসা অর্থাৎ উচ্ছেদ সম্ভাবনা হয়, এপ্রযুক্ত হিংসাকে অধর্ম্মের স্ত্রী রূপে উক্ত করিয়াছেন। অনৃত (মিথ্যা) এবং নিকৃতি (কুকর্ম্ম) এই দুই কদাচার সকল অধর্ম্মের আশ্রয় হইয়াছে, অতএব ইহারা অধর্ম্মের পুত্র কন্যা রূপে আরোপিত হইয়াছে। মায়া,* ভয়, বেদনা এবং নরক এই সমুদয় অধর্ম্মের ফল, অতএব ভয় ও নরক উভয় অনৃত ও নিকৃতির পুত্র এবং মায়া ও বেদনা তৎ কন্যা রূপে উক্ত হইয়াছে। ইহারদিগের দ্বারা যাতনা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সঙ্ঘটিত হয়, অতএব মায়া ও ভয়ের পুত্র মৃত্যু, এবং বেদনা ও নরকের পুত্র দুঃখ রূপে কল্পিত হইয়াছে। ক্রোধ, লোভ, শোক, জরা, ব্যাধি মৃত্যুর উপকারী, অতএব ইহারা মৃত্যুর সন্তান বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহত্তত্ব, অহঙ্কার, ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির যে সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের জন্ম এবং তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধির ক্রমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। জড়পদার্থ প্রকৃতি এবং চেতন পদার্থ পুরুষ এই উভয় দ্বারা গর্ভে সন্তানের রচনা হইতে থাকে, অতএব প্রকৃতি পুরুষকে সৃষ্টির প্রধান কারণ রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার দ্বারা যদি এমত বোধ হয় যে প্রকৃতি পুরুষ ব্যতীত সৃষ্টির কোন আদি কারণান্তর নাই, এই আশঙ্কাতে বলিয়াছেন যে সৃষ্টিকালে প্রকৃতি পুরুষকে পরমেশ্বর ক্ষুব্ধ করেন, অর্থাৎ এই রূপে তাহারদিগকে সম্বন্ধ করেন যাহাতে সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি' এই জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে জীবের যখন কোন বৃত্তি প্রকাশ পায় না, তখন তাহাকে মহত্তত্ব শব্দ বলা যায়, সুষুপ্তি অবস্থায় যখন জীব সমুদয় বৃত্তি রহিত হয়, আপনাকেও উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন সে মহত্তত্ব মাত্র থাকে। অতএব প্রথমতঃ পুরুষ এবং প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বের উৎপত্তি হয়, এবং মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কারের জন্ম হয়, এই রূপ উক্তি হইয়াছে। বীজ বৃক্ষাদি যে প্রকার ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে, ত্রিগুণ যুক্ত মহত্তত্ব রূপ জীব সেই প্রকার শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। এই মহত্তত্ব দ্বারা উৎপন্ন যে অহঙ্কার তাহা হইতে পৃথিব্যাদি ভূত এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উদ্ভব হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে জীব যখন আপনাকে অহংবৃত্তি রূপে অনুভূত করে, তখন তাহাকে অহঙ্কার শব্দে উক্ত করা যায়, এই অবস্থাযুক্ত হইলে ক্রমশঃ ভূত এবং ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞাত হয়। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ রূপ রসাদি গুণের উপলব্ধি ব্যতীত তদ্গুণ বিশিষ্ট পঞ্চভূতের জ্ঞান হইতে পারে না, এই হেতু বলিয়াছেন যে রূপাদি প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে প্রত্যেক ভূতের উৎপত্তি হয়। এই রূপ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইলে পরে আপনার ইন্দ্রিয় সকলের জ্ঞান হয়; যদি রূপের দৃষ্টিই না হইত, তবে আমারদিগের দর্শনেন্দ্রিয় যে আছে ইহা বোধ হইত না। অতএব রূপ রসাদি বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইলে তদ্গ্রহণ জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল আমারদিগের আছে ইহা প্রতীত হয়,

* মায়া শব্দের অর্থ এস্থলে প্রবঞ্চনা।

এবং ক্রমশঃ শারীরিক কর্ম্মদ্বারা হস্ত পদাদি আত্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল জাত হইতে থাকে, অতএব বলিয়াছেন যে তামস অহঙ্কার হইতে যে রূপ পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়, তৈজস অহঙ্কার হইতে তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকলের উৎপত্তি হয়। বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইলে জীবের মনন করিবার সামর্থ্য হয়, অতএব বলিয়াছেন যে বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মনের সৃষ্টি হইয়াছে।

কঠোপনিষৎ

তৃতীয়া বল্লী

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০॥

অধুনা যৎ পদং গন্তব্যং তস্য অধিগমঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যেবমর্থমিদমারভ্যতে। 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়দ্বারেভ্যঃ 'পরাঃ হি অর্থাঃ' [illegible]রসাদিবিষয়াঃ। 'অর্থেভ্যশ্চ পরং' সূক্ষ্মতরং মহচ্চ 'মনঃ'। 'মনসঃ তু' 'অপি' 'পরা' সূক্ষ্মতরা মহত্তরা চ 'বুদ্ধিঃ'। 'বুদ্ধেঃ' 'পরঃ' 'আত্মা মহান্' সর্ব্বমহত্ত্বাদব্যক্তাদ্ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং জীবসমষ্টিরূপং মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে॥ ১০॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয়, আর বিষয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, আর মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, আর বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন॥ ১০॥

তাৎপর্য্য

সমুদয় বিষয়ের তুলনায় এই শরীর অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা মন গ্রহণ করে, এবং তৎপরে বিষয় অভাবেও তাহাকে মনন করিতে সমর্থ হয়; এজন্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধিদ্বারা বস্তুর যাথার্থ্যের প্রতি নিশ্চয় হয়, এজন্য মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি মনের তাবৎ বৃত্তির আধার স্বরূপ জীবাত্মা হইয়াছেন, অতএব বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন॥ ১০॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১॥

'মহতঃ' অপি 'পরং' সূক্ষ্মতরং সর্ব্বমহত্তরঞ্চ 'অব্যক্তং' সর্ব্বস্য জগতোবীজভূতমব্যাকৃতনামরূপসতত্ত্বং পরমাত্মন্যোতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ। তস্মাৎ 'অব্যক্তাৎ' 'পরঃ' সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণকারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ মহাংশ্চ 'পুরুষঃ' সর্ব্বপূরণাৎ। ততোঽন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ। 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ' ইতি। যস্মান্নাস্তি পুরুষাচ্চিন্মাত্রঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্তুন্তরং তস্মাৎ সূক্ষ্মত্বমহত্ত্বপ্রত্যগাত্মত্বানাং 'সা' 'কাষ্ঠা' নিষ্ঠা পর্য্যবসানং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং 'সা' 'পরা' প্রকৃষ্টা 'গতিঃ'॥ ১১॥

জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, আর মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই পরমাত্মা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি কাষ্ঠা আর তিনি সকলেরই প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন॥ ১১॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া শব্দে বলা যায়; পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন। বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার স্বীয় শক্তি হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ হয়েন। পরমাত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি সকলের পরম আশ্রয় এবং প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন॥ ১১॥

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২॥

দর্শয়তি প্রত্যগাত্মত্বং সর্ব্বস্য। 'এষঃ' পুরুষঃ 'সর্ব্বেষু' ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু 'ভূতেষু' 'গূঢ়ঃ' সম্বৃতঃ-প্রচ্ছন্নোঽতএব সঃ 'আত্মা ন প্রকাশতে' অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বান্ন প্রকাশতে। 'দৃশ্যতে তু' সংস্কৃতয়া 'বুদ্ধ্যা' 'অগ্র্যয়া' অগ্রমিবাগ্র্যা তয়ৈকাগ্রতয়োপেতয়েত্যেতৎ। 'সূক্ষ্ময়া' সূক্ষ্মবস্তুনিরূপণপরয়া। কৈঃ 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' পরং সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ তৈঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ॥ ১২॥

এই পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকটে অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি পণ্ডিত সকল সূক্ষ্ম এবং একনিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন॥ ১২॥

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত-আত্মনি॥ ১৩॥

'যচ্ছেৎ' নিয়চ্ছেদুপসংহরেৎ 'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী। কিং 'বাক্' বাচং। বাগত্র উপলক্ষণার্থা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং। ক্ব 'মনসী' মনসি ছান্দসং দৈর্ঘ্যং। 'তৎ' চ

মনঃ 'যচ্ছেৎ' 'জ্ঞানে' প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধৌ 'আত্মনি'। 'জ্ঞানং' বুদ্ধিং 'আত্মনি মহতি' প্রথমজে 'নিয়চ্ছেৎ'। 'তৎ' তঞ্চ মহান্তমাত্মানং 'যচ্ছেৎ' 'শান্তে' অবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ববুদ্ধি প্রত্যাগ্‌সাক্ষিণি মুখ্যে' আত্মনি'॥ ১৩॥

জ্ঞানী ব্যক্তি বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেন, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন, বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন, আর জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা, অতএব তাঁহার উপাসনা কালীন কি উপায় দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা যায় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন, যে বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেক। ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপাসনা কালীন একান্তে তাঁহাতে চিত্তের অভিনিবেশ নিমিত্তে সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিরস্ত রাখিবেন। মনন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া সেই মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে এবং মনন হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া কেবল এই বুদ্ধি মাত্রকে অবলম্বন করিবেন যে জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম নিশ্চিত আছেন। পরে সেই বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন। জীবাত্মা হইতে যে সমুদয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমুদয় বৃত্তি সমষ্টিকে মন শব্দে ব্যক্ত করা যায়, এবং সেই প্রত্যেক বৃত্তি মনের বৃত্তি রূপে গণ্য হয়। মনের তাবৎ বৃত্তিকে দুই প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়, বহির্ব্বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে বহির্বৃত্তি বলা যায়, এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে অন্তর্বৃত্তি বলা যায়। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, শীত, গ্রীষ্ম, পিপাসা, কথন, গ্রহণ, গমন এই সকল মনের বাহ্য বৃত্তি; এবং মনন, তুলনা, বিবেচনা, কল্পনা, সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি অন্তর্বৃত্তি। কেবল সমুদয় বৃত্তির সমষ্টি যে মন শব্দে উক্ত হয় এমত নহে, অন্তরিন্দ্রিয়কেও মন শব্দে বলা যায়, এবং কখন কখন অন্তর্ব্বৃত্তির মধ্যে কেবল মনন বৃত্তিকেও মন বলা যায়। এই শরীরে জীবাত্মার তিন প্রকার অবস্থা; জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, এবং সুষুপ্তি অবস্থা। যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন জীবাত্মার জাগ্রদবস্থা, যখন জীবাত্মাতে কেবল অন্তর্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা, এবং যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তি উভয় বৃত্তিরই উপরম হয়, তখন তাহার সুষুপ্তি অবস্থা। সুষুপ্তি কালে জীবাত্মার যে অবস্থা সেই তাহার স্বরূপ অবস্থা। এক মাত্র ঈশ্বর নিশ্চিত আছেন এই রূপ বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মার স্বরূপে লয় করিবেন, অর্থাৎ তাবৎ বৃত্তি শূন্য সূক্ষ্ম জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা অন্তরাত্মা রূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন, এবং পরে সেই জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন ॥ ১৩ ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১৪ ॥

তদ্দর্শনার্থমনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তাঃ 'উত্তিষ্ঠত' হে জন্তব আত্মজ্ঞানাভিমুখা ভবত 'জাগ্রত' অজ্ঞাননিদ্রায়া ঘোররূপায়াঃ সর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথং 'প্রাপ্য' উপগম্য 'বরান্' প্রকৃষ্টানাচার্য্যাংস্তদ্বিদঃ তদুপাদিষ্টং সর্ব্বান্তরমাত্মানং 'নিবোধত' অবগচ্ছত। নহ্যুপেক্ষিতব্যমিতি শ্রুতিরনুকম্পয়াহ মাতৃবৎ। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞেয়স্য। কিমিব সূক্ষ্মবুদ্ধিরিত্যুচ্যতে। 'ক্ষুরস্য' 'ধারা' অগ্রং 'নিশিতা' তীক্ষ্ণীভূতা 'দুরত্যয়া' দুঃখেনাত্যয়ো যস্যা সা যথা পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া তথা 'দুর্গং' দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ 'পথঃ' পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং 'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'তৎ' 'বদন্তি'। জ্ঞেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৪॥

হে মনুষ্য সকল অজ্ঞান রূপ নিদ্রা হইতে উঠ, জাগ্রৎ হও, আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্মজ্ঞানকে জান। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান পথকে পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫॥

তৎ কথমতি সূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্য ইত্যুচ্যতে। 'অশব্দম্ অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং তথা অরসং নিত্যং অগন্ধ-

স্বং চ যৎ' ব্রহ্ম। অবিদ্যমানং আদিকারণং অস্যেতি তদিদং 'অনাদি' তথা অবিদ্যমানোঽন্তো যস্য তৎ 'অনন্তং'। 'মহতঃ' মহত্তত্ত্বাৎ 'পরং' বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ। 'ধ্রুবং' কূটস্থং নিত্যং ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বং। 'নিচায্য' অবগম্য 'তৎ' এবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং 'মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুচ্যতে' বিযুজ্যতে ॥ ১৫ ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হীন হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য অনাদি অনন্ত নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

তাবৎ বৃত্তি শূন্য সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন যে জীব তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলা যায় ॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং।
উক্ত্বা শ্রুত্বাচ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্যর্থমাহ শ্রুতিঃ। 'নাচিকেতং' নচিকেতসা প্রাপ্তং মৃত্যুনা প্রোক্তং 'মৃত্যুপ্রোক্তং' 'উপাখ্যানং' 'সনাতনং' চিরন্তনং 'উক্ত্বা' ব্রাহ্মেভ্যঃ 'শ্রুত্বা চ' আচার্য্যেভ্যঃ 'মেধাবী' 'ব্রহ্মলোকে' 'মহীয়তে' ॥ ১৬ ॥

মৃত্যু কথিত এই সনাতন নাচিকেত উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্ম লোকে পূজিত হয়েন ॥ ১৬ ॥

যইমং পরমংগুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতইতি ॥ ১৭ ॥

'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' গ্রন্থং 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'গুহ্যং' গোপ্যং 'শ্রাবয়েৎ' গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ব্রাহ্মণানাং সংসদি 'ব্রহ্মসংসদি' 'প্রয়তঃ' সংযতোভূত্বা 'শ্রাদ্ধকালে' 'বা' 'তৎ' শ্রবণং 'আনন্ত্যায়' অনন্তফলায় 'কল্পতে' 'সমর্থতে' তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে' 'ইতি' দ্বির্ব্বচনমধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থং ॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্ম সমাজে অথবা শ্রাদ্ধ কালে সংযত হইয়া এই পরম আখ্যানকে শ্রবণ করাইলে তাহা অনন্ত ফলের কারণ হয় ॥ ১৭ ॥

ইতি তৃতীয়াবল্লী প্রথমাধ্যায়ঃ।

প্রেরিত পত্র

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা
সম্পাদক মহাশয়েষু

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হওয়াতে ক্রমে অন্ধকার দূর হইতেছে, বিশেষতঃ পল্যাত্মাদিগের এই পত্রিকা পরমহিতৈষিণী হইয়াছেন। এবম্ভূত গত মাসের পত্রিকা পঠন করিয়া দেখিলাম তাহাতে বর্ণধর্ম্মাখ্যায়িকা অনসঙ্গে সামান্য কায়স্থ উৎপত্তি বিষয়ে এক বচন কমলাকর ভট্ট কৃত গ্রন্থের লিখিত হইয়াছে। ঐ বচনের বিশেষার্থ প্রকাশ্য রূপে ব্যাখ্যা করিয়া না লেখাতে তদাভাসে বোধ হইতে পারে যে ব্রহ্ম কায়স্থ শূদ্র বর্ণ বা হয়েন, ক্ষত্রিয় না হয়েন। পাঠক মহাশয়দিগের এই আশঙ্কা ভঞ্জনার্থে ঐ কমলাকরের শ্লোকার্থ বিশেষ করিয়া লিখি, আগামি মাসে ঐ পত্রিকায় অত্র পত্র কৃপা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া পরমাপ্যায়িত করিতে অনুমতি হইবেক।

মাহিষ্যাদ্বৈদেহকাৎ যঃ প্রসূয়তে ॥
সকায়স্থইতি প্রোক্তস্তস্য ধর্মোবিধীয়তে।
লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং সমাচরেৎ ॥
কমলাকর ভট্টঃ ॥

মাহিষ্য গর্ভে বৈদেহ ঔরসে এক সামান্য কায়স্থ বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়েন। দেশজাত পঞ্জিকা ও পাষাণে ও ভূমিতে লেখা ইহারদিগের বৃত্তি। ইহারা বিবিধ নামে বিবিধ দেশে খ্যাত আছে, যথা শূদ্রকায়স্থ, করণ কায়স্থ, হয়গ্রীব কায়স্থ, নারায়ণ কায়স্থ, কানায়েৎ কায়স্থ, খণ্ডায়েৎ কায়স্থ, মদ্য শ্রেণী কায়স্থ, হয়হয় কায়স্থ ইত্যাদি। (কিন্তু ব্রহ্ম কায়স্থ ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন যে চিত্র গুপ্ত যম বংশজ, তিনি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় বর্ণ হয়েন। তন্ত্রে ঐ কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের দশ সংস্কার যজ্ঞোপবীত, উপনয়ন, বেদাধ্যয়নাদি বিশেষ রূপে লিখিয়াছেন যথা।

নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থবিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি ॥
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন।
অতোভবেয়ুঃ সংস্কারাগর্ভাধানাদিকাদশ ॥
বিজ্ঞানতন্ত্রং ॥*

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মা কহিতেছেন। আমার কায়া হইতে তুমি উৎপন্ন হইলে। তোমার নাম চিত্রগুপ্ত, তোমাকে লোকে কায়স্থ কহিবে। কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ, শূদ্র কদাচ নয় এই জন্য তোমার (অর্থাৎ ব্রহ্মকায়স্থের) দশ সংস্কার গর্ভাধানাদি হইল।

শিমুলিয়া }
১২ বৈশাখ } শ্রীরাজনারায়ণ মিত্রস্য।

---

* সম্পাদকোক্তি—এই প্রমাণ আমরা জ্ঞাত নহি।

মহাভারত মহাশ্লোক।

ন হি ধর্ম্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ধর্ম্মার্থৌ বেদিতুং শক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি॥
অধর্ম্মোযত্র ধর্ম্মাখ্যোধর্ম্মশ্চাধর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।
সবিজ্ঞেয়োবিভাগেন যত্র মুহ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥
অর্থধর্ম্মাবনাদৃত্য যঃ পাপে কুরুতে মনঃ।
কর্ম্মণাং পার্থ পাপানাং সফলং বিন্দতেধ্রুবং॥
সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যন্তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র সব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবচ্ছূদ্রোব্রাহ্মণোন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং সব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎসর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ।
তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণানশ্যন্তি সাধবঃ॥
কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে।
সত্যসাধুসমারম্ভাদ্বৃদ্ধর্ম্মো রাজতে॥
প্রজ্ঞয়া মানসংদুঃখং হন্যাচ্ছারীরমৌষধৈঃ।
এতদ্ধি জ্ঞানসামর্থ্যং ন বালৈঃ সমতামিয়াৎ॥
অনিষ্টসংপ্রয়োগাচ্চ বিপ্রয়োগাৎ প্রিয়স্য চ।
মনুষ্যা মনসৈর্দুঃখৈর্যুজ্যন্তে চাল্পবুদ্ধয়ঃ॥
অসন্তোষস্য নাস্ত্যন্তস্তুষ্টিস্তু পরমংসুখং।
ন শোচন্তি গতাধ্বানঃ পশ্যন্তঃ পরমাংগতিং॥
যং বিষাদোঽভিভবতি বিক্রমে সমুপস্থিতে।
তেজসা তস্যহীনস্য পুরুষার্থোন বিদ্যতে॥
অবশ্যং ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণোদৃশ্যতে ফলং।
নহি নির্ব্বেদমাগম্য কিঞ্চিৎপ্রাপ্নোতি শোভনং
অথাপ্যুপায়ংপশ্যেত দুঃখস্য পরিমোক্ষণে।
অশোচন্নারভেতৈব মুক্তশ্চাব্যসনীভবেৎ॥
ভূতেষ্বভাবং সঞ্চিন্ত্য যে তু বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ।
ন শোচন্তি কৃতপ্রজ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ পরমাংগতিং॥
সর্ব্বোপায়ৈস্তু লোভস্য ক্রোধস্য চ বিনিগ্রহঃ।
এতৎপবিত্রংলোকানান্তপোবৈ সংক্রমোমতঃ॥
পরিগ্রহংপরিত্যজ্য ভবেদ্বুদ্ধ্যায়তব্রতঃ।
অশোকস্থানমাসাদ্য নিশ্চলং প্রেত্য চেহ চ॥
নিত্যংক্রোধাত্তপোরক্ষেদ্ধর্ম্মংরক্ষেচ্চ মৎসরাৎ
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানন্তুপ্রমাদতঃ॥
আনৃশংস্যং পরোধর্ম্মঃ ক্ষমা চ পরমংবলং।
আত্মজ্ঞানং পরংজ্ঞানং সত্যব্রতংপরংব্রতং॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যে জ্ঞানং হিতংভবেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তদ্বৈ সত্যং পরংমতং॥
ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতিশ্চরেৎ।
নেদংজীবিতমাসাদ্য বৈরংকুর্বীত কেন চিৎ॥

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চতুর্থভাগ
৩৫ সংখ্যা
১ আষাঢ় ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

যদিও বহু কাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাতে বিমুখ দুর্ব্বলবুদ্ধি ব্যক্তি সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুশীলন দ্বারা শান্ত ছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে ক্রিয়াযোগ্য দেশ কাল পাত্রের অভাব প্রযুক্ত তাহাও অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় যজনযাজনাধিকারি ব্রাহ্মণেরা যদিও পূর্ব্বকার পবিত্র নাম ধারণ করিতেছেন, কিন্তু আচার ব্যবহার বৃত্তির বিপর্য্যয় দ্বারা সংস্কার বিহীন প্রযুক্ত তাঁহারা পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মণের দশ সংস্কার বিধিমত সম্পন্ন হইত, যিনি উপনয়নান্তে গুরু কুলে বাস পূর্ব্বক যথা বিধি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিতেন, ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইলে যিনি শান্ত দান্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তিনিই যাগযজ্ঞাদির প্রকৃত অধিকারী হইতেন।

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞোগর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

গর্ভাবধি অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন করিবেক, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বর্ষে বৈশ্যের উপনয়ন করিবেক।

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

ব্রহ্মচারী শিষ্য গুরু সমীপে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক আপনার তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নিয়ম পালন করিবেন।

তপোবিশেষৈর্ব্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যোদ্বিজন্মনা॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

যথা বিধি বিবিধ তপস্যা এবং নিয়ম পালন পূর্ব্বক দ্বিজ সকল উপনিষদের সহিত সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিবেন।

অর্থ জ্ঞান বিনা কেবল শব্দ মাত্র উচ্চারণ দ্বারা বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হয় না।

ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্তুষ্টোবৈ ভবেদ্দ্বিজঃ।
পাঠমাত্রাবসন্নস্তু পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ॥
সসান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ পাত্রতাং ন প্রপদ্যতে॥
কৌর্ম্মে উপরিভাগে ৩ অধ্যায়ঃ॥

বেদপাঠ মাত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ তৃপ্ত হইবেন না, গাভী যে রূপে পঙ্কেতে মগ্ন হয়, অর্থ বিনা বেদ পাঠ মাত্র করিলে তদ্রূপ তিনি অবসন্ন হয়েন। বেদ অধ্যয়ন করিয়া যদি তাহার অর্থ বিচার না করেন, তবে সবংশে শূদ্র তুল্য হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের অযোগ্য হয়েন।

এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা যদিও গায়ত্রী অভ্যাস করেন, কিন্তু অনেকে তাহার না অর্থ না উচ্চারণ জানেন; ইহাতে সে বৃথা হইয়াছে, যেহেতু অর্থ চিন্তার সহিত গায়ত্রী জপের বিধিই সর্ব্বত্র আছে।

প্রণবাদিত্রিতয়েন ব্রহ্মপ্রতিপাদকেনোচ্চারিতেন
তদর্থাবগমেন চ উপাস্যং প্রসাদনীয়ং॥
স্মার্ত্তোক্তং॥

ব্রহ্ম প্রতিপাদক যে প্রণব ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী তাহার উচ্চারণ ও তদর্থ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে তিনি প্রসন্ন হয়েন।

তথা সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু গায়ত্রী কথিতা পরা।
জপেদিমাং মনঃ পূতং মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং॥

সেই প্রকার সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রীকে শ্রেষ্ঠরূপে

কহিয়াছেন, পবিত্র মনে মন্ত্রার্থ চিন্তা পূর্ব্বক তাহা জপ করিবেক।

বিশেষতঃ গায়ত্রীতে 'ধীমহি' শব্দের দ্বারা জপাতিরিক্ত চিন্তা করিবার প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে; অতএব অর্থ জ্ঞান ব্যতীত কেবল মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র দ্বারা কি প্রকারে গায়ত্রী জপের ফল লব্ধ হইতে পারে?

যে দ্বিজ বিধি পূর্ব্বক অর্থ জ্ঞানের সহিত বেদাধ্যয়ন না করেন, শাস্ত্রে তাঁহার প্রতি পদে পদে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অত্যন্ত দুরদৃষ্ট পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন।

যোঽনধীত্য দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
সজ্জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ ॥

যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য লৌকিক বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবিত থাকিতেই স্ববংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন॥

যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলং।
তথানৃচে হবির্দ্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলং॥
মনুঃ। ৩ অধ্যায়ঃ॥

ঊষর ভূমিতে বীজ বপন করিয়া যেরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ অনধ্যায়িকে দান করিয়া শ্রাদ্ধীয় দানের ফল প্রাপ্ত হয় না।

অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

তপস্যাহীন এবং অনধ্যায়ী হইয়া যে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ ইচ্ছা করেন, পাষাণময় তরণি যে প্রকার জলে মগ্ন হয়, তদ্রূপ তিনি নরকে মগ্ন হয়েন।

যথা কাষ্ঠময়োহস্তী যথা চর্ম্মময়োমৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ এবং অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ কেবল নাম মাত্র ধারণ করে।

যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥
মনুঃ। ২ অধ্যায়ঃ॥

নপুংসক যেমন স্ত্রীর প্রতি নিষ্ফল, গাভী যেমন গাভীর প্রতি নিষ্ফলা, এবং অজ্ঞের প্রতি দান যে প্রকার নিষ্ফল, অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ তদ্রূপ নিষ্ফল।

এই শ্লোকের টীকাতে কুল্লূক ভট্ট লেখেন যে

ব্রাহ্মণোঽপ্যনধীয়ানোনিষ্ফলঃ শ্রৌতস্মার্ত্ত-
কর্ম্মানর্হতয়া॥

অনধ্যায়ী ব্রাহ্মণ নিষ্ফল হয়েন, যেহেতু বেদ ও স্মৃতি প্রতিপাদ্য কর্ম্মে তাঁহার অধিকার হয় না।

এইক্ষণে গুরু কুলে বাস করিয়া ইন্দ্রিয় সংযম উপযুক্ত নানা কঠিন নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক সার্থ বেদ শিক্ষা করা দূরে থাকুক, বেদাধ্যয়ন যে ব্রাহ্মণের নিতান্ত কর্ত্তব্য ইহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না, এবং তদভাবে যে সম্পূর্ণ রূপে পতিত হইয়াছেন, অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া ইহা তাবৎ জীবনেও কেহ একবার স্মরণ করেন না।

অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া পিতৃ গৃহে আগমন পূর্ব্বক দার পরিগ্রহ এবং গার্হস্থ্য ব্যবহার করিবেন।

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥
বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যোগৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥
মনুঃ। ৩ অধ্যায়ঃ ॥

ব্রাহ্মণ ত্রিবেদ পাঠ করত ছত্রিশ বা অষ্টাদশ অথবা নয় বৎসর যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিবেন। তাবৎ অধ্যয়ন কাল যাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় নাই এমত ব্রাহ্মণ ত্রিবেদ বা দুই বেদ অথবা এক বেদ মন্ত্রব্রাহ্মণ ক্রমে অধ্যয়ন করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিবেন।

চতুর্থমায়ুষোভাগমুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষোভাগং কৃতদারোগৃহে বসেৎ॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

জীবনের প্রথম ভাগে গুরু গৃহে বাস করিয়া দ্বিতীয় ভাগে দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেক।

এইক্ষণে ছত্রিশ বা নয় বৎসর গুরু গৃহে অধিবাস করা দূরে থাকুক, দশ বর্ষ বয়ঃক্রম না হইতেই বিবাহের উদ্যোগ হয়, এবং মর্য্যাদাবান্ কুলীনেরা অদ্য ভূমিষ্ঠ বালককেও কন্যা সম্প্রদান করেন।

গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি যাগযজ্ঞ যথা বিহিত করিতে থাকিবেন।

অগ্নিহোত্রঞ্চ জুহুয়াদাদ্যন্তে দ্যুনিশোঃ সদা।
দর্শেন শ্রাদ্ধমাসান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি॥
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথা শক্তি ন হাপয়েৎ॥
সস্যান্তে নবসস্যেষ্ট্যা তথর্ত্ত্বন্তে দ্বিজোঽধ্বরৈঃ।
পশুনা ত্বয়নস্যাদৌ সমান্তে সৌমিকৈর্ম্মখৈঃ॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

দিবা এবং রাত্রির আরম্ভে ও অন্তে অগ্নিহোত্র করিবেক, অমাবস্যাতে দর্শ নামক কর্ম্ম করিবেক, এবং পৌর্ণমাসীতে পৌর্ণমাস নামক কর্ম্ম করিবেক। ঋষি যজ্ঞ, দেব যজ্ঞ, ভূত যজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, এবং পিতৃ যজ্ঞ যথা শক্তি পরিত্যাগ করিবেক না। পূর্ব্বসঞ্চিত সস্য সমাপ্ত হইলে নব সস্য দ্বারা যাগ করিবেক, প্রতি ঋতু শেষে অধ্বর নামক যাগ করিবেক, অয়নারম্ভে পশুবন্ধ যাগ করিবেক, এবং বৎসরান্তে সোমরস দ্বারা অগ্নিষ্টোমাদি যাগ করিবেক।

বেদজ্ঞানই যাঁহারদিগের নাই, তাঁহারা বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কি প্রকারে করিবেন, এ নিমিত্তে সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানও কেহ করেন না। সোমরস দ্বারা যাগ করা দূরে থাকুক, সোমলতার যে কি প্রকার আকৃতি ইহা এ দেশীয় প্রায় কোন ব্রাহ্মণ জ্ঞাত নহেন। অতএব কেবল পাত্রের অভাব নহে, দ্রব্যের অভাবেও অনেক যজ্ঞাদির সম্ভাবনা নাই। যে ব্রাহ্মণেরা নীচ বৃত্তি ও অন্য অন্য অবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের সম্পূর্ণ পাতিত্য দোষ স্পর্শিয়াছে।

ধ্বজী মানোপজীবী চ শূদ্রাধ্যাপকযাজকৌ।
কুলালশ্চিত্রকারশ্চ বার্দ্ধুষিশ্চর্ম্মবিক্রয়ী॥
সমার্ঘং পণ্যমাহৃত্য মহার্ঘং যঃ প্রযচ্ছতি।
সবৈ বার্দ্ধুষিকোনাম যশ্চ বৃদ্ধ্যা প্রয়োজয়েৎ॥
বৃথাশ্রমী বৃথাদাতা আশ্রমাণাঞ্চ ভেদকঃ।
পুণ্যস্য বিক্রয়ী যশ্চ যোনিসঙ্করিকস্তথা॥
রঙ্গোপজীবী কুণ্ডাশী বীরহা গুরুগুপ্তিকঃ।
ভিষক্ চ গরদশ্চৈব রূপাজীবী চ সূচকঃ।
সৌনকঃ পর্ণিকশ্চৈব নিষাদেন সমাঃ স্মৃতাঃ॥
কর্ম্মস্বেতেষু যোমোহাৎ ব্রাহ্মণোবর্ত্ততে সদা।
প্রায়শ্চিত্তেপি চরিতে পরিহার্য্যোভবেৎ সহি॥
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মহনঃ কিল।
তস্মাদ্দেবে চ পিত্র্যে চ বর্জিতাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥
প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।

শৌণ্ডিক, তুলাধারক, শূদ্রাধ্যাপক, শূদ্রযাজক, কুম্ভকার, চিত্রকার, অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয়ী এবং বৃদ্ধিগ্রাহী যে বার্দ্ধুষিক, চর্ম্মবিক্রয়ী, বেদাতিরিক্ত আশ্রমাচারী, বৃথাদাতা, আশ্রমের বিরুদ্ধাচারী, পুণ্যবিক্রয়ী, পরস্ত্রীগামী, রঙ্গজীবী, জারজের অন্ন ভক্ষক, অগ্নিহোত্র রহিত, গুরুনিন্দক, চিকিৎসক, বিষদাতা, ছদ্মবেশী, প্রবঞ্চক, হন্তা, পর্ণবিক্রয়ী, ইহারা সকলে চণ্ডাল তুল্য। এই সকল কর্ম্মে যে ব্রাহ্মণ প্রবৃত্ত থাকে, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সে পরিত্যাজ্য হয়। এই সকল ব্রাহ্মণচাণ্ডাল ব্রহ্মঘাতি হয়, বিজ্ঞ লোকদিগের দ্বারা ইহারা দেব পিতৃ কার্য্যে বর্জিত হয়।

ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত॥
কূর্ম্মপুরাণং॥

ম্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিবেক না।

অমেধ্যপতিতচাণ্ডালপুক্কশরজস্বলাবধূতকুনি
কুষ্টিকুনখিস্পৃষ্টানি ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রমাচরেৎ।
শঙ্খবচনং॥

অশুচি, পতিত, চাণ্ডাল, পুক্কশ, রজস্বলা, অবধূত, কুনি, কুষ্ঠি, কুনখি ইহারদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবেক।

নিন্দিতেভ্যোধনাদানং বাণিজ্যং শূদ্রসেবনং।
অপাত্রীকরণং জ্ঞেয়ং অসত্যস্য চ ভাষণং॥
সঙ্করাপাত্রকৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবং॥
মনুঃ। ১১ অধ্যায়ঃ॥

ম্লেচ্ছাদি নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধন গ্রহণ, বাণিজ্য, শূদ্রসেবা, এবং মিথ্যা বাক্য এই সকলকে অপাত্রীকরণ শব্দে বলিয়াছেন। মহিষাদি বধ যে সঙ্করীকরণ এবং এই অপাত্রীকরণ তন্মধ্যে কোন কর্ম্ম করিলে এক মাস চান্দ্রায়ণ করিবেক।

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেন্নাধার্ম্মিকজনাবৃতে।
ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপসৃষ্টেঽন্ত্যজৈর্নৃভিঃ॥
মনুঃ। ৪ অধ্যায়ঃ॥

শূদ্র রাজ্যে বাস করিবেক না, এবং বহু অধার্ম্মিক যে স্থানে আছে, বা বেদ বহির্গত পাষণ্ড বা ম্লেচ্ছাদি অন্ত্যজ জাতির প্রাবল্য যে স্থানে আছে, সে রাজ্যে বাস করিবেক না।

ন কথঞ্চন কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ কর্ম্মবার্ষলং।
বৃষলঃ কর্ম্ম বা ব্রাহ্মং পতনীয়ে হি তে ভয়োঃ॥
প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ॥

ব্রাহ্মণ শূদ্রের কর্ম্ম করিবেন না এবং শূদ্র ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিবেন না, ইহা করিলে উভয়ে পতিত হয়েন॥

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণ চ সহাসনং।
শূদ্রাদ্বিদ্যাগমঃ কশ্চিজ্জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥
স্মৃতিঃ॥

শূদ্রের অন্ন গ্রহণ, শূদ্রের সহিত সম্পর্ক, শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, বা শূদ্র হইতে অপর বিদ্যা শিক্ষা করিলে জ্বলন্ত ব্রাহ্মণও পতিত হয়েন।

স্বধর্ম্মং যঃ পরিত্যজ্য পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
অনাপদি সবিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণং॥

বিপদ্যুক্ত না হইলেও যে ব্যক্তি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্মকে আশ্রয় করে, বিদ্বানেরা তাহাকে পতিত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন॥

ইহার অনেক পাপ দৈবাৎ করিলে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার মোচন হইতে পারে। কিন্তু এই কালে এ দেশে সে প্রায়শ্চিত্তের কাল গত হইয়াছে, যেহেতু বিনা প্রায়শ্চিত্তে উক্ত দুষ্ক্রিয়া সকলের ক্রমাগত অনুষ্ঠান দ্বারা পূর্ণ পাতিত্য হইয়াছে।

আশ্চর্য্য যে ইহার মধ্যে প্রায় এমত কর্ম্ম নাই যাহাতে এ দেশীয় ব্রাহ্মণেরা প্রবৃত্ত হয়েন নাই। ক্রয় বিক্রয়, শূদ্র যাজন, চিকিৎসা ব্যবসায়, বৃদ্ধিগ্রহণ এবং অবিহিত প্রতিগ্রহ প্রভৃতি এইক্ষণে প্রায় সাধারণ হইয়াছে। যাঁহারা ম্লেচ্ছের রাজ্যে বাস করিতেছেন, ম্লেচ্ছের নিকটে অধ্যয়ন করিতেছেন, ম্লেচ্ছকে অধ্যাপনা করিতেছেন, এবং ম্লেচ্ছের সেবা করিতেছেন, তাঁহারদিগের নিকটে শূদ্র রাজ্যে বাস, শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন, শূদ্র অধ্যাপনা এবং শূদ্র সেবা বিশেষ অবিহিত কর্ম্মই বোধ হয় না, এবং তদ্দ্বারা যে পতিত হইয়াছেন ইহা

অভিমান এবং অভ্যাস বশতঃ তাঁহারদিগের চিত্তে উদয় হয় না। স্পর্শ দোষ এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন এইক্ষণে নিবারিত হইবারই উপায় নাই। এইক্ষণে কাহার অন্ন কে না ভোজন করিতেছে, এবং কাহার জল কে না পান করিতেছে? ইংরাজি বিদ্যালয়ে যাহারা বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করে, তন্মধ্যে কয় ব্যক্তি আহার ব্যবহারে জাতিভেদ বিচার করে, এবং তজ্জন্য কোন্ পিতা মাতারাই বা তাহারদিগকে পরিত্যাগ করেন, বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সে পাপের মোচন করেন? মোসলমান ইংরাজ প্রভৃতির অঙ্গ, বস্ত্র, আসনাদি সমুদয়ই উচ্ছিষ্ট, তাহারদিগের কর্ম্মচারিরা তাহারদিগের গাত্রকে স্পর্শ করিতেছে, তাহারদিগের সেই উচ্ছিষ্ট দ্রব্য সমুদয়ে লিপ্ত হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা উচ্ছিষ্ট বস্ত্রের সহিত কার্য্যালয়েতেই আহারাদি করিতেছে। ইংরাজদিগের এ দেশীয় লক্ষ লক্ষ কর্ম্মচারির মধ্যে কয় ব্যক্তি সমুদয় দিবস কর্ম্ম করিয়া কার্য্যালয় হইতে প্রত্যাগমনের কাল প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলপান করিতে নিরস্ত থাকে? কাবুল, কান্দাহার, আরব প্রভৃতি দেশীয় লোক যাহারদিগের উচ্ছিষ্ট জ্ঞান মাত্র নাই, তত্তৎ দেশ হইতে আনীত তাহারদিগের স্পৃষ্ট দ্রব্য সকল কয় ব্যক্তি আহার না করিয়া থাকে? যজ্ঞাধিকারিদিগের প্রতি মোসলমান দ্বারা সিদ্ধ তণ্ডুল আহার করিতেই বা কোন্ শাস্ত্রে বিধি আছে? এ দেশীয় লোকের আধুনিক আচার ব্যবহারকে যাঁহারা বিশেষ রূপে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ইংরাজদিগের সহিত কলিকাতাস্থ ধনি এবং মধ্যবর্ত্তি অনেক লোক এইক্ষণে প্রচ্ছন্ন রূপে কেহ বা প্রকাশ্য রূপে একত্র আহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহারদিগের সংস্রবে কোন্ ব্যক্তি পতিত হইতে অবশিষ্ট আছে?

পতিতেন সহোষিত্বা জানন্ সম্বৎসরং নরঃ।
মিশ্রিতস্তেনসোব্দান্তে স্বয়ঞ্চ পতিতোভবেৎ॥
দেবলঃ॥

জ্ঞানতঃ পতিতের সহিত এক বৎসর বাস এবং সংসর্গ করিলে পতিত হয়।

যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যাপনং দ্বিজঃ।
কৃত্বা সদ্যঃ পতেৎ জ্ঞানন্ সহভোজনমেব চ॥
অজ্ঞানাদথবা মোহাৎ কুর্য্যাদধ্যাপনং দ্বিজঃ।
সম্বৎসরেণ পততি সহাধ্যয়নমেব চ॥
কূর্ম্মপুরাণং॥

পতিত যাজন, পতিতের সহিত যোনি সম্বন্ধ, পতিত অধ্যাপনা, এবং পতিতের সহিত ভোজন জ্ঞান পূর্ব্বক করিলে সদ্য পতিত হয়। অজ্ঞান বা মোহ প্রযুক্ত সম্বৎসর পতিতের অধ্যাপনা বা পতিতের সহিত অধ্যয়ন করিলে পতিত হয়।

যখন এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছের রাজ্যে বসতি পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন মাত্র করেন না, যখন অনেকেই আপন আপন বৃত্তির এবং নিত্য কর্ত্তব্য অগ্নি হোত্রাদি শত শত কর্ম্মের কিছু মাত্র অনুষ্ঠান করেন না, যখন নানা ম্লেচ্ছ জাতির সহিত আচার ব্যবহারের সংস্রব বশতঃ বর্ণভেদের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না, তখন কনিষ্ঠ ধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই—তাহার অনুষ্ঠান এদেশে সম্ভবই হয় না—সে ধর্ম্মের কাল বহুকাল গত হইয়াছে! এইক্ষণে সেই পরম সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় বিনা দুঃখ মোচনের আর অন্য উপায় নাই যাহাতে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, বর্ণের নিয়ম নাই, স্ত্রী পুরুষ কোন জাতির নিয়ম নাই, যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই এবং যাহা ব্যতীত অখণ্ড আনন্দ লাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥
কঠোপনিষৎ॥

যে কোন ধীর ব্যক্তিরা সেই পরমেশ্বরকে আত্ম মধ্যে দৃষ্টি করেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ লাভ হয়, অন্যের হয় না।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥
মুণ্ডকোপনিষৎ॥

তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গোচর নহেন, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মেরও প্রাপ্য নহেন। জ্ঞানের প্রসন্নতা প্রযুক্ত বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া যে ব্যক্তি সেই নিষ্কল আত্মাকে ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেয়নায়॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ॥

তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, মুক্তির নিমিত্তে অন্য পথ নাই।

সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্য যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বস্তুকেই সমভাবে প্রকাশ করে, পরম-

পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান তদ্রূপ যে স্থানে সুদীপ্ত হয়, সেই স্থানকেই শোভন রূপে উজ্জ্বল করে। জগদীশ্বর যেরূপ এই অসীমপ্রায় ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র পিতা হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন, তদ্রূপ তাঁহার উপাসনা প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্র সকল মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য এক মাত্র হেতু হইয়া সকল জাতীয় সকল ব্যক্তিকে সমান উপদেশ করিতেছেন। অতএব যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এইক্ষণে নিতান্ত অসম্ভব, এবং যাহার ফল অতি অচিরস্থায়ী, ও বেদ শাস্ত্রে যাহাকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন,তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই পরব্রহ্মের উপাসনাতে শ্রদ্ধাবান্ হও, ও প্রীতির সহিত তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনে যত্নবান্ থাক, যাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত করুণাকে এই সকল জগৎ প্রদীপ্ত করিতেছে, এবং যাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে সকল বেদ ও সকল তপস্যা ব্যগ্র হইয়াছে।)

সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

(বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান, পারমার্থতঃ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও নিয়ম জ্ঞান বেদ শব্দে উক্ত হইয়াছে। প্রসন্ন চিত্ত তপস্বিদিগের হৃদয়ে সেই বেদ প্রকটিত হইয়া মনুষ্যের হিতের নিমিত্তে পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে।) পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার নির্ব্বাহ জন্য নিয়ম সকল তাহাতে স্থাপিত করিয়াছেন, সংস্কৃত বুদ্ধিতে এই জগৎ রূপ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা সেই নিয়ম জ্ঞান এবং নিয়ন্তার স্বরূপ জ্ঞান প্রকাশ পায়; অতএব স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইতেছে যে এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ কল্পিত শরীর ব্রহ্মা তাঁহার চতুর্ম্মুখ হইতে বেদের বিশেষ বিশেষ ভাগ উৎপন্ন করিলেন।

গায়ত্রঞ্চ ঋচশ্চৈব ত্রিবৃৎসামরথন্তরং।
অগ্নিষ্টোমঞ্চ যজ্ঞানাং নির্ম্মমে প্রথমান্মুখাৎ॥
যজুংষি ত্রৈষ্টুভং ছন্দঃ স্তোমং পঞ্চদশন্তথা।
বৃহৎ সাম তথোক্‌থঞ্চ দক্ষিণাদসৃজন্মুখাৎ॥
সামানি জগতীছন্দঃ স্তোমং সপ্তদশন্তথা।
বৈরূপমতিরাত্রঞ্চ পশ্চিমাদসৃজন্মুখাৎ॥
একবিংশমথর্ব্বাণমাপ্তোর্যামানমেব চ।
অনুষ্টুভং সবৈরাজমুত্তরাদসৃজন্মুখাৎ॥
বিষ্ণুপুরাণং। ১ অংশঃ। ৫ অধ্যায়ঃ॥

ব্রহ্মা তাঁহার পূর্ব্বমুখ হইতে গায়ত্রীছন্দঃ, ঋক্, ত্রিবৃৎ, সামবেদের রথন্তরভাগ এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উৎপন্ন করিলেন, দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রৈষ্টুপ্ ছন্দঃ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎসাম, এবং উক্‌থ উৎপন্ন করিলেন, পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ, জগতীছন্দঃ, সপ্তদশস্তোম, বৈরূপ নামক সাম, এবং অতিরাত্র যজ্ঞ প্রকাশ করিলেন, উত্তর মুখ হইতে একবিংশ স্তোম, অথর্ব্ববেদ, আপ্তোর্যাম যাগ, অনুষ্টুপ্ চ্ছন্দঃ, এবং বৈরাজ্ নামক সাম উৎপন্ন করিলেন।

ভাগবতে ধর্ম্ম ব্রহ্ম প্রতিবাদক বর্ণ সমষ্টিকেই ব্রহ্মা রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

স্পর্শস্তস্যাভবজ্জীবঃ স্বরোদেহউদাহৃতঃ।
উষ্মাণমিন্দ্রিয়াণ্যাহুরন্তস্থাবলমাত্মনঃ॥
ভাগবতং॥

পঞ্চ বর্গ তাঁহার জীবন, স্বর বর্ণ তাঁহার শরীর, শ, ষ, স, হ, এই বর্ণ চতুষ্টয় তাঁহার ইন্দ্রিয়, এবং য, র, ল, ব, এই বর্ণ চতুষ্টয় তাঁহার শক্তি।

এতদনুসারে তাহাতে আরও কল্পনা হইয়াছে যে ব্রহ্মার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ হইতে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রাদি উৎপন্ন হয়।

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্তথৈব চ।
এবং ব্যাহৃতয়শ্চাসন্ প্রণবোহস্য দহ্রতঃ॥
তস্যোষ্ণিগাসল্লোমভ্যোগায়ত্রী চ ত্বচোবিভোঃ।
ত্রিষ্টুম্মাংসাৎ স্নুতোনুষ্টুব্‌জগত্যস্থ্নঃ প্রজাপতেঃ।
মজ্জায়াঃ পঁক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ॥
ভাগবতং॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে তর্ক বিদ্যা, বেদত্রয়, ইতিহাস, দণ্ডনীতি, এবং ব্যাহৃতি ও প্রণব উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার লোম হইতে উষ্ণিক্ ছন্দঃ, ত্বক্ হইতে গায়ত্রী ছন্দঃ, মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, শিরা হইতে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ, অস্থি হইতে জগতী ছন্দঃ, মজ্জা হইতে পঁক্তি, এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে নানা স্থানে নানা প্রকার কল্পনা হইয়াছে। স্থান বিশেষে অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি যে বেদ প্রকাশক বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য মনু স্মৃতির টীকাকার মেধাতিথি লেখেন যে অগ্নি স্তুতি পূর্ব্বক ঋগ্বেদের আরম্ভ হয়, এবং বায়ু স্তুতি পূর্ব্বক যজুর্ব্বেদের আরম্ভ হয়, এই নিমিত্তে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদের এবং বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদের উৎপত্তি প্রসঙ্গ হইয়াছে। বেদ প্রথমতঃ গ্রন্থে লিপি বদ্ধ না হইয়া আচার্য্য শিষ্যের প্রমুখাৎ উপদেশ ক্রমে পরম্পরা প্রবাহিত ছিল, এই হেতু ইহা শ্রুতি শব্দে খ্যাত

হইয়াছে। প্রথমতঃ সাম, ঋক্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বেদ ছিল না, তৎকালে এক মাত্র বেদ এবং তৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা রূপ এক মাত্র ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

ন সামঋগ্‌যজুর্ব্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী॥
বনপর্ব্ব॥

সত্য কালে পৃথক্ পৃথক্ সাম, ঋক্, যজুর্ব্বর্ণ এবং মানব সম্বন্ধীয় ক্রিয়া ছিল না।

সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলং।
তদা হি সমকর্ম্মাণোবর্ণাধর্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥
একদেবসদাযুক্তাএকমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ।
পৃথগ্‌ধর্ম্মাস্ত্বেকবেদাধর্ম্মমেকমনুব্রতাঃ॥
বনপর্ব্ব॥

ব্রহ্ম আশ্রয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্তে আচরণ, এবং কেবল ব্রহ্মজ্ঞান এই সকল ধর্ম্মকে সত্য কালে সকল বর্ণ ব্রহ্মলাভের উপযোগি কর্ম্মানুষ্ঠায়ি হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল পৃথক্ ধর্ম্মানুষ্ঠায়ি ব্যক্তিরা এক ব্রহ্মেতেই যুক্ত ছিলেন, এক ব্রহ্ম মন্ত্র এবং তদুপযোগি এক বিধি ক্রিয়াবিশিষ্ট ছিলেন, এক বেদের অনুগামি ছিলেন এবং ব্রহ্মোপাসনা রূপ এক ধর্ম্মাবলম্বি ছিলেন।

আত্মযোগসমাযুক্তোধর্ম্মোয়ং কৃতলক্ষণঃ।
কৃতযুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্ব্বর্ণস্য শাশ্বতঃ॥
বনপর্ব্ব॥

ব্রহ্মযোগবিশিষ্ট যে ধর্ম্ম তাহাই সত্যের লক্ষণ, সত্যকালে চতুর্ব্বর্ণেরই সেই সনাতন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল।

প্রথমতঃ এক মাত্র মূল বেদ ছিল, তাহার নাম যজুঃ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হয়েন। যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিশেষ বিশেষ বেদভাগ দ্বারা সম্পন্ন হয়; যজুঃ দ্বারা আধ্বর্য্যব কর্ম্ম, ঋক্ দ্বারা হোত্র কর্ম্ম, এবং সাম দ্বারা ঔদ্গাত্র কর্ম্ম সম্পন্ন হয়; এতদ্ভিন্ন অথর্ব্ব দ্বারা রাজক্রিয়া বিশেষ সম্পন্ন হয়। বেদব্যাস এই এক বেদের অংশ যে সকল যজুর্ব্বাক্য তাহাকে পৃথক্ করিয়া যজুর্ব্বেদ করিলেন, ঋক্ বাক্য সকলকে ঋগ্বেদ করিলেন, সাম বাক্যকে সামবেদ করিলেন এবং অথর্ব্ব বাক্যকে অথর্ব্ববেদ করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বের এক মাত্র বেদ হইতে চতুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইল।

একআসীদ্‌যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্‌যস্মিন্ তেন যজ্ঞমথাকরোৎ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্ভির্হোত্রং তথা মুনে।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥
ততঃ সঋচউদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥
রাজস্ত্বথর্ব্ববেদেন সর্ব্বকর্ম্মাণি সপ্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মত্বঞ্চ যথা শ্রুতিঃ॥
বিষ্ণুপুরাণং। ৩ অংশঃ। ৪অধ্যায়ঃ॥

চতুর্ব্বেদ হইলেও যে স্থানে স্থানে ঋক্, যজুঃ, সাম এই ত্রিবেদ মাত্রের নাম উক্ত করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে ঋক্, যজুঃ, সাম এই ত্রিবেদ মাত্র যজ্ঞের উপযোগী, তাহাতে অথর্ব্ববেদের প্রয়োজন নাই, অতএব যজ্ঞাদি বিষয়ে প্রাধান্য হেতু উক্ত বেদ ত্রয়কে ত্রয়ী শব্দে বলিয়াছেন।

ঋগ্বেদেনৈব হোত্রং কুর্ব্বন্ যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যবং সামবেদেনৌদ্গাত্রং যদেব ত্রয্যৈ বিদ্যায়ৈ সূক্তং॥
শ্রুতিঃ॥

ঋগ্বেদ দ্বারা হোত্রকর্ম্ম, যজুর্ব্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব, সামবেদ দ্বারা ঔদ্গাত্র অনুষ্ঠান করত এই ত্রয়ী বিদ্যা নিমিত্ত যাহা সূক্ত হয়।

মনুর তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের টীকাতে কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন যে

যজ্ঞবিদ্যায়ামনুপযোগাচ্চানির্দ্দেশাৎ।
অথর্ব্ববেদ যজ্ঞ বিদ্যার উপযোগী নহে, এই নিমিত্তে তাহার নির্দ্দেশ করেন নাই।

ত্রয়ীসম্পাদ্যত্বং যজ্ঞানাং জ্ঞায়তে।
তিন বেদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন হয় জানিবে।

বস্তুতঃ স্বয়ং বেদেতেই চারি বেদের নাম স্পষ্ট রূপে গণনা করিয়াছেন।

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ।
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।
২অধ্যায়ঃ। ৪ ব্রাহ্মণং॥

উক্ত মহান্ আত্মা হইতে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অঙ্গিরস প্রাপ্ত অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

ঋগ্বেদং যজুর্ব্বেদং সামবেদমথর্ব্বাণঞ্চতুর্থং।
ছান্দোগ্যোপনিষদ্॥
ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং চতুর্থ অথর্ব্ববেদ।

বিশেষতঃ পূর্ব্বকালে যখন বেদ চর্চ্চা এ দেশে বাহুল্য রূপে ছিল, তখন এক বেদ অধ্যয়ন সামান্য ছিল। যিনি দুই বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার দ্বিবেদী খ্যাতি হইত, যিনি তিন বেদ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার ত্রিবেদী খ্যাতি হইত, যিনি চারি বেদ অধ্যয়ন করিতেন তাঁহার চতুর্ব্বেদী খ্যাতি হইত।

ততোঽন্যে চ চতুর্ব্বেদাস্ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে॥
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃচশ্চ তথাপরে॥
বনপর্ব্ব॥

কোন কোন ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদী, কেহ কেহ ত্রিবেদী, কেহ বা দ্বিবেদী, কেহ একবেদী এবং অন্য কেহ কেহ বেদ হীন ছিলেন।

অদ্যাপি পশ্চিমপ্রদেশে অনেক ব্রাহ্মণ বংশ দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী নামে খ্যাত আছে।

এইরূপে বিভক্ত বেদের দুই ভাগ দৃষ্ট হইতেছে; ব্রাহ্মণ ভাগ এবং মন্ত্র ভাগ। জ্ঞান কর্ম্ম বিষয়ে বিধিনিষেধাদির প্রয়োজক বাক্য ব্রাহ্মণ শব্দে উক্ত হয়, এবং তদ্ভিন্ন স্তুতি-বাদক বাক্য প্রভৃতি মন্ত্র শব্দে উক্ত হয়।

প্রতি বেদের মন্ত্র সকলের সমষ্টি সংহিতা নামে উক্ত হয়; যথা ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা, অথর্ব্ববেদ সংহিতা। এক বেদের ব্রাহ্মণ সমষ্টি তদ্রূপ ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ, যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণ এই রূপে উক্ত হয়। সকল বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য এবং শিরোভাগ যে উপনিষৎ তাহা প্রায় ব্রাহ্মণ বাক্যের অংশ, স্থানে স্থানে সেই ব্রাহ্মণ বাক্যের মধ্যে মন্ত্র বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্ কেবল শুক্ল যজুঃসংহিতার এক অংশ।

বেদব্যাস বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া চারি জন শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ব বেদ উপদেশ করিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকে অন্য শিষ্যদিগকে স্ব স্ব বেদ অধ্যাপন করিলেন, এবং তাঁহারা পুনর্ব্বার আচার্য্য হইয়া অন্য শিষ্য সকল গ্রহণ করিলেন, এইরূপে শিষ্যানুশিষ্য ক্রমে বেদ শিক্ষার প্রবাহ প্রচলিত হইল, এবং ক্রমশঃ বেদচর্চ্চা অত্যন্ত প্রবল হইল।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে পৈল ঋগ্বেদ বিভাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রমতি এবং বাস্কলি এই দুই শিষ্যকে দুই সংহিতা প্রদান করিলেন। বাস্কলি তাঁহার শাখাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য, এবং পরাশর এই চারি শিষ্যকে প্রদান করিলেন, এবং তাঁহারা অন্য শিষ্যদিগকে এই সমুদয় শাখার উপদেশ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁহার সংহিতা স্বীয় পুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যাপন করিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্য বংশানুক্রমে এই সংহিতা অধ্যাপিত হইয়া আসিল। তন্মধ্যে কতক ঋষির নাম বায়ুপুরাণে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন; যথা মাণ্ডুকেয় তাঁহার পুত্র সত্যশ্রবাকে এই সংহিতা শিক্ষা করাইলেন, সত্যশ্রবা তাঁহার পুত্র সত্যহিতকে উপদেশ করিলেন, এবং সত্যহিত তাঁহার পুত্র সত্যশ্রীকে উপদেশ করিলেন। সত্যশ্রীর তিন শিষ্য; রথান্তর, শাকল্য এবং বাস্কলি*।

বিষ্ণুপুরাণে প্রাপ্ত হইতেছে যে শাকল্য এই ইন্দ্রপ্রমতি সংহিতা হইতে পঞ্চ সংহিতা করিয়া মুদ্গাল, গোখলু, বাৎস্য, শালীয়, এবং শিশির এই পঞ্চ শিষ্যকে উপদেশ করিলেন। শাকপূর্ণি† উক্ত মূল সংহিতা বিভাগ করিয়া অন্য তিন সংহিতা করিলেন, এবং ক্রৌঞ্চ, বৈতালকি ও বলাক এই তিন শিষ্যকে তাহা উপদেশ করিলেন, এবং বৈদিক শব্দার্থ বোধের নিমিত্তে নিরুক্ত প্রস্তুত করিয়া নিরুক্তকৃৎ নামক এক ব্যক্তিকে তাহা অধ্যাপন করিলেন। কিন্তু যাস্ক্য ঋষি নিরুক্ত শাস্ত্রকর্ত্তা, ইহাতে বোধ হয় যে শাকপূর্ণির অন্য এক নাম যাস্ক্য। বাস্কলি অন্য তিন সংহিতা করিলেন, এবং কালায়নি, গার্গ্য, ও কথাজব এই তিন শিষ্যকে তাহার উপদেশ করিলেন। চরণব্যূহ নামক গ্রন্থে এতদতিরিক্ত অন্য দুই প্রধান শাখা প্রাপ্ত হয়, তাহারদিগের নাম আশ্বলায়নী শাখা এবং সাংখ্যায়নী শাখা।

এই বেদের এক প্রধান অংশ ঐতরেয় আরণ্যক, এবং এই ঐতরেয় আরণ্যকের এক প্রধান অংশ ঐতরেয়োপনিষদ্।

যজুর্ব্বেদের প্রধান দুই ভাগ; এক ভাগের নাম কৃষ্ণ যজুঃ এবং অপর ভাগের নাম শুক্ল বা বাজসনেয় যজুঃ। বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষি সপ্তবিংশতি শিষ্যকে সপ্তবিংশতি শাখা উপদেশ করিলেন।

---

* কুত্রাপি শাকল্যকে বেদমিত্র নামে এবং বাস্কলিকে ভরদ্বাজ নামে উক্ত করিয়াছেন।

† বায়ুপুরাণানুসারে পূর্ব্বোক্ত রথান্তর মুনির অন্য এক নাম শাকপূর্ণি।

চরণব্যূহে কৃষ্ণযজুর কতক শাখাকে তৈত্তিরীয় এবং কতক শাখাকে চরক শব্দে বলিয়াছেন। কৃষ্ণযজুর অনুক্রমণিকাতে তৈত্তিরীয় শব্দের এই তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে যে বৈশম্পায়ন আচার্য্য যস্ক ঋষিকে এই বেদের উপদেশ করেন, যস্ক তিত্তির ঋষিকে ইহা প্রদান করেন, এবং তিত্তির ঋষি অন্য শিষ্যদিগকে অধ্যাপন করেন। এই প্রযুক্ত ইহার তৈত্তিরীয় নাম হইল। পাণিনী ব্যাকরণেও ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

তিত্তিরিণা প্রোক্তমধীয়তে তৈত্তিরীয়াঃ।
পাণিনী।

তিত্তির ঋষি দ্বারা উক্ত যজুঃ শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারদিগের নাম তৈত্তিরীয়।

চরক ঋষি প্রোক্ত যজুঃশাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই চরক নামে খ্যাত হইয়াছেন।

চরকেণ প্রোক্তং চরকাঃ।
পাণিনী॥

চরকোক্ত শাখা যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারদিগের নাম চরক।

তৈত্তিরীয়ের দুই ভাগ; যথা ঔখ্য* এবং খাণ্ডিকেয়। খাণ্ডিকেয় ভাগ পুনর্ব্বার পঞ্চ শাখাতে বিভক্ত হয়;যথা আপস্তম্বী,বৌধায়নী, সত্যাষাঢ়ী,‡ হিরণ্যকেশী, এবং ঔঘেয়ী। চরকের দ্বাদশ ভাগ; যথা চরক, আহ্বরক, কঠ, প্রাচ্যকঠ, কপিষ্ঠলকঠ, ঔপমন্য, আষ্টলকঠ, চারায়ণীয়, বারায়ণীয়, বার্ত্তান্তবেয়, শ্বেতাশ্বতর, এবং মৈত্রায়ণীয়। এই মৈত্রায়ণীয় পুনর্ব্বার সপ্ত ভাগে বিভক্ত হয়; যথা মানব, দুন্দুভ, চৈকেয়, বারাহ, হারিদ্রবেয়, শ্যাম, শ্যামায়নীয়।

বাজসনেয় যজুঃ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি দ্বারা আখ্যাত হয়,এবং তাঁহার পিতার নাম বাজসনি প্রযুক্ত বাজসনেয় নামে এই বেদ খ্যাত হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য কণ্ব প্রভৃতি হইতে প্রথমতঃ শুক্লযজুর পঞ্চদশ শাখা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন এই দুই প্রধান শাখা।

বায়ুপুরাণে এই পঞ্চদশ শাখা কর্ত্তা আচার্য্যদিগের নাম ব্যক্ত করিয়াছেন; যথা কণ্ব, বৈধেয়, শালিন্, মধ্যন্দিন, সপেয়িন্, বিদগ্ধ, উদ্দালিন, তাম্রায়নি, বাৎস্য, গালব, শৈশিরি, আটব্য, পর্ণ, বীরণ, সম্পারয়ণ। ইঁহারদিগের হইতে বাজসনেয় যজুর অন্যূন এক শত এক শাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যে কতক শাখার নাম চরণ ব্যূহে প্রাপ্ত হয়; যথা জাবাল, ঔম্নেয়, তাপায়নীয়, কাপাল, পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পামাবটিক,* পারাশরীয়, বৈনেয়, ওঘেয়, বৈজব, কাত্যায়নীয়।

বৃহদারণ্যক এবং বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্ শুক্ল যজুঃ হইতে হইয়াছে, এবং তৈত্তিরীয়, কাঠক, ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুঃ হইতে হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে জৈমিনি সামবেদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পুত্র সুমন্ত এবং পৌত্র সুকর্ম্মাকে এক সংহিতা উপদেশ করিলেন। সুকর্ম্মা সহস্র সংহিতা প্রস্তুত করিয়া হিরণ্যনাভ§ এবং পৌষ্যঞ্জিকে উপদেশ করিলেন। পৌষ্যঞ্জির পঞ্চদশ শিষ্য হইতে পঞ্চদশ সংহিতা হয়, এবং তাঁহারা উদীচ্য সামগা নামে উক্ত হয়েন। হিরণ্যনাভের পঞ্চদশ শিষ্য প্রাচ্য সামগা নামে উক্ত হয়েন। পৌষ্যঞ্জি ঋষির শিষ্য লোকাক্ষি, কুথমি, কুষীদি ও লাঙ্গলি দ্বারা এবং তৎ শিষ্যদিগের দ্বারা অনেক শাখা হয়। কৃতি নামে হিরণ্যনাভের অন্য এক শিষ্য চতুর্ব্বিংশতি শিষ্যকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা উপদেশ করেন, এবং তাঁহারদিগের দ্বারা ক্রমশঃ বহু সংখ্যক শাখা উৎপন্ন হয়। এই কৃতি ঋষি রাজবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

বায়ুপুরাণে অন্য কতক ঋষির নাম প্রাপ্ত হয়। লোকাক্ষির পুত্র রায়াননীয় এক সংহিতা করেন, তৎপুত্র সৌমিত্রি তিন সংহিতা করেন, কুথমির পুত্র পরাশর ষট্‌সংহিতা সংগ্রহ করিয়া উপদেশ করেন, এবং লাঙ্গলির পুত্র শালিগোত্র অন্য ষট্‌শাখা স্থাপনা করেন।

এতদ্ব্যতীত অনেক শাখার নাম চরণব্যূহে

* কুত্রাপি ইহার নাম খমধ্য বলিয়াছেন।
‡ কুত্রাপি ইঁহাকে ঔখেয়ী নামে বলিয়াছেন।

* 'পরমাবটিক' এমত পাঠও কুত্রাপি আছে।
§ হিরণ্যনাভের অন্য এক নাম কৌশল্য।

প্রাপ্ত হয়; যথা আম্বরায়ণীয়া, বাম্বরায়ণীয়া, বার্ত্তান্তবেয়া, প্রাঞ্জলা, ঋগ্বর্ণভেদা, প্রাচীনযোগ্যা, জ্ঞানযোগ্যা, শাঠ্যায়নীয়া, শাবায়নীয়া,* সাত্বলা, মৌদ্গলা, খল্বলা, মহাখল্বলা, গৌতমা, জৈমিনীয়া।

তলবকার এবং ছান্দোগ্য এই বেদের উপনিষৎ।

বিষ্ণুপুরাণানুসারে ব্যাস শিষ্য সুমন্তু ঋষি তাঁহার শিষ্য কবন্ধকে অথর্ব্ববেদ উপদেশ করিলেন। কবন্ধ তাহা দ্বিধা করিয়া দেবদর্শ এবং পথ্যকে প্রদান করিলেন। দেবদর্শের শিষ্য মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌল্কায়নি, ও পিপ্পলাদ, এবং পথ্যের শিষ্য জাজলি, কুমুদাদি, এবং শৌনক; ইহারা সকলে স্ব স্ব শাখা বিভাগ করিয়াছিলেন। শৌনক তাঁহার শাখা দ্বিভাগ করিয়া বভ্রু এবং সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিলেন, তাঁহারদিগের হইতে মুঞ্জকেশা‡ এবং সৈন্ধবা এই দুই শাখা স্থাপিত হইল। এতদ্ব্যতীত চরণব্যূহে কতক শাখার নাম প্রাপ্ত হইতেছে; যথা দান্তা, প্রদান্তা, স্নাতা, সৌত্না, ব্রহ্মদাবলা, চরণবিদ্যা।

মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, এবং প্রশ্ন এই তিন প্রধান উপনিষৎ অথর্ব্ববেদ হইতে হইয়াছে।

X সনাতন বেদশাস্ত্র এপ্রকার বহু শাখাতে বিভক্ত হইয়া ক্রমাগত প্রবাহিত হইতেছে। আশ্চর্য্য যে এই বেদ রক্ষার প্রতি এমত কৌশল সকল সঙ্ঘটিত হইয়াছে যে তাহাতে কোন প্রকার ভ্রম বা প্রতারণা হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রথমতঃ বিদ্যারণ্য, সায়নাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, মহীধর প্রভৃতি আচার্য্যেরা বেদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবাক্যকে উদ্ধৃত করিয়া অর্থ করিয়াছেন, ইহাতে তাৎপর্য্যের ভ্রম দূরে থাকুক, লিপি প্রমাদ জন্যও ভ্রম হইতে পারে না। যাহার ভাষ্য নাই এমত গ্রন্থ প্রমাণই হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অনুক্রমণিকা প্রভৃতিতে মন্ত্রের তাৎপর্য্য এবং তদন্তর্গত শব্দের সখ্যা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন। সেই গ্রন্থ সকলেরই ভাষ্য থাকাতে তাহারও কোন অংশ পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

তৃতীয়তঃ বেদের বিশেষ বিশেষ শব্দ এবং বাক্যের অর্থ প্রতিপাদন জন্য নিরুক্ত শাস্ত্রে এবং তাহার ভাষ্যেতে বেদ বাক্য সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চতুর্থতঃ আশ্বলায়ন সূত্র, সাঙ্খ্যায়ন সূত্র, বৌদ্ধায়ন সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র, গোভিলসূত্র, আপস্তম্বসূত্র প্রভৃতি সংগ্রহে এবং তাহার ভাষ্যেতে ভূরি ভূরি শ্রুতি বিস্তারিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ দর্শনবেত্তারা আপন আপন মত স্থাপনের নিমিত্তে শ্রুতি প্রমাণ সকল গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাতে ষড়্ দর্শন পরস্পর ভিন্ন এবং বিরোধী হইলেও যে সকল বৈদিক বাক্য তাহাতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কুত্রাপি অনৈক্য নাই।

ষষ্ঠতঃ মনু প্রভৃতি স্মৃতি এবং নীতি মুঞ্জরী প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রন্থের অর্থ প্রতিপাদন জন্য যে সকল ভূরি ভূরি শ্রুতি টীকাকারেরা ধৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত মূল বেদ এবং অন্যত্র ধৃত সমুদয় শ্রুতির সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে।

সপ্তমতঃ পাণিনী প্রভৃতি ব্যাকরণে উদাহরণ স্বরূপে অনেক শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে।

অষ্টমতঃ বেদবহির্গত জৈনেরা তাহারদিগের গ্রন্থ সকলে অনেক শ্রুতিকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সহিত মূল বেদের কোন অংশে বিভিন্নতা নাই। বিশেষতঃ সেই জৈনেরা যখন বেদের বিরোধি ধর্ম্মাবলম্বি, তখন ইহার অপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য আর কি হইতে পারে?

এই প্রকার পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ যে বেদ তাহাই প্রামাণ্য রূপে গ্রাহ্য হয়, এরূপ প্রমাণের অযোগ্য যাহা তাহাকে বেদ রূপে গ্রহণ করা যায় না। ইহাতে বেদের পরিবর্ত্তন বা তাহার প্রতি কোন প্রতারণা কদাপি হইবার সম্ভাবনা নাই; যখন কেহ কোন

---

* ইহাকে কুত্রাপি শাঠ্যমুগ্রা নামে বলিয়াছেন।

‡ বভ্রুরই অন্য এক নাম মুঞ্জকেশ।

মুঞ্জকেশইতি বভ্রোরেব নামান্তরং।
বিষ্ণুপুরাণটীকা।

প্রতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহা ধৃত হইয়া নিবারিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রমাণের অযোগ্য প্রযুক্ত রামতাপনীয়, গোপালতাপনীয়, সুন্দরী প্রভৃতি উপনিষৎ পণ্ডিত সমাজে প্রমাণ হয় না। কিয়ৎকাল হইল কোন কোন খ্রীষ্টানেরা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক নূতন বেদ রচনা করিয়াছিল, দক্ষিণে পন্দিচারী নামক স্থানের মিশনরীদিগের নিকট হইতে সেই গ্রন্থ প্রকাশ হয়। এদেশে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই, সাধারণের গোচরও হয় নাই।)

কঠোপনিষৎ

চতুর্থী বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকারণে তদপনয়নায় যত্নআরব্ধুৎশক্যতে নান্যথেত্যাহ। 'পরাঞ্চি' পরাগঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি খোপলক্ষিতানীন্দ্রিয়াণি 'খানি' ইত্যুচ্যন্তে। তানি পরাঞ্চ্যেব শব্দাদিবিষয়প্রকাশনায় প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাদেবং স্বভাবকানি তানি 'ব্যতৃণৎ' হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ 'স্বয়ম্ভূঃ' যঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়মেব স্বতন্ত্রোভবতি সর্ব্বদা নপরতন্ত্রইতি। 'তস্মাৎ' 'পরাঙ্' পরাগ্রূপাননাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ 'পশ্যতি' উপলভতে 'ন' 'অন্তরাত্মন্' অন্তরাত্মানমিত্যর্থ। এবং স্বভাবে সতি লোকস্য 'কশ্চিৎ' নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব 'ধীরঃ' ধীমান্ বিবেকী 'প্রত্যগাত্মানং' প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা তং 'ঐক্ষৎ' অপশ্যৎ পশ্যতীত্যর্থঃ। ছন্দসি কালানিয়মাৎ। কথম্পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'আবৃত্তচক্ষুঃ' আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়জাতমশেষবিষয়াদযস্য সঃ। কিমিচ্ছন্ পুনরিত্থম্মহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বং নিত্যস্বভাবতাং 'ইচ্ছন'॥ ১ ॥

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না। কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

অন্তরাত্মা রূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের উপাসনা সময়ে বিষয় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না, এই হেতু জ্ঞানি ব্যক্তি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরাঅমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২ ॥

প্রতিবন্ধাত্মদর্শনাঃ 'পরাচঃ' বহির্গতানেব 'কামান্' কাম্যান্ বিষয়ান্ 'অনুযন্তি' অনুগচ্ছন্তি 'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ 'তে' তেন কারণেন 'মৃত্যোঃ' অবিদ্যাকামকর্ম্মসমুদায়স্য 'যন্তি' গচ্ছন্তি 'বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতোব্যাপ্তস্য 'পাশং' পাশ্যতে বধ্যতে যেন তং দেহেন্দ্রিয়াদিসংযোগবিয়োগলক্ষণমনবরতঞ্চন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্তইত্যর্থঃ। যতএবং 'অথ' তস্মাৎ 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং 'অমৃতত্বং' 'ধ্রুবং' 'বিদিত্বা' 'অধ্রুবেষু' সর্ব্বপদার্থেষ্বনিত্যেষু 'ইহ' সংসারেঽনর্থপ্রায়ে 'ন প্রার্থয়ন্তে' কিঞ্চিদপি ॥ ২ ॥

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিসকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়। পণ্ডিত সকল এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈতৎ ॥ ৩ ॥

যদ্বিজ্ঞানান্নকিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণাঃ কথং তদধিগমইত্যুচ্যতে। 'যেন' 'এতেন এব' দেহাদিব্যতিরিক্তেন আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ' 'মৈথুনান্' মৈথুননিমিত্তান্সুখবিশেষান্ 'বিজানাতি' বিস্পষ্টং জানাতি সর্ব্বোলোকঃ। যথা যেন লোহোদহন্ দহতি সোঽগ্নিরিতিতদ্বৎ। তস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং 'কিং' 'অত্র' অস্মিন্ লোকে 'পরিশিষ্যতে' ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে। সর্ব্বমেব আত্মনা বিজ্ঞেয়ং। যস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে সআত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ। 'এতৎ বৈতৎ' কিন্তৎ যন্নচিকেতসাপৃষ্টং দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং ধর্ম্মাদিভ্যোঽন্যৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং যস্মাৎ পরং নাস্তি ॥ ৩ ॥

যে এই আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে লোক সকল অনুভব করে, সে আত্মার নিকটে কি অবিজ্ঞেয় থাকে। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সত্তাকে অবলম্বন ক-

রিয়া জীব সকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরোন শোচতি ॥ ৪ ॥

'স্বপ্নান্তং' স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'জাগরিতান্তং চ' জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'উভৌ' স্বপ্নজাগরিতান্তৌ 'যেন' আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'অনুপশ্যতি' অনুভবতি লোকঃ তৎ 'মহান্তং' 'বিভুং আত্মানং' 'মত্বা' অবগম্য 'ধীরঃ ন শোচতি' ॥ ৪ ॥

স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থাতে যাঁহার অধিষ্ঠানে লোক সকল সুখ দুঃখ অনুভব করে, সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৪ ॥

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানোন শরীরস্য শোষণং ॥
তিষ্ঠন্ গৃহে চৈব মুনির্নিত্যং শুচিরলঙ্কৃতঃ।
যাবজ্জীবং দয়াবাংশ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
ন হি পাপানি কর্ম্মাণি শুধ্যন্ত্যনশনাদিভিঃ।
সীদত্যনশনাদেব মাংসশোণিতলেপনঃ ॥
শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিংস্মৃতিং।
একাক্ষরাভিসম্বন্ধং তত্ত্বং হেতুভিরিচ্ছসি ॥
ইন্দ্রিয়াণ্যেব তৎসর্ব্বং যৎস্বর্গনরকাবুভৌ।
নিগৃহীতবিসৃষ্টানি স্বর্গায় নরকায় চ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছন্ত্যসংশয়ং।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং সমাপ্নুয়াৎ॥
ষণ্ণামাত্মনি যুক্তানামিন্দ্রিয়াণাং প্রমাথিনাং।
যোধীরোধারয়েদ্রশ্মীন্ সস্যাৎ পরমসারথিঃ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং প্রসৃষ্টানাং হয়ানামিব বর্ত্মসু।
ধৃতিং কুর্ব্বীত সারথ্যে ধৃত্বা তানি জয়েদ্ধ্রুবং॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতে বুদ্ধিং নাবং বায়ুরিবাম্ভসি ॥
শূদ্রযোনৌ হি জাতস্য সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ ॥
আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমপি জায়তে।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানোবিকর্ম্মসু ॥
যস্তু শূদ্রোদমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ ॥
অনসূয়ুঃ কৃতজ্ঞশ্চ কল্যাণানি চ সেবতে।
সুখানি ধর্ম্মমর্থঞ্চ স্বর্গঞ্চ লভতে নরঃ ॥
সংস্কৃতস্য চ দান্তস্য নিয়তস্য যতাত্মনঃ।
প্রাজ্ঞস্যানন্তরাবৃত্তিরিহ লোকে পরত্র চ ॥
সতাং ধর্ম্মেণ বর্ত্তেত ক্রিয়াং শিষ্টবদাচরেৎ।
অসংক্লেশেন লোকস্য বৃত্তিংলিপ্সেত বৈদ্বিজঃ॥
প্রাজ্ঞোধর্ম্মেণ রমতে ধর্ম্মঞ্চৈবোপজীবতি।
তস্যৈব সিঞ্চতে মূলং গুণান্ পশ্যতি যত্র বৈ ॥
ধর্ম্মাত্মা ভবতি হ্যেবং চিত্তঞ্চাস্য প্রসীদতি।
সমিত্রজনসন্তুষ্টইহ প্রেত্য চ নন্দতি ॥
প্রজ্ঞাচক্ষুর্নরইহ দোষং নৈবানুরুধ্যতে।
বিরজ্যতে যথাকামং ন চ ধর্ম্মং বিমুঞ্চতি ॥
এবং নির্ব্বেদমাদত্তে পাপং কর্ম্ম জহাতি চ।
ধার্ম্মিকশ্চাপি ভবতি মোক্ষঞ্চ লভতে পরং ॥
তপোনিশ্রেয়সংজন্তোস্তস্য মূলং শমোদমঃ।
তেন সর্ব্বানবাপ্নোতি কামান্ যান্ মনসেচ্ছতি॥
ইন্দ্রিয়াণান্নিরোধেন সত্যেন চ দমেন চ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যৎ পরং দ্বিজসত্তম ॥
নাতপ্ততপসোলোকে প্রাপ্নুবন্তি মহৎ সুখং।
সুখদুঃখে হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে ॥
সুখমাপতিতং সেবেদ্দুঃখমাপতিতং বহেৎ।
কালপ্রাপ্তমুপাসীত সস্যানামিব কর্ষকঃ ॥
তপসোহি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ।
নাসাধ্যং তপসঃ কিঞ্চিদিতি বুধ্যস্ব ভারত ॥
সত্যমার্জ্জবমক্রোধঃ সংবিভাগোদমঃ শমঃ।
অনসূয়া বিহিংসা চ শৌচমিন্দ্রিয়সংযমঃ ॥
পাবনানি মহারাজ নরাণাং পুণ্যকর্ম্মণাং।
ইহ যৎক্রিয়তে কর্ম্ম তৎপরত্রোপভুজ্যতে ॥
তস্মাচ্ছরীরং যুঞ্জীত তপসা নিয়মেন চ।
যথা শক্তি প্রযচ্ছেত সংপূজ্যাভিপ্রণম্য চ ॥
কালে প্রাপ্তে চ হৃষ্টাত্মা রাজন্ বিগতমৎসরঃ।
দান্তঃ শমপরঃ শশ্বৎপরিক্লেশং ন বিন্দতি ॥
ন চ তপ্যতি দান্তাত্মা দৃষ্ট্বা পরগতাং শ্রিয়ং।
সংবিভক্তা চ দাতা চ ভোগবান্ সুখবান্নরঃ ॥
ভবত্যহিংসকশ্চৈব পরমারোগ্যমশ্নুতে।
ব্যসনৈর্ন তু সংযোগংপ্রাপ্নোতি বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
শুভানুশয়বুদ্ধির্হি সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা।
প্রাদুর্ভবতি তদ্যোগাৎ কল্যাণমতিরেব সঃ ॥
দানান্ন দুষ্করং তাত পৃথিব্যামস্তি কিঞ্চন।
অর্থে চ মহতী তৃষ্ণা সচ দুঃখেন লভ্যতে ॥
বিশেষস্তত্র বিজ্ঞেয়োন্যায়েনোপার্জ্জিতং ধনং।
পাত্রে কালে চ দেশে চ সাধুভ্যঃপ্রতিপাদয়েৎ ॥

অন্যায়াৎ সমুপাত্তেন দানধর্ম্মোধনেন যঃ।
ক্রিয়তে ন সকর্ত্তারং ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥
পাত্রে দানং স্বল্পমপি কালে দত্তং যুধিষ্ঠির।
মনসা হি বিশুদ্ধেন প্রেত্যানন্তফলং স্মৃতং ॥
বনপর্ব্ব।

প্রেরিত পত্র

পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্রীধর শর্ম্ম ব্রাহ্ম সমাজ উপাচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।

প্রণামপুরঃসরনিবেদনমিদং। গত ২ জ্যৈষ্ঠ দিবসীয় সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে বিষ্ণু সভা সম্পাদক শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামিন ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র সম্বলিত এক পত্র কতিপয় ব্রাহ্ম কর্তৃক লিখিত রূপে প্রকাশ হয়, যে তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে কাল্পনিক বুঝিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষ্ণুসভায় নামাঙ্কিত করিয়াছেন; তাহাতে সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাপন করা আবশ্যক জ্ঞান করিয়া আপনাকে লিখিতেছি যে উপরোক্ত পত্রে আমারদিগের যে নাম আছে, তাহা আমারদিগের স্বাক্ষরিত নয়, ও এমত পত্র আমরা রচনা করি নাই, কিম্বা কাহাকেও এমত পত্র লিখিতে অনুমতি দান করি নাই।

অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রের বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ শোধন পূর্ব্বক আগামি মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবেন। ইত্যলং বিস্তরেণ। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৮।

শ্রীমাধবচন্দ্র বসাক।
সাং পাথুরিয়াঘাটা।
শ্রীচন্দ্রমোহন বসাক।
সাং কয়লাহাটা।

পুনশ্চ অন্য সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত পত্র সমাচার চন্দ্রিকা হইতে স্ব স্ব পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ পত্র খানিও আপন আপন পত্রে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র সুখসাগরের কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদঞ্চলের সভ্য গণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বংশবাটীর কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তদঞ্চলের সভ্যগণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

কর্ম্মকর্ত্তার নিয়ম

১—স্থান বিশেষে কর্ম্মকর্ত্তা সকল নিযুক্ত করা যায়, এবং তাঁহারদিগের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ করা যায় যে তাঁহারা তদঞ্চলের সভ্যদিগের নিকট হইতে দাতব্য সংগ্রহ করেন।

২—তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাসে গত মাসের আদায়ি টাকা সভাতে প্রেরণ করেন।

৩—তাঁহারা তিন মাসান্তে সেই তিন মাসের আদায়ি টাকার আয় ব্যয় পত্র সভাতে পাঠাইতে থাকেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা

বালুময় উত্তপ্ত মরু ভূমি ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সম্মুখে কোন নিবিড় কানন দৃষ্টি করিলে মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিয়া যদি কেবল কতক গুলীন নিষ্ফল কণ্টকি বৃক্ষ এবং শুষ্ক অথবা পঙ্ক পূরিত সরোবর দেখা যায়, তবে কি প্রকার নিরাশ হইতে হয়! তদ্রূপ কোন গ্রামবাসী স্বদেশের হিতৈষী বিজ্ঞ ও সুচরিত্র ব্যক্তি সমুদয় পল্লীগ্রামের বিষম দুরবস্থা জন্য বিষন্ন হইয়া কলিকাতার বাহ্য শোভা এবং তত্রস্থ লোকের নানা হিতজনক বিষয়ে মৌখিক আন্দোলন অবগতি পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দিত হয়েন; কিন্তু তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, চরিত্র বিষয়ে যত নিগূঢ় রূপে অনুসন্ধান করেন, ক্রমশঃ ততই ক্ষুব্ধ হইতে থাকেন। বৃদ্ধ যুবা বালক, ধনী মধ্যবর্ত্তী দরিদ্র, ইহারদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি পরিতোষ প্রাপ্ত হয়েন না।

এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামি যাঁহারা,—বিষয়োপযোগী হস্ত লিপি এবং কিঞ্চিৎ অঙ্ক পাত মাত্র যাঁহারদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাঁহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জ্জনই সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য ও তাবৎ জীবনের সুখ—স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারা চিন্তাই করেন না—'দেশের উপকার' এ বাক্যের অর্থও তাঁহারদিগের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন—এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন না—সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করেন। ইহার জন্যেই দিবা রাত্রি ব্যতিব্যস্ত; এককর্ম্মের সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎ কাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ করেন। ইহাঁরদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনারদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধন সূত্র; নতুবা [illegible] অর্চ্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা [illegible] [illegible] বিশেষ

মনোযোগি হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন? বিশেষতঃ তাঁহারদিগের উপাসনায় সাত্ত্বিকতার কি অপূর্ব্ব চিহ্ন দেখা যায়, যাঁহারা আড়ম্বরের সহিত বিবিধ পূজার সামগ্রী সকল সম্মুখে রাখিয়া বিষয় ব্যাপার তাবৎ নিপুণ রূপে তৎকালে সমাধা করেন। এই সমুদয় মনুষ্যের ক্রোড়ে রাশীকৃত ধন স্থাপিত হইলেও তদ্দ্বারা স্বদেশের বিন্দু মাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্প্রদায় ভুক্ত দাতাও অনেকে আছেন, স্বীয় মণ্ডলী মধ্যে যশ উপার্জ্জন করা তাঁহারদিগের প্রধান তাৎপর্য্য; অতএব বিবাহ ও দলাদলি প্রভৃতি কর্ম্মে কেহকেহ এককালে সহস্র সহস্র মুদ্রা অক্লেশে দান করেন। যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা এক দিনে ব্যয় করিয়া থাকেন, তিনি সেই পুত্রের অধ্যয়ন হেতু মাসিক পাঁচ টাকাও প্রদান করিতে ক্লেশ বোধ করেন। ব্রাহ্মণদিগের অজ্ঞান প্রবাহ রক্ষার প্রধান হেতু ইহাঁরাই হইয়াছেন। দান বিষয়ে ইহাঁরা পাত্রাপাত্র বিচার করেন না; সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও যে কোন ব্রাহ্মণ বিবিধ ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিক রূপে প্রকাশ করে, অথবা তাঁহারদিগের যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় মন্ত্র সকল কেবল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাপন্ন কি না ইহা ভ্রান্তিতেও বিবেচনা করেন না। এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণ দশকর্ম্মোপযোগি কতক গুলীন মন্ত্র অভ্যাস করিয়াই আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন;— কঠোর জ্ঞানাভ্যাসে আর কেন পরিশ্রম করিবেন? তথাপি ব্রাহ্মণেরা আপনারদিগের পূর্ব্বাভিমানেই মগ্ন রহিয়াছেন— বিবেচনা করেন না যে ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত তাঁহারদিগের আর কি পদার্থ আছে? অন্যকে ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন কি? আপনারা তাহার সম্যক্ বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন, এবং অজ্ঞান ও কুপ্রবৃত্তি প্রযুক্ত বিজ্ঞ সমাজে ক্রমাগত হতাদর হইতেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মণদিগের সামান্য লজ্জার বিষয় যে যে শূদ্রেরা পূর্ব্বে তাঁহারদিগের আজ্ঞাকারিদাস ছিল, এইক্ষণে তাঁহারা সেই শূদ্রদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়াছেন — ধন সেবা জন্য তাহারদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত, অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনিদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহারদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে, এবং ধনিদিগেরই উপাসনা আন্তরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে। কি জানি তাঁহারা অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখেন, এনিমিত্তে কপালে দীর্ঘ রেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র, এবং তদুপরি গঙ্গাস্নানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন স্বরূপ সিক্ত বস্ত্র খণ্ড পরিপাটী রূপে সংস্থাপন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করত উপস্থিত হয়েন। অনেক মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হইলে দাতার মনোরম্য যে কোন অভিপ্রায়, তাহাকে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া প্রায় ব্যক্ত করেন, এবং কত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্বহস্তেতেও লিখিয়া প্রদান করেন। এবম্প্রকার অযোগ্য আচরণ প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহারা সংসারে অধোগামি হইতেছেন, তদ্বিপরীতে অনেক শূদ্র জ্ঞান ও যোগ্যতা দ্বারা উচ্চ পদে আরোহণ করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহারদিগের অধিক অপমানের বিষয় আর কি আছে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন কোন সভা হইলে শূদ্রেরা তাহার অধিপতি হয়েন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে তাঁহারা সেই সেই শূদ্র সভাপতির দলাক্রান্ত বলিয়া আপনারদিগকে সম্ভ্রান্ত জ্ঞান করেন, ও লোকের নিকটে মান্য হয়েন। আপনারদিগের বৃত্তি যে ধর্ম্মপালন তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং ধর্ম্ম কি জ্ঞান প্রচারে এককালে বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু যদি কোন পরোপকারী ব্যক্তি জ্ঞান প্রচার, ধর্ম্ম সংস্থাপন প্রভৃতি হিত কার্য্যে অনুরক্ত হয়েন, তবে তদ্দ্বারা আপনারদিগের মান ও প্রভুত্বের হানি সম্ভাবনায় যাহাতে তাঁহার যত্ন নিষ্ফল হয়, এমত দুষ্ট চেষ্টা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক করিতে থাকেন, এবং তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপ-

মান ও অন্য অন্য সাংসারিক দুঃখ প্রদান করিতে সযত্ন হয়েন। ইতর বিশেষ সাধারণের নিকটে প্রভুত্ব রক্ষা ও দম্ভ প্রকাশ জন্য যাঁহারা এতদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারদিগের পাদ পদ্ম ধ্যায়ি শিষ্যদিগের নিকটে ঈশ্বর তুল্য মর্য্যাদা পালনের নিমিত্তে তাঁহারা কি না করিয়া থাকেন? শিষ্য সমীপে নানা প্রকার ছদ্ম ব্যবহার দ্বারা আপনারদিগকে পরম পবিত্র ঋষি তুল্য দেখান। যাঁহার আমিষ ভোজন ব্যতীত এক সন্ধ্যা যাপন হয় না, এবং কুলটা সংসর্গ বিনাও এক রজনী ক্ষেপণ হয় না, শিষ্য গৃহে তিনি হবিষ্যাশী হইয়া অতি শুদ্ধ সত্ত্ব রূপে অবস্থান করেন, এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন কঠিন নিয়ম পালন পূর্ব্বক পরম তপস্বির ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করেন। শিষ্যের বিত্তগ্রহণ জন্য গুরুদিগের এই প্রকার বিবিধ কৌশল, কিন্তু তাহার পরিত্রাণের উপায় বিষয়ে তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে প্রতিমাদি স্থূল ধ্যান দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের সোপান লাভ হইবেক। হা! এক দিবস একবার মাত্র তাহার কর্ণ কুহরে মন্ত্র ধ্বনি প্রবিষ্ট করিয়া উপযুক্ত উপদেশ করিতে চিরকাল ক্ষান্ত থাকিলে সোপান সে কোথায় পাইবে যে তদ্দ্বারা জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিবেক? পরিত্রাণ দূরে থাকুক, অনেকে শিষ্যের অধোগতির কারণ হয়েন। গোস্বামিরা কৃষ্ণ মন্ত্রে বা রাধা মন্ত্রে বা যুগল মন্ত্রে শিষ্যদিগকে দীক্ষিত করিয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতিকে অহরহ আলোচনা করিতে অনুমতি করেন। ভণ্ড কথকদিগের সহায়তা দ্বারা শিষ্যেরাও সেই অনুমতি পালন করিতে কিছু মাত্র ক্রুটি করেন না,— বরঞ্চ কোন কোন নিপুণ শিষ্য সেই রাস লীলাদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শক্তি মন্ত্রের উপদেশক বামাচারিরাও অল্প অনর্থের কারণ নহেন। তাঁহারা প্রচুর মদ্য মাংস ভোজনাদিকে উপাসনার অঙ্গ রূপে উপদেশ করেন, চাণ্ডালী প্রভৃতি স্ত্রী সঙ্গকেও অতি গুহ্য পরমার্থ সাধন রূপে ব্যাখ্যা করেন, এবং কদাপি স্বয়ং চক্র মধ্যে ভৈরবী সুরাভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়া চক্রেশ্বর রূপে কারণ বলে ও মন্ত্র বলে চক্রিদিগকে অভিভূত করেন, যেখানে গলিত নরমাংস পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের লোভ হইতে পরিত্রাণ পায় না।

এই সমুদয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের সন্তানেরা, যাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভাষায় বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহারদিগের বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কার সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন হয়। প্রাচীনদিগের সহিত তাহারদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে কিছু মাত্র ঐক্য হয় না। পিতা অতি যত্ন পূর্ব্বক স্বীয় গৃহে প্রতিমা অর্চ্চনার আয়োজন করেন, পুত্র তাহাকে কাল্পনিক জানিয়া অবহেলা করেন। পিতা অন্যের সহিত অসংশ্রবে আহারাদি সমাধা করেন, পুত্র কোন জাতি বিচার করেন না— ম্লেচ্ছেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া পিতার মানসিক ক্লেশের কারণ হয়েন। এই প্রকার পরিবারের মনে ক্লেশ প্রদান মাত্র অনেকের বিদ্যা শিক্ষার ফল হইয়াছে। জ্ঞানানুসারে হিত কার্য্য করিতে কয় ব্যক্তি প্রবৃত্ত আছেন? যদিও তাঁহারা পুস্তক আলোচনা দ্বারা শিক্ষা করিয়াছেন যে স্বদেশের উপকার করা মনুষ্যের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু উৎসাহের দৃঢ়তা অভাবে তাঁহারদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেছে না। তাঁহারা যত দিন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তত দিন গাঢ় রূপে জ্ঞানের চর্চ্চা করেন, দেশময় বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা করেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম নানা প্রস্তাব বিচার করেন, এবং উৎসাহের সহিত স্বদেশের উপকার জনক অনেক বিষয় কল্পনা করিয়া থাকেন। হা! যে দিন তাঁহারা বিদ্যালয় হইতে অবসর হয়েন, সেই দিবসাবধি তাঁহারদিগের বুদ্ধি, বিদ্যা, চরিত্র সমুদয় নূতন পথে ধাবিত হয়—পূর্ব্বের উজ্জ্বল উৎসাহ ম্লান হয়, এবং স্বদেশের সুখ বাসনা অবসন্ন হয়। কত জন বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া বিত্ত মোহে আচ্ছন্ন হয়েন এবং ধনোপার্জ্জনেই সমুদয় যত্নকে সমর্পণ করেন; জ্ঞান ধর্ম্ম কি স্বদেশের হিত বাসনা আর তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে

স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ ইংলণ্ডীয় সমাজে গণ্য হইবার নিমিত্তে তাহারদিগের আচার, ব্যবহার, বেশ বিন্যাস, অঙ্গ ভঙ্গী পর্য্যন্ত শিক্ষা করেন, এবং তাহারদিগের অবিকল প্রতিমূর্ত্তি হইতে চেষ্টা করেন। পৃথিবীর মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে কোন অধোলোকের ন্যায় জ্ঞান করেন, তন্নিবাসি মনুষ্যদিগকে কোন নীচ জাতি রূপে দৃষ্টি করেন, এবং তাহারদিগের রীতি, নীতি, ভাষা পর্য্যন্ত সমুদয়ের প্রতি পদে পদে হেয় বাক্য প্রযোগ করেন। জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি তাঁহারদিগের দ্বারা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, যখন ইংলণ্ডীয় লোকের প্রথা, পরিচ্ছদ, ব্যবহার প্রভৃতি প্রচলিত করা তাঁহারদিগের নিকটে দেশের সমুদয় মঙ্গল হইয়াছে? কতক ব্যক্তি সাধারণ লোকের অনুগামি হইয়া পুনর্ব্বার পৌত্তলিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়েন—সে ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলেও কেবল আমোদ জন্য তাহাতে মুগ্ধ থাকেন। অনেকে মৌখিক যদিও জগৎ কারণ এক পরমেশ্বরকে স্বীকার করেন, কিন্তু দিন মধ্যে একবার শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা করেন না, — কেহ কেহ পরলোক অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিয়ম পালনেও যত্নবান্ হয়েন না। কতক ব্যক্তি কেবল মৌখিক বাগাড়ম্বর করিয়াই কাল হরণ করেন। তাঁহারা মনঃ কল্পনাতে স্ত্রীদিগের নিমিত্তে কদাপি প্রকাশ্য পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন, কদাপি বিধবার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, কদাপি সমুদয় দেশ হইতে পৌত্তলিকতাকে এক দিবসে উচ্ছেদ করিতেছেন। তাঁহারা দেশের স্বরূপ অবস্থাকে আলোচনা করেন না— নিবিড় অন্ধকারময় পল্লীগ্রামকে স্মরণ করেন না— জ্ঞান ধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলন এই কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানে দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বিস্তীর্ণ ভারতভূমিকে একই দিবসে উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা মৌখিক যেপ্রকার আন্দোলন করেন, তদনুসারে কি কার্য্য করিয়া থাকেন? সাধারণকে যে সকল কর্ম্মে অনুরোধ করেন, আপনারদিগকে বিজ্ঞ জানিয়া তাহার ঈষদ্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনা করিতে কি অগ্রসর হয়েন? তাঁহারা প্রস্তাব রচনা মাত্র করিতে বিদ্যালয়ে যে অভ্যাস করিয়াছেন, তথা হইতে অবসর হইলেও সে বাল্য অভ্যাস তাঁহারদিগকে সম্যক্ পরিত্যাগ করে না। এ উদ্বোধন তাঁহারদিগের হয় না যে আলোচনা স্থল বিদ্যালয় হইতে এইক্ষণে কর্ম্ম ভূমি সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, যেখানে কর্ম্ম ব্যতীত অনর্থক বাগাড়ম্বরে কোন ফল দর্শে না। শুভ সূচক কর্ম্মের মৌখিক আন্দোলন মাত্র যে ইহাঁরা করেন [illegible]ও মঙ্গলের চিহ্ন; ইহাঁরদিগের দ্বারা কালে দেশের উপকার যে হইতে পারে এমত আশাও আছে। কিন্তু তাঁহারদিগের কথা কি বলিব, যাঁহারা কেবল স্বয়ং নিরুৎসাহ থাকিয়াও তৃপ্ত হয়েন না, অন্য ব্যক্তিকে স্বদেশের হিত কার্য্যে চেষ্টিত দেখিলে তাঁহার প্রতি উপহাস করেন, এবং কত অযোগ্য বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করেন। ইহাঁরদিগের এতদ্রূপ ব্যবহার নিতান্ত ক্লেশ কর, কিন্তু যাহারা হতজ্ঞান হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে তাহারদিগের অত্যাচার অসহ্য; তাহারা এই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই দেশের শত্রু হইয়াছে—মাতৃগর্ভকে বিদারণ করিতেছে। ইহারদিগের দ্বারাই কি ভারতভূমির দুর্ভাগ্যের সীমা হইল? অসাধারণ বিদ্যাভিমানী কতক যুবা ব্যক্তি বিকৃত বুদ্ধি হইয়া নাস্তিক হইতেছে; পুত্র হইয়া পিতাকে—পিতার সত্তাকে অমান্য করিতেছে! তাহারা জগদীশ্বরকে গ্রাহ্য করে না, পরলোক তাহারদিগের বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না; ঐহিক সুখ সম্ভোগে বিমুগ্ধ রহিয়াছে।

এই রূপে এইক্ষণকার বিদ্বান্ নামে খ্যাত যাঁহারা, তাঁহারদিগের দ্বারা উপকার না হউক, অপকার নানাপ্রকারে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশের আচার ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকের দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করিতেই শিক্ষা করেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে গ্রহণ না করিয়া যদ্দ্বারা অশুভ

অনিষ্টের সম্ভাবনা এমত আচরণ সকলের অনুবর্ত্তি হইতেই অভ্যাস করেন। সম্প্রতি মদিরা পানের দৃষ্টান্ত তাঁহারদিগের বিনাশের হেতু হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে এই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে লোভ সম্বরণে অসমর্থ প্রযুক্ত ক্রমাগত উপভোগ দ্বারা তাহাতে প্রগাঢ় আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হত জ্ঞান হয়েন। মদিরা পানে যাহার আসক্তি, তাহার দ্বারা কোন্ দুষ্কর্ম্মের অসম্ভাবনা হয়? শুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তিই বা তাহার কি প্রকারে হইতে পারে? ব্যক্ত করিতে অশ্রুপাত হয় যে কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কত সুশিক্ষিত ছাত্র এই মোহকারি দুষ্কর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া অবশেষে ব্যভিচার প্রভৃতি কুব্যবহার দ্বারা মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ বিদ্বান্‌দিগের যখন এই প্রকার ব্যবহার, তখন তাহারদিগের দৃষ্টান্তে জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের চরিত্র কি পর্য্যন্ত ঘৃণিত না হইতে পারে? এই কলিকাতা মধ্যে স্থানে স্থানে এমত সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্ম্মে অজস্র লিপ্ত থাকে। তাহারদিগের ধর্ম্মের নিয়ম নাই, কোন কর্ম্মেরও নিয়ম নাই; কখন পৌত্তলিকের ন্যায়, কখন ভাক্ত ব্রহ্মজ্ঞানির ন্যায়, কদাপি নাস্তিকের ন্যায়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। কদাপি দেব বিশেষের প্রতিমা সমীপে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইতেছে, পুনর্ব্বার পরিহাস ছলে সেই দেবতার প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কদাপি ইতরজাতিকে স্পর্শ করিয়া আপনারদিগকে অশুচি জ্ঞানে গঙ্গানীরে অবগাহন করিতেছে, তৎপরক্ষণেই সকল বর্ণের সহিত একত্র হইয়া একাকার রূপে পান ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে। মাদক দ্রব্য সেবন এবং লাম্পট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সার কর্ম্ম হইয়াছে।

বেশ্যাগমন পাপ এইক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্ত্তী, অতি দীন পর্য্যন্ত এই দুষ্কর্ম্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কুকর্ম্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করে না—আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না। এই নগর মধ্যে এমত পল্লী নাই যেখানে শত শত বেশ্যা একত্র বাস না করে, এবং তন্মধ্যে প্রায় এমত বেশ্যা নাই যাহার আলয়ে বহু লম্পট ব্যক্তিকে অহর্নিশি একত্র দেখা না যায়? সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কুত্রাপি কোন বাবুর কদাচারের সাক্ষী স্বরূপ অশ্ব যান তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যা দ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ, কলহ, সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুকর্ম্ম দ্বারা চিত্তের বিকৃতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সম্ভব হয় যে আপনার রক্ষিতা গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি তাঁহার সাক্ষাতে, বরঞ্চ তাঁহার অনুমতি ক্রমে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করে, এবং তথায় পরিপাটী রূপে লাম্পট্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া চিরজীবন পাপের বর্ত্মে ভ্রমণ করে। তাহারা জন্ম কালে দুশ্চরিত্র পিতার অসৎ স্বভাব সকলকে অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং জীবন কালে তাঁহার কুদৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া সংসারে মহা উপদ্রবের হেতু হয়। এবম্পরম্পরানুসারে এই জঘন্য দুষ্কর্ম্ম গঙ্গা প্রবাহের ন্যায় বহমান হইতেছে, এবং ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে।

এই দল ভুক্ত ধনি সকল এই দুষ্কর্ম্মের প্রসঙ্গ, আয়োজন, এবং উপভোগে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন, এবং ইহার আনুসঙ্গিক অশ্ব যানের শোভা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য, ও বিহঙ্গ ক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় সু-

খের নিমিত্তে অপরিমিত রূপে রাশি রাশি ধন ক্ষেপণ করেন — কেহ কেহ সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া নানা প্রকার অপমানের আস্পদ হয়েন। ইহাঁরা কেবল স্বীয় অমঙ্গলের কারণ আপনারা হয়েন না, ইহাঁরদিগের পার্শ্ববর্ত্তি আশ্রিত যুবকগণের বিষম দুরদৃষ্টের হেতু হয়েন। তাহারা বাবুর তুষ্টির নিমিত্তে তাঁহার সকল প্রিয় কুকর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উল্লাসের সহিত যত্নবান্ হয়। এই রূপে অনেক নির্দ্দোষি ব্যক্তি ধনি বাবুদিগের সংসর্গ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের আমোদে সুশিক্ষিত হয়, এবং তদ্দ্বারা তাহারদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হয়।

যাহারদিগের কুকর্ম্ম সম্পাদনের উপযোগী ধন নাই, অথচ বুদ্ধি বিদ্যার হীনতা প্রযুক্ত ন্যায় পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে যাহারা ক্ষমতাবান্ নহে, তাহারা সামান্য কোন বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া চৌর্য্য প্রবঞ্চনাকে ধন লাভের প্রধান উপায় রূপে স্থির করে। বেশ্যা গমন তুল্য কর্ম্মস্থলে চৌর্য্য ব্যবহার এইক্ষণকার সাধারণ পাপ হইয়াছে, এবং অভ্যাস দ্বারা অনেকের চিত্ত এমত কঠিন হইয়াছে, যে এই কদাচারকে তাহারা কুকর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে না, এবং প্রভুর সকল সম্পত্তি হরণ করিতে পারিলেও তজ্জন্য আপনারদিগকে দোষি বোধ করে না।

পুরুষদিগের এই প্রকার অত্যাচারে এবং দেশের নানা প্রকার কুপ্রথাতে এদেশীয় অবোধ স্ত্রী লোকেরা যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলে রোদন করিতে হয়। তাহারা বিদ্যার উপদেশ অভাবে মনুষ্যের প্রধান সৌভাগ্য যে জ্ঞান সুখ, তাহার আস্বাদন হইতে সম্যক্ বঞ্চিত রহিয়াছে, এবং কারারুদ্ধ প্রায় চিরজীবন নানা যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে। যাঁহারা কাল্পনিক ধর্ম্ম পৌত্তলিক উপাসনা হইতে বিরত হইয়া তাহার উচ্ছেদ জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহারা স্বীয় গৃহে ভার্য্যাদিগকে যখন তাহাতেই বিশেষ রূপে মগ্ন দেখেন, এবং ভার্য্যারা যখন স্বীয় পতিদিগকে জ্ঞানধর্ম্ম ও পানভোজনাদি সমুদয় বিষয়ে তাহারদিগের বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত দেখে, তখন স্বামি স্ত্রীতে সম্প্রীতির সম্ভাবনা কি? অনেক পুরুষ এপ্রকার দুরাচার যে ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহারদিগের প্রবৃত্তিই হয় না—মাসান্তেও একবার তাহারা অন্তঃপুরের সংবাদ গ্রহণ করে না। অনেকে উপপত্নীর বশীভূত প্রযুক্ত কোপ দৃষ্টি ব্যতীত এক দিনের নিমিত্তে প্রণয় দৃষ্টিতে ভার্য্যার প্রতি অবলোকন করে না, এবং প্রায় অপ্রিয় ব্যতীত প্রিয় শব্দে তাহাকে সম্ভাষণ করে না। ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে কোন কোন পতির নিতান্ত নিদারুণ কুব্যবহার জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কত স্ত্রী আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইয়াছে।

দুঃখের বর্ণনা আর শেষ হয় না। দেশস্থ লোক আপনারাই এই রূপে স্বীয় দুর্ভাগ্যের হেতু হইয়াছেন, তাহাতে রাজা তাহার প্রতীকার জন্য সম্যক্ চেষ্টাবান্ না হইয়া রাজ্য মধ্যে কোন কোন কুকর্ম্ম বৃদ্ধির প্রতি বরঞ্চ মুখ্য কারণ হইয়াছেন; মাদক দ্রব্য সেবন ও বেশ্যা গমন দুষ্কর্ম্ম রাজার সম্যক্ আশ্রয় দ্বারা অত্যন্ত বাহুল্য হইয়াছে। জগতের সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা ধনের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অধিক প্রীতি, এনিমিত্তে দ্রব্যের কর, বাটীর কর, ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্তে তাঁহারা যে প্রকার সত্বর, প্রজার হিতজনক কোন ব্যাপারে তদ্রূপ যত্নবান্ নহেন। আয় বৃদ্ধির সুকৌশল নিয়ম স্থাপন জন্য তাঁহারদিগকে কাহারও অনুরোধ করিতে হয় না, বরঞ্চ তাঁহারদিগের এই অতিরিক্ত ধনাকাঙ্ক্ষা জন্য যে প্রজাপীড়ন হইতেছে, ইহা সংবাদ পত্র সম্পাদকেরা চীৎকার পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই স্বাধীন ভারতবর্ষস্থ ধর্ম্মশীল রাজাদিগের শাসনানুসারে মদ্য ব্যবসায় বা মদ্য ব্যবহার এদেশে প্রায় ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকার হওয়া অবধি তাঁহারদিগের নিত্য প্রয়োজনীয়

যে মদিরা তাহার ব্যবসায় দেশময় প্রচলিত হইয়াছে, এবং তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তে এদেশস্থ লোক সকল অপরিমিত মদ্য পানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মাদক দ্রব্যের কর সংগ্রহ জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারিরা অধিক ধনাগম করিতে পারিলেই রাজ পুরুষদিগের নিকটে প্রতিপন্ন হয়েন, এপ্রযুক্ত স্বীয় অধিকারে মদ্যাদির অধিক বিপণী স্থাপন দ্বারা অধিক কর সংগ্রহ জন্য তাঁহারদিগের একান্ততঃ যত্ন হয়। ইহাতে মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এতন্নগরস্থ লোকেরা ধন প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে। অধুনা এই নগরে রাজশাসন অভাবে যেমন মদ্য পানের বাহুল্য হইতেছে, তদ্রূপ দিন দিন বেশ্যা শ্রেণীও বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বকালে রাজ শাসনে নগর বা গ্রামের প্রান্ত ব্যতীত কদাপি তাহারা তন্মধ্যে বসতি করিতে সমর্থ হইত না; ইহার কতক দৃষ্টান্ত পল্লীগ্রামে অদ্যাপি রহিয়াছে। কিন্তু ইদানীং এই রাজধানীতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। লোক যখন স্বীয় বাটীর চতুর্দ্দিকে বেশ্যাদিগের হাব, ভাব, কটাক্ষ সর্ব্বদা দেখিতে পায়, তখন সহজেই তাহারদিগের মন তাহাতে আসক্ত হয়। কেবল পুরুষেরা কুপথগামি হয় না, অনেক অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী এই কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুতা হয়। আপনারা কারারুদ্ধ থাকিয়া বেশ্যাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা দেখে, অনেকে যখন স্বীয় পতিকে তাহারদিগের প্রমোদে আসক্ত দেখিতে পায়, তখন সুখ ভ্রমে কুকর্ম্মের লালসা তাহারদিগের চিত্তে প্রজ্বলিত হওয়া কি অসম্ভব? অবগতি হইয়াছে যে এইরূপে অনেক অবলা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গণিকাদিগের অনুগামিনী হইয়াছে। অতএব যতকাল রাজ পুরুষেরা মাদক সেবনের শাসন এবং বেশ্যাদিগের বসতির নিয়ম পরিবর্ত্তন না করিবেন, ততকাল এদেশ সম্যক্‌রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না।

যখন প্রাচীন লোক সকল দেশের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্যই করেন না; যখন যুবকদিগের মধ্যে কেহ নাস্তিক, কেহ খ্রীষ্টিয়ান, কেহ যথেষ্টাচারী হইতেছে, কেহ বা নানা অলীক আমোদে ও অসৎকর্ম্মে কাল ক্ষেপ করিতেছে; যখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধি বিদ্যা বিহীন হইয়া ক্রমশঃ অপদস্থ হইতেছেন; যখন দেশের অর্দ্ধলোক স্ত্রী জাতি বিদ্যার আলোক বিরহে অন্ধ প্রায় মুগ্ধ রহিয়াছে, ও পতির কদাচারে অহোরাত্র বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; যখন এই নগরে রাজা সুরাপানাদি কুকর্ম্মের উপযুক্ত শাসন না করিতেছেন; তখন এদেশের সুখ সৌভাগ্যের দিন যে কত দূরে রহিয়াছে, তাহার সীমা করা যায় না। অসংখ্য ব্যক্তির বিচিত্র রোগ কদাপি দুই এক দেশহিতৈষি মনুষ্যের দ্বারা শান্তি হইতে পারে না। তাঁহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিলে কেবল আক্ষেপের আলাপ করেন, অবশেষে ক্ষুব্ধ চিত্তে সজল নেত্রে পৃথক্ হয়েন।

ফলতঃ হে স্বদেশের হিতৈষি প্রিয়তম বান্ধবগণ! নিরাশ হওয়া উচিত হয় না—ঐক্য পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত যত্ন কর, যত্ন করিলেই কালে মানস সিদ্ধ হইবেক। যদিও গ্রীষ্মের উত্তাপ এইক্ষণে অস্থির করিয়াছে, তথাপি বর্ষার আগমন অবশ্য হইবেক। যিনি তোমারদিগকে এই সাধু ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন — এই গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই এভার মোচন করিবেন।

হে পরমাত্মন্! আমারদিগের দেশীয় লোককে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ কর, এবং অধর্ম্ম পঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল কর, যাহাতে তাঁহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরম ধর্ম্ম তোমার উপাসনাতে অধিকারি হইয়া পরম সুখি হইতে পারেন।

বেহাগ রাগিণী।

হবে কি হবে দিবা আলোকে জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।

গত হল আয়ু, নাহি গেল জানা, কেমনে তাঁরে জানিব বল না॥

কঠোপনিষৎ

প্রথমা বল্লী

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতানাম পুত্রআস ॥ ১॥

1. Vajussruvasa, desirous *of future fruition, performed the sacrifice Viswujit at which he* distributed all his property. He had a son named Nuchiketa.

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধা-
বিবেশ সোমন্যত ॥ ২ ॥

2. When his worn-out cows were being brought *by the father* to be given as fees to the attending priests, young Nuchiketa, touched by true filial affection, reflected thus within himself.

পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ ॥ ৩ ॥

3. "He who presents such cows as are impercipient and no longer able to drink water, or eat grass, or give further milk, goes *after death* into worlds destitute of felicity."

সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ন্তং হোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ ॥

4. He then said to his father, "To whom, O father, wilt thou give me?"* At his saying this twice and thrice, him *the father* said *enraged*, "I give thee to Death."

বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিং স্বিদ্যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ ॥

5. *Nuchiketa then began to ruminate thus*: "I am reckoned the first *among many sons*, and *if not the first*, yet the midst among them. Is there some work of Yama then which is to be effected through me?"

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ ॥

6. *Finding his father now afflicted with sorrow, Nuchiketa told him.* "Observe times past and present. Man is as blade of corn: He rots away like it, and like it he sprouts forth again. *Do thou therefore give me over to Yama according to thy promise.*"

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণোগৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিঙ্কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং ॥ ৭ ॥

7. *After the return of Yama to his domains, for he was absent when Nuchiketa arrived, and remained three days therein, his domestics told him.* "The Brahmun-guest—reverential as sacred fire,—when he enters a house, *the virtuous householder* satisfies *by bestowing all attentions upon him. Such a guest has entered thy dwelling*, O Yama; Bring thou *therefore* water *to wash his feet therewith.*"

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সূনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপ-
শূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোয-
স্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে ॥ ৮ ॥

8. The Brahmun-guest, who remains unfed in the house of an imprudent person, puts an end to all his hopes and expectations, destroys the fruits which he would obtain from his having performed such virtuous actions, as frequenting the company of the wise, speaking sweet words to others, observing ritual institutions, and performing works of public utility; and moreover brings on the loss of his sons and cattle.†

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীগৃহে মেনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্ন-
মস্যঃ। নমস্তেস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্
বরান্ বৃণীষ্ব ॥ ৯ ॥

9. *Yama then hastened to Nuchiketa and addressed him thus*: "As thou, O Brahmun, hast lived in my house a revered guest, for the space of three days and nights without food, I offer thee reverence, in atonement, so that bliss may attend me, and do thou further ask from me a favour for each of those three nights.

শান্তসংকল্পঃ সুমনাযথা স্যাৎ বীতমন্যুর্গৌতমোমা-
ভিমৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতত্ত্রয়াণাং
প্রথমং বরং বৃণে ॥ ১০ ॥

10. *Nuchiketa said.* "Let, O Yama, the anxiety of my father Goutama *at my coming into thy domains* be removed; his heart be tranquil and his anger against me extinguished; and let him recognize me on my return after having been set free by thee. I solicit this as the first of the three favours."

যথা পুরস্তাদ্ভবিতা প্রতীতঔদ্দালকিরারুণির্ম্মৎপ্র-
সৃষ্টঃ। সুখং রাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাংদদৃশিবান্
মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং ॥ ১১ ॥

11. "The perception of thy identity by thy father, whose other names are Ouddaluki and Arooni," replied Yama, "will, through my favour, be easily made, and seeing thee released from the grasp of death, he will sleep tranquil the remaining nights of his life, and be quite free from anger against thee."

স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া
বিভেতি। উভে তীর্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগো-
মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১২ ॥

12. *Nuchiketa then said.* "In Swerga there is no such thing as fear, nor *canst* thou *always exercise thy power* there. *Its inhabitant* remains free from the fears of disease, and being extricated from hunger, thirst and sorrow, enjoy pure bliss within its precincts.

সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধা-
নায় মহ্যং। স্বর্গলোকাঅমৃতত্বং ভজন্তএতদ্দ্বিতীয়েন
বৃণে বরেণ ॥ ১৩ ॥

13. "*Now* O Yama, call to mind that fire which is the means of gaining this Swerga Acquaint me, who am full of faith, with its nature, *as* those who dwell in Swerga attain dignity celestial. This I ask *of thee* as the second of the favours."

প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিম্নচিকেতঃ
প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্বিদ্ধি ত্বমেন-
ন্নিহিতং গুহায়াং ॥ ১৪ ॥

14. *Yama replied.* "I am *indeed* perfectly acquainted, O Nuchiketa, with that fire which conduces to the attainment of Swerga. Listen attentively for I am going to reveal its nature—*the nature of that sacred fire which*, you should know, is the means of gaining the bliss of many a heaven; to which the whole world has recourse; and which is seated in the hearts of all."

* i. e. Give me "in lieu of such cows."

† These are what are called in Vedaic literature "Urthubad," or exaggeratory sentences.

লোকাদিমগ্নিন্তমুবাচ তস্মৈ যাইষ্টকায়াবতীর্ব্বা যথা বা। সচাপি তৎ প্রত্যবদদ্যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

15. *Yama then* explained to Nuchiketa the nature of primordial fire; and the kind and number of bricks requisite for, and the manner of, performing *a ceremony of that fire. In order to convince Yama that he had perfectly understood him,* Nuchiketa repeated to him all that he had said, at which he being pleased again addressed him.

তমব্রবীৎ প্রীয়মাণোমহাত্মা বরন্তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

16. The high-souled *Yama,* being pleased, thus said him. "I affix an additional boon to the second that this fire would be called after thy name. Accept also this valuable necklace of particolored jewels.

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃত্তরতি জন্ম মৃত্যূ। ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যাম্বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যান্তমেতি ॥ ১৭ ॥

17. "He who thrice performs the ceremony of this Nuchiketic fire according to the instructions of parents and spiritual fathers, and follows other ritual observances, studies the Vaidas and gives charities, becomes free from repeated birth and death. That person who gains a proper knowledge of that fire which sprang from God, and which is the witness of ritual observances, and is full of splendour and worthy of homage, obtains lasting peace.

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা যএবম্বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। সমৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ ॥

18. "He who thrice performs the ceremony of this Nuchiketic fire, after knowing the kind and number of bricks requisite for, and the manner of its performance, and after subduing the influence of the passsions, being extricated from sorrow gains fruition in Swerga.

এষতেগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোয়মবৃণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিস্তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ম্বরন্নচিকেতোবৃণীষ্ব ॥ ১৯ ॥

19. This, O Nuchiketa, is the knowledge of sacred fire, the means of obtaining Swerga which thou didst require *of me* as the second favour; and men will call it after thy name. Make, O Nuchiketa, thy third request."

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ ॥ ২০ ॥

20. *Nuchiketa said.* "Some say that there is something which exists absolutely after men's death; and some maintain the contrary. *Now* about this question, I wish to know through your instructions. This is the last of the favours *thou hast offered.*"

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতম্পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষধর্ম্মঃ। অন্যম্বরম্নচিকেতোবৃণীষ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনং ॥ ২১ ॥

21. *Yuma replied.* "Even Gods formerly were involved in doubts respecting this *question.* This doctrine cannot be well comprehended as it is very subtle. Ask *then,* O Nuchiketa, any other favour, and do not oblige me *to give such a difficult one. Pray* relinquish it."

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতঙ্কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যোনান্যোবরস্তুল্যএতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

22. *Nuchiketa replied.* "*Thy words have made me certain that* the Gods were involved in doubts respecting this *question,* and that even thou, O Yama, confess it to be inscrutable; *but* there is no such expositor of this *doctrine* as thyself, nor is there any other gift equal to this,"

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্ম্মহদায়তনম্বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদোয়াবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

23. *Yama replied.* "Ask *from me* long-lived sons and grandsons, elephants and cattle, gold and horses—an extensive dominion on earth, and the longest term of life that you can desire for yourself.

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তঞ্চিরজীবিকাঞ্চ মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাম্ত্বা কামভাজঙ্করোমি ॥ ২৪ ॥

24. "Want, if thou knowest, any other favour, akin to such—together with longevity and wealth. Yea—be the lord of a vast empire, O Nuchiketa, and all the wishes that spring up in your bosom will I crown.

যে যে কামাদুর্ল্লভামর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমারামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যান হীদৃশালম্ভনীয়ামনুষ্যৈঃ। আভির্ম্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতোমরণম্মানুপ্রাক্ষীঃ ॥ ২৫ ॥

25. "Want any rarities of the world which you choose—want these exquisite damsels with their music and equipages: they are rarely obtained by men. Through them that I give you, O Nuchiketa, make yourself happy, but ask not from me the solution of the difficult question respecting the existence and nature of God."

শ্বোভাবামর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥ ২৬ ॥

26. *Nuchiketa replied.* "O Yama, *these* precarious pleasures rather enfeeble the physical powers of man. Even the age of this universe is *comparatively* short. *Wherefore* let dance and song and equipages remain thine.

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্ত্বা। জীবিষ্যামোয়াবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্তু মে বরণীয়ঃ সএব ॥ ২৭ ॥

27. "No man can be satisfied with worldly possessions. As I have fortunately beheld thee, I may obtain them should I feel desirous; and I also may live as long as thou exercisest authority; but the only object I desire is what I have already begged of thee.

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যম্মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত ॥ ২৮ ॥

28. "Why should the mortal of this lower world, subject to disease and death, be delighted with beauty and amorous dalliance, knowing that he by approaching the celestial beings who are free from disease and decay, can gain superior knowledge, and knowing too that those *sources of pleasure*

themselves are fleeting though enjoyed together with longevity.

যস্মিন্নিদমিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রুহি নস্তৎ। যোয়ম্বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে ॥ ২৯ ॥

29. "Confer on us *then*, O Yama, the favour of a solution of the doubts about the existence and nature of God for the sake of fruits eternal." No other favour but this difficult one did Nuchiketa ask for.

ইতি প্রথমা বল্লী।

অন্যচ্ছ্রেয়োন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তের্থাদ্য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥ ১ ॥

1. *Yama then said.* "Duty and pleasure are different things. They yield different fruits to those persons whom they engage in the pursuit of themselves. Among these two, he who adopts duty is blessed, and he who adopts pleasure falls from the true estate of man.

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥ ২ ॥

2. "Duty and pleasure both offer themselves to man. The good, considering *to whom we ought to give the preference*, rejecting pleasure, prefer duty; the bad prefer pleasure for the sake of mere bodily gratification.

সত্বম্প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাম্বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাম্মজ্জন্তি বহবোমনুষ্যাঃ ॥ ৩ ॥

3. "O Nuchiketa, after reflection thou rejectedst these *loved and love-inviting* enjoyments and were not enamoured of those worldly pursuits in which many men are immersed.

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসম্মন্যে ন ত্বা কামাবহবোলোলুপন্তঃ ॥ ৪ ॥

4. "Knowledge and ignorance are contrary things, and yield fruits contrary; so is it known. I perceive Nuchiketa to be a real lover of knowledge: Even these numerous enjoyments were not able to allure thee away *from the path of wisdom.*"

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ংধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥ ৫ ॥

5. "Living in the midst of ignorance, and believing themselves to be wise and knowing, fools frequently are led astray through crooked paths like blind men when guided by a blind man.

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তম্বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥

6. "The knowledge of duties, preparatory to a future state, does not present itself to that puerile and thoughtless being who remains engrossed by avarice. He who thinks *that* this world *only is*, and no other, comes repeatedly under my control.

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোপি বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোস্য লব্ধাশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ ॥

7. "About Him, who is not gained by many for want of opportunities to hear of Him, and whom many hearing do not know, rare is the speaker—rare is he who completely avails himself of his words, and rare the knower who has been soundly instructed therein.

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষসুবিজ্ঞেয়োবহুধা চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্যণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ ॥

8. "Through the words of the ungifted mortal, this Being who is thought of in various ways cannot be well known; but from his words who has a firm and habitual belief in His ubiquity, one's thoughts take no different course. He who is subtler than subtle cannot be gained through mere disputation.

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যাস্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্নোভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ॥ ৯ ॥

9. "Desire for God cannot be generated by controversy. He can be well known, O beloved, through the instructions of that one *alone who is versed in the Vaidus*. Thou my son, who art truly patient, hast such a desire. Let our querists, O Nuchiketa, be such as thou art.

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতোগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং ॥ ১০ ॥

10. "I know that the fruition attendant on ritual observances, is transitory as the Imperishable cannot be gained with perishables. Knowing this however I performed the ceremony of Nuchiketic fire, and have gained with undurable objects this authority of long duration.

কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠান্দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরোনচিকেতোত্যস্রাক্ষীঃ ॥ ১১ ॥

11. "But thou O wise Nuchiketa, after being acquainted with the station in Bruhmu-Lok* which is the fill of enjoyment, the chief in the world, the consummation of all fruition obtainable from the performance of rites and sacrifices, the harbour of security, worthy of great laudation, durable, and of range extensive forsookst it with firmness of mind.

তন্দুর্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১২ ॥

12. "That Eternal Resplendence, who is beyond vision, dwells deep within all objects, is seated in the heart and resides even in places perilous and inaccessible,—the wise, knowing Him by means of withdrawing their senses from perception and concentrating their minds upon Him, avoid both elation and dejection.

* The Vaidantic disclosure of a future state, considering the souls of men as descending or rising according to their respective actions treats of several worlds or stages of existence the highest of which is Bruhmu Lok. The being of untainted piety and virtue obtains Mooktee or liberation from all change of existence, becomes immortal, obtains God, revels in the enjoyment of Him, and as says the Setasshuturu Upunishad, HAS THE UNIVERSE FOR HIS ESTATE.

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য
সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচি-
কেতসম্মন্যে॥ ১৩॥

13. "Hearing about this Being, thoroughly mastering what he hears, separating Him from every thing, and gaining Him thereby, man exhilarates himself with such an exhilarant—I believe that the temple of God is already opened to Nuchiketa."

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪॥

14. *Nuchiketa now says.* "If thou knowest that Being who is apart from virtue, apart from vice, apart from this world of causation, and apart from the past, *present*, and future, tell of Him *to me.*"

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ব-
দন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্র-
হেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥ ১৫॥

15. *Yama replied.* "Whom the whole Vaidas describe, to whom all devotion is directed and for whom men subject themselves to religious austerities,—of Him I tell in brief: Hé is Om.

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬॥

16. "Om is Bruhma and Om is God. Knowing this, he who wishes to gain any of them obtains Him.

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৭॥

17. "This aid of Om is above all aids; this aid of Om is the best of all aids. Knowing this aid, one becomes revered in Bruhmu-Lok.

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব
কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ম্পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে॥ ১৮॥

18. "That Self-existent and Eternal Intelligence who was neither born nor dies, and who has neither proceeded from any, nor was changed into any, does not perish when the body *which He pervades*, perishes.

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ১৯॥

19. "The slayer who intends to slay Him, and the slain who thinks that He is slain with himself — both do not know Him for none can slay Him nor can He be slain *by any*.

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গু-
হায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃপ্রসাদা-
ন্মহিমানমাত্মনঃ॥ ২০॥

20. "This Being is the subtlest of the subtle and the greatest of the great. He is seated in the hearts of all creatures. He who, abjuring all rites and ceremonies, sees His glory through the benignity of the mind, becomes destitute of sorrow.

আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তম্মদামদন্দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥ ২১॥

21. "Who can know like me the Splendid, who sitting, proceeds far, who, lying still, goes every where, and who is Felicity but not joy?

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।
মহান্তম্বিভুমাত্মানম্মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ২২॥

22. "Knowing Him, who, being bodiless, resides within this perishable body, and who is Great and All-pervading, the wise man grieves not.

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং
স্বাং॥ ২৩॥

23. "God can be gained neither by the Vaidas, nor by reminiscense, nor by audition. He, who desires Him, obtains Him. To him alone does He display Himself.

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥ ২৪॥

24. "The vicious, the passionate, the discomposed, and those whose minds are not peaceful, gain not God through a mere knowledge of Him.

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনঙ্ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫॥

25. "He whose food is even both Brahmuns and Kshetriyas, and death itself is whose sauce, who can know Him like me?"

ইতি দ্বিতীয়া বল্লী।

ঋতম্পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে
পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়োয়ে চ
ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১॥

1. "God and soul both dwell in the recesses of the heart, but the latter alone enjoys the fruits of its own actions. They are respectively as Light and Shadow: so say the knowers of the Supreme, the worshippers of the five fires, and those of the Nuchiketic.

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরম্ব্রহ্ম যৎ পরং।
অভয়ন্তিতীর্ষতাম্পারন্নাচিকেতং শকেমহি॥ ২॥

2. "I can both perform the ceremony of Nuchiketic fire, which is as the bridge of the observers of rites, and know that God who is fearless, undecaying, and Supreme and who is the landing place of all those who wish to cross the ocean of the world.

আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩॥

3. "Consider the soul as the rider, the body as the chariot, reason as the charioteer, and the mind as the rein;

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তম্ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥ ৪॥

4. "The senses as the horses, the objects of perception as their paths, and the being, composed of body, mind and senses, as the enjoyer of the effects of actions: So said the sages.

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥ ৫॥

5. "Under that reason which is injudicious, and always holds the rein of the mind unsteadily, the senses become unmanageable as restive horses under an actual charioteer.

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥ ৬॥

6. "Under that reason which is judicious and

always holds the rein of the mind steadily, the senses remain manageable as peaceful horses under an actual charioteer.

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন সতৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৭॥

7. "That individual who is injudicious, has an unsteady mind, and remains always impure, reaches not the Divine Glory, but again descends into the world.

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে॥ ৮॥

8. "That individual who is judicious and ever-watchful and remains always pure, reaches the Divine Glory, nor does he again descend to the world.

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদং॥ ৯॥

9. "That man, who has his reason for a judicious charioteer, and his mind for a good bridle, reaches the glory of the All-pervading God, the goal of existence.

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০॥

10. "The generic objects of preception* are superior to the organs of perception, the mind superior to those objects, the understanding superior to the mind, and the soul superior to the understanding.

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরঙ্কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১॥

11. "The Divine energy superior to the soul, and God superior to the Divine energy. Nothing is superior to Him. He is the quintessence of all things, and the goal of all existences.

এষসর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১২॥

12. "This Pervader, who remains deep within all objects, does not exhibit Himself. He is seen only by the concentrated application of the acute understandings of acute observers.

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞানআত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্তআত্মনি॥১৩

13. "Words should be resolved into the mind, the mind into the understanding, the understanding into the soul, and the soul into the All-tranquil Pervader.

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥ ১৪॥

14. "Awake—arise—and, getting the gifted, understand. The path of divine knowledge, say the poets, is difficult, and as hard to be got over, as that over the sharpened edge of razors.

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ
অনাদ্যনন্তংমহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫॥

15. "God is devoid of sound, touch, form, taste and smell. He is Irreducible, Eternal, Infinite, and Unchangeable; has neither beginning nor end; and is Superior to the soul. Knowing Him thus, men are released from the jaws of death."

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং।
উক্ত্বা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১৬॥

16. He who recites and hears this ancient discourse delivered to Nuchiketa by Yama, and is truly wise, becomes revered in Bruhmu-Lok.

যইমম্পরমঙ্গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতইতি॥ ১৭॥

17. He who intentively recites this most sacred and profound discourse in a theistical assembly, or at the time of the performance of obsequal rites, gains endless rewards, gains rewards endless.

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়া বল্লী সমাপ্তা।

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১॥

1. "The self-existent created the senses for external perception, wherefore man occupies himself with external objects, and none therefore sees the Internal Pervader. The wise through a desire of immortality, withdrawing his eyes *from objects external*, sees Him.

পরাচঃ কামাননুয়ন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং। অথ ধীরা অমৃতত্বম্বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২॥

2. "Puerile individuals pursue external pleasures, wherefore they become entangled in the wide-spread meshes of death. The wise, knowing the Immortality Unchangeable, do not want for precarious objects.

যেন রূপং রসঙ্গন্ধং শব্দাংস্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্।
এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ৩॥

3. "To that Being, through whom men enjoy forms, tastes, smells, sounds, pleasures of touch, and sexual gratifications what is hidden? This is He.

স্বপ্নান্তঞ্জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তম্বিভুমাত্মানংমত্বা ধীরোন শোচতি॥ ৪॥

4. "Knowing that Being who is Great and All-pervading, and through Whom men become conscious of all that they conceive and perceive in their dreaming and waking hours, the wise man grieves not.

যইমংমধ্বদম্বেদ আত্মানঞ্জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানম্ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৫॥

5. "He who perceives the Legislator of times past, present, and future, to be near to the soul which is the enjoyer of the effects of its own actions, conceals *Him* not from others. This is He.

যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৬॥

6. "That Being witnesses *both* the soul and the body, the former being the first work of God's design, created primordially, and, after entering the heart, lodging therein. This is He.

* The Generic objects of perception according to Sanscrit writers, are, I Sounds, II Objects of touch, III Forms and hues, IV Tastes, and V. Smells.

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্ব্যজায়ত।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭ ॥

7. "*That Being witnesses* the Principle of Sensation, which was created coeval with life and body, and which, after entering the heart, dwells therein. This is He.

অরণ্যোর্নিহিতোজাতবেদাগর্ভইব সুভৃতোগর্ভিণীভিঃ।
দিবে দিবঈড্যোজাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮ ॥

8. "As the fire in combustible wood is reverenced by the performers of rites, and as the fœtus is tenderly cherished by pregnant women, so is the Homageable constantly cherished and reverenced by the awake.* This is He.

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯ ॥

9. "At whose bidding the sun rises and sets, on Him do all the gods† live dependant. None can disobey Him. This is He.

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০ ॥

10. "He who is in this world, is also in that; and He who is in that, is also in this. He is subject to repeated deaths who sees Him as many.

মনসৈবেদমাপ্তব্যন্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুঙ্গচ্ছতি যইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১১ ॥

11. "God is gained through the mind, and is not many. He is subject to repeated deaths who sees Him as many.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্যআত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১২ ॥

12. "*Knowing* that Perfection who lodges within the body and pervades the heart which is of the size of a thumb, and who is the Legislator of times past, *present*, and future, none wishes to conceal *Him* from others. This is He.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউশ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১৩ ॥

13. "That Perfection, who is glory unsullied, who pervades the heart which is of the size of a thumb, and who is the Legislator of times past, *present*, and future, exists to-morrow as to-day. This is He.

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি এবন্ধর্ম্মান্
পৃথক্ পশ্যং স্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১৪ ॥

14. "He who sees things independantly of God, wanders through various inferior existences like water that falls from a mountainous height and runs below.

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবংমুনের্ব্বিজানতআত্মা ভবতি গৌতম ॥ ১৫ ॥

15. "The soul of the contemplative wise, O Goutam, is as equable as water that falls and settles upon an even channel."

* By the awake: That is, those who do not sleep the sleep of forgetfulness of God.

† Gods; celestial beings, that is, beings of orders superior to man.

ইতি চতুর্থী বল্লী।

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ ॥

1. "This mansion with eleven portals,§ is of the birthless and unruffled Intelligence. He who worships that Intelligence, grieves not, and being all-free, obtains the Supreme. This is He.

হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দু-
রোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা
অদ্রিজা ঋতম্বৃহৎ ॥ ২ ॥

2. "God is every where. He inhabits the sun; He inhabits the atmosphere, yet is the inhabitator of all. He lodges in the earth, resides in the fire, lives in the moon-plant, and abides in sacrificial materials and vessels. He is in men; He is in gods; He pervades all space. He is in terrestrial productions; He is in aquatic productions; He is in hilly productions. He is Great and Unchangeable.

ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানম্প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনন্বিশ্বে দেবাউপাসতে ॥ ৩ ॥

3. "All the senses *while they perform their operations*, worship that Adorable Being who sits in the heart and causes the vital functions to work.

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪ ॥

4. "If God leave the system of man which he pervades, then of it what can remain? This is He.

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥

5. "Mortals do not live through the support of the vital functions. They live rather through the support of that Being on whom the vital functions themselves depend.

হন্ত তইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ব্রহ্ম সনাতনং।
যথা চ মরণম্প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥

6. "O Goutam, I will now discourse on the mysterious and eternal Being, and on what becomes of the soul after death:

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং ॥ ৭ ॥

7. "Many according to their respective actions and divine knowledge, enter, for the adoption of corporeal forms, the source of procreation, and many go into the shapes of beings devoid of locomotion.

যএষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃ॥
তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈতৎ ॥ ৮ ॥

8. "He, who while all creation sleeps, is awake,

§ That is, the body.

and preparing various enjoyments *for us*. He is THE Immaculate; He is THE Supreme. HE alone is said to be Immortal. All beings are under HIS protection. None can disobey HIM. This is He.

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ ॥ ৯ ॥

9. "As one identical fire, entering the world, assumes forms various with various forms, even so does the All-pervader assume forms various with various forms. He is also without.

বায়ুর্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ ॥ ১০ ॥

10. "As one identical air, entering the world, assumes forms various with various forms, even so does the All-pervader assume forms various with various forms. He is also without.

সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ ॥

11. "As the sun, the eye of this world, is not stained by visible external impurities, even so is the All-pervader, who is also without, not affected by the miseries of men.

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতম্নেতরেষাং ॥ ১২ ॥

12. "The wise, who perceive in their hearts the All-pervader who, though one, holds all in subjection, and who changes one form into various, enjoy bliss perennial which others do not.

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ ১৩ ॥

13. "The wise who perceive in their hearts that Being who is the only Imperishable among perishables, who is the Intelligence of all intelligences, and who, though one, confers blisses on many, enjoy tranquillity perennial, which others do not."

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখং।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াঙ্কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥

14. *Nuchiketa said.* "*Wise men* perceive that Felicity, who is Full and Inscrutable, as close to them. Say, how can I know Him? Does He shine and that conspicuously?"

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্বিভাতি ॥ ১৫ ॥

15. *Yama replied.* "Him the sun cannot enlighten; neither can the moon, nor the stars, nor can lightning; much less can fire; but they all borrow THEIR light from Him and shine at HIS shine.

ইতি পঞ্চমী বল্লী।

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ ॥

1. "This durable universe is like a tree of enormous magnitude whose root is above and whose branches are downwards. That *root* is God, the Immaculate Supreme. He alone is said to be Immortal. All beings are under His protection. None can disobey Him. This is He.

যদিদঙ্কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বম্প্রাণএজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ম্বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

2. "All things in the universe had proceeded from God and in God they move. He is All-dreadful with the impending thunder-bolt *in His hands*. They who know Him become immortal.

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ ॥

3. "Through HIS fear, the fire flames; through HIS fear, the sun glows; and through HIS fear, the clouds, wind and death are constantly in motion.

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

4. "He who before the dissolution of his body can obtain this knowledge *of God* here, *is released for ever from the hand of death*; those, who do not, wander through worlds for the adoption of corporeal forms.

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপযোরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

5. "In the earth, *this knowledge shews itself* to the understanding as *the image of a man* within a mirror; in the land of departed spirits as *the image of one's self* in a dream; in the world of the Gundharvas, as *that image* in water; and in Bruhmu-Lok as shadow or light.

ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাংমত্বা ধীরোন শোচতি ॥ ৬ ॥

6. "Knowing *God* to be distinct from all the different senses, which are subject to origination and extinction, the wise man grieves not.

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং ॥ ৭ ॥

7. "The mind is superior to the senses; the understanding to the mind; the soul to the understanding, and the Divine Energy to the soul;

অব্যক্তাত্তুপরঃ পুরুষোব্যাপকোঽলিঙ্গএব চ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ ॥

8. "And God formless and all-pervading to the Divine Energy itself. Knowing Him, man becomes all-free and gains immortality.

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌৯প্তোয়এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৯ ॥

9. "God is not susceptible of ocular perception, therefore none can perceive Him through vision. He is exhibited to that mind which is free from doubts. They who know Him become immortal.

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি [illegible]মাহুঃ পরমাং গতিং ॥ ১০ ॥

10. "When the senses with the mind rest in God; and when the understanding is not occupied *with things external*, it is said to be the most consequential process for obtaining God.

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১॥

11. "This concentration of the mind *upon the Supreme*, is called 'Communion.' *He who performs this Communion* should keep his mind steady and fixed, for Communion has a beginning as well as an end.

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥ ১২॥

12. "*God* cannot be gained either by words, or by mind or by vision. How can He be apprehended except by the declaration of His existence only?

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩॥

13. "*God* can be known by a belief in His existence and the knowledg of His attributes. The knowledge of His attributes is gained by Him who believes at first in His existence.

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামায়েস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪॥

14. "When man becomes freed from all his heart-cherished irregular desires, he becomes immortal and *even* here enjoys God.

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনং॥ ১৫॥

15. "When all the knots of a man's mind are broken, he becomes immortal. Thus far is the dictum of the Vaidas.

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যাউৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬॥

16. "A hundred and one arteries *issue* from the heart, and the main among them proceeds through the brain. If *the soul at the time of death*, issues through the *main artery*, then *it* obtains immortality; but if *it* issues out through any other artery, then *it* becomes subject to transmigration.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি॥ ১৭॥

17. "The great Pervader lodges within the heart of every being which is of the size of a thumb. *Man* should carefully keep Him distinct from the body, as *he* should the stalk of the reed from the reed itself. He should know Him as Immortal and Immaculate, Immaculate and Immortal."

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তোবিরজোভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যোবিদধ্যাত্মমেব॥ ১৮॥

18. Nuchiketa, gaining from the mouth of Yama an entire knowledge of God and of the rule of Communion was extricated from sin, and obtaining the Supreme, became immortal. Any other person being possessed of this divine knowledge, obtains the same *reward*.

ইতি কঠোপনিষদি [illegible]তীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধানএতৎ পণ্ডিত লক্ষণং॥
ক্রোধোহর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীঃ স্তম্ভোমান্যমানিতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যস্য কৃত্যং ন জানন্তি মন্ত্রং বা মন্ত্রিতং পরে।
কৃতমেবাস্য জানন্তি সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীতমুষ্ণং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামাদর্থং বৃণীতে যঃ সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথাশক্তি চ কুর্ব্বতে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুং।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥
নিশ্চিত্য যঃ প্রক্রমতে নান্তর্ব্বসতি কর্ম্মণঃ।
অবন্ধ্যকালোবশ্যাত্মা সবৈ পণ্ডিতউচ্যতে॥
আর্য্যকর্ম্মণি রজ্যন্তে ভূতিকর্ম্মাণি কুর্ব্বতে।
হিতঞ্চ নাভ্যসূয়ন্তি পণ্ডিতাভরতর্ষভ॥
তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতানাং যোগজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং।
উপায়জ্ঞোমনুষ্যাণাং নরঃ পণ্ডিতউচ্যতে॥
অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যামৈশ্বর্য্যমেব বা।
বিচরত্যসমুন্নদ্ধোযঃ সপণ্ডিতউচ্যতে॥
প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথঊহবান্ প্রতিভানবান্।
আশুগ্রন্থার্থবক্তা চ যঃ সপণ্ডিতউচ্যতে॥
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসংভিন্নার্থমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ॥
অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধোদরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাকর্ম্মণা প্রেপ্সু মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
স্বমর্থং যঃ পরিত্যজ্য পরার্থমনুতিষ্ঠতি।
মিথ্যা চরতি মিত্রার্থে যশ্চ মূঢ়ঃ সউচ্যতে॥
অকামান্ কাময়তি যঃ কাময়ানান্ পরিত্যজেৎ
বলবন্তঞ্চ যোদ্বেষ্টি তমাহুর্মূঢ়চেতসং॥
অমিত্রং কুরুতে মিত্রং মিত্রং দ্বেষ্টি হিনস্তি চ।
কর্ম্ম চারভতে দুষ্টং তমাহুর্মূঢ়চেতসং॥
অনাহুতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টোবহু ভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতানরাধমঃ॥
পরং ক্ষিপতি দোষেণ বর্ত্তমানঃ স্বয়ং তথা।
যশ্চ ক্রুধ্যত্যনীশানঃ সচ মূঢ়তমোনরঃ॥
আত্মনোবলমজ্ঞায় ধর্ম্মার্থপরিবর্জ্জিতং।

অলভ্যমিচ্ছন্নৈষ্কর্ম্যান্ মূঢ়বুদ্ধিরিহোচ্যতে ॥
মাতাগুরুতরা ভূমেঃ খাৎপিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরংবাতাৎ চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥
একঃ সম্পন্নমশ্নাতি বস্তে বাসশ্চ শোভনং।
যোঽসংবিভজ্য ভৃত্যেভ্যঃ কোনৃশংসতরস্ততঃ॥
একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত একশ্চার্থান্নচিন্তয়েৎ।
একোন গচ্ছেদধ্বানং নৈকঃ স্বপ্তেষু জাগৃয়াৎ ॥
একোধর্ম্মঃ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা।
বিদ্যৈকা পরমা তৃপ্তিরহিংসৈকা সুখাবহা ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং তদ্দ্রাজন্নাববুধ্যসে।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥
শ্রুতেন শ্রোত্রিয়োভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যাদ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া॥
স্বার্থঃ প্রবসতোমিত্রং ভার্য্যামিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ॥
দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখং॥
ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতং।
লাভানাং শ্রেষ্ঠমারোগ্যং সুখানাংতুষ্টিরুত্তমা।
আনৃশংস্যং পরোধর্ম্মস্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
মনোযস্য ন শোচন্তি সদ্ভিঃ সদ্ভির্নজীর্য্যতে॥
মানংহিত্বাপ্রিয়োভবতিক্রোধংহিত্বা ন শোচতি
কামংহিত্বার্থবান্ভবতি লোভংহিত্বাসুখীভবেৎ
তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বং মনসোদমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনং ॥
ক্রোধঃ সুদুর্জয়ঃ শত্রুর্লোভোব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥
স্বধর্ম্মে স্থিরতাস্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগোদানং বৈ ভূতরক্ষণং ॥
ধর্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতোজ্ঞেয়োনাস্তিকোমূর্খ উচ্যতে।
কামঃ সংসারহেতুশ্চ হৃত্তাপোমৎসরঃ স্মৃতঃ॥
যদা ধর্ম্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ॥
বিদ্যমানে ধনে লোভাদ্দানভোগবিবর্জ্জিতঃ।
পশ্চান্নাস্তীতিযোব্রূয়াৎসোঽক্ষয়ংনরকংব্রজেৎ
কীর্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সঞ্জীবয়তি মাতৃবৎ।
অকীর্ত্তির্জীবিতংহন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥
শরীরস্যাবিরোধেন প্রাণিভিঃ প্রাণভৃদ্বর।
ইষ্যতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্ত্তিশ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি।
কীর্ত্তিশ্চ জীবতং সাধ্বী পুরুষস্যেতি বিদ্ধি তৎ॥

বিজ্ঞাপন

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সেটের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার পরিবর্ত্তে এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামি ১০ শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত সভার কার্য্যালয়ে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৩৬ সংখ্যক নিয়ম বিচার হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং।
অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত সেটের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে। তিনি পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক বৎসর গত হইয়াছে, অবশিষ্ট চারি বৎসরের নিমিত্তে অন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামি ১০ শ্রাবণ শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে বিশেষ সভা আহ্বান করিবেন, এবং সভ্যদিগকে জ্ঞাপন করিবেন যে উক্ত সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ৩৬ সংখ্যক ‘কোন অধ্যক্ষের বা কর্ম্মাধ্যক্ষের মতে সভ্য হইতে পারিবেন।’ এই নিয়ম বিচারিত হয়। নিবেদনমিতি। ২৩ আষাঢ় ১৭৬৮।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত।
শ্রীকালাচাঁদ মিত্র।
শ্রীনীলকমল বসু।
শ্রীযশোদাকুমার পালি।
শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষাল।
শ্রীবেণীমাধব দে।
শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ।
শ্রীভবানীচরণ সেন।
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

চতুর্থভাগ
৩৭ সংখ্যা
১ ভাদ্র ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

প্রথম কালে এক মাত্র বেদ যখন এদেশের ধর্ম্ম শাস্ত্র ছিল, তখন তদনুসারে সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা পরমেশ্বরের উপাসনাতে এবং যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এদেশীয় লোক সকল প্রবৃত্ত ছিলেন। বিশেষতঃ সর্ব্বাগ্রে পরব্রহ্মের উপাসনাই বাহুল্য রূপে প্রচলিত ছিল।

আত্মযোগসমাযুক্তোধর্ম্মোয়ং কৃতলক্ষণঃ।
কৃতযুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্ব্বর্ণস্য শাশ্বতঃ॥
বনপর্ব্ব।

ব্রহ্মযোগ বিশিষ্ট যে ধর্ম্ম তাহাই সত্যের লক্ষণ, সত্য যুগে চতুর্ব্বর্ণের সেই সনাতন ধর্ম্ম চতুষ্পাদ ছিল।

পরন্তু পূর্ব্বে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মোপাসনার সামর্থ লাভের নিমিত্তে কেহ কেহ নিষ্কাম কর্ম্মে কেহ বা স্বর্গাদি সুখ লোভে সকাম কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন; তাঁহারা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ ও দীপ্যমান বস্তু সকলের আরাধনা করিতেন, ও তদ্দ্বারা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম জ্ঞান ও মহতী শক্তিকে উপলব্ধি করিয়া এবং বৈদিক নিয়ম পালন দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল সংযম করিয়া অনেকে জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু এইক্ষণকার ন্যায় দেবপ্রতিমার উপাসনা তৎকালে প্রকাশ ছিল না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতির প্রসঙ্গ যদিও বেদের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তদ্দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কোন জীবিতবান্ দেবতাকে প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য নহে। পরমেশ্বরের সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব গুণ ব্রহ্মা শব্দে উক্ত হইয়াছে, স্থিতি কর্ত্তৃত্ব গুণ বিষ্ণু শব্দে উক্ত হইয়াছে, এবং প্রলয় কর্ত্তৃত্ব গুণ শিব রূপে কল্পিত হইয়াছে। এই হেতু যাঁহারা গায়ত্রীর আবৃত্তি দ্বারা তদর্থ পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারদিগের বোধের সুলভ উপায় নিমিত্তে সন্ধ্যা প্রকরণে ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতিপ্রলয় গুণের ক্রমানুসারে দিবা প্রকাশ কালে ব্রহ্ম রূপা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু রূপা, এবং দিবসের ভঙ্গ কালে শিব রূপা করিয়া স্ত্রীবাচক গায়ত্রীকে ধ্যান করিতে আদেশ করিয়াছেন।

প্রাতর্গায়ত্রীং কুমারীংঋগ্বেদযুতাংব্রহ্মরূপাংবিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষস্থাং পীতবাসসীং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥

সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাং॥
সন্ধ্যাপ্রকরণং।

প্রাতঃকালে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্বেদযুক্তা, হংসারূঢ়া, কুশহস্তা, সূর্য্য মণ্ডল স্থিতা ব্রহ্মা রূপিণী এই প্রকারে চিন্তা করিবেক। মধ্যাহ্নে যুবতী, যজুর্ব্বেদযুক্তা, গরুড়াসনা, পীতবস্ত্রা, সূর্য্যমণ্ডলস্থিতা বিষ্ণুরূপা এই প্রকারে চিন্তা করিবেক। সায়াহ্নে বৃদ্ধা, সামবেদযুক্তা, বৃষভবাহিনী, সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থিতা, শিব রূপা এই প্রকারে চিন্তা করিবেক।

ব্রহ্মের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গুণানুসারে যে

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পুরুষ রূপে কল্পিত হইয়াছে ইহা পুরাণেও প্রাপ্ত হইতেছে।

যথা প্রাগ্ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী সর্গাদিষু গুণৈর্য্যুতঃ।
তথা স সংজ্ঞামায়াতি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে লোকান্ রুদ্রত্বে সংহরত্যপি।
বিষ্ণুত্বে চাপ্যুদাসীনস্তিস্রোবস্থাঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥
রজোব্রহ্মাতমোরুদ্রোবিষ্ণুঃসত্ত্বং জগৎপতিঃ।
এতএব ত্রয়োদেবাএতএব ত্রয়োগুণাঃ॥
অন্যোন্যমিথুনাহ্যেতে অন্যোন্যাশ্রয়িণস্তথা।
ক্ষণং বিয়োগোনহ্যেষাং ন ত্যজন্তি পরস্পরং॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং।

সর্ব্বব্যাপী আদি চৈতন্য স্বরূপ আত্মা সৃষ্টি স্থিতি লয় এই ত্রিগুণানুসারে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মা গুণে সৃষ্টি করেন, শিব গুণে সংহার করেন, এবং বিষ্ণু গুণে পালন করেন, ইঁহারা স্বয়ম্ভুর তিন অবস্থা মাত্র। রজোগুণ ব্রহ্মা শব্দে উক্ত হয়, তমোগুণ শিব শব্দে উক্ত হয়, এবং সত্ত্ব গুণ জগৎপতি বিষ্ণু শব্দে উক্ত হয়। ব্রহ্মাদি যে এই তিন দেবতা ইঁহারা তিন গুণ মাত্র। ইঁহারা পরস্পর সংযুক্ত থাকেন, এবং পরস্পরের আশ্রয়ে স্থিতি করেন। ক্ষণমাত্র ইঁহারদিগের বিয়োগ হয় না, এবং ইঁহারা কদাপি পরস্পর ত্যাগ করেন না।

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং।
সংজ্ঞামায়াতি সভগবানেকএব জনার্দ্দনঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ। ২ অধ্যায়।

সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গ এই তিন কার্য্য হেতু এক মাত্র ভগবান্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন।*

এক মাত্র পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যাতে উক্ত হয়েন, এনিমিত্তে তাঁহারদিগের অভেদ বর্ণনা অন্য নানা স্থানে করিয়াছেন।

ন ব্রহ্মা ভবতোভিন্নোন শম্ভুর্ব্রহ্মণস্তথা।
ন চাহংযুবযোর্ভিন্নোহভিন্নত্বংসনাতনং॥
কালিকাপুরাণে ১১ অধ্যায়ে বিষ্ণুরুক্তং।

ব্রহ্মা তোমা হইতে ভিন্ন নহেন, শম্ভু ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহেন, আমিও শিব ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন নহি, আমারদিগের নিত্যই অভেদ আছে।

এই প্রকার পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিপালনাদি গুণ ব্রহ্মাদি নামে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ও শরীর মন বিশিষ্ট প্রকৃত দেবতা ইহা বেদের তাৎপর্য্য নহে, এবং এইক্ষণকার ন্যায় বেদ বহির্গত রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি মানব দেহ সকলকে ইষ্টদেবতা রূপে উপাসনা করিবার বাষ্পও বেদেতে নাই।

জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে ভদ্রাভদ্র কর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হয়। ভারতবর্ষে ক্রমে জ্ঞানের চর্চ্চা হ্রাস হওয়াতে লোকেরা কষ্ট সাধ্য বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সুখ সেব্য নানা প্রকার মূর্ত্তির আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদ শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে রূপক করিয়া যে সকল মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারদিগকে প্রকৃত শরীরি রূপে লোকের বোধ হইল, এবং পুরাণ তন্ত্রে অন্য নানা মূর্ত্তির কল্পনা হইয়া নানা প্রকার উপাসক সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইল। প্রত্যেক উপাসক সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় উপাস্য দেবতার প্রাধান্য নিমিত্তে বিবাদী হইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য ও অন্য অন্য দেবতার নিন্দা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং এই বিবাদ উপলক্ষেই বিশেষ বিশেষ পুরাণাদিতে দেব বিশেষের নিন্দা প্রশংসা ব্যক্ত হইয়াছে।

মুমুক্ষবোঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃশান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥
ভাগবতং।

অসূয়াহীন মুমুক্ষু ভক্ত সকল ঘোর রূপ প্রজাপতি প্রভৃতি অন্য অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের অংশ সকলকে ভজনা করেন।

মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডীভবিষ্যতি।
ইতরেষান্তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ॥
সকৃদেব হি যোশ্নাতি ব্রাহ্মণোজ্ঞানদুর্ব্বলঃ।
নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চাণ্ডালোভবেদ্ধ্রুবং॥
কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা।
পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৭৮ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড হয়। বিষ্ণু ভিন্ন অন্যের নির্ম্মাল্য গর্হিত হয়, যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্র শিবাদির নির্ম্মাল্য ভোজন করে, সে নিশ্চিত চাণ্ডাল হয়, এবং নরকাগ্নিতে কোটি সহস্র কল্প দগ্ধ হয়।

সৌরস্য গাণপত্যস্য শৈবাদেস্তু বিমানিনঃ।
শাক্তস্য বৈষ্ণবোবারি হস্তে জলং পরিত্যজেৎ॥
সঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ শৈবশাক্তাদীনান্তু বৈষ্ণবঃ।
ন কার্য্যা প্রার্থনা তেভ্যস্তেষাং সুরাসমোহ্যবৎ॥

---

* বিশেষ বিশেষ পুরাণে সামান্যতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে সৃষ্টি স্থিতি লয় কারণ বলিয়া পুনর্ব্বার তন্মধ্যে কোন দেবতা বিশেষকে সৃজন পালন সংহারের এক মাত্র কারণ বলিয়া ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এস্থলে যেরূপ জনার্দ্দন বিষ্ণুকে ঈশ্বর রূপে উক্ত করিয়া পরে কেবল পালন কর্ত্তা বলিয়াছেন, তদ্রূপ কালিকা পুরাণে মহেশ্বর শব্দে শিবকে পরমেশ্বর রূপে উক্ত করিয়া পরে সংহার মাত্রের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদেকএব মহেশ্বরঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুঃশিবস্তে সংজ্ঞামাপ পৃথক্পৃথক্।

সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈবাদির অন্ন জল গ্রহণ করিবেক না। শৈব শাক্তাদির করিবেক না, ও তাহারদিগের নিকট কোন প্রার্থনাও করিবেক না। তাহারদিগের দ্রব্য পুরীষ তুল্য।

তথান্যদেবতাভক্তির্ব্রাহ্মণস্য বিগর্হিতা।
বিদূরমন্তিবিপ্রাণাং চাণ্ডালত্বং প্রযচ্ছতি।
তস্য সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পিতরংনরকং নয়েৎ॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ১০৩ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের পক্ষে বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে ভক্তি করা তাহার সকল নষ্ট হয় ও তাহার পিতা নরকে গমন করে।

যেন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ।
নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যাংতে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥
রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষভদ্রাক্ষস্ফাটিকাক্ষাদিধারিণঃ।
জটিলাভস্মলিপ্তাঙ্গাস্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিয়ে॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৪২ অধ্যায়।

যে অজ্ঞানমুগ্ধ ব্যক্তি বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে শ্রেষ্ঠ ও জগৎপূজ্য বলিয়া ব্যক্ত করে এবং রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, স্ফাটিকাক্ষ, জটা, ভস্মাদি ধারণ করে, তাহারা নিশ্চিত পাষণ্ড।

এই প্রকার শিব কালী প্রধান গ্রন্থে শিব কালীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অন্য অন্য দেবতার মাহাত্ম্য হীন করিয়াছেন।

ধ্যানং হোমস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকোবিধিঃ।
তেষাং বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং যে নিন্দন্তি পিনাকিনং॥

কূর্ম্মপুরাণ ২৫ অধ্যায়।

যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারদিগের ধ্যান, হোম, তপ, জ্ঞান, যজ্ঞাদি বিধি সমুদয় শীঘ্র নষ্ট হয়।

সর্ব্বমন্ত্রময়ী ত্বংহি ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বৎ সমুদ্ভবাঃ।
চতুর্ব্বর্গাত্মিকা ত্বংবৈ চতুর্ব্বর্গফলোদয়া॥

কাশীখণ্ড।

তুমি সর্ব্বমন্ত্রময়ী, ব্রহ্মাদির উদ্ভব কারিণী, চতুর্ব্বর্গাত্মিকা এবং চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদা।

গোলোকাধিপতির্দ্দেবীস্তুতিভক্তিপরায়ণঃ।
কালীপদপ্রসাদেন সোঽভবল্লোকপালকঃ॥

নির্ব্বাণতন্ত্র।

কালিকার স্তুতি ভক্তি পরায়ণ গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, কালীপদ প্রসাদে লোকের পালন কর্ত্তা হইলেন।

বেদাবিনিন্দিতাযস্মাৎ বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা।
হরের্নাম ন গৃহ্নীয়াৎ ন স্পৃশেৎ তুলসীদলং॥
ন স্পৃশেৎ তুলসীপত্রং শালগ্রামঞ্চ নার্চ্চয়েৎ।

কুলাবতী তন্ত্র।

বুদ্ধরূপ বেদ নিন্দা করিয়াছেন, অতএব হরিনাম গ্রহণ করিবেক না, তুলসী পত্র স্পর্শ করিবেক না, শালগ্রাম শিলাপূজা করিবেক না।

যে প্রকার দেব বিশেষের নিন্দা প্রশংসা পাদক গ্রন্থ সকলের প্রতিও কটূক্তি বা প্রতিষ্ঠা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে বিষ্ণু প্রধান পুরাণকে সাত্ত্বিক ও শিব মাহাত্ম্য যুক্ত পুরাণকে তামস বলিয়াছেন।

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে॥
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ।

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ড।

বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম, বরাহ সাত্ত্বিক পুরাণ জানিবে।

মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।
আগ্নেয়ঞ্চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ড।

মৎস্য, কূর্ম্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ, অগ্নি এই তামস পুরাণ জানিবে।

এই রূপ অন্যত্র বিষ্ণু প্রতিপাদক গ্রন্থকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন।

ভগবত্যাঃ কালিকায়ামাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানাদৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
কলৌ কেচিৎদুরাত্মানোধূর্ত্তাবৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥

স্কন্দপুরাণ।

যে গ্রন্থেতে অসুরবধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য তাহাকে ভাগবত কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানি ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্য যুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক।

বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণলীলাপরিপূরিত শ্রীভাগবতকে বেদ ও বেদান্ত দর্শনের অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

অর্থোয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

শ্রীভাগবত বেদ, বেদান্ত দর্শন মহাভারতের অর্থ স্বরূপ এবং গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ।

তান্ত্রিক শাস্ত্রে তন্ত্রকে বেদ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াবিনির্গতাঃ।
পূর্ব্বশ্চ পশ্চিমশ্চৈব দক্ষিণশ্চোত্তরস্তথা॥
ঊর্দ্ধাম্নায়াশ্চ পঞ্চৈতে মোক্ষমার্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
আম্নায়াবহবঃ সন্তি ঊর্দ্ধাম্নায়েন ন সমাঃ॥

শিবতন্ত্র।

---

† তামস পুরাণ নরক প্রাপ্তির কারণ

তথৈব তামসাদেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ।

আমার পঞ্চ মুখ হইতে পঞ্চ বেদ বিনির্গত হইয়াছে; যথা পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর এবং ঊর্দ্ধ বেদ। এই সমুদয় শাস্ত্রে মোক্ষমার্গ উক্ত হইয়াছে। বস্তু বেদের মধ্যে এই ঊর্দ্ধ বেদের সমান আর নাই।

ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় সনাতন বেদ শাস্ত্রকে সর্ব্বপ্রমাণ্য জানিয়া তাহার শিরোভাগ উপনিষৎ নামে গ্রন্থ সকল কল্পনা করিয়াছেন, এবং গোপাল তাপনীয় উপনিষৎ, রামতাপনীয় উপনিষৎ, সুন্দরী তাপনীয় উপনিষৎ, ত্রিপুরী উপনিষৎ, কৌল উপনিষৎ, স্কন্দ উপনিষৎ, গোপীচন্দন উপনিষৎ প্রভৃতি নামে তাহারদিগকে খ্যাত করিয়াছেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে অন্য অন্য প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে নানা কূটার্থ নির্গত করিয়া তাহাকে আপন আপন আরাধ্য দেবতা পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্ম মীমাংসা বেদান্ত দর্শনকে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু পক্ষে ও শৈবেরা শিবপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং স্পষ্টার্থ বিষ্ণু প্রতিপাদক ভাগবত পুরাণকে কোন কোন শাক্ত কালী পক্ষে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এই প্রকার বিবাদ প্রযুক্ত এদেশীয় ধর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইল, এবং নূতন নূতন উপাসক সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়া ভারতবর্ষ বিচিত্র ধর্ম্মের আধার হইল। পরিবর্ত্তন একবার আরম্ভ হইলে অল্পে তাহার শেষ হয় না। শঙ্করাচার্য্য যে সমুদয় উপাসকের সহিত বিচার করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক সম্প্রদায় এইক্ষণে দৃষ্ট হয় না। আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয় বিলাস গ্রন্থানুসারে তৎকালে হৈরণ্যগর্ভ, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি নানা উপাসক সম্প্রদায় এদেশে ব্যাপ্ত ছিল।

"চতুর্ম্মুখকমণ্ডলুকূর্চ্চাদিচিহ্নধরোমুক্তঃ ক্রীড়তি।" "চতুর্ম্মুখ কমণ্ডলু এবং কুশাদি চিহ্ন ধারী যে হিরণ্যগর্ভের উপাসক তিনি মুক্ত হইয়া ক্রীড়া করেন।" ব্রহ্মার উপাসনা এইক্ষণে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আজমির দেশের মধ্যে পোখরএবং দোয়াবের অন্তঃপাতি বিঠুর নামক স্থানে তাঁহার পূজা এপর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে প্রচার আছে। বিঠুরস্থিত লোকেরা এই প্রকার বিশ্বাস যে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উক্ত স্থানের অন্তর্গত ব্রহ্মবর্ত্ত ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। সেখানে অদ্যাপি প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণীয় পৌর্ণমাসীতে মহা সমারোহ হয়।

বিষ্ণু উপাসকের ষট্ সম্প্রদায় ভাক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পঞ্চরাত্রক, বৈখানস, এবং কর্ম্মহীন এই ষড় নামে খ্যাত ছিল। তাঁহারা বিষ্ণুর বিশেষ বিশেষ নামে তাঁহাকে আরাধনা করিতেন। ভাক্তদিগের দেবতা বাসুদেব; তাঁহারা কোন বৈষ্ণব চিহ্ন গাত্রে ধারণ করিতেন না। ভাগবত-সম্প্রদায়ের দেবতা ভগবান্; তাঁহারা শঙ্খ চক্রাদি চিহ্ন সকল শরীরে অঙ্কিত করিতেন, এবং শালগ্রাম ও তুলসী পত্রকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। বৈষ্ণবদিগের দেবতা নারায়ণ; ভাগবতদিগের ন্যায় তাঁহারাও অঙ্গ বিশেষে চিহ্ন সকল ধারণ করিতেন। পঞ্চরাত্রক সম্প্রদায়িরা বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনা করিতেন, এবং পঞ্চরাত্র তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। বৈখানস সম্প্রদায়িরা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় নারায়ণের উপাসনা করিতেন, এবং তদ্রূপ চিহ্ন সকল ধারণ করিতেন; আনন্দগিরি এই উভয় সম্প্রদায়ের কোন প্রভেদ ব্যক্ত করেন নাই। কর্ম্মহীন সম্প্রদায়িদিগের কোন প্রকার কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান ছিল না, 'সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' এই বিশ্বাসকে তাঁহারা অত্যন্ত যত্নের সহিত দৃঢ়রূপে অভ্যাস করিতেন। যে সমুদয় বৈষ্ণব দ্বারা এইক্ষণে দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের কালের অবিকল এক সম্প্রদায়ও প্রাপ্ত হয় না। বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে এইক্ষণে কেবল কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গের উপাসনাই বাহুল্য রূপে প্রচার হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের কালে শৈবদিগের ষট্ সম্প্রদায় ছিল; যথা শৈব, রৌদ্র, উগ্র, ভাক্ত, জঙ্গম এবং পাশুপাত। শৈবেরা বাহু দ্বয়ে লিঙ্গ চিহ্ন করিতেন, রৌদ্রেরা কপালে ত্রিশূল অঙ্কিত করিতেন, উগ্রেরা বাহু দ্বয়ে ডমরু চিহ্ন করিতেন, ভাক্তেরা ললাটে

লিঙ্গ চিহ্ন করিতেন, জঙ্গমেরা শিরোদেশে লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিতেন, এবং পাশুপতেরা ললাট, বাহু, বক্ষ এবং নাভিদেশে লিঙ্গ চিহ্ন ধারণ করিতেন। ইহাঁরদিগের মধ্যে জঙ্গম সম্প্রদায়ি অনেক ব্যক্তি অদ্যাপি দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাপ্ত হয়, অন্য পঞ্চ সম্প্রদায় প্রায় দৃষ্ট হয় না। যে সকল শৈব যোগি ইদানীং দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহারদিগের কোন প্রসঙ্গ শঙ্কর বিজয় বিলাসে লিখিত নাই, অতএব তাহারদিগের মত তৎপরে সৃষ্ট হইয়াছে।

যাহারা শিবের ভৈরব মূর্ত্তিকে উপাসনা করিত তাহারদিগের নাম কাপালিক। আনন্দগিরি দুই প্রকার কাপালিক সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন; এক প্রকার স্ফাটিক মালা এবং জটাভার ধারণ করিত, তাহারা কর্ম্ম কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিত না, যথেচ্ছা বহু স্ত্রী সম্ভোগেও তাহারদিগের পাপ বোধ ছিল না। তাহারদিগের উপাস্য দেবতা ভৈরব, তিনিই সৃষ্টি সংহারের কারণ। "উপাস্যোভৈরবএব জগৎকর্ত্তা ততঃ প্রলয়োভবতি।" তাঁহার এই অষ্ট মূর্ত্তি তাহারা স্বীকার করিত যথা "অসিতাঙ্গোরুরুশ্চণ্ডঃ ক্রোধউন্মত্তভৈরবঃ। কাপালীভীষণশ্চৈব সংহারশ্চাষ্টভৈরবাঃ॥" "অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কাপালী, ভীষণ, এবং সংহার এই অষ্ট ভৈরব।" অন্য প্রকার কাপালিকের এইরূপ আচরণ ব্যক্ত করিয়াছেন যথা "চিতিভস্মপূর্ণকলেবরঃ নরকপালমালাবৃতগলঃ কপালদেশেরচিতকজ্জলরেখঃ সকলকেশরচিতজটাভারোব্যাঘ্রচর্ম্মরচিতকটিসূত্রকৌপীনঃ কপালশোভিতবামকরঃ শম্ভুর্ভৈরবঅহো কালীশ ইতি মুহুর্মুহুর্জল্পন্।" "গাত্রে চিতিভস্ম, গলদেশে নর কপাল মালা, কপালে কজ্জল রেখা, মস্তকে জটাভার, কটিদেশে ব্যাঘ্র চর্ম্ম রচিত কৌপীন ও কটিসূত্র, এবং বাম হস্তে নরকপাল এই রূপ বেশ ধারণ করিয়া 'শম্ভুর্ভৈরবঅহোকালীশ' এই প্রকার জপ করিতেছে।" প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে কাপালিকের এই রূপ ব্যবহার ব্যক্ত করিয়াছেন যথা

মস্তিষ্কান্ত্রবসাভিঘারিতমহামাংসাহুতীর্জ্জুহ্বতাং।
বহ্নৌ ব্রহ্মকপালকল্পিতসুরাপানেন নঃ পারণা॥
সদ্যঃ কৃত্তকঠোরকণ্ঠবিগলৎ কীলালধারোজ্জ্বলৈঃ।
অর্চ্চ্যোনঃ পুরুষোপহারবলিভির্দ্দেবোমহাভৈরবঃ॥

মস্তিষ্কযুক্ত মজ্জাতে সিক্ত যে নর মাংস তদ্দ্বারা আমরা অগ্নিতে হোম করি এবং উপবাসান্তে ব্রাহ্মণের কপালাস্থিতে স্থাপিত সুরাপান দ্বারা পারণা করি, এবং সদ্য ছিন্ন কঠিন কণ্ঠ বিগলিত ভয়ানক রক্ত ধারা রূপ নরবলি দ্বারা ভৈরবের অর্চ্চনা করি।

তৎকালে সূর্য্যোপাসকেরও ষট্ সম্প্রদায় ছিল; তাঁহারা রক্ত চন্দন কৃত পূর্ণ মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন ধারণ করিতেন। "কেচিদুদয়মণ্ডলং ব্রহ্মাত্মকত্বেন সৃষ্টিকারণমিতি ভজন্তে।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা রূপে উদয় কালের সূর্য্যমণ্ডলকে উপাসনা করেন।" "কেচিত্তু খমধ্যবর্ত্তিনং সূর্য্যমীশ্বররূপেণ সর্ব্বজগল্লয়কারণমিতি ভজন্তে।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা জগৎ সংহর্ত্তা শিব রূপে মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে উপাসনা করেন।" "কেচিত্তু অস্তময়কালবিম্বং বিষ্ণ্বাত্মকত্বেন সর্ব্বজগৎপরিপালনকারণং তদেব সৃষ্টিলয়হেতুভূতং পরতত্ত্বমিতি ভজন্তি।" "কোন সম্প্রদায়িরা জগৎপাতা বিষ্ণুরূপে অস্তকালের সূর্য্য মণ্ডলকে ভজনা করেন, এবং সৃষ্টি লয়েরও কারণ পরমেশ্বর রূপে তাঁহাকে জ্ঞান করেন।" "কেচিত্রিমূর্ত্ত্যাত্মকত্বেন ত্রিকালমণ্ডলসেবিনঃ।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিমূর্ত্তি রূপেপ্রাতঃসন্ধ্যা মধ্যাহ্ন ত্রিকালীয় সূর্য্য মণ্ডলকে আরাধনা করেন।" "কেচিন্মণ্ডলেক্ষণব্রতানুষ্ঠায়িনঃ।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা সূর্য্য মণ্ডলকে দৃষ্টি না করিয়া জল গ্রহণ করেন না।" "কেচিত্তু তন্মধ্যবর্ত্তিনং পরমাত্মানং হিরণ্যশ্মশ্রুহিরণ্যকেশমিত্যাদিস্বরূপং ভজন্তি।" "কোন সম্প্রদায়ি উপাসকেরা সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ প্রভৃতি স্বরূপ বিশিষ্ট পরমাত্মাকে ভজনা করেন।"

গাণপত্যদিগেরও ষট্ সম্প্রদায় ছিল, তাঁহারা প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ নামে গণেশের উপাসনা করিতেন। যথা মহাগণপতি,

হরিদ্র গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি, নবনীত গণপতি, স্বর্ণ গণপতি এবং সন্তান গণপতি। তন্মধ্যে মহাগণপতি সাধকদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে "তুণ্ডৈকদন্তচিহ্নাভ্যাং চিহ্নিতং শক্তিসংযুতং মহাগণপতিং যস্তু সদা ধ্যায়ত্যনন্যধীঃ তন্মূলমন্ত্রপঠনপরঃ সন্ ব্রাহ্মণোত্তমোযো বর্ত্ততে সএবাত্র মোক্ষভাগ্ ভবতি ধ্রুবং" "হস্তি তুণ্ড ও এক দন্ত চিহ্নিত যে শক্তিমান্ মহাগণপতি তাঁহাকে যে ব্রাহ্মণ তদ্গত চিত্ত হইয়া ধ্যান করেন, ও তাঁহার মূল মন্ত্র পাঠে তৎপর হয়েন, তিনি নিশ্চিত মোক্ষভাগী হয়েন।" হরিদ্র গণপতি উপাসকেরা তুণ্ড এবং এক দন্ত চিহ্ন ধারণ করিতেন এবং তপ্তলৌহ দ্বারা ভুজ দ্বয়ে উক্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন, এবং তাঁহারদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে "তদাকারতপ্তলৌহাঙ্কিতভুজদ্বয়স্তদ্ভক্তাগ্রগণ্যস্তস্যৈব মুক্তিঃ করস্থাভবতি।" "যিনি এক দন্তাদি চিহ্ন তপ্ত লৌহ দ্বারা ভুজদ্বয়ে অঙ্কিত করেন, তিনিই হরিদ্র গণপতির শ্রেষ্ঠ ভক্ত; মুক্তি তাঁহার করস্থ রহিয়াছে।" কিন্তু শঙ্করাচার্য্য সামান্যতঃ চিহ্ন ধারণ বিশেষতঃ এপ্রকার তপ্তলৌহাঙ্কিত চিহ্ন ধারণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। "লিঙ্গিনঃ পাষণ্ডত্ব শ্রবণাৎ বেদবিরোধাচ্চ তস্মাত্তুণ্ডৈকদন্তচিহ্নং পরিত্যজ্য শুদ্ধাদ্বৈতবৃত্তিমাশ্রিত্য মুক্তোভবসীতি।" "চিহ্ন ধারণ করিলে পাষণ্ড এবং বেদ বিরোধী হয়, অতএব তুণ্ডাদি চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া এবং অদ্বৈত বৃত্তি আশ্রয় করিয়া মুক্ত হও।" তপ্ত চিহ্ন ধারণের নিন্দা অন্যত্রও প্রাপ্ত হইতেছে।

তথা হি তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গচিহ্নতনুর্নরঃ।
সসর্ব্বপাতকাভোগী চাণ্ডালোজন্মকোটিভিঃ॥
তং দ্বিজং তপ্তশঙ্খাদিলিঙ্গাঙ্কিততনুং হর।
সম্ভাষ্য রৌরবং যাতি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
বৃহন্নারদীয়পুরাণং।

তপ্ত শঙ্খাদি চিহ্ন যুক্ত যাহার শরীরসে ব্যক্তি সকল পাতক ভোগী এবং কোটি জন্ম পর্য্যন্ত চাণ্ডাল হয়। এ প্রকার চিহ্ন যুক্ত দ্বিজকে সম্ভাষণ করিলেও চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত নরকে গমন করে।

নবনীত গণপত্যুপাসক, স্বর্ণ গণপত্যুপাসক, সন্তান গণপত্যুপাসক ইহাঁরা বৈদিক কর্ম্ম এবং বেদোক্ত উপাসনার অনুষ্ঠান করিতেন। বামাচারি উচ্ছিষ্ট গণপত্যুপাসকেরা ললাটে কুঙ্কুম লেপন করিত, এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া কলাপ তাহারা স্বেচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিত। বর্ণ ভেদ তাহারা মান্য করিত না, এবং স্বামি স্ত্রীর প্রভেদও তাহারদিগের মধ্যে ছিল না। "তেষাংতাসাঞ্চ সংযোগে বিয়োগে দোষাভাবঃ অস্য অয়মেব পতিরিতি নিয়মকাভাবাৎ।" "স্ত্রী পুরুষের সংযোগ বিয়োগে দোষ নাই, যেহেতু বিশেষ পতির বিশেষ ভার্য্যা এমত নিয়ম নাই।" সুখ প্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ এই নিয়মানুসারে তাহারা অতি ঘৃণিত রূপে অবিহিত স্ত্রী সঙ্গ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত থাকিত। "তাম্বুরজঃ সিক্তাদৌস্থসম্পর্কে জাতে রুধিরবাহুল্যাৎ ব্যানন্দাধিক্যাচ্চ আনন্দপ্রাপ্তিরেব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিতি তস্য সচ্চিদানন্দ লক্ষণাচ্চ।"

তৎকালে শক্তি উপাসনার মধ্যে ভবানী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনার প্রসঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ভবানীর উপাসক শাক্তেরা গলদেশ ও বাহুদ্বয়াদি অঙ্গ বিশেষে স্বর্ণ পাদাদি চিহ্ন ও কুঙ্কুম পুণ্ড্র ধারণ করিতেন। ইহাঁরা আপনারদিগকে জীবন্মুক্ত রূপে জ্ঞান করিতেন। বামাচার ও দক্ষিণাচারের প্রভেদও যে তৎকালে বর্ত্তমান ছিল ইহার নিদর্শন আনন্দগিরি গ্রন্থে প্রাপ্ত হয়। তিনি তিন প্রকার বামাচারির নাম ধৃত করিয়াছেন; যথা পূর্ণাভিষিক্ত, অকৃতার্থ এবং কৃতাকৃত্যসমা।

সরস্বতীর উপাসকেরা অঙ্গ বিশেষে পুস্তকের ন্যায় চিহ্ন ধারণ করিতেন। "সারদোপাসকাঃপুস্তকপুণ্ড্রাঃ।"

লক্ষ্মীর উপাসকেরা ললাটে কুঙ্কুম লেপন করিতেন, ভুজদ্বয়ে পদ্ম চিহ্নিত করিতেন, এবং গল কণ্ঠে পদ্মাক্ষ মালা ধারণ করিতেন। "ভুজয়োঃ কমলাঙ্কধারিণাং পদ্মাক্ষমালাপরিশোভিতললাটানাং কুঙ্কুমাঙ্কিতফলকপ্রদেশবতাং ভক্তানাং মুক্তিঃ করস্থা।"

এতদ্ব্যতীত অন্য অন্য অনেক দেবতার উপাসক বিদ্যমান ছিল, তাহারদিগের বি-

শেষ বিশেষ নাম ও চিহ্ন মাত্র আনন্দগিরি ব্যক্ত করিয়াছেন।

" বালচন্দ্রাঙ্কবিরাজমানভুজদ্বয়আদি-বরাহোপাসকঃ।" আদি বরাহোপাসক ভুজদ্বয়ে বালচন্দ্র চিহ্নিত করেন।"

" যমোপাসকামহিষরূপতপ্তলৌহাঙ্কিত ভুজদ্বয়াঃ।" যমোপাসকেরা তপ্ত লৌহ দ্বারা ভুজ দ্বয়ে মহিষাকৃতি মুদ্রিত করেন।"

" কুবেরোপাসকাঃ স্বর্ণঘুটিকামালিকা পরিশোভিতগণাঃ।" "কুবের উপাসকেরা স্বর্ণ ঘুটিকা মালা ধারণ দ্বারা অঙ্গ শোভিত করেন।"

" মন্মথোপাসনানিরতাঃ পুষ্পধনুর্লক্ষ্ম-শোভিতবাহুযুগাঃ।" " কামোপাসকেরা বাহু দ্বয়ে পুষ্পধনু চিহ্ন দ্বারা শোভিত হয়েন। চৈত্র পূর্ণিমাতে কামদেবের মহোৎসব হইত।"

সা তু কামদেবোৎসবতিথিঃ।
ত্রিকাণ্ডশেষঃ।
চৈত্র পূর্ণিমা কামদেবের উৎসবতিথি।

এই প্রকার বরুণোপাসকেরা পাশ চিহ্ন, বায়ূপাসকেরা ধ্বজ চিহ্ন, ভূমিদেবোপাসকেরা পূর্ণাঙ্ক, তীর্থোপাসকেরা বিন্দু চিহ্ন ধারণ করিতেন।

সঙ্গীত আলোচনা গন্ধর্ব্বোপাসকদিগের উপাসনা ছিল। " গানশীলাবিশ্বাবসুনামগন্ধর্ব্বকণ্যাকাপত্যুপাসকাঃ।" " বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বের জামাতৃ উপাসকেরা গানশীল হয়েন।"

ইন্দ্রোপাসকেরা স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, এবং পঞ্চ পূজা পরায়ণ ছিলেন, তাঁহারদিগের বিশ্বাস এই যে " তদংশাএব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাঃ।" " ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইহাঁরা ইন্দ্রের অংশ।"

ভূতোপাসকেরা সর্ব্বাঙ্গে চিতিভস্ম লেপন করিত, এবং মণিবন্ধে ও গলদেশে শেল অস্ত্র বিশেষ ধারণ করিত। তাঁহারদিগের এই বিশ্বাস ছিল যে তাল প্রমাণ শরীর বিশিষ্ট ভূতরাজের উপাসক যাহারা তাহারদিগের শত্রুজয়াদি ফল প্রত্যক্ষ লব্ধ হয়; আর ভূতদিগের গণকর্ত্তার নাম বেতাল, ইহাঁর উপাসনা করিলে " সর্ব্বলোকবশঙ্করং রূপং ফলমস্তীতি।" "সকল লোক বশীকৃত হয়।"

তদ্ভিন্ন শেষোপাসক, গরুড়োপাসক, সিদ্ধোপাসক, পিতৃ উপাসক, চন্দ্রোপাসক এবং মঙ্গলাদি ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের উপাসক প্রভৃতির নাম শঙ্কর বিজয় বিলাসে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারদিগের আচার ব্যবহারের কোন নিদর্শন তাহাতে প্রাপ্ত হয় না।

এই সমুদয় বিচিত্র মতস্থ উপাসকদিগের মধ্যে প্রায় তাবৎ সম্প্রদায় এইক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে, যদিও আধুনিক শৈব বৈষ্ণবাদি অনেকে পূর্ব্ব নামে খ্যাত আছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের উপাসনার প্রকরণ ও আচার ব্যবহারাদি পূর্ণরূপে ভিন্ন হইয়াছে। এ পরিবর্ত্তন যদিও রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির দ্বারা হইয়াছে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যও এবিষয়ে নিরপেক্ষ ছিলেন না। পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচারই তাঁহার সম্যক্ তাৎপর্য্য ছিল, কিন্তু যাহারদিগকে সেই পরম পুরুষার্থ সাধক ধর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ দেখিলেন, তাহারদিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তে শিবাদি আকারের উপাসনা উপদেশ করিতে শিষ্যদিগকে আদেশ করিলেন।

শাস্ত্রে সামান্যতঃ অজ্ঞ স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়নে নিষেধ জানিয়া অনেকের চিত্তে এমত সংশয় উপস্থিত হয় যে স্ত্রী শূদ্রদিগের মধ্যে *জ্ঞানি কি অজ্ঞানি সকলেই* বেদ পাঠে অনধিকারি হয়েন। কিন্তু তাঁহারা যদি শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর সমুদয় বাক্যকে আলোচনা করেন, এবং তাহার যথার্থ সমন্বয় দ্বারা প্রকৃত তাৎপর্য্যকে গ্রহণ করেন, তবে দেখিবেন যে স্ত্রী শূদ্রাদির প্রতি বেদাধ্যয়নের নিষেধ সেই পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত তাহারদিগের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা না হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হইলে তৎ প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য শ্রবণাধ্যয়ন দ্বারা কৃতার্থ হইতে কি স্ত্রী কি শূদ্র কি বর্ণাচার বিহীন ব্যক্তি কাহারও প্রতি নিষেধ নাই। অপর প্রমাণ কি?

স্বয়ং বেদে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইতেছে। মৈত্রেয়ী ও গার্গী প্রভৃতি কেবল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু মাত্র হইয়া অবধি বেদের শ্রবণ উচ্চারণ ও মনন করিয়াছেন, বরঞ্চ তাঁহারদিগের স্বীয় বাক্য বেদ হইয়াছে, যৎ পাঠ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাস প্রভৃতি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম ব্রাহ্মণে যে বেদ বাক্য দ্বারা মৈত্রেয়ী ব্রহ্মজ্ঞানে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা এই প্রাপ্ত হইতেছে যথা

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যন্নুমইয়ং ভগোঃসর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যামহং তেনামৃতা হোনেতি।

সেই মৈত্রেয়ী কহিতেছেন যে হে ভগবান্ যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তবে সেই ধন দ্বারা আমি অমৃত হইতে পারি কি না?

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাৎ অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন যে তাহা ধনের দ্বারা প্রাপ্ত হয় না, ভাগ্যবান্ ব্যক্তিদিগের যেরূপ জীবন, তোমারও সেই রূপ হইবেক, ধনের দ্বারা অমৃতত্ত্বের আশা নাই।

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।

সেই মৈত্রেয়ী কহিতেছেন যে যে ধনের দ্বারা আমার মুক্তি হইবেক না সে ধনে আমার কি প্রয়োজন? অতএব মুক্তির সাধন যাহা মহাশয় জানেন তাহা আমাকে বলুন।

সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রিয়া বৈ খলু নোভবতী সতী প্রিয়মবৃধৎ হন্ততর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তেব্যাচক্ষাণস্য তু মেনিদিধ্যাসস্বেতি।

সেই যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন যে তুমি পূর্ব্ব অবধি নিশ্চিত রূপে আমার প্রিয় হও, এইক্ষণে সেই প্রিয়তাকে অত্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে, এইক্ষণে তোমার মোক্ষের সাধন কহিব; তাহার ব্যাখ্যান করিতেছি, তাহাতে মনোযোগ কর।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম ব্রাহ্মণে গার্গীও এই রূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন যথা

সা হোবাচ যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্য দিবোযদবাক্ পৃথিব্যাযদন্তরাদ্যাবা পৃথিবী ইমে। যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিং স্তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি॥

গার্গী কহিলেন যে হে যাজ্ঞবল্ক্য! স্বর্গের ঊর্দ্ধ এবং পৃথিবীর অধ এবং তন্মধ্যবর্ত্তি যে, স্বর্গ পৃথিবী ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এ সমুদয় কোন্ পদার্থে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে?

সহোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবোযদবাক্ পৃথিব্যাযদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে। যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষত আকাশএব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে হে গার্গি স্বর্গের ঊর্দ্ধ এবং পৃথিবীর অধ এবং তন্মধ্যবর্ত্তি যে স্বর্গ পৃথিবী এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এ সমুদয় আকাশে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

কস্মিন্নু খল্বাকাশওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

গার্গী কহিলেন আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে?

সহোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন যে হে গার্গি! আকাশ যাঁহাতে ওতপ্রোত হইয়া স্থিতি করিতেছে তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা অক্ষর শব্দে বলিয়াছেন; তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিতাদি বর্ণ বিশিষ্ট নহেন, তাঁহাতে দ্রবতা, ছায়া, এবং তম নাই, তিনি বায়ু, আকাশ, সঙ্গ, রস, গন্ধ, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ, মুখ, মাত্রা বর্জ্জিত হয়েন, এবং অন্তঃ, বাহ্য, ভোক্তা ও ভোজ্য হইতে তিনি ভিন্ন হয়েন।

কঠোপনিষৎ

চতুর্থী বল্লী

য ইমং মধ্বদং বেদআত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য নততোবিজুগুপ্সতে॥
এতদ্বৈতৎ॥ ৫॥

কিঞ্চ 'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' 'মধ্বদং' কর্ম্মফলভুজং 'জীবং' প্রাণাদিকলাপস্য ধারয়িতারং 'অন্তিকাৎ' অন্তিকে সমীপে 'আত্মানং' 'ঈশানং' ঈশিতারং 'বেদ' বিজানাতি 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য। 'ততঃ' তদ্বিজ্ঞানাদূর্দ্ধমাত্মানং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ। 'এতৎ বৈতৎ'। যন্নচিকেতসা পৃষ্টং॥ ৫॥

এই কর্ম্ম ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ম কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটস্থ জানেন, কাহারও নিকটে তিনি আর পরমাত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন॥ ৫॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ জানিয়া যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য ব্যক্তিদিগকে সেই আনন্দ বিতরণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা হয় ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত ।
গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্যপশ্যত ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৬ ॥

'যঃ' হিরণ্যগর্ভঃ 'অদ্ভ্যঃ' অপ্সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ 'পূর্ব্বং' 'অজায়ত' উৎপন্নঃ তৎ 'পূর্ব্বং' ব্রহ্মণঃ 'তপসঃ' 'জাতং' উৎপন্নং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'গুহাং' হৃদয়াকাশং 'প্রবিশ্য' 'তিষ্ঠন্তং' শব্দাদীনুপলভমানং 'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সহ 'ব্যপশ্যত' পশ্যতি 'এতৎ বৈ' 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম। ॥ ৬ ॥

যে হিরণ্যগর্ভ জলাদির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, ব্রহ্মের তপস্যা হইতে প্রথম জাত এবং সকল প্রাণির হৃদয়স্থিত সেই হিরণ্যগর্ভকে সকল ভূতের সহিত যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য

জীবের সমষ্টি যে হিরণ্যগর্ভ তাঁহাকে প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন, পরে ভূতময় শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত জীবের সংযোগ করিয়াছেন, এবং সেই জীবের জ্ঞান ধর্ম্ম দেখিয়া তদ্রূপ ফলাফল চিরন্তন বিধান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী। গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্যজায়ত ॥ এতদ্বৈ তৎ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ 'যা' 'দেবতাময়ী' সর্ব্বদেবতাত্মিকা 'প্রাণেন' সহ পরস্মাৎব্রহ্মণঃ 'সম্ভবতি' শব্দাদীনামদনাৎ 'অদিতিঃ' 'যা ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সমন্বিতা 'ব্যজায়ত' উৎপন্নেত্যেতৎ। তাং 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং' অদিতিং যঃ পশ্যতি 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতদ্বৈ' ॥ ৭ ॥

সকল ভূতের সহিত এবং প্রাণের সহিত যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, সকল ভূতের অন্তরস্থিত সেই অদিতিকে যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে অদিতি কহা যায় এনিমিত্তে অদিতিকে দেবতাময়ী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ময়ী করিয়া শ্রুতিতে কহিয়াছেন। শরীর ও প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না এনিমিত্তে প্রাণ ও শরীরের আধার যে ভূত সকল তাহার সহিত পরমেশ্বর জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিলেন এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে। জীব সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেছেন ॥ ৭ ॥

অরণ্যোর্নিহিতোজাতবেদাগর্ভইব সুভৃতোগর্ব্বিণীভিঃ।
দিবে দিবঈড্যোজাগৃবদ্ভির্হবিষ্মদ্ভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৮ ॥

অধিযজ্ঞমুত্তরাধরয়োঃ 'অরণ্যোঃ' 'নিহিতঃ' স্থিতঃ 'জাতবেদাঃ' 'অগ্নিঃ' অধ্বরে 'হবিষ্মদ্ভিঃ' 'মনুষ্যেভিঃ' মনুষ্যৈঃ সুভৃতইব 'গর্ব্বিণীভিঃ' অন্তর্ব্বত্নীভিঃ অগর্হিতান্নভোজনাদিনা 'গর্ভঃ' 'সুভৃতঃ' 'ইব' চ 'ঈড্যঃ' পরমেশ্বরঃ 'জাগৃবদ্ভিঃ' জাগরণশীলৈরপ্রমত্তৈর্ধ্যানভাবনাবদ্ভিঃ 'দিবে দিবে' অহন্যহনি সুভৃতঃ। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৮ ॥

অরণিস্থিত অগ্নি কর্ম্মি দ্বারা যে প্রকারে রক্ষিত হয় এবং গর্ভিণী দ্বারা গর্ভ যে প্রকার সুন্দর রূপে ধৃত হয়, সকলের স্তবনীয় যে পরমেশ্বর তিনি প্রতি দিন ধ্যান দ্বারা প্রমাদ শূন্য জ্ঞানিদিগের হৃদয়ে তদ্রূপ রক্ষিত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৯ ॥

'যতঃ চ' যস্মাৎ চ 'উদেতি' উত্তিষ্ঠতি 'সূর্য্যঃ' 'অস্তং' নিম্লোচনঞ্চ 'যত্র' যস্মিন্নিত্যং 'চ' 'গচ্ছতি'। 'তৎ' আত্মানং 'দেবাঃ' স্বর্গস্থাঃ 'সর্ব্বে' বিশ্বে 'অর্পিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন অত্যেতি' ন অতিক্রামতি 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৯ ॥

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন, আর যাঁহার নিয়মে পুনর্ব্বার অস্ত হয়েন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ দেবতারা স্থিতি করেন, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০ ॥

'যৎএব' 'ইহ' লোকে ব্রহ্ম 'তৎ' এব 'অমুত্র' লোকে নিত্যবিজ্ঞানস্বভাবং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং ব্রহ্ম। 'যৎ' চ 'অমুত্র' ব্রহ্ম 'তৎ' 'অনু' এব 'ইহ' লোকে। 'যঃ' 'ইহ' ব্রহ্মণি অনানাভূতে 'নানা ইব' ভিন্নমিব 'পশ্যতি' উপলভতে 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' মরণাৎ 'মৃত্যুং' মরণং পুনঃ পুনর্জন্মমরণভাবং 'আপ্নোতি' প্রতিপদ্যতে ॥ ১০ ॥

যিনি ইহলোক ব্যাপী তিনি পরলোক ব্যাপী, যিনি পরলোক ব্যাপী তিনি ইহলোক

ব্যাপী। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তির এই রূপ ভ্রান্তি যে এই জগতের সৃষ্টির প্রতি কারণ অনেক ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বর শরীরী তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়॥ ১০ ॥

মনসৈবেদমাপ্তব্যম্নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুঙ্গচ্ছতি যইহ নানেব পশ্যতি॥ ১১॥

আচার্য্যাগমসংস্কৃতেন 'মনসা এব' 'ইদং' ব্রহ্মৈকরসং 'আপ্তব্যং'। 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা' 'ন' 'অস্তি' 'কিঞ্চন' অণুমাত্রমপি। 'যঃ' পুনরজ্ঞানতিমিরদৃষ্টিং ন মুঞ্চতি 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা ইব পশ্যতি' 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' 'মৃত্যুং গচ্ছতি'॥ ১১॥

ব্রহ্ম নানা হয়েন না, ইহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানা যায়। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে সে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়॥ ১১॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্যআত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১২॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকংতচ্ছিদ্রবর্ত্ত্যন্তঃকরণোপাধিঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রবংশপর্ব্বমধ্যবর্ত্ত্যম্বরবৎ 'পুরুষঃ' পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি 'আত্মনি' শরীরে 'মধ্যে' 'তিষ্ঠতি'। তমাত্মানং 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' বিদিত্বা 'ততঃ' তদনন্তরং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম' এতৎ বৈ' এতদেব॥ ১২॥

সর্ব্ব ব্যাপী ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে থাকিয়া শরীর মধ্যে স্থিতি করেন, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা হয়েন। এই ব্রহ্মকে জানিলে আর তাঁহাকে কেহ গোপন করিতে চাহে না॥১২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ।
এতদ্বৈ তৎ॥ ১৩॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিঃ ইব অধূমকঃ' যস্ত্বেবং লক্ষিতোহৃদয়ে যোগিভিঃ। 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ 'অদ্য' ইদানীং বর্ত্ততে 'সঃ' 'শ্বঃ' 'উ' অপি বর্ত্তিষ্যতে 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম' এতৎ বৈ' এতদেব॥ ১৩॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে স্থিত যে সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় ব্রহ্ম, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা। তিনি এখনও বর্ত্তমান আছেন পরেও বর্ত্তমান থাকিবেন॥ ১৩॥

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবন্ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যং স্তানেবানুবিধাবতি॥ ১৪॥

'যথা উদকং' 'দুর্গে' দুর্গমে 'দেশে উচ্ছ্রিতে 'বৃষ্টং' সিক্তং 'পর্ব্বতেষু' পর্ব্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু 'বিধাবতি' বিকীর্ণং ভবতি। 'এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্' 'তান্ এব' শরীরভেদানুবর্ত্তিনোধর্ম্মান্ 'অনুবিধাবতি' শরীরভেদমেব পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যতে অনানন্দলোকেষ্বিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

যেমন উচ্চ স্থানে জল পতিত হইলে নিম্ন স্থানে ধাবিত হয়, সেই রূপ সকল গুণকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জানিলে পুনঃ পুনঃ নীচ লোকে ভ্রমণ করে॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য

এরূপ কোন গুণ নাই, সুতরাং গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, অর্থাৎ এমত কোন বস্তু নাই যাহা পরমেশ্বরের নিতান্ত অধীন নহে, যেহেতু সমুদয় বস্তুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারই দ্বারা স্থিতি করিতেছে॥১৪॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবংমুনের্ব্বিজানতআত্মা ভবতি গৌতম॥ ১৫॥

'যথা উদকং' 'শুদ্ধে' প্রসন্নে 'শুদ্ধং' প্রসন্নং 'আসিক্তং' প্রক্ষিপ্তং' তাদৃক্ এব ভবতি'। একত্বং' বিজানতঃ' 'মুনেঃ' মননশীলস্য' আত্মা' 'এবং' 'ভবতি' হে 'গৌতম'। তস্মাৎ মাতৃপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টমাত্মৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীয়ং॥ ১৫॥

যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে সমান ভাবে থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় রূপে যে জ্ঞানী দেখেন, তাঁহার আত্মা সম ভাবে থাকে॥ ১৫॥

ইতি চতুর্থী বল্লী

বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥ ১॥

1. The universe and whatsoever there is in is clothed with God. Abstaining from *vice*, enjoy Him, and covet not the riches of any.

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ২॥

2. Let *man* desire to live a century on earth

practising religious rites; for there is no other means besides this which can prevent thee who art grossly human, from wallowing in *vicious* actions.

অসূর্য্যানাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ ॥ ৩ ॥

3. The worlds of ignorance, wrapped up in impervious gloom, those enter after death, who are killers of their own souls.

অনেজদেকম্মনসোজবীয়োনৈনদ্দেবাআপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্তস্মিন্নপোমাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪ ॥

4. The One, *though* motionless, *yet* runs swifter than the mind. The senses cannot reach Him, *for* He always goes before them. *Though* He eludes their chase, *yet* does He remain still. Through Him do the faculties and the vital powers of man operate.

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

5. He goes; He goes not. He is far; He is near. He is in all; He is out of all.

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততোন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬ ॥

6. He who sees all in God and God in all, does not despise *any*.

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কোমোহঃ কঃ শোকএকত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

7. When a unitarian knows that to him all is become as God, then to him what is infatuation and what affliction?

সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ॥

8. That Being who is everywhere, and is pure, bodiless, spotless, nerveless, immaculate, impervious to moral stain, All-seeing, All-knowing, Supreme and Self-existent, dispenses their respective requisites to the everlasting times.

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমোযউ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ ॥

9. They enter gloom impervious who are devoted to the performance of Ritual Observances. The greater gloom do THEY enter who are devoted to the worship of the Deities.

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১০ ॥

10. It is said that by Ritual Observances *is gained* one kind *of fruits*, and by the worship of the Deities another. So have we heard from the wise who told it to us.

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুন্তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ ॥

11. They who are devoted to both the performance of Ritual Observances and the worship of the Deities, being extricated from death by the former, enjoy, through the latter, a durable divinity.

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যে সম্ভূতিমুপাসতে।
ততোভূয়ইব তে তমোয়উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥ ১২ ॥

12. They enter gloom impervious who are devoted to the worship of blind Creative Energy; the greater gloom do THEY enter who are devoted to the worship of Universal Nature.

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

13. It is said that by the worship of blind Creative Energy, is gained one kind *of fruits*, and by that of Universal Nature another. So have we heard from the wise who told it to us.

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুন্তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

14. They who are devoted to the worship of both blind Creative Energy and Universal Nature, being extricated from death by the former, enjoy through the latter durable bliss.*

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বম্পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ১৫ ॥

15. "Dispart, thou Nourisher, thy radiant orb, which veils the Face of Truth, for the observation of a follower of the religion True.

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজোয়ত্তে রূপঙ্কল্যাণতমন্তত্তে পশ্যামি যোসাবসৌ পুরুষঃ সোহমস্মি ॥ ১৬ ॥

16. "O sun, son of Prujaputi, thou regulator, thou sole exhibitor, thou nourisher *of the world*, disperse thy rays and diminish their intensity that I may behold thy most Auspicious Aspect. *But why beg you thus, O sun,* since the Perfect who is in you, is also in me."

বায়ুরনিলমমৃতমথেদম্ভস্মান্তং শরীরং।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭ ॥

17. "The air *within me will commingle with* the life-imparting atmosphere, and *this* body will *turn into ashes*. O my mind, recollect; *thy* past actions recollect. Recollect, O my mind, recollect *thy* past actions.

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনোভূয়িষ্ঠান্তে নমউক্তিম্বিধেম ॥ ১৮ ॥

18. "*Sacred* fire resplendent, thou witness of our religious acts, purge us of our malign sins, and guide us through the right path to the dwelling of joy. We offer thee *our last* salutations."†

ইতি বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ সমাপ্তা।

* The FRUITS here ordained by the benign and tolerant Vedant, are according to the principle, the truth of which experience and reason tend to convince us of that theorctical belief in religious matters of whatever kind it may be, cannot but exercise much practical influence over our conduct here, and thereby over our destinies too in a future life.

† "Thy most Auspicious Aspect," in the 16th verse, means "thy Divine Pervader." The 15th and the 16th verses are spoken by a pious follower of THE RELIGION TRUE, and the 17th and 18th by a worshipper of Fire, at the times of their respective deaths. The Venerable Scripturalist therein contrasts the lofty and serene devotion of the former with the weak and tremulous devotion of the latter.

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

একঃক্ষমাবতাংদোষোদ্বিতীয়োনোপপদ্যতে।
যদেনংক্ষময়াযুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥
সোস্য দোষোনমন্তব্যঃ ক্ষমা হি পরমংধনং।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাংভূষণং ক্ষমা ॥
ক্ষমাবশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
শান্তিখড়্গঃকরে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ ॥
দ্বে কর্ম্মণী নরঃ কুর্ব্বন্নস্মিল্লোঁকে বিরোচতে।
অব্রুবন্ পরুষংকিঞ্চিদসতোনর্চ্চয়ংস্তথা ॥
দ্বাবিমৌ কন্টকৌ তীক্ষ্ণৌ শরীরপরিশোষণৌ।
যশ্চাধনঃ কাময়তে যশ্চকুপ্যত্যনীশ্বরঃ ॥
দ্বাবিমৌ ন বিরাজেতে বিপরীতেন কর্ম্মণা।
গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ ॥
দ্বাবিমৌ পুরুষৌরাজন্ স্বর্গস্যোপরিতিষ্ঠতঃ।
প্রভুশ্চ ক্ষময়াযুক্তোদরিদ্রশ্চ প্রদানবান্ ॥
ন্যায়াগতস্য দ্রব্যস্য বোদ্ধব্যৌ দ্বাবতিক্রমৌ।
অপাত্রেপ্রতিপত্তিশ্চ পাত্রেচাপ্রতিপাদনং ॥
দ্বাবম্ভসিবিনিক্ষেপ্যৌ গাঢ়ংবদ্ধা গলে শিলাং।
ধনিনঞ্চাপ্রদাতারং দরিদ্রঞ্চাতপস্বিনং ॥
দ্বাবিমৌপুরুষব্যাঘ্র সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড়্যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখোহতঃ ॥
ত্রিবিধাঃ পুরুষারাজন্ উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিয়োজয়েদ্যথাবত্তাং স্ত্রিবিধেষ্বেব কর্ম্মসু ॥
হরণঞ্চপরস্বানাং পরদারাভিমর্ষণং।
সুহৃদশ্চ পরিত্যাগস্ত্রয়োদোষাভয়প্রদাঃ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥
ভক্তঞ্চভজমানঞ্চ তবাস্মীতি চ বাদিনং।
ত্রীনেতাঞ্ছরণং প্রাপ্তান্ বিষমেপি ন সংত্যজেৎ
পঞ্চেন্দ্রিয়স্য মর্ত্ত্যস্য ছিদ্রং চেদেকমিন্দ্রিয়ং।
ততোস্য স্রবতিপ্রজ্ঞা দৃতেঃপাত্রাদিবোদকং ॥
ষড়্দোষাঃপুরুষেণেহ হাতব্যাভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রাতন্দ্রীভয়ং ক্রোধআলস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥
ষড়েব তু গুণাঃপুংসা ন হাতব্যাঃ কদাচন।
সত্যং দানমনালস্যমনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ ॥
ঈর্ষু র্ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনোনিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ ॥
নবদ্বারমিদংবেশ্ম ত্রিস্থূণং পঞ্চসাক্ষিকং।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যোবেদ সপরঃকবিঃ ॥

উদ্যোগপর্ব্ব ॥

বিজ্ঞাপন

গত ১০ শ্রাবণ দিবসীয় বিশেষ সভার অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৩ ভাদ্র সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে "ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহের ভার তত্ত্ববোধিনী সভা গ্রহণ করেন" এই প্রস্তাব বিচার হইবেক।

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে উক্ত বিশেষ সভাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ১।২।১৪।১৫। ১৬।১৭।১৮।১৯।২০ সংখ্যক নিয়ম বিচার হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

যথা সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।
গত বিশেষ সভাতে পুনর্ব্বার আগামি ১৩ ভাদ্র যে বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্যে স্থির হইয়াছে, তাহাতে ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ১।২।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮ ১৯।২০ সংখ্যক নিয়ম বিচার হয়। নিবেদনমিতি। ২৪ শ্রাবণ ১৭৬৮।

শ্রীযশোদাকুমার পাণি।
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পাল।
শ্রীবেণীমাধব মিত্র।
শ্রীজয়গোপাল বসাখ।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
শ্রীগৌরীশঙ্কর মিত্র।
শ্রীবীরচন্দ্র মিত্র।
শ্রীমতিলাল বসাখ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী স্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

পরব্রহ্মোপাসনাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি তাঁহার শক্তি যে প্রকৃতি তাহার উপাসনা করিতে শাস্ত্রে অনুমতি করিয়াছেন, এবং সেই ঐশ্বরী শক্তির দ্বারা উৎপন্ন নানা বিধ কার্য্যের ভাব অনুসারে সেই শক্তির অবয়ব সকল কল্পনা করিয়া তাহারদিগের উপাসনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

পুরাণে সেই মূল প্রকৃতিকে ঈশ্বরের সৃষ্টি ইচ্ছা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহার ইচ্ছা মাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হয়।

কিয়তা চৈব কালেন তস্যেচ্ছা সমপদ্যত।
প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূলকারণমিত্যুত॥
শিবপুরাণং।

কিয়ৎকালে তাঁহার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল, সেই মূলকারণ ইচ্ছা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়।

সা বা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥
ভাগবতং।

এই ঈক্ষণকর্ত্তা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার সদসৎ আত্মিকা শক্তি, তাহার নাম মায়া; হে মহাভাগ! এই মায়া শক্তি দ্বারা তিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করিলেন।

শক্তিমান্ পদার্থ হইতে শক্তির প্রভেদ নাই, এপ্রযুক্ত ঈশ্বর হইতে শক্তিকে অভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন।

যথাত্মা চ যথা শক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্মৃতা।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

অগ্নিতে যে প্রকার দাহিকা শক্তি আত্মাতে সেই প্রকার প্রকৃতি শক্তি।

জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ক্রমে সত্ত্ব রজ তম গুণ বিশিষ্ট এক মাত্র পরমেশ্বরকে অবস্থাগত বিভাগ দ্বারা যে রূপ পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি দেবতা করিয়া বলিয়াছেন, সৃষ্টি পালনাদি কার্য্য ক্রমে তদ্রূপ এক মাত্র ঐশ্বরী প্রকৃতির বিভাগ কল্পনা করিয়া তাহাকে ত্রিশক্তি রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এষা ত্রিশক্তিরুদ্দিষ্টা নয়সিদ্ধান্তগামিনী।
এষা শ্বেতা পরা সৃষ্টিঃ সাত্ত্বিকী ব্রহ্মসংস্থিতা॥
এষৈব রক্তা রজসি বৈষ্ণবী পরিকীর্ত্তিতা।
এষৈব কৃষ্ণা তমসি রৌদ্রী দেবী প্রকীর্ত্তিতা॥
পরমাত্মা যথা দেবএকএব ত্রিধা স্থিতঃ।
প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধাভবৎ‡॥
বরাহপুরাণং।

নীতি ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এই প্রকৃতিকে ত্রিশক্তি বলিয়া উদ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইনিই শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মস্থিত শুভ্রবর্ণা সাত্ত্বিকী সৃষ্টি শক্তি, ইনিই রক্তবর্ণা রাজসিকী বৈষ্ণবী শক্তি, ইনিই কৃষ্ণবর্ণা তামসিকী শৈবী শক্তি। এক মাত্র পরমাত্মা যেরূপ সৃষ্টি পালনাদি কার্য্য ক্রমে তিন প্রকারে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার এক মাত্র শক্তি প্রয়োজন ক্রমে ত্রিবিধ হইয়াছেন।

গৌরী ব্রাহ্মীতি বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃস্থিতা যত্র তৎ পরং জ্যোতিরোমিতি॥
গোরক্ষসংহিতা।

গৌরী, ব্রহ্মাণী এবং বৈষ্ণবী এই তিন শক্তি যাঁহাতে স্থিতি করেন, তিনি পরমজ্যোতিঃ স্বরূপ ওঁকার হয়েন।

‡ এস্থলে সাত্ত্বিকী রাজসিকী তামসিকী শক্তিকে ক্রমানুসারে যে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী রৌদ্রী শক্তি বলিয়াছেন, ইহা প্রণালী সিদ্ধ, কিন্তু তদ্বিপরীতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণে বৈষ্ণবীকে সাত্ত্বিকী ও ব্রহ্মাণীকে রাজসিকী শক্তি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কার্য্যানুসারে এই এক মাত্র সনাতনী ঐশ্বরী শক্তিকে সত্ত্ব রজ তম স্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের ভার্য্যা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যথা ধৃতশরীরা ত্বং লক্ষ্মী রূপেণ কেশবং।
আমোদয়সি বিশ্বস্য হিতায়ৈনং তথা কুরু॥
কালিকাপুরাণং।

শরীর বিশিষ্ট হইয়া তুমি লক্ষ্মী রূপে যে প্রকার বিষ্ণুকে আমোদিত করিতেছ, তদ্রূপ বিশ্বের হিতের নিমিত্তে মহাদেবকে আমোদযুক্ত কর।

সাবিত্রী সা চ গায়ত্রী ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
পুরা সংহৃত্য দুর্গঞ্চ সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

ব্রহ্মার পত্নী যে সাবিত্রী তিনি গায়ত্রী স্বরূপা এবং জগতের পালন কর্ত্রী, তিনি পূর্ব্বে দুর্গ নাশ করিয়া দুর্গা নামে কীর্ত্তিত হয়েন।

গুণ স্বরূপ ব্রহ্মাদির যে প্রকার রূপ কল্পনা করিয়াছেন, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিরও তাদৃশ পৃথক্ পৃথক্ রূপ রচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা এইহেতু উদয় কালের সূর্য্য বর্ণের ন্যায় তাঁহার রক্ত বর্ণ কল্পিত হইয়াছে; বিষ্ণু স্থিতি কর্ত্তা ও সর্ব্বব্যাপী এপ্রযুক্ত জগদ্ব্যাপ্ত আকাশের ন্যায় তাঁহার নীল বর্ণ উক্ত হইয়াছে; শিব সংহার কর্ত্তা এপ্রযুক্ত মৃত্যু চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার পাংশু শ্বেতবর্ণ নিরূপিত হইয়াছে। এই অনুসারে ব্রহ্মাণীর রক্ত বর্ণ, বৈষ্ণবীর নীলবর্ণ এবং শিব শক্তির শ্বেতবর্ণ কল্পিত হইয়াছে। কেবল বর্ণ মাত্র শিবাদির ন্যায় রচিত হয় নাই, তাঁহারদিগের ন্যায় তৎ শক্তি সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহনাদি সমুদয় অবিকল কল্পিত হইয়াছে।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনং।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥
হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তির্গরুড়োপরিসংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং।

যে দেবতার যে প্রকার রূপ ও ভূষণ ও বাহন, তদ্রূপ রূপাদি বিশিষ্ট তাঁহারদিগের শক্তি সকল অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন। অক্ষ সূত্র কমণ্ডলু বিশিষ্ট যে ব্রহ্মার শক্তি হংসযুক্ত শ্রেষ্ঠ বিমানে আসিলেন তাঁহার নাম ব্রহ্মাণী। বৃষ বাহিনী, ত্রিশূল ধারিণী, সর্প বলয়যুক্তা এবং চন্দ্র রেখা বিভূষিতা যিনি তিনি শৈবী শক্তি। তদ্রূপ গরুড় বাহিনী হইয়া এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও শার্ঙ্গখড়্গ ধারণ করিয়া যিনি গমন করিলেন, তিনি বৈষ্ণবী শক্তি।

ব্রহ্মের অবস্থা বিশেষ সত্ত্ব রজ তম গুণ স্বরূপ যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, শক্তি ব্যতীত তাঁহারদিগের দ্বারা কি প্রকারে কার্য্য সম্ভব হইতে পারে? অতএব শিবাদি অপেক্ষা প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া বলিয়াছেন।

জগন্মাতাচ প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চ জগৎপিতা।
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং॥

প্রকৃতি জগন্মাতা, এবং পুরুষ যিনি তিনি জগৎ পিতা, পিতা অপেক্ষা জগন্মাতা শত গুণে শ্রেষ্ঠা।

শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তোযদা দেবি শিবোহং সর্ব্বকামদঃ॥
শক্তিকাগমসর্ব্বস্বং।

শক্তি হীন হইলে আমি শব হই এবং শক্তি যুক্ত হইলে সর্ব্বকাম প্রদাতা শিব স্বরূপ হই।

শিবঃশক্ত্যাযুক্তোযদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।
নচেদেবং দেবোন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥
আনন্দলহরী॥

শিব যদি শক্তি যুক্ত হয়েন, তবেই তাঁহার প্রভাব থাকে, নতুবা স্পন্দনও করিতে পারেন না।

সাবিত্রী সহিতোব্রহ্মা সিদ্ধোভূন্নগনন্দিনি॥
শক্তিকাগমসর্ব্বস্বং॥

হে পার্ব্বতি সাবিত্রী সঙ্গ প্রযুক্ত ব্রহ্মা সিদ্ধ হইয়াছেন।

ত্রিপুরেশ্বরী মূর্ত্তিতেও ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইতেছে যাহাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁহার পাদ পদ্মে নত হইয়া রহিয়াছেন।

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে।
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা॥
তথা হি ত্বৎ পাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে।
স্থিতাহ্যেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ॥
আনন্দলহরী।

হে শিবে তোমার চরণ পূজাতেই সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণ জনিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন দেবতার পূজা হয়, যেহেতু তোমার পাদ পীঠের নিকটে তাঁহারা স্ব স্ব মুকুটে অঞ্জলিপুট হস্ত দিয়া সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছেন।

সেই এক অদ্বিতীয় ঐশ্বরী শক্তি দ্বারাই সমুদয় সৃষ্ট হইয়াছে, ও তদ্দ্বারা সমুদয় অবস্থিতি করিতেছে, অতএব প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি বিধানের কারণ রূপে সেই শক্তির বিশেষ বিশেষ নানা অংশ কল্পনা করিয়া-

ছেন এবং প্রত্যেক অংশকে তৎ কার্য্যের অধিষ্ঠাতা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাতৃদেবী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
পরমানন্দরূপা চ সা লক্ষ্মীঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডং।

সর্ব্বমঙ্গলকারিণী পরমসুখ স্বরূপা ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি তাঁহাকে লক্ষ্মী শব্দে বলিয়াছেন।

বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা পরমেশস্য দুর্লভা।
বেদশাস্ত্রযোগমাতা সা সাবিত্রী প্রকীর্ত্তিতা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডং।

পরমেশ্বরের দুর্লভা শক্তি যে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যিনি বেদ শাস্ত্র মাতা এবং যোগমাতা হয়েন, তাঁহাকে সাবিত্রী শব্দে বলিয়াছেন।

বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবী যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা সর্ব্বা সা দুর্গা দুর্গনাশিনী॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডং।

বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি তিনিই সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সর্ব্বজ্ঞানাত্মিকা বিপদ নাশিনী দুর্গা।

ক্রীড়াধিষ্ঠাতৃদেবী চ কামপত্নী রতিঃ সতী।
কেলিকৌতুকহীনাশ্চ সর্ব্বলোকাযযা বিনা॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

কামপত্নী যে রতি তিনি ক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন, যাঁহা বিনা সকল লোক কেলিকৌতুক বিহীন হয়§।

এই রূপে পরমেশ্বরের শক্তির অংশ রূপে কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতিকে বলিয়া তদধিষ্ঠিত কার্য্যের গুণানুসারে তাঁহারদিগের নানাবিধ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন।

উপাসকানাং কার্য্যায় পূরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

হে প্রিয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উপাসকদিগের নিমিত্তে গুণক্রিয়ানুসারে চিন্ময়ী আদ্যা শক্তির রূপ কল্পনা হইয়াছে।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥
যমদগ্নের্ব্বচনং।

সাধকদিগের হিতের নিমিত্তে ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন, রূপ কল্পনার স্বীকার করিলে পুরুষের অবয়ব স্ত্রীর অবয়ব ইত্যাদি অবয়বের সুতরাং কল্পনা করিতে হয়।

সংহার কারণ শিব শক্তি কালিকার সংহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। প্রলয়কালে জগৎ ধ্বংস হইয়া সমুদয় অন্ধকার ময় এবং শূন্যাকার হয়,এই হেতু বলিয়াছেন যে "মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।" "কালিকা মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী এই রূপ ধ্যান করিবেক†।" এবং বিনাশের চিহ্ন স্বরূপ কর শ্রেণী ধারিণী, শ্মশান বাসিনী, রক্ত ধারা চর্চ্চিতা প্রভৃতি ভীষণ আকার কল্পনা করিয়াছেন। "শবানাঙ্করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং॥ ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং॥" "মৃত দেহের কর শ্রেণী দ্বারা কটি দেশে কাঞ্চী ধারণ করিয়াছেন, বিকট হাস্য করিতেছেন, সৃক্ক দ্বয় গলিত রক্ত ধারা সিক্ত মুখ মণ্ডল বিস্ফুরিত হইতেছে, এবং ঘোররাবা, মহারৌদ্রী, ও শ্মশানবাসিনী এই রূপ ধ্যান করিবেক।" সংহার শক্তি দ্বারা কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ এই প্রকার প্রলয় হইয়া আসিতেছে, অতএব অনন্ত সংহারের সঙ্কেত স্বরূপ মুণ্ডমালা দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়াছেন। "কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং।" "দিব্যা দক্ষিণাকালী মুণ্ডমালা দ্বারা বিভূষিতা এই রূপ

§ এই রূপ ঐশ্বরিকী শক্তিকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া পরে জগতের সমুদয় স্ত্রীকেই তাহার অংশ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই কারণেই ব্রাহ্মণী প্রভৃতি স্ত্রী পূজার আদেশ করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে "যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ। ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী॥ প্রকৃতিঃপূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।" "স্ত্রীর অপমানে প্রকৃতির পরাভব হয়, অতএব বস্ত্র অলঙ্কার চন্দনাদি দ্বারা পতিপুত্রবতী সতী ব্রাহ্মণীকে পূজা করিলে তদ্দ্বারা প্রকৃতিরই পূজা হয়।"

* কালী, লক্ষ্মী, ও সরস্বতীর ধ্যানের অন্তর্গত যে সকল বচন ইহাতে লিখিত হইল, তাহা তন্ত্র সার হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

† মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাকালীর কৃষ্ণবর্ণ ও রক্ত বস্ত্র কল্পনার এই কারণ লিখিয়াছেন যে "শ্বেতপীতাদিকোবর্ণোযথাকৃষ্ণে বিলীয়তে। প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥ অতস্তস্যাঃ কালশক্তের্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ। হিতায়াপ্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃকৃষ্ণোনিরূপিতঃ॥" "শ্বেত পীতাদি বর্ণ যেরূপ কৃষ্ণ বর্ণে লীন হয়, সমুদয় ভূত তদ্রূপ কালিকাতে লয় প্রাপ্ত হয়, অতএব জ্ঞানযোগে অক্ষম ব্যক্তিদিগের হিতের নিমিত্তে সেই নির্গুণা নিরাকৃতি কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ নিরূপিত হইয়াছে।" "গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ। তদ্রক্তসংঘোদেবেশ্যাঃ বাসোরূপেণ ভাসিতঃ॥" "তিনি কাল রূপ দন্তের চর্ব্বণ দ্বারা সমুদয় পদার্থ গ্রাস করেন, তদ্দ্বারা বিনির্গত যে রক্ত সমূহ তাহাই তাঁহার বস্ত্র রূপে প্রকাশ পাইতেছে।"

ধ্যান করিবেক।” সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি ক-রিয়া মহাদেব উক্ত হইয়াছেন, অতএব ব্র-হ্মাণ্ড সংহারের ঈঙ্গিত রূপে কল্পিত হই-য়াছে যে শিব শব হইয়া কালিকার পদতলে পতিত রহিয়াছেন। প্রলয় কালের চিহ্ন স্বরূপ তিনি বাম হস্তে খড্গ মুণ্ড ধারণ করিতেছেন, এবং প্রলয়ান্তে পুনর্ব্বার সৃষ্টি পালনের সঙ্কেত স্বরূপ দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অভয় দান ও বর প্রদান করিতেছেন। “সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাং ॥” “সদ্য ছিন্ন মুণ্ড এবং খড্গ তাঁহার অধ উর্দ্ধ বাম হস্ত দ্বয়ে ধারণ করিতেছেন, এবং অভয় ও বর তাঁহার অধ উর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে ধারণ করিতেছেন এই রূপ চিন্তা করিবেক।” প্রলয় কাল অন্ধকারময় অতি ভয়ানক প্রযুক্ত তৎ প্রতিমা স্বরূপ তিমিরাবৃত ঘোরা অমাবস্যা নিশাতে তাঁহার পূজার বিধান করিয়াছেন।

দুর্গা শক্তিকে বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী এবং বুদ্ধি স্বরূপা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার তদনুরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। “যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।” চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় বুদ্ধির অধীন, বুদ্ধির নিয়োগ দ্বারা তাহারা সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে, এই হেতু দশেন্দ্রিয়ের সঙ্কেত স্বরূপ তাঁহার দশহস্ত কল্পনা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের বৃত্তান্ত বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্টি করা যায়, এই হেতু তাঁহার ত্রিনেত্র উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধির পরাক্রম অপেক্ষা সংসারে কাহারও শক্তি প্রবলা নহে, এই হেতু সর্ব্ব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বল বিশিষ্ট সিংহ তাঁহার বাহন হইয়াছে। ভাগ্য এবং বিদ্যা উভয়ই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির দ্বারা লব্ধ হয়, এই হেতু তাঁহার দক্ষিণ বামে ভাগ্য ও বিদ্যা মূর্ত্তি লক্ষ্মী সরস্বতী প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। প্রথম যৌবন কালে যখন শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকল তেজস্বি হয় ও উন্নত অবস্থায় থাকে, তৎ কালে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতে থাকে, এই হেতু তাঁহাকে “নব যৌবন সম্পন্নাং” নব যৌবন বিশিষ্টা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রে চন্দ্রকে মনের অধিষ্ঠাতা করিয়া বলিয়াছেন, অতএব মন ব্যতীত বুদ্ধির অধিষ্ঠান অসম্ভব প্রযুক্ত দুর্গাকে “অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং” অর্দ্ধচন্দ্র যুক্ত শিরোবিশিষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন ¶। বুদ্ধির কৌশল দ্বারা সকল রিপু দমন করা যায়, এই হেতু অসুরকে তিনি বধ করিতেছেন, এবং কৌশল রূপ নাগপাশ দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়াছেন এই প্রকার রচনা হইয়াছে। স্বয়ং বেদের মধ্যেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেবাসুরের সংগ্রাম নামে এক আখ্যায়িকা রচনা হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্র নিয়মিত সদ্বুদ্ধি ও সৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তিকে দেবতা শব্দে কহিয়াছেন, আর অসৎ প্রবৃত্তিকে অসুর শব্দে বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ অসৎ কর্ম্মের প্রবৃত্তি রূপ আসুরিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে দেবতাদিগের পরাজয় হইল, পরে তাঁহারা যজ্ঞ বিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাৎ যথা শাস্ত্র কার্য্য করিয়া অবশেষে জয়ি হইলেন॥। এই বৈদিক আখ্যায়িকার দৃষ্টান্তে তাহার অবিকল অনুরূপে পুরাণে দেবাসুরের সংগ্রাম কল্পিত হইয়াছে। অশাস্ত্রীয় বুদ্ধির দ্বারা অবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, অতএব উক্ত হইয়াছে যে অসুরেরা দেবতাদিগকে পরাস্ত করিলেক, পরে শাস্ত্রীয় বুদ্ধির প্রবলতা হইলে অসৎ প্রবৃত্তির দমন হয়, অতএব কল্পিত হইয়াছে যে অবশেষে দেবতারা জয়ি হইলেন। দয়া সত্য ন্যায় প্রবৃত্তি প্রভৃতির তেজোযুক্ত সদ্বুদ্ধির দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, অতএব সকল দেবতার শরীর নির্গত তেজঃপুঞ্জে আবির্ভূতা ভগবতী দ্বারা অসুরদিগের পরাজয় উক্ত হইয়াছে।

¶ মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাকালীর ললাটে চন্দ্র চিহ্নের এই কারণ লিখিয়াছেন যে “নিত্যায়াঃ কালরূপায়াঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ। অমৃতত্বাল্ললাটেস্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতং॥” “নিত্যা কালরূপা, শিবাত্মিকা, অবিনাশিনী কালিকার অমৃতত্বের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার ললাটে শশিচিহ্ন নিরূপিত হইয়াছে।”

॥ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে এই আখ্যায়িকা উক্ত হইয়াছে।

নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যাং সমগচ্ছত।
অতীব তেজসঃকূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতং॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং।

সেই মহাতেজ নির্গত হইয়া একত্র হইল এবং পর্ব্বত তুল্য হইয়া জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। সকল দেবতার শরীর নির্গত যে সেই অতুল্য তেজ তাহা হইতে এক স্ত্রী মূর্ত্তি উদ্ভব হইয়া ত্রিলোক প্রদীপ্ত করিলেক।

“সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী” “লক্ষ্মী সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী এবং সকল সম্পৎ স্বরূপিণী” এপ্রযুক্ত ঐশ্বর্য্যের গুণানুসারে তাঁহার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। স্বরূপিণী, মনোহর গৌরবর্ণা, নানালঙ্কারভূষিতা এই প্রকার তাঁহার পরম সুশোভিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তির যশঃ সৌরভ সর্ব্বত্র আমোদিত করে, এই হেতু পদ্মালয়া, পদ্মহস্তা, পদ্মাসনোপরি উপবিষ্টা বলিয়া তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সম্পদ্‌কালে চতুর্দ্দিক্‌স্থিত প্রতাপান্বিত লোক সকল বশীভূত হয়, এবং মহৎ ব্যক্তির নিকট হইতেও সমাদর প্রাপ্ত হয়, এই হেতু অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যের সঙ্কেত স্বরূপ কল্পনা হইয়াছে যে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহোচ্চ হস্তি চতুষ্টয় তাঁহাকে জলাভিষেক করিতেছে। “মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্তগ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাষিচ্যমানাং সদা।” “লক্ষ্মী মাণিক্য তুল্য প্রভা বিশিষ্ট হইয়াছেন, এবং হিম তুল্য অতি উচ্চ শ্বেত হস্তি চতুষ্টয়ের শুণ্ডোত্থিত রত্ন কুম্ভস্থ জল দ্বারা অবিরত অভিষিক্তা হইতেছেন, এই প্রকার লক্ষ্মীকে বন্দনা করি।” ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরম সুখে প্রজা পালন হয় এইহেতু তিনি পালন কর্ত্তা বিষ্ণুর প্রিয় ভার্য্যা রূপে কথিত হইয়াছেন।

বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলস্থাঞ্চ জগচ্ছোভাপ্রকাশিনীং॥
স্কন্দপুরাণং।

বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা এবং জগৎ শোভা প্রকাশিনী এইরূপে ধ্যান করিবেক।

ঐশ্বর্য্য দ্বারা সংসারে অভয় প্রাপ্ত হয় এবং নানা প্রার্থনা পূর্ণ হয়, এই হেতু লিখিয়াছেন যে “বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং” “কিরীটের শোভাতে উজ্জ্বলা, এবং হস্তেতে অভয়, বর ও কমলদ্বয় ধারিণী যে লক্ষ্মী তাঁহাকে বন্দনা করি।” ধান্যাদি শস্যই প্রধান সম্পত্তি এবং প্রজার প্রধান অন্ন, এনিমিত্তে লক্ষ্মী বলিতেছেন যে

ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলারজতোপমাঃ।
অন্নঞ্চৈবাতুষংযত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং॥
স্কন্দপুরাণং।

হে কৃষ্ণ! সুবর্ণের ন্যায় ধান্য, রজত তুল্য তণ্ডুল, এবং তুষ শূন্য অন্ন যে স্থানে থাকে সেই স্থানে আমি স্থিতি করি।

বিশেষতঃ লক্ষ্মী সম্পত্তি স্বরূপা, এজন্য ধান্য রূপেই তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে বিধান করিয়াছেন যথা

আঢ়কং ধান্যসম্পূর্ণং নানাভরণভূষিতং।
সুগন্ধিশুক্লপুষ্পেণ শুক্লপক্ষে প্রপূজয়েৎ॥
স্কন্দপুরাণং।

নানাভরণ ভূষিত ধান্য সম্পূর্ণ আঢ়ক স্বরূপ লক্ষ্মীকে শুক্লপক্ষে সুগন্ধি শুক্ল পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেক।

ভাদ্র মাসে আশুধান্য পক্ব হয়, কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকেয় ধান্য পক্ব হয়, পৌষ মাসে শালি ধান্য পক্ব হয়, এবং ধান্যাদি যব গোধূম পর্য্যন্ত সম্বৎসরের সমুদয় শস্য চৈত্রমাসে শেষ হয়, এই হেতু ভাদ্র, কার্ত্তিক, পৌষ, এবং চৈত্র মাসে লক্ষ্মীর পূজা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পূজয়েয়ুঃ স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ং॥
স্কন্দপুরাণং।

পৌষ, চৈত্র, এবং ভাদ্র মাসে স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীর অর্চ্চনা করিবেক।

অমাবস্যা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দ্দশী।
পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীর্বিজ্ঞেয়া সুখরাত্রিকা॥
স্মার্ত্তধৃতবচনং।

সূর্য্যের তুলারাশি ভোগ কালে যে দিবস রাত্রিতে অমাবস্যা এবং দিবা ভাগে চতুর্দ্দশী সেই রাত্রিতে লক্ষ্মীর পূজা করিবেক, সেই রাত্রির নাম সুখ রাত্রি জানিবে॥

“সর্ব্বজীবনোপায়রূপিণী §” বলিয়া লক্ষ্মীকে উক্ত করিয়াছেন, এবং প্রধান জীবনোপায় যে ধন তাহার অধিপতি স্বরূপে কুবেরকে ব্যক্ত করিয়াছেন, ও পুরাণ বিশেষে প্রজা পালনের কারণ রূপে উক্ত যে সত্ত্ব গুণ তাহার এবং বস্ত্র ও মণি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া বৃহস্পতিকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; এপ্রযুক্ত লক্ষ্মী পূজান্তে কুবের ও বৃহস্পতির অর্চ্চনা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

§ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডং।

ধিষণঞ্চ কুবেরঞ্চ পূজয়েত্তদনন্তরং।
স্কন্দপুরাণং।

লক্ষ্মী নারায়ণের পূজানন্তর বৃহস্পতি ও কুবেরের অর্চ্চনা করিবেক।

সরস্বতীকে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী ও বিদ্যা স্বরূপা বলিয়া তাঁহার তদনুরূপ মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। বিদ্যা দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হয় এই হেতু তিনি শুভ্রকান্তি, যুক্তিসামর্থ্য ও বাক্‌পটুতা হয় এই হেতু তিনি বাগ্‌দেবতা, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের ভদ্রাভদ্র দৃষ্ট হয় এই হেতু ত্রিনয়না বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। "বিষদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।" "শুভ্রকান্তি, ত্রিনয়না, এবং বাগ্‌দেবতা যে সরস্বতী তাঁহাকে আশ্রয় করি।" বিদ্যার চিহ্ন স্বরূপ পুস্তক ও লেখনী দ্বারা শোভিতা বলিয়া তাঁহাকে ব্যক্ত করিয়াছেন। "নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ।" "স্বীয় হস্তস্থিতলেখনী ও পুস্তক দ্বারা ভূষিত হইয়াছেন।" তিনি জ্ঞান ও সঙ্গীত বিদ্যা উভয়েরই অধিষ্ঠাত্রী হয়েন এ নিমিত্তে উভয় বিদ্যার অঙ্গ স্বরূপ পুস্তক ও ব্যাখ্যা এবং মুদ্রা ও বীণা ধারিণী করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যামুদ্রাকরা শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডং।

শান্ত স্বভাবা যে সরস্বতী তিনি ব্যাখ্যা, মুদ্রা, বীণা, ও পুস্তক ধারণ করেন।

অক্ষর যোজিত শব্দ দ্বারা পদার্থের জ্ঞান হয় এই হেতু তাঁহার বিশেষ বিশেষ অঙ্গকে অক্ষর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়াছেন। "পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং" "সরস্বতি হস্ত, পদ, মুখ, মধ্য এবং বক্ষঃস্থল পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে এইরূপ ধ্যান করিবেক।" বিদ্যা দ্বারা সদসৎ বিবেচনা জন্য জ্ঞান রূপ স্নিগ্ধ আলোক প্রাপ্ত হয় এই হেতু উক্ত হইয়াছে যে "ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলাং" "চন্দ্রকলা দ্বারা তাঁহার মস্তক দীপ্তি পাইতেছে এই প্রকার ধ্যান করিবেক।" তৎ সাধক বিদ্যার্থি সকল জ্ঞানামৃত পান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন এই হেতু ব্যক্ত হইয়াছে যে "সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ" "তিনি হস্ত কমলে বিদ্যা এবং সুধাপূর্ণ কলস ধারণ করিতেছেন।" বিদ্যা দ্বারা যশঃ সৌরভ বিস্তারিত হয় এই হেতু তিনি "সন্নিসন্নাসিতাব্জে" "শ্বেত পদ্মোপরি উপবিষ্টা" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ যে যে স্থানে সরস্বতীর বর্ণনা আছে, তৎ সমুদয় শব্দ হইতে কেবল বিদ্যা এবং বিদ্যার অঙ্গই প্রতিপন্ন হয়।

সুবুদ্ধিকবিতামেধাপ্রতিভাস্মৃতিদা সতাং।
নানাপ্রকারসিদ্ধান্তভেদার্থকল্পনাপ্রদা॥
ব্যাখ্যাবোধস্বরূপা চ সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী।
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডং।

তিনি সাধুদিগকে সুবুদ্ধি, কবিতা, মেধা, প্রতিভা এবং স্মৃতি দান করেন, এবং নানা প্রকার সিদ্ধান্ত ও ভেদার্থ কল্পনা শক্তি প্রদান করেন। তিনি ব্যাখ্যা বোধ স্বরূপা ও সকল সন্দেহ ভঞ্জিনী হয়েন, এবং বিচার কারিণী ও গ্রন্থ কারিণী শক্তি স্বরূপা হয়েন।

এবম্প্রকারে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কার্য্য বিশেষের অধিষ্ঠাতা রূপে তাঁহার অদ্বিতীয় শক্তির অংশ সকল কল্পনা করিয়াছেন, এবং সেই কার্য্যের গুণানুসারে তাহারদিগের মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন।

এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

এই প্রকার গুণের অনুসারে নানা বিধ রূপ নির্ব্বোধ ভক্তদিগের হিতের নিমিত্তে কল্পিত হইয়াছে।

যদিও শক্তি বিশেষের অবয়ব কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিমূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবার আদেশ তন্ত্রশাস্ত্রেণ করিয়াছেন, কিন্তু সে সমুদয়কে বালকের ক্রীড়া বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন, এবং তাহার সমুদয় অনুষ্ঠানকারিদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

বালক্রীড়িতবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ সমুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতা মুর্ত্তির্নৃণাঞ্চেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥
মৃৎশিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যান্তি তে॥
আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চ নিষ্কৃতিং তে ব্রজন্তি কিং॥
বায়ুপর্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

ণ প্রতিমা গঠন পূর্ব্বক পূজা করিবার বিধি তন্ত্র হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে, বেদ শাস্ত্রে কুত্রাপি তাহার [illegible] নাই।

ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তির যে রূপ নামাদি কল্পনা সে সমুদয় বালকের ক্রীড়া তুল্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ব্রহ্মোপাসক হয়েন, তিনিই মুক্ত হয়েন তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনেতে কল্পিত যে মূর্ত্তি তাহার দ্বারা যদি মোক্ষ সাধন হয়, তবে স্বপ্নেতে রাজ্য লাভ করিয়া লোক রাজা হইতে পারে। মৃত্তিকা, প্রস্তর, স্বর্ণ রজত পিত্তলাদি ধাতু, এবং কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে যাহারা ঈশ্বর বোধ করে তাহারা কেবল ক্লেশ পায়, জ্ঞানাভাবে মোক্ষ প্রাপ্তি তাহারদিগের হয় না। আহার কষ্টে ক্লিষ্ট হইলে বা যথেষ্ট আহার দ্বারা উদর বিস্তার করিলে ব্রহ্মজ্ঞান হীন ব্যক্তির নিষ্কৃতি নাই। বায়ু, পত্র, কণা, জল আহারে ব্রতি হইলেই যদি মোক্ষ পায়, তবে পশু, পক্ষি, সর্প, জলচর ইহারাও সকলে মুক্ত।

অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবোহৃদি দেবোমনীষিণাং।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সর্ব্বতোহরিঃ॥

অগ্নিপুরাণং।

কর্ম্মিরা অগ্নিতে, মনীষিরা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি সকল প্রতিমাতে, এবং জ্ঞানিরা সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে প্রতীতি করেন।

শাস্ত্রে যদিও কল্পিত মূর্ত্তির উপাসনাকে স্পষ্ট রূপে নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু প্রগাঢ় অজ্ঞান বশতঃ কালবশে তাহাই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া আসিল। প্রথমতঃ মেধস শিষ্য সুরথ রাজা দুর্গা শক্তির মৃন্ময়ী মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করেন, তদবধি দুর্গা পূজার প্রচার হইয়াছে।

পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী *।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণং।

প্রথমে সুরথ রাজা দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা করেন।

এই প্রকার প্রচারিত দুর্গা পূজা আব্রাহ্মণ চাণ্ডাল সকলে অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। কেহ সাত্বিক নিয়মে জপ, যজ্ঞ, ও নিরামিষ ভোগাদি দান দ্বারা, কেহ রাজসিক নিয়মে জপ, যজ্ঞ, বলিদান, সামিষ নৈবেদ্যাদি প্রদান দ্বারা, কেহ তামসিক রূপে জপ যজ্ঞ মন্ত্র বিনা বলিদান, সামিষ নৈবেদ্য এবং মদ্য মাংসাদি উপহার দ্বারা ভগবতীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

সাত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা।
দেবীসূক্তজপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিষু তর্পণং॥
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্ব্বিনা তু যা॥
বিনামন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্ব্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ॥
এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ †।

মুণ্ডমালাতন্ত্রং।

জপ যজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা তাহার নাম সাত্বিকী; পুরাণাদিতে উক্ত যে ভগবতীর মাহাত্ম্য তাহার পাঠ ও দেবী সূক্ত জপ এই উভয়কে জপ শব্দে কহা যায়, এবং হোম করণকে যজ্ঞ কহা যায়। বলিদান ও সামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা তাহার নাম রাজসিকী পূজা। জপ যজ্ঞ মন্ত্র ব্যতীত মদ্য মাংসাদি উপহার দ্বারা কিরাতাদির সম্মত যে পূজা তাহার নাম তামসিকী পূজা। এই প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও অন্য অন্য সেবক, দস্যু ও ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সকলে দুর্গার পূজা করেন।

কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি অন্য অন্য প্রতিমা পূজার আরম্ভ এদেশে অতি অল্প দিন হইয়াছে। নবদ্বীপ নিবাসী আগমবাগীশ শ্যামামূর্ত্তি প্রকাশ করেন, এবং কৃষ্ণচন্দ্র রাজা জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচার করেন, তদ্ব্যতীত ত্রিপুরাসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী, কৃষ্ণমাতা প্রভৃতি বিচিত্র মূর্ত্তি যাহা এইক্ষণে দৃষ্টিগোচর হয় সে সমুদয় বারোয়ারি পূজোপলক্ষে তদধ্যক্ষদিগের যথেচ্ছাক্রমে পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে প্রচার হইয়াছে, এবং অদ্যাপি নূতন নূতন মূর্ত্তি প্রকাশ হইতেছে। বিশেষতঃ যে পরিমাণে প্রতিমা পূজার সহিত আমোদের সংশ্রব বৃদ্ধি হইল, তৎ পরিমাণে ইহার প্রচার বাহুল্য হইয়া আসিল। এই আমোদ জন্য প্রতি বৎসর বেশ্যার গৃহে কত সহস্র সহস্র প্রতিমা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

স্থাপিত মূর্ত্তিও [illegible]সকল এইক্ষণে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়, তাহাও অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এইক্ষণকার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ স্থাপিত মূর্ত্তি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল না।

---

* সুরথ রাজা যে দুর্গার মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ইহার প্রমাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাপ্ত হয় যথা “ তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীং। অর্হণাং চক্রতুস্তস্যাঃপুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥” “ সুরথ এবং সমাধি নদী তটে দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, হোম দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।”

† শাস্ত্রে যদ্রূপ অন্ত্যজদিগের প্রতি পূজার বিধান দেখিতেছি, তদ্রূপ ভারতবর্ষের মধ্যে অতি অন্ত্যজ অসভ্য জাতিতেও দুর্গাদি পূজা দেখা যায়। দক্ষিণে গোঁড় নামক এক জাতি কালী পূজা করে, এবং তাহারদিগের প্রতিবাসী ভীল নামক অন্য একজাতি কালী ও দুর্গা পূজা করে, বিশেষতঃ দশহরা দিবসে দুর্গাকে অনেক বলিদানাদির সহিত সমারোহ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে।

ইহা এইক্ষণকার ব্যবহার আলোচনা করিলেই অনায়াসে প্রতীত হয় ; ধনিদিগের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তি লাভ জন্য স্থানে স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিশেষ বিশেষ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে অনেক দেবল ব্রাহ্মণ উপজীবিকার অন্য উপায় পরিত্যাগ করিয়া স্থানে স্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সেবা উপলক্ষে লোকের নিকট হইতে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এইরূপে সংস্থাপিত প্রতিমার সংখ্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু দুর্গা, কি কালী, কি জগদ্ধাত্রী কোন দেব মূর্ত্তির প্রতিমা গঠন করিয়া সমারোহ পূর্ব্বক তাহার অর্চ্চনা করিবার রীতি ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশের ন্যায় অন্য কোন প্রদেশে দৃষ্ট হয় না। কাশী, মথুরা, আগ্রা, দিল্লী, মিরট প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজার কালে এবং আশ্বিন মাসে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময়ে নবরাত্রি ব্রত অনুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত আছে। তত্রস্থ লোকেরা প্রতিপৎ দিবসে ঘট স্থাপন পূর্ব্বক নবমী তিথি পর্য্যন্ত তাহাতে ভগবতীর অর্চ্চনা করেন। কেহ উপবাস করেন, কেহ বা একাহার থাকেন, যাঁহারা এক আহার করেন তাঁহারা শস্যাদি অন্য অন্য আহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ফল আহার ও দুগ্ধ পান করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও এই প্রকার বিধান আছে যথা

——————নবরাত্রোপবাসতঃ।
একভক্তেন নক্তেন [illegible]বায়াচিতেন চ॥
পূজনীয়া জনৈর্দেবী স্থানে স্থানে পুরে পুরে।
ভবিষ্যপুরাণং।

নবরাত্রি উপবাসী থাকিয়া বা দিবা কিম্বা রাত্রিতে একাহারী হইয়া অথবা অযাচিত প্রাপ্ত দ্রব্য ভোজন করিয়া স্থানে স্থানে পুরে পুরে দেবীর অর্চ্চনা করিবেন।

কুমারী পূজা এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ। সামর্থ্য হইলে প্রতি দিবস, নতুবা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, নচেৎ কেবল নবমী দিবসে কুমারী অর্চ্চনা করিয়া তাহাকে ভোজন করান্, ও বস্ত্রাদি অন্য অন্য বিবিধ দ্রব্য প্রদান করেন। এই কুমারীকে তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে সাক্ষাৎ নব দুর্গারূপে বিশ্বাস করেন।

মন্ত্রাক্ষরময়ীং লক্ষ্মীং মাতৃণাং রূপধারিণীং।
নবদুর্গাত্মিকাং সাক্ষাৎ কন্যামাবাহয়াম্যহং॥
স্কন্দপুরাণং।

মন্ত্রাক্ষরময়ী লক্ষ্মী, মাতৃকা রূপিণী, সাক্ষাৎ নবদুর্গা স্বরূপা কন্যাকে আমি আবাহন করি।

এপ্রদেশের ন্যায় প্রতিমা পূজার প্রথা সেখানে প্রচলিত নাই ; এতাদৃশ বলিদানও হয় না। যদি কেহ বলিদান করেন সে কেবল ছাগ উৎসর্গ করিয়া তাহার কর্ণাগ্র ভাগ ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করেন— তাহার প্রাণ নষ্ট করেন না।

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা

২৯ শ্রাবণ ১৭৬৮

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥
শ্রুতিঃ।

এই বৃহৎ ও বিচিত্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিলে ইহা দেদীপ্যমান প্রতীত হইবেক, যে ঈশ্বরের দয়ার আর শেষ নাই — ক্ষমার আর পার নাই। দেখ এক শরীর বিষয়ে অহোরাত্র আমরা কত নিয়ম ভঙ্গ,—কত অত্যাচার করিতেছি, যাহা আমারদিগের নিকটে অত্যাচারই বোধ হয় না, অথচ আমরা কত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। যিনি এই শরীর বিষয়ক নিয়ম ভঙ্গ না করেন— যিনি আহার, বিহার, ব্যায়াম, নিদ্রা প্রভৃতি তাবৎ শারীরিক কার্য্য উপযুক্তমত সম্পন্ন করেন, তিনি অতি অপূর্ব্ব সুখাস্বাদন করেন। শরীরের স্বচ্ছন্দতা থাকিলে সুখ আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। রাজা যদ্যপি হীরক রচিত সিংহাসনোপবিষ্ট হয়েন, আর সুগন্ধ পুষ্প বিস্তৃত কোমল শয্যোপরি শয়ন করেন, তথাপি চিররোগী হইলে তাঁহার তদ্দ্বারা সুখের সম্ভাবনা কি? যে সুস্থকায় কৃষক সমস্ত দিবস পরিশ্রম

পূর্ব্বক কেবল শাকান্ন আহার করত পর্ণ কুটীরে কাল যাপন করে, তাহার সুখের নিকটে সে রাজার সুখ কোথায় থাকে? হা! জগদীশ্বরের করুণার কি সীমা আছে? তাঁহার নিয়মানুযায়ি প্রত্যেক কর্ম্মে তিনি বিচিত্র সুখ সংযোগ করিয়াছেন; দিবারম্ভে মুখ প্রক্ষালন, স্নান, ব্যায়াম প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কর্ম্ম যথা নিয়মে সম্পন্ন করিলে প্রফুল্লতার হিল্লোলে শরীর কিরূপ আর্দ্র হয়! কোন নীতি কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে চিত্তে কি হর্ষের উদ্ভব হয়! প্রভুর বদনে সন্তুষ্টির চিহ্ন স্বরূপ ঈষৎ হাস্য অবলোকন করিলে ভৃত্যের মনে কি আহ্লাদ উপস্থিত হয়! মনোযোগী ছাত্র স্বীয় আচার্য্যের হস্ত নিজ মস্তকোপরি স্থিত দেখিলে আপনার পরিশ্রমকে কিরূপ সার্থক বোধ করে! বিদ্যাভ্যাস ও জ্ঞানানুশীলনে যে ব্যক্তি নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার তন্নিষ্পন্ন সুখের পরিবর্ত্তে জগৎ সংসারের ঐশ্বর্য্য লইতে প্রবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠ পরোপকারী পুণ্যাত্মা ব্যক্তি আনন্দ মারুত মধ্যে চিরজীবন যাপন করেন। গঙ্গা যেমন চিরকাল গোমুখী হইতে নির্গতা হইতেছে, তাঁহার মন হইতে তদ্রূপ নির্ম্মল সুখ ক্রমাগত উৎপন্ন হইতে থাকে। ইতর ব্যক্তির হৃদয়ে তাহার অনুরূপ সুখ কি কখন উদয় হইতে পারে? স্নেহ শূন্য মিথ্যা প্রমোদদায়িনী গণিকাসক্ত পুরুষের রসোল্লাস হইতে এ সুখ যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা অনুধাবন করা অনেকের সুকঠিন। পরমেশ্বর কেবল এই সকল আবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত সুখ সংযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি অনায়াস লভ্য বিবিধ সুখের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে মনোহর করিয়াছেন। কোন স্থানে বিচিত্র পুষ্পোদ্যানের সুসৌরভ ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে। কোন স্থানে বিহঙ্গ কূজিত সুশব্দ কর্ণ কুহরে অনবরত সুধা বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে নবীন দূর্ব্বাময় ক্ষেত্র রমণীয় শ্যামবর্ণ দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়কে স্নিগ্ধ করিয়া তৃপ্ত করিতেছে। কুত্রাপি বা নির্ম্মল সরোবর স্থিত অরবিন্দ রূপ লাবণ্য দ্বারা চিত্ত হরণ করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীময় এই সকল বিস্তীর্ণ সুখের দ্বারাও পরমেশ্বরের কৃপা তাদৃশ ব্যক্ত হয় না যাদৃশ আমারদিগের দুঃখাবস্থাতে তাহার উপলব্ধি হয়। যখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদের দ্বারা আবৃত হই—যখন সকলে আমারদিগকে পরিত্যাগ করে, তখন তিনি পরিত্যাগ করেন না, তিনি তৎকালে আমারদিগের মনে তিতিক্ষাকে প্রেরণ করেন, যাহার সাহায্যে আমরা সমুদয় দুঃখকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। হা! আমরা এই স্থানে—এই পৃথিবীতে কি করিতেছি! আমারদিগের এমত পাতা, এমত সুহৃৎ, এমত বন্ধুকে ভুলিয়া রহিয়াছি। আমরা আমারদিগকে স্বয়ম্ভূ—এই দেহকে নিত্য জ্ঞান করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছি! এমত করুণাকরকে একবার ভ্রমেও স্মরণ করি না! এই পৃথিবীতে কাহারও কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে তাহার প্রতি কত কৃতজ্ঞ হইতে হয়, কিন্তু যাঁহার করুণাস্রোতে আমরা অহর্নিশি সন্তরণ করিতেছি,—যাঁহা হইতে আমরা জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, যাঁহাতে আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি, যাঁহার দ্বারা আমরা তাবৎ সুখ সম্পত্তি লাভ করিতেছি, তাঁহাকে স্মরণ না করা কি বুদ্ধিমান্ জীবের উচিত? এই মনুষ্য লোকে সাধারণ অপেক্ষা জ্ঞান যাঁহার কিঞ্চিৎ অধিক থাকে, তাঁহার প্রতি আমরা কত অনুরাগ প্রকাশ করি; কিন্তু যিনি জ্ঞান স্বরূপ, যাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, তাঁহাতে অনুরাগ করা কি এক কালেই উচিত নহে? কোন সুন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে কত প্রেমের উদয় হয়; কিন্তু যিনি সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য রূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহার প্রতি যাহার প্রেম না হয়, সে কি মনুষ্য? বন্ধু যিনি নেত্রাঞ্জনের ন্যায় প্রিয় হয়েন, তাঁহার সহিতও বিচ্ছেদ হইবেক। স্ত্রী কিম্বা পুত্র বা অমাত্য কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায়। রমণীয়া বারাঙ্গণা যাহার মোহে পুরুষ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, এবং যাহার উদ্দেশে যশ, বীর্য্য, প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম তাবৎকে নষ্ট করে, সে এই জীবিত এই মৃত। যে প্রিয় বস্তু—যে বন্ধুর সহিত আমারদিগের নিত্য সম্বন্ধ, যিনি "সএবাদ্য সউশ্বঃ" অদ্য যেমন কল্য

তেমন, তাঁহার সহিত প্রীতি হইলে আর বিচ্ছেদের শঙ্কা নাই। যিনি পরমাত্মার সহিত প্রীতি করেন, তিনি আর অন্য কোন বস্তুতে সুতৃপ্ত হয়েন না। তিনি অন্য সকল কথা ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার প্রিয়তমের মুখ দর্শনে আনন্দিত থাকেন। যিনি আত্মার সহিত ক্রীড়া করেন, তিনি কি কোন অলীক লৌকিক ক্রীড়াতে আসক্ত থাকিতে পারেন? যিনি আত্মার সহিত রতি করেন, তিনি কি কোন ঐহিক বিষযুক্ত রতিতে প্রমত্ত হইতে পারেন? তিনি এতদ্রূপ অলীক ক্রীড়া ও বিষযুক্ত রতিতে কেন মগ্ন হইবেন? তাঁহার কি সুখের অভাব আছে? তিনি সর্ব্ব স্থান হইতে—সর্ব্ব বস্তু হইতে সুখ নিষ্পীড়ন করেন। তাঁহার নিকটে এই পৃথিবীই ব্রহ্মলোক হয় "এষব্রহ্মলোকঃ"। তিনি এই স্থানেই ব্রহ্মকে ভোগ করেন, "অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"। ব্রহ্ম যে ব্যক্তির প্রিয় হয়েন, তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ভয়ানক হয় না, বরঞ্চ তিনি মৃত্যুর সহিত লীলা করেন। যদি কদাচিৎ কোন ঘোরান্ধ রজনীতে তিনি নৌকারূঢ় থাকেন, যখন প্রবল পবনোত্থিত তরঙ্গ ভয়ানক শৃঙ্গযুক্ত হইয়া উঠে, এবং আকাশে মেঘ সকল বিদ্যুৎকে বিদ্যোতন করত ভীষণ শব্দ করে, তখনও "আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন" আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া তিনি কোন মতে ভয় প্রাপ্ত হয়েন না। যিনি পরমেশ্বরের সহিত এই রূপ ক্রীড়া করেন, এই রূপ রতি করেন, এবং ক্রিয়াবান্ হয়েন,—সকল পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরোপকার প্রভৃতি সৎকার্য্য বিশিষ্ট হয়েন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—তিনিই কালে মুক্তি লাভ করেন।

সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥

কঠোপনিষৎ

পঞ্চমী বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥ এতদ্বৈ তৎ॥১॥

'পুরং' দ্বারদ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেকপুরোপকরণদর্শনাচ্ছরীরং। তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরং 'একাদশদ্বারং' একাদশ দ্বারাণ্যস্য সপ্ত শীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহ অর্ব্বাঞ্চি ত্রীণি শিরস্যেকং তৈঃ একাদশদ্বারং পুরং। কস্য 'অজস্য' জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতস্যাত্মনোরাজস্থানীয়স্য পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্য 'অবক্রচেতসঃ' অবক্রমকুটিলং নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপঞ্চেতোবিজ্ঞানমস্য ইত্যবক্রচেতাস্তস্য ব্রহ্মণঃ। যস্যেদং পুরং তং পরমেশ্বরং 'অনুষ্ঠায়' ধ্যাত্বা সম্যগ্বিজ্ঞানপূর্ব্বকং 'ন শোচতি' তদ্বিজ্ঞানাদভয়প্রাপ্তেঃ। অবিদ্যাকৃতকামকর্ম্মবন্ধনৈর্ব্বিমুক্তোভবতি 'বিমুক্তঃ চ' সন্ 'বিমুচ্যতে' পুনঃ শরীরং ন গৃহ্নাতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ১ ॥

জন্ম রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এই শরীর হইয়াছে; ইহাঁকে যিনি ধ্যান করেন, তিনি শোক করেন না, এবং অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম॥ ১॥

হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা-গোজাঋতজাঅদ্রিজাঋতম্বৃহৎ॥ ২ ॥

সতু নৈকশরীরপুরবর্ত্ত্যেবাত্মা কিন্তর্হি ইত্যুচ্যতে। 'হংসঃ' হন্তি গচ্ছতীতি। 'শুচিষৎ' শুচৌ দিবি সীদতি গচ্ছতীতি। 'বসুঃ' বাসয়তি সর্ব্বানিতি। 'অন্তরিক্ষসৎ' বায়্বাত্মনা অন্তরীক্ষে সীদতীতি। 'হোতা' অগ্নিঃ অগ্নির্বৈ হোতা ইতি শ্রুতেঃ। 'বেদিষৎ' বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি। 'অতিথিঃ' সোমঃ। দ্রোণে যজ্ঞকলসে সীদতীতি. 'দুরোণসৎ'। 'নৃষৎ' নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি। 'বরসৎ' বরেষু দেবেষু সীদতীতি। 'ঋতসৎ' ঋতং সত্যং তস্মিন্ সীদতীতি। 'ব্যোমসৎ' ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি। 'অব্জাঃ' অপ্সু জায়তইতি। 'গোজাঃ' গবি পৃথিব্যাং জায়তইতি। ঋতে সত্যে জায়তইতি 'ঋতজাঃ' প্রণবঃ। 'অদ্রিজাঃ' পর্ব্বতেভ্যোজায়তইতি। সর্ব্বাত্মাপি সন্ 'ঋতং' অবিতথস্বভাবএব 'বৃহৎ' মহান্ সর্ব্বকারণত্বাৎ॥ ২ ॥

এই আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন; তিনি স্বর্গেতে গমন করেন, তিনি সকল বস্তুকে আপনাতে বাস করান, তিনি বায়ুতে গমন করেন, তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি পৃথিবীতে গমন করেন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি যজ্ঞ কলসে গমন করেন, তিনি মনুষ্যেতে গমন করেন, তিনি দেবতাতে গমন করেন, তিনি সত্যেতে গমন করেন, তিনি আকাশে গমন করেন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি প্রণব হয়েন, তিনি

অদ্রিজ হয়েন, তিনি বিকার বিহীন এবং বৃহৎ হয়েন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য

আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন, অর্থাৎ সর্ব্ব-ব্যাপী হয়েন। এই শ্রুতি সামান্যতঃ পর-মাত্মাকে সর্ব্ব জগৎব্যাপি বলিয়া সেই জগ-দন্তর্গত প্রতি বস্তুতে যে বিশেষ রূপে ব্যাপ্ত আছেন তাহাও পরে বলিয়াছেন। স্বর্গেতে, পৃথিবীতে, বায়ুতে, আকাশে, দেবতাতে, মনুষ্যেতে, যজ্ঞেতে, সত্যেতে তিনি সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি অদ্রিজ হয়েন, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি জানাইতেছেন যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা কেবল সকলের বা-হিরে ব্যাপ্ত নহেন, অন্তরাত্মা রূপে সকলের অন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। যদি কোন অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির এই ভ্রম হয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপকে বিকৃত করিয়া অগ্নি, জলজ, ভূমিজ প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ রূপে স্থিতি করি-তেছেন, এনিমিত্তে শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলি-তেছেন যে তিনি বিকারবিহীন এবং বৃহৎ হয়েন। বিকার বিহীন এবং বৃহৎ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তিনি পরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু বা কোন অল্পজ্ঞ বস্তু রূপে পরিণত হইতে পারেন না, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তাবৎ বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরাত্মা রূপে স্থিতি করেন। যে তাৎপর্য্যে বেদেতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পরি-চ্ছিন্ন বস্তুর স্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন, সে তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অন্ত-রাত্মা রূপে অতি নিকট করিয়া জানা যাইতে পারে। ইক্ষুদণ্ডের মধ্যে শর্করা আছে ইহা জানাইবার জন্য কেহ যদি সেই ইক্ষু দণ্ডকেই শর্করা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তবে মূল পত্রাদি সহিত সমুদয় ইক্ষু দণ্ডই যথার্থতঃ শর্করা বলিবার যে তাহার তাৎপর্য্য ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করেন না, কিন্তু সেই ইক্ষু দণ্ড ভিন্ন তাহার সার অংশ শর্করা যে তাহাতে আছে ইহাই সেই বক্তার তাৎপর্য্য বলিয়া সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রহণ করেন। তদ্রূপ যখন অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পর-ব্রহ্মকে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তুরূপে বেদে বলেন তখন বেদের স্বরূপ অর্থগ্রাহি ব্রহ্মবাদিরা সেই পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া জানেন না, কিন্তু সেই অসাররূপরিচ্ছিন্ন বস্তু ভিন্ন সকলের সার পরব্রহ্মকে তাহার অন্তঃস্থিত করিয়া উপলব্ধি করেন। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম যাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া জানা-ইবার কোন উপায় নাই, তাঁহাকে পদার্থ বিশেষের স্বরূপ করিয়া বলিবার কেবল এই তাৎপর্য্য, যে সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ সমু-দয় পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে তাঁহাকে সা-ক্ষাৎ বোধ হইতে পারে। বদ্ধ যানারোহি ব্যক্তিকে জানাইবার জন্যে যদি সেই যানের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে সেই যান বাহকাদি সমুদয়কে কেহ সেই যানারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় করে না, কিন্তু সে এই বিশ্বাস করে যে সেই যানের মধ্যে সেই ব্যক্তি যাইতেছে; তদ্রূপ নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে এই জগৎবলিয়া নির্দ্দেশ করাতে তাহার এ অর্থ নহে যে অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এই পরিচ্ছিন্ন জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাহার স-ম্যক্ তাৎপর্য্য যে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত-র্ব্বাহ্যে অপরিচ্ছিন্ন রূপে স্থিতি করিতেছেন। এ নিমিত্তে "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি" ই-ত্যাদি বাক্যের দ্বারা বেদ যে যে স্থানে পর-মাত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহারও এ তাৎপর্য্য নহে যে "আমি" ও "তুমি" শব্দের প্রতিপাদ্য জ্ঞানগোচর যে জীব তিনিই স্বরূ-পতঃ জ্ঞানের অগোচর সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্ম যে সেই জীবের অন্তরাত্মা ইহাই সা-ক্ষাৎ প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

ঊর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানম্প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনম্বিশ্বে দেবাউপাসতে ॥ ৩ ॥

'ঊর্দ্ধং' হৃদয়াৎ 'প্রাণং' প্রাণবৃত্তিং বায়ুং 'উন্ন-য়তি' গময়তি 'অপানং' 'প্রত্যক্' অধঃ 'অস্যতি' ক্ষিপতি। 'মধ্যে' হৃদয়ে 'আসীনং' 'বামনং' সম্ভজনীয়ং সর্ব্বৈঃ 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়ো-

রূপাদিবিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তোবিশইব রাজানং 'উপাসতে' তাদর্থ্যেনানুপরতব্যাপারাস্তবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

যিনি প্রাণ বায়ুকে ঊর্দ্ধেতে চালনা করেন, এবং অপান বায়ুকে অধোতে ক্ষেপণ করেন, সেই হৃদয় স্থিত সম্ভজনীয় আত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয়কে জ্ঞান করত উপাসনা করে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

শ্রুতি এস্থলে জানাইতেছেন যে ঈশ্বরের নিয়মানুগত কর্ম্ম করিলেই তাঁহার উপাসনা হয় ॥ ৩ ॥

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে।
এতদ্বৈ তৎ ॥ ৪ ॥

'অস্য' 'শরীরস্থস্য' আত্মনঃ 'বিস্রংসমানস্য' ইত্যস্যার্থমাহ। 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য' 'দেহিনঃ' দেহবতঃ 'কিং অত্র পরিশিষ্যতে' অত্র দেহে ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৪॥

শরীর রহিত ও শরীরের নিয়ন্তা যে পরমাত্মা, তিনি শরীরকে ত্যাগ করিলে শরীরেতে কি শক্তি অবশিষ্ট থাকে ? তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য

পদার্থ মাত্র এখানে শরীর শব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে। তাবৎ পদার্থের তিনি অন্তরাত্মা, তিনি যে পদার্থের অন্তরে না থাকেন সে পদার্থই থাকে না, তবে সে পদার্থের কোন শক্তি কি প্রকারে থাকিতে পারে ? ॥ ৪ ॥

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ ॥ ৫ ॥

'ন প্রাণেন ন অপানেন' 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'জীবতি' 'কশ্চন' কোঽপি। 'ইতরেণ' প্রাণাদিবিলক্ষণেনাত্মনা 'তু' সর্ব্বে 'জীবন্তি' 'যস্মিন্' আত্মনি 'এতৌ' প্রাণাপানৌ 'উপাশ্রিতৌ' ॥ ৫ ॥

প্রাণ বায়ু এবং অপানবায়ু দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে এমত নহে, প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই সকলে বাঁচিয়া থাকে, যে পরমাত্মাতে প্রাণবায়ু এবং অপান বায়ু আশ্রিত হইয়া আছে ॥ ৫ ॥

হন্ত তইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ব্রহ্ম সনাতনং।
যথা চ মরণম্প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ ॥

'হন্ত' ইদানীং 'তে' তুভ্যং 'ইদং' 'গুহ্যং' গোপ্যং 'ব্রহ্ম' 'সনাতনং' চিরন্তনং 'প্রবক্ষ্যামি'। 'মরণং প্রাপ্য' 'যথা চ' 'আত্মা ভবতি' আত্মা জীবঃ সংসরতি তথা শৃণু হে 'গৌতম' ॥ ৬ ॥

হে গৌতম ! এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি, এবং মৃত্যুর পরে জীবাত্মার কি রূপ গতি হয় তাহাও কহিতেছি ॥ ৬ ॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং ॥ ৭ ॥

'যোনিং' যোনিদ্বারং 'অন্যে' কেচিৎ 'প্রপদ্যন্তে' 'শরীরত্বায়' শরীরগ্রহণার্থং 'দেহিনঃ' দেহবন্তঃ। 'স্থাণুং' স্থাবরভাবং অজ্ঞানাত্মকং 'অন্যে' অত্যন্তাধমাঃ মরণংপ্রাপ্য 'অনুসংযন্তি' অনুগচ্ছন্তি। যৎ যস্য কর্ম্ম তৎ 'যথা কর্ম্ম' যৈর্যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদ্বশেন ইত্যেতৎ যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং 'যথাশ্রুতং' তদনুরূপং শরীরম্প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥৭॥

আপনার কর্ম্মানুসারে ও জ্ঞানানুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কেহ কেহ যোনিকে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা স্থাণুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

সৎ কর্ম্ম ও পরব্রহ্মের জ্ঞানালোচনা যত উৎকৃষ্ট রূপে যাহার দ্বারা কৃত হয়, তত উৎকৃষ্ট লোকে সে যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর লোক প্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান লাভে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত যে ব্যক্তি কেবল সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্মের ফল ভোগ নিমিত্তে বিশেষ বিশেষ স্বর্গ লোকে গতি হইয়া কর্ম্ম ফল ভোগান্তে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়। যে সকল জ্ঞানান্ধ ব্যক্তি পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন না করে, এবং সর্ব্বদা কুকর্ম্মেতে লিপ্ত থাকে, তাহারা স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এ প্রকার শরীর ধারণ করে যাহাতে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না; কুকর্ম্মের ফল ভোগান্তে তাহারা পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ ধারণ করে ॥ ৭ ॥

যএষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনির্ম্মিমাণঃতদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি
কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥ ৮ ॥

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি তদাহ। 'যঃ এষঃ' 'পুরুষঃ' 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু 'জাগর্ত্তি' ন স্বপিতি। কথং 'কামং কামং' তন্তমভিপ্রেতং অর্থং 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্। 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' নান্যৎ 'তৎ এব' 'অমৃতং' অবিনাশি 'উচ্যতে'। কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ।

'তৎ উ' 'ন অত্যেতি কশ্চন' ন কশ্চিদপি অতিক্রামতি।
'তৎ' প্রকৃতৎ ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ৮ ॥

সকলে নিদ্রিত হইলেও যে পরমাত্মা স্বীয় সৃষ্ট জীবদিগের নিমিত্তে বিবিধ কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন, তিনিই নির্ম্মল, তিনি ব্রহ্ম, এবং তিনিই অবিনাশী বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেনা। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মসঙ্গীত

ললিত রাগিণী

মনে স্থির ভেবে আছ চির দিন সুখে যাবে। জীবন যৌবন ধন মান রবে সম ভাবে। এই আশা তরুতলে, বসে আছ কুতূহলে, বিষয় করিয়া কোলে, যেন না ত্যজিতে হবে। কিন্তু জেনো মনে সার, দিবা অন্তে অন্ধকার, সুখান্তে দুঃখের ভার, বহিতে হইবে। অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে ॥

তলবকারোপনিষৎ

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবোযুনক্তি॥ ১ ॥

1. *The pupil questions;* "Say, by whom regulated does transmitted mind fall *upon objects*, by whom regulated does first-formed life operate united *with the body*, by whom regulated do the vocal powers exert, and what Splendid Agent has made the eye and the ear apply themselves to action?"

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ২ ॥

2. *The preceptor answers;* "He is the ear of ear, the mind of mind, the speech of speech, the life of life, the eye of eye. Freed *from these organic powers*, the wise, after departing from this world, become immortal."

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নোমনোন বিদ্মোন বিজানীমোযথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

3. "Neither the eyes can reach Him; nor can speech, nor can mind. We know Him not, therefore, we know not how to teach Him to you, *since* He is apart from the cognizable, and superior to the incognizable. So have we heard from them of days gone-by who told it to us.

যদ্বাচা নভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

4. "Know thou that He who cannot be expressed by words, but by whom words *themselves* are made to express *ideas*, is God. He is not what they worship, saying "THIS* is He."

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ ॥

5. "Know thou that He who cannot be conceived by the mind but by whom the mind *itself* is said to be made to conceive, is God. He is not what they worship, saying 'THIS is He.'

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

6. "Know thou that He who cannot be seen by the eye, but by whom the eye *itself* is made to see, is God. He is not what they worship, saying 'THIS is He.'

যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭ ॥

7. "Know thou that He who cannot be heard by the ear but by whom the ear *itself* is made to hear, is God. He is not what they worship, saying THIS is He'.

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ ॥

8. "Know thou that He whom the olfactory organ cannot smell, but by whom the olfactory organ *itself* is made to smell, is God. He is not what they worship, saying 'THIS is He.'

যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং। যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং ॥ ৯ ॥

9. "If you think that you know Him well, then you know His nature little. Scanty is the knowledge you can have of Him from this earth and those heavenly bodies. God still remains determinable. *The pupil then says;* "I think I know Him now.

নাহং মন্যে সুবেদেতি নোন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ ১০ ॥

10. "For I do not think that I know *Him* fully. It is neither that I know *Him* not, nor is it that I know *Him*. He among us who knows *this* that 'IT IS NEITHER THAT I KNOW HIM NOT, NOR IS IT THAT I KNOW HIM,' knows God."

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং ॥ ১১ ॥

11. *The preceptor thus models up his pupil's answer* "To him who thinks *God to be* inconceivable, *is He* Conceivable, and he who thinks *Him* conceivable, knows *Him* not. To them who think to have known *Him*, *He* is not known, and to them who think to have known *Him* not, IS *He* known."

* "This," meaning as limited in space.

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতং ॥ ১২ ॥

12. *The preceptor goes on.* "He who knows God as the knower of every thought of every individual mind, obtains immortality. By self-effort is gained energy; *by energy* divine knowledge; and *by divine knowledge*, immortality.

ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি ॥ ১৩ ॥

13. "If you know *Him* in this world then it is right, but if you know *Him* not, then it is a great evil. Contemplating *Him* through object after object, wise men, departing from this world, become immortal.

ব্রহ্ম হ দেবেভ্যোবিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণোবিজয়ে দেবাঅমহীয়ন্ত তঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৪ ॥

14. "God *once* was victorious for the sake of the deities. At His victory, the deities boasted and observed that 'ours is the victory, and ours is the glory thereof.'

তদ্ধৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৫ ॥

15. "Perceiving this, God manifested Himself. They could not know what Adorable this was.

তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদএতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি ॥ ১৬ ॥

16. "They *then* said to Fire, 'Jatveda, know thou what Adorable this is.' He replied, 'Be it.'

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি অগ্নির্ব্বাঅহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদাবাঅহমস্মীতি ॥ ১৭ ॥

17. "*Then* went *he* swift to God and to him said *He*; 'who art thou?' He replied, 'I am Fire. I am Jatveda.'

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ১৮ ॥

18. "*God said*, 'What power is in thee?' 'All this can I burn,' *replied he*, 'all that are in the earth.'

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১৯ ॥

19. "*Then* to him a straw gave *He saying*, 'Burn thou this.' *Fire then* darted upon it, but burn he could not. He desisted *and returning, said* 'I could not know what Adorable this is.'

অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি ॥ ২০ ॥

20. "They then said to Wind; 'Wind, know thou what Adorable this is.' *He replied*, 'Be it.'

তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোসীতি বায়ুর্ব্বাঅহমস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বাঅহমস্মীতি ॥ ২১ ॥

21. "*Then* went *he* swift to God, and to him said *He* 'who art thou?' He replied, 'I am Wind. I am Matarishwa.'

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ২২ ॥

22. "*God said*, 'What power is in thee?' 'All this can I take away,' *replied he*, 'all that are in the earth.'

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং সতত এব নিববৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ২৩ ॥

23. "*Then* to him a straw gave He, saying, 'Take away this,' *Wind then* darted upon it, but take away he could not. He desistd *and returning said* 'I could not know what Adorable this is.'

অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি তথেতি। তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ ২৪ ॥

24. "They then said to Indra;† 'Mughuvun, know thou what Adorable this is,' 'Be it,' replied he. Then went he swift but God disappeared.

সতস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ২৫ ॥

25. "Indra *at once stopped*, and in His place she of many graces, Uma‡ appeared all decked in gold. Her he asked, 'what Adorable this was?'

ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণোবাএতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততোহৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৬ ॥

26. "'He is God,' replied she, 'He is *even* that God with whose victory you glorified yourselves.' Through these *words* Indra knew God. *He then communicated this knowledge to Fire and Wind.*

তস্মাদ্বাএতে দেবাঅতিতরামিবান্যান্ দেবান্ যদগ্নির্ব্বায়ুরিন্দ্রঃ তে হ্যেনং নেদিষ্ঠং পস্পর্শুঃ তে হ্যেনং প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৭ ॥

27. "At this Fire, Wind, and Indra became superior to the rest of the deities as they approached and touched§ God and knew Him first as God.

তস্মাদ্বাইন্দ্রোঽতিতরামিবান্যান্ দেবান্ সহ্যেনং নেদিষ্ঠং পস্পর্শ সহ্যেনং প্রথমোবিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥ ২৮ ॥

28. "And to them all, Indra became superior as he approached and touched God, and was the very first to know him as God.||

তস্যৈষআদেশোযদেতদ্বিদ্যুতোব্যদ্যুতদা ইতীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ২৯ ॥

29. "This is a precept illustrative of God. He is as flitting as lightning or a wink of the eye. This is illustration by sensible images.

অথাধ্যাত্মং যদেতদ্গচ্ছতীব চ মনোনেন চৈতদুপস্মরত্যভীক্ষ্ণং সংকল্পঃ ॥ ৩০ ॥

† Indra, the Deity of the Clouds and the king of the Deities.

‡ Uma, or the Goddess of divine knowledge, a purely allegorical being.

§ "Touched God," i.e., knew Him intimately.

|| We can perhaps with reason presume that there is scarcely an apologue which, like this one in our Scriptures, does after the ancient fashion of the East, illustrate with such dignified sublimity and majestic simplicity both of conception and expression, the Omnipotence of God and the entire dependance upon Him of all His creatures for both their existence and energy. Fire, Wind, Indra, and the Deities who perform their parts in it, are pure personifications of actual inanimate existences.

30. "With respect to His being apprehended by the mind, it can be said that the mind as it were, reaches Him. The worshipper thinks of Him through the MIND; *that is* its occupation worthiest

তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং সযএত-
দেবং বেদাহভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি ॥৩১॥

31. "He is THE Adorable, therefore is He to be adored. Him who knows Him thus all beings desire."

উপনিষদং ভো ব্রুহীত্যুক্তা তউপনিষৎ ব্রাহ্মীং
বাব তউপনিষদমব্রূমেতি॥ ৩২ ॥

32. The pupil *now says*, "Tell, oh *tell* me the Upunishad." The preceptor *replied*, "To you the Upunishad has been *already* told. I have already told you the Upunishad about God.

তস্যৈ তপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি
সত্যমায়তনং॥ ৩৩ ॥

33. "The ways to possess it, are contemplation, proper control over the senses, and good actions and its supports are the Vedas and all their initiatory branches; and Truth is its Area."

যোবা এতামেবং বেদাপহত্য পাপমানমনন্তে স্বর্গে
লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি॥ ৩৪ ॥

34. He who completely appropriates this Upunishad after being freed from sin, gains the superior heaven; the superior heaven does he eternally gain.

ইতি তলবকারোপনিষৎ সমাপ্তা ।

To

THE SECRETARY TO THE TUTTUBODHINEY SUBHA.

SIR,—We have received your Puttrika of the 1st instant, (Bhadru,) and have perused with pleasure the contents of it; and do most humbly pray, that the wise and benevolent Father in His Goodness and Mercy, may prosper your laudable objects, and crown your humble efforts with success.

Your translation of the *Vajsunaya Sunghitopunishud* which appeared in your last issue, clearly manifests the zeal and assiduity of the Subha, to spread a knowledge of its sacred books to the ignorant and uneducated of our fellow countrymen, and promises sure happiness to the land for the days to come. The three following verses of this *Ooponishud*—translated into English—having appeared to us to be unintelligible, we shall deem it a peculiar obligation, should you condescend to favor us with a clear explanation of the tenets thereof.

Verse 9th. "They enter gloom impervious who are devoted to the performance of Ritual Observances. The greater gloom do *they* enter who are devoted to the worship of the Deities."

Verse 10th. "*It is said that by Ritual Observances* is gained one kind of fruits, and by the worship of the Deities another. So have we heard from the wise who told it to us."

Verse 11th. "They who are devoted to both the performance of Ritual Observances and the worship of the Deities, being extricated from death by the former, enjoy through the latter, a durable divinity."

These Verses seem to us to be self-contradictory, the one controverting the sense and meaning of the other. For in Verse 9, it is said, that those devoted to the performance of Ritual Observances and to the worship of the Deities, do both of them enter "gloom impervious" after death, the one a less, the other a greater. Verse 10th gives us to understand on the other hand, that by the performance of Ritual Observances "is gained one kind of fruits, and by the worship of the Deities another." We cannot but imagine that the "fruits" here ordained are, according to the principle laid down in the preceding verse, the less and the greater 'gloom.' Verse 11th at once contradicts the whole and gives a fair prospect to build our hopes on that, being extricated from death by the performance of rites, we can enjoy a durable divinity through the worship of idols, should we attend to both. We think we might be permitted here to observe that how could one and the same thing ordained as unholy and impious in the 9th Verse, i.e., "They enter gloom impervious who are devoted to the performance of Ritual Observances," be construed as holy and pious in the following ones; as much as to say, that the commission of an act adjudged to be a sin in the 9th Verse, is a virtue—the road to salvation per construction of the 11th, and that "The greater gloom do *they* enter who are devoted to the worship of the Deities," in the 9th Verse, is supported by the following tenet of the 11th, "By the worship of the Deities we enjoy a durable divinity."

We remain, Sir, with every good wish for the welfare of the Society as well as yourself,

LADLYMOHUN DUTT.
SOORJEECOOMAR ROY.

The 19th August, 1846.

(Reply of the Secretary.)

To

BABOOS LADLYMOHUN DUTT & SOORJEECOOMAR ROY.

GENTLEMEN,

I beg to acknowledge the receipt of your letter dated the 19th instant. You state your difficulty to reconcile the sense of the 9th Verse of the *Vajsunaya Sunghitopunishud* with that of the 11th of the same. The gloom impervious in verse 3,* means the gloom of the ignorance of God in which all worlds of existence, more or less, are wrapt up from the highest to the lowest. The two sorts of combiners in verses 11 and 14,† being, it is said, "extricated from death, enjoy durable divinity or durable bliss." "Death," in these verses, is figuratively taken for "Misery" as "Gloom" for "ignorance of God" in verse 3, and durable divinity or durable bliss means the divinity or bliss enjoyed in worlds of a superior order to the terrestrial, but which are still worlds wrapt up in gloom. In the state of eternal bliss or Mookte alone can a being obtain a complete knowledge of God and be freed entirely from the "Gloom." That state of complete and purest bliss solely of a character, resembling, but superior to, mental, in which the rewarded has the universe for his estate, is enjoyed by that person

---

* 3. The worlds of ignorance, wrapped up in impervious gloom, those enter after death, who are killers of their own souls.

† 12. They enter gloom impervious who are devoted to the worship of blind Creative Energy; the greater gloom do THEY enter who are devoted to the worship of Universal Nature.

13. It is said that by the worship of blind Creative Energy, is gained one kind OF FRUITS, and by that of Universal Nature another. So have we heard from the wise who told it to us.

14. They who are devoted to the worship of both blind Creative Energy and Universal Nature, being extricated from death by the former, enjoy through the latter durable bliss.

only who has through knowledge of the One True and Living God and untainted piety and virtue obtained liberation from all corporeal connections and all particular worlds of existence.

Besides it is said that he who combines the two modes of worship, mentioned in verses 9 or 12, obtains durable divinity or durable bliss. The person who solely confines himself to the dull and inanimate observance of the mere routine of ritual duties without offering his heart's sincere and warm devotions to deities however imaginary those deities may be, does not promote that exercise of the religious feelings which is necessary for the well being of man in this and a future life; nor does the person who solely confines himself to the worship of deities without performing Vedaic ritual observances of which the practice of charity and the restrainment of the passions form the principal concomitants, promote that exercise of the moral feelings which, with that of the religious ones, is alike necessary for the attainment of present and future happiness. Therefore either of them does not obtain those rewards which the *combiner* of the two would obtain.

Again suppose a worshipper of only the Energy of God as God Himself were to combine *its* worship with that of an imaginary principle, called the Spirit of Universal Nature—otherwise denominated Anima Mundi or the animator of, and the pervading operator throughout, the universe, co-eternal with it —as subordinate to, and placed under the influence of that Energy, do you think it probable that he will not obtain fruits different from those obtained by him who worship either of them *independently* of the other? The worshipper of the *blind* principle, the Energy of God as God himself, though believing confusedly in somewhat like a Divinity, because he considers this energy as the cause of all things—yet thinks the object of his adoration to possess no power of a providential nature which can influence his conduct, while the worshipper of the Spirit of Nature as co-eternal with the universe, though worthy of greater gloom than the former, because he has no idea, however faint, of an independent first cause of all, yet thinks himself to be always placed in the presence of a living and vigilant providential power, which sort of consciousness cannot but regulate his moral behaviour. The combiner, however, approaches, but very faintly, to our ideas of a rational religionist. He at least joins the benefits of the two kinds of worship, and believes in a Divine Energy, creative of, and dominant over, this universe and its imaginary spirit, although he does not consider that Energy as placed under the controul of Intelligence and Wisdom.

Thus you see that the ordainment of fruits in verses 10, 11, 13 and 14, by our holy Vaidant, is founded on a profound knowledge of the secretest and inmost springs and motions that actuate and regulate the religious constitution of man. The Vaidant, you should know, is characterized by an amiable benignity, a serene benevolence, and a generous tolerance throughout of all modes of faith. In this respect it bears upon its bosom the impress of the benevolence of its God. We believe that every kind of worshipper will have his own species of reward from the savage Polynesian who addresses his ejaculations to a rude misshapen block of stone to the Vedantist who adores God in spirit and in truth, and who considers the contemplation of God as the best and the purest mode of worshipping him and the devotional revelry of such contemplation as the greatest tribute of gratitude and respect that can be offered by man to his Maker. In short we do neither believe that our benighted countrymen who worship idol, would be plunged into *eternal hell-fire;* nor do we believe that the Brahmmu ought not to wean them as gently and leniently as he can from their gross and debasing polytheistic notions of the Divinity.

From the mention of Deities in Verse 9, 10, and 11, you should not however infer that there is any thing like hero-worship in the Vaids.* The Deities of the Vaids are mere personifications of the elements, the planets and the principal virtues of man. Such a system of worship was primarily instituted with the intention of enabling men of weak intellects —who, hard experience both historical and personal, informs us, always were and are in this world— to comprehend by degrees the sublime truths of the Religion Pure, by making them at first limit their contemplation and devotion to the divine Power and Benevolence as displayed in particular objects of the creation. The Power Omnipresent was divided, if such an expression might be admitted, into the power that presides over water, Vuruna; into the power that presides over the clouds, Indra; into the power that presides over wind, Vayu; into the power that presides over the moon, Soma; in short into all powers presiding, according to the seeming polytheism of the Vaids, over the elements, the planets, and the moral virtues of man.† The weak-minded was commanded to worship all of them individually that he might, by degrees, generalize his religious ideas and ascend to the comprehension of the supreme and first cause of all. Whenever he became a *Bruhmmu jignasoo*, or an enquirer into the one and all-powerful cause of the universe, the sole and real Regulator of all things contained in it, the Vaids were revealed to Him, and all the sublime religious truths—more sublime than any that had entered the mind of man—delivered in those ancient depositories of our national faith were gradually instilled into his bosom. Thus you see with what judicious lenity was the very important process of religious initiation conducted by the followers of the Religion True in times primeval.

We should however beg you to know that such nominal Polytheism is taken by the Vaids in a light totally different from that in which it is so done by the Scriptures of the Jews, the Christians and the Mahomedans. The writers of their Scriptures believed God to be a jealous God, and all polytheism and idolatry to be produced through the influence of Satanic Agency—and all polytheistic worship as nothing but worship offered in fact to the Devil, the rival and the adversary of our Eternal Father. By them, therefore, polytheistic worship, even in its mildest and most tolerable forms, had been considered as a heinous and damnable sin; while by our scripturalists, it, if followed according to their design, had been considered as harmless and inocuous—as nothing but the adoration of the All-Excellent and All-Benevolent as resplendent and conspicuous in particular objects of creation—as nothing but a ladder to rise by degrees to the worship of the Light of Lights through contemplation and truth.

---

* Hero-worship began with the Purans.

† The Veds having, in the first instance, personified all the attributes and powers of the Deity, and also the celestial bodies and natural elements, does, in conformity to this idea of personification, treat of them in the subsequent passages as if they were real beings, ascribing to them birth, animation, senses and accidents as well as liability to annihilation.—Rammohun Roy.

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ মণ্ডলের কিয়ৎ ভাগকে পরিষ্কৃত দেখিলে পথিকের মনে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মে; কিন্তু বিপরীত ভাগকে বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা সংযুক্ত দেখিলে তিনি ভীত চিত্ত হয়েন। তদ্রূপ এতদ্দেশীয় পুরুষ মণ্ডলী মধ্যে জ্ঞান চর্চ্চার ক্রমশঃ বাহুল্য প্রযুক্ত দেশহিতৈষি ব্যক্তির চিত্তে স্বদেশের সৌভাগ্যের আশা প্রবলা হয়, কিন্তু অজ্ঞান তিমিরাবৃত স্ত্রী মণ্ডলীর দৃঢ়বদ্ধ দুরবস্থাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সে আশা কি পর্য্যন্ত শীর্ণা হয়! বিদেশীয় রাজার পরাক্রমে পরাভূত হইয়া কালক্রমে প্রজারা যে প্রকার স্বাধীনতা সুখকে ক্রমশঃ বিস্মরণ পূর্ব্বক অধীনতাকেই তাহারদিগের স্বাভাবিক অবস্থা রূপে চিন্তা করে, তদ্রূপ এদেশীয় স্ত্রী সকল চিরকাল দুর্ভাগ্য দশা ভোগ করিয়া আপনারদিগকে স্বভাবতই ভাগ্যহীনা রূপে দৃষ্টি করে, এবং নিরাশ চিত্তে বর্ত্তমান দুঃখের অবস্থাতে সুতরাং নিমগ্না থাকে। বাল্য যৌবনাদি কোন কালকে তাহারা মনুষ্য লোকের উপযুক্ত রূপে যাপন করে না, সুখের উপায় তাহারদিগের কোন কালেই সঞ্চিত হয় না। বাল্য কালে কোন বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হয় না যাহাতে ভবিষ্যতে দুঃখের মোচন হইতে পারে। তথাপি তাহারদিগের জীবনের অন্য অন্য সমুদয় দুরবস্থার তুলনায় এই বাল্যকালই সুখের কাল; তৎকালে পিতা মাতার ক্রোড়ে আদৃতা রহিয়া তাঁহারদিগের স্নেহ বাক্যে লালিতা হয়, স্বেচ্ছামত সঙ্গিনীদিগের সংসর্গে ক্রীড়া কলাপে অনুরাগিণী থাকে, স্বীয় ভ্রাতাদিগের ন্যায় কষ্টসাধ্য বিদ্যাভ্যাসে তাড়িতা না হইয়া আপনারদিগকে সুখবতী জ্ঞান করে। কিন্তু বাল্য কালে যে মূর্খতা আহ্লাদ জনক, চির জীবন তাহাই বিষম যন্ত্রণার হেতু হয়। কন্যা কাল গতেই বিবাহের সঙ্ঘটনা সহিত তাহারদিগের দুঃখ প্রবাহের আরম্ভ হয়। স্বামী স্বীয় পত্নীকে আপনার দাসী প্রায় গণ্য করেন, পতিগৃহে আগমনাবধি সে পিঞ্জর রুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় চিরকাল রুদ্ধ থাকে, এবং সামান্যতঃ দাসীত্ব কার্য্যেতেই তাবৎ বয়ঃক্ষেপণ করে। অনেক স্থলে স্বামী আপনার ভার্য্যাকে এবং ভার্য্যাও আপনার স্বামিকে কেবল পশুবৎ ইন্দ্রিয় সুখের উপযোগি মাত্র বোধ করে। ধনই স্ত্রীদিগের নিকটে সংসারের এক মাত্র সার বস্তু; অতএব কোন উপায়ক্ষম পুরুষের ভার্য্যা স্বামির ধন মদে মহা গর্ব্বিতা হইয়া তাহার অন্য অন্য ভ্রাতৃবনিতাদিগকে অতি হেয় রূপে ব্যবহার করে, নিরুপায় পুরুষের ভার্য্যা আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যহীনা বোধে সর্ব্বদা মনোদুঃখে তাপিতা থাকে, এবং তাহার ভাগ্যবতী

যাতার প্রতি দ্বেষ মাৎসর্য্যেতে পূর্ণা হয়। কেবল স্বীয় বস্ত্রালঙ্কারের পারিপাট্যকে স্ত্রীরা মর্য্যাদার চিহ্ন ও স্বামির সম্প্রীতির প্রধান সঙ্কেত স্বরূপ জ্ঞান করে, তাহারদিগের মনোভাণ্ডারে জ্ঞান ধর্ম্মাদি অন্য কোন রত্ন স্থান প্রাপ্ত হয় না। অন্য স্ত্রীকে কোন নূতন অলঙ্কারে ভূষিতা দেখিলে স্বীয় অঙ্গকে তদ্দ্বারা শোভিত করিবার নিমিত্তে ব্যাকুলা হয়, পতির নিকটে ব্যগ্রতার সহিত তাহার প্রার্থনা করে, সে অক্ষম হইলে অভিমানে নিমগ্না হয়, কদাপি ক্রোধ ভরে তাহাকে কটু ভর্ৎসনা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। সে ভাগ্যহীন ব্যক্তি ধনাভাবে স্বভাবতই কাতর, তাহাতে স্বীয় ভার্য্যার এপ্রকার আচরণে একেবারে জর্জ্জরীভূত হয়।

ধনবতী ভার্য্যা যাহারা, গৃহ কার্য্যে যাহারদিগের পরিশ্রম আবশ্যক নহে, তাহারা অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া আলস্যেতে বা বৃথা বাক্য চর্চ্চাতেই তাবৎ দিবস ক্ষেপণ করে। চিত্তকে শান্ত রাখিতে পারে, তাহারদিগের এমত কোন উপলক্ষ নাই; নিষ্কর্ম্মির মনঃ স্থিরের প্রধান উপায় যে জ্ঞানের চর্চ্চা তাহাতে তাহারা সমর্থা নহে। একাকিনী কদাপি শয্যাতে গাত্র পাত করিয়া কাল হরণ করিতেছে, কদাপি পিঞ্জর বদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অস্থিরা হইয়া গবাক্ষ দ্বারে দৃষ্টি করিতেছে, কদাপি বহিঃস্থিত পতির চরিত্রের প্রতি কত প্রকার সংশয় উপস্থিত করিতেছে। কোন কোন ভাগ্যহীনা অবলার গুপ্তচরী দাসীগণ তৎপতির লাম্পট্যের সংবাদ মুহুর্মুহু বহন করিতেছে, এবং অন্য অন্য সমবয়স্কা রমণীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিন্দা বাক্যে তাহার যাতনাকে শত গুণ প্রবলা করিতে থাকে।

মধ্যাহ্ন কালে আতপচ্ছায়ার প্রভেদ যে প্রকার পরিষ্কৃত রূপে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ বিশেষ জ্ঞানাপন্ন হইয়া যিনি কল্পিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ উপাসনাকে অবলম্বন করিয়াছেন, ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মতঃ ব্যবহারতঃ তাঁহার তদ্রূপ প্রভিন্নতা প্রত্যক্ষ হয়। তিনি তাঁহার সেই ত্যক্ত ধর্ম্মে স্বীয় গৃহিণীকে নিমগ্না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন। জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মের আরাধনা যে আমারদিগের শাস্ত্রের এক মাত্র প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, উপদেষ্টাদিগের কৌশলে ইহা এদেশীয় স্ত্রীদিগের কর্ণগোচরও হয় না, পৌত্তলিক ধর্ম্মকেই পরম পুরুষার্থ বোধে প্রগাঢ় যত্নের সহিত তাহারা অনুষ্ঠান করে, এবং অশাস্ত্রীয় এমত কত ব্যবহার করে যাহা তাহারদিগের মূর্খ স্বামিরাও অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। বিশ্বাসের অভ্যাস তাহারদিগের এপ্রকার প্রবল যে ধর্ম্মের নামে যে কোন বাক্য, তাহাই শিরোধার্য্য রূপে গ্রহণ করে। আহা কি নিষ্ঠুর সংসার, যে এপ্রকার দুর্ব্বল বুদ্ধি অবলাদিগকে দয়া করা দূরে থাকুক, কত নির্দ্দয় প্রতারক তাহারদিগের বিশ্বাসের প্রতি প্রবঞ্চনা করিয়া তাহারদিগের নিকট হইতে অর্থাপহরণ করে — কত কৃত্রিম ধর্ম্ম চ্ছলে অধর্ম্ম আচরণে তাহারদিগকে আকৃষ্ট করে! শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য উপদেশ করে, স্বার্থহীন এমত উপদেষ্টা তাহারা কোথায় পাইবে? যে কোন কাল্পনিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেরিতা হয়, পুত্র কামনা, তাহার দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি, রোগের শান্তি, সম্পত্তি লাভ প্রভৃতি কেবল প্রত্যক্ষ কোন সাংসারিক ফল তাহার উদ্দেশ্য থাকে। স্বামী ব্রহ্মোপাসক হইলে অজ্ঞান বশতঃ তাহাকে অবহেলা এবং দ্বেষ করে; স্ত্রী স্বামিতে একত্র হইয়া পরমেশ্বরকে প্রীতি করা যে কি আনন্দ তাহা তাহারদিগের লাভ হয় না!

মাতার এই প্রকার অজ্ঞান সন্তানদিগের কত অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। এসংসারে যেখানে প্রতিপদে কঠিন প্রতিবন্ধক সকল মোচন করিয়া জীবনের বর্ত্মে পদার্পণ করিতে হয়, যেখানে কত কণ্টকময় নিবিড় বন সাবধানে পার হইলে পরে সুখের উদ্যানে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য হয়, যেখানে শৈশব কালে শারীরিক বা মানসিক কোন নিয়ম একবার মাত্র ভগ্ন হইলে চির জীবন তাহার শান্তি পাইবার সম্ভাবনা হয়, সেখানে ভদ্রাভদ্র দর্শনে অসমর্থা জ্ঞান হীনা মাতার দ্বারা প্রেরিত হইলে সন্তানের কি প্রকারে মঙ্গলের

সম্ভব ? বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পুত্রের অঙ্গ বিভূষিত করিতে ব্যাকুলা, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা, শোভনতম জ্ঞান রত্ন দ্বারা তাহার চিত্তকে অলঙ্কৃত করিতে যত্নবতী হয়েন না। জ্ঞান লাভ তাহার না হউক, আপনার ভরণপোষণে তাহার সামর্থ্য না হউক, "মনুষ্য জন্মের আহ্লাদ" যে পুত্রের বিবাহাদি তাহার মন্ত্রণাতে সত্বরা হয়েন। পুত্র দশম বৎসরে প্রবৃত্ত না হইতেই পুত্রবধূ ব্যতীত স্বীয় গৃহের শোভা শূন্য দেখেন, এবং সে শোভা পূর্ণ করিবার নিমিত্তে দিবা রাত্রি ব্যস্ত হয়েন। তন্নিমিত্তে মুহুর্মুহু স্বামিকে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক অনুরোধ করেন, ইহাতে অনেকে ঋণগ্রস্ত হইয়াও উপস্থিত কার্য্য সমাধা করে। অবিলম্বে অক্ষম পুত্র আপনাকে স্ত্রী ভারাক্রান্ত দেখিয়া নতশির হয়; তাহার জ্ঞান চিন্তা, সুখ চিন্তা এককালে অবসন্ন হয়।

অতএব এদেশীয় স্ত্রীদিগের অজ্ঞান তাহারদিগের স্বীয় দুঃখ, স্বামির যন্ত্রণা, সন্তানের দুর্ভাগ্য প্রভৃতি প্রচুর অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। যত কাল এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত না হইবে, এবং তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ধর্ম্ম গ্রহণে অধিকারিণী না হইবে, তত কাল সম্যক্ রূপে এদেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

কঠোপনিষৎ

পঞ্চমী বল্লী

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ॥ ৯॥

আত্মৈকত্ববিজ্ঞানমসকৃদুচ্যমানমপি অনৃজুবুদ্ধীনাং চেতসি নাধীয়তে ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী শ্রুতিঃ পুনঃ পুনরাহ। 'অগ্নিঃ যথা' 'একঃ' এব প্রকাশাত্মা সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' অনুপ্রবিষ্টঃ 'রূপং রূপং' দাহ্বাদিদাহ্যভেদম্প্রতি 'প্রতিরূপঃ' 'বভূব'। 'একঃ' এব 'তথা' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানামভ্যন্তরআত্মা সর্ব্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ' স্বেন অবিকৃতেন রূপেণ॥ ৯॥

যেমন এক অগ্নি এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্ব ভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

পরব্রহ্ম সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর কেবল অন্তরে স্থিতি করিতেছেন না, সকলের বাহিরেও অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ॥ ১০॥

তথান্যোদৃষ্টান্তঃ। 'বায়ুঃ যথা' 'একঃ' এব সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব'। 'একঃ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ' ॥ ১০ ॥

যেমন এক বায়ু এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন ॥ ১০ ॥

সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১॥

'সূর্য্যঃ যথা' মূত্রপুরীষাদ্যশুচিপ্রকাশেন তদ্দর্শিনঃ 'সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ' সন্ 'ন লিপ্যতে' 'চাক্ষুষৈঃ' অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ 'বাহ্যদোষৈঃ'। 'একঃ' 'বাহ্যঃ' 'তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন'॥ ১১ ॥

সর্ব্ব লোকের চক্ষু স্বরূপ যে সূর্য্য, লোকের দ্বারা বাহ্য অপরিষ্কৃত বস্তু দর্শন জন্য তিনি যেমন দোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ বহির্ব্ব্যাপী এবং সকল ভূতের এক অন্তরাত্মা লোকের দুঃখে লিপ্ত হয়েন না ॥ ১১॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতম্নেতরেষাং॥ ১২ ॥

কিঞ্চ। সহি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ 'একঃ' 'বশী' সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে বর্ত্ততে 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'একং রূপং' 'বহুধা' বহুপ্রকারং 'যঃ করোতি' অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। 'তং আত্মস্থং' স্বশরীরহৃদয়াকাশে মনসি 'যে' নিবৃত্তবাহ্যবৃত্তয়ঃ' অনুপশ্যন্তি' সাক্ষাদনুভবন্তি 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ। 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখং' আনন্দ লক্ষণং ভবতি 'ন ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং॥ ১২ ॥

সেই এক পরমেশ্বর সকলের নিয়ন্তা সকল ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি একরূপকে নানা প্রকার করেন। যে ধীর সকল তাঁহাকে আপনার হৃদয়স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১২ ॥

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ। 'নিত্যঃ' অবিনাশী 'অনিত্যানাং' বিনাশিনাং 'চেতনঃ চেতনানাং'। কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ 'একঃ' সন্ 'বহূনাং' কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং 'কামান্' 'যঃ' অনায়াসেন 'বিদধাতি' দদাতি 'তং আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ' 'তেষাং শান্তিঃ' 'শাশ্বতী' নিত্যা 'ন ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং ॥ ১৩ ॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চেতনের যিনি চেতন হয়েন, আর যিনি একাকী অথচ সকলের কামনাকে বিধান করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার হৃদয়স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১৩ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখং। কথন্নুতদ্বিজানীয়াঙ্কিমু ভাতি বিভাতি বা ॥ ১৪ ॥

যত্তদাত্মবিজ্ঞানং 'সুখং' 'অনির্দ্দেশ্যং' নির্দ্দেষ্টুমশক্যং 'পরমং' বাঙ্মনসয়োরগোচরমপি শান্তাবিষ্টাঃ 'তৎ এতৎ' প্রত্যক্ষমিব 'ইতি মন্যন্তে'। 'কথং নু' কেন প্রকারেণ 'তৎ' সুখং অহং 'বিজানীয়াং' 'কিং উ' 'ভাতি' দীপ্যতে তৎ প্রকাশাত্মকং অস্মদ্বুদ্ধিগোচরত্বেন। 'বিভাতি' বিস্পষ্টং দৃশ্যতে 'বা' ॥ ১৪ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, অনির্দ্দেশ্য যে পরব্রহ্মানন্দ যাঁহাকে জ্ঞানি সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, কি রূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় অনুভব করিব? তিনি কি প্রকাশ পায়েন? তিনি কি স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়েন? ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্বিভাতি ॥ ১৫ ॥

তত্রোত্তরমিদং। 'ন তত্র' তস্মিন্ স্বাত্মভূতে ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোপি 'সূর্য্যঃ' 'ভাতি' তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা 'ন চন্দ্রতারকং'। 'ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি'। 'কুতঃ অয়ং' পৃথিবীস্থিতঃ 'অগ্নিঃ'। কিং বহুনা যদিদমাদিত্যাদি ভাতি তৎ 'তং এব' পরমেশ্বরং 'ভান্তং' দীপ্যমানং 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে 'সর্ব্বং'। 'তস্য' এব 'ভাসা' দীপ্ত্যা 'সর্ব্বং ইদং' সূর্য্যাদি 'বিভাতি'। যতঃ এবং অতস্তদ্ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ ॥ ১৫ ॥

তাঁহাকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও প্রকাশ করিতে পারে না, পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ সকলে প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারা সকলে প্রকাশ পায় ॥ ১৫ ॥

ইতি পঞ্চমী বল্লী

মুণ্ডকোপনিষৎ

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১ ॥

1. Brahma, the Executive Agent of the universe and the preserver of the world, came into existence before all the gods. He revealed divine Knowledge, the source of all knowledge to his eldest son Uthurva.

অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাংগিরে ব্রহ্মবিদ্যাং। সভারদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং ॥ ২ ॥

2. That best of all knowledge which Brahma revealed to Uthurva, Uthurva communicated to Ungir, who communicated it again to Sutyavaha of the race of Bhuroddwaj, and he again to Ungira.

শৌনকোহ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥ ৩ ॥

3. *The great householder Sounuk* **approached** Ungira according to the prescribed mode and asked him, "*Say,* O blessed, what is that *Knowledge* by gaining which all become known."

তস্মৈ সহোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যেইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরা চৈবাপরা চ ॥ ৪ ॥

4. *To him he answered.* **"There are two kinds of Knowledge to be acquired: one superior, the other inferior. So said the knowers of God.**

তত্রাপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ ৫ ॥

5. "To the latter belong the Rig Ved, the Yujur Ved, the Sama Ved and the Uthurva Ved, and their initiatory branches, viz. pronunciation, ritual, grammar, glossary, prosody, and astronomy. The former is that by which the Undecaying is known.

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপা-
ণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং
যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥ ৬ ॥

6. "The wise know Him as a Being who can neither be perceived nor felt; who is without descent or profession, without eyes or ears, without feet or hands; and who is Eternal, All-pervading, All-inhabiting, most subtle, Irreducible, and the cause of all existences.

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামো-
ষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং ॥ ৭ ॥

7. "As the spider brings out and draws in *its cobweb*, as corn proceeds from the earth, and as hairs grow out of the living man, so the Universe came into being from the Imperishable.

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং ॥ ৮॥

8. "God designed and willed and forth issued his energy; and from his energy proceeded life, minds, elements, worlds, duties, and their fruits.

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে ॥ ৯ ॥

9. "He who is All-knowing and all-informed, and whose contemplation is in itself the fullness of knowledge, from Him has proceeded Universal Nature, all names, all forms, and all sorts of edibles."

ইতি প্রথমমুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ

তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়োযান্যপশ্যং-
স্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সন্ততানি। তান্যাচরথ নিয়তং
সত্যকামাএষবঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১ ॥

1. "The ritual observances in the Vedas which poets saw are various and bear genuine fruits. Practise them frequently, O you, desirous of future *fruition, for this is your path to retributive* worlds.

যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ২ ॥

2. "When the flame of the *sacred* fire waves upon the pile, the middle portion of the clarified butter should be thrown upon it as offering.

যস্যাগ্নিহোত্রমদর্শমপৌর্ণমাসমচাতুর্ম্মাস্যমনাগ্রয়ণ-
মতিথিবর্জ্জিতঞ্চ। অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হুত-
মাসপ্তমাং স্তস্য লোকান্ হিনস্তি ॥ ৩ ॥

3. "That ceremony of *sacred* fire which is performed without a due regard to the prescribed *mode and prescribed time, without the co-obser*vance of the lunar, the quadrimensal, the autumnal, and the Vaishwadev sacrifices and without the serving of guests, occasions with respect to its worshipper, the loss of his seven retributive worlds.

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূ-
ম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা
ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ ॥ ৪ ॥.

4. "Kalee, Kurali, Monojava, Soolohita, Soodhumro-vurna, Sfoolinginee and Viswaroochee, are the seven luminous and waving points of the sacred flame.

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহুত-
য়োহ্যাদদায়ন্। তন্নয়ন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়োযত্র দে-
বানাং পতিরেকোধিবাসঃ ॥ ৫ ॥

5. "Who pours offerings on these luminous points in the times prescribed, him the sun-beams carry to the mansion of the king of the celestial beings.

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুবর্চ্চসঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভির্য-
জমানং বহন্তি। প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোর্চ্চয়ন্ত্যএ-
ষবঃ পুণ্যঃ সুকৃতোব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥

6. "'Come, Come;' say the inflamed offerings as they bear the worshipper on the sun-beams with sweet words and worship; 'this is your reward, and this your highest heaven.'

প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়াযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু
কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োয়েভিনন্দন্তি মূঢ়াজরামৃত্যুং তে পুন-
রেবাপি যন্তি ॥ ৭ ॥

7. "Frail and perishable are such worthless observances for the celebration of each of which are required eighteen performers. Those feeble-minded persons who rejoice in them as being the cause of bliss eternal relapse into disease and death.

অবিদ্যাযামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং
মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢাঅন্ধেনৈব
নীয়মানাযথান্ধাঃ ॥ ৮ ॥

8. "Living in the midst of ignorance, and believing themselves to be wise, and knowing, infatuated persons wander wretched as blind men when guided by a blind man.

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাবয়ং কৃতার্থাইত্যভি-
মন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণোন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনা-
তুরাঃ ক্ষীণলোকাঃ চ্যবন্তে ॥ ৯ ॥

9. "Puerile men, living in the midst of extreme ignorance, make themselves satisfied *with their own limited kinds of future fruition.* Those performers of ritual observances who know not God through dotage of the pleasure of the world, after transiently enjoying their retributive worlds, are hurled again to this to their woe.

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানাবরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়োবেদয়ন্তে
প্রমূঢ়াঃ। নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেনুভূত্বেমং লোকং
হীনতরঞ্চাবিশন্তি ॥ ১০ ॥

10. "Those grossly ignorant men who think only their ritual observances and alms-giving to be the cause of bliss eternal, and no other thing else, after enjoying their retributive world, descend to *this or inferior ones.*

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তাবিদ্বাংসো-
ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযান্তি
যত্রামৃতঃ সপুরুষোহ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১ ॥

11. "Those who are enlightened, possess an imperturbed mind, live even on alms, and engage themselves in solitude in fervent veneration towards, and deep contemplation of, God, being sinless goes through the sun to Him who is Immortal' Perfect, Irreducible, and All-Pervading.

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণোনির্ব্বেদমা-
য়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি-
গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং॥ ১২॥

12. "A Brahmun, after examining the nature of all states of retribution, should not have a blind fondness for perishable things as the Imperishable cannot be gained with perishables. To know Him he should go, with some slips of wood in his hand, to a spiritual guide godly, and versed in the Veds.

তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমা-
ন্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং
তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাং॥ ১৩॥

13. "To such a disciple who has subdued his passions, and has attained habitual tranquility of mind, the enlightened guide should communicate accurately the knowledge by which the Being Imperishable, Perfect, and True can be known."

ইতিপ্রথমমুণ্ডকং সমাপ্তং

তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য
ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥ ১॥

1. "God alone is true: as thousands of sparks are emitted from blazing fire, so beloved, all animated beings proceed from Him and to Him return.

দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥ ২॥

2. "He is glorious and formless, perfect and unborn, and pervades externals as well as internals. He is without life and mind, pure, and above His own energy itself.

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥ ৩॥

3. "From Him have proceeded life, mind, senses, ether, air, light, water, and the all-containing earth.

অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বি-
বৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং
পৃথিবী হ্যেষসর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥ ৪॥

4. "Heaven is whose head, sun and moon are whose eyes, the points of direction whose ears, whose speech the revealed Vedas, whose life the air, whose breast all nature, and whose feet the earth.—He is that Being who pervades all things.

তস্মাদগ্নিঃ সমিধোযস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্যওষধয়ঃ
পৃথিব্যাং। পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ
প্রজাঃ পুরুষাৎ সংপ্রসূতাঃ॥ ৫॥

5. "From that Perfection has proceeded heat whose fuel is the sun. From the influence of the moon proceeds rain, and *from rain,* corn on earth *by which* all males are enabled to eject the seminal fluid into females at which many animated beings are produced.

তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষাযজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রত-
বোদক্ষিণাশ্চ। সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সো-
মোযত্র পবতে যত্র সূর্য্যঃ॥ ৬॥

6. "From Him have proceeded the Rik, Sam, and Yajur Vedas, religious initiation, sacrifices, ritual observances, their performers, with the usual conclusional donations to priests, the year, and all the worlds where sun and moon diffuse purity around

তস্মাচ্চ দেবাবহুধা সম্প্রসূতাঃ সাধ্যামনুষ্যাঃ পশ-
বোবয়াংসি। প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা
সত্যং ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চ॥ ৭॥

7. "From Him have proceeded many gods, demigods, men, animals, birds, vital airs, wheat and barley; contemplation, veneration, truth, scolastic duties, and all ordinances.

সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ
সপ্ত হোমাঃ। সপ্ত ইমে লোকাযেষু চরন্তি প্রাণাগুহা-
শয়ানিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত॥ ৮॥

8. "From Him *too* have proceeded the seven orifices in the head, their powers of perception, the objects of such perception, and the very act of perception itself. Heart-sealed life revels within these organs of the body, which are common to all men.

অতঃ সমুদ্রাগিরয়শ্চ সর্ব্বেস্মাৎ স্যন্দন্তে সিন্ধবঃ
সর্ব্বরূপাঃ। অতশ্চ সর্ব্বাওষধয়োরসশ্চ যেনৈষভূতৈ-
স্তিষ্ঠতে হ্যন্তরাত্মা॥ ৯॥

9. "All oceans and mountains *have proceeded* from God. From Him do variform rivers flow; and from Him *proceed* all sorts of edibles with their respective essences, through whose influence the soul is made to remain with the body.

পুরুষএবেদং বিশ্বং কর্ম্মতপোব্রহ্মপরামৃতং।
এতদ্যোবেদ নিহিতং গুহায়াং সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকি-
রতীহ সোম্য॥ ১০॥

10. "The Perfect Being is All in All, and is the aim of all divine contemplation and ritual observances. He is Supreme and Immortal. He, O beloved, who knows Him to have his seat in his own heart, breaks through the bonds of ignorance in this world.

ইতিদ্বিতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ

আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরন্নাম মহৎ পদমত্রৈতৎ
সমর্পিতং। এজৎ প্রাণন্নিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদস-
দ্বরেণ্যং পরং বিজ্ঞানাদ্যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাং॥ ১॥

1. "All rest on that great Being who displays all things, has His seat in all things, and pervades all hearts, and all objects visible and invisible. All are under His charge—those that have motion—those that have life—and those that can blink. Know Him who is All-Adorable, Super-Eminent and above the knowledge of His subjects.

যদর্চ্চিমদ্যদণুভ্যোঽণু যস্মিন্ লোকানিহিতালো-
কিনশ্চ। তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম সপ্রাণস্তদুবাঙ্মনঃ। ত-
দেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥ ২॥

2. *He who is glorious, subtlest of the subtle,* and in whom are all worlds with their inhabitants, is that Undecaying Supreme who is the origin of life, articulation, and intellect; and who is True and Immortal. He should be penetrated into—therefore, O beloved, do you do that.

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং শরং হ্যুপাসানি-
শিতং সন্ধয়ীত। আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং
তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩॥

3. "After sharpening *thy* arrow by devotion, fix it to that great weapon, the bow found in Upu*nishad, and after stretching it and intentively aiming at thy* Mark, hit Him, O beloved, who is the Undecaying.

প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ ॥ ৪ ॥

4. "It is said that Om is the bow, soul is the arrow, and God the Mark. He should be hit with close application of mind; and as an arrow penetrates a substance, so you should penetrate Him.

অস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ। তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ ॥ ৫ ॥

5. "The earth and the heavens lie as warp in God; the mind *too* with all the vital airs. Know THAT One only, and leave all talk else, *for* He is the Bridge of Immortality.

অরাইব রথনাভৌ সংহতাযত্র নাড্যঃ সএষোন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ। ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬ ॥

6. "As the radii of the axle are to the nave and as the arteries are to the heart, so are all the Intellectual operations to Him, who dwells within. Contemplate Him through Om, and let welfare attend you as you cross over the ocean of ignorance.

যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষমহিমা ভুবি দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ। মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রতিষ্ঠিতোন্নে হৃদয়ং সন্নিধায় তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাআনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ৭ ॥

7. "God is All-knowing and All-informed. His glory is in the earth—His glory is in heaven—His glory is in the highest of worlds. He dwells in all space. He pervades the mind, and legislates over life and body. He is IN the body, close to the heart. The wise man sees that Being through Wisdom who displays Himself as Felicity Inextinguishable.

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৮ ॥

8. "The Knots of the mind break; all doubts are rent; and sins fade away at seeing Him, the Most Excellent.

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ ॥ ৯ ॥

9. "Within the radiant sheath of the mind, the Taintless and Formless God resides. That Being is Immaculate and the Light of Lights whom the versed in divine Knowledge know.

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১০ ॥

10. "Him the sun cannot enlighten; neither can the moon nor the stars, nor can lightning; much less can fire; but they all borrow *their* light from Him and shine at HIS shine.

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠং ॥ ১১ ॥

11. "God Immortal is before, God behind; God right and left; above and below. This Whole is full of the All-Excellent Supreme.

ইতি দ্বিতীয়মুণ্ডকং সমাপ্তং।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি ॥ ১ ॥

1. "Two birds, co-habitants and comrades, rest on the same tree. The one among them tastes the fruits *thereof*; the other, fasting, *only* witnesses.

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টংযদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ ॥ ২

2. "*Though* dwelling in the same tree, the human soul oppressed through tribulation moans dejected, *but* when *it* sees the other, the All-Adorable God and His Glory, *it* becomes destitute of sorrow.

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ৩ ॥

3. "When one sees that Supreme Progenitor and Legislator, who is glorious, perfect, and the Lord *of all*, that knowing person, washed of the accidents of virtue and vice, and extricated from misery, gains the All-Equable.

প্রাণোহ্যেষযঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড়আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৪ ॥

4. "He who knows that Being, who is the life of all and who shines through all, does not talk of any thing else. Among the knowers of the Supreme, he is pre-eminent whose amusement is God, whose enjoyment is God, and who practises active virtue.

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যং। অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রোযং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥ ৫ ॥

5. "This Being can be gained by truth and devotion and the fullness of knowledge, and by the daily observance of rigid and temperate habits. HE is Immaculate and *exists as* splendour within the body whom the assiduous and virtuous perceive.

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থাবিততোদেবযানঃ। যেনাক্রমন্ত্যৃষয়োহ্যাপ্তকামাযত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানং ॥ ৬ ॥

6. "Truth triumphs, and not untruth. By truth is laid the path to higher worlds—that path through which the contented wise proceed to Him who is the chief abode of Truth.

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং ॥ ৭ ॥

7. "God is Great, *Glorious* and of Nature inconceivable. Though He is the subtlest of the subtle, yet does He display *Himself*. Though distant beyond all distance, yet is He near as He is seated in the hearts of all animated beings.

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দ্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা। জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥ ৮ ॥

8. "Neither can vision reach him, nor can speech nor the other senses, nor can austerities nor ritual observances. Only *that* contemplator whose mind is unsullied, perceives Him, the Formless, through the Grace of Wisdom.

এষোণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যোযস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সম্বিবেশ। প্রাণৈশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষআত্মা ॥ ৯ ॥

9. "This subtle Pervader, in whom the five vital airs lodge, is perceived by intelligence—

that intelligence by which the human mind with the senses is pervaded, and in which when unsullied, God displays *Himself.*

যং যং লোকং মনসা সম্বিভাতি বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্। তং তং লোকং জায়তে তাংশ্চ কামাংস্তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ভূতিকামঃ॥ ১০ ॥

10. "What worlds he desires in his mind, and with pure heart what enjoyments he wishes for—those worlds and those enjoyments the Knower of God obtains, wherefore the man of worldly desires should worship Him.

ইতি তৃতীয়মুণ্ডকে প্রথমখণ্ডঃ

সবেদৈতৎ পরমং ব্রহ্ম ধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রং। উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ॥ ১ ॥

1. "The knowing knows that Super-Excellent and All-Supporting God in whom the universe is placed and who shines all pure. The wise who worship the All-Perfect desireless, elude the seed of procreation.

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ সকামভির্জ্জায়তে তত্র তত্র। পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥ ২ ॥

2. "*Whatever* desires the desirous wishes he gains. All the desires of the all-satisfied who obtains God, vanish away even in this life.

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং॥ ৩ ॥

3. "God can be gained neither by the Vedas nor by reminiscence, nor by audition. He who desires Him, obtains Him. To him alone does He display himself.

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যোন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষআত্মা বিশতে ব্রহ্ম ধাম॥ ৪ ॥

4. "God can be gained neither by weakness nor by thoughtlessness, nor by illegitimate wisdom The Soul of that knowing person who strives to gain Him through their opposites, enters the Supreme who is the abode of all.

সংপ্রাপ্যৈনমৃষয়োজ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানোবীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ। তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরাযুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥ ৫ ॥

5. "The sage observers who have made themselves all-satisfied with divine wisdom, to whom God has fully displayed himself, who are all-placid and all-peaceful, and whose minds are well-regulated, knowing the Omnipresent thoroughly do enter Him who *is All in All.*

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥ ৬ ॥

6. "They who are versed in the Vedant and understand it well, who have not a blind fondness for any worldly object, who are assiduous and whose minds are pure, at the end dwell in God all-free and immortal.

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাদেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু। কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্বএকীভবন্তি॥ ৭ ॥

7. "When the fifteen members of his body are resolved into their primal elements, and the senses are not affected by their operant causes, acts and the soul—all become one, when the latter dwells in the Super-Excellent and Irreducible.

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥ ৮ ॥

8. "As rivers flowing merge into the sea, losing all name and form, so the knower *of God*, freed from all name and form, gains Him who is the Excellence of all excellences, Perfect and Glorious.

সযোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি॥ ৯ ॥

9. "He who knows God becomes like God *in wisdom and happiness.* None in his race becomes ignorant of God. He escapes sorrow, escapes sin, and, extricated from mental knots, becomes immortal.

তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়াব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্যৈস্তু চীর্ণং॥ ১০ ॥

10. "It is told in the following: To those who are pious, observe ritual institutions, — are versed in the Veds, and themselves give oblations to fire with reverence, should such knowledge of God be communicated; if the ceremony about the keeping of fire upon the head, be *previously* performed."

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোধীতে। নমঃ পরমঋষিভ্যোনমঃ পরমঋষিভ্যঃ॥ ১১ ॥

11. What Ungira said before, is all true. He who has not performed the above ceremony, should not read this. Salutation to the great sages, to the great sages, salutation!

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা

বিজ্ঞাপন

গত ১৩ ভাদ্র দিবসীয় বিশেষ সভার অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৫ কার্ত্তিক রাত্রি সাত ঘন্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে পশ্চালিখিত প্রস্তাব সকল বিচারিত হইবে।

১ — মূল নিয়মানুযায়ি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তদুপযোগি নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার ভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হইল।

২ — ১৭৬৭ শকের নিয়ম পত্রের ২৬ সংখ্যক নিয়ম বিচারিত হয়।

৩ — ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যে ধন এই সভাতে প্রেরিত হইবে, তাহা মূল ধন রূপে রক্ষিত হইবে, সে ধন ব্যয় হইবেক না। কিন্তু তাহার বৃদ্ধি হইতে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

নির্ব্বোধদিগের প্রতি পরমেশ্বরের শক্তি উপাসনার বিধি পূর্ব্বাবধি আছে, কিন্তু আধুনিক শাক্তদিগের পূজা পদ্ধতি ও ব্যবহারাদি সমস্তি তন্ত্র শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হর পার্ব্বতীর প্রশ্নোত্তর স্বরূপ যে সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ তন্ত্র নামে খ্যাত, তাহার তিন ভাগ, যথা আগম, যামল এবং তন্ত্র। বারাহী তন্ত্রে ইহারদিগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ করিয়াছেন।

> সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং তথার্চ্চনং।
> সাধনঞ্চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
> ষট কর্ম্মসাধনঞ্চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
> সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্তমাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥

সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার পূজা, সাধন ও পুরশ্চরণ, ষট কর্ম্ম সাধন, এবং চারি প্রকার ধ্যানযোগ এই সপ্ত লক্ষণযুক্ত যে তন্ত্র তাহাকে পণ্ডিতেরা আগম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

> সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনং।
> ক্রমসূত্রং বর্ণভেদোজাতিভেদস্তথৈব চ॥
> যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতোযামলস্যাষ্টলক্ষণং।

সৃষ্টি, জ্যোতিষ, আখ্যান, নিত্য কর্ম্ম, ক্রমসূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং যুগধর্ম্ম এই অষ্ট লক্ষণযুক্ত তন্ত্রকে যামল শব্দে উক্ত করিয়াছেন।

> সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয়এব চ।
> দেবতানাঞ্চ সংস্থানং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনং॥
> তথৈবাশ্রমধর্ম্মশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
> সংস্থানঞ্চৈব ভূতানাং যন্ত্রাণাঞ্চৈব নির্ণয়ঃ॥
> উৎপত্তির্ব্বিবুধানাঞ্চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতং।
> সংস্থানং জ্যোতিষাঞ্চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
> কোষস্য কথনঞ্চৈব ব্রতানাং পরিভাষণং।
> শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাঞ্চ বর্ণনং॥
> হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসশ্চৈব লক্ষণং।
> রাজধর্ম্মোদানধর্ম্মোযুগধর্ম্মস্তথৈব চ॥
> ব্যবহারঃ কথ্যতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনং।
> ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, মন্ত্রনির্ণয়, দেব সংস্থান, তীর্থ বর্ণন, আশ্রম ধর্ম্ম, বিপ্রসংস্থান, প্রাণিদিগের সংস্থান, যন্ত্র নির্ণয়, দেবতাদিগের উৎপত্তি, বৃক্ষের বিধান, জ্যোতিষ সংস্থান, পুরাণের আখ্যান, অভিধান কথন, ব্রতের পরিভাষা, শৌচাশৌচের বিবরণ, নরক বর্ণন, হরচক্রের বৃত্তান্ত, স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ, রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহার, অধ্যাত্মবর্ণন, ইত্যাদি লক্ষণ যাহাতে আছে তাহাকে তন্ত্র নামে বলিয়াছেন *।

বারাহীতন্ত্রে ইহারদিগের সংখ্যা এবং নাম ব্যক্ত করিয়াছেন। আগমের নাম যথা মুক্তক, প্রপঞ্চ, সারদা, মহার্ণব, কপিল, যোগ, কল্প, কপিঞ্জল, অমৃতশুদ্ধি, বীর, শুদ্ধসম্বরণ। যামলের নাম যথা আদিযামল, ব্রহ্ম যামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, গণেশযামল, আদিত্যযামল। তন্ত্রের নাম যথা নীলপতাকাতন্ত্র, বামকেশ্বরতন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্র, যোগার্ণবোত্তমতন্ত্র, মায়াতন্ত্র, দক্ষিণামূর্ত্তিতন্ত্র, কালিকাতন্ত্র, কামেশ্বরীতন্ত্র, হরগৌরীতন্ত্র, তন্ত্রনির্ণয়তন্ত্র, কুব্জিকাতন্ত্র, দেবীমহাতন্ত্র, কাত্যায়নীতন্ত্র, প্রত্যঙ্গিরাতন্ত্র, মহালক্ষ্মীতন্ত্র, ত্রিপুরার্ণবতন্ত্র, সরস্বতীতন্ত্র, আদ্যত-

* ইহা ভিন্ন ডামর নামে কতক গুলীন তন্ত্র আছে, যথা যোগডামর, শিবডামর, দুর্গাডামর, সারস্বতডামর, ব্রহ্মডামর, গন্ধর্ব্বডামর।

that int
the se

Gঘৌত্তমতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, বারাহীতন্ত্র, গবাক্ষতন্ত্র, নারায়ণীতন্ত্র, মৃড়ানীতন্ত্র ণ। ৩

১—যদিও তন্ত্র প্রচারের কাল নির্দ্দিষ্ট করা দুষ্কর, কিন্তু বেদ স্মৃতি প্রভৃতি অন্য অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা যে ইদানীন্তন রচিত হইয়াছে তাহার কোন সংশয় নাই, যেহেতু নানা তন্ত্রে উক্ত শাস্ত্র সমুদয়ের উল্লেখ প্রাপ্ত হইতেছে।

বহুক্লেশকরং কর্ম্ম বৈদিকং ভূরিসাধনং।
কর্তুং ন যোগ্যামনুজাশ্চিন্তাব্যাকুলমানসাঃ॥
ত্যক্তুং কর্তুং ন চার্হন্তি সদাকাতরচেতসঃ।
বেদার্থযুক্তশাস্ত্রাণি স্মৃতিরূপাণি ভূতলে॥
তদা অং প্রকটীকৃত্য তপঃ স্বাধ্যায়দুর্ব্বলান্।
লোকান্ সন্তারয়েঃ পাপাৎ দুঃখশোকাময়প্রদাৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ১ উল্লাসে।

যখন চিন্তাতে ব্যাকুল হইয়া মনুষ্য সকল বহু ক্লেশসাধ্য বৈদিক কর্ম্ম অসমর্থ হয়, এবং কাতরচিত্ত হইয়া তাহার পরিত্যাগ ও অনুষ্ঠান উভয়ে অযোগ্য হয়, তখন তুমি বেদার্থযুক্ত স্মৃতি শাস্ত্র সকল পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়া তপঃ স্বাধ্যায়ে অশক্ত লোক সকলকে শোক দুঃখ রোগ জনক পাপ হইতে উত্তীর্ণ কর।

ইতিহাস পুরাণাদিরও অনেক কাল পরে যে মহানির্ব্বাণাদি তন্ত্র রচিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে, যেহেতু উক্ত সকল তন্ত্রে তাহারদিগের নাম ধৃত করিয়াছেন।

নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাং।
বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশোভবিতা বিভো॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ১ উল্লাসে।

হে বিভু! নানা ইতিহাসযুক্ত ও নানা পথ প্রদর্শক পুরাণ সকলের বিনাশ হইবেক।

নির্ব্বাণতন্ত্রে পুরাণের সংখ্যা পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন।

অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণেনৈব যৎ ফলং।
মেরুতুল্যসুবর্ণঞ্চ গুরবে ব্রহ্মরূপিণে ইত্যাদি॥
নির্ব্বাণতন্ত্রং।

অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল হয় এবং গুরুকে মেরু তুল্য স্বর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, তন্ত্র শ্রবণে তদপেক্ষা কোটি গুণ ফল হয়।

ন্যায়াদি দর্শনেরও পরে তন্ত্র হইয়াছে, যেহেতু তন্ত্রে নিন্দা উপলক্ষে তাহারদিগের নাম ধৃত করিয়াছেন।

কণাদেন চ সংপ্রোক্তং শাস্ত্রং বৈশেষিকং মহৎ।
গৌতমেন তথা ন্যায়ং সাংখ্যন্তু কপিলেন তু॥
ধিষণেন তথাপ্রোক্তং চার্ব্বাকমতিগর্হিতং।
দৈত্যানাং নাশনার্থায় বিষ্ণুনা বুদ্ধরূপিণা॥
বৌদ্ধশাস্ত্রং তথা প্রোক্তং নগ্ননীলপটাদিকং।
গন্ধর্ব্বতন্ত্রে প্রথমপটলে।

কণাদের দ্বারা বৈশেষিক শাস্ত্র, গৌতমের দ্বারা ন্যায়, কপিলের দ্বারা সাংখ্য, বৃহস্পতির দ্বারা অতিনিন্দিত চার্ব্বাক শাস্ত্র, এবং দৈত্য বিনাশের নিমিত্তে বুদ্ধরূপি বিষ্ণুর দ্বারা নগ্ন নীল পটাদি বৌদ্ধ শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে।

গৌতমপ্রোক্তশাস্ত্রার্থনিরতাঃ সর্ব্বএব হি।
শার্গালীং যোনিমাপন্নাঃ সন্দিগ্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
গন্ধর্ব্বতন্ত্রে।

গৌতমোক্ত শাস্ত্রে প্রবৃত্ত ব্যক্তি সকল সর্ব্ব কর্ম্মে সন্দিগ্ধ হইয়া শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়।

১. দুই তন্ত্রে এক অভিপ্রায় প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর; এ তন্ত্রে নিন্দা উক্তিতে দর্শন শাস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কুলার্ণবে তাহারদিগকে প্রশংসা উপলক্ষে ধৃত করিয়াছেন।

দর্শনেষু চ সর্ব্বেষু চিরাভ্যাসেন মানবাঃ।
মোক্ষং লভন্তে কৌলে তু সদ্যএব ন সংশয়ঃ॥
ষড়্ দর্শনানি মেঽঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ।
তেষু ভেদং হি যঃ কুর্য্যাম্মমাঙ্গচ্ছেদএব হি॥

মনুষ্য সকল দর্শন শাস্ত্রের চির অভ্যাস দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন, কিন্তু কৌল যাহারা তাহারা অচিরাৎ সদ্যই মুক্ত হয়েন। ষড় দর্শন আমার পাদ, কুক্ষি, হস্ত, শির এই ছয় অঙ্গ তাহার ভেদ করিলে আমারই অঙ্গচ্ছেদ হয়।

অমরকোষ অভিধানে স্বর্গ বর্গে শাস্ত্র গণনার মধ্যে তন্ত্রকে ধৃত করেন নাই, অতএব সেই গ্রন্থকর্ত্তা অমর সিংহের সময়েও তন্ত্রের প্রচার ছিল না।

৩ বিদ্যাক্ষর বর্ণোদ্ধার তন্ত্রে যে সকল অক্ষরের আকৃতি বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা অক্ষরের আকৃতি, যাহা দেবনাগর অক্ষরের বহুকাল পরে ইদানীন্তন সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কামধেনু তন্ত্রে যে যে অক্ষরের আকার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও বাঙ্গলা অক্ষর।

ণ এতদ্ভিন্ন, যে সকল প্রধান তন্ত্রের নাম এইক্ষণে দৃষ্ট হয়, সে সমুদয় বারাহী তন্ত্র রচনার পরে সৃষ্ট হইয়াছে, নতুবা ইহাতে তাহারদিগের নাম ধৃত করিতেন। পরন্তু ইহা ভিন্ন বর্ণিত কপিলাদির উক্ত যে সকল উপতন্ত্র আছে তাহা এস্থলে ধৃত করেন নাই, কিন্তু তাহা এতন্ত্রের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, যেহেতু

অতএব এই সকল তন্ত্র বাঙ্গলা অক্ষর সৃষ্ট হইবার পরে ইদানীং রচিত হইয়াছে §।

১— তন্ত্র সকল যদিও সামান্যতঃ পুরাণাদির পরে রচিত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন পুরাণ, বা তদন্তর্গত অনেক শ্লোক বিশেষ বিশেষ তন্ত্রের পরেও লিখিত হইয়াছে, যেহেতু পুরাণ বিশেষে কতক তন্ত্রের নাম প্রাপ্ত হইতেছে।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী॥
করালভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমাশ্রিতং।
এবম্বিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু॥
কূর্ম্মপুরাণং॥

শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ যে সকল শাস্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতে যে নিষ্ঠা সে তামস, এবং করাল ভৈরব, যামল, এবং বামাচার প্রতিপাদক যে সকল তন্ত্র, তাহা মোহের কারণ হয়।

এবং সম্বোধিতোরুদ্রোমাধবেনমুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোপি শিবেরিতঃ॥
কাপালংনাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমং।
পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥
কূর্ম্মপুরাণে ১৪ অধ্যায়ে।

বিষ্ণুর সম্বোধন দ্বারা শিব, এবং শিবের আদেশ দ্বারা বিষ্ণু, কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্ব পশ্চিম ভৈরব, পঞ্চরাত্র, পাশুপত এবং অন্য সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপ্রধান পদ্মপুরাণে শিবশাস্ত্রের নিন্দা সূচক শ্লোকে অনেক আগমের নাম ধৃত করিয়াছেন যথা

কঙ্কালশৈবপাষণ্ডমহাশৈবাদিকং মতং।
অসদাগমমিত্যাহুঃ কৃত্বাচরণমেব চ॥
ইহামুত্র গমিষ্যন্তি নরকং অতিদারুণং।
যে মে মতমবষ্টভ্য চরন্তি পৃথিবীতলে॥
সর্ব্বধর্ম্মে চ রহিতা যাস্যন্তি নিরয়ং সদা।
পদ্মপুরাণং।

কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড, মহাশৈবাদি শাস্ত্রকে অসৎ আগম বলিয়াছেন। তদনুসারে অনুষ্ঠান করিয়া ইহ লোকে ও পরলোকে অতি দারুণ নরক প্রাপ্ত হয়। যাহারা আমার মত পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আচরণ করে, তাহারা সর্ব্ব ধর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া নরক গমন করে।

২— সকল তন্ত্র যে এককালে রচিত হইয়াছে এমত নহে, যেহেতু পুরাণের ন্যায় বিশেষ বিশেষ তন্ত্রে পূর্ব্ব রচিত অন্য অন্য তন্ত্রোক্ত উপাসনাকে নিন্দা করিয়াছেন। কোন তন্ত্রে লেখেন

পশুশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ময়ৈব কথিতানি বৈ।
মূর্ত্ত্যন্তরঞ্চ গত্বৈব মোহনায় দুরাত্মনাং॥
মহাপাপবশাম্নৃণাং বাঞ্ছা তেষ্বেব জায়তে।
তেষাঞ্চ সদ্গতির্নাস্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥
কুলার্ণব ২ উল্লাস।

আমি শরীর বিশেষ ধারণ করিয়া দুরাত্মাদিগের মোহ জন্য পশু শাস্ত্র সকল বলিয়াছি। মহা পাপ কারণ তাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, শতকোটি কল্পেও তাহাদিগের সদ্গতি হয় না।

কুত্রাপি লেখেন যে

বামাগমোমদুক্তোয়ং সর্ব্বশূদ্রপরঃ প্রিয়ে।
ব্রাহ্মণোমদিরাদানাদ্ব্রাহ্মণ্যেন বিযুজ্যতে॥
ন কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ইদন্তু সাহসংদেবি ন কর্ত্তব্যং কদাচন॥
দক্ষিণাচারতন্ত্ররাজঃ।

বামাচার প্রধান যে আগম আমি বলিয়াছি তাহা শূদ্রের নিমিত্তে জানিবে, ব্রাহ্মণ মদিরা দান করিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয়। ইহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, ইহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

৩— কোন কোন তন্ত্রে লেখেন যে কলিতে বীরভাবেই সিদ্ধি লাভ হয়; পশুভাব মহাদুরদৃষ্টের কারণ।

---

§ উদাহরণ স্বরূপ দুই এক বর্ণের মূর্ত্তি লিখিতেছি যথা—

ককারঃ। বামরেখা ভবেদ্ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা।
অধোরেখা ভবেদ্রুদ্রোমাত্রাসাক্ষাৎ সরস্বতী॥
কুণ্ডলী চাঙ্কুশাকারা মধ্যশূন্যং সদাশিবঃ।
বর্ণোদ্ধারে।

ঊর্দ্ধকোণে স্থিতা বামা ব্রহ্মশক্তিরিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তিরিতীরিতা॥
দক্ষকোণে স্থিতা শক্তীরৌদ্রী সংহাররূপিণী।
কামধেনুতন্ত্রে।

বকারঃ। কোণত্রয়যুতারেখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।
মায়াশক্তিঃ পরা নিত্যা ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে॥
বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে।

ঊর্দ্ধ, বাম, এবং দক্ষিণ কোণত্রয়, ঊর্দ্ধ, বাম, দক্ষিণ, অধোরেখা বিশিষ্ট এবং অঙ্কুশাকার যুক্ত ককার, এবং ত্রিকোণ বিশিষ্ট বকার বঙ্গাক্ষর ব্যতীত দেবনাগরাদি অন্যান্য কোন অক্ষরে হইতে পারে না। ইহার দ্বারা আরও অনুমান হইতেছে যে বঙ্গদেশে এই সকল তন্ত্রের রচনা হইয়াছে।

১— নানা স্থানে নানা ব্যক্তির দ্বারা বিবিধ তন্ত্র রচিত হওয়াতে যে রূপ তাহার প্রামাণ্য হওয়াই দুষ্কর হইয়াছে, তদ্রূপ পুরাণেতেও অনেক কৃত্রিম আরোপ হইয়াছে, এনিমিত্তে কোন কোন পুরাণ বা পুরাণান্তর্গত কোন কোন শ্লোক অনেক তন্ত্রের পরে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু প্রধান প্রধান পুরাণ তন্ত্রের তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহার সংশয় নাই। বিষ্ণুপুরাণে শাস্ত্র গণনার মধ্যে ন্যায় মীমাংসা প্রভৃতি সকলের প্রসঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু তন্ত্রের নাম গন্ধও নাই।

পশুভাবদিব্যভাবৌ স্বয়মেব নিবারিতৌ।
কলৌ ন পশুভাবোস্তি দিব্যভাবঃ কুতোভবেৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

পশুভাব এবং দিব্য ভাব স্বয়ং নিবারণ করিয়াছ, কলিতে পশুভাবই নাই দিব্য ভাব কি প্রকারে হইবে?

কলৌ ন পশুভাবোস্তি দিব্যভাবঃ কুতোভবেৎ।
অতোদ্বিজাতিভিঃ কার্য্যং কেবলং বীরসাধনং॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বীরভাবং বিনা দেবি সিদ্ধির্নাস্তি কলৌযুগে॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং॥

কলিতে পশুভাব নাই, দিব্য ভাব কি প্রকারে হইবে? অতএব দ্বিজাতি সকল কেবল বীরসাধনা করিবেক। সত্য সত্য পুনঃ সত্য বলিতেছি, হে দেবি! বীর ভাব বিনা কলিতে সিদ্ধি নাই।

জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণস্তুবিশেষতঃ।
পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যাৎ পশুর্নস্যান্মমাজ্ঞয়া॥
কামাখ্যাতন্ত্রং॥

জম্বুদ্বীপে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পশু হইবেন না, কদাপি পশু হইবেন না, এই আমার আজ্ঞা।

ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অন্যত্র লেখেন যে কলিকালে বীর ভাব নাই, কেবল পশু ভাবেই সিদ্ধি হয়।

দিব্যবীরময়োভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং॥

কলিতে দিব্য বীর ভাব কদাপি নাই, কেবল পশু ভাব দ্বারা লোকের মন্ত্র সিদ্ধি হয়।

পশুভাবে সদা সিদ্ধির্নান্যভাবে কদাচন।
দিব্যবীরমতংনাস্তি কলিকালে সুলোচনে॥
সিদ্ধলহরীতন্ত্রং।

পশুভাবে সদা সিদ্ধি হয়, অন্য কোন ভাবে হয় না। হে সুলোচনে! কলিতে দিব্য বীর মত নাই।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রামৈথুনমেব চ।
শ্মশানসাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেব চ॥
এতত্তে কথিতংসর্ব্বং দিব্যবীরমতং প্রিয়ে।
দিব্যবীরমতংনাস্তি কলিকালে সুলোচনে॥
কলৌ পশুমতং শস্তং যতঃ সিদ্ধীশ্বরোভবেৎ॥
কালীবিলাস তন্ত্রং।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, শ্মশানসাধন, চিতাসাধন, এই সকল দিব্য বীর মত তোমাকে কহিয়াছি। হে সুলোচনে! কলিকালে দিব্য বীর মত নাই, কলিতে পশুমতই প্রশস্ত, যাহাতে [illegible] সিদ্ধ হয়।

ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণোমদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামকামোব্রাহ্মণোপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥
শ্রীক্রমঃ।

ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে কদাচিৎ মদ্য দান করিবেক না, ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মদ্য মাংস ভক্ষণ করিবেক না।

কেহ কেহ বলেন যে মদ্যের নিষেধ যে স্থানে করিয়াছেন সে শোধিত মদ্যের নহে, কিন্তু এ স্থানে মদ্য শোধন পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন যথা

ন মদ্যং প্রপিবেদ্দেবি কলিকালে কদাচন।
"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে॥
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"
ইত্যাদি বচনং দেবি সত্যত্রেতার্দ্ধসম্মতং॥
পীত্বা মদ্যং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।
সত্যত্রেতাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মদ্যশোধনং॥
ন কলৌ শোধনং মদ্যে নাস্তি নাস্তি বরাননে।
ন কর্ত্তব্যং কলৌ মদ্যপানঞ্চ নগনন্দিনি॥
কালীবিলাসতন্ত্রং।

হে দেবি! কলিকালে মদ্য পান করিবেক না। "পুনঃ পুনঃ পান করিয়া ভূতলে পতিত হইবে, উঠিয়া পুনর্ব্বার পান করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না।" ইত্যাদি বচন সত্য ও ত্রেতার অর্দ্ধ কালের নিমিত্ত হয়। কলিতে মদ্য পান করিলে পদে পদে ব্রহ্ম হত্যা হয়। সত্য এবং ত্রেতার পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত মদ্য শোধন প্রশস্ত ছিল। হে বরাননে! কলিতে মদ্য শোধন নাই, হে নগনন্দিনি! কলিতে মদ্য পান কর্ত্তব্য নহে।

মূল শাস্ত্র বেদ প্রকাশের পরে স্মৃত্যাদি অন্য অন্য যে শাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে বৈদিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য অনুসারে কর্ম্মকাণ্ডাদি বিস্তৃত হইয়াছে, এ নিমিত্তে তাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে যে বেদ বিরুদ্ধ যে কোন শাস্ত্র তাহা গ্রাহ্য নহে। কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রের যে প্রকার ভাব তাহাতে বেদকে অতিক্রম করিয়া তন্ত্রোক্ত ইদানীন্তন ধর্ম্ম এই কালে প্রচার করিবার নিমিত্তেই তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয়। এ নিমিত্তে নিত্য নৈমিত্ত সমুদয় কর্ম্ম তন্ত্রে নূতন পদ্ধতি ক্রমে রচিত হইয়াছে, এবং

পরস্পর বিরোধি আচারের প্রতি যে প্রবৃত্ত যে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন বিরুদ্ধ আচারের প্রতিপাদক তন্ত্র সকল কল্পিত হইয়াছে [illegible] এক সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল এই প্রকার। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "পীত্বা পীত্বা" ইত্যাদি বচন দ্বারা কুলাচারের বিধি প্রদান করেন, তৎপরে কালীবিলাস তন্ত্রে সেই বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার এক কালে নিষেধ করিয়াছেন এই প্রকারে পশ্বাচার নিবারণ জন্য কুলতন্ত্র এবং কুলাচার নিবারণ জন্য পশু তন্ত্র সকল কল্পিত হইয়া এইক্ষণে অসংখ্য তন্ত্র বিস্তারিত হইয়াছে। তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা নবীন তন্ত্র রচনার পথও পরিষ্কৃত রাখিয়াছেন। তাঁহারা কহেন যে পার্ব্বতীর প্রশ্ন ক্রমে মহাদেব অদ্যাপি তন্ত্র সকল ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবেক।

বেদের সম্পূর্ণ বিপরীত * যথেষ্ট মদ্য মৈথুনাদি ঘৃণিত দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি বাহুল্য রূপে বিস্তারিত হইয়াছে। বেদ বিরুদ্ধ প্রযুক্ত ইহা আদরণীয় না হয় এই আশঙ্কা হেতু তন্ত্রকে বেদ॥ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, এবং প্রকৃত বেদকে অগ্রাহ্য করিয়া বারম্বার আদেশ করিয়াছেন যে কলিকালে তন্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত আর নিস্তারের উপায় নাই।

তন্ত্রোক্তং ধ্যানমন্ত্রঞ্চ প্রশস্তং ভারতে কলৌ।
বেদোক্তঞ্চৈব স্মৃত্যুক্তং পুরাণোক্তং বরাননে॥
ন শস্তং চঞ্চলাপাঙ্গি কদাচিদ্ভারতে কলৌ

পুরশ্চরণরসোল্লাসতন্ত্র ৩ পটল।

কলিকালে তন্ত্রোক্ত ধ্যান মন্ত্র প্রশস্ত, হে বরাননে! বেদোক্ত, স্মৃত্যুক্ত ও পুরাণোক্ত ধ্যান মন্ত্র কলিযুগে কদাপি প্রশস্ত নহে।

নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়াবিষহীনোরগাইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকাইব॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

বৈদিক কর্ম্ম সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে, সত্যাদি কালে তাহারা সফল ছিল, কলিতে মৃত প্রায় হইয়াছে।

পরব্রহ্মোপাসনাতে অসমর্থ মনুষ্যদিগের ইন্দ্রিয় সংযম ও সৎ প্রবৃত্তির নিমিত্তে বেদে তদুপযোগি কর্ম্ম কাণ্ডের বিধান হইয়াছে, কিন্তু তন্ত্রে দুর্ব্বলাধিকারি শক্তি উপাসকদিগের অনুষ্ঠেয় যে সমুদয় কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রিয়ের শৈথিল্য এবং অসৎ প্রবৃত্তিই হইতে পারে§। তাঁহারা ঐশ্বরী শক্তির তন্ত্রোক্ত কল্পিত মূর্ত্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাকে সজীব সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে আবাহন করেন†, এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, গন্ধ, নৈবেদ্য, পরিধানীয় বস্ত্রাদি প্রদান করেন, ও অধিকারি বিশেষে যথেষ্ট মদ্য মাংসাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যদিও বীজ শক্তির উপাসনাই শাক্তের ধর্ম্ম, তথাপি চিনী প্রণালী ক্রমে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি বিশিষ্ট বিশেষ ব্যক্তির ইষ্ট দেবতা রূপে উপদিষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে যিনি গর্ভাধানাদি ক্রিয়া করিতেন, ও সন্তানের অন্ন প্রাশন করাইতেন, তিনিই বিশেষতঃ গুরু শব্দে উক্ত হইতেন।

নিষেকাদীনি কর্ম্মাণি যঃ করোতি যথা বিধি।
সম্ভাবয়তি চান্নেন স বিপ্রোগুরুরুচ্যতে॥

মনু ২ অধ্যায়ে।

যে বিপ্র গর্ভাধানাদি ক্রিয়া বিধি পূর্ব্বক করেন ও অন্নপ্রাশন দ্বারা বর্দ্ধিত করেন, তিনি গুরু শব্দে উক্ত হয়েন।

* এদেশে সময়ে সময়ে বেদ বিরুদ্ধ কত শাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে এবং নষ্টও হইয়াছে, "উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ। তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ" ॥ মনু ১২ অধ্যায়। প্রতিমা পূজার ন্যায় নদ, নদী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি পূজারও যথেষ্ট বিধান আছে, যথা গঙ্গারূপে নদী পূজা, ভগবতীরূপে গাভীপূজা, ষষ্ঠী রূপে বট বৃক্ষ পূজা, এবং সিংহ, কুক্কুর, ময়ূর, ইন্দুর প্রভৃতি নানা বাহনের পূজা।

॥ তন্ত্রে সকলই নূতন সৃষ্টি; ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্ব চারিবেদ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস চারি আশ্রম; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারি বর্ণ চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে, এইক্ষণে তন্ত্রে আগমকে পঞ্চম বেদ, কৌলকে পঞ্চমাশ্রম এবং সামান্য বর্ণ নামে এক পঞ্চম বর্ণ উক্ত করিয়াছেন। নিরুত্তরতন্ত্রে "আগমঃ পঞ্চমোবেদঃ কৌলস্তু পঞ্চমাশ্রমঃ।" মহানির্ব্বাণে "কৃতাদৌ কলিকালে তু বর্ণাঃপঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রঃসামান্যএব চ॥"

§ ইদানীন্তন দেবপূজা মনুষ্য সেবার অবিকল অনুরূপে কল্পিত হইয়াছে, এবং মনুষ্যের যে যে ইন্দ্রিয় সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সুখ জনক উপচার সকল উক্ত হইয়াছে; ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখ জনক গন্ধ, রসেন্দ্রিয়ের সুখ জনক নানাপ্রকার ভক্ষ্য পানীয় দ্রব্য, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখজনক চন্দনাদি শীতল দ্রব্যদান ও চামর ব্যজন, এবং শ্রুতঃ শ্রবণের সুখজনক গীত নাট্যাদির বিধান আছে। অতি দুশ্চরিত্র নির্লজ্জ মনুষ্যেরও যাহাতে আমোদ জন্মে এমত অভদ্র ক্রিয়া সকলের বিধি দিয়াছেন যথা

ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ॥

স্মার্ত্তধৃতকালিকাপুরাণবচনং।

† সামান্যতঃ সকল দেবতার অর্চ্চনাতে আবাহন বিসর্জ্জন প্রভৃতির বিশেষ বিধান করিয়াছেন, কেবল পরব্রহ্মোপাসনাতে তাহা অসম্ভব প্রযুক্ত তন্ত্রেও ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে "পূজনে পরমেশস্য নাবাহনবিসর্জ্জনে" ॥ ফলতঃ তন্ত্রেও অন্য অন্য দেব পূজার ন্যায় ব্রহ্ম সাধনাতে ব্রহ্ম চিন্তা এবং ইন্দ্রিয় নিয়ম ব্যতীত কালাকাল শৌচাশৌচ এবং আসনের শুভাশুভ প্রভৃতি অন্য কোন নিয়মের আদেশ করেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারোত্র ত্যাজ্যোগ্রাহ্যোন বিদ্যতে। ন কাল শুদ্ধির্নিয়মো ন বা স্থাননিরূপণং। অভক্তোবাপি ভক্তো বা স্নাতোবাস্নাতএব বা। সাধয়েৎ পরমং মন্ত্রং স্বেচ্ছাচারেণ সাধকঃ। জ্ঞানিনোঽত্র কুত্রাপি মরণে মোক্ষএব চ॥" তবে ব্রহ্মোপাসকের যে অনুষ্ঠান আবশ্যক তাহা দৃঢ় রূপে লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মে ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ। পরোপকারনিরতোনির্ব্বিকারঃ সদাশ্রয়ঃ। অমা সর্য্যহীনো দম্ভী চ দয়াবান্ শুদ্ধমানসঃ। মাতাপিত্রোঃ প্রীতিকরস্তয়োঃ সেবনতৎপরঃ।"

কিন্তু তন্ত্রাধিকারে যিনি জ্ঞানদাতা ইষ্ট মন্ত্রোপদেশক, তিনিই গুরু শব্দের বাচ্য হয়েন।

যস্মাত্ মহামন্ত্রঃ শ্রূয়তেঽভ্যস্যতেপি বা।
স গুরুঃ পরমোজ্ঞেয়স্তদাজ্ঞা সিদ্ধিদায়িনী॥
পিচ্ছিলাতন্ত্রে।

যাঁহার মুখে মহামন্ত্র শ্রবণ এবং অভ্যাস করা যায়, তিনি পরম গুরু জানিবে, তাঁহার আজ্ঞা সিদ্ধিদাত্রী।

স্বয়ং শুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানাপন্ন না হইলে তদ্দ্বারা জ্ঞানোপদেশ সম্ভবে না * এ নিমিত্তে গুরুর এই উৎকৃষ্ট লক্ষণ উক্ত করিয়াছেন যথা।

সর্ব্বশাস্ত্রপরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎসদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ সাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃসত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে॥
বিশ্বসারতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে।

সর্ব্বশাস্ত্র তৎপর, নিপুণ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, মিষ্টভাষী, সুন্দর, উত্তমাঙ্গ, কুলাচার বিশিষ্ট, সুদৃশ্য, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, যথা লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, শান্ত, পিতৃ মাতৃ হিতকারী, সর্ব্বকর্ম্ম পরায়ণ, আশ্রমী, এবং দেশস্থায়ী এই প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইবেন।

এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া গুরু গ্রহণ করিবেক। যে গুরুকে একবার বরণ করা গিয়াছে, পরে তাঁহাকে দোষগ্রস্ত ও অযোগ্য জানিলে পরিত্যাগ করিবেক।

অতোহি মনুজং লুব্ধং দুষ্টং শিষ্যোহি সংত্যজেৎ।
সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুরেব হি॥
জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাজ্ জ্ঞানং পরাৎপরং।
অতোযোজ্ঞানদানং হি ন ক্ষমেত্তং ত্যজেদ্গুরুং॥
মধুলুব্ধোযথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যোগুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥
কামাখ্যাতন্ত্রে তৃতীয় পটলে।

লোভি ও অন্য অন্য দোষযুক্ত গুরুকে শিষ্য ত্যাগ করিবেক। পৃথিবীতে জ্ঞানের নিমিত্তেই সকলের গুরুর প্রয়োজন, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইহেতু জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যে গুরু জ্ঞান দানে অশক্ত, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেক। ভ্রমর যেরূপ মধুলোভে পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমণ করে, শিষ্য ও সেরূপ জ্ঞানলোভে ভিন্ন ভিন্ন গুরুকে প্রাপ্ত হয়েন।

গুরুর ন্যায় শিষ্যেরও উৎকৃষ্ট লক্ষণ করিয়াছেন।

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্থপরায়ণঃ।
অধীতবেদঃ কুশলোদূরমুক্তমনোভবঃ॥
হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যমাস্তিকস্ত্যক্তনাস্তিকঃ।
স্বধর্ম্মনিরতোভক্ত্যা পিতৃমাতৃহিতোদ্যতঃ॥
বাঙ্মনঃকায়বসুভিস্তু গুরুশুশ্রূষণে রতঃ॥
এতাদৃশগুণোপেতঃ শিষ্যোভবতি নাপরঃ।
সারদাতিলকে দ্বিতীয়পটলে।

আচারাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, শুদ্ধচিত্ত, বেদ পারগ, নিপুণ, জিতকাম, সর্ব্বপ্রাণির নিত্য হিতৈষী, আস্তিক,স্বধর্ম্মে রত,ভক্তিপূর্ব্বক পিতা মাতার হিতে প্রবৃত্ত, কায়মনোবাক্য ও ধন দ্বারা গুরু শুশ্রূষাতে নিযুক্ত, এই প্রকার গুণ বিশিষ্ট যিনি তিনি শিষ্য যোগ্য হয়েন, অন্য কেহ হয়েন না।

চতুর্ভিরাদ্যৈঃ† সংযুক্তঃ শ্রদ্ধাবান্ সুস্থিরাশয়ঃ।
অলুব্ধঃ স্থিরগাত্রশ্চ প্রেক্ষাকারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
আস্তিকোদৃঢ়ভক্তিশ্চ গুরৌ মন্ত্রে চ দৈবতে।
এবম্বিধোভবেৎ শিষ্যস্তিতরোদুঃখকৃদ্গুরোঃ॥
কুলমুলাবতারকল্পসূত্রটীকায়াং‡।

শমদমাদি যুক্ত, শ্রদ্ধাবান, স্থিরাশয়, লোভরহিত, স্থির, প্রেক্ষাকারী, জিতেন্দ্রিয়, আস্তিক, গুরু মন্ত্র ও দেবতাতে দৃঢ় ভক্তি বিশিষ্ট, এই প্রকার লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি শিষ্য হইবার অধিকারী, অন্য শিষ্য গুরুর দুঃখের কারণ হয়।

---

* অভিপ্লবশ্চোদ্ধরেন্মূর্খং ন মুর্খোমূর্খমুদ্ধরেৎ।
শিলাং সন্তারয়েল্লৌহোম শিলা তারয়েচ্ছিলাং॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং।

জ্ঞানি ব্যক্তি মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারে, মূর্খ মূর্খকে উদ্ধার করিতে পারে না। লৌহময় অস্ত্র পাষাণ ভেদ করিতে পারে, কিন্তু পাষাণ পাষাণ ভেদ করিতে পারে না।

* এইক্ষণে যথোক্ত লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া গুরু গ্রহণ প্রায় হয় না। পরম্পরা সকল ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব ব্যক্তিই গুরুরূপে গৃহীত হয়েন, ইহাতে সকলের শান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত হইবার যত সম্ভাবনা, তাহা কাহার অবিদিত আছে? বরঞ্চ রুদ্রযামলতন্ত্রে "পরানন্দরহিতং নিন্দিতং ক্রূরং মহাপাতকিনং পরদারগং সকলঙ্কং সদার্থগ্রাহিণং জনহিংসার্থং চৌরং বুদ্ধিহীনং শান্তিবর্জ্জিতং কপটাত্মানং মিথ্যাবাদিনং" ইত্যাদি যে সকল দোষযুক্ত গুরুকে এককালে বর্জ্জিত করিতে বিশেষ আদেশ করিয়াছেন, সেই সকল দোষ ইদানীন্তন অনেক গুরুতেই স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হয়।

† চতুর্ভিরাদ্যৈঃ শমাদিচতুষ্কযুক্তইত্যর্থঃ।
প্রাণতোষিণী।

‡ যদিও শাস্ত্রের এই প্রকার বিধি বটে, কিন্তু এইক্ষণে দীক্ষা কালে শিষ্যের শুভাশুভ লক্ষণ প্রায় কেহ বিচার করেন না, বরঞ্চ রুদ্রযামল তন্ত্রে "অসচ্চরিত্রং বিপ্রগং পরদারাতুরং সত্যবর্জ্জিতং বিদ্যাশূন্যং আশ্রমাচারহীনং ক্রোধিনং কুটিলং দ্বৈতচেতসং" ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত যে সকল শিষ্যকে বর্জ্জিত করিতে ভূয়োভূয় আদেশ করিয়াছেন, তাহারদিগকে বহুযত্নে শিষ্য রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহাতে গুরুর অত্যন্ত অধোগতি লিখিয়াছেন যথা

গুরু শিষ্যকে তাহার ইষ্টদেবতা উপদেশ কালে সেই দেবতার জ্ঞাপক সঙ্কেত স্বরূপ বীজমন্ত্র প্রদান করেন,[২] এবং তাহা অতি গূঢ়রূপে অপ্রকাশ রাখিতে আদেশ করেন। স্বয়ং তন্ত্রেও সেই অসাধারণ বীজ শব্দ সকলকে গুহ্য রাখিবার জন্যে তাহা স্পষ্ট না লিখিয়া সঙ্কেতে জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং তজ্জন্যে কতক সংস্কৃত শব্দের নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তন্ত্র ব্যতীত অন্যত্র কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যথা কালীবীজ "বর্গাদ্যং বহ্নিসংযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতং।" বর্গাদ্য শব্দে 'ক্' বহ্নি শব্দে 'র্' রতি শব্দে 'ঈ' এবং তাহাতে বিন্দু সংযুক্ত, সমুদয়ের উদ্ধার দ্বারা 'ক্রীং' এই মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। ভুবনেশ্বরী বীজ যথা "নকুলীশোঽগ্নিমারূঢ়োবামনেত্রার্দ্ধচন্দ্রবান্।" নকুলীশ শব্দে 'হ্' অগ্নি শব্দে 'র্' বামনেত্র শব্দে 'ঈ' এবং অর্দ্ধচন্দ্র শব্দে 'ঁ', সমুদয়ের উদ্ধার দ্বারা হ্রীঁ এই মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। এইরূপে গোপন রাখিবার জন্য কল্পিত শব্দ সকল দ্বারা সমুদয় দেবতার মন্ত্র উক্ত হইয়াছে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাহার কতক প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা লক্ষ্মীবীজ 'শ্রীঁ'। তারা বীজ 'হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্'। দুর্গাবীজ 'ওঁ হ্রীঁ দূঁ দুর্গায়ৈ নমঃ'। বাগীশ্বরী বীজ 'বদ বদ বাগ্বাদিনি স্বাহা'। পারিজাতসরস্বতীবীজ 'ওঁ হ্রীঁ হ্সৌঁ ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ'। মহালক্ষ্মী 'ওঁ স্ঐং হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্সৌঁ জগৎ প্রসূত্যৈনমঃ'। শ্মশান কালিকাবীজ 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ কালিকে ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ'। শ্যামাবীজ 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণেকালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা'। ভদ্রকালীবীজ 'হ্রৌংকালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা'। মহাকালীবীজ 'ওঁ ফ্রেং ফ্রেং ক্রোং ক্রোং পশূন্ গৃহাণ হূং ফট্ স্বাহা'। ত্রিপুরাবীজ 'হসরৈং' 'হসকলরীং' 'হসরৌঃ'। নিত্যাভৈরবী বীজ 'হসকলরডৈঁ' 'হসকলরডীং' 'হসকলরডৌঁ'। রুদ্রভৈরবীবীজ 'হসখফরেঁ' 'হসকলরীঁ' 'হসৌঃ'। উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী বীজ 'উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনী সুমুখীদেবী মহাপিশাচিনী হ্রীং ঠঃ ঠঃ ঠঃ'। চিটি দেবতার বীজ 'ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা*'। বিশেষ বিশেষ দেবতার যে প্রকার বিশেষ বিশেষ বীজ, [illegible] য়া বিশেষে ঐরূপ অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা নানা প্রকার মন্ত্র ব্যক্ত করিয়া যথা পূর্ণাভিষেকে স্বয়ম্ভুকুসুমাদিশুদ্ধিমন্ত্র, 'প্লুঁং স্লুং মুং ম্লুং স্বাহা'। মদ্যের প্রতি ব্রহ্মশাপ বিমোচনমন্ত্র, 'ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ।' মদ্যের প্রতি শুক্রশাপ বিমোচনমন্ত্র, 'ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ।' মদ্যের প্রতি কৃষ্ণশাপ বিমোচনমন্ত্র, 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাঁ ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ ÷।'

যদি ন ত্যজতে বীরোধনাদিদানহেতুনা।
নারকী শিষ্যবৎপাপী ভবিশিষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥
ক্ষণাদসিদ্ধঃসম্ভবেৎ শিষ্যাসাদিতপাতকৈঃ।
অকস্মান্নরকং প্রাপ্য কার্য্যনাশায় কেবলং॥
বিচার্য্য যত্নাদ্বিধিবৎ শিষ্যসংগ্রহমাচরেৎ।
অন্যথা শিষ্যদোষেণ নরকস্থোভবেদ্গুরুঃ॥
প্রাণতোষিণীধৃতযামলবচনং।

ধনাদি দান হেতু গুরু যদি দোষি শিষ্যকে ত্যাগ না করেন, তবে তিনি শিষ্যের ন্যায় পাপী ও নরকগামী হয়েন। ক্ষণমাত্র তিনি শিষ্যের পাতক প্রযুক্ত অসিদ্ধ হয়েন, এবং অকস্মাৎ নরক প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যনাশের কারণ হয়েন। অতএব যত্ন পূর্ব্বক বিচার করিয়া শিষ্য গ্রহণ করিবেন, নতুবা শিষ্যদোষে গুরু নরকস্থ হয়েন।

* সকল দেবতার বীজ এই প্রকার অপ্রচলিত অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, কেবল ব্রহ্ম মন্ত্র তন্ত্রেও পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক প্রকৃত অর্থ বোধক শব্দের বিন্যাস দ্বারা উক্ত হইয়াছে। যথা

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য সচ্চিৎ পদমুদাহরেৎ।
একং পদান্তে ব্রহ্মেতি মন্ত্রোদ্ধারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রং।

প্রথমে 'ওঁ' পরে 'সচ্চিৎ' পদ, তৎপরে 'একং' এবং শেষে 'ব্রহ্ম' এই শব্দ উদ্ধার করিবেক। অর্থাৎ 'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম'।

[২] সমুদয় দেবতার বীজ তন্ত্রে বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে, কিন্তু বঙ্গদেশে শাক্তের মধ্যে কালী এবং জগদ্ধাত্রী মন্ত্রেই অধিক লোক উপদিষ্ট হয়েন, আর তারা অন্নপূর্ণা, ত্রিপুরা, এবং ভুবনেশ্বরী মন্ত্রেও কতক লোকে দীক্ষিত হইয়া থাকেন। এক এক দেবতার বিবিধ প্রকার বীজ, তন্মধ্যে একাক্ষর মন্ত্রেই অধিক লোক উপদিষ্ট হয়েন।

কঠোপনিষৎ

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখএষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ ॥১॥

অয়ং সংসারবৃক্ষঃ 'ঊর্দ্ধমূলঃ' ঊর্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যস্যেতি সঃ। জন্মমরণশোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবঃ 'এষঃ' সংসারবৃক্ষঃ 'অশ্বত্থঃ' অশ্বত্থবৎ চন্দ্রসূর্য্যপৃথিবীলোকাদিভিঃ শাখাভিঃ 'অবাক্‌শাখঃ' অবাঞ্চ্যঃ শাখাঃ যস্য সঃ 'সনাতনঃ' চিরপ্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তদ্ ব্রহ্ম' সর্ব্বমহত্ত্বাৎ 'তৎ এব' 'অমৃতং' অবিনাশস্বভাবং 'উচ্যতে' কথ্যতে সত্যত্বাৎ। 'তস্মিন্' পরমার্থসত্যে ব্রহ্মণি 'লোকাঃ' 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ 'সর্ব্বে' সমস্তাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'ন অত্যেতি' নাতিবর্ত্ততে 'উ' 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতংব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১ ॥

অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল যে এই অনাদি সংসার বৃক্ষ ইহার মূল ঊর্দ্ধে, এবং অসংখ্য লোক যে ইহার শাখা তাহা নিম্নে রহিয়াছে। এই সংসার বৃক্ষের মূল যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ, তিনি বৃহৎ, এবং তিনি অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন; তাঁহাতে লোক সকল আশ্রয় করিয়া আছেন, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥১॥

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ২ ॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ সর্ব্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি 'এজতি' কম্পতে অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতং। যদেব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহৎ ভয়ং' মহচ্চ তদ্ভয়ঞ্চ 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিববজ্রং। 'যে' 'এতৎ' স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষিভূতমেকং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' 'অমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে' 'ভবন্তি' ॥ ২ ॥

এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে নিয়ম মত চলিতেছে, উদ্যত বজ্রের ন্যায় তিনি মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥২॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ ৩॥

কথং তদ্ভয়াৎ জগদ্বর্ত্ততে ইত্যাহ। 'ভয়াৎ' ভীত্যা 'অস্য' পরমেশ্বরস্য 'অগ্নিঃ তপতি' 'ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ'। 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ' ॥ ৩ ॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইহাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম যে যম তাহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছে ॥৩॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ ॥

তচ্চ 'ইহ' জীবন্নেব 'চেৎ' যদি 'অশকৎ' শক্নোতি ব্রহ্ম 'বোদ্ধুং' অবগন্তুং 'প্রাক্' পূর্ব্বং 'শরীরস্য' 'বিস্রসঃ' অবস্রংসনাৎ পতনাৎ তদা সংসারবন্ধনাদ্বিমুচ্যতে। নচেদশকদ্বোদ্ধুং 'ততঃ' অনববোধাৎ 'সর্গেষু' সৃজ্যন্তে যেষু স্রষ্টব্যাঃ প্রাণিন ইতি সর্গাঃ পৃথিব্যাদয়োলোকাঃ তেষু 'লোকেষু' 'শরীরত্বায়' শরীরভাবায় 'কল্পতে' সমর্থোভবতি শরীরং গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরবিস্রংসনাৎ প্রাক্ আত্মবোধায় যত্ন আস্থেয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইহলোকে শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে, তবে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে সৃষ্ট যে এই লোক সকল তাহাতে শরীর গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপযোরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ৫ ॥

ইহৈবাত্মনোদর্শনমাদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদন্যত্র। সচ ব্রহ্মলোকোদুষ্প্রাপ্যঃ। কথমিত্যুচ্যতে। 'যথা আদর্শে' প্রতিবিম্বভূতমাত্মানং পশ্যতি লোকঃ 'তথা' ইহ 'আত্মনি' স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়ামাত্মনোদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। 'যথা স্বপ্নে' 'তথা পিতৃলোকে' আত্মনোদর্শনং। 'যথা' বা 'অপ্সু' আত্মরূপং 'পরি' দদৃশে' পরিদৃশ্যতে 'ইব' 'তথা গন্ধর্ব্বলোকে' আত্মনোদর্শনং। 'ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে'। তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫ ॥

যেমন দর্পণেতে আপনার দর্শন হয়, সেইরূপ এলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয় সেইরূপ পিতৃলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন জলেতে আপনাকে দর্শন হয় সেইরূপ গন্ধর্ব্বলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্পষ্ট রূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মাকে জানা যায় ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্‌ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাংমত্বা ধীরোন শোচতি॥ ৬॥

'ইন্দ্রিয়াণাং' শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন 'পৃথক্ উৎপদ্যমানানাং' কেবলচিন্মাত্রাত্মসরূপাদ্বিশুদ্ধাৎ 'পৃথক্‌ভাবং' স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং তথা তেষামিন্দ্রিয়াণাং 'উদয়াস্তময়ৌ চ' উৎপত্তিপ্রলয়ৌ চ 'যৎ' তৎ 'মত্বা' জ্ঞাত্বা বিবেকতঃ 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'॥ ৬॥

পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যে ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমন ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না॥ ৬॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং॥ ৭॥

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' 'মনসঃ' 'সত্ত্বং' বুদ্ধিঃ 'উত্তমং'। 'সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা মহতঃ অব্যক্তং উত্তমং'॥ ৭॥

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়, জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়॥ ৭॥

অব্যক্তাত্তুপরঃ পুরুষোব্যাপকোঽলিঙ্গএব চ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮॥

'অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ' 'ব্যাপকঃ' ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্ব্বস্য কারণাৎ 'অলিঙ্গঃ' লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং তদবিদ্যমানমস্যেতি 'এব চ'। 'যৎ জ্ঞাত্বা' আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ 'মুচ্যতে জন্তুঃ' জীবন্নেব, পতিতেপি শরীরে 'অমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥৮॥

মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপি ইন্দ্রিয়রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন, যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়েন॥ ৮॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তোয়এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥

কথংতর্হি তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। 'ন' 'সংদৃশে' দর্শনবিষয়ে 'তিষ্ঠতি' 'অস্য' প্রত্যাগাত্মনঃ 'রূপং' অতঃ 'ন' 'চক্ষুষা' 'পশ্যতি' 'কশ্চন' কশ্চিদপি 'এনং' প্রকৃতমাত্মানং। কথং তর্হি তৎ পশ্যেদিত্যুচ্যতে। 'হৃদা' হৃৎস্থয়া 'মনীষা' মনসঃ সংকল্পাদিরূপস্য ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বেনেতি মনীট্ তয়া বিকল্পবর্জিতয়াবুদ্ধ্যা 'মনসা' মননরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিসমর্থিতোঽভিপ্রকাশিতইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। তমাত্মানং এতৎ' 'যে' 'বিদুঃ' 'অমৃতাঃ তে ভবন্তি'॥ ৯॥

এই পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল সংশয়রহিত হৃদিস্থিত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইতে পারে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন॥ ৯॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং॥ ১০॥

'যদা' যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যোনিবর্ত্তিতানি আত্মন্যেব 'পঞ্চ' 'জ্ঞানানি' শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি 'অবতিষ্ঠন্তে' 'মনসা সহ'। 'বুদ্ধিঃ' 'চ' 'ন বিচেষ্টতি' স্বব্যাপারেষু ন বিচেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে। 'তাং আহুঃ পরমাং গতিং'॥ ১০॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থির ভাবে থাকে, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারেতে প্রবৃত্ত হয় না, তখন তাহাকে পরমগতি করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন॥ ১০॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং।
অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ॥ ১১॥

'তাং' ঈদৃশীমবস্থাং 'যোগং ইতি মন্যন্তে' 'স্থিরাং' অচলাং 'ইন্দ্রিয়ধারণাং'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদবর্জিতঃ সমাধানংপ্রতি নিত্যং যত্নবান 'তদা' তস্মিন্ কালে 'ভবতি' যদৈব প্রবৃত্তযোগঃ। কুতঃ। 'যোগঃ হি প্রভবাপ্যয়ৌ' উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ অতোঽপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্ত্তব্যইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১

এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণা করা তাহাকে পণ্ডিতেরা যোগ করিয়া জানেন; এই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার নিমিত্তে সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক, যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায়॥ ১১॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥ ১২॥

'ন এব বাচা ন মনসা' 'ন' 'চক্ষুষা' নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ 'প্রাপ্তুং' 'শক্যঃ' শক্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ 'অস্তি' ইতি ব্রুবতঃ' অস্তিবাদিনআগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাৎ 'অন্যত্র' নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতোমূলমাত্মা নিরন্বয়মেবেদস্কার্য্যং অভাবান্তমিতিমন্যমানে বিপরীতদর্শিনি 'কথং' 'তৎ' ব্রহ্মতত্ত্বং 'উপলভ্যতে' ন কথঞ্চন উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা

যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিরূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি রূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়,তাহার জ্ঞান গোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন ॥ ১২॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ ॥

'অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ' অস্তি ইত্যনেনৈব উপলব্ধব্যআত্মা জগৎকারণ রূপেণ, 'তত্ত্বভাবেন চ' উপলব্ধব্যআত্মা স্বরূপলক্ষণরূপেণ, অস্তিত্বরূপস্য স্বরূপলক্ষণরূপস্যচ 'উভয়োঃ' অস্তিত্বতত্ত্বভাবয়োঃ মধ্যে পূর্ব্বং 'অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য' অস্তিত্ব প্রত্যয়েন জগন্মূলত্বেনোপলব্ধস্য পশ্চাৎ স্বরূপলক্ষণরূপস্য আত্মনঃ 'তত্ত্বভাবঃ' অদ্বয়স্বভাবঃ 'প্রসীদতি' অভিমুখী ভবতি ॥ ১৩ ॥

অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক, আর সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার স্বরূপলক্ষণ জানিবেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ পশ্চাৎ জানা যায় ॥ ১৩ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামায়েঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥ ১৪॥

এবম্পরমার্থদর্শিনঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'সর্ব্বে' 'কামাঃ' কাময়িতব্যস্য অন্যস্য অভাবাৎ 'প্রমুচ্যন্তে' বিশীর্য্যন্তে' 'যে' 'অস্য' মর্ত্ত্যস্য 'হৃদি' মনসি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ' 'অথ' তদা প্রবোধোত্তরকালং 'মর্ত্ত্যঃ' কামকর্ম্মলক্ষণস্য বিনাশাৎ 'অমৃতঃ ভবতি' 'অত্র' ইহৈব সর্ব্ববন্ধনোপশমাৎ 'ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ব্রহ্মানন্দভোগং করোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যখন হৃদয়স্থিত দৃঢ়বদ্ধ কামনা সকল হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়েন, তখনই তিনি অমৃত হয়েন, এবং এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনং ॥ ১৫ ॥

'যদা সর্ব্বে' 'প্রভিদ্যন্তে' ভেদমুপয়ান্তি বিনশ্যন্তি 'হৃদয়স্য' মনসঃ 'ইহ' জীবিতে এব 'গ্রন্থয়ঃ' গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঅবিদ্যাপ্রত্যয়াইত্যর্থঃ। 'অথ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভবতি' 'এতাবৎ' এতাবন্মাত্রং 'অনুশাসনং' অনুশিষ্টিরুপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানাং ॥ ১৫ ॥

যখন পুরুষের হৃদয়ের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয়, তখনই তিনি অমৃত হয়েন; এই মাত্র বেদান্তের আদেশ ॥ ১৫ ॥

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বঙন্যাউৎক্রমণে ভবন্তি ॥ ১৬ ॥

অগ্নিবিদ্যা পৃষ্টা প্রত্যুক্তা চ তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারোবক্তব্যইতি মন্ত্রারম্ভঃ। 'শতং চ' শতসঙ্খ্যাকাঃ 'একা চ' সুষুম্না নাম পুরুষস্য' 'হৃদয়স্য' হৃদয়াদ্বিনিঃসৃতাঃ 'নাড্যঃ' শিরাঃ 'তাসাং' মধ্যে 'মূর্দ্ধানং' ভিত্ত্বা 'অভিনিঃসৃতা' নির্গতা 'একা' সুষুম্নানাম। 'তয়া' নাড্যা অন্তকালে 'উর্দ্ধং' উপরি 'আয়ন্' গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকং 'এতি'। 'বিশ্বক্' নানাবিধগতয়ঃ 'অন্যাঃ' নাড্যঃ 'উৎক্রমণে' উৎক্রমণনিমিত্তং সংসারপ্রতিপত্ত্যর্থাএব 'ভবন্তি' ॥ ১৬ ॥

একশত এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে এক নাড়ী মস্তকপর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়াছে, সেই নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধ গমন করিয়া অমৃতত্বকে পায়েন; অন্য অন্য নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইলে অন্য অন্য লোকে জীবের গতি হয় ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

ইদানীং সর্ব্ববল্ল্যর্থোপসংহারার্থমাহ। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' 'তং' আত্মানং 'স্বাৎ' আত্মীয়াৎ 'শরীরাৎ' 'প্রবৃহেৎ' উদ্যচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেণ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ কিমিব ইত্যুচ্যতে। 'মুঞ্জাৎ ইব' 'ইষীকাং' অন্তঃস্থাং 'ধৈর্য্যেণ' অপ্রমাদেন। 'তং' শরীরান্নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং 'বিদ্যাৎ' বিজানীয়াৎ 'শুক্রং' শুদ্ধং 'অমৃতং' মরণধর্ম্মবর্জ্জিতংব্রহ্মেতি 'তং বিদ্যাৎ শুক্রং অমৃতং' দ্বির্বচনমুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থং 'ইতি' ॥ ১৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পূর্ণ পরমাত্মা ব্যক্তিসকলের হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা আছেন, তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্ করিবেক, যেমন শরের মুঞ্জ হইতে তাহার সূক্ষ্ম ঈষীকাকে পৃথক্ করা যায়; তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক, তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক ॥ ১৭ ॥

মৃত্যুপ্রোক্তান্নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তোবিরজোভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যোবিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাস্তুত্যর্থোঽয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারোঽধুনোচ্যতে। 'মৃত্যুপ্রোক্তাং' যমোক্তাং 'এতাং' 'বিদ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যাং 'যোগবিধিং চ' 'কৃৎস্নং' সমস্তং 'নচিকেতঃ' নচিকেতাঃ 'অথ' বরপ্রদান্মৃত্যোঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ' 'বিরজঃ' বিগত পাপঃ 'বিমৃত্যুঃ' বিমুক্তঃ 'অভূৎ'। ন কেবলং নচিকেতা এব 'অন্যঃ অপি' 'যঃ' 'এবং' নচিকেতোবৎ 'বিৎ' 'অধ্যাত্মংএব' নিরুপচরিতপ্রত্যক্স্বরূপমত্ত্বমেব সোপি বিরজঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিমৃত্যুর্ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ১৮ ॥

যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমস্ত

যোগ বিধিকে নচিকেতা পাইয়া সাংসারিক তাবৎ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্য ব্যক্তিও যিনি এইরূপ অধ্যাত্মবিদ্যাকে জানেন তিনিও এই রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠীবল্লী সমাপ্তা।

মান্দ্রাজে খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার

মান্দ্রাজ দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের সহিত তত্রস্থ হিন্দুদিগের কলহ সঙ্ঘটনাতে তথাকার সদর কোর্টের দ্বিতীয় জজ শ্রীযুক্ত লুইন সাহেব স্ববিচার পূর্ব্বক হিন্দুদিগকে নির্দ্দোষি করেন, তাহা খ্রীষ্টানদিগের মনোনীত না হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মিশনরীদিগের বশীভূত হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। অত্যাচার কত সহ্য হইতে পারে ? এই সূত্রে মান্দ্রাজস্থ হিন্দুবর্গ একত্র হইয়া মিশনরী প্রভৃতির অন্যায় আচরণ জন্য ইংলণ্ডস্থ কোর্ট আব ডিরেক্টর্স নামক বিচারালয়ে আবেদন করিবার নিমিত্তে এক মহতী সভা আহ্বান করেন; তাহার সম্যক্ বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশ করিতেছি, তাহা পাঠে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইবেন। কেবল মিশনরীরা আমারদিগের বিপক্ষ নহে, আমারদিগের রক্ষাকর্ত্তারাও আমারদিগের ধর্ম্মের প্রকাশ্য শত্রু হইয়াছেন। ইহা রাজার দোষ নহে, রাজনিয়মেরও দোষ নহে; অনেক প্রধান রাজকর্ম্মচারিরা রাজ নিয়ম তুচ্ছ করিয়া ভারতভূমিকে খ্রীষ্টান ভূমি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারদিগের শাসন ব্যতীত এ দেশীয় ধর্ম্ম রক্ষার সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মান্দ্রাজস্থ বান্ধব গণ ইহার উপায় জন্য যে উদ্যোগি হইয়াছেন, এবং ভারতবর্ষের সরল বন্ধু লুইন সাহেবকে যে প্রতিষ্ঠা পত্র প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহারদিগকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু হে বঙ্গদেশস্থ ব্যক্তি সকল! আমরাও ভারতবর্ষবাসি, স্বতরাং লুইন সাহেব আমারদিগেরও পরম হিতৈষী বন্ধু, অতএব যিনি আমারদিগের ধর্ম্মরক্ষা, মানরক্ষা, এবং রাজ্যের স্ববিচার জন্য এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকা কি আমারদিগের উচিত ? অতএব শীঘ্র এক সভা আহ্বান কর, এবং সকলে ঐক্য হইয়া তথা হইতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা পত্র প্রেরণ কর।

মান্দ্রাজের শরিফ সাহেবের আহ্বান ক্রমে তত্রস্থ পপহন ব্রাডোয়ে নামক স্থানের পাচিয়াপার ইনষ্টিটিউসনের বাটীতে গত আক্টোবর মাসের সপ্তম দিবসে তদ্দেশীয় লোকের এক মহতী সভা হইয়াছিল। উক্ত দিবস দিবা দ্বিতীয় প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শরিফ শ্রীযুক্ত এল, কুপর সাহেব সভারম্ভ পূর্ব্বক সকলকে সভা আহ্বানের তাৎপর্য্য অবগত করিলেন, এবং এক জন সভাপতি স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। অ, বর্দ্দাপা চেটির প্রস্তাবে, চ, নারায়ণ স্বামি নেদুর পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি দ্বারা স্থির হইল যে "গ, রচমন রম্ চেটি এই সভার সভাপতিত্ব পদ গ্রহণ করুন"। সভার এই প্রারম্ভ কার্য্য সম্পন্ন হইলে শ্রীযুক্ত শরিফ সাহেবের এই সভাহ্বানে সম্মতি প্রযুক্ত সভাপতি তাঁহাকে এই প্রকারে ধন্যবাদ করিলেন যথা

"মহাশয় যে আমারদিগের দেশীয় লোকের প্রার্থনা ক্রমে এই সভা আহ্বান করিয়াছেন, এজন্য সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আমি আপনার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।"

উপস্থিত বিষয়ের বিচারান্তে শ্রীযুক্ত নরসিংহ রাও সভার তাৎপর্য্য জ্ঞাপন জন্য সভাপতির লিখিত এই বক্তৃতা টেলুগু ভাষাতে পাঠ করিলেন যথা

"হে সম্ভ্রান্ত স্বদেশস্থ ব্যক্তি গণ! আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে মিশনরীরা আ-

মারদিগের ধর্ম্ম ও রাজকীয় বিষয়ক ক্ষমতার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, এবং কম্পানির অধীন অনেক কর্ম্মচারি এবং অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তাহার পোষকতা করিয়াছেন, এনিমিত্তে কোর্ট আব ডিরেক্টর্স নামক (ইংলণ্ডস্থ) বিচারালয়ে আবেদন জন্য এই সভা আহ্বান করা গিয়াছে। আমরা জ্ঞাত আছি যে মিশনরী প্রভৃতির এই আচরণ কদাপি উক্ত কোর্ট এবং ব্রিটিশ নিয়মের অনুযায়ী নহে, অতএব অনুমান করি যে উক্ত প্রধান বিচারালয়ে বিনয় ও প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আমারদিগের দুঃখ অবগত করিলে তাহা মোচন হইবেক।

"কম্পানির চার্টরের ৮৭ সংখ্যক ধারাতে উক্ত আছে যে "উক্ত (ভারতবর্ষ) রাজ্যবাসী কোন ব্যক্তি বা বিজাত কোন ব্রিটিশ প্রজা কেবল তাহার ধর্ম্ম, জন্মভূমি, বংশ, ও বর্ণের নিমিত্তে বা তন্মধ্যে কোন কারণে কম্পানির কর্ম্মে অনধিকারী হইবেক না" এবং গবর্ণমেণ্টও এই নিয়মানুযায়ি কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য ভারতবর্ষীয় প্রজাদিগের বিদ্যা শিক্ষার এপ্রকার বিশেষ পদ্ধতি স্থাপন করিয়াছেন, যে যে গুণ উপার্জ্জন করা আমারদিগের সকলের সাধ্য, তাহার দ্বারাই পদ প্রাপ্তির যোগ্য হওয়া যায়। উক্ত ৮৭ ধারার নিয়মক্রমে রাজকর্ম্ম ও অন্য পুরস্কার প্রার্থিদিগের যে সম্প্রতি প্রথম পরীক্ষা হয়, তাহাতে কৌন্সেল আব এডুকেসন সমাজের আজ্ঞানুসারে গ্রীক এবং লাটিন ভাষা যাহা পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা শিক্ষার পদ্ধতিক্রমে এতদ্দেশীয় লোকের শিক্ষণীয় নহে, তাহাতে প্রশ্ন সকল লিখিত প্রযুক্ত হিন্দুরা উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকার হইতে প্রচ্যুত হইয়াছিল; এবং আমারদিগের ধর্ম্মের অপমান করিবার অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকল প্রদত্ত হয়, তাহাতে এদেশীয় যুবকেরা পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হইলে অবশ্য নীরবে অপমান সহ্য করিতে হইত; অথবা যদি তাহারা স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরোধে উক্ত প্রশ্ন সকলের যথার্থ উত্তর প্রদান করিত, তবে ঐ পরীক্ষা কার্য্য ধর্ম্মের বিবাদ রূপে পরিণত হইত। এতদ্দেশীয় যুবকেরা পরীক্ষা স্থানে উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং রাজকর্ম্মের আশাতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং কম্পানির চার্টর অনুসারে তাহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতা ছিল তাহা হইতে প্রচ্যুত হইয়াছে। ইহা কৌন্সেল আব এডুকেসনের দোষ এবং গবর্ণমেণ্টেরও দোষ, যেহেতু তাঁহারা উক্ত কৌন্সেলের সভ্যদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং তাহারদিগের কর্ম্ম সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

"যখন কম্পানি সন্ধি দ্বারা কর্ণাটের অধিকারি হয়েন, তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ইং ১৮০১ সালের ৩১ জুলাই দিবসীয় বিজ্ঞাপন দ্বারা এই প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করেন যে তাঁহারা এদেশীয় লোকের রাজকীয় বিষয়ক ন্যায়যুক্ত ও নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা সকলকে রক্ষা করিবেন, এবং তাহারদিগের পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্ম ও ব্যবহারিক নিয়মের প্রতি অত্যাচার করিতে সম্পূর্ণ নিরস্ত থাকিবেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট অর্থাৎ মার্কুয়িস আব টুইডেল সাহেবের রাজশাসনের অধীনে মিশনরীরা উক্ত প্রতিজ্ঞা ক্রমাগত ভঙ্গ করিয়া আসিতেছে। তাহারা মান্দ্রাজ প্রদেশে যুবকদিগকে প্ররোচনা দ্বারা বিপথগামি করিয়াছে, তিনেবেলি স্থানের মন্দির এবং বিগ্রহ সকলের প্রতি কুব্যবহার করিয়াছে, এবং কঞ্জবরণ স্থানে এই শাসন বাক্য ব্যক্ত করিয়াছে ও মান্দ্রাজে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছে, যে মোসলমানদিগের ন্যায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদ জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। কম্পানির কর্ম্মচারিরা বাহুল্যরূপে ধন ও শক্তি দ্বারা মিশনরীদিগকে আশ্রয় দিতেছেন, ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পুর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের প্রতি সহায়তা করিতেছেন।

"গত বৎসরের শেষে তিনেবেলি স্থানে মিশনরীদিগের অত্যাচার জন্য এক মহা বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে মিশনরীদিগের এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের আবেদন ক্রমে এক শত অপেক্ষা অধিক লোককে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কারারুদ্ধ ক-

রেন — তন্মধ্যে অনেকে পরীক্ষা দ্বারা মুক্ত হইয়াছিল। তখন মিশনরীরা সংগোপনে গবর্ণমেণ্টে আবেদন পত্র প্রেরণ করে, এবং তদনুসারে গবর্ণমেণ্ট ফৌজদারি আদালতের দ্বিতীয় জজ সাহেবকে পদচ্যুত করিতে অনুমতি করেন, যেহেতু তিনি আমারদিগের স্বধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিদিগের প্রতি ন্যায়যুক্ত বিচার করিতে এবং মিশনরীদিগের ক্রোধ হইতে তাহারদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ় রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

"এইপ্রকারে গবর্ণমেণ্ট মিশনরীদিগকে প্রকাশ্যরূপে সাহায্য করিতেছেন। হিন্দুদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া এবং তাহারদিগের প্রতি অবিচার করিয়া কোর্টের প্রধান জজ যে অন্যায় অনুমতি প্রকাশ করেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে অত্রস্থ গবর্ণমেণ্ট মিশনরীদিগের শাসন অনুসারে আমারদিগের ধর্ম্ম নাশের জন্য এবং আমারদিগকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন।

"যে আবেদনপত্র আপনারদিগের গ্রাহ্য জন্য প্রস্তাব করা যাইবেক, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে এই সমুদয় ভয়ানক বিষয় আবেদন করা যায়, এবং সেই দুঃখ মোচনের প্রার্থনা করা যায়, যেহেতু কম্পানির চার্টর এবং পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে আমরা এ দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার অধিকারি আছি।"

কুটা থোলাসিং চেটির প্রস্তাবে, ন, সশচেলা চেটির পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

১ কল্প — "যে কর্ণাট অধিকার সময়ে আজিমুলদৌলার সহিত কম্পানির যে সন্ধি হয়, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮০১ সালের ৩১জুলাই দিবসীয় বিজ্ঞাপনে যে প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রোটেষ্টেণ্ট মিশনরীরা নানা উপলক্ষে আমারদিগের দেশস্থ লোকের ধর্ম্ম ও রাজকীয় ক্ষমতার প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে, এবং কম্পানির কর্ম্মচারিরা এবিষয়ে তাহারদিগকে যে সহায়তা করিতেছেন, এনিমিত্তে এ বিষয় কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে অবিলম্বে আবেদন করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে।"

ল, বেঙ্কট কৃষ্ণনামা নেদুর প্রস্তাবে, স্বঙ্কু বেঙ্কটরমা চেটির পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

২ কল্প — "যে এই প্রকাশ্য সভা যাহা মান্দ্রাজের শরিফ সাহেব এতদ্বিষয়ের জন্য আহ্বান করিয়াছেন, তাহাতেই প্রথম কম্পানুযায়ি কার্য্য সিদ্ধির জন্য এক আবেদন পত্র স্থির করা যায় যাহাতে আমারদিগের দুঃখ পরিষ্কৃত রূপে ব্যক্ত করা যাইবেক। সভাপতি মহাশয় উক্ত আবেদন পত্র অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন।"

তদনন্তর সভাপতি কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ের প্রতি নিবেদিত উক্ত আবেদন পত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ করিলেন। পাঠানন্তর পর্থসরথি চেটির প্রস্তাবে, স্রেণিবশ্শ দাসিকচালুর পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৩ কল্প — "যে এই আবেদন পত্র গ্রাহ্য করা যায়"।

চ, বেঙ্কটকৃষ্ণনামা নেদুর প্রস্তাবে, ট, সবপর্থি মুদেলিয়রের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৪ কল্প — "যে এই আবেদন পত্র যাহা এই সভাতে গ্রাহ্য করা গেল, তাহা স্বাক্ষর জন্য সাধারণের নিকট প্রেরণ করা যায়, এবং তদনন্তর এই সভার সভাপতি মহাশয় তাহা উপযুক্ত উপায় দ্বারা কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে প্রেরণ করেন।"

তদনন্তর আপ্পাবু মুদেলিয়রের প্রস্তাবে, ব, পর্থসরথিনেদুর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৫ কল্প — "যে যাহাতে হিন্দুদিগের মঙ্গল হয় এমত বিচার বিষয়ে সদর কোর্টের অপক্ষপাত রক্ষার জন্য এম, লুইন সাহেব চেষ্টা করেন, এ নিমিত্তে তিনি পদচ্যুত হইয়াছেন, অতএব এতদ্দেশস্থ লোকের

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য তাঁহাকে এক প্রতিষ্ঠা পত্র প্রেরণ করিতে এসভার সম্মতি হয়।”

তদনন্তর সভাপতি ঐ প্রতিষ্ঠা পত্র সভাতে পাঠ করিলেন।

ম, জানকীরাম চেটির প্রস্তাবে, ট, বীরস্বামি মুদেলিয়রের পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৬ কল্প—“যে এই পঠিত প্রতিষ্ঠা পত্র গ্রাহ্য করা যায়, এবং স্বাক্ষর পূর্ব্বক সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ কতক ব্যক্তি দ্বারা এম, লুইন সাহেবকে তাহা প্রেরণ করা যায়।”

ট, নরসিংহ রাওয়ের প্রস্তাবে, ব, বার্দ্দাচালু আয়রের পোষকতায় এবং সর্ব্ব সম্মতি দ্বারা স্থির হইল

৭ কল্প — “যে সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার কার্য্য সুসম্পাদন জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা যায়।”

সভার কার্য্য এই প্রকার সম্পন্ন হইলে শরিফ সাহেব অবসর হইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত আবেদন পত্রে দুই সহস্র অপেক্ষাও অধিক নাম স্বাক্ষরিত হইলে রাত্রি নয় ঘণ্টার সময়ে সভা ভঙ্গ হইল।

সর্ব্বতঃ এই সভার কার্য্য অত্যন্ত উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। যদিও সভার গৃহ মধ্যে এবং তাহার বাহিরে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অত্যন্ত সমারোহ হইয়াছিল, তথাপি অতি শীলতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছিল। সাধারণের সুগম জন্য উক্ত আবেদন পত্র তামল ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সভাতে পাঠ হইয়াছিল, এবং তাহা সাধারণের নিকটে প্রেরণ জন্য মুদ্রিত হইতেছে।

এটলাস সম্বাদ পত্র ১০ আগষ্ট।

শ্রীযুক্ত এম, লুইন সাহেবের প্রতিষ্ঠা পত্র

শ্রীযুক্ত মাল্‌কোম লুইন ফোর্ট সেণ্ট জর্জ কৌন্সেলের প্রোবিজনলমেম্বর সাহেব সমীপেষু

হে মহাশয়, মিশনরীরা নানা উপলক্ষে হিন্দুদিগেররাজকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষমতার প্রতি যে উৎকট অত্যাচার করিয়াছে, এবং কম্পানির অনেক কর্ম্মচারি ও অত্রস্থ বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং তাহার সহায়তা করিয়াছেন, এজন্য মান্দ্রাজ প্রদেশের সাধারণ হিন্দুবর্গ কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ে আবেদন করিবার নিমিত্তে যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিবেলি স্থানের মিশনরীদিগের অভিযোগ ক্রমে সদরকোর্টের প্রধান জজ অধিকাংশ জজদিগের অনভিমতে এবং রাজনিয়মের বিরোধে কতক গুলীন কারারুদ্ধ হিন্দুদিগের প্রতি যে কঠিন অনুমতি প্রদান করেন, তাহাতে আপনি তাঁহার অত্যাচারের প্রতি বিতর্ক পূর্ব্বক উক্ত আদালতের স্বাধীনত্ব রক্ষার জন্য বিবাদ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্ম ও রাজকীয় বিষয়ে হিন্দুদিগের অত্যাচারক যাহারা তাহারদিগের বিপক্ষে অপমানিত হিন্দুদিগের পক্ষকে যে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এনিমিত্তে আপনার সারল্য, ন্যায়, এবং মহত্ত্বের প্রতি ধন্যবাদ না করিয়া উক্ত সভা হইতে হিন্দুবর্গ পৃথক্ হইতে পারিলেন না।

আপনি এই উচ্চপদের কার্য্য আপনার পূর্ব্বকার অন্য অন্য রাজকর্ম্মের ন্যায় যে প্রকার ক্ষমতা, উৎসাহ, এবং অপক্ষপাতের সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছেন, মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্য অন্য কর্ম্মচারিরা প্রায় কেহ তদ্রূপ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে শক্ত হয় নাই, এবং কোন কর্ম্মচারী অদ্যাপি তদ্বিষয়ে আপনাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। সেই উচ্চ পদ হইতে প্রচ্যুত হইয়া আপনি যে প্রকার অপমান ও অন্যায় আচরণ সহ্য করিয়াছেন, ইহাতে গাঢ়রূপে আমরাই অপমান ও অত্যাচার অনুভব করিতেছি। আমরা এই সর্ব্বসম্মত একান্ত অভিলাষ প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করি, এবং আমারদিগের দৃঢ় আশাও আছে, যে আপনি সদরকোর্টের অকপটতা ও মহত্ত্ব পালন জন্য এবং তৎসঙ্গে আমারদিগের ধর্ম্ম ও রাজকীয় বিষয়ক ক্ষমতা রক্ষার জন্য যে অনুচিত অনিষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্তে আপনকার নিয়োগকর্ত্তা মহাশ-

য়েরা আপনকার পদচ্যুতির বিবরণ সকল পাঠ পুর্ব্বক বিশেষ প্রতীকার করিবেন।

কোর্ট আব ডিরেক্টর্স বিচারালয়ের অধ্যক্ষেরা আপনকার আবেদনের প্রথম উত্তরেই আপনার সম্ভ্রান্ত পদে আপনাকে পুনঃ স্থাপন করিবেন যাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের সমান মঙ্গল হইবেক, এই প্রতীক্ষা করিয়া

হে মহাশয়, আমারদিগের এসম্ভ্রম যে আপনকার বিশ্বাসি বন্ধু এবং মঙ্গলার্থি রূপে স্বাক্ষর করিতেছি। (তদনন্তর পঞ্চদশ সহস্র ব্যক্তির নাম স্বাক্ষরিত হয়।)

মান্দ্রাজ ৭ আক্টোবর ১৮৪৬।

শ্রীযুক্ত এম, লুইন সাহেবের উত্তর

হে মহাশয়েরা, আপনারা আমাকে যে প্রতিষ্ঠা পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমি সন্তোষপ্রাপ্ত হইলাম, এবং তাহাতে শ্লাঘা বোধ করিলাম। আমার কর্ম্ম দ্বারা যদিও গবর্ণমেণ্টকে তৃপ্ত করিতে পারি নাই, তথাপি এই আমার বিশেষ সুখের বিষয় যে কম্পানির কর্ম্ম আমি সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি, ইহার নিমিত্তে এত লোকের প্রমাণ প্রদান করিতে সমর্থ হইব।

কর্ম্মচারী স্বীয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করিলে তাহার প্রভুদিগের নিকট হইতে স্বভাবতঃ যে প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি যদিও তাহা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, কিন্তু ইহা আমার বিশেষ পরিতোষের বিষয় যে আমি দুর্ব্বলের বিরোধে বলবান্কে আশ্রয় দান জন্য গবর্ণমেণ্টের ক্রোধে পতিত হই নাই, এবং ইহাও অতি সন্তোষের বিষয় যে গবর্ণমেণ্টের ভয়ে ন্যায় বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির প্রায় সকল প্রকার বিচার কার্য্যে আমি জীবনের তিন ভাগের দুই ভাগকে ক্ষেপণ করিয়াছি। আমি পঞ্চদশ বৎসর জজের পদে অভিষিক্ত ছিলাম, আমার বিচারে অকপটতার প্রতি কেহ কদাপি সংশয় করে নাই, এবং একত্রিংশ বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত কোন উপলক্ষে আমার প্রতি কাহারও অভিযোগের উত্তর প্রদান জন্য গবর্ণমেণ্ট আমাকে আহ্বান করেন নাই।

বর্ত্তমান বিষয়ে যে আমি (গবর্ণমেণ্টের নিকটে) কৃতকার্য্য হই নাই, ইহাতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিস্ময় হইতে পারে না; ন্যায়যুক্ত বিচার এবং মতামতের অবিরোধ সূচক ধর্ম্ম সূত্র যাহা দেশের সুখ শান্তি রক্ষার অনন্যথা কারণ রূপে এপর্য্যন্ত প্রতীত হইয়াছে, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় প্রজাদিগের সহিত যে প্রকার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে আপনারদিগকে বাধ্য জানেন, তাহারও কারণ যে সকল পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সূত্র, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধি এবং গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা প্রবলতর এক শক্তি রাজ্য মধ্যে স্থিতি করিতেছে, যাহার দ্বারা এইক্ষণে অসাধারণ ব্যাপার সকল ঘটিতেছে।

কিন্তু এদেশীয় লোক যেন এবিবেচনা না করেন যে আমার প্রতি যে প্রকার ব্যবহার হইয়াছে ইহা তাঁহারদিগের প্রতি সমুদয় ব্রিটিশ লোকের মানসিক ভাবের চিহ্ন, এবং ইংলণ্ডস্থিত বিচারকেরা যে তাঁহারদিগের আবেদন গ্রহণ করিবেন ও দুঃখের মোচন করিবেন, ইহাতেও তাঁহারা যেন সংশয় না করেন।

গ্রেট ব্রিটেনের রাজশাসন যে সকল জ্ঞানি রাজমন্ত্রির হস্তে অর্পিত আছে, তাঁহারাও মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ দল বিশেষের ন্যায় খ্রীষ্টান ধর্ম্মকে অত্যন্ত মান্য করেন, কিন্তু বল দ্বারা বা তদপেক্ষা নীচতর উপায় যে অবিচার তাহার দ্বারা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিবার ইচ্ছা নহে।

অপক্ষপাতি বিচারের সাজ্ঞাতিক কার্য্যে সদর কোর্টের জজদিগকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এইবার যেরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন তাহাতে যদি কোন প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত না হইতেন, তবে দ্বিতীয়বারে তাঁহারা অকপট বেশে প্রকাশ্য রূপে বলদ্বারা হিন্দুদিগকে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অভিষিক্ত করিতেন।

যদিও (মান্দ্রাজের গবর্ণর) মার্কুইশ আব টুইডেল এসকল অভিপ্রায় অস্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ব্যবহার দ্বারা প্রচুর

প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত অনেক ব্যক্তির এরূপ অভিলাষ ছিল, এবং তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপায়ও হইয়াছিল"।

সদর কোর্টের প্রতি গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার ব্যবহার, তাহাতে তত্রস্থ জজেরা গবর্ণমেণ্টের এক আজ্ঞা অমান্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে এমত আজ্ঞা যে যে কোন জজের স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান আছে সে তাহাতে সম্মত হইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিরা ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। আমি গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে স্বদেশের অকপটতা রক্ষার জন্যে এবং তাহা অবিচারের কারণ না হয় এমত চেষ্টা নিমিত্তে আমি প্রস্তুত আছি, ইহাতে আমার যত ক্ষতি হউক; এই হেতু আমাকে পদচ্যুত করিবার জন্য যে কৌশল স্থির হয়, এই পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা তাহার প্রথম সূত্র মাত্র, তাহার সন্দেহ নাই।

এই প্রতিষ্ঠা পত্রের জন্য আমি পুনর্ব্বার আপনারদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, এবং নিশ্চয় বলিতেছি যে গবর্ণমেণ্ট হইতে আমার যে লাভ বা যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদয় অপেক্ষা এই মর্য্যাদা শ্রেষ্ঠতর। ইংলণ্ডে পুনর্ব্বিচার প্রার্থনা করিলে যদি আমি স্বীয় জজ পদে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত হই, তবে নিতান্ত জানিবেন যে এইক্ষণে কোর্টের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমার এই অনিষ্ট হইয়াছে, তখনও তাহার পালনের নিমিত্তে আমার কদাপি ক্রুটি হইবেক না।

যে সকল কারণে আমি কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়াছি, তাহার প্রত্যালোচনা করিলে আহ্লাদ হয়। এমত বিবেচনা দ্বারা সে সকল স্থির হইয়াছিল যাহা সকল সাধু ব্যক্তি অবশ্য মান্য করিবেন; এবং সর্ব্ব সাধারণের প্রতি যে অপক্ষপাতি বিচার দ্বারা ব্রিটিশ রাজা ভারতবর্ষের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজা অপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে গণ্য হইয়াছেন, তাহাই রক্ষা করিবার জন্য উক্ত সকল কারণ বিবেচিত হইয়াছিল।

এই ধর্ম্ম পালন করা প্রত্যেক বিচারকের উচিত। তাঁহার এ চেষ্টা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ হউক, আর বিপদ্ই সজ্ঘটনা হউক, তথাপি সকল ফলাফল পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ পথে তাঁহার গমন করা অবশ্য উচিত; ইহাতে যদি তাঁহার যত্ন বিফল হয়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার দেশস্থ লোক, তাঁহার সহবাসি প্রজা সকল, এবং তাঁহার পরমাত্মাকে তদ্দ্বারা তিনি তৃপ্ত করিবেন। তখন শত্রুদিগের দ্বেষের প্রতি তুচ্ছ করিতে পারিবেন।

হে মহাশয়েরা, আমি আপনারদিগের অতিবাধ্য ও বিশ্বাসী সম্মানকারী ভৃত্য

এম, লুইন।

মান্দ্রাজ।
১০ আক্টোবর ১৮৪৬।

প্রভাকর হইতে উদ্ধৃত

"কোন্নগর নিবাসি বাবু ব্রজকিশোর দের পুত্র বাবু শিবচন্দ্র দে, বয়ঃক্রম অনুমান ছত্রিশ বৎসর হইবেক। ইনি হিন্দুকালেজের একজন পূর্ব্বতন সুশিক্ষিত ছাত্র, ক্রমশঃ ছয় বৎসর বালেশ্বরে প্রশংসিত রূপে ডেপুটী কালেক্টরি কর্ম্ম নিষ্পন্ন করত এইক্ষণে মেদিনীপুরে আসিয়া চারি বৎসর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশের সহিত ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়, আমি শিবচন্দ্র বাবুর সৎস্বভাবের বিষয় কত লিখিয়া জ্ঞাত করিব, জগদীশ্বর মনুষ্যকে মনুষ্যরূপে বিখ্যাত করণার্থে যে সমুদয় সদ্গুণের সৃষ্টি করিয়াছেন, দে বাবু তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শিব বাবু পরমেশ্বরের উপাসনার যথার্থ নিয়ম প্রকাশ নিমিত্ত সংপ্রতি মেদিনীপুরে এক ব্রাহ্ম সভা স্থাপিতা করিয়াছেন, প্রায় পঞ্চাশৎ ব্যক্তি তাহার সভ্যরূপে গণিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সুবিজ্ঞোত্তম দেওয়ান

কৃষ্ণপ্রসাদ দাস, লালা দুর্গাপ্রসাদ এবং বাবু কৃষ্ণ প্রসাদ গিরি মহাশয় ইহার উন্নতি জন্য অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন। কলিকাতার ব্রাহ্ম সভার ন্যায় এই সভার সকল কর্ম্মই প্রতি রবিবার রাত্রে নিষ্পাদিত হয়, এখানকার গবর্ণমেণ্টের স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় বেদাধ্যয়ন করেন, এবং দুইজন সম্ভ্রান্ত লোকের মুখ নির্গত ব্রহ্ম সংগীত শ্রবণ করিয়া শ্রোতারা সন্তুষ্ট হয়েন। শিবচন্দ্র বাবু সত্য-ধর্ম্ম প্রকাশে উৎসাহী হইয়া এইস্থলে সকলের বিষদৃষ্টে পড়িয়াছেন, তিনি বিপক্ষ পক্ষের দ্বারা সতত নিন্দিত হইয়াও ক্ষণকালের জন্য ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহারদিগের বাক্যে হাস্য পূর্ব্বক মৌন থাকিয়া আপন মতের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, অতএব এমত প্রধান ব্যক্তিকে জগদীশ্বর দীর্ঘজীবি ও অরোগি করুন, কারণ তাঁহার জীবিতাবস্থায় সত্য ধর্ম্ম প্রকাশের অধিক সম্ভাবনা।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

সত্যংরূপংশ্রুতং বিদ্যা কৌল্যং শীলংবলংধনং।
শৌর্য্যঞ্চ চিত্রভাষ্যঞ্চ দশেমে স্বর্গযোনয়ঃ ॥
পাপংকুর্ব্বন্ পাপকীর্ত্তিঃ পাপমেবাশ্নুতেফলং।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যমত্যন্তমশ্নুতে ॥
তস্মাৎ পাপং ন কুর্ব্বীত পুরুষঃ শংসিতব্রতঃ।
পাপং প্রজ্ঞাং নাশয়তি ক্রিয়মাণং পুনঃ পুনঃ ॥
বৃদ্ধপ্রজ্ঞঃ পুণ্যমেব নিত্যমারভতে নরঃ।
পুণ্যং কুর্ব্বন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ পুণ্যংস্থানংস্মগচ্ছতি ॥
অসূয়কোদন্দশূকোনিষ্ঠুরোবৈরকৃচ্ছঠঃ।
সকৃচ্ছ্রং মহদাপ্নোতি ন চিরাৎ পাপমাচরন্ ॥
অনসূয়ঃ কৃতপ্রজ্ঞঃ শোভনান্যাচরন্ সদা।
ন কৃচ্ছ্রং মহদাপ্নোতি সর্ব্বত্র চ বিরোচতে ॥
প্রজ্ঞামেবাগময়তি যঃ প্রাজ্ঞেভ্যঃ স পণ্ডিতঃ।
প্রাজ্ঞোহ্যবাপ্য ধর্ম্মার্থৌ শক্নোতি সুখমেধিতুং।
পূর্ব্বে বয়সি তৎকুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখংবসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাদ্যেনামুত্র সুখং বসেৎ ॥
জীর্ণমন্নং প্রশংসন্তি ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
শূরং বিজিতসংগ্রামং গতপারং তপস্বিনং ॥
ধনেনাধর্ম্মলব্ধেন যচ্ছিদ্রমপিধীয়তে।
অসংবৃতং তদ্ভবতি ততোহন্যদবদীর্য্যতে ॥
সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং চিন্বন্তি পুরুষাস্ত্রয়ঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ যশ্চ জানাতি সেবিতুং ॥
যাদৃশৈঃ সংনিবিশতে যাদৃশাংশ্চোপসেবতে।
যাদৃগিচ্ছেচ্চভবিতুং তাদৃগ্ভবতি পূরুষঃ ॥
ভাবমিচ্ছতি সর্ব্বস্য নাভাবে কুরুতে মনঃ।
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তো যঃ স উত্তমপূরুষঃ ॥
নানর্থকং সান্ত্বয়তি প্রতিজ্ঞায় দদাতিচ।
রন্ধ্রং পরস্য জানাতি যঃ সমধ্যমপূরুষঃ ॥
ন শ্রদ্ধধাতি কল্যাণং পরেভ্যোপ্যাত্মশঙ্কিতঃ।
নিরাকরোতি মিত্রাণি যোবৈ সোহধমপূরুষঃ ॥
উত্তমানেব সেবেত প্রাপ্তকালে তু মধ্যমান্।
অধমাংস্তু ন সেবেত যইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ ॥
যঃ কশ্চিদপ্যসংবন্ধোমিত্রভাবেন বর্ত্ততে।
সএববন্ধুস্তন্মিত্রং সাগতিস্তৎ পরায়ণং ॥
চলচ্চিত্তমনাত্মানমিন্দ্রিয়াণাং বশানুগং।
অর্থাঃ সমতিবর্ত্তন্তে হংসাঃ শুষ্কং সরোযথা ॥
অকস্মাদেব কুপ্যন্তি প্রসীদন্ত্যনিমিত্ততঃ।
শীলমেতদসাধূনামভ্রপারিপ্লবং যথা ॥
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে বলং।
সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতেজ্ঞানং সন্তাপাদ্ব্যাধিমৃচ্ছতি ॥
অতিমানোহতিবাদশ্চ তথাহত্যাগোনরাধিপ।
ক্রোধশ্চাত্মবিধিৎসা চ মিত্রদ্রোহশ্চ তানিষট্ ॥
এতএবাসয়স্তীক্ষ্ণাঃ কৃন্তন্ত্যায়ূংষি দেহিনাং।
এতানি মানবান্ ঘ্নন্তি ন মৃত্যুর্ভদ্রমস্তু তে ॥
সুলভাঃ পুরুষারাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্যচ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্ল্লভঃ ॥
মিথ্যোপেতানি কর্ম্মাণি সিধ্যেয়ুর্যানি ভারত।
অনুপায়প্রযুক্তানি মা স্ম তেষু মনঃকৃথাঃ ॥
তথৈব যোগবিহিতং ন সিধ্যেৎকর্ম্ম যন্নৃপ।
উপায়যুক্তং মেধাবী ন তত্র গ্লপয়েন্মনঃ ॥
বনস্পতেরপক্বানি ফলানি প্রচিনোতি যঃ।
সনাপ্নোতি রসন্তেভ্যোবীজং চাস্য বিনশ্যতি ॥
যস্তুপক্বমুপাদত্তে কালে পরিণতংফলং।
ফলাদ্রসং সলভতে বীজাচ্চৈব ফলং পুনঃ ॥
যথা মধু সমাদত্তে রক্ষন্ পুষ্পানি ষট্পদঃ।
তদ্বদর্থান্মনুষ্যেভ্যআদদ্যাদবিহিংসয়া ॥
পুষ্পংপুষ্পংবিচিন্বীত মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকারইবারামে ন যথাঙ্গারকারকঃ ॥
কিংনু মে স্যাদিদং কৃত্বা কিংনু মে স্যাদকুর্ব্বতঃ।
ইতি কর্ম্মাণি সঞ্চিন্ত্য কুর্য্যাদ্বা পুরুষোন বা ॥

কাংশ্চিদর্থান্নরঃ প্রাজ্ঞোলঘুমূলান্মহাফলান্ ।
ক্ষিপ্রমারভতেকর্ত্তুং ন বিঘ্নয়তি তাদৃশান্ ॥
চক্ষুষা মনসা বাচা কর্ম্মণাচ চতুর্ব্বিধং ।
প্রসাদয়তি যোলোকং তং লোকোনুপ্রসীদতি॥
যমাক্রম্যন্তি ভূতানি মৃগব্যাঘ্রাম্মৃগাইব ।
সাগরান্তামপি মহীং লব্ধ্বা স পরিহীয়তে ॥
অপ্যুন্মত্তাৎ প্রলপতো বালাচ্চ পরিজল্পতঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাদশ্মভ্য ইব কাঞ্চনং ॥
গন্ধেন গাবঃ পশ্যন্তিবেদৈঃ পশ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ ।
চারৈঃ পশ্যন্তিরাজানশ্চক্ষুর্ভ্যামিতরে জনাঃ ।
পর্জ্জন্যনাথাঃ পশবোরাজানোমন্ত্রিবান্ধবাঃ ।
পতয়োবান্ধবাঃ স্ত্রীণাং ব্রাহ্মণাবেদবান্ধবাঃ ।
সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মোবিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে ।
মৃজয়ারক্ষ্যতেরূপং কুলং বৃত্তেন রক্ষ্যতে ॥
ন কুলং বৃত্তহীনস্য প্রমাণমিতি মে মতিঃ ।
অন্ত্যেষ্বপি হি জাতানাং বৃত্তমেব বিশিষ্যতে ।
যঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপেবীর্য্যে কুলান্বয়ে ।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্যব্যাধিরনন্তকঃ ॥
বিদ্যামদোধনমদস্তৃতীয়োভিজনোমদঃ ।
মদা এতেহবলিপ্তানামেতএবসতাংদমাঃ ॥
গতিরাত্মবতাং সন্তঃ সন্ত এব সতাংগতিঃ ।
অসতাঞ্চগতিঃ সন্তোন চাসন্তঃ সতাংগতিঃ ॥
জিতা সভা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গোমতা জিতাঃ ।
অধ্বা জিতো যানবতা সর্ব্বং শীলবতা জিতং ॥
শীলং প্রধানং পুরুষে তদ্যস্যেহ প্রণশ্যতি ।
ন তস্য জীবিতেনার্থোন ধনেন ন বন্ধুভিঃ ॥
যোজিতঃ পঞ্চবর্গেন সহজেনানুকর্ষিণা ।
আপদস্তস্য বর্দ্ধন্তে শুক্লপক্ষইবোডুরাট্ ॥
বশ্যেন্দ্রিয়ংজিতাত্মানং ধৃতদণ্ডংবিকারিষু ।
পরীক্ষ্যকারিণংধীরমত্যন্তং শ্রীর্নিষেবতে ॥
এতান্যনিগৃহীতানি ব্যাপাদয়িতুমপ্যলং ।
অবিধেয়াইবাদান্তা হয়াঃপথিকুসারথিং ॥
অনর্থমর্থতঃপশ্যন্নর্থ ঞ্চৈবাপ্যনর্থতঃ ।
ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈর্ব্বালঃ সুদুঃখং মন্যতে সুখং ॥
ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ ।
শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং সপরিহীয়তে ॥
অর্থানামীশ্বরোযঃস্যাদিন্দ্রিয়াণামনীশ্বরঃ ।
ইন্দ্রিয়াণামনৈশ্বর্য্যাদৈশ্বর্য্যাদ্ভ্রশ্যতেহি সঃ ॥
আত্মনাত্মানমন্বিচ্ছেন্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়ৈর্য্যতৈঃ ।
আত্মাহ্যেবাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ ।
সএব নিয়তোবন্ধুঃ সএব নিয়তোরিপুঃ ॥
সমবেক্ষ্যেহ ধর্ম্মার্থৌ সম্ভারান্ যোঽধিগচ্ছতি ।
স বৈ সম্ভৃতসম্ভারঃ সততংসুখমেধতে ॥
যঃ পঞ্চাভ্যন্তরান্ শত্রূন্ বিজিত্য মনোময়ান্ ।
জিগীষতি রিপূনন্যান্ রিপবোঽভিভবন্তি তং॥
দৃশ্যন্তে হি দুরাত্মানো বধ্যমানাঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।
ইন্দ্রিয়াণামনীশত্বাদ্রাজানোরাজ্যবিভ্রমৈঃ ॥
নিজানুৎপততঃ শত্রূন্ পঞ্চপঞ্চপ্রয়োজনান্ ।
যোমোহান্ন বিগৃহ্ণাতি তমাপচ্চ সতে নরং ॥
অনসূয়ার্জ্জবংশৌচং সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা ।
দমঃসত্যমনায়াসোন ভবন্তি দুরাত্মনাং ॥
আত্মজ্ঞানমনায়াসস্তিতিক্ষাধর্ম্মনিত্যতা ।
বাক্চৈব গুপ্তা দানঞ্চ নৈতান্যন্ত্যেষু ভারত ॥
আক্রোশপরিবাদাভ্যাং বিহিংসন্ত্যবুধাবুধান্ ।
বক্তা পাপমুপাদত্তে ক্ষমমাণোবিমুচ্যতে ॥
হিংসাবলমসাধূনাং রাজ্ঞাংদণ্ডবিধির্ব্বলং ।
শুশ্রূষা তু বলংস্ত্রীণাং ক্ষমাগুণবতাংবলং ॥
বাক্‌সংযমোহি নৃপতে সুদুষ্করতমোমতঃ ।
অর্থবচ্চ বিচিত্রঞ্চ ন শক্যং বহুভাষিতুং ॥
অভ্যাবহতি কল্যাণং বিবিধং বাক্ সুভাষিতা ।
সৈব দুর্ভাষিতারাজন্ননর্থায়োপপদ্যতে ॥
রোহতে সায়কৈর্ব্বিদ্ধং বনংপরশুনাহতং ।
বাচা দুরুক্তংবীভৎসংন সংরোহতি বাক্ক্ষতং॥

মোহমুদ্গারশ্লোকাঃ

নলিনীদলগতজলবত্তরলং ।
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং ॥
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ।
ভবতি ভবার্ণবতরণেনৌকা ॥

মাকুরুধনজনযৌবনগর্ব্বং ।
হরতিনিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং ॥
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ।
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ ।
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ ॥
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু ।
স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥

As the way in which the *shraddha* or any thing that is done in order to evince respect and affection towards the memory of a person departed should be performed by Brahmmus or spiritual worshippers of the One True God according to the light of the Vedant, is a subject of vital interest to such worshippers, we with great pleasure, transfer to our columns, from those of the *Englishman*, the two letters of JUSTICIA with the answer of Baboo Debendernath Tagore to the first of them. In his last epistle to Baboo Debendernauth, JUSTICIA has, by charging the Vaids with the inculcation of idolatry, triumphantly expressed his hope to have thereby given a decided check to the progress of Vedantism and destroyed with the blastments of specious aspersions, the generous sprouts of a tree, which, if duly protected from the hands of partial ingenuity and groundless defamation, is destined perhaps to yield the wholesome fruits of peace and light to future generations of our countrymen.

First, we avail ourselves of this opportunity to assert that we are neither so intolerant, for the spirit of our religion is not so, as to convert into sinfulness the mere ignorance of a man, if he, knowing not the true nature of God, worship an idol as the Creator, Preserver, and Destroyer of the universe, disconnected with any impure associations; nor are we, on the other hand, so callous to the calls of the straight path of truth as not to set down as downright hypocrisy the conduct of that knower of God who bows before an idol with the intention of making ignorant people think that he too, like them, believes the log which *they* worship to be God Himself—the Creator, Preserver, and Destroyer of the universe. With respect to JUSTICIA's charge, we however declare, that if by the term "idolatry," he means "image-worship," there is nothing of the sort in the Vaids. As the authority of an *Englishman* is likely to prevail with one who loves "blunt English" so much, we request JUSTICIA to hear what the celebrated Colebrooke, whom no European has yet equalled in his Vedaical researches, has said on the subject.

"THE *REAL* DOCTRINE OF THE *WHOLE* INDIAN SCRIPTURE IS THE UNITY OF THE DEITY IN WHOM THE UNIVERSE IS COMPREHENDED AND THE *SEEMING POLYTHEISM*, WHICH IT EXHIBITS, OFFERS THE ELEMENTS AND THE STARS AND PLANETS AS GODS."

It is indeed true that the ceremonial portion of the Vaids consists of oblations to imaginary deities and obsequial rites performed in honor of the departed, but in the days of ancient India, when pure and unadulterated Vedaism was the prevailing religion, and when the monstrous and gigantic system of Puranic and Tantric superstitions, which have now diffused a Upas-shade over our fatherland, had not yet been engrafted on it, no actual representations of the forms and shapes of such deities and departed persons were kept before view during the time of the offering and performance of such oblations and obsequial rites. About the partial utility and partial uselessness of such ritual observances—of utility to those who are unable at once to comprehend the truths of the Religion Pure and of uselessness "to the person who has known God and who considers the contemplation and pursuit of Him as the perpetual and most urgent duty of man"—we have said much in former numbers of this periodical. Let us transcribe those words of ours here in order to refresh the memory of JUSTICIA if he had really given them a previous perusal.

"We now come to that part of the doctrines of the Vaids, which inculcate that those who cannot turn their minds to God in spirit should worship Him through the medium of matter. There are men of that grovelling class whose minds are incapable of making a proper degree of exertion, and these are required not to lose themselves in the mazes of irreligion, the banes of society, but rather to fix their attention on some of the grandest objects of the world, and consider them to be so many manifestations of the supremacy of the only True God who pervades all creation, and to worship them as so animated by His influence, that thus their minds may be gradually trained by spiritual tuition to the true mental adoration of the Supreme Being. This worship of spirit through matter, in one shape or other, appears to have been as absolutely necessary and congenial to the habits of man in the early ages of the world; but while it was permitted, as the mean between irreligion on the one hand, and spiritual devotion on the other, its nature was truely depicted throughout our revealed books in which it was everywhere mentioned as a merely preparatory step, and described as beneficial only by leading to the portal of pure religion; so that to give a religious turn to the mind, and keep up a belief in the existence of God, was the sole object of all the religious practices and *Yuggnyas* enjoined in the Vaids. These were to prepare men for those trains of thought which lead to religious contentment and resignation—to the habitual practice of charity to the needy—honour to others—friendship and regard to all, and to see the work of an Almighty and Merciful Hand in creation. The elements and more striking objects in creation, and the personified virtues and powers in the moral world are, by the Vaids, made the instruments of offering religious adoration, and so made only in conjunction with the idea of some of the divine attributes being manifested in, by, or through them, and always without allowing the notion of unity and spiritual existence of God to be lost sight of. It was, at the same time, explicitly enjoined however that those parts of the Vaids which inculcated these matters should always be remembered as the injunctions mercifully made for the benefit of the ignorant and untrained, and that those who were at all capable, were only to pay their adoration in spirit and purity.

It should be recollected, that the revelations of the Vaids were made at a time when the world was yet in its infancy, and the object which they had at first in view, was to wean men from their crude thoughts and irregular habits, and to train them in the ways of truth, righteousness and virtue. It should not be wondered therefore, that burnt and other offerings and the adoration of the divinity by praises and thanksgivings offered directly to His visible works and manifest attributes, and to personifications of the powers of nature and affections of the mind, should be enjoined by revelation. That became, under the then existing circumstances, a necessary step to the attainment of sacred knowledge. We ourselves doubt that there is the same necessity of worshipping God through matter at the present age of the world, but, at the periods when our inspired sages uttered their precepts of religion, the state of things was quite different from what we now see, and Providence would direct matters adapted to the circumstances of every age, and every grade of intellect.

Polytheism is, in no way, implicated in the doctrines here referred to; on the contrary, the Vaids

inculcate everywhere that whether fire, air, water, the sun, moon, Indra (the personified grandeur of the celestial regions promised for the good works of man,) Varuna (the personification of the benefits from water the drink of life,) or any other

tioned are only the manifestations of the power of mercy, or perfection of the One Incomprehensible Supreme Spirit which pervades all creation, which regulates every part of the world, from which all have proceeded, and in which all exist. "We meditate on the Supreme Spirit of the splendid sun who directs our understanding." This verse indicates the general way in which the worship here described is to be offered, and surely nothing can be further from Polytheism than the notion implied in it."

"The Deities of the Vaids are mere personifications of the elements, the planets and the principal virtues of man. Such a system of worship was primarily instituted with the intention of enabling men of weak intellects—who, hard experience both historical and personal informs us, always were and are in this world—to comprehend by degrees the sublime truths of the Religion Pure, by making them at first limit their contemplation and devotion to the divine Power and Benevolence as displayed in particular objects of the creation. The Power Omnipresent was divided, if such an expression might be admitted, into the power that presides over water, Varuna; into the power that presides over the clouds, Indra; into the power that presides over wind, Vayu; into the power that presides over the moon, Soma; in short into all powers presiding, according to the seeming Polytheism of the Vaids, over the elements, the planets, and the moral virtues of man. The weak-minded was commanded to worship all of them individually that he might, by degrees, generalize his religious ideas and ascend to the comprehension of the supreme and first cause of all. Whenever he became a *Bruhmma jignasoo*, or an enquirer into the one and all-powerful cause of the universe, the sole and real Regulator of all things contained in it, the Vaids were revealed to Him, and all the sublime religious truths—more sublime than any that had entered the mind of man—delivered in those ancient depositories of our national faith were gradually instilled into his bosom. Thus you see with what judicious lenity was the very important process of religious initiation conducted by the followers of the Religion True in times primeval.

We should, however beg you to know, that such nominal Polytheism is taken by the Vaids in a light totally different from that in which it is so done by the Scriptures of the Jews, the Christians and the Mahomedans. The writers of their Scriptures believed God to be a jealous God, and all Polytheism and idolatry to be produced through the influence of Satanic Agency and all polytheistic worship as nothing but worship offered in fact to the Devil, the rival and the adversary of our Eternal Father. By them, therefore, polytheistic worship, even in its mildest and most tolerable forms, had been considered as a heinous and damnable sin; while by our scripturalists, it, if followed according to their design, had been considered as harmless and innocuous —as nothing but the adoration of the All-Excellent and All-Benevolent as resplendent and conspicuous in particular objects of creation—as nothing but a ladder to rise by degrees to the worship of the Light of Lights through contemplation and truth."

The most melancholy picture in human life presents itself to our view when an individual, after committing, from the best of motives, actions which have for their object the weal of his country, finds the spotless purity and integrity of his intentions blackened by insidious slanders and the hair-splitting ingenuity of a spiteful logic. When Baboo Debendernath, after going as much in advance of the age as he properly could, in the late opportunity he found of effecting a radical and a positive change in the religious institutions of his native land, sees his proceedings, for as much as he has been able to do, inconsiderately analyzed and falsely calumnized, the dictates of truth and impartiality, justice and candour require that we should not pass over with unfeeling taciturnity the conduct of them that carp and cavil so at his honest and well-meant exertions. We therefore in the first instance beg to admonish JUSTICIA that the "respect with which he venerates Baboo Debendernauth, and the rank and position which he holds in society, ought to have induced him" not to make such a serious attack on his character and honor as to maintain with a most dogmatic *de facto* that the "charities given on the occasion of his father's Shraddha, *must have been* consecrated" in spite of the most lucid declaration of the Baboo "that there was nothing of consecration in the distribution of charities to the Brahmins, but that I only gave them with words declaring the actual alienation of the articles from my possession." We would now think little of Baboo Debendernauth's usual complacency of behaviour on such occasions if he, observing the grand concession which JUSTICIA has tacitly made in his last letter of his having not performed the Shraddha in its ritual form, suffers it at last to be ruffled by such petty and impotent cavils as his ingenious fertility in such matters has ultimately raised about his *joining the procession* to burn the effigy of his father or *sitting near the place* where the Shraddha was performed, or giving charities to *indigent and needy* individuals *without setting a previous inquisition upon the character of each of them.*

JUSTICIA, in one part of his letter asks Baboo Debendernauth; "As you are an advocate for those who conform to the ideas which Society entertains, regarding the utility of having established customs at least those relating to marriage and the showing of respect to such as have departed from this world, what utility can there possibly be by your fresh innovations on these customs, and by your well-concocted efforts for the ultimate abolition of these ancient usages." We assure JUSTICIA that we would have accounted it a valuable piece of good fortune if the religion which we intend to re-establish, would have been able to make its way through our country gradually and silently, calmly and benignly, without our being obliged to wound in the least the feelings of others by making any innovation in its present customs. But as those customs are vitally amalgamated with the present religion of the country, as the Vaids declare all ritual observances to be indifferent to the Brahmmu, and as our main object is the substitution of, in the place of that religion, the pure light of the Vedant in its divine simplicity unalloyed by any mixture of those "worthless*"

* Moondukopunishud.

observances, we are to exert but gently and lowlily to effect not merely the abolition of the present customs connected with religion, but to draw a line of demarcation between religion and custom, and make the latter as rational as possible.

One or two words more and we conclude. We would have thought well of JUSTICIA if his "share of common sense" had led him to preserve a decent degree of consistency throughout his assertions. The mask has been rather too soon thrown off, for JUSTICIA, who, on the 19th of October last, expressed his "*sincerest* sympathy and *tenderest* regard for the welfare" of the Tuttobodhinee Society, ends his letter of the 3rd November with a flourish of undignified self-exultation at the delectable vision of the approaching fall of Vedantism, and exclaims like an another Hebrew prophet full of the fervour of Horeb: "THE SOIL IN THE TEMPLE OF VEDANTISM HAS BEEN LIFTED UP AND THE SANCTUARY WILL ERE LONG BE RENT IN TWAIN!"

(*From the Englishman.*)

TO BABOO DEBENDERNATH TAGORE,
President of the Tuttobodhenee Sobha.

SIR,—Being deeply interested in every thing that concerns the moral and intellectual regeneration ot the natives of this country, I deem it necessary to address you thus publicly, on the occasion of the *shraddha* which you have performed with so much *éclat*, in honor of your late lamented and illustrious father. I was exceedingly sorry when I heard from different quarters, that you had directly, as well as indirectly, a hand in this idolatrous ceremony; for I must remind you, that you have a public character to maintain, and the Society whose principles, as its president and head, you are bound to preserve in their immaculate integrity—you, I should presume, are well aware that your principles are the subject of animadversion and applause to different parties. Of applause to those, whose national vanity you have flattered by propagating a religion, having no other pretensions but those which might well comport with the principles of conventionalism, and of animadversion, to those, who think your religion to be based upon principles, whch are alike subversive of induction and good reasoning, but if you have so long earned the applause of many, and have borne heroically the animadversion of others opposed to your principles, there can be at present but one opinion, one general outcry against you. Your conduct, methinks, has been a public compromise of those principles, which you think to be essential to man's interest, both here and in eternity. If you had the least regard either for the interest of the Society of which you are the President, or for your public character; or at least, if you had been fully aware of the influence you exert upon the community to which you are attached, you would never have committed yourself in such a glaring mannar. Now to come directly to the subject of my epistle. I have heard from different quarters, and you have ostensibly given out, that you performed the *shraddha*; that you invited people to come to your house and witness the performance of the ceremony; that you have expended a large sum of money for the celebration of your father's obsequies; that you have had a direct hand in the consecration of those charities which were distributed on these occasions to the Brahmins;—to each of these questions we demand a decisive answer, for in most of the acts above enumerated you should be guilty, if judged with reference to your ostensible principles, of having connived at the encouragement and performance of an idolatrous feast. Are you not therefore, legally speaking, an accessary to the crime? With respect to the charities, which you are said to have consecrated and distributed to the Brahmins, you are directly guilty of idolatry, for you cannot be ignorant of the fact, that every Hindoo *shraddha* is to be performed by the eldest son, and I apprehend it can never be done by a second hand, unless the power of so doing be delegated by the eldest; if so, I presume *de facto*, that you must have given your sanction to the performance of the ceremony: what answer can you give to this? In writing this letter, I have been moved by the best of feelings towards you; I know that you are placed in a very difficult position; I know that you have many parties whose feelings you have to regard in an affair like this; I know that you have worldly connections to keep up; I know you have religious prejudices to contend with; I know you have made a public avowal of your principles; I know these and many more, but I must tell you frankly, and in blunt English that reformation cannot go on, if the reformer compromises unhesitatingly all the grand and cardinal articles of his belief. Look, I beg of you, into the covenant you have signed. Recall to your mind all the articles therein enumerated, once for all remember the solemn oath you have taken before the presence of the Almighty, to stick fast to them even at the loss of every thing you have on earth. You give out ostensibly that your object is to perpetuate the impulse given to the Native Society by Rammohun Roy; you have spoken strongly from the Vedantic pulpit against the reviewer of Rammohun Roy's life in the *Calcutta Review*; you had aimed at correcting what you apprehended to be the errors and animadversions of that writer; you said Rammohun Roy, strictly speaking, was a Vedantist; if then you appreciate so much the character of this good and great man, did he perform his mother's ceremony? Ask his own relatives on this point, and if you have reason for questioning his worldly prudence, you will at least have many for admiring his magnanimity and moral courage. Do then, I beseech you, follow his example, imitate his moral courage, and thus produce a radical reformation in this benighted land. With these few and hasty words, I take leave of you for the present, assuring you of course, of my sincerest sympathy and tenderest regard for the welfare of your Society, and the perpetuation of the principles you are publicly bound to maintain and support.

I remain, Dear Sir,
Your humble Servant,
JUSTICIA.

The 19th October, 1846.

TO THE EDITOR OF THE ENGLISHMAN.

SIR,—Although it is not customary to reply to a letter written by an anonymous correspondent, and specially when the writer instead of sending it to the party to whom it is addressed, sends it to a newspaper for publication, still as a letter signed

Justicia asks me* to publicly avow the reasons and motives which induced me to perform the Shraddha† in honor of my late lamented father in the way I thought proper, I shall not shrink from doing so, and thus refute the attacks which your anonymous correspondent has pleased to make upon me.

Let me, *Justicia*, in the first instance, inform you, that we consider the Vaids and the Vaids alone as the standard of our faith and principles, which are divided into two parts, *Gyancanda* and *Kurmacanda*. The former of these parts is the theological portion, and consists of pure religious sentiments. The latter is the ceremonial portion, and treats of oblations and obsequial rites. The former is the portion which we have peculiarly adopted as our own, and the latter (be it attentively marked), we do not consider *as sinful and improper, but only as indifferent and useless*. The Vaids have declared, that the *Gyanee* or the person who has known God, and who considers the contemplation and the pursuit of God as his perpetual and most urgent duty, need not busy himself with the performance of ritual observances.‡ I rejoice, Sir, at your having given me such an excellent opportunity of declaring before the publi that according to the abovementioned dictates of the Vaids, I did not perform the ritual, much less the idolatrous ceremonies which you have imputed to me in the Shraddha in question. The Vaids declaring all ritual observances to be indifferent to the Brahmma, and I, therefore, being at liberty to choose any method by which I can cherish, and show my respect and affection to, the memory of my late lamented father, I hesitated not to evince those feelings, by the long standing and not only innocuous but useful usage of giving charity to indigent and needy people, and learned Brahmins, whose profession is the cultivation of Sanscrit literature, and whose religious duty is the education of the youth of their caste at their own expence, but who on account of pecuniary difficulties, are unable to effect a conscientious and satisfactory discharge of that interesting and important duty. You have asserted that I consecrated those charities, but upon more minute enquiry than "your best of feelings towards me and your sincerest sympathy and tenderest regard for the perpetuation of my public principles" have hitherto induced you to make, you may learn that there was nothing of consecration in the distribution of charities to the Brahmins, but that I only gave them with words declaring the actual alienation of the articles from my possession.

I am glad to observe that you have in one part of your letter acknowledged the truth that I did not in person perform the Shraddha in its ritual form. You, however, apprehend that according to the Hindoo Shasters, the Shraddha in its ritual form can never be performed by other than the eldest son, unless this power of performing it be delegated by him to the former. This is a mistake. The younger son *can* perform the Shraddha in its ritual form, if the eldest neither perform it himself, nor delegate the power of doing so to his younger brother. Whether *I* delegated the power or not to my younger brother, is a question which *I* am the best authority to settle, and *I* declare that I neither performed the Shraddha in its ritual form myself, nor delegated the power of doing so to a second hand.

One thing, Sir, I request you to take particular notice of. As spiritual worshippers of our All-Benevolent Legislator and followers of the Vedant—of Ooponeshud, which says, "immerse yourself in God, yet not forsake actions liberal," we are not required to spend our lives in woods and forests—in perpetual mortifications of the body and mystic devotion; we are to live in *society*,—in the bosom of *families*,—among men. We are *Bhrummunistha Grihustha* or monotheistic householders. If, then, we live in society, we are to conform ourselves to the ideas which society entertains, regarding the utility of having established customs, at least those relating to marriage, and the showing of respect to the memory of such as have departed from this world. The object of our humble exertions is not merely a negative reformation in the religious institutions of our countrymen, but a *positive one too*,—not merely the overthrow of the present systems, but the substitution in their place of more rational and proper ones.

It is indeed a little difficult to reconcile "your sincerest sympathy and tenderest regard for the welfare of the Tuttobodhinee Subha," with your opinions of the religion, for the propagation of which it has been instituted. You think that that religion only serves the purpose of flattering the national vanity of the Hindoos, and well comports with the principles of Conventionalism. A religion which has been faithfully transmitted to us from the remotest antiquity, and the sum of whose doctrines about God are "that the Creator, the Preserver and the Destroyer of the Universe, is the only true existence, and one only without a second;" and that he who is formless, pervades all things, and yet is different from all things, is the Being Supreme;—A religion whose opinions of eternal felicity amount to this, that "the man of untainted piety and virtue, freed from all corporeal connections, and all future worlds of existence, enjoys fruition with the All-Intelligent;"—A religion which inculcates, that "among the knowers of God, *he* is pre-eminent whose amusement is God, whose enjoyment is God, and who practises active virtue;"—A religion which enjoins us to "immerse ourselves in God, yet not forsake actions liberal;" in short a religion whose principles are echoed to by the dictates of that of nature, and of human reason, and human heart, and by the sense of the wisest of all ages and all countries, is not surely one to be dispatched with learned trifling and careless disdain! I, moreover, account it as any thing but ingenuous and any thing but generous, to usher in a question of Shraddha and ritual ceremonies an attack upon a religion hallowed and endeared to us, by the most sacred and amiable associations—our consolation in the hour of tribulation—our hope for ages to come

Lastly, I conclude with affirming, that the Omniscient knows whether in the last occasion I attempted or not a "radical reformation" in the religious institutions of my countrymen, according to the genuine

* I have not at present the honor of being the president of the Tuttobodhinee Subha.

† The Shraddha, or any thing that is done in honor of the memory of the deceased person, is composed of two parts, the one of which is ritual observances, and the other giving of charities. The *Brahmma*, though it is not obligatory on him to perform it, may, if he like, perform both parts of it, or either of them separately.

‡ The covenant to which you triumphantly allude, no where positively enjoins us to renounce all ritual observances, although such renunciation by every Brahmma, or the spiritual worshipper of the One True God, is in my opinion a consummation devoutly to be wished.

spirit of the Vaids, and also whether I indulge in mere wild and rabid declamations in favor of Indian reform and carpings spiteful at the conduct of others if they happen to rise in their country's cause, or go calmly and steadily to actual work with my God on one hand, and rectitude of intention on the other

I remain, Dear Sir.
Your obedient servant,
DEBENDERNATH TAGORE.

Calcutta, 21*th Oct.*, 1846

TO BABOO DEBENDER NATH TAGORE.

SIR,—I beg to acknowledge the favour of your kind reply, and feel thankful to you for the honor you have thus bestowed on an obscure and anonymous correspondent. The detailed manner in which you have noticed the facts stated in my last epistle, and the candour with which you have convassed my argument, embolden me to intrude upon your attention again.

I am a man gifted with an ordinary share of common sense, and cannot therefore pretend to understand the pertinency of the arguments, by which you acknowledge on the one hand, the utility of oblations and obsequial rites, and on the other, denounce them as altogether indifferent and useless to the person who has known God, and considers the "contemplation and persuit of Him, as the perpetual and most urgent duty of man;" your letter, Sir, is of a *piece* with your creed and your acts, and I am glad that it has illustrated all those difficult points about which your followers were in doubt; you say, that the standard of your faith is divided into two parts,—the speculative, and the ceremonial; its ceremonial portion partaking of course, of an idolatrous character. Is not this very Vaid, according to your principle, the revelation of God to man? and does it really sanction idolatry? Is this the religion that you have so exultingly recommended to the attention of the reformed Hindoos, living as they do under the light and influence of the 19th century? You are, Sir, a logician; you understand, I believe, logical subtleties, metaphysical abstractions, better than I do; as a compliment to you then, I take up the consideration of this point adverted to in your reply, and see whether it stands the test of common sense and reason. It would be a waste of time and trouble to prove to you, that idolatry is sinful. Your own good sense will teach you the truth of this proposition, unless you allow your bias and prepossession in favor of your own creed, to supersede the sound and unmistakeable dictates of a clear understanding. You are a theologician, and therefore will not consider it a matter of trouble, if I ask you to read attentively, what Woolaston has said on this subject, in his work called "Religion of Nature Delineated.*" I shall not detain you with further arguments on the subject, as the paper in which my epistle will appear, is devoted to general news, and not to polemic discussions. Taking then for granted, that idolatry is sinful, the inevitable and natural conclusion of this statement would be, that the authority of the *Vaids* as a revelation must be given up.

I do not think it worth while, to dwell further upon this unpleasant subject, nor to attack you under cover of Vedantism. I leave the question of the validity of your creed, to the candid judgment and dispassionate enquiry of your followers. Let me now return to the point, which is especially connected with the subject in debate; I mean, the conformity of your conduct to the principles you have so long avowed. You say, that you had no concern in the *Shraddha*, that you had no hand in it; that you had not consecrated the charities on the occasion, and to be short, that you did not delegate the authority of performing the *Shraddha* to your brother.

The respect with which I venerate you, and the rank and position which you hold in society, induce me to think that the style of interrogation is best suited to my humble station; believing, however, that a set of interrogatories on the above important points, would neither disturb the peace of your mind, nor check the zeal with which you have hitherto pursued your course. I beg to ask you, whether or not, you joined the procession to burn the effigy of your father, whether you took your seat at the place where the *Shr addha* was performed, although as we are credibly informed, that you sat at some distance from the household god. I apprehend that charities cannot be given in a Shraddha, unless they are duly consecrated, and, therefore I presume *de facto*, that the charities given on the occasion of your father's *Shraddha*, must have been consecrated, (although for aught I know to the contrary) the formula of consecration may have been changed, and from my own knowledge of the Hindoo *Shasters*, I hope I may be allowed to tell you, that such charities are given to the Koolin Brahmins, persons who convert the sacred vow of marriage into trade and traffic; to learned Brahmins, who are speculatively as refined as you are, and again on the other hand, almost pharasaical in their attachment to the ceremonies and idolatries of this country; to the spiritual guide of the family who generally belongs to a class of men, that have turned out in the lapse of ages, to be the most immoral in their conduct and licentious in their principles. You have yourself elsewhere animadverted upon their character, and you know them better than I do. Did you, Sir, give your charities to these persons? If so, surely they were proper objects of charity. As you are an advocate for those who "conform to the ideas which society entertains, regarding the utility of having established customs, at least those relating to marriage, and the showing of respect to such as have departed from this world," what utility can there possibly be, by your fresh innovations on these customs, and by your well concocted efforts for the ultimate abolition of these ancient usages? You would shew greater respect for your *Vaids*, according to your own principles, if you were to regard the perpetuation of idolatry, and not the abolition of it, as a consummation devoutly to be wished.

You conclude your letter with a triumphant appeal to the Almighty, for the rectitude of your intentions, and by affirming that on the last occasion, you attempted a radical reformation in the religious institutions of your country, according to the genuine spirit of the *Vaids*. I give you, Sir, all credit for piety and devotional habits, but you must permit me at the same time to tell you frankly and boldly, that no reformation can possibly be effected, so long as you walk in obedience to the dictates of the *Vaids*; for then, the religion you profess, countenances obsequial rites and ceremonies, what

* We on our part have been unable to find in any part of Woolaston any remark on idolatry. ED. TUTTO. PUTT.

right have you in justice to your creed to abolish them?

Lastly your concession, that the idolatrous rites of this country are not sinful is a capital one, and the compliment you have thus paid to the idolator, must make him extremely thankful to you; the orthodox members of the Hindu community, cannot but exult at the circumstance, that the claims of their popular creed, have been recognized by the head member of the Vedantic Society at Calcutta. Sir, to tell you plainly, you undo by a few unguarded sentences, all that you have hitherto done in the cause of a religion, hallowed and consecrated by the venerable breath of antiquity; your followers must need acquiesce in your opinions; they must succumb to your authority as their head; they must abandon all idea of ridiculing the idolatry of the country, and they must ultimately give up in hopelessness, all their plans and designs about a radical and positive reformation in the institutions of their country. The organization of your society is radically defective, for there is no excommunication, and there is no outward dread, which may keep the members in subjection to the creed they have subscribed. And you must also recollect that the members of your society, are required to give only an *otiose* assent to your principles. Nothing is to be changed or done in consequence of their assent. The very man who has taken an oath not to bow down before an idol, is seen to mingle and take an active share, in the idolatrous festivities of his country. Take care then what you are about; as a friend I cannot but advise you, (although the advice comes but too late) that you should have thought well of the consequences of committing your name to a publication, which in the lapse of time, may pass into a precedent with the members of your *Subha*? and should this happen in the course of a generation, then the very line of demarcation which you have so studiously drawn between your own party, and the orthodox community, shall be wholly effaced; and hardly any trace will be left of the reformation you once effected, or rather attempted; the soil in the temple of Vedantism has been lifted up and the sanctuary will, ere ong, be rent in twain.

I remain, dear Sir,

Your most obedient S'rvant,

JUSTICIA.

3rd November, 1846.

নীতিসার

১ কেবল পূর্ব্বপুরুষের যশঃ প্রকাশে মহৎ ব্যক্তি অনুপ্রকাশিত হয়েন না।

২ কটুকৌতুক বন্ধুতার বিষ।

৩ স্তাবক অতি ভয়ানক শত্রু।

৪ বিপদের ন্যায় সম্পদ্‌ও অনেককে নষ্ট করে।

৫ সন্তোষ, চিত্ত সুখের আকর।

৬ মানের নিমিত্তে প্রিয়তার ভঙ্গ হয়।

জ্ঞানের অভিমান জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রতিবন্ধক।

অপ্রিয় বাক্যের উত্তরে প্রিয় বাক্য বহুমূল্য।

৯ সত্য বন্ধু জীবনের ঔষধ স্বরূপ।

১০ সুচরিত্র ব্যক্তি নিন্দাকে ভয় করেন না।

১১ ক্রোধের শেষ শোচনা।

১২ স্বেচ্ছাচারী স্বাধীন নহে।

১৩ পাপ চিত্ত অতি বিরুদ্ধ সঙ্গী।

১৪ যত ঐশ্বর্য্য তত দাসত্ব।

১৫ অভিমানের অতি কুৎসিত আকৃতি।

১৬ স্বদেশের হিতের নিমিত্তে বিপদ্‌কে আলিঙ্গন করা মহৎ ধর্ম্ম।

১৭ অন্যকে যে কর্ম্মের জন্য নিন্দা কর, আপনি তাহা ত্যাগ কর।

১৮ বিপদ্ হইতে বিপদের আশঙ্কা গুরুতর।

১৯ আপনার ব্যবহার আপনার ভাগ্যের প্রতি কারণ হয়।

২০ মূর্খ ভিন্ন বিদ্যার আর শত্রু নাই।

২১ বাক্যের স্রোত জ্ঞানের প্রমাণ নহে।

২২ ক্রোধ বুদ্ধির দুর্ব্বলতা।

২৩ মনুষ্য দৈবাৎ ধনী হইতে পারে, কিন্তু দৈবাৎ সৎ হইতে পারে না।

২৪ সুন্দরের শোভা সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম তাহাকে অলঙ্কৃত করে।

২৫ আমরা অবস্থার অধীন, অবস্থা আমারদিগের অধীন নহে।

গত ৮ কার্ত্তিকের প্রভাকর পত্রে "সন্দিগ্ধস্য" এই স্বাক্ষরবিশিষ্ট যে প্রশ্ন প্রকাশিত হয়, স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্যকার পত্রিকাতে তাহার উত্তর প্রকটিত করিতে পারিলাম না।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

শক্তি-উপাসকেরা পশুভাব ও বীরভাব ক্রমে পশ্বাচারী ও বীরাচারী এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েন। কুলার্ণবে কৌলাচারকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিবার জন্য সপ্ত প্রকার আচার গণনা করিয়াছেন*, নিত্যা তন্ত্রে তাহার মীমাংসা করেন যে

চত্বারোদেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয়আচারাদিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

বেদা, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ এই চারি প্রকার আচার পশুভাবাশ্রিত হয়, এবং বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল এই তিন প্রকার আচার বীর ও দিব্যভাবাশ্রিত হয়।

পশু, বীর, ও দিব্য এই তিন প্রকার ভাবের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন সংযোগ দ্বারা পঞ্চ প্রকার সঙ্কীর্ণভাব উৎপন্ন হয়; যথা পশুপশু ভাব, বীরপশু ভাব, দিব্যপশু ভাব, বীরবীর ভাব, এবং দিব্যবীর ভাব। এই পঞ্চ প্রকার ভাবানুসারে সপ্ত প্রকার আচার উৎপন্ন হয়, যথা পশুপশু ভাবে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, ও শৈবাচার; বীরপশু ভাবে দক্ষিণাচার; দিব্যপশু ভাবে বামাচার; বীরবীর ভাবে সিদ্ধান্তাচার; এবং দিব্যবীর ভাবে কৌলাচার। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন স্বকৃত শ্যামাসন্তোষণ নামক গ্রন্থে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন যথা

মাতস্তে পাশবস্ত্রিবিধ ইহ পশ্বর্দ্দেবি পশ্বাদিরাদ্যো
বীরাদিঃস্যাদ্দ্বিতীয়স্ত্রিনয়নমহিলে তত্র দিব্যাদিরন্যঃ।

---

* সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমাবেদাবেদেভ্যোবৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমং॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমং।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং ন হি॥
কুলার্ণবে পঞ্চমখণ্ডে।

সর্ব্বাপেক্ষা বেদাচার উত্তম, বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম, বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম, শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম, দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার উত্তম, বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার উত্তম, সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম, কৌলাচারের পর আর নাই।

+ বেদাচার শব্দে এখানে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান নহে, তন্ত্রে আচার বিশেষকে বেদাচার শব্দে উক্ত করিয়া তাহার বিশেষ বিবরণ করিয়াছেন যথা

বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথশব্দান্তে পূজয়েদথ সাধকঃ।
সহস্রারাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈশ্চ পঞ্চভিঃ॥
প্রজপ্য বাগ্ভবম্বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাং ইত্যাদি॥
নিত্যাতন্ত্রে।

হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বেদাচার ব্যক্ত করি, শ্রবণ কর। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সাধক গুরুর নামের অন্তে আনন্দনাথ এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এবং সহস্রার পদ্মেতে ধ্যান করিয়া পঞ্চ উপচার দ্বারা পূজা করিবেক এবং বাগ্ভব বীজ জপ করিয়া পরমকলা শক্তিকে চিন্তা করিবেক।

¶ বীরভাব ও দিব্য ভাবের এই মাত্র প্রভেদ লিখিয়াছেন যথা পিচ্ছিলাতন্ত্রে "দিব্যে বীরে ন ভেদোস্তি ভেদোবীরোমহোদ্ধতঃ।" দিব্য ভাবে ও বীর ভাবে ভেদ নাই তবে এই মাত্র ভেদ যে বীর আচারে উদ্ধত হয়।

বেদাদ্যাচারযুক্তঃ প্রথমবিগণিতোদক্ষিণঃ স্যাদ্বিতীয়ঃ
বামাচারী তৃতীয়োভবতি ভবহরে বীরভাবোদ্বিধৈব॥
তত্রাদ্যোবীরবীরোভগবতি সহি সিদ্ধান্তবর্জ্যবলম্বী
কৌলাচারপ্রবিষ্টঃ ক্ষিতিধরতনয়ে দিব্যবীরোদ্বিতীয়ঃ॥
দিব্যস্ত্বেকোদ্বিতীয়ঃ সহি ভবতি শিবে দিব্যদিব্যঃস্বয়ংঃ
সাক্ষাৎ সঙ্কীর্ণবর্ণান্ কথয়িতুমপরান্ কে সমর্থাভবন্তি॥

হে মাতঃ! হে দেবি! তোমার পশুভাব স্থিত সাধক তিন প্রকার। হে ত্রিনয়নমহিলে! প্রথম পশু পশু, দ্বিতীয় বীর পশু, তৃতীয় দিব্য পশু। প্রথম যে পশুপশু ভাব তাহাতে বেদাচারী, বৈষ্ণবাচারী, ও শৈবাচারী; দ্বিতীয় বীরপশু ভাবে দক্ষিণাচারী; তৃতীয় দিব্যপশু ভাবে বামাচারী। হে ভবহরে! বীরভাব দুই প্রকার, প্রথম বীরবীরভাব, তদ্ভাবস্থিত সাধক সিদ্ধান্তাচারী; এবং দ্বিতীয় দিব্যবীরভাব, তদ্ভাবযুক্ত সাধক কৌলাচারী। হে শিবে! দিব্যভাব এক প্রকার তাহার দ্বিতীয় নাই, তাহার নাম দিব্যদিব্য; এই দিব্যদিব্য ভাবস্থ সাধক সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূ হয়েন। অপর সঙ্কীর্ণভাব যে কত প্রকার তাহা কে বলিতে পারে? *

এই সকল আচারের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ করিয়াছেন যথা বৈষ্ণবাচার।

বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনং।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

বেদাচার নিয়মানুযায়ি অনুষ্ঠান করিতে তৎপর হইবেক, মৈথুন এবং তাহার প্রসঙ্গ কদাচিৎ করিবেক না। হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা, মাংসভোজন, এবং রাত্রিতে মালা ও যন্ত্র স্পর্শ এই সমুদয় হইতে বর্জ্জিত থাকিবেক।

শৈবাচারের এই বিশেষ করিয়াছেন যথা

বেদাচারক্রমেণৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতং।
তদ্বিশেষং মহাদেবি কেবলং পশুঘাতনং॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

বেদাচার ক্রমে শৈব শাক্তের ব্যবস্থা করিয়াছে, হে মহাদেবি! শাক্তের বিশেষ এই যে তাহাতে পশু হত্যা আছে।

দক্ষিণাচারও বেদাচারের তুল্য, তাহার এই লক্ষণ করিয়াছেন যথা

বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

বেদাচার ক্রমে শক্তির পূজা করিবেক, রাত্রিতে বিজয়া গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্গত চিত্ত হইয়া জপ করিবেক।

বামাচারের লক্ষণ যথা

পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতং।
বামাচারোভবেত্তত্র বামাভূত্বা [illegible] পরাং॥
আচারভেদে।

মদ্য মাংসাদি পঞ্চ তত্ত্ব ও খপুষ্পের ব্যবহার করিবেক এবং কুলস্ত্রীর পূজা করিবেক, তাহা হইলে বামাচার হইবে। ইহাতে বামাস্বরূপা হইয়া পরাশক্তির পূজা করিবেক।

সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ যথা

শুদ্ধাশুদ্ধং ভবেৎশুদ্ধং শোধনাদেব পার্ব্বতি।
এতদেব মহেশানি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণং॥
নিত্যাতন্ত্রে প্রথমপটলে।

হে পার্ব্বতি! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ দ্রব্য সকল শোধন দ্বারা শুদ্ধ হয়, হে মহেশানি! এই সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ।

দেবপূজারতোনিত্যং তথা বিষ্ণুপরোদিবা।
নক্তং দুগ্ধাদিকং সর্ব্বং যথালাভেন চোত্তমং।
বিধিবৎক্রিয়তে ভক্ত্যা স সর্ব্বঞ্চ ফলং লভেৎ॥
সময়াচারতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে।

নিত্য দেব পূজারত হইয়া এবং দিবাতে বিষ্ণুপর থাকিয়া যে রাত্রিতে সাধ্যমত মদ্যাদি দান সেবন করে, সেই সিদ্ধান্তাচারী সকল ফল লাভ করেন।

কৌলাচারের কোন নিয়ম নাই। স্থানাস্থান, কালাকাল, কর্ম্মাকর্ম্ম কোন বিচার নাই। কৌলের এই লক্ষণ করিয়াছেন যথা

দিক্কালনিয়মোনাস্তি তিথ্যাদিনিয়মোন চ।
নিয়মোনাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিদ্ভ্রষ্টঃ ক্বচিদ্ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দ্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদোযস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
নিত্যাতন্ত্রে তৃতীয়পটলে।

মহামন্ত্র সাধনে দিক্কালের নিয়ম ও তিথিনক্ষত্রাদির নিয়ম প্রভৃতি কোন নিয়ম নাই। কোন স্থানে শিষ্ট, কুত্রাপি ভ্রষ্ট, কুত্রাপি ভূতপিশাচ তুল্য এই প্রকার নানা বেশধারি কৌল সকল পৃথিবীতে বিচরণ করেন। হে প্রিয়ে! কর্দ্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও শত্রুতে যাহার ভেদ জ্ঞান নাই, হে দেবি! শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাহার ভেদ জ্ঞান নাই সেই কৌল জানিবে।

দিব্যভাব ও বীর ভাবের সহিত পশুভাবের বিশেষ প্রভেদ এই যে তাহাতে মদ্য মাংসাদি সেবনের বিধি নাই; কিন্তু বীরপশু মিলিত দক্ষিণাচারে পশুবলিকে ‡ উপাসনার এক

* অন্য অন্য তন্ত্রে যদিও সপ্ত প্রকার আচার ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে দিব্যদিব্য নামে অন্য এক প্রকার আচার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তদ্ব্যতীত অনেক সঙ্কীর্ণ ভাব প্রতীত হইতেছে।

‡ বলি দুই প্রকার রাজসিক এবং সাত্ত্বিক। মাংস রক্তাদি বিশিষ্ট যে বলি সেই রাজসিক, এবং [illegible] দুগ্ধ তণ্ডুলাদিযুক্ত যে বলি সেই সাত্ত্বিক বলি।

সাত্ত্বিকোবলিরাখ্যাতোমাংসরক্তাদিবর্জ্জিতঃ।
সময়াচারতন্ত্রে।

রক্তমাংসাদি বর্জ্জিত যে বলি তাহাকে সাত্ত্বিক বলি বলিয়াছেন।

ন অঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন। পশু ব দান তান্ত্রিক শাক্ত ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ, তাহাতে গো, ব্যাঘ্র, মনুষ্য প্রভৃতি কাহাকেও বলির অযোগ্য বলেন নাই।

পক্ষিণঃ কচ্ছপাগ্রাহামৎস্যানববিধামৃগাঃ।
মহিষোগোধিকাগাবশ্ছাগোবভ্রুশ্চ শূকরঃ॥
খড়্গশ্চ কৃষ্ণসারশ্চ গোধিকাসরভোহরিঃ।
শার্দূলশ্চ নরশ্চৈব স্বগাত্ররুধিরন্তথা॥
চণ্ডিকাভৈরবাদীনাং বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তির্ব্বলিভিঃ সাধ্যতে দিবং॥
কালিকাপুরাণং।

পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, মৎস্য, নয় প্রকার মৃগ, মহিষ, গোধিকা, গো, ছাগ, বভ্রু, শূকর, খড়্গ, কৃষ্ণসার, সরভ, সিংহ, ব্যাঘ্র, মনুষ্য এবং স্বীয় শরীরের রক্ত এই সমুদয় চণ্ডিকা ভৈরবাদির বলি। বলি দ্বারা মুক্তি সাধন হয়, এবং বলি দ্বারা স্বর্গ সাধন হয়।

যদিও কালিকাদি পুরাণে ও ভূরি তন্ত্রে দেবাদির উদ্দেশে জীব হত্যার বিশেষ বিধি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু অন্যত্র ইহার সম্পূর্ণ বিরোধে তাহাকে অত্যন্ত দুরদৃষ্টের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসাজীবঘাতনং।
আকল্পকোটিনিরয়ে তেষাং বাসোন সংশয়ঃ॥
পদ্মপুরাণং।

পার্ব্বতী কহিতেছেন যে হে শিব! যে সকল তামস গুণাবলম্বি ব্যক্তি আমার নিমিত্তে জীব হত্যা করে, কোটিকল্প পর্য্যন্ত তাহারদিগের নরক বাস হয়, তাহার সংশয় নাই।

উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ॥
পদ্মপুরাণং।

পশু বলির উপদেষ্টা, হন্তা, কর্ত্তা, ধারণ কর্ত্তা, পশু বিক্রয় কারী, এবং উৎসর্গ কর্ত্তা এই সকলের নরক হয়।

কিন্তু মদ্যাদি দান সেবন বীরদিগেরই বিশেষ সাধন, তদ্ব্যতীত কোন প্রকারে তাঁহারদিগের সিদ্ধি লাভ হয় না।

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনং॥
শ্যামারহস্যং।

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ¶, মৈথুন এই পঞ্চ মকার মহাপাতক নাশের কারণ।

* অগ্রে মন্ত্র দ্বারা পশুকে উৎসর্গ করিয়া পরে ছেদন করিবেক, কিন্তু এইক্ষণে কালীঘাটাদিতে অনেক বলি উৎসর্গ হয় না।

¶ মদ্যের সহিত যে উপকরণ গ্রহণ হয়, তাহার

দিবসে এ প্রকার ... ক ... উপহাসের কারণ ... তাহার অনুষ্ঠান ক... এবং তাহা গোপন রাখিবার ... গের প্রতি ছদ্ম ব্যবহারের ... ছেন।

রাত্রৌ কুলক্রিয়াং কুর্য্যাৎদিবা কুর্য্যাচ্চ বৈদিকীং।
দিবারাত্রৌ যজেৎদেবীং যোগী যোগপ্রভেদতঃ॥
নিরুত্তরতন্ত্রে প্রথমপটলং।

রাত্রিতে কুলক্রিয়া করিবেক, এবং দিবাতে বৈদিক ক্রিয়া করিবেক। এই রূপ যোগী ব্যক্তি যোগ ভেদে দিবারাত্রি দেবীর অর্চ্চনা করিবেক।

অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবামতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলাবিচরন্তি মহীতলে॥
শ্যামারহস্যং।

অন্তরে শাক্ত, বাহিরে শৈব, সভা মধ্যে বৈষ্ণব এই রূপ নানাবেশধারি কৌল সকল পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

পূজা দুই প্রকার যথা; বাহ্য পূজা এবং অন্তর্যাগ। গন্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, পানীয় প্রদানাদি দ্বারা যে পূজা সেই বাহ্য পূজা, এবং চিত্ত রূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ তেজ রূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি ক... পত উপচারাদি দ্বারা যে আন্তরিক সাধন তাহার নাম অন্তর্যাগ §। ষট্‌চক্র ভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ।

। বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থে দুই প্রকার গৃহস্থ অবধূতের প্রসঙ্গ লেখেন, যথা অব্যক্ত গৃহস্থাবধূত এবং ব্যক্ত গৃহস্থাবধূত। তন্মধ্যে অব্যক্ত গৃহস্থাবধূতের ... শ্যামারহস্যের বচনানুযায়ি ... লিখিয়াছেন, আর ব্যক্ত গৃহস্থাবধূতের লক্ষণ ...

ব্যক্তোহব্যক্তোদ্বিধাদোভুবি চরতিমুদা রক্তবস্ত্রাবৃতাঙ্গঃ
সিন্দূরোদ্যল্ললাটঃ শিবইব মহসারক্তমাল্যানুলেপঃ॥

ব্যক্ত আর অব্যক্ত এই দুই প্রকার গৃহস্থাবধূত, তন্মধ্যে ব্যক্ত অবধূত হর্ষযুক্ত, রক্ত বস্ত্রে আবৃত, ললাটে সিন্দূরযুক্ত, তেজ দ্বারা শিব তুল্য, রক্তমালা বিশিষ্ট এবং রক্তচন্দনাদি সংযুক্ত ...

§ ধ্যায়েৎতু পূজয়েদ্দেবং মনসা ... তদৈব সাধকোলোকে অন্তর্যাগ ... মুণ্ডমালাতন্ত্র।

সাধক যখন মন বাক্য হৃদয় দ্বারা ... পূজা করেন, তখনই তাঁহাকে ... যায়।

...বৌদ্ধ প্রভৃতি ... নিরুত্তরতন্ত্রে রূপে রক্ত বর্ণ বা ... হবেক না,
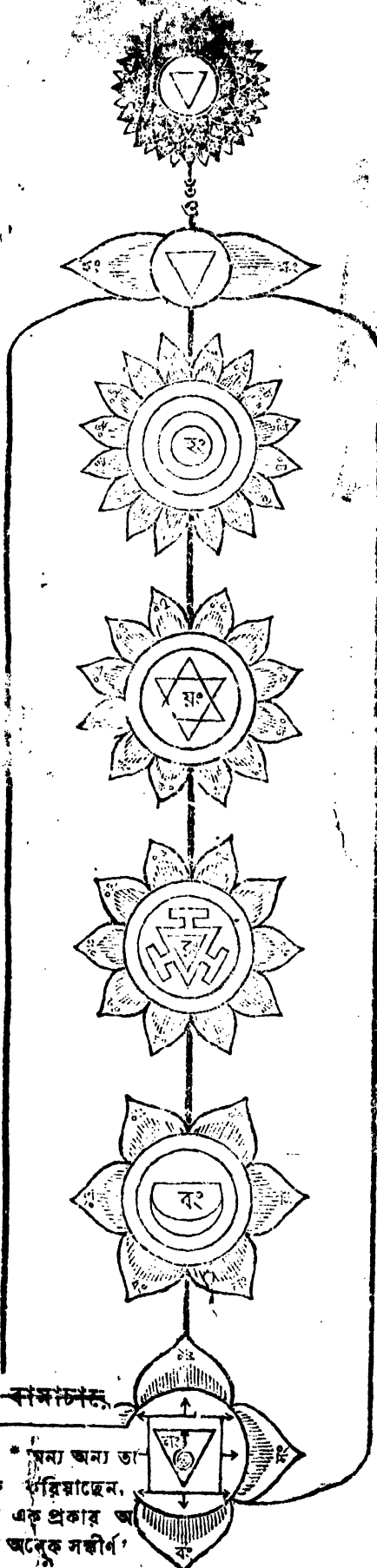
মরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে ইড়া পিঙ্গলা
নাড়ী উক্ত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে
দক্ষিণে এবং পিঙ্গলার বাম ভাগে
নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত আছে।
সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রাখ্যা নাড়ী
তদন্তরে চিত্রিণী নাড়ী উক্ত হই-
। শরীর মধ্যে স্থান বিশেষে সু-
নাড়ীতে গ্রথিত সপ্ত পদ্ম কল্পনা
...ছেন। পায়ুদেশের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে
। নাড়ীতে সংলগ্ন আধার নামে এক
...পদ্ম, তাহার চারি দলে বং শং ষং
...ই চারি বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে
...ক্র নামে এক চতুষ্কোণ চক্র, তা-
...অষ্টদিকে অষ্ট শূল, এবং তন্মধ্যে পৃ-
বীজ লং বর্ণ, এবং তাহার কর্ণিকা ম-
...ক ত্রিকোণ যন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই
...মধ্যে লিঙ্গাকৃতি শিব স্থিতি করেন, এবং
...র অমৃত নির্গমস্থানে মুখ লগ্ন করিয়া
...পা কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। লিঙ্গ
স্বাধিষ্ঠান নামক ষড় দল পদ্ম, তাহার
...লে বং ভং মং যং রং লং এই ছয় বর্ণ,
...মধ্য স্থলে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল
...অর্দ্ধচন্দ্র; তাহাতে বং এই বর্ণ উক্ত
...ছে। এই পদ্মের মধ্যে বারুণী শক্তি
... করেন। নাভিমূলে মণিপূর নামক
...পদ্ম, তাহার দশ দলে ডং ঢং ণং তং
... ধং নং পং ফং দশ বর্ণ, তাহার মধ্য
...ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল; সেই ত্রিকোণের
...পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিন ভূপুর, এবং
... মধ্যে রং বর্ণ আছে। এই পদ্ম
...লাকিনী শক্তি স্থিতি করেন। হৃদয়ে
...অনাহত নামক দ্বাদশ দল পদ্ম, তাহার দ্বাদশ
...কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং
...ঠং এই দ্বাদশ বর্ণ, ইহার মধ্যে ষট্‌কোণ
বায়ু মণ্ডল, এবং তাহাতে যং বীজ। এই
পদ্মে শিব ও কাকিনী শক্তি বাস করেন।
কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ দল পদ্ম,
তাহার ষোড়শ দলে অং আং ইং ঈং উং
ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ
এই ষোড়শ বর্ণ, এই পদ্মের মধ্যে গোলাকার
চন্দ্র মণ্ডল, এবং তদন্তরে গোলাকার নভো-

* অন্য অন্য তা...
সাক্ত ...রিয়াছেন,
অন্য এক প্রকার অ...
তীত অনেক সঙ্কীর্ণ

মণ্ডল; এই পদ্ম মধ্যে হং বীজ ও শাকিনী শক্তির বসতি। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা নামক দ্বিদল পদ্ম, তাহার দুই দলে হং ক্ষং দুই বর্ণ, তাহার মধ্যস্থলে ত্রিকোণাকৃতি শক্তি, তন্মধ্যে শিব স্থিতি করেন। এই পদ্ম মধ্যে হাকিনী শক্তি বাস করেন। এই পদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা আছেন, তদূর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দু, তদূর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ী, এবং তদূর্দ্ধে সহস্রদল পদ্ম। তাহার পঞ্চাশৎদলে অকারাদি ক্ষকার পর্য্যন্ত সবিন্দু পঞ্চাশৎ বর্ণ আছে। এই পদ্মের মধ্যে গোলাকৃতি চন্দ্র মণ্ডল, তন্মধ্যে ত্রিকোণ যন্ত্র, এবং সর্ব্বমধ্যে শিবস্থানে পরম শিব অবস্থিতি করেন।

সাধক গুরু উপদেশ অনুসারে শরীরস্থ বায়ুর যোগে অগ্নির গতি দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বিগ্না করিবেক, হুঁ এই বীজ দ্বারা তাহাকে চেতন করিয়া চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যগত পথ দ্বারা মূলাধার অবধি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ষট্ পদ্মকে, এবং মূলাধার, অনাহত, ও আজ্ঞা পদ্মত্রয়ে স্থিত শিব লিঙ্গকে ভেদ করিবেক, এবং কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল পদ্মে স্থাপন করিয়া তত্রস্থ পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিবেক, পরে উভয়ের সংযোগের দ্বারা গলিত পরমামৃত পানান্তে পুনর্ব্বার সেই কুলপথ দ্বারা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবেক।

এই প্রকার অন্তর্যাগ সাধনে নিষ্ঠ যে সকল বীরভাবি সাধক মদ্য মাংসাদি দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইয়াছেন।

তথান্তর্যাগনিষ্ঠায়ে তে প্রিয়াদেবি নাপরে।
সমর্পয়ন্তি যে ভক্ত্যা করাভ্যাং পিশিতাসবং॥
কুলার্ণব।

এই অন্তর্যাগনিষ্ঠ ব্যক্তি সকল যাঁহারা ভক্তি পূর্ব্বক স্বহস্ত দ্বারা মদ্য মাংস সমর্পণ করেন, তাঁহারাই প্রিয়, হে দেবি! তদ্ভিন্ন কেহ প্রিয় নহে। ‡

---

† শরীর ছেদ করিয়া এই সমুদয় পদ্মাদি দৃষ্টি না করাতে এইক্ষণে অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা গ্রাহ্য করেন না।

‡ আশ্চর্য্য যে বৈষ্ণবাদিকেও মদ্য মাংসাদি দ্বারা পূজা করিবার আদেশ করিয়াছেন।

চ বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে চ গতদর্শনে।
পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কলামুখে তথা॥

সুরা শক্তিঃ শিবো মাংসং তদ্ভক্তো ভৈরবঃ স্বয়ং।
তয়োরৈক্যং সমুৎপন্ন আনন্দো মোক্ষ এবচ॥
কুলার্ণবে।

সুরা শক্তি স্বরূপ, মাংস শিব স্বরূপ, এবং ঐ শিব শক্তির ভক্ত যিনি তিনি স্বয়ং ভৈরব স্বরূপ, এই তিনের ঐক্য হইলে আনন্দ স্বরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হয়।

মধ্যে মধ্যে বীরদিগের চক্রের অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে তাঁহারা যে প্রকার কুৎসিত ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। ফলতঃ চিত্তকে এ প্রকার বিকৃত করিবার বাহুল্য আদেশ তাঁহারদিগের প্রতি আছে, ইহা এই শ্রীচক্রের সম্যক্ বৃত্তান্তে স্পষ্ট প্রতীত হইবেক। চক্রাকারে বা শ্রেণীক্রমে আপন আপন শক্তির সহিত ললাটে চন্দন প্রলেপ করিয়া যুগ্ম যুগ্ম ক্রমে ভৈরব ভৈরবীভাবে উপবেশন করিবেক, এবং মধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কালী বোধ করিয়া তাহাকে মদ্য মাংসাদি দ্বারা পূজা করিবেক। এই পূজনীয় কালী রূপা কুলস্ত্রীদিগের বিশেষ বিবরণ করিয়াছেন যথা।

নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।
ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা॥
মালাকারস্য কন্যা চ নবকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিশেষবৈদগ্ধযুতাঃ সর্ব্বা এব কুলাঙ্গনাঃ॥
রূপযৌবনসম্পন্না শীলসৌভাগ্যশালিনী।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ততঃ সিদ্ধির্ভবেদ্ধ্রুবং ‡॥
গুপ্তসাধনতন্ত্রে প্রথমপটলে।

সদক্ষবামসিদ্ধান্তবৈদিকাদিষু পার্ব্বতি।
বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পূজনং বিফলং ভবেৎ॥
কুলার্ণবে।

শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, দর্শনান্তর, বৌদ্ধ, পাশুপত, সাংখ্য, কলামুখব্রত, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং বেদাচারাদি সকল মতে মদ্য মাংস ব্যতীত পূজা করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

¶ মনুষ্যের মনের ভাব সর্ব্বত্রই সমান, এই বিধি অনুসারে শাক্তেরা যেরূপ মাংসকে শিব এবং মদ্যকে শক্তি মনে করিয়া আহার পান করেন প্রায় তদ্রূপ কেথোলিক খ্রীষ্টীয়েরা পিষ্টককে খ্রীষ্টের মাংস এবং মদ্যকে তাঁহার রক্ত মনে করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।

‡ রেবতীতন্ত্রে চাণ্ডালী, যবনী, বৌদ্ধা প্রভৃতিকেও কুলস্ত্রীর গণনা করিয়াছেন। নিরন্তর তদ্রূপে রূপে কুলস্ত্রীকে কেবল বিশেষ বর্ণ বা জাত কন্যা না বর্জিয়া কার্য্য

নটস্ত্রী, কাপালী, বেশ্যা, রজকী, নাপিত ভার্য্যা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপিনী, মালাকার কন্যা এই নয় কুলকন্যা। বিশেষতঃ পরপুরুষ গামিনী বিদগ্ধা স্ত্রী হইলে সকল স্ত্রীই কুলস্ত্রী হয়। রূপবতী, যুবতী, সুশীলা ভাগ্যবতী স্ত্রীকে যত্ন পূর্ব্বক পূজা করিবেক, তাহাতে সিদ্ধি লাভ হইবেক।

এই সকল কুল শক্তিদিগের ব্যবহার স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যথা।

পূজাকালং বিনা নান্যং পুরুষং মনসা স্পৃশেৎ।
পূজাকালে চ দেবেশি বেশ্যেব পরিতোষয়েৎ॥
উত্তরতন্ত্র।

পূজাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পরপুরুষকে মনেতেও স্পর্শ করিবেক না। হে দেবেশি! পূজা কালে বেশ্যার ন্যায় সকলকে পরিতোষ করিবেক।

এই প্রকার চক্রগত পরপুরুষকে যথার্থ স্বামি রূপে গ্রহণ করিতে কুলস্ত্রীদিগকে অনুমতি করিয়াছেন; কুল ধর্ম্মে বিবাহিত পতি পতি নহে।

আগমোক্তপতিঃ শম্ভুরাগমোক্তপতির্গুরুঃ।
সপতিঃ কুলজায়াশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ॥
বিবাহিতপতিত্যাগে দূষণং ন কুলার্চ্চনে।
বিবাহিতং পতিংনৈব ত্যজেদ্বেদোক্তকর্ম্মণি॥
নিরুত্তরতন্ত্র।

কুলসাধনে উক্ত যে আগমোক্ত পতি তিনি শিব স্বরূপ, তিনিই গুরু। কুলস্ত্রীদিগের সেই পতি, বিবাহিত পতি তাহারদিগের পতি নহে। কুলপূজা জন্য বিবাহিত পতি ত্যাগ করিলে দোষ নাই, কেবল বেদোক্ত কর্ম্মে বিবাহিত পতি ত্যাগ করিবেক না।

এই সাক্ষাৎ কালীরূপা কুলনারীকে পূজা করিয়া মদ্য শোধনাদি পূর্ব্বক পান করিবেক।

সিন্দূরতিলকং ভালে পাণৌ চ মদিরাসবং।
কৃত্বা পিবেদ্গুরুং ধ্যায়ংস্তথা দেবীঞ্চ চিন্ময়ীং॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং।

ললাটে সিন্দুর চিহ্ন এবং হস্তেতে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু দেবতার ধ্যান পূর্ব্বক পান করিবেক।

হস্তেতে সুরা পাত্র ধারণ করিয়া তদ্গত ভাবে তাহার এইরূপ বন্দনা করেন।

শ্রীমদ্ভৈরবশেখরপ্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতপ্লাবিতং।
ক্ষেত্রাধীশ্বরযোগিনীসুরগণৈঃ সিদ্ধৈঃসমারাধিতং॥
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাত্ত্রিখণ্ডামৃতং।
বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদং॥
শ্যামারহস্যং।

শিব শিরঃস্থিত চন্দ্রের অমৃত দ্বারা প্লাবিত, এবং ক্ষেত্রপাল, যোগিনীগণ, দেবগণ, ও সিদ্ধগণ দ্বারা আরাধিত, এবং মহাত্ম স্বরূপ, আনন্দ সাগর, সাক্ষাৎ ত্রিখণ্ডামৃত ও শুদ্ধি প্রদায়ক যে এই হস্ত পদ্ম স্থিত প্রথম পাত্র তাহাকে বন্দনা করি।

এই প্রকার মন্ত্র বিশেষ দ্বারা পঞ্চবার পাত্র বন্দনা করিয়া পঞ্চ পাত্র গ্রহণ করেন, পরে যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল না হয়, তাবৎ পান করিয়া থাকেন।

যাবন্ন চলতে দৃষ্টির্যাবন্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকর্ত্তব্যং পশুপানমতঃপরং॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচনং।

দৃষ্টি যাবৎ চঞ্চল না হয়, এবং মন যাবৎ চঞ্চল না হয়, তাবৎ পান করিবেক, তৎপরে পশু পান জানিবে।

অনন্তর চক্রিদিগের মঙ্গল জন্য এবং তাহার বিপক্ষদিগের বিনাশ নিমিত্ত শান্তি স্তোত্র পাঠ করিবেক, এবং তদনন্তর আনন্দ স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক অন্য অন্য কুলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক।

পাত্বা মদ্যং পঠেৎ স্তোত্রং সাধকঃকুলভৈরবঃ।
কুলস্ত্রীসঙ্গনিরতঃ কুলকার্য্যং সমাচরেৎ॥
কুলার্ণবঃ।

কুলভৈরব স্বরূপ যে সাধক তিনি মদ্য পান করিয়া স্তব পাঠ করিবেক, এবং কুলস্ত্রী সংসর্গে রত হইয়া কুল কার্য্য আচরণ করিবেক।

তৎপরে আনন্দোল্লাস আরম্ভ হয়। এ সাধনার পৃথক্ বর্ণনা করিতে লজ্জা উপস্থিত হয়, তবে তন্ত্র শাস্ত্রে ইহার যে বিবরণ আছে, তাহারই কতক অংশ প্রকাশ করা যাইতেছে।

তদারূঢ়েষু বীরেষু কার্য্যাকার্য্যং ন বিদ্যতে।
ইচ্ছৈব শাস্ত্রসম্পত্তিরিত্যাজ্ঞা পরমেশ্বরি॥
তত্র মদ্যং কৃতং কর্ম্ম গুরুং বা যদি বান্ধবং...
...সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ জায়তে সুরসু...

কন্যাকেই রজকী গোপিনী প্রভৃতি সংজ্ঞাতে উক্ত করিয়াছেন। "পূজাদ্রব্যং সমালোক্য রজোবস্থাং প্রকাশয়েৎ। সর্ব্ববর্ণোদ্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীর্ত্তিতা।" "আত্মানং গোপয়েদ্‌যা চ সর্ব্বদা পশুসঙ্কটে। ...বর্ণোদ্ভবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীর্ত্তিতা।" পূজা করিয়া যে কোন বর্ণোদ্ভবা কন্যা রজোবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে রজকী বলা যায়। যে অন্য এক প্রকার রমণী পশ্বাচারির নিকটে আপনাকে ভীত অন্যকে সমাহাকে গোপিনী বলা যায়।

জপ্যোজপফলং তন্দ্রা সমাধিরভিধীয়তে।
বিক্রিয়া পূজনং দেবি ছর্দ্দনং ভৈরবোবলিঃ॥
মুক্তিঃস্যাৎ শক্তিসংযোগান্তোত্রং তৎকালভাষণং।
ন্যাসোঽবয়বসংস্পর্শঃ কণ্ডূতির্হবনক্রিয়া॥
বীক্ষণং ধ্যানমীশানি শয়নং বন্দনং ভবেৎ।
তত্ত্বন্যাসে বৃতানানা যা চেষ্টা সা চ তৎক্রিয়া॥
রোদনং ভাষসংপাতঃ সমুত্থানং বিজৃম্ভনং।
গমনং বিক্রিয়া দেবি যোগইত্যভিধীয়তে॥
চক্রেস্মিন্ যোগিনীবীরযোগিনোযোমদমন্থরাঃ।
সমাচরন্তি দেবেশি যথোল্লাসং মনোগতং॥
শনৈঃপৃচ্ছন্তি পার্শ্বস্থানাবিস্মৃত্যাত্মবীক্ষিতং।
নিধায় বদনে পাত্রং নির্ব্বাণানিবসন্তি চ॥
মত্তা স্বপুরুষং মত্তা কান্তান্যমবলম্বতে।
তথৈব পুরুষশ্চাপিপ্রৌঢ়োঽন্তোল্লাসসংযুতঃ॥
পুরুষঃ পুরুষং মোহাদালিঙ্গত্যঙ্গনাঙ্গনাং।
পৃচ্ছন্তি স্বপতিং মুগ্ধাঃ কস্ত্বং কা অমিহাগতা॥
উদ্যানং কিমিদং হন্ত গৃহং কিম্বাগতং কিমু।
মুখেসংপূর্য্যমদিরাং পায়য়ন্তি স্ত্রিয়ঃ পুমান্॥
উপদংশং মুখে ক্ষিপ্ত্বা নিক্ষিপন্তি প্রিয়াননে।
গৃহ্নন্ত্যন্যান্য পাত্রাণি ব্যঞ্জনানি চ শাম্ভবি॥
ধৃত্বা শিরসি নৃত্যন্তি মদ্যভাণ্ডানি যোগিনঃ।
অজ্ঞানাৎ করতালান্তমস্পষ্টাক্ষরগীতকং॥
প্রস্খলৎ পদবিন্যাসং তৃপ্যন্তি কুলশক্তয়ঃ।
যোগিনোমদমত্তাশ্চ পতন্তি প্রমদোরসি॥
মদাকুলাশ্চ যোগিন্যঃ পতন্তি পুরুষোপরি।
মনোরথসুখংপূর্ণং কুর্ব্বন্তি চ পরস্পরং॥
কুলার্ণবে পঞ্চমখণ্ডে।

মনুষ্য যত দুরাচার হউক, তথাপি চেতনাবস্থাতে এ সকল কার্য্যে লজ্জা বোধ হয়, অতএব তন্ত্র কর্ত্তারা ইহার গোপন জন্য অত্যন্ত সাবধান করিয়াছেন।

ন নিন্দেদ্ধসেদ্বাপি চক্রমধ্যে মদাকুলান্।
এতচ্চক্রগতাং বার্ত্তাং বহির্নৈব প্রকাশয়েৎ॥
তেভ্যোভোজনং কুর্ব্বীত নাহিতঞ্চ সমাচরেৎ।
ভক্ত্যা সংরক্ষয়েদেতান্ গোপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥
প্রাণতোষিণী।

চক্রমধ্যে মদাকুল ব্যক্তিদিগকে দেখিয়া নিন্দা বা হাস্য করিবেক না, এবং এই চক্রের বার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবেক না। তাহাদিগের নিকটে ভোজন করিবেক, অহিত আচরণ হইতে বর্জ্জিত থাকিবেক, ভক্তি পূর্ব্বক তাহাদিগকে রক্ষা করিবেক, এবং যত্ন পূর্ব্বক গোপন করিবেক।

ইহার অপেক্ষাও যে প্রকার অপবিত্র শব্দ দ্বারা ঘৃণিত ব্যবহার সকল বর্ণনা আছে, তাহা আর এপত্রিকাতে উদ্ধৃত করা যায় না। সঙ্ক্ষেপে কহি যে মদ্যপান ব্যভিচারাদি দ্বারা মনুষ্য স্বভাবের যত বিকৃতি হইতে পারে, তন্ত্রের বিধিতে তাহার কিছু অবশিষ্ট নাই। কুলার্ণব, [illegible] তন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র, শ্যামারহস্য, [illegible] প্রভৃতিতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। অধর্মকে ধর্মরূপে গ্রহণ করাইবার জন্যেই কি তন্ত্র রচিত হইয়াছিল। মদ্য পান পরদার গমন প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারকে যে রূপ ঈশ্বরের উপাসনা রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ মারণ উচ্চাটন প্রভৃতি মনুষ্য হত্যা ও পরপীড়াকে বিহিত ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

শান্তিবশ্যস্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণং পরমেশানি ষট্ কর্ম্মেদং প্রকীর্ত্তিতং*॥
যোগিনীতন্ত্রে পূর্ব্বখণ্ডে।

হে পরমেশানি! শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ এই ছয় কর্ম উক্ত হইয়াছে।

নানা প্রকার সাধনের মধ্যে শব সাধন বীরদিগের প্রধান সাধন। অষ্টমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় মঙ্গলবারে শূন্য গৃহে, নদী তীরে, পর্ব্বতে, নির্জ্জন স্থানে, বিল্ববৃক্ষ মূলে, বা শ্মশান ভূমিতে অথবা তন্নিকটবর্ত্তি বনস্থলে সাধনা করিবেক।

শূন্যাগারে নদীতীরে পর্ব্বতে নির্জ্জনেঽথবা।
বিল্বমূলে শ্মশানে বা তৎসমীপে বনস্থলে॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।
ভৌমবারে তমিস্রায়াং সাধয়েৎ সিদ্ধিমুত্তমাং॥
ভাবচূড়ামণৌ।

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে মদ্যাদি উপচার লইয়া সাধনার স্থানে যাত্রা করিবেক, এবং তথায় গুরু, গণেশ, যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া ও বলিদানাদির পরে [illegible]

---

* বস্তুতঃ কল্পিত মন্ত্র পাঠ দ্বারা কদাপি মনোগত ফল লাভ হয় না। জগদীশ্বর দুর্ভাগা মনুষ্যের হস্তে যদি এমত বিষম শক্তি অর্পণ করিতেন, তবে তন্ত্রকর্ত্তাদিগের কৌশলে ধর্ম্মের বিনাশ এবং লোক যাত্রা উচ্ছেদ হইবার অসম্ভব ছিল না।

অপরাপর কুকর্ম্ম করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কৌলদিগের প্রায়শ্চিত্ত পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন যথা।

প্রায়শ্চিত্তং ভৃগোঃপাতং সন্ন্যাসং ব্রতধারণং।
তীর্থযাত্রাভিগমনং কৌলঃ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ॥
প্রাণতোষিণীধৃতবচন।

প্রায়শ্চিত্ত, ভৃগুপতন, সন্ন্যাস, ব্রতধারণ, তীর্থ যাত্রা এই পাঁচ [illegible] সাধকবর্জিত হইবেন।

করিবেক। তাহাতে বিশেষ বিশেষ শবের প্রাশস্ত্য লিখিয়াছেন।

উর্দ্ধং দ্বিবর্ষাদযদি বা পঞ্চ বা তরুণংযদি।
দশমাদ্যমবর্ষীয়ং গর্ভজং যদি বা শবং॥
চাণ্ডালস্থাভিভূতঞ্চ শীঘ্রসিদ্ধিপ্রদায়কং।
নীলতন্ত্র।

দুইবর্ষ বয়ঃক্রমের ঊর্দ্ধ, তরুণ, পঞ্চবর্ষীয়, দশম ও প্রথম বর্ষীয়, অথবা গর্ভজ সন্তানের শব, এবং চাণ্ডালের শব দ্বারা শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়।

শব আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে পূজা করিবেক, এবং তাহার পৃষ্ঠদেশে চন্দন লেপন করিয়া তাহাতে হরিণ চর্ম্ম এবং তদুপরি কম্বল স্থাপন করিবেক। ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতির পূজা করিয়া এবং কিঞ্চিৎ দূরে এক জন উত্তরসাধককে রক্ষা করিয়া পূজার সামগ্রী সহিত শবারোহণ করিবেক, এবং দেবীর অর্চ্চনাদি করিয়া জপ করিবেক। এই শব সাধনের নানা প্রকার ভয়ঙ্কর বিধান করিয়াছেন যথা

করকাঞ্চীং সমাদায় মুণ্ডমালাবিভূষিতঃ।
তেনৈব তিলকং দত্ত্বা তত্তদ্ভস্মবিভূষিতঃ॥
শ্মশানে চাসকৃজ্জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ।
শ্যামারহস্য।

করকাঞ্চী গ্রহণ করিয়া, মুণ্ডমালাতে ভূষিত হইয়া তাহার রক্তে তিলক ধারণ করিয়া, এবং অঙ্গেতে তাহার ভস্ম লিপ্ত করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেক।

ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক অন্য প্রকার সাধন লিখিয়াছেন যথা

মহাষ্টমীনবম্যোস্তু সংযোগে পুরতঃস্থিতঃ।
ছাগমহিষমেষাণাং চতুর্দ্দিক্ষু শবান্ক্ষিপেৎ॥
কবন্ধাম্মুণ্ডপুঞ্জাংশ্চ দীপাদিভিরলঙ্কৃতান্।
মধ্যে কবন্ধমাস্তীর্য্য তত্র গন্ধর্ব্বরূপধৃক্॥
তাম্বূলপূরিতমুখোমঞ্জনাঞ্চিতলোচনঃ।
কৃত্বা তাবন্মনুং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ *॥
শ্যামারহস্য।

মহাষ্টমী এবং নবমীর সন্ধিকালে পুরতুর বহিস্থানে ছাগ, মহিষ, মেষের শব, এবং দীপান্বিত কবন্ধ ও মুণ্ড সমূহ সর্ব্বদিকে ক্ষেপণ করিবেক। মধ্যস্থলে এক কবন্ধ স্থাপন করিবেক, এবং তদুপরি গন্ধর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া মুখেতে তাম্বূলপূর্ণ করিয়া, এবং চক্ষুতে অঞ্জন লিপ্ত করিয়া মন্ত্র জপ পূর্ব্বক সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেক।

---

* কালী "মনসা কল্পিতামূর্ত্তিঃ" হইলেও এই সাধন দ্বারা সাক্ষাৎ হইয়া সাধকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, ইহাতে শক্তি ভক্তের দৃঢ় প্রত্যয় আছে। এই লোভে শবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক ব্যক্তি ভয়াতুর প্রযুক্ত ক্ষিপ্ত হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম

১৭৬৮ শক

১ বিবিধ উপায় দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবেন।

২ সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে বিশেষ সভা ও সাম্বৎসরিক সভা ও অধ্যক্ষ সভা বিহিত সময়ে হইবেক।

৩ সভাস্থ সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশের মতানুযায়ী কর্ম্ম হইবেক।

৪ সভ্যদিগের দুই পক্ষে সমানাংশ থাকিলে যে পক্ষে সভাপতি সেই পক্ষের মত গ্রাহ্য হইবেক।

৫ মত গ্রহণ যোগ্য দশজন সভ্য একত্র না হইলে সভা হইবেক না।

৬ সভার নিরূপিত সময়াবধি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্য একত্র হইবার জন্য উপস্থিত সভ্যেরা অপেক্ষা করিবেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত সময়ে উপস্থিত সভ্যেরা তাঁহারদিগের অধিকাংশের মতে ঐ সভার পরিবর্ত্তে নিয়মানুসারে অন্য দিন স্থির করিতে পারিবেন।

৭ কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেক।

৮ অধ্যক্ষদিগের মতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেক।

৯ সম্পাদক স্বীয় সহকারি নিযুক্তার্থে অধ্যক্ষদিগের সমীপে তাহার নামোল্লেখ করিবেন।

১০ অধ্যক্ষদিগের দ্বারা আট টাকার অনধিক মাসিক বেতনের বা অনির্দ্ধারিত বেতনের নূতন কোন কর্ম্মচারী নিয়োগের অনুমতি হইলে অথবা উক্ত বেতন ভোগি কোন কর্ম্মচারির পদ শূন্য হইলে তাহার পদে লোক নিযুক্ত করণ ভার সম্পাদকের প্রতি থাকিল।

১১ অধ্যক্ষগণ কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তি অধ্যক্ষদিগের মত ভিন্ন কর্ম্মচ্যুত হইবেক না।

১২ বেতনভুক্ কর্ম্মচারি মাত্রকে অধ্যক্ষেরা কর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেন।

১৩ তিন মাস সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণ্য না হইলে এবং তাঁহার তিন মাসের মাসিক দাতব্য আদায় না হইলে তাঁহার মত গ্রাহ্য হইবেক না, কিন্তু তিনি প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

১৪ অধ্যক্ষদিগের বা বিশেষ সভার বা মত গ্রহণ যোগ্য দশ জন সভ্যের অনুমতি দ্বারা যে প্রস্তাব যে দিনে বিচারণীয় হইবে, সেই প্রস্তাব এবং সেই দিন সম্বলিত বিশেষ সভার কারণ সেই ভাবি সভার পূর্ব্ব মাসের ২৪ দিনের মধ্যে সম্পাদক অনুজ্ঞাত হইলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে সেই সভার দিন এবং বিচার্য্য প্রস্তাব বিজ্ঞাপন দ্বারা সভ্যগণকে সংবাদ দিবেন।

১৫ মাসের অষ্টাহের পর পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে বিশেষ সভা হইবেক।

১৬ বিশেষ সভার দিন নির্দ্দিষ্ট হইলে পরে যদি অন্য কোন বিশেষ সভার জন্য সম্পাদক অনুজ্ঞাত হয়েন, তবে পরের বিশেষ সভার প্রস্তাব পূর্ব্ব বিশেষ সভায় বিচারিত হইবেক।

১৭ বৈশাখ মাসের শেষ রবিবারে দিবা পাঁচ ঘণ্টার সময়ে সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

১৮ সাম্বৎসরিক সভার পূর্ব্বে বর্ত্তমান নগরস্থিত সভ্যগণকে সভারোহণের নিমিত্তে সম্বাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান করা যাইবেক। উক্ত বিজ্ঞাপন সেই সভার দিবস পর্য্যন্ত সপ্তাহ সম্বাদ পত্রে প্রকাশ হইবে।

১৯ সাম্বৎসরিক সভাতে গত বৎসরের সমুদয় কর্ম্ম সাধারণরূপে সভ্যদিগকে সম্পাদক অবগত করিবেন।

২০ বিশেষ সভার নিয়মানুসারে সাম্বৎসরিক সভাতে সভ্যেরা প্রয়োজন মতে সকল প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

২১ পাঁচ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারদিগের মধ্যে এক জন সভাপতি হইবেন।

২২ কোন অধ্যক্ষ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

২৩ প্রতি বৎসরে এক জন অধ্যক্ষ পরিবর্ত্ত হইবেক।

২৪ সভাতে মত গ্রহণ যোগ্য না হইলে অধ্যক্ষ পদের উপযুক্ত হইবেন না।

২৫ অধ্যক্ষদিগের অধিকাংশের মতে সভার সমুদয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক।

২৬ সম্পাদক স্বয়ং অধ্যক্ষ সভার প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা কোন এক জন অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ সভার নিমিত্তে সম্পাদককে জানাইলে তিনি অধ্যক্ষদিগকে আহ্বান করিবেন।

২৭ মূল নিয়মানুযারি কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে তদুপযোগি নিয়ম সকল সংস্থাপন করিবার ভার অধ্যক্ষদিগের প্রতি অর্পিত হইল।

২৮ প্রতিমাসে চারি আনার ন্যূন কোন সভ্য দিতে পারিবেন না।

২৯ যে মাসে সভ্য হইবেন সেই মাসাবধি মাসিক দাতব্য দিবেন।

৩০ যদি কোন সভ্য দ্বাদশ মাসের মাসিক দাতব্য না দেন, এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তিনি ত্রয়োদশ মাসাবধি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না। কিন্তু পরে তিনি দণ্ড স্বরূপ তিন টাকা প্রদান করিলে পুনর্ব্বার সভ্য যোগ্য হইবেন।

৩১ যিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন, তাঁহার এক খান মাসিক দাতব্যের অঙ্গীকার পত্রের টাকা দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার অনাদায়ি সমুদয় অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৩২ যিনি অধ্যক্ষদিগের মতে সভ্য শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাঁহার মাসিক দাতব্যের সমুদয় অনাদায়ি অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৩৩ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যে ধন এই সভাতে প্রেরিত হইবে তাহা মূল ধন রূপে রক্ষিত হইবে, সে ধন ব্যয় হইবেক না,

কিন্তু তাহার বৃদ্ধি হইতে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
THE WORDS OF THEOLOGISTS.

CHAP. I.

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি ॥ কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদোব্যবস্থাং ॥ ১ ॥

1. *Say*, knowers of God, who is the Cause Supreme? From whom have we proceeded? Through whom do we live? In whom are we placed? And by whom directed do we follow the law of happiness and misery?

কালঃস্বভাবোনিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষইতিচিন্ত্যা। সংযোগএষাং নত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥ ২ ॥

2. Time, Nature, Fate, Chance, Elements, Finite Intelligence—each is thought to be the Cause Supreme. But neither by their united agencies—*leaving their individual ones out of consideration*—nor by the operation *only* of Finite Intelligence *had this universe been made*, since Finite Intelligence is in itself dependant, as it is subject to *the law of* happiness and misery.

তে ধ্যানযোগানুগতাঅপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং। যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৩ ॥

3. Given to contemplation, they have seen the power of THE Splendid which is all-enfolded by its own qualities. All those causes—Time, Nature, Fate, Chance, Elements and Finite Intelligence—are regulated by the One *alone*.

তমেকনেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং শতার্দ্ধারং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ। অষ্টকৈঃ ষড়ভির্ব্বিশ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহং ॥ ৪ ॥

4. *That Power is* the noose to which *this* Whole is bound. *It is* the only axle *of the Universal Wheel. This wheel has* a triple *nave*, possessing sixteen ears, fifty separate rods, twenty *intervenient rods*, and forty-eight *intersecant rods. This wheel has* three paths to roll upon *and* Emotion dualistic* *is its propelling force.*

পঞ্চস্রোতোম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদিমূলাং। পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥ ৫ ॥

5. The Universe is a mighty stream of which the five senses are its five branches, the five active causes its crooked turnings, the five vital airs its waves, and the mind, the primal to the five perceptive powers, its fountain-head. The five genera of perceptible objects are its five ports and the five kinds of misery its five currents. It has fifty sections and five points of confluence. So are we being taught.

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে। পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ৬ ॥

6. On this life-giving, all-containing and vast universe, creatures roam until they know God, the apart *from all things*, and the transmitter *of all things*, and being beloved thereat, obtain immortality.

উদ্গীথমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ। অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদোবিদিত্বা লীনাব্রহ্মণি তৎপরাযোনিমুক্তাঃ ॥ ৭ ॥

7. The Chaunted God is He who is Undecaying and Super-Eminent, and in whom the three *divisions of the Universe* are wholly lodged. Believing Him as present in all things, the versed in the Vaids who are devoted to the Supreme, are absorbed into Him—*becomes* free from transmigration.

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ। অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ৮ ॥

8. This universe compounded of the decaying and the undecaying—of the apparent and the unapparent, God maintains. The soul dependant becomes bound by worldly enjoyment *but* when it knows THE Splendid, it gets itself free from all bonds.

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশাবজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা। অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ ৯ ॥

The Energy of God is unintelligent *while He Himself is* intelligent. Both *are* unborn. *The latter is the* Regulator; *the former* not so. *The former is* connected with things enjoying and enjoyed, while the latter, the Infinite and the Uninfluencing Pervader, fills the Universe. When *one* knows this Supreme as present in the three *divisions of the Universe, he becomes immortal.*

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবএকঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥

10. Matter abstract † *is* reducible; God All-Splendid only *is* immortal and irreducible. He alone regulates both matter and mind. After frequent contemplation of Him, commingling with Him, and the knowing of Him *thereby*, Fascination Universal at last ceases.‡

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ। তস্যাভিধ্যানাৎ তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলআপ্তকামঃ ॥ ১১ ॥

11. All bonds dissolved, misery *made* effete, *one*, after knowledge of the Splendid, eludes both birth and death. Through contemplation of Him, *he*, after the dissolution of the body, *gains* all-satisfied the third *state of existence* in which *he has* the whole universe *for his* wealth.

---

* *Dualistic* because the two characteristic features of Emotion are Desire and Aversion.

† That is, "the *modus existendi* of all things in the state of quiesence and abstraction from all phenomenal being."

‡ The Fascination of the world which makes us lose sight of God.

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ। ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥ ১২॥

12. God *is the only Being* worthy of being known, existing in Himself through all eternity. Nothing *remains* knowable after the knowledge of Him.§ Knowing *Him who* is the Transmitter of *all things* enjoying and enjoyed, and who fills all the three sorts of *things* abovementioned,—*Transmitter,* ‖ *enjoyer and enjoyed,—one becomes immortal.*

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ। সভূয়এবেন্ধনযোনিগৃহ্যস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে॥ ১৩॥

13. As fire within the two slips of sacred wood, does not display itself *before attrition,* nor are its essential particles destroyed *when extinguished, so is it with respect to God,* for as fire shows itself after such attrition, *so does HE* after that of both Om and Mind.

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥ ১৪॥

14. Having made his own mind one of those slips, and Om the other, *man* should, through frequent contemplation *which is* their mutual attrition, see the All-Profound Resplendence.

তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ। এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি॥ ১৫॥

15. As oil in sesamum, butter in curds, water beneath arid channels, and fire in the slips of sacred wood, so is God perceived by those who see Him through contemplation and truth.

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং। আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরং॥ ১৬॥

16. *Man should consider* the All-Pervading God as butter contained in milk. Contemplation is the root of divine knowledge, and God is the theme of the Oopunishud—of the Oopunishad is He the theme.

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি প্রথমাধ্যায়ঃ।

CHAP. II.

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥ ১॥

1. After reflecting upon His resplendence, one should for the sake of divine knowledge apply the mind and the understanding to *God* by withdrawing *them within himself* from the objects of the earth.

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে।
সুবর্গেয়ায় শক্ত্যা॥ ২॥

2. By concentration of mind upon, and through the sufferance of, the Splendid Producer, let us exert ourselves to the utmost of our respective powers for the attainment of Heaven.

যুক্তায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবং।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্॥ ৩॥

3. God knows the senses when they, united with the mind, go towards the Felicity Supreme and through observation complete, evince Him, the Glory, Great and All-Resplendent.

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ। বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥ ৪॥

4. The Knowing apply their mind and apply their understanding to that Great, All-Pervading and All-Intelligent One who has ordained all our actions and who knows all our intellectual operations. This is the worship greatest *that can be offered* to the Splendid Producer.

যুজে বাং ব্রহ্মপূর্ব্ব্যং নমোভির্ব্বিশ্লোকএতু পথ্যেব সূরেঃ। শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥৫॥

5. With grateful thanks do I devote myself to our Eternal God. Hear all ye children of the sun's Immortal Inhabitant, who in such splendid mansions* reside, that fame would meet me only in virtue's path.

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমোযত্রাতিরিচ্যতে তত্র সংজায়তে মনঃ॥ ৬॥

6. By Him is the mind produced through whose agency fire is evolved, wind is confined *within its limits,* and the moon does wander *in heaven.*

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ॥ ৭॥

7. Serve God Eternal who has brought forth this world. Immerse yourself in Him yet not forsake actions liberal.

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥ ৮॥

8. Making the three upper parts† of the body quite erect and withdrawing the mind and the senses within the heart, the knower *of God,* sitting upon the canoe of Divine Nature, should cross all torrents‡ flowing terrific.

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত। দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনোধারয়েতাপ্রমত্তঃ॥ ৯॥

9. Curbing the senses and the appetites, and respiring gently through the nostrils when engaged with communion, the knower of God uninfatuated should, like a charioteer that has viscious horses to guide, concentrate here his mind *upon the Supreme.*

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥ ১০॥

10. On a clean and smooth ground, devoid of pebble or gravel or burning sand, *at a place* where mind delights, with sound, and water, and shelter for the head, and with nothing *before* to offend the eyes, one should, with the aid of a solitary retreat, apply himself *to God.*

---

§ That is, after the complete knowledge of Him in the state of Mooktee.

‖ *Transmitter,* that is Himself.

* Earth and Heavenly bodies.

† The head, neck, and breast.

‡ *Torrents,* that is, miseries and afflictions. The whole sentence inculcates a devotional reliance on, and resignation to, God.

নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাং। এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১ ॥

11. In the first stages of devotional contemplation, God is displayed as frost and smoke, as wind and light and fire, as glow-warm and lightning, as crystal and moon.

পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং ॥ ১২ ॥

12. *The mind habitually* rising out of material objects and becoming engaged with Communion, *one thereby* obtains a body made of fervour devotional, *after which he has* neither disease nor decripitude, nor death.

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদং স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ। গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥ ১৩ ॥

13. On the first application *to true devotion*§ *a man, they* say, *becomes* light and healthy and devoid of greedy desires; his body smells sweet; his colour *becomes* glowing; his voice melodious, and his excretory discharges little.

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তং। তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥ ১৪ ॥

14. As a soiled metallic object when polished, shines all-luminous, even so the soul, seeing the Divine Nature, becomes unique, and all-satisfied and destitute of sorrow.

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ। অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৫ ॥

15. When the devoted sees the lamp of the soul with God and knows Him, the All-Resplendent, the Unborn, the Immutable, and the *Resider* pure in all objects, he becomes free from all bonds.

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৬ ॥

16. The Being Resplendent is in all points cardinal and ordinal. He was in beings that had been born before; he is in beings that are now in the womb. He was in things that HAD BEEN produced; he is in things that are BEING produced. He dwells in every existence and his face extends everywhere.

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥

17. To that Splendid Being *who dwells* in fire and in water, and in plants, and in trees, and in the whole universe, be salutations—be repeated salutations.

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

§ It should be remembered that temperance, sobriety, moderation, government of the passions, in short, a faithful observance of all the organic and moral laws that regulate the human system, is inculcated as one of the greatest of religious duties by our Holy Vedant.

CHAP. III.

য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সর্ব্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ। য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ১ ॥

1. The contriving one, who regulates with his regulating power—regulates ALL worlds is the *Sole Cause* of being and enjoyment. They who know Him become immortal.

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ। প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ২ ॥

2. The destroying One, *besides whom the pious* does not lodge in a second, who dwells in every one, and who regulates these worlds with his regulating power, after creating all worlds and being *their* supporter, destroys *them* at the end.

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ। সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥ ৩ ॥

3. He is the eye of all, the face of all, the hand of all, and the foot of all. *He* furnishes *man* with arms; *He furnishes* bird with wings. ONE God has created the heavens and the earth.

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥

4. Let Him, the All-Knowing Sovereign and Destroyer of the universe who has produced and illustrated the gods and formerly created the soul, make us apply ourselves to salutary thoughts.

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ ॥

5. O Destroyer who sittest in the hearts *of all*, see us with thy body of holiness and goodness, felicity and light.

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৬॥

6. O Thou, who sittest in the hearts of all, make lenient thy rod. Destroy not the world and its habitants.

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথানিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি ॥ ৭ ॥

7 God is above all. He is Great and All-Excellent and pervading the body of each, dwells deep in all existences. He alone encompasses and regulates the universe. Knowing Him, *they* become immortal.

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮ ॥

8. I have known Him *who is* above all darkness, Perfect, Splendid and Great. Knowing Him, *they* obtain immortality. *There is* no other path for gaining the station supreme.

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ॥ ৯ ॥

9. To Him no high, no low, no great, no small.

Motionless and silent as a tree, The One resides in heaven. This whole is full of the All-Perfect.

ততোযদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং। যএতদ্বিদু-
রমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥ ১০॥

10. They who know Him, the higher than all highest, the formless, and without disease, become immortal. Others, *who do not,* obtain misery.

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপীসভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃশিবঃ॥ ১১॥

11. His face, his head, his neck *is* everywhere. He resides in the hearts of all. *He is* All-Pervading, All-Inhabiting, All-Good, and All-Endowed.

মহান্প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষপ্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিং ঈশানোজ্যোতিরব্যয়ঃ॥১২॥

12. *He is* Lord Great, All-Perfect, and the Inducer of Good for the sake of stainless peace. *He is* All-Governing, All-Luminous, and Irreducible.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্‌ৢপ্তোযএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ১৩॥

13. The All-Pervading lodges ever in the heart of every being *which is of* the size of a thumb. *He is* exhibited to that mind *which is* free from doubts. Knowing Him they become immortal.

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং॥ ১৪॥

14. The Being with countless heads, countless eyes, and countless feet resides beyond, though pervading, the illimitable universe.

পুরুষএবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানোযদন্নেনাতিরোহতি॥ ১৫॥

15. The Being All-Perfect *is* in times past, present, and future. He *is* the Regulator of Immortality which *man* at last does obtain.

সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৬॥

16. His hand, feet, eye, head, face and ear are everywhere; and *He Himself* dwells overspreading all.

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
সর্ব্বস্যপ্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ॥ ১৭॥

17. *He who is* elicited by all the powers of the senses of which He Himself is devoid, *is* the Lord and the Governor of all—the Friend and the Protector of all.

নবদ্বারেপুরেদেহী হংসো লেলায়তেবহিঃ।
বশীসর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥ ১৮॥

18. *It seems that* within this mansion of nine portals, the All-Pervading God does revel. *He is* the Governor of all things, motive as well as immotive.

অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং॥ ১৯॥

19. *He has* neither feet nor hands *yet* runs and handles; *has* no eyes *yet* sees; *has* no ears *yet* hears. He knows all but none knows HIM. *He* is said to be the First *of all,* Perfect and Great.

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকোধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমীশং॥ ২০॥

20. God is the subtlest of the subtle and the greatest of the great. *He is* seated in the hearts of all creatures. He who sees the Glory of the Regulator, devoid of physical enjoyment, through the benignity of the mind, becomes destitute of sorrow.

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ। জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোহি প্রবদন্তি নিত্যং॥ ২১॥

21. I have known Him *who is* without disease, Ancient, All-Pervading, and All-Inhabiting because Omnipresent. Him theologists assert to be Unborn; Him theologists assert to be Eternal.

ইতিশ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

(To be continued.)

এইক্ষণে চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা যে প্রকার প্রবল হইতেছে, তাহাতে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি। কৃষ্ণনগর, সুখসাগর, পাণিহাটী, মেদিনীপুর প্রভৃতি অনেক গ্রামে বিশিষ্ট রূপে ব্রাহ্মসমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নিয়মিত রূপে অনেক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করেন। সম্প্রতি ঢাকানগরে এই সত্য ধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং তত্রস্থ কতিপয় ব্যক্তি ইহার প্রচার জন্য সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াছেন, তাহা বিশেষ উৎসাহি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর মিত্রের এইপ্রেরিত পত্র পাঠ করিলে বিদিত হইবে।

যথাসম্মানপুরঃসরনিবেদনমেতৎ।

ইতি পূর্ব্বে এদেশস্থ লোকের অন্তঃকরণে যেরূপ মলিনত্ব ছিল, তাহাতে আমারদিগের সনাতন ধর্ম্ম এস্থলে প্রচার হওয়া বড় সুকঠিন বোধ ছিল, সম্প্রতি আমারদিগের বহু ক্লেশে ও যত্নে বিশেষতঃ জগদীশ্বরের অতুল মহিমাতে এরূপ বোধ হইতেছে যে অবিলম্বেই আমারদিগের যত্ন সফল হও-

য়ার সম্ভব বটে। গত কল্য অর্থাৎ রবিবাসরে কতিপয় বন্ধু একস্থলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহারদিগের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ সত্য ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করত এবিষয়ে বাঁস্তবিক যত্নবান্ ও ইচ্ছুক থাকা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ আমারদিগের বন্ধুদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব আছে, কিন্তু কাল্পনিক ধর্ম্মানুযায়ী শত্রু সমূহের দ্বারা আমরা যেরূপ আবৃত আছি তাহা লিপি বাহুল্য। মহাশয়েরাও এদেশস্থ লোকেরদিগের ভাব ও স্বভাব ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন, তাহারা আমারদিগের যত্ন বিফল করিবার জন্য কায় মনো বাক্যে যত্নবান্, বিশেষতঃ কখন আমার দিগের প্রতি কিরূপ অনিষ্টাচরণ করে তাহা কহিতে পারি না। কিন্তু যৎ কালীন বহু শত্রু দ্বারা আবৃত থাকিয়াও এই সত্য মত গ্রহণ করিয়া তাহা প্রচার করণে যত্নবান্ হইয়াছি, এবং ইহাও জ্ঞাত আছি যে সত্য পথাবলম্বিদিগকে কৃপাময় জগদীশ্বর অবশ্যই কৃপা করিয়া সাহায্য করিবেন, তখন মহাশয়েরা কখনই বিবেচনা করিবেন না যে আমারদিগের শত্রু গণের বাহুল্য দেখিয়া আমারদিগের সত্য বিষয়ক যত্ন ভঙ্গ হইবেক।

ঢাকা } শ্রীচন্দ্রকিশোর মজুমদার।
২৩ অগ্রহায়ণ } শ্রীব্রজসুন্দর মিত্র।

মহাভারতীয়শ্লোকাঃ

বুদ্ধ্যাভয়ং প্রণুদতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
গুরুশুশ্রূষয়া জ্ঞানং শান্তিং যোগেন বিন্দতি॥
স্বধীতস্য সুযুদ্ধস্য সুকৃতস্য চ কর্ম্মণঃ।
তপসশ্চ সুতপ্তস্য তস্যান্তে সুখমেধতে॥
সহায়বন্ধনাহ্যর্থাঃ সহায়াশ্চার্থবন্ধনাঃ।
অন্যোন্যবন্ধনাবেতৌবিনান্যোন্যংন সিধ্যতঃ॥
হিতং যৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনশ্চ সুখাবহং।
তৎ কুর্য্যাদীশ্বরেহ্যেতন্মূলং সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥
বুদ্ধিঃ প্রভাবস্তেজশ্চ সত্ত্বমুত্থানমেবচ।
ব্যবসায়শ্চ যস্য স্যাৎ তস্যাবৃত্তিভয়ং কুতঃ॥
অর্থে সিদ্ধিং পরামিচ্ছন্ ধর্ম্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
নহি ধর্ম্মাদপৈত্যর্থঃ স্বর্গলোকাদিবামৃতং॥
যস্যাত্মাবিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা॥
যোধর্ম্মমর্থং কামঞ্চ যথাকালং নিষেবতে।
ধর্ম্মার্থকামসংযোগং সোমুত্রেহ চ বিন্দতি॥
সন্নিয়চ্ছতি যোবেগমুত্থিতং ক্রোধহর্ষয়োঃ।
সশ্রিয়োভাজনং রাজন্ যশ্চাপৎসু ন মুহ্যতি॥
বলং পঞ্চবিধং নিত্যং পুরুষাণাং নিবোধ মে।
যত্তু বাহুবলং নাম কনিষ্ঠং বলমুচ্যতে॥
অমাত্যলাভোভদ্রন্তে দ্বিতীয়ং বলমুচ্যতে।
তৃতীয়ং ধনলাভন্তু বলমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥
যত্ত্বস্য সহজং রাজন্ পিতৃপৈতামহং বলং।
অভিজাতবলং নাম তচ্চতুর্থং বলং স্মৃতং॥
যেন ত্বেতানি সর্ব্বাণি সংগৃহীতানি ভারত।
যদ্বলানাং বলং শ্রেষ্ঠং তৎ প্রজ্ঞাবলমুচ্যতে॥
অপ্রশস্তানি কার্য্যাণি যোমোহাদনুতিষ্ঠতি।
সতেষাং বিপরিভ্রংশাদ্ভ্রশ্যতে জীবিতাদপি॥
কর্ম্মণাস্তু প্রশস্তানামনুষ্ঠানং সুখাবহং।
তেষামেবাননুষ্ঠানং পশ্চাত্তাপকরং মতং॥
নিরর্থকলহং প্রাজ্ঞোবর্জ্জয়েন্মূঢ়সেবিতং।
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে নচানর্থেন যুজ্যতে।
প্রসাদোনিষ্ফলোযস্য ক্রোধশ্চাপি নিরর্থকঃ॥
ন তং ভর্ত্তারমিচ্ছন্তি ষণ্ডং পতিমিব স্ত্রিয়ঃ॥
অনার্য্যবৃত্তমপ্রাজ্ঞমসূয়কমধার্ম্মিকং।
অনর্থঃক্ষিপ্রমায়াস্তি বাগ্দুষ্টং ক্রোধনং তথা॥
অবিসম্বাদনং দানং সময়স্যাব্যতিক্রমঃ।
আবর্ত্তয়ন্তি ভূতানি সম্যক্ প্রণিহিতাচ বাক্॥
অবিসংবাদকোদক্ষঃ কৃতজ্ঞোমতিমানৃজুঃ।
অপি সংক্ষীণকোষোপি লভতে পরিবারণং॥
ধৃতিঃ শমোদমঃ শৌচং কারুণ্যং বাগনিষ্ঠুরা।
মিত্রাণাঞ্চানভিদ্রোহঃ সপ্তৈতাঃ সমিধঃশ্রিয়ঃ॥
অসম্বিভাগী দুষ্টাত্মা কৃতঘ্নোনিরপত্রপঃ।
তাদৃঙ্নরাধমোলোকে বর্জনীয়োনরাধিপ॥
প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ।
মন্ত্রমূলবলেনান্যো যঃ প্রিয়ঃ প্রিয়এব সঃ॥
দ্বেষ্যোন সাধুর্ভবতি ন মেধাবী ন পণ্ডিতঃ।
প্রিয়ে শুভানি কার্য্যাণি দ্বেষ্যে পাপানিচৈবহ॥
সমৃদ্ধাগুণতঃ কেচিৎ ভবন্তি ধনতোহপরে।
ধনবৃদ্ধান্ গুণৈর্হীনান্ ধৃতরাষ্ট্র বিবর্জ্জয়॥
পরাপবাদনিরতাঃ পরদুঃখোদয়েষু চ।

পরস্পরবিরোধেচ যতন্তে সততোত্থিতাঃ ॥
অর্থাদানে মহাদোষঃ প্রদানে চ মহদ্ভয়ং।
সদোষং দর্শনং যেষাং সংবাসে স্মহদ্ভয়ং ॥
যে বৈ ভেদনশীলাস্তু সকামানিস্ত্রপাঃ শঠাঃ।
তে পাপাইতিবিখ্যাতাঃ সবাসে পরিগর্হিতাঃ॥
যততে চাপবাদায় যত্নমারভতে ক্ষয়ে।
অল্পেপ্যপকৃতে মোহান্নশান্তিমধিগচ্ছতি॥
তাদৃশৈঃ সংগতং নীচৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ।
নিশম্য নিপুণং বুদ্ধ্যা বিদ্বান্ দূরাদ্বিবর্জয়েৎ॥
মত্যা পরীক্ষ্য মেধাবী বুদ্ধ্যা সংপাদ্য চাসকৃৎ।
শ্রুত্বাদৃষ্ট্বাথবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞৈর্মৈত্রীংসমাচরেৎ।
দুর্ব্বুদ্ধিমকৃতপ্রজ্ঞং ছন্নং কূপং তৃণৈরিব।
বিবর্জয়ীত মেধাবী তস্মিন্ মৈত্রী প্রণশ্যতি॥
অবলিপ্তেষু মূর্খেষু রৌদ্রসাহসিকেষু চ।
তথৈবাপেতধর্ম্মেষু ন মৈত্রীমাচরেদ্বুধঃ॥
কৃতজ্ঞং ধার্ম্মিকং সত্যমক্ষুদ্রং দৃঢ়ভক্তিকং।
জিতেন্দ্রিয়ংস্থিতংস্থিত্যামিত্রমত্যাগিচেষ্যতে॥
ন বৈ শ্রুতমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য বা।
ধর্ম্মার্থৌ বেদিতুং শক্যো বৃহস্পতিসমৈরপি॥
অকীর্ত্তিং বিনয়োহন্তি হন্ত্যনর্থং পরাক্রমঃ।
হন্তি নিত্যং ক্ষমাক্রোধমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥
দুষ্কুলীনঃ কুলীনোবা মর্য্যাদাং যোন লঙ্ঘয়েৎ।
ধর্ম্মাপেক্ষী মৃদুর্হ্রীমান্ সকুলীনশতাদ্বরঃ॥
মার্দ্দবং সর্ব্বভূতানামনসূয়া ক্ষমা ধৃতিঃ।
আয়ুষ্যাণি বুধাঃ প্রাহুর্ম্মিত্রাণাঞ্চাপি মাননা॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদভীক্ষ্ণং নিষেবতে।
তদেবাপহরত্যেনং তস্মাৎ কল্যাণমাচরেৎ॥
মঙ্গলালম্ভনং যোগঃ শ্রুতমুত্থানমার্জবং।
ভূতিমেতানি কুর্ব্বন্তি সতাঞ্চাভীক্ষ্ণদর্শনং॥
অনির্ব্বেদঃ শ্রিয়োমূলং লাভস্য চ শুভস্য চ।
মহান্ ভবত্যনির্ব্বিন্নঃ সুখং চানন্ত্যমশ্নুতে॥
নাতঃ শ্রীমত্তরং কিঞ্চিদন্যৎ পথ্যতমং তথা।
প্রভবিষ্ণোর্যথা তাত ক্ষমা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥
যৎ সুখং সেবমানোপি ধর্ম্মার্থাভ্যাংন হীয়তে।
কামং তদুপসেবেত ন মূঢ়ব্রতমাচরেৎ॥

উদ্যোগপর্ব্বাণি।

মোহমুদ্গরশ্লোকাঃ

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং।
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং॥
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং।
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং।
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং॥
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।
সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা রীতিঃ॥

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোয়মতীব বিচিত্রঃ॥
কস্য ত্বং বা কুতআয়াতঃ।
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তঃ।
তাবন্নিজপরিবারোরক্তঃ॥
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে।
বার্ত্তাং কোপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং।
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোহং॥
আত্মজ্ঞানবিহীনামূঢ়াঃ।
তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ।
তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ॥
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ।
পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ॥

নূতন গ্রহ প্রকাশ

সম্প্রতি এক নূতন গ্রহ প্রকাশ হইয়াছে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ফরাশীশ দেশীয় শ্রীযুক্ত লে, বেরিয়র সাহেব গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করেন যে পূর্ব্ব প্রকাশিত দ্বাদশ গ্রহের অপেক্ষা অন্য এক গ্রহ সৌর জগতে ভ্রমণ করে। গত ৮ আশ্বিন বুধবার রাত্রি যোগে জর্ম্মান রাজ্যের অন্তঃপাতি বর্লিন নগরে শ্রীযুক্ত ম, গালি সাহেব সেই গ্রহ দৃষ্টি করিয়াছেন। লে, বেরিয়র সাহেব অগ্রে গণনা দ্বারা এই গ্রহের অস্তিত্ব নিরূপণ করেন, এনিমিত্তে ইহার নাম লে, বেরিয়র

গ্রহ হইয়াছে। পূর্ব্বে যত গ্রহ দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল, তৎ সমুদয় অপেক্ষা এই গ্রহ সূর্য্য অপেক্ষা অধিক দূরে আছে।

ব্রহ্মসঙ্গীত

ললিত রাগিণী

সংসার সার ভেবে কি ঘোরে পড়েছ। অনিত্য সুখের লাগি কি দুঃখ পেতেছ। শ্বেতকেশ হলো তবু, শেষ না ভাবহ কভু, বিষয় মদিরা পানে প্রমত্ত রয়েছ।

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তকের মূল্য

প্রথমাবধি তৃতীয় ভাগ পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১২৲
কঠাদি সপ্তোপনিষৎ	১৲
রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থের চূর্ণক	৷৷০
বস্তুবিচার	৷০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণনা	৷০
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা	৷০
বাঙ্গালা ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ	৷৷০
সংস্কৃত পাঠোপকারক	৷৵০
ভূগোল	৷৷০
পদার্থ বিদ্যা	৷৷০
বর্ণমালা	৶০
ইংরাজি ভাষায় শ্রুতি প্রভৃতি	৷৷০
ইংরাজি ভাষায় ব্রাহ্মণসেবধির কতক অধ্যায় ও অন্য অন্য বিষয়	৷৷০
বেদান্তিক ডাক্ট্রিন্স বিণ্ডিকেটেড্	৷৵০
গীতপুস্তক	৷০

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

আগামি ৭ পৌষ সোমবার প্রাতে ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ হইবেক, ব্রাহ্মেরা তৎ কালে ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করিবেন।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা
উপাচার্য্য

বিজ্ঞাপন

পৌত্তলিক প্রবোধ নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে প্রস্তুত আছে, তাহার মূল্য ছয় আনা। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যেক সভ্য প্রার্থনা মতে বিনা মূল্যে তাহার এক খান প্রাপ্ত হইবেন।

বিজ্ঞাপন

অধ্যক্ষদিগের অনুমতি অনুসারে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে এক জন অবেতনভুক্ ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার জন্য আগামি ১১ পৌষ শুক্রবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

অশুদ্ধ শোধন

৩৯সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩৫৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয়চ্ছেদে সাত পঁক্তিতে যে “পারে না” এই শব্দ আছে, তাহার পরিবর্ত্তে “পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে পারিবেক” হইবেক।

১৭৬৭ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে যে সপ্তোপনিষৎ প্রকাশিত হয়, তাহাতে কঠোপনিষৎ অথর্ব্ববেদীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু মুখ্য কল্পে তাহা যজুর্ব্বেদীয় উপনিষৎ; অথর্ব্ববেদে কঠ প্রভৃতি সমুদয় ৫২ উপনিষদ্ই আছে। আর ঐতরেয়োপনিষৎ যজুর্ব্বেদীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঋগ্বেদীয় উপনিষৎ।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

চতুর্থভাগ
৪২ সংখ্যা
১ মাঘ ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামি ১১ মাঘ শনিবার সূর্য্যাস্ত পরে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজ হইবেক ইতি।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্যঃ

১২

শৈব ধর্ম্ম প্রচারের যে প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হয় তাহাতে বোধ হয় যে কেবল নির্ম্মল বৈদিক ধর্ম্ম প্রচলনের পরে নির্ম্মিত মূর্ত্তি উপাসনার প্রারম্ভেই শিরোপাসনার আরম্ভ হইয়াছে। রাজা শূদ্রক যিনি স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকা খণ্ড অনুসারে কলিযুগের ৩২৯০ বৎসরে অর্থাৎ ১৬৫৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করেন তাঁহার কৃত মৃচ্ছকটি গ্রন্থে, এবং কবি কালিদাস যিনি ন্যূনাধিক ১৯০০ বৎসর * পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার কৃত শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি পুস্তকে শৈব ধর্ম্মের অনেক চিহ্ন প্রাপ্ত হয়। ঐ

সম্বোধন পূর্ব্বক

অনেক স্থানে তৎকালে বাহুল্য রূপে শিবোপাসনা প্রচারের স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রাপ্ত হয়।

পাতু বো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে॥
মৃচ্ছকটি প্রথম নান্দীউক্তিঃ।

গৌরীর বিদ্যুৎসদৃশ ভুজলতাযুক্ত যে মহাদেবের শ্যাম বর্ণ জলদ তুল্য কণ্ঠদেশ তাহা তোমারদিগকে রক্ষা করুক।

এশাশি বাশু শিরশিগ্গহীদা।
কেশেশু বাশেশু শিলোলুহেশু॥
অক্কোশ বিক্কোশ লবাহিচণ্ডং।
শম্ভুং শিবং শঙ্কলমীশলং বা ‡॥
মৃচ্ছকটি প্রথমাঙ্ক।

* বিক্রমাদিত্যের শক এইক্ষণে ১৯০৩ বৎসর, যাহা সম্বৎ নামে খ্যাত আছে, তাঁহার সভাসদ কালিদাস সুতরাং তাঁহার কালে বিরাজিত ছিলেন।

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটক-
র্পরকালিদাসাঃ। খ্যাতোবরাহমিহিরোনৃপতেঃ
সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥
শব্দকল্পদ্রুমধৃতনবরত্নবচনং।

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, এবং বররুচি এই নবরত্ন বিক্রমাদিত্যের সভাতে ছিলেন।

স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডে ভবিষ্যৎ বাণী চ্ছলে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল উক্ত করিয়াছেন যথা "শত-ত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যব্দাধিকেষু হি। ভবিষ্যদ্বিক্রমাদিত্যরাজ্যংসোথ প্রণশ্যতে॥" "তদনন্তর কলিযুগের তিন সহস্র বিংশতি বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের রাজ্য হইবেক, পরন্তু তিনিও নষ্ট হইবেন।" এইক্ষণে কলিযুগাব্দাঃ ৪৯৪৫, তদনুসারে এই বচন দ্বারা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ১৯২৫ বৎসর পূর্ব্বে হয়, তাহাতে সম্বতের সহিত ২২ বৎসর প্রভেদ থাকে। ইহা এই পুরাণোক্ত রাজ্য কালের সহিত তাঁহার শক স্থাপন কালের প্রভেদ মাত্র বোধ হয়।

* ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে গ্রন্থ কর্ত্তারা স্বীয় পূজনীয় দেবতাকে নমস্কার পূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করেন।

‡ এই প্রাকৃত শ্লোকের সংস্কৃত অনুবাদ যথা
এষাসি বালা শিরসি গৃহীতা। কেশেষু বালেষু শিরোরুহেষু॥
আক্রোশবিক্রোশলপাধিচণ্ডং। শম্ভুং শিবং শঙ্করমীশ্বরম্বা॥

তুমিই সেই বালিকা যে কেশাকৃষ্ট হইয়া ধৃত হইয়াছিল, এইক্ষণে আক্রোশ বিক্রোশ পূর্ব্বক উগ্র রূপে শম্ভু, শিব, শঙ্কর, ঈশ্বর বলিয়া চীৎকার কর।

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বং। যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়াপ্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ প্রত্যক্ষাভিঃ প্রসন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

অভিজ্ঞানশকুন্তলে।

জল, অগ্নি, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, এবং বায়ু এই প্রত্যক্ষ অষ্ট মূর্ত্তি বিশিষ্ট যে মহাদেব, তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমারদিগকে রক্ষা করুন।

বিশেষতঃ কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব গ্রন্থে শিবদুর্গার বিশেষ বর্ণনা আছে, অতএব তাঁহার কালে—প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শৈব ধর্ম্ম প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। তাহারও অনেক পূর্ব্বে ইহার প্রচারের প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছে। কাশ্মীর দেশীয় ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী অনুসারে অশোক রাজা যিনি প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি বিজয়েশ নামক শিবের মন্দির প্রতীকার করেন, এবং তাঁহার পুত্র জলোক রাজা অত্যন্ত শিব ছিলেন।

জয়েশ্বরনন্দীশক্ষেত্রজ্যেষ্ঠেশপূজনে।
দ্য সত্যগিরোরাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞা সর্ব্বদাভবৎ॥

রাজতরঙ্গিণী ১ তরঙ্গে।

জয়েশ্বর নন্দীশ ক্ষেত্র জ্যেষ্ঠেশ পূজাতে জলোক রাজা সর্ব্বদা প্রতিজ্ঞাযুক্ত ছিলেন।

শৈবধর্ম্ম যে রূপ মূর্ত্তি উপাসনার আরম্ভেই বহুকালাবধি প্রকাশ হইয়াছে, তদ্রূপ ভারতবর্ষের সীমার অতীত বহু দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব্ব ভারত সমুদ্র স্থিত বালি দ্বীপে অদ্যাপি শিবোপাসনা প্রচার আছে। ফলতঃ পূর্ব্ব কালে আমারদিগের ধর্ম্ম, বসতি, এবং গমনাগমন এইক্ষণকার ন্যায় কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে বদ্ধ ছিল না, স্মৃতি পুরাণ এবং অন্য অন্য ইতিহাসাদিতে ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত ও বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কালে যখন কেবল বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার ছিল, তখন হিমালয়ের উত্তরে তিব্বত ও তাতার প্রভৃতি দেশ যেখানে এইক্ষণে বৌদ্ধ ও মোসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে সেখানেও আমারদিগের নিবাস ছিল, ইহা পুরাণে এই প্রকার স্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে যে ইক্ষাকু রাজার বংশ মেরুগিরির উত্তর ও দক্ষিণ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইক্ষাকুবংশম্বক্ষ্যামি শৃণুধ্বমৃষিসত্তমাঃ।
ইক্ষাকোঃপুত্রতামাপ বিকুক্ষির্নাম দেবরাট্॥
জ্যেষ্ঠঃ পুত্রশতস্যাসীদ্দশপঞ্চ চ তৎসুতাঃ।
মেরোরুত্তরতস্তেতু জাতাঃ পার্থিবসত্তমাঃ॥
চতুর্দ্দশোত্তরং চান্যচ্ছতমস্য তথাভবৎ।
মেরোর্দ্দক্ষিণতোয়ে বৈ রাজানঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মৎস্যপুরাণে ১২ অধ্যায়ে॥

হে ঋষিবর সকল! ইক্ষাকুবংশের বৃত্তান্ত বলি,শ্রবণ কর। ইক্ষাকুর যে শত পুত্র তন্মধ্যে ইন্দ্রতুল্য বিকুক্ষি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁহার অন্য পঞ্চদশ পুত্র, ইঁহারা সকলে মেরুর উত্তর ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এক শত চতুর্দ্দশ পুত্র মেরুর দক্ষিণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে রাজা হইয়াছিলেন *।

পুরাণ বৃত্তান্ত অনুযায়ী এমত চিহ্নও প্রাপ্ত হইয়াছে যে অতি প্রাচীন কালে মেরু হইতে কিয়ৎ উত্তর রুষ দেশের মধ্যে বিদ্যাবান্ কোন বিশিষ্ট জাতির নিবাস ছিল। উক্ত দেশের অন্তঃপাতি জেনিসী নদীর তীরস্থ ক্রস্নজর্স্ক নগরের নিকট বহুবিধ ধাতুর খনি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা এমত প্রাচীন কালে খনন হইয়াছিল যে সেই খনির মধ্যস্থ মৃৎস্তম্ভ সকল পাষাণ হইয়াছে। এই সকল খনি খনন করিবার উপযোগি পরশু মুদ্গর প্রভৃতি তাম্র পাষাণ নির্ম্মিত বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রাদি

* বিষ্ণুপুরাণানুসারে ভারতবর্ষের উত্তরসীমা হিমালয় পর্ব্বত হইতে অনেক উত্তরে মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতের চারি দিকে চারি নদী নিঃসৃত হইয়াছে যথা দক্ষিণে অলকনন্দা ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইয়াছে, চক্ষুস্ নদী পশ্চিম বাহিনী হইয়া সমুদ্র বিশেষে অস্ত হইয়াছে, উত্তরে ভদ্রা উত্তরকুরু দেশ ব্যাপিয়া উত্তর সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে,এবং সীতা নদী পূর্ব্বদিকে নির্গত হইয়াছে। অলকনন্দা নদী দক্ষিণ বাহিনী গঙ্গার এক অংশ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, পশ্চিম বাহিনী চক্ষুস্ নদী এইক্ষণে ওক্সস নামে খ্যাত আছে, উত্তর দিকে ওবী নামক নদী রুষ তাতার দেশে ব্যাপ্ত হইয়া উত্তর সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে, এবং পূর্ব্বদিকে হরমরণ নদী চীন দেশে গমন পূর্ব্বক পূর্ব্ব সমুদ্রে অস্ত হইয়াছে; অতএব সম্ভবতঃ এই চারি নদীর মধ্যে স্থাপিত ক্ষুদ্র বোখারা নামক দেশাদি ব্যাপ্ত পর্ব্বত সমূহের নাম মেরু। এই মেরুর দক্ষিণে তিব্বত দেশ, পূর্ব্ব পশ্চিমে তাতার দেশ,এবং উত্তরে তাতার দেশ ও উত্তরকুরুবর্ষ অর্থাৎ রুষ তাতার। পুরাণে লিখিয়াছেন যে মেরু হইতে কিয়ৎ উত্তরে এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে উত্তরকুরুবর্ষ,এই দেশ এইক্ষণে রুষতাতার নামে খ্যাত আছে।

প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত স্থানের পশ্চিমে ইর্ত্তিষ নদীর নিকট পর্ব্বত ও ক্ষেত্র সকলে ছুরিকা, দাত্র, ও তাম্র রচিত ভগ্ন বাণ প্রভৃতি অস্ত্র, এবং ক্রুষ্ণজর্স্ক নগরের নিকটে স্বর্ণ ও তাম্র রচিত এবং হরিণাদি নানা পশ্বাকৃতি মুদ্রিত বহুবিধ অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে *। এ প্রকার শিল্পজ্ঞ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞ লোকদিগের বাসস্থান অবশ্য কোন পাষাণাদি নির্ম্মিত অট্টালিকা শোভিত নগর ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য যে সেই অট্টালিকাদির কোন চিহ্ন জগতে প্রকাশ নাই, এবং তাহার জন শ্রুতিও কোন দেশে শ্রুত হয় নাই। এই প্রাচীন নগর যে ইক্ষাকুর সন্তানদিগের রাজধানী ছিল ইহা অসম্ভব নহে।

পরেও উক্ত স্থান সকলে গমনাগমন সাধারণ ছিল, বরঞ্চ মেরুগিরি তপস্যার স্থান রূপে গণ্য ছিল।

> ন্যস্তশস্ত্রস্তপস্তপ্তুং গতোহহং মেরুপর্ব্বতং।
> তত্র সংন্যস্তশস্ত্রোপি তপস্যাভিরতোপ্যহং॥
> শ্রুত্বৈব ধনুষোভঙ্গং দ্রষ্টুং ত্বাং সমুপাগতঃ।
> রামায়ণে আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমসর্গে।

পরশুরাম রামচন্দ্রকে কহিতেছেন যে আমি অস্ত্র ত্যাগ পূর্ব্বক মেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া তপস্যাতে নিযুক্ত ছিলাম, তথাপি ধনুর্ভঙ্গের বিষয় শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিবার জন্যে আগমন করিলাম।

পুরাণ পুরী সন্ন্যাসী যিনি পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মরাজ্য অবধি পশ্চিমে ইউরোপস্থ রুষদেশীয় মস্কোনগর পর্য্যন্ত বহুদেশ ভ্রমণ করেন, তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে তুর্কদেশীয় বসোরা নগরে গোবিন্দরাও এবং কল্যাণরাও নামে দুই বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তিনি ইহাও কহিয়াছেন যে তুর্ক দেশীয় মস্কট নগরে, তাতার দেশীয় বাখ নগরে, এবং খরক উপদ্বীপে তিনি অনেক হিন্দুলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, আর কহেন যে আসিয়া খণ্ডস্থ রুষদেশীয় অস্ত্রাকান নগরস্থিত হিন্দুদিগের নিকটে তিনি অত্যন্ত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন †। পারসীকের অন্তঃপাতি হিঙ্গলাজ নগরে অদ্যাপি [illegible] সকল স্থাপিত আছে †।

মহাভারত অনুসারে অর্জ্জুন তিব্বতদেশীয় মানস সরোবরে গমন করিয়া এবং তদুত্তরে হরিবর্ষ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

> সরোমানসমাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ
> গন্ধর্ব্বরক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডবস্ততঃ॥
> সভাপর্ব্ব ২৫ অধ্যায়ে

মানস সরোবরে উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ডব প্রভু [illegible] ব্যাপ্ত গন্ধর্ব্ব রক্ষিত দেশকে জয় করিলেন।

> উত্তরং হরিবর্ষন্তু সমাসাদ্য স পাণ্ডবঃ।
> ইয়েষ জেতুং তং দেশং পাকশাসননন্দনঃ॥
> সভাপর্ব্ব ২৭ অধ্যায়ে

সেই ইন্দ্র পুত্র পাণ্ডব উত্তর হরিবর্ষে উত্তীর্ণ হইয়া সেই দেশ জয় করিতে অভিলাষী হইলেন।

নকুল পশ্চিম দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম নানা ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিয়াছিলেন।

> রত্নানি ভূরীণ্যাদায় সম্প্রতস্থে যুধাম্পতিঃ।
> ততঃ সাগরকুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরমদারুণান্।
> পহ্লবান্ বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্ যবনান্ শকান্।
> ততোরত্নান্যুপাদায় বশে কৃত্বা চ পার্থিবান্।
> ন্যবর্ত্তত কুরুশ্রেষ্ঠো নকুলশ্চিত্রমার্গবিৎ॥
> সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায়ে

যুদ্ধপতি নকুল বহুরত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন, তদনন্তর সাগর নিকটস্থ অতি দারুণ ম্লেচ্ছ [illegible] লকে জয় করিলেন। এবং পহ্লব, বর্ব্বর, [illegible] যবন এবং শক এই সকল জাতিকে বশ করিয়া [illegible] দিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক নানা [illegible] কুরুশ্রেষ্ঠ নকুল নিবৃত্ত হইলেন।

রাজতরঙ্গিণী অনুসারে কাশ্মীরাধিপতি রাজা ললিতাদিত্য যিনি প্রায় ১১০০ [illegible] পূর্ব্বে রাজত্ব করেন, তিনি বোখারা প্রভৃতি মোসলমান দেশে গমন করিয়াছিলেন।

---

* Titler's universal History. Vol. 6. P. 41.

† Asiatic Researches. Vol. 5.

† শৈব সন্ন্যাসিরা অনেকে হিঙ্গলাজ [illegible] করেন, তাঁহারদিগের প্রমুখাৎ ইহার [illegible] জ্ঞাত হওয়া যায়। তন্ত্রচূড়ামণিতে হিঙ্গুলা এক [illegible] ঠস্থান বলিয়া ধৃত হইয়াছে যথা "ব্রহ্মরন্ধ্রং [illegible] ভৈরবোভীমলোচনঃ। কোট্টরী সা মহামায়া [illegible] দিগম্বরী॥" "সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গুলাতে পতিত [illegible] স্থানে ভীম লোচন ভৈরব এবং কোট্টরী নাম্নী ত্রিগুণা মহামায়া আছেন।"
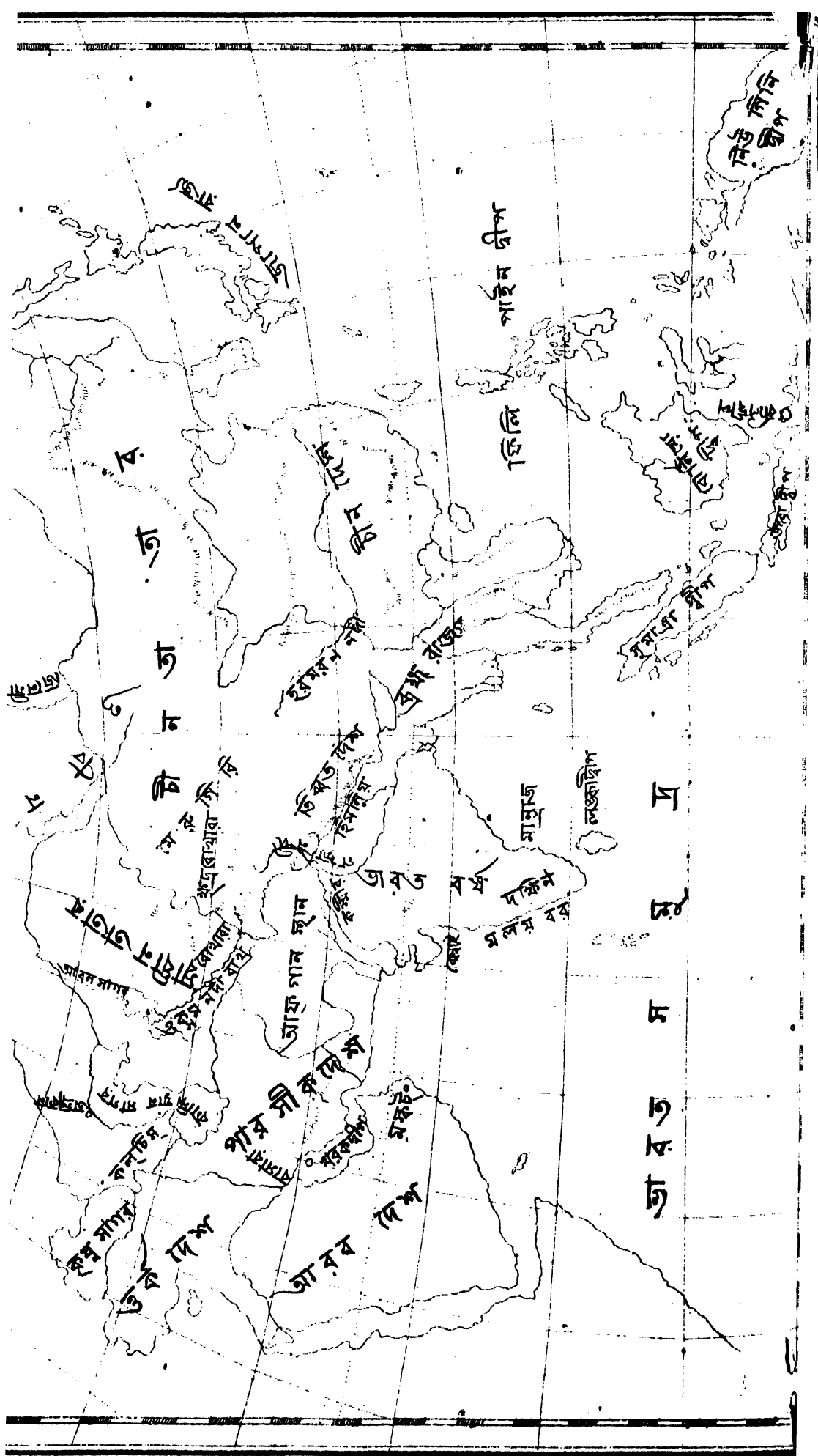
ভূঃখারাঃশিখরশ্রেণীর্যান্তঃ সন্ত্যজ্য বাজিনঃ।
রাজতরঙ্গিণী চতুর্থতরঙ্গে।

ভূঃখারা অর্থাৎ বোখারাদেশীয় লোকেরা ললিতাদিত্যের ভয়ে অশ্ব সকল ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে গমন করিলেক।

উত্তরে তিনি উত্তরকুরু অর্থাৎ রুষ তাতার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।

উত্তরাঃ কুরবোবিক্ষং স্বজন্মাভূমপাস্যপান্।
উরগাস্তকনিত্রাসাদ্বিলানীব মহোরগাঃ॥
রাজতরঙ্গিণী চতুর্থতরঙ্গে।

যেরূপ গরুড়ের ভয়ে সর্প সকল বিবর পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তর কুরুর লোকেরা ললিতাদিত্যের ভয় প্রযুক্ত জন্ম স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।

উত্তর কুরুর পশ্চিম দক্ষিণ কৃষ্ণ সাগরের পূর্ব্ব কল্‌চিস নামক স্থানে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বসতি আছে*।

ভূমি পথের ন্যায় সমুদ্র পথে গমনাগমনও পূর্ব্বকালে সাধারণ ছিল। মনু সংহিতা¶ ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিতে ইহার স্পষ্ট বিধান আছে।

কান্তারগাশ্চ দশকং সামুদ্রাবিংশকং শতং।
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা দ্বিতীয়াধ্যায়ে।

ব্যবসায় জন্য যাহারা বনে গমন করিবেক তাহারা প্রতি শত টাকাতে তাহার দশ ভাগের এক ভাগ বৃদ্ধি প্রদান করিবেক, আর সমুদ্রগামিরা বিংশতি ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবেক।

বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার কৃত মিতাক্ষরা গ্রন্থের ব্যবহারাধ্যায়ের ঋণাদানে ইহার স্পষ্ট বিবরণ করিয়াছেন।

যে সমুদ্রগাঃ বৃদ্ধ্যা ধনং গৃহীত্বা অধিলাভার্থং প্রাণধনবিনাশশঙ্কাস্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি তে বিংশকং শতং মাসি মাসি দদ্যুঃ।

যে সকল সমুদ্রগামি ব্যক্তি বৃদ্ধি দ্বারা ধন গ্রহণ পূর্ব্বক লাভের জন্য প্রাণধন বিনাশের শঙ্কা স্থান সমুদ্রে গমন করে, তাহারা মাসে মাসে প্রতি শত টাকাতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ দান করিবেক।

রামায়ণে রামচন্দ্রাদির লঙ্কায় গমন প্রসিদ্ধই আছে। পালি ভাষায় লিখিত মহাবংশ গ্রন্থে এদেশীয় লোকের সমুদ্র গমনাগমনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভারতবর্ষস্থ সীহবাহু§ রাজা তাঁহার পুত্র বিজয় প্রভৃতিকে সমুদ্রে প্রেরণ করিলে কেহ সিংহল কেহ অন্য অন্য দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন।

লঙ্কায়ং বিজয়সনামকোকুমারো ওতিণ্ণোধিরিমতি তম্বপণ্ণিদীপে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে।

অনেক দর্শী বিজয় নামক কুমার লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে তম্বপণ্ণিতে উত্তীর্ণ হইলেন।

নগ্গদীপোতিএতস্থ কুমারোতরণদীপকোত্তরিয়োকৃকস্থদীপো তু মহিন্দদীপকো ইতি।
ষষ্ঠপরিচ্ছেদে।

কুমারেরা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন তাহার নাম নগ্গদ্বীপ, আর তাঁহারদিগের ভার্য্যারা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন তাহার নাম মহিন্দদ্বীপ জানিবে।

বিজয় রাজা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা সুমিত্রকে আহ্বান করেন, তাহাতে সুমিত্রের পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব লঙ্কায় উপস্থিত হইলে বিজয় রাজার মৃত্যু প্রযুক্ত তত্রস্থ রাজমন্ত্রিরা তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

তং পণ্ডুবাসদেবং তে লঙ্কারজ্জেন অপ্যয়ুং।
অষ্টমপরিচ্ছেদে।

তাঁহারা পাণ্ডুবাসদেবকে লঙ্কার রাজত্ব পদে অভিষিক্ত করিলেন।

ভারতসমুদ্র স্থিত জাবাদ্বীপে যেখানে ইদানীং মোসলমান ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্বে যে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অংশও চিহ্ন অদ্যাপি স্পষ্ট রহিয়াছে†। তথায় প্রম্বনন নামে এক স্থান আছে, তাহার কোন কোন স্থলে একত্র দুই শত অপেক্ষা অধিক মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিব, দুর্গা, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি পাষাণ পিত্তল রচিত নানা দেবমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মোসলমান হইয়াও অনেকে সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিকে অদ্যাপি

---

* A. R. Vol. 10. P. 107.

¶ ৩৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ২৮৪ পৃষ্ঠে দেখিবে।

§ সিংহবাহু।

* সিংহলদ্বীপেরই অন্য এক নাম লঙ্কা, তাহার কারণও মহাবংশে লিখিয়াছেন

সীহবাহু নরিন্দোসোয়েন সীহংসয়াগ্গহী। তেন তস্সপুত্রজানস্তা সীহলাতিপবুচ্চরে॥ সীহলেন অয়ং লঙ্কা গহিতা তেন বাসিনা। তেনেব সীহলন্ নাম সম্মিতং সীহলস্ত তা।
সপ্তমপরিচ্ছেদে।

সীহবাহু রাজা সিংহ নষ্ট করিয়াছিলেন এই হেতু তাঁহার পুত্রেরা সীহল নামে উক্ত হয়েন। সেই সীহল এই লঙ্কাকে অধিকার করেন এবং তাহাতে বসতি করেন, এই নিমিত্তে তাহার নাম সীহল হইল।

† A. R. Vol. 13.

অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে¶। বালি দ্বীপে অদ্যাপি যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা সম্পূর্ণ আমারদিগেরই ধর্ম্ম। সেখানে প্রধান চারি বর্ণ আছে যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বিশিয়, শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বিশিয়, এবং পদ হইতে শূদ্র বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে†। চাণ্ডালও¶ সেখানে আছে, তাহারা গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করে এবং চর্ম্ম ও মদ্য ব্যবসায় প্রভৃতি হীন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। ব্রাহ্মণেরা মাংসাদি বর্জ্জিত হইয়া কেবল যব তণ্ডুল ও ফল মূলাদি আহার করেন। তথায় শব দাহ হয়, এবং সতীর সহমরণের নিয়মও প্রচলিত আছে*। স্ত্রী যদি স্বামির চিতারোহণ করে, তবে তত্রস্থ ভাষাতে তাহাকে 'সত্য' শব্দ বলে, এবং উপপত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোন স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহাকে 'বেল' শব্দে উক্ত করে। উৎকৃষ্ট বর্ণ অধম বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অধম বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী নহে। শিবোপাসনাই তথাকার প্রচলিত ধর্ম্ম, তত্রস্থ ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন না। এখানকার ন্যায় চারিযুগের গণনা তথায় প্রচলিত আছে যথা 'কর্ত্তযোগ' 'ত্রেতযোগ' 'দ্বপরযোগ' এবং 'কলিযোগ'‡। এদেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তত্রস্থ কবি নামক ভাষা অতি মান্য, তাহাতেই সমুদয় গ্রন্থাদি লিখিত হয়। 'ব্রতযুদ' নামক এক গ্রন্থে মহাভারতের যুদ্ধ সকল বর্ণনা আছে, তদ্ব্যতীত রামায়ণ, নীতিশাস্ত্র, অর্জ্জুন বিজয়, এবং আগম, দেবগম, সত্মগম, তত্ত্ব প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। অধিক প্রমাণ আর কি দিব, কবিতার ছন্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত যথা শার্দ্দুলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলত, বংশপত্র, অকদর, চম্পকমাল্য, দণ্ড, প্রবিরলতিত*। এই বালিদ্বীপ ও জাবা প্রভৃতি দ্বীপস্থ লোকের এই প্রচলিত জনশ্রুতি আছে এবং তাঁহারদিগের গ্রন্থেও লিখিত আছে যে তাঁহারা ভারতবর্ষস্থ কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন¶।

ইহার অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমেরিকাখণ্ড যাহা ৩৫৪ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ইউরোপীয় লোকের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তাহার অন্তঃপাতি পিরুবিয়া দেশীয় রাজারা সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া আপনারদিগকে গণ্য করিতেন, এবং তাঁহারদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান মহোৎসবকে 'রামসিতোয়া' নামে উক্ত করিতেন‡। অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে রামসীতার উপাসক ভারতবর্ষীয় লোকের বংশ উত্তর সমুদ্র পারে আমেরিকা খণ্ডে 'রামসিতোয়া' উৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এই প্রকার বৈদিক (অর্থাৎ হিন্দু) বংশোদ্ভব মনুষ্য সকল প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানা খণ্ডে ভূমিপথ এবং জলপথ দ্বারা

¶ এক ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অন্য ধর্ম্মে বিশ্বাস করা অজ্ঞানির পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। এই দেশস্থ কত ব্যক্তি শাক্ত বা বৈষ্ণব হইয়া মোসলমানের দেবতাকে সর্ব্ব শক্তিমান বলিয়া মান্য করেন, এবং রোগ-শান্তি, ধন প্রাপ্তি বা অন্য শুভ লাভের জন্য উপঢৌকন প্রদান করেন। ইহঁারা [illegible] মন্দিরে ভূমিষ্ঠ হইয়া পরক্ষণে পীরের দরগায় তদ্বিধি ক্রমে নমস্কার করেন। শুনিয়াছি যে বিরভূম প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশে এবং মুর্শিদাবাদ ও তৎ পার্শ্ববর্ত্তি কোন কোন গ্রামে অনেক ব্যক্তি মহরমের সময়ে 'পাঁজি' করে, এবং তাহার চিহ্ন ধারণ করে।

† ক্ষত্রিয়।

‡ বৈশ্য।

¶ চাণ্ডাল নামেই তাহারা সেখানে খ্যাত আছে।

* ২৬ বৎসর পূর্ব্বে এই সমুদয় প্রচলিত ছিল, অদ্যাপি থাকিতে পারে।

‡ কৃতযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, কলিযুগ॥

* ইহারদিগের সংস্কৃত নাম যথা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, বংশপত্র, সুন্দর, চম্পকমালা, দণ্ডক, প্রবরললিতা।"

¶ ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কলিঙ্গদেশ হইতে ত্রিতুটী নামক এক জন ব্রাহ্মণ অনেকের সমভিব্যাহারে জাবা দ্বীপে বসতি করিয়াছিলেন এবং তিনি শক স্থাপনা করাতে অজিশক নামে খ্যাত হইলেন। আশ্চর্য্য যে শালিবাহনের শক ঐ শকের [illegible]।

‡ A. R. Vol I. 426.

গমনাগমন করিতেন, এবং নানা দ্বীপে ও নানা দেশে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে এদেশীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি অত্যন্ত পরিবর্ত্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ বেদানুযায়ি ব্রহ্মোপাসনা এবং কর্ম্মকাণ্ডের প্রচার ছিল, তদনন্তর প্রত্যক্ষ নানা অবয়বের উপাসনা আরম্ভ হয়, সেই অবয়বের উপাসনা সময় বিশেষে নানা প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়। শঙ্করাচার্য্যের কালে যে প্রকার বিচিত্র ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহা এইক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ফলতঃ শঙ্করাচার্য্য হইতে কি শৈব কি বৈষ্ণব এদেশীয় সমুদয় ধর্ম্ম এক নূতন আকারে পরিণত হইয়াছে। শঙ্কর জয়, শঙ্করদিগ্বিজয়, শঙ্করবিজয়বিলাস প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হয়, এই সকল গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্‌ভ্রমণ এবং তৎকালীন নানা উপাসকের মত খণ্ডনেরই বিশেষ বিস্তার আছে। ইহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি এবং বিজয়নগরের রাজমন্ত্রি সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য কৃত গ্রন্থ দ্বয়ে অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হয়, আর তেলুগু ভাষাতে কেরল উৎপত্তি নামক এক গ্রন্থ আছে তাহাতে তাঁহার বাল্যকালের কতক বৃত্তান্ত লিখিত আছে, এবং কাবেলি বেঙ্কটরাম স্বামি কর্ত্তৃক যে দক্ষিণদেশীয় কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ হয় তাহাতেও শঙ্করাচার্য্যের বিষয়ে কতক বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের বর্ত্তমানকাল যদিও নির্দ্দিষ্ট নাই, তথাপি প্রমাণ্য অনুমান দ্বারা তাহার সম্ভব পরিমাণ হইতে পারে। [illegible] মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা সায়নাচার্য্য সঙ্গম রাজার মন্ত্রি ছিলেন‖। মাধবাচার্য্যও তাঁহার কৃত গ্রন্থে এই সঙ্গম রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় [illegible] বৎসর হইল চিত্রদুর্গে এক পিত্তল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে দেব নাগর অক্ষরে সঙ্গম রাজা ও তাঁহার পুত্র হরিহর, বুক্ক প্রভৃতির নাম মুদ্রিত আছে, এবং তাঁহারদিগের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

অম্বুদস্য কুলে শ্রীমান্ ভূমৌ গুরুগুণোদয়ঃ।
অপাস্তদুরিতাসঙ্গসঙ্গমোনাম ভূপতিঃ॥
আসন্ হরিহরঃ কম্পাবুক্করায়মহীপতিঃ।
মারপোমুদ্দপশ্চেতি কুমারাস্তস্য ভূপতেঃ॥
ষষ্ঠ এবং সপ্তমশ্লোক।

তাঁহার বংশে পাপবর্জ্জিত এবং উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত শ্রীমান্ সঙ্গম রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল যথা হরিহর, কম্প, বুক্করায়, মারপ এবং মুদ্দপ।

৪ হরিহর রাজা যে ভূমিদান করেন, তাহার সময় উক্ত পিত্তল পত্রে অঙ্কিত আছে যথা

শশিভূবহ্নিচন্দ্রে তু গণিতে ধাতৃবৎসরে।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং মহাতিথৌ॥
নক্ষত্রে পিতৃদৈবত্যে ভানুবারেণ সংযুতে।
বিংশতিশ্লোক ও একবিংশতিশ্লোকার্দ্ধ।

১৩১৭ শকে ধাতবর্ষে মাঘ মাস শুক্ল পক্ষ পৌর্ণমাসী তিথি মঘা নক্ষত্র রবিবারে।

বেলিগোল পর্ব্বতে এক অঙ্কিতাক্ষর পাষাণ প্রাপ্ত হয় তাহাতে লিখিত আছে যে ১২৯০ শকে বুক্ক রাজা জৈন এবং বৈষ্ণবদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া পরস্পর সন্ধি স্থাপন করেন॥। অতএব যখন হরিহর রাজা ১৩১৭শকে রাজত্ব করিয়াছেন, এবং বুক্ক রাজা ১২৯০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তৎপিতা সঙ্গম রাজার মন্ত্রী সায়নাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য অনূ্যন ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সেই মাধবাচার্য্য তাঁহার কৃত শঙ্কর জয় গ্রন্থের আরম্ভে ব্যক্ত করেন যে

* ৩৭ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩২৫ পৃষ্ঠে দেখিবে।

¶ ৩৭ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৩২৮ পৃষ্ঠ অবধি ৩৩১ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখিবে।

‖ সায়নাচার্য্য ধাতুবৃত্তি নামে এক গ্রন্থ [illegible] করেন তাহাতে এই [illegible] আছে যে "ইতিপূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিমসমুদ্রাধীশ্বরকম্পরাজসুতসঙ্গমরাজমহামন্ত্রিণা মায়ণপুত্রেণ মাধবসহোদরেণ সায়নাচার্য্যেণ বিরচিতা মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ।" "পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রের অধিপতি অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগের অধিপতি কম্প রাজার পুত্র সঙ্গম রাজার মন্ত্রি, মায়ণের পুত্র ও মাধবের সহোদর যে সায়ন তিনি মাধবীয় ধাতু বৃত্তি রচনা করেন।"

* A. R. Vol. 9. 419.

‖ A. R. Vol. 9. 270.

ঙ্করাচার্য্যের

"প্রাচীন শঙ্কর জয় সারঃসংগৃহ্যতেস্ফুটং" প্রাচীন শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে যে সার ভাগ আছে তাহা গৃহীত হইয়াছে" এবং "স্তুতোপি সম্যক্ কবিভিঃ পুরাণৈঃ॥" "অন্য অন্য পুরাতন কবি সকল শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন।" কিন্তু অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বকার গ্রন্থ কর্ত্তা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে প্রাচীন শব্দে উক্ত করেন না, অতএব শঙ্করাচার্য্যের কাল ৮০০ বৎসরের ন্যূন নহে। অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারাও ইহা দৃঢ়রূপে সম্ভব হইতেছে। যে রামানুজ আচার্য্য যিনি শঙ্করাচার্য্যের মতের প্রতি বিতর্ক করিয়া তাঁহার স্বীয় নামে এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পশ্চাৎ যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি দশ শত শকের কিঞ্চিৎ পরে বর্ত্তমান ছিলেন*। ফলতঃ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম ভূমি মলয়বর দেশীয় লোকের নিশ্চয় এই প্রবল মত যে তিনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এবং তেলুগু ভাষায় কেরল উৎপত্তি নামক এক গ্রন্থ আছে তদনুসারে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রাজাও যখন মলয়বর দেশের শাসনকর্ত্তা শিওরামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়েন, তখন শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ এবং শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিস্থ লোকের প্রচলিত মত প্রভৃতি যথা প্রাপ্য প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হইতেছে যে তিনি ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিরাজিত ছিলেন। শঙ্কর বিজয়ে লিখিয়াছে যে শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীর দেশে গমন পূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে জয় করিয়া সরস্বতী পীঠে স্থিতি করেন, রাজতরঙ্গিণীতে তদনুযায়ী একবৃত্তান্ত প্রাপ্ত হয়, যে ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষ কালে কতক গুলীন তীর্থযাত্রি ব্যক্তি কাশ্মীরস্থ লোক ও তত্রস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শন নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল, তাহাতে ধর্ম্ম

---

* চ

* ২৬ স্বামি কৃত দক্ষিণ দেশীয় কবিদিগের অমপি যাবৎ লিখিত আছে।

‡ কৃতযুগ, ৫ Mysore Vol. 2. 424.

সম্বন্ধীয় কোন কারণ বশতঃ অত্যন্ত সংগ্রাম হয়।

> গৌড়েছপজীবিনামাসীৎ সত্তমত্যদ্ভুতং তদা।
> জন্তর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্ষস্যপ্রভোঃকৃতে॥
> সারদাদর্শনমিষাৎ কাশ্মীরান্ সংপ্রবেশ্যতে।
> মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতাঃ সমবেষ্টয়ন্॥
>
> রাজতরঙ্গিণীচতুর্থতরঙ্গে।

ললিতাদিত্যের কালে গৌড় দেশীপজীবি ব্যক্তিদিগের অতি অদ্ভুত কার্য্য হইয়াছিল। পরোক্ষ দেবার জন্য সেই পণ্ডিতেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সরস্বতী দর্শন জন্য কাশ্মীর দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক একত্র হইয়া তন্মধ্যস্থিত দেবালয়কে বেষ্টন করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর দেশ, ও তন্মধ্য বিশেষ স্থান সরস্বতী পীঠ, উভয় দলে উৎকট বিবাদ, সেই বিবাদের কারণ কেবল ধর্ম্মের অনৈক্য ইত্যাদি এই ঘটনার অনেক বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী এবং শঙ্কর দিগ্বিজয় উভয় গ্রন্থে অবিকল ঐক্য হইতেছে, অতএব ইহা অত্যন্ত সম্ভব যে শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তি শিষ্য সকল এই বিবাদের এক পক্ষ। যদিও সেই সকল ব্যক্তি গৌড়োপজীবি বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয় যে শঙ্করাচার্য্যের সহিত অনেক গৌড় দেশস্থিত শিষ্য ছিল, অথবা অন্য কোন কারণে নাম পরিবর্ত্ত হইয়া গ্রন্থ কর্ত্তার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকিবেক। রাজতরঙ্গিণী অনুসারে ১০৯৫ বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল শেষ হয়, অতএব অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের যে সময় সম্ভব হয়, এই কাল তাহা হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে, অতএব অত্যন্ত সম্ভবতঃ সপ্তশত শকের কিয়ৎবৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইয়াছিল।

শঙ্করাচার্য্য মলয়বর দেশে নম্বুরি ব্রাহ্মণ বংশে উৎপন্ন হয়েন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলে তিনি বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অত্যল্প কালে তাঁহার বুদ্ধির অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। যখন দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হইলে তিনি গাঢ়রূপে জ্ঞানচর্চ্চাতে নিযুক্ত ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু তাঁহার মাতার অমত প্র-

সুতরাং কাল নিবারিত হইয়াছিলেন। এবিষয়ে এক প্রচলিত ইতিহাস লিখিত আছে। কোন দিবস তিনি আপন মাতার সহিত কিঞ্চিৎ দূরে কোন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন যে গমন কালীন যে নদী অনায়াসে পার হইয়াছিলেন, তাহা বৃষ্টি দ্বারা জল বৃদ্ধি হইয়া তখন পূর্ণ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ শমতানন্তর তাঁহারা নদীতে প্রবেশ করিলে আকণ্ঠ জল মগ্ন হইলেন, তখন শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মাতাকে কহিলেন যে তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান না করিলে জলমগ্ন হইয়া উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইবে, আর যদি তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দেন, তবে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তিনি উভয়ের জীবন রক্ষা করিবেন। এমত বিষম বিপদ্‌কালে শঙ্করাচার্য্যের মাতা সুতরাং সম্মত হইলেন, তখন তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে গ্রহণ পূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য সন্তরণ দ্বারা তীরস্থ হইলেন, এবং তাঁহার মাতাকে যথা বিধি প্রণাম প্রদক্ষিণাদি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

২ শঙ্করাচার্য্যের দিগ্‌ভ্রমণ এবং তৎকালীয় প্রচলিত মত সকল খণ্ডন পূর্ব্বক স্বীয় মত সংস্থাপন সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই আছে, এবং তাঁহার চরিত্র বিষয়ক সকল গ্রন্থ ও সকল জনশ্রুতি [illegible]তাতে ইহা স্বীকার করে। বেদান্তের চর্চ্চা জন্য স্থানে স্থানে তিনি মঠ স্থাপনা করিয়াছিলেন, দক্ষিণে শৃঙ্গগিরিতে অদ্যাপি এক মঠ বিদ্যমান আছে।

শৃঙ্গপুরসমীপে তুঙ্গভদ্রাতীরে চক্রং নির্ম্মায় তদগ্রে সরস্বাণীং নিধায় এবমাকল্পং স্থিরা ভব মদাশ্রমেইত্যাজ্ঞাপ্য নিজমঠং কৃত্বা তত্র দেব্যাঃপীঠনির্ম্মাণং কৃত্বা ভারতীসম্প্রদায়ং নিজশিষ্যঞ্চকার।

আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়ে।

তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শৃঙ্গপুরের নিকট চক্র নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে সরস্বতীকে স্থাপনা করিলেন, এবং বলিলেন, "কল্পান্ত পর্য্যন্ত আমার আশ্রমে স্থিতি কর"। তদনন্তর নিজ মঠ স্থাপন পূর্ব্বক সে স্থানে দেবীর পীঠ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ শিষ্য ভারতী সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন।

যদিও অদ্বৈত মত স্থাপনই শঙ্করাচার্য্যের বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল, তথাপি তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের নিমিত্তে শিবাদির উপাসনা প্রচারেরও অনুমতি দিয়াছিলেন।

নানাপাপধ্বস্তজ্ঞানাঙ্কুরেষু মর্ত্ত্যেষু শুদ্ধাদ্বৈতবিদ্যায়ামনধিকারিষু তেষাংবৃত্তিঃ পুনরপি যথেপ্সিতা ভবতীতি বিচার্য্য লোকরক্ষার্থং বর্ণাশ্রমপালনার্থঞ্চ পরমতত্ত্বকল্পনাং জীবেশভেদাস্পদাঞ্চ রচয়িতুমুপক্রম্য নিজশিষ্যং পরমতকালানলং দৃষ্ট্বেদমাহ।

আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়ে।

নানা পাপ দ্বারা জ্ঞানাঙ্কুর নষ্ট হওয়াতে যাহারা নির্ম্মল অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারি হইয়াছে, তাহারা যথেষ্টাচারি হইবে, এই বিচার পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম রক্ষার জন্য পরমতত্ত্ব কল্পনা জীবেশ্বরের ভেদ [illegible] সূচক ধর্ম্ম রচনার নিমিত্তে উপক্রম করিয়া নিজশিষ্য পরমতকালানলকে দৃষ্টি পূর্ব্বক [illegible] কহিলেন।

১ শিষ্য সকল গুরু আদেশানুসারে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র ও অনুষ্ঠান সম্বলিত শৈব বৈষ্ণবাদি মত স্থাপন করিলেন।

এবমশেষদিগ্বিজয়ং কৃত্বা তত্তদ্দেশস্থান্ কাংশ্চিৎ পঞ্চাক্ষরিমহামন্ত্ররাজোপদেশাদিনা তন্মতাবলম্বিনঃ কারয়তি পরমতকালানলঃ শঙ্করাচার্য্যশিষ্যঃ॥

আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়ে।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য পরমতকালানল অশেষ দিগ্বিজয় পূর্ব্বক তত্তৎ দেশস্থ অনেক লোককে পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দ্বারা শৈব মতাবলম্বি করিলেন।

পূর্ব্বভাগে লক্ষ্মণাচার্য্যঃ কিল দিগ্বিজয়ং কৃত্বা কাংশ্চিদ্ব্রাহ্মণাদীন্ ছিদ্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণশঙ্খচক্রাঙ্কুরভাসুরভুজনুগলান্ কৃত্বা বহুশিষ্যসমেতঃ পুনরাবর্ত্ত্য পরমগুরুচরণং নত্বা তদনুজ্ঞাবশাৎ মতবিজৃম্ভনহেতুকং ভাষ্যাদিগ্রন্থচয়মকরোৎ। হস্তামলকস্তু ভূমধ্যাৎ পশ্চিমখণ্ডদিগ্বিজয়ং কৃত্বা ভগবদষ্টাক্ষরমন্ত্রজপাসক্তান্ কৃত্বা স্বয়ং বিজ্ঞাপিতুং পরমগুরুং প্রাপ।

আনন্দগিরিকৃতশঙ্করদিগ্বিজয়ে।

লক্ষ্মণাচার্য্য পূর্ব্ব ভাগে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদিকে ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারি এবং শঙ্খচক্রাদি চিহ্নযুক্ত ভুজ বিশিষ্ট বৈষ্ণব মতাবলম্বি করিয়া বহু শিষ্য সহিত প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরমগুরু শঙ্করাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞাক্রমে মত প্রকাশ জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ রচনা করিলেন। হস্তামলক পশ্চিম খণ্ডে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক লোকদিগকে বিষ্ণুর অষ্টাক্ষর মন্ত্রে উপদিষ্ট করিয়া পরমগুরুকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিলেন।

এই প্রকার দিবাকর আচার্য্য দ্বারা সৌরমত, ত্রিপুরকুমার দ্বারা শাক্তমত, গিরিজাপুত্র দ্বারা গাণপত্য মত, এবং বটুকনাথ দ্বারা ভৈরব উপাসনা প্রচার হয়। ইহাঁরা সকলেই পরম গুরু শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য।

শঙ্করাচার্য্য কাঞ্চী, কর্ণাট, কাশী, কামরূপ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে কাশ্মীর রাজ্যে গমন করেন, এবং সেখানে সমুদয় বিপক্ষকে জয় করিয়া সরস্বতী পীঠে স্থিত করেন। তৎপরে বদরিকাশ্রমে গমন করেন, এবং অবশেষে কেদারনাথে ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হয়েন।

এবম্প্রকারৈঃ কিল কল্মষঘ্নৈঃ শিবাবতারস্য শুভৈশ্চরিত্রৈঃ। দ্বাত্রিংশদস্যোজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশেঃ সমাব্যতীয়ুঃ কিল শঙ্করস্য॥

মাধবাচার্য্যকৃতশঙ্করজয়।

উজ্জ্বলকীর্ত্তিরাশি এবং শিবাবতার স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের এই প্রকার পাপনাশক শুভ চরিত্র দ্বারা ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল।

শঙ্করাচার্য্য যে সকল গ্রন্থ প্রস্তুত করেন তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গ্রন্থ, শারীরিক ভাষ্য*, দশোপনিষৎ ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ভাষ্য, এবং ভগবদ্গীতা ভাষ্য। ভক্তমালে গ্রন্থে মোহমুদ্গারও তাঁহারই রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কলিকালে দণ্ড গ্রহণের নিষেধ ছিল, শঙ্করাচার্য্য তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করেন। তাঁহার প্রধান চারি শিষ্য; যথা পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন, এবং তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য তীর্থ এবং আশ্রম। হস্তামলকের দুই শিষ্য, বন এবং অরণ্য। মণ্ডনের তিন শিষ্য, গিরি, পর্ব্বত, এবং সাগর। তোটকের তিন শিষ্য সরস্বতী, ভারতী, এবং পুরী। বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে এই দশ শিষ্যের তীর্থাদি দশ নাম হইয়াছে, এবং ইঁহাদিগের হইতে দশনামী দণ্ডির আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য স্বামি ইহাদিগের লক্ষণ ধৃত করিয়াছেন যথা

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা সউচ্যতে॥
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ়আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্তএতদাশ্রমলক্ষণং॥
সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তোবননামা সউচ্যতে॥
অরণ্যে সংস্থিতোনিত্যমানন্দনন্দনেবনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদংবিশ্বং অরণ্যলক্ষণং কিল॥
বাসোগিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা সউচ্যতে॥
বসেৎপর্ব্বতমূলেষু প্রৌঢ়োয়োধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারংবিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বসেৎসাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘ্যেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
স্বরজ্ঞানবশোনিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞেয়োহি সরস্বতী॥
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতোনিত্যং পুরীনামা সউচ্যতে॥

প্রাণতোষিণীধৃতবিদ্যারণ্যস্বামিশ্লোকাঃ

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমতীর্থে যিনি স্নান করেন, তাঁহার নাম তীর্থ। আশ্রম গ্রহণে প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী এবং কামনা বর্জ্জিত হইয়া জন্ম মৃত্যু হইতে মুক্ত হন, এই আশ্রমের লক্ষণ। সুরম্য নির্ঝর দেশে এবং বনেতে যিনি বাস করেন, এবং কামনা হইতে মুক্ত হয়েন, তিনি বন নামে উক্ত হয়েন। যিনি আনন্দের সহিত সমুদয় বিশ্ব ত্যাগ করিয়া অরণ্যে স্থিতি করেন, তিনিই অরণ্য লক্ষণযুক্ত হয়েন। গিরি-বাসী এবং গীতাভ্যাসে তৎপর, এবং গম্ভীর ও অচল বুদ্ধি বিশিষ্ট, যিনি তিনি গিরি নামে উক্ত হয়েন। পর্ব্বত মূলে যিনি বাস করেন, এবং ধ্যান ধারণা দ্বারা [illegible] হয়েন এবং সারাৎসার ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি পর্ব্বত নামে খ্যাত হয়েন। সাগরের ন্যায় গম্ভীর এবং বনরত্ন যে ফল মূলাদি তাহা যিনি পরিগ্রহ করেন, এবং যিনি স্বীয় মর্য্যাদাকে উল্লঙ্ঘন না করেন, তাঁহার নাম সাগর। যিনি স্বরজ্ঞানযুক্ত এবং স্বরবাদী, ও কবীশ্বর, এবং সংসার সাগর মধ্যে সার জ্ঞানী, তিনিই সরস্বতী। বিদ্যাভারে দ্বারা যিনি পূর্ণ হইয়া সর্ব্বভার পরিত্যাগ করেন, এবং যিনি দুঃখ-ভারকে জানেন না, তিনিই ভারতী। জ্ঞানতত্ত্বে সম্পূর্ণ, এবং পূর্ণ তত্ত্ব পদে স্থিত, এবং নিত্য পরব্রহ্মরত যিনি তিনি পুরী নামে উক্ত হয়েন।

এই দশ শ্রেণি দণ্ডির মধ্যে কোন ব্যক্তি যে শ্রেণীতে ভুক্ত হয়েন, তিনি সেই শ্রেণির নাম প্রাপ্ত হয়েন। যথা অমরকোষের এক জন টীকাকারের নাম রামাশ্রম, মাধবাচার্য্য

* শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাস কৃত যে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য করেন, তাহা নানা প্রকার সংজ্ঞাতে উক্ত হয়, যথা শারীরিক ভাষ্য, শারীরিক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, ও বেদান্তদর্শন। [illegible] বেদান্ত নামে [illegible] করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক বেদের অন্তর্গত বেদান্ত নহে। জৈমিনি কর্ম্ম মীমাংসা করেন, গৌতম ন্যায় দর্শন করেন, তদ্রূপ বেদব্যাস বেদান্ত দর্শন নামে এক দর্শন করেন। যথার্থতঃ বেদের শিরোভাগ যে ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষৎ তাহাকেই স্বয়ং বেদে বেদান্ত নামে উক্ত করিয়াছেন, এবং কেবল তাহাই ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র।

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

হইয়া আসিতেছে—অখণ্ডও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম দ্বারা বিশ্বাধিপ বিশ্বকে অদ্যাপি শাসন করিতেছেন। এতদ্রূপে যখন কেবল নিয়ম দ্বারা বিশ্ব সংসার ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, যখন সমস্ত বিশ্বের তাবৎ ঘটনা কেবল কার্য্যকারণের শৃঙ্খল, যখন কোন ঘটনা হইলে তাহার কার্য্য স্বরূপ আর এক ঘটনা ঈশ্বরের অনুশাসনে অবশ্যই ঘটিবে, তখন আমার প্রার্থনাতে যে তিনি বাধিত হইবেন এমত আশ্বাস কি সাহসে করিতে পারি? তাঁহার অখণ্ড বিশ্বব্যাপি নিয়ম সকল কি কেবল আমার নিমিত্তে—কি কেবল এই এক ক্ষুদ্র কীটের নিমিত্তে—তিনি ভঙ্গ করিবেন? আমি যদ্যপি অপরিমিত ভোজন করি, আর তন্নিমিত্তে আমার জঠরে বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার নিয়মানুযায়ি ঔষধ সেবন না করিয়া কেবল আরোগ্য হইবার প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন? ঘোরতর ঝটিকাতে তরঙ্গ সকল যখন শৃঙ্গযুক্ত হইয়া কোলাহল শব্দ করত উল্লম্ফন করিতে থাকে, এমত সময়ে নৌকারূঢ় থাকিয়া তাঁহার নিয়মানুসারে আত্ম রক্ষার প্রতি চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি কি সে প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন? যে কারণের যেমত কার্য্য তাহা অবশ্য ঘটিবে। যদ্যপি জগতের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নিমিত্তে আমারদিগকে কোন দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়, যদ্যপি প্রিয় রাজার নিমিত্তে কোন দুঃখ সহ্য না করিলে রাজকর্ম্ম উত্তম রূপে নিষ্পন্ন না হয়, তখন তাঁর কুশল অভিপ্রায়কে হেলন করিবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে অভিযোগ করা কি আমারদিগের উচিত? আর কি হইলে আমারদিগের পক্ষে মন্দ হয়, আর কি হইলে আমারদিগের পক্ষে ভাল হয়, তাহা আমরা সম্যক্ জানিতে অক্ষম; কারণ আমারদিগের যে জ্ঞান সে তমসাবৃত। অনেক স্থলে যাহা আমারদিগের পক্ষে আমরা মন্দ বোধ করি, তাহাই আমারদিগের মঙ্গলের প্র- আর অনেক স্থলে যাহা আমারদিগের পক্ষে আমরা ভাল বোধ করি, তাহাই ভবিষ্যতে আমারদিগের অমঙ্গলের প্রতি কারণ হয়। অতএব পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ হয় না যিনি প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বাবধি তাবৎ বস্তু আমারদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে প্রেরণ করিতেছেন, বিশেষত আমরা যখন ইহাও জানিনা যে তাঁহার নিকটে কি প্রার্থনা করিব আর কি প্রকারে প্রার্থনা করিব। যদিও আত্ম প্রবোধের নিমিত্তে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা এতদ্রূপে কর্ত্তব্য যে হে পরমাত্মন্ শুভকে অশুভ জ্ঞান করিয়া তোমার নিকট তাহা যদি প্রার্থনা না করি, তথাপি তাহা আমারদিগকে প্রদান কর, শুভ জ্ঞানে অশুভকে প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে নিরস্ত থাক — হে পরমাত্মন্ আমারদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত কর।

যথার্থত নিবন্ধ আ... রাছেন, এব বেদান্তে

অকাম হইয়া সত্য ও তপস্যার দ্বারা এবং তাঁহাতে মনের অভিনিবেশ দ্বারা যে উপাসনা সেই তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা।

উপাসতে পুরুষং যেহ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

যে ধীর ব্যক্তিরা কামনা রহিত হইয়া সেই পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহারা সংসার বীজ হইতে মুক্ত হয়েন।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণনিত্যং। শ্রুতিঃ।

সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান, এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই আত্মা নিত্য লব্ধ হয়েন।

এবমাত্মানি গৃহ্যতেসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোনুপশ্যতি॥

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

যে ব্যক্তি সত্য ও তপস্যা দ্বারা পরমেশ্বরকে দেখেন তাঁহার নিকট তিনি এই প্রকারে গৃহীত হয়েন।

যুঞ্জতে মনউতযুঞ্জতে ধিয়োবিপ্রাবিপ্রস্য বৃহতোবিপশ্চিতঃ। বিহোত্রাদধে বয়ুনাবিদেকইন্মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা তাঁহারদিগের মনকে এবং বুদ্ধিকে সেই মহান্ সর্ব্বব্যাপি চৈতন্যেতে সন্নিবেশ করেন যিনি আমারদিগের কর্ম্ম সকলকে বিধান করিয়াছেন ও যিনি আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি জানিতেছেন। সেই পরম দেবতা সবিতার এইরূপ উপাসনা মুখ্যোপাসনা হইয়াছে।

অতএব অসকৃৎ পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ দ্বারা অথবা বিনতি স্তুতি দ্বারা তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলেই যে তাঁহার উপাসনা হয় এমত নহে ; তাঁহার তপস্যা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ চিন্তা এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন অর্থাৎ তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন তাঁহার মুখ্য উপাসনা হইয়াছে।

যাঁহা হইতে আমরা তাবৎ আনন্দ লাভ করিতেছি, আর যিনি তাবৎ পৃথিবীকে আমারদিগের নিমিত্তে বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণা করিয়াছেন, তাঁহাকে ক্ষণেকের নিমিত্তে স্মরণ করা আমারদিগের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত ভার বোধ করেন। যথার্থ বিবেচনা করিলে পরমেশ্বরের উপাসনা কোন ভার নহে। যখন সুগন্ধি রূপ লাবন্য বিশিষ্ট কোন মনোহর পুষ্প নিজ হস্তে রাখিয়া তাহার স্রষ্টার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারণ করি, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য রক্তিমবর্ণ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আহ্লাদ জনক কিরণ সকলকে শিশির সিক্ত দূর্ব্বাময় ক্ষেত্রোপরি বিস্তীর্ণ করিতে থাকেন, তখন যদ্যপি মনের সহিত কহি যে হা! ঈশ্বরের কি বিচিত্র শক্তি! তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। যাহার তুষারাবৃত শৃঙ্গ গগণ স্পর্শ করিয়াছে এমত কোন বৃহৎ ও উচ্চ পর্ব্বত দর্শন করিয়া মন তাহার ন্যায় উচ্চ হইয়া যখন জগদীশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করে, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। প্রখর ক্ষুধার পর আহার কালীন প্রত্যেক গ্রাসে শরীর যখন তৃপ্ত হইতে থাকে সেই সময়ে পরমেশ্বরের নিকটে স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই তাঁহার উপাসনা হয়।

পরমেশ্বরের উপাসনায় যে কি সুখ তাহা যিনি যথার্থ রূপে উপাসনা করিয়াছেন তিনিই জানেন। ঈশ্বরের শক্তি ও করুণার চিহ্ন চতুর্দ্দিকে দেখিয়া যাঁহার চিত্ত অত্যাশ্চর্য্য হইয়া কৃতজ্ঞতা রসে মগ্ন হয়, তিনিই জানেন যে ব্রহ্মোপাসনার কি সুখ। এতদ্রূপ উপাসকের চিত্ত হইতে আনন্দের উৎস ক্রমাগত উৎসারিত হইতে থাকে, সে আনন্দ কোন প্রকারে ক্ষীণ হয় না। যদিও কোন ধন গর্ব্বিত ব্যক্তি তাঁহাকে অনাদর করেন তথাপি তিনি ম্লান হয়েন না। যিনি সকল সম্রাটের সম্রাট্, যাঁহার পদতলে পৃথ্বীস্থ প্রতাপান্বিত ভূপতিদিগের এবং স্বর্গস্থ মহিমান্বিত দেবতাদিগের শোভনতম মুকুট নত হইয়া রহিয়াছে, তিনি তাঁহার বন্ধু, অতএব তিনি ক্ষুদ্র ধনির ক্ষুদ্র দর্পের প্রতি ভ্রুক্ষেপ কেন করিবেন ? সমূহ দুঃখ দ্বারা আবৃত হইলেও যথার্থ ব্রহ্মোপাসক তাঁহার প্রিয়তমের সহবাসে সন্তোষ থাকেন।

কেবল অনুপম সুখের নিমিত্তে যে পরমেশ্বরের উপাসনা করা উচিত তাহা নহে। পরমেশ্বরের উপাসনা অত্যন্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে। যিনি এতদ্রূপ নিয়ম সকলের মধ্যে আমারদিগকে স্থাপিত করিয়াছেন যাহা প্রতিপালন করিলে সুখের আর সীমা থাকে না, আর যিনি পৃথিবীস্থ তাবৎ সুখ প্রদান করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, যিনি আমারদিগের মনে এমত আশা গাঢ় রূপে স্থাপিত করিয়াছেন যে এলোক অপেক্ষা অন্য অন্য লোকে অধিক আনন্দ লব্ধ করিতে পারিব, হা! তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল না, আর যিনি ইহ লোকে অল্প উপকার করেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল। বন্ধুর প্রতি যদি প্রীতি প্রকাশ না করা উচিত হয় না, পিতার প্রতি যদি ভক্তি না করা উচিত হয় না, এবং মাতার প্রতি যদি কৃতজ্ঞতা না করা উচিত হয় না, তবে যিনি আমারদিগের এককালে পিতা, মাতা, ও বন্ধু হয়েন, তাঁহাকে দিন দিন বিস্মৃত হইয়া থাকা কি উচিত হইল ?

ব্রহ্মোপাসনার এক অঙ্গ তপস্যা হইয়াছে, আর এক অঙ্গ নিয়ম প্রতিপালন। প্রথম অঙ্গ যথার্থ রূপ সম্পন্ন হইলে অপরাঙ্গ আপনা হইতে উত্তম রূপে সম্পন্ন হয়। যাঁহার পরমাত্মাতে নিষ্ঠা আছে—যিনি জানেন যে পৃথিবীর আমোদ স্থায়ী নহে, যিনি সংসারকে অনিত্য জানিয়া কেবল পরমে-

শ্বরকে নিত্য জ্ঞান করেন, এবং যিনি আপনার সন্নিকট ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ সর্ব্বদা দেখেন, তিনি কখন পাপ কর্ম্মে মুগ্ধ হয়েন না, তিনি কখন পাপের বিষ পূরিত মধুরাবৃত কোমল স্বরে প্রবঞ্চিত হয়েন না—তিনি তাঁহার কর্ম্ম ও বাক্য ও মনন প্রত্যেক ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন। অলীক সুখাসক্ত যুবকেরা কহেন যে মনুষ্যের বৃদ্ধাবস্থা ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্তে, আর যৌবনাবস্থা রসোল্লাসের নিমিত্তে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে ইন্দ্রিয় সকল যখন নিস্তেজ হয়, ও মনের বৃত্তি সকল যখন দুর্ব্বল হয়, এবং মৃত্যু মুখে পতিত হইবার আর বড় অপেক্ষা থাকে না, তখন পাপের অনুষ্ঠান হইতে সহজেই লোকেরা নিবৃত্ত থাকিতে পারে। হে পরমাত্মন্! যে বিষম কালে রিপু সকল সম্পূর্ণ প্রবল ও তেজস্বি হয়, যে কালে সকল রিপুর প্রধান হইয়া কামরিপু প্রচণ্ড জ্বলন্ত অনলের ন্যায় শরীরকে দগ্ধ করিতে থাকে, সেই কালে যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ও মৃত্যুকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার নিয়ম প্রতিপালন করে, সেই সাধু যুবা, সেই ব্যক্তিই ধন্য। হা! এমত ব্যক্তি কোথায় যিনি যৌবনের প্রারম্ভে কহিতে পারেন

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভির্ব্বিশ্লোকএতু পথ্যেব সূরেঃ। শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ।

নমস্কারের সহিত আমি আপনাকে আমারদিগের নিত্য ব্রহ্মেতে অর্পণ করিতেছি। হে সূর্য্যস্থিত অমৃত পুরুষের পুত্রেরা যাহারা এমত দিব্যধাম সকলেতে বাস করিতেছ শ্রবণ কর, যে আমার খ্যাতি কেবল ধর্ম্ম পথে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

আর এমত ব্যক্তি কোথায় যে এই বাক্য চিরকাল পালন করিতে পারে? যদ্যপি এমত ব্যক্তি কেহ থাকে সেই ব্যক্তিই সাধু আর সেই ব্যক্তিই ধন্য। অলীক সুখাসক্ত যুবকেরা ব্রহ্মপরায়ণ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য বোধ করে, কারণ তাহারদিগের ন্যায় কুৎসিত আমোদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না। এতদ্রূপ যুবকেরা জ্ঞাত নহেন যে যে আনন্দ অনেক ব্যয়েও নানা কষ্টে তাঁহারা প্রাপ্ত হয়েন, তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠতর আনন্দ সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তির বদনে সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইয়া রহিয়াছে—তাঁহারা জ্ঞাত নহেন যে স্নেহ হীনা চপলা কুলটা সঙ্গে অভিনব রহস্য ও কৌতুক বাক্য শ্রবণে এবং বহুমূল্য ইন্দ্রিয় সুখদ দ্রব্য সেবনে যৎ কিঞ্চিৎ যে অস্থায়ি আমোদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার পরিবর্ত্তে স্থায়ী ও অনায়াস লভ্য আমোদ সামান্য বস্তু মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বরের সামান্য সৃষ্টি দেখিয়া সেই ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। হে পাপাসক্ত ব্যক্তি! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ যে পুণ্যেতে সুখ সঞ্চয় হয় কি না? পরীক্ষা করাতে কোন হানি নাই; পরীক্ষা করিলে জানিতে পারিবে যে পুণ্যের কি মনোহর স্বরূপ—হে পুণ্য! তোমার লাবণ্য যে স্পষ্ট রূপে দেখিয়াছে সে তোমার প্রেমে মগ্ন হয় নাই এমত কখনই হইতে পারে না। প্রবল পবন প্রহার দ্বারা কুপিত জলধির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া কোন ব্যক্তি ভূমি প্রাপ্ত হইলে যেরূপ সুখী হয়েন, তদ্রূপ পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। তৎ পরে পুণ্যের সহিত তাঁহার উত্তরোত্তর যত সহবাস হইতে থাকে, তত তাঁহার যেরূপ সুখের বৃদ্ধি হয় তাহা বর্ণনার অতীত। যাঁহার মন ঈশ্বরে বিশ্রাম করে, পরোপকারে রত থাকে, ও সত্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা যত্নবান্, সেই ব্যক্তির নিকটে এই পৃথিবীই স্বর্গ তুল্য হয়।

যিনি এই রূপ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখেন, ও তাঁহার করুণা রচিত সুচারু নিয়ম সকলকে সুচারু রূপে প্রতিপালন করেন, তিনি কালে মুক্তি লাভ করেন, কালে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ঐশ্বর্য্য হয়, তিনিই কালে ব্রহ্মানন্দে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বাস করেন।

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

প্রেরিত প্রশ্ন

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আগামি মাসের পত্রিকায় নিম্নস্থ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করত সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হইবেক।

প্রশ্ন।

অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা প্রাতঃ মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিন কালীন যে সন্ধ্যার উপাসনা করেন তাহা বেদের অন্তর্গত কি না? যদ্যপি বেদ প্রণীত হয় তবে তন্মধ্যে ঘট পটাদি জন্য পদার্থের সমীপে নিষ্পাপ হওনের প্রার্থনা কি জন্য উল্লেখিত হইয়াছে?

সন্দিগ্ধস্য।

উত্তর।

সকল বেদাবলম্বি কর্ম্মিদিগের সন্ধ্যোপাসনা প্রসিদ্ধ আছে যথা

সন্ধ্যোপাসনা সর্ব্ববেদিসিদ্ধা।
আহ্নিকতত্ত্বং।

যাঁহারা কেবল গায়ত্রীর আবৃত্তি দ্বারা তদর্থ পরমেশ্বরের স্বরূপ চিন্তা পূর্ব্বক সাক্ষাৎ উপাসনাতে অসমর্থ, তাঁহারদিগের চিত্তস্থিরের নিমিত্তে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, জলাদির উপাসনার বিধান বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্র মধ্যে সন্ধ্যা প্রকরণে এবং অন্যত্র নানাবিধ রূপে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ঘট পটের সমীপে উপাসনা সন্ধ্যাতে নাই।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয়েষু।

যথাসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদং।

জগদীশ্বরের অনুকম্পা পুরঃসর এতদ্ভারতবর্ষ মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রহ্ম জ্ঞান ক্রমশঃ প্রভাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া আসাতে তত্ত্ব জ্ঞানের পরম বিরুদ্ধ কারি যে কুজ্ঝটিকা স্বরূপ পৌত্তলিকদিগের উপাসনা তাহা ক্রমে দূরীভূত হইতেছে, ইহাতে সর্ব্ব নিয়ন্তা জগৎপাতা পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আমারদিগের প্রতি কি প্রকার নির্ম্মল রূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা অব্যক্ত। আমারদিগের পরম হিতৈষিণী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান প্রচার করাতে কত দূর পর্য্যন্ত আমারদিগের মনোরঞ্জন করিতেছেন তাহা কি কহিব? পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব বিষয়ের বাষ্পও আমারদিগের মনে কখন উদয় হইত না, ও হইবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না, এইক্ষণে সেই সকল বিষয় উক্ত পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা আমারদিগের মনে স্বভাবত অহোরাত্র দীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব পরমেশ্বরের নিকট অস্মদাদির কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য হইতেছে যে তাঁহার কৃপাতে ঐ পত্রিকা যেন চিরস্থায়িনী হয়েন। হা! আমারদিগের সেই দিন কবে আগমন করিবেক, যখন অস্মদাদির পরিজন ও বান্ধবগণ নির্ম্মলানন্দে মগ্ন হওত প্রফুল্ল আননে জগদীশ্বরের এবম্প্রকার করুণা প্রচারার্থে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে সমর্থ ও যত্নশীল হইবেন।

আগামি মাসের পত্রিকায় অত্র পত্র এবং পশ্চাল্লিখিত কতিপয় প্রশ্ন উত্তরের সহিত কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশ করত পরমাপ্যায়িত করিতে অনুমতি হইবেক।

১ প্রশ্ন—জীবাত্মা কাহাকে কহা যায়?
২ প্রশ্ন—জীবাত্মার নাশ আছে কি না?

শ্রীবটকৃষ্ণসেনস্য।

আহিরিটোলা
২১ পৌষ।

১ প্রশ্নের উত্তর।

যে বস্তু অন্য বস্তুকে প্রাপ্ত হয় তাহাকে আত্মা শব্দে বেদে বলেন। এক জড় বস্তু অন্য জড় বস্তুকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞান যে পদার্থ সে অন্য জড় কিম্বা জ্ঞান পদার্থকে প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাতে কেবল জ্ঞানকেই আত্মা শব্দে কহা যায়। পরমেশ্বর এই জগতের মধ্যে জ্ঞান ও জড় উভয় বস্তু সৃষ্টি করেন, তাহার মধ্যে সৃষ্ট যে জ্ঞান তাহাকে জড় রূপ পঞ্চভূত নির্ম্মিত শরীর বিশেষেতে নিয়োজিত করিয়া দর্শন, মনন, কথনাদি জ্ঞান সাধ্য কার্য্য সকলের শক্তি প্রদান করেন। সেই সৃষ্ট জ্ঞানই জীবাত্মা শব্দে উক্ত হয়েন, যিনি পরমেশ্বরের নিয়মা-

ধীন জীবিত থাকিয়া সাংসারিক কার্য্য নিষ্পন্ন করেন এবং তদনুসারে ইহামুত্র সুখ দুঃখ ভোগ করেন।

২ প্রশ্নের উত্তর।

যে বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে সে অনিত্য সুতরাং নাশ যোগ্য, জীবাত্মা সৃষ্ট পদার্থ সুতরাং অনিত্য এবং নাশ যোগ্য। যদিও জীবাত্মা নাশ যোগ্য তথাপি শরীর হইতে বহির্গত হইলেইযে তাহার নাশ হয় এমত সিদ্ধান্ত নহে, কারণ বেদে প্রাপ্ত হইতেছে যে শরীর হইতে নির্গত হইয়া নিজ পাপ পুণ্য অনুসারে জন্ম জন্ম নানা লোক ভ্রমণ করে, পরে নিষ্পাপ পুরুষ হইলে এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান হৃদয়ে সম্যক্ ধারণ করিলে কালে অমৃত প্রাপ্ত হয়। অতএব যদিও জীবাত্মা নাশযোগ্য, তথাপি তাহার সাধনা জন্য ফলের দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপায় সে অমৃত হইতে পারে। বেদান্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত এই যে কেবল এক পরমাত্মাই নিত্য এবং অবিনাশী, অন্য তাবৎ বস্তু অনিত্য, সুতরাং জীবাত্মার যে স্থিতি সে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন।

গত মাসের জগদ্বন্ধু পত্রিকাতে কোন জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের অসম্ভাবনার প্রতি যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন, সে সকলের তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের সম্ভাবনা মানিতে হইলে ঈশ্বরের শরীর এবং তাঁহার অবতার মানিতে হয় যাহা অসম্ভব।

উত্তর।

পরমেশ্বরের শরীর থাকা অথবা অবতার হওয়া এবং তাঁহার বাক্য কওয়া যে অসম্ভব সে যেমন যুক্তিতে বোধ হইতেছে তদ্রূপ শ্রুতিতেও আছে। "ন তস্য প্রতিমাঅস্তি" "অকায়মব্রণমস্নাবিরং" "ন বভূব কশ্চিৎ।" অতএব তিনি বাগিন্দ্রিয় ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়া যে পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এমত হইতে পারে না। তিনি আদিকালে প্রয়োজন মতে কোন বিশেষ তপস্বি ঋষির মনে সত্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম যে প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা আমারদিগের বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাহা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে। যিনি এই সচেতন অচেতন, অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি যে ধর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান নির্ম্মল চিত্তে প্রেরণ করিয়াছেন ইহার প্রতি আশ্চর্য্য কি?

OF THE EXISTENCE OF THE DEITY.

THE universe exhibits indisputable marks of design, and is therefore not self-existing, but the work of a designing mind. There exists, then, a great designing mind. Such is the first truth with respect to the indication of divinity in the universe, to which I would direct your attention.

If the world had been without any of its present adaptation of parts to parts, only a mass of matter, irregular in form, and quiescent,—and if we could conceive ourselves, with all our faculties as vigorous as now, contemplating such an irregular and quiescent mass, without any thought of the order displayed in our own mental frame, I am far from contending that, in such circumstances, with nothing before us that could be considered as indicative of a particular design, we should have been led to the conception of a Creator. On the contrary, I conceive the abstract arguments which have been adduced to show that it is impossible for matter to have existed from eternity, by reasonings on what has been termed necessary existence, and the incompatibility of this necessary existence with the qualities of matter to be relics of the mere verbal logic of the schools, as little capable of producing conviction as any of the wildest and most absurd of the technical scholastic reasonings on the properties or supposed properties of entity and nonentity. Eternal existence, the existence of that which never had a beginning, must always be beyond our distinct comprehension, whatever the eternal object may be, material or mental; and as much beyond our comprehension in the one case as in the other, though it is impossible for us to doubt that some being, material or mental, must have been eternal, if any thing exists.

> Had there e'er been nought, nought still had been;
> Eternal there must be.*

In the circumstances supposed, however, it is very probable that if we formed any thought at all upon the subject, we should have conceived the rude quiescent mass to have been itself eternal, as, indeed, seems to have been the universal opinion of the ancient philosophers, with respect to the matter of the universe, even though they admitted the existence of divine beings as authors of that beautiful regularity which we perceive. The mass alone would have been visible,—creation, as a fact, unknown to our experience,—and in the mass itself, nothing which could be regarded as exhibiting traces of an operating mind.

But though matter, as an unformed mass, existing without relation of parts, would not, I conceive, of itself have suggested the notion of a Creator,—since

* Night Thoughts, Night ix.

in every hypothesis, something material or mental must have existed uncaused, and mere existence, therefore is not necessarily a mark of previous causation unless we take for granted an infinite series of causes, —it is very different when the mass of matter is considered as possessing proportions and obvious relations of parts to each other, relations which do not exist merely in separate pairs, but many of which concur in one more general relation, and many of those again, in relations more general still. In short, when the whole universe seems to present to us, on whatever part of it we may look, exactly the same appearances as it would have presented if its parts had been arranged intentionally, for the purpose of producing the results which are now perceived,—when these appearances of adaptation are not in a few objects out of many, but in every thing that meets our view, and innumerable, therefore, as the innumerable objects that constitute to us the universe, we feel an absolute impossibility of supposing that so many appearances of design exist without design; an impossibility against which it may not be difficult to adduce words in the form of argument, but which it would be as difficult to endeavour not to feel, as to divest ourselves of that very capacity of reasoning to which the negative argument must be addressed. It would be absurd to attempt to state how many proportions may coexist, and yet be imagined by us not to imply necessarily any design in the production of them. A few types, for example, may be thrown loosely together, and some of them may form a word. This we can believe, without any suspicion of contrivance. If many such words, however, were to be thrown together, we should suspect contrivance, and would believe contrivance, with the most undoubting conviction, if a multitude of types were to be found, thus forming one regular and continued poem. This instance, I may remark by the way, is one which is used by Cicero; though it is one which we should little have expected to find in an ancient writer, in ages when the blessin the art of printing was unknown. In speaking of the opinion of those who contend that the universe was formed by a fortuitous concourse of atoms, he says, "Hoc qui existimat fieri potuisse, non intelligo cur non idem putet, si innumerabiles unius et viginti formae literarum, vel aureao vel qualeslibet, aliquò conjiciantur, posse ex his in terram excussis, annale Ennii ut deinceps legi possent effici; quod nescio, an, ne in uno quidem versu, possit tantum valere fortuna."†

Such is our nature, then, that it would seem as truly impossible that a number of types thrown together, should form the Iliad or Odyssey, as that they should form Homer himself. We might assert indeed, that it was by chance that each type had found its way into its proper place; but, in asserting this, our understanding would belie our sceptical assertion. A certain continued series of relations is believed by us to imply contrivance, as truly as the sensations produced in us are conceived to imply the existence of corresponding sensible qualities in the object without; or as any conclusion in reasoning itself is felt to be virtually contained in the premises which evolve it. The great question is, whether, in the universe, there be any such continued series of relations?

† De Natura Deorum, lib. ii. p. 509. Ernest. Lond. 1819.

Strange as it may seem, that, by knowing more and more fully all the uses which the different parts of the universe fulfil, we should be less disposed to think of the contrivance which those concurring uses indicate, the fact is certain. As often as we do think of them, indeed, in relation to their origin, and say within ourselves, is this admirable seeming arrangement fortuitous or the work of design? we feel more profoundly, that there must have been contrivance, in proportion as we have discovered more traces of harmony in the disposition of the parts subservient to certain uses. But still we think of these less frequently, merely because they have often been before us. We have all some particular objects on which we are intent, of pleasure, or business, or what at least we take to be business. It requires some astonishment, therefore, to make us pause and supend our thoughts, which we have already given to some other object; and astonishment requires, that the object which excites it should be new. If it had been possible for the generations of mankind to have existed in society in a world of darkness, and that splendid luminary, by the regular appearances of which we now date our existence, had suddenly arisen on the earth, how immediately would it have suspended every project and passion, all those projects, and passions, and frivolities, which fill our hearts at present with their own petty objects, so as scarcely to leave room for a single better thought. The gayest trifler would, for an instant, have ceased to be a trifler. The most ambitious courtly sycophant, who had been creeping for years round the throne, labouring to supplant rivals whom he never had seen, with the same assiduity as that with which competitors for royal favour, in a world of sunshine, labour to supplant rivals whom they have seen, would have thought of something more than of himself and them at such a moment. The very atheists of such a world, whose chief amusement, in their blindness, had been the ingenuity of proving that the world must have existed for ever, as it existed then, would almost have felt, on such an appearance, that there is a Power which can create, and would have been believers in that power, for some moments at least, though they might have hastened, as soon as their superstitious fear permitted them, to accommodate the new phenomenon to their system. The sudden appearance then, of the sun, as it rose in all its magnificence, on beings who had never before enjoyed a single ray of its profusion of splendour, would have led every heart to think of some mighty Power that had formed it. It would have produced that great effect, which Lucretius and Petronius, taking a casual concomitant for the cause, very falsely ascribe to fear, but which is, in truth, the effect of that admiration of the great and new, which may be combined with fear, though not necessarily, as it may be combined with feelings of a very different kind.

> Primus in orbe Deos fecit timor; ardua coelo,
> Fulmina quum caderent, discussaque moenia flammis
> Atque ictus flagraret Athos.

Fear of supernatural power, in such a case, it is very evident, must be the effect of previous belief of the existence of that Power which is feared, for no one can fear that which he does not conceive to exist. It was not the fear, therefore, but the previous admiration of the new phenomenon, which, in Petronius's sense, "made the Gods;" and but for this admiration of what was new and great the fear of the thunderbolt could as little have produced fear of a Divine Being, before unknown and unsuspected, as

the fear of being burnt to death when our house was on fire, could, of itself, have suggested the notion of a Divinity.

The sudden appearance of the sun, then, in a case like that which I have supposed, would have led every mind to some thought as to its origin. It would have indicated power of some sort. But the sun would have gone down; and, though there might be some little hope that what had once appeared might reappear, it could have been only a slight hope. The night once passed, however, it would return in its former magnificence; and, after a few successions of days and nights, its regularity would add to the previous conception of power, some conception of corresponding order, in the power whatever it might be which sent it forth with so much regularity. Such would have been our feelings, if we had not known the sun ever since we remember existence. Its rising and setting are now, as it were, a part of our own life. We arrange the labours of the day, so as to bring them to a conclusion before the darkness with which evening is to close; and we lie down at night full of projects for the morning, with perfect reliance that the light which guided us during the past day, will guide us equally in that which is soon to shine upon us. Yet this very circumstance, the regularity with which the sun has appeared to distribute to us its innumerable blessings, a regularity which gives to the splendid phenomenon itself more indubitable marks of the power which is its source, is the circumstance that prevents us from thinking of this divine source. "Sed assiduitate quotidiana," says Cicero, "et consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum, quas semper vident; proinde quasi novitas nos magis quam magnitudo rerum, debeat ad exquirendas causas excitare."*

Even if, when we first beheld the wonderful appearances of nature, our faculties had been such as they are when matured in afterlife though the phenomenon must, of course, have become equally familiar to us, we should still have retained some impression of those feelings which the aspect of the universe must have excited in us when we first entered into this world of glory. "The miracles of nature," says Diderot, "are exposed to our eyes, long before we have reason enough to derive any light from them. If we entered the world with the same reason which we carry with us to an opera, the first time that we enter a theatre,—and if the curtain of the universe, if I may so term it, were to be rapidly drawn up, struck with the grandeur of every thing which we saw, and all the obvious contrivances exhibited, we should not be capable of refusing our homage to the Eternal power which had prepared for us such a spectacle. But who thinks of marvelling at what he has seen for fifty years? What multitudes are there, who wholly occupied with the care of obtaining subsistence, have no time for speculation: the rise of the sun is only that which calls them to toil, and the finest night in all its softness, is mute to them, or tells them only that it is the hour of repose."†

When we read, for the first time, the account which Adam gives to the angel of his feelings, when, with faculties such as we have supposed, and every thing new before him, he found himself in existence in that happy scene of Paradise which Milton has described, we are apt to think that the poet has represented him as beginning too soon to reason with respect to the power to which he must have owed his existence; and yet, if we deduct the influence of long familiarity, and suppose even a mind less vigorous than that of Adam, but with faculties such as exist now only in mature life, to be placed in the first of existence in such a scene, we shall find, the more we reflect on the situation, that the individual scarcely could fail to philosophize in the same manner.

> As new wak'd from soundest sleep,
> Soft on the flow'ry herb I found me laid,
> In balmy sweat, which, with his beams the sun
> Soon dry'd, and on the reeking moisture fed.
> Strait toward heaven my wond'ring eyes I turn'd,
> And gaz'd awhile the ample sky, till rais'd
> By quick instinctive motion, up I sprung,
> As thitherward endeavouring, and upright
> Stood on my feet. About me round I saw
> Hill, dale, and shady woods, and sunny plains,
> And liquid lapse of murmuring streams; by these
> Creatures that liv'd, and mov'd or walk'd or flew,
> Birds on the branches warbling: all things smil'd;
> With fragrance, and with joy my heart o'erflow'd.
> Myself I then perus'd, and limb by limb
> Survey'd, and sometimes went, and sometimes ran,
> With supple joints, as lively vigour led:
> But who I was, or whence, or from what cause,
> Knew not; to speak I tried, and forthwith spake.
> My tongue obey'd, and readily could name
> What'er I saw. Thou sun, said I, fair light!
> And thou, enlighten'd earth, so fresh and gay,
> Ye hills and dales, ye rivers, woods, and plains,
> And ye that live and move, fair creatures, tell,
> Tell, if ye saw, how came I thus, how here;
> Not of myself; by some great Maker then,
> In goodness and in power pre-eminent;
> Tell me how may I know him, how adore,
> From whom I have, that thus I move and live,
> And feel that I am happier than I know.*

Refined as this reasoning may seem in such circumstances of new existence, it seems to us refined only because, on imagining the situation of our first Parent, it is difficult for us to divest ourselves of long-accustomed feelings, and to suppose in his vigorous mind the full influence of that primary vivid admiration which we have never felt, because our minds had become accustomed to the sublime magnificence of the world before they were capable of feeling the delightful wonder which, if it had been felt by us as he who is so poetically described must have felt it, would led us too to reason in the same manner, and to feel perhaps that instant gratitude to which his tongue was so ready to give utterance.

All the impression then, which the wonders of nature would produce upon us, as new, is of course lost to us now. What would have forced itself upon us, without reflection, requires now an effort of reflection. But when we make the reflection, the contrivance does not appear to us less irresistibly marked. We have indeed, many more proofs of such contrivance, than we could possibly have had, but for that experience which has been adding to them every day.

If a multitude of parts, all manifestly relating to each other, and producing a result which itself has as manifest a relation to the results of other proportions, cannot be observed by us without an irresistible impression of design; if it is impossible for us to conceive that nine millions of alphabetic characters could fall of themselves into a treatise or a poem; that all the pictures, I will not say in the whole world, but even the few which are to be found in a single gallery, were the product of a number of colours thrown at random from a brush upon canvass; that a city, with all its distinct houses, and all the distinct apartments in those houses, and all the im-

* De Natura Deorum, lib. ii. p. 510.

† Œuvres de Diderot, tome i. p. 100. Amst. 1772, 12mo.

* Paradise Lost, book viii. v. 253—282.

plements of domestic use which those apartments contain, could not have existed without some designing mind, and some hands that fashioned the stone and the wood, and performed all the other operations necessary for erecting and adorning the different edifices; if it be easier for us to believe that our senses deceived us in exhibiting to us such a city,—and that there was truly nothing seen by us,—than to believe that the houses existed of themselves without any contrivance; the only question, as I have already said, is, whether the universe itself exhibits such combinations of parts relating to each other, as the poem, the picture, the city, or any other object for which we find it necessary to have recourse to designing skill. It is quite evident that, in such a case as this, all abstract reasoning is superfluous. We have not to investigate the relation which harmony of parts bears to design, or to enter into nice disquisitions on the theory of probabilities. We are addressing men, and we address therefore beings to whom doubt of such a relation is impossible, who require no abstract reasoning to be convinced that the Iliad of Homer, or Euclid's Elements of Geometry, could not be formed by any loose and casual apposition of alphabetic characters after characters, and who, for the same reason, must believe that any similar order implies similar design. If this connexion of a regular series of relations with some regulating mind, is not felt, there is at least as much reason to suspect that any abstract reasoning on probabilities will be as little felt, since every reasoning must assume a principle itself unproved, and as little universal as such belief in such circumstances. Still more superfluous must be all those reasonings with respect to the existence of the Deity, from the nature of certain conceptions of our mind, independent of the phenomena of design, which are commonly termed reasonings a priori,—reasonings that, if strictly analyzed, are found to proceed on some assumption of the very truth for which they contend, and that, instead of throwing additional light on the argument for a Creator of the universe, have served only to throw on it a sort of darkness, by leading us to conceive that there must be some obscurity in trtuhs which could give occasion to reasoning so obscure. God, and the world which he has formed—these are our great objects. Every thing which we strive to place between these is nothing. We see the universe, and, seeing it, we believe in its Maker. It is the universe, therefore, which is our argument, and our only argument; and, as it is powerful to convince us, God is, or is not, an object of our belief.

If proportion, order, subserviency to certain uses that are themselves subservient to other uses and these to others in a regular series be then what it is impossible for us to consider, without the belief of design, what is the universe but a spectacle of such relations in every part? From the great masses that roll through space, to the slightest atom that forms one of their imperceptible elements, every thing is conspiring for some purpose. I shall not speak of the relations of the planetary motions to each other; of the mutual relations of the various parts of our globe; of the different animals of the different elements, in the conformity of their structure to the qualities of the elements which they inhabit; of man himself, in all the nice adaptations of his organs, for purposes which the anatomist and physiologist may explain to us in more learned language, but which even the vulgar, who know only the thousandth part, or far less than the thousandth part, of the wonders of their own frame, yet see sufficiently, to be convinced of an arrangement which the physiologist sees more fully, but does not believe more undoubtingly. To these splendid proofs, it is scarcely necessary to do more than to allude. But, when we think of the feeblest and most insignificant of living things—the minutest insect, which it requires a microscope to discover; when we think of it, as a creature, having limps that move it from place to place, nourished by little vessels, that bear to every fibre of its frame some portion of the food which other organs have rendered fit for serving the purposes of nutrition,—having senses, as quick to discern the objects that bear to it any relative magnitude, as ours, and not merely existing as a living piece of most beatiful mechanism, but having the power which no mere mechanism, however beautiful, ever had, of multiplying its own existence, by the production of living machines exactly resembling itself, in all the beautiful organic relations that are clustered as it were in its little frame; when we think of all the proofs of contrivance which are thus to be found in what seems to us a single atom, or less than a single atom, and when we think of the myriads of myriads of such atoms which inhabit even the smallest portion of that earth which is itself but an almost invisible atom, compared with the great system of the heavens, what a combination of simplicity and grandeur do we perceive! It is one universal design, or an infinity of designs: nothing seems to us little, because nothing is so little as not to proclaim that omnipotence which made it; and, I may say too, that nothing seems to us great in itself, because its very grandeur speaks to us of that immensity before which all created greatness is scarcely to be perceived.

On particular arguments of this kind, that are as innumerable as the things which exist, I feel that it is quite idle to dwell. Those whom a single organized being, or even a single organ, such as the eye, the ear, the hand, does not convince of the being of a God,—who do not see him, not more in the social order of human society, than in a single instinct of animals, producing unconsciously a result that is necessary for their continued existence, and yet a result which they cannot have foreknown,—will not see him in all the innumerable instances that might be crowded together by philosophers and theologians. If, then, such be our nature that regularity of parts subservient to certain uses, impresses us necessarily with a feeling of previous contrivance, we speak against the conviction of our own heart as often as we affect to shelter ourselves in the use of a frivolous word, and say of all the contrivance of the universe, that it is only the result of chance,—of chance to which it would seem to us absurd to ascribe the far humbler traces of intellect that are to be found in a poem, or a treaties of philosophy. What should we think of any one who should ascribe to chance the combinations of letters that form the Principia of Newton! and is the world which Newton described less gloriously indicative of wisdom than the mere description? The word chance, in such a case, may be regarded as expressive only of unwilling assent. It is a word easily pronounced, but it is nothing more.

"How long," says Tillotson, in one of his Sermons, "might twenty thousand blind men, which should be sent out from the several remote parts of England, wander up and down before they would all meet upon Salisbury Plains, and fall into rank and file in the exact order of an army? And yet

this is much more easy to be imagined, than how the innumerable blind parts of matter should rendezvous themselves into a world. A man that sees Henry the Seventh's chapel at Westminister, might, with as good reason, maintain, (yea, with much better, considering the vast difference betwixt that little structure and the huge fabric of the world,) that it was never contrived or built by any man, but that the stones did by chance grow into those curious figures into which they seem to have been cut and graven; and that upon a time (as tales usually begin) the materials of that building, the stone, mortar, timber, iron, lead and glass, happily met together, and very fortunately ranged themselves into that delicate order in which we see them now so close compacted, that it must be a very great chance that parts them again. What would the world think of a man that should advance such an opinion as this, and write a book for it? If they would do him right, they ought to look upon him as mad; but yet with a little more reason than any man can have to say that the world was made by chance."*

The world, then, was made: there is a designing Power which formed it,—a Power whose own admirable nature explains whatever is admirable on earth, and leaves to us, instead of the wonder of ignorance, that wonder of knowledge and veneration which is not astonishment, but love and awe.

"The impious," says an eloquent French writer, "are struck with the glory of princes and conquerors that found the little empires of this earth; and they do not feel the omnipotence of that hand which laid the foundations of the universe. They admire the skill and the industry of workmen who erect those palaces which a storm may throw down; and they will not acknowledge wisdom, in the arrangements of that infinitely more superb work which the revolutions of ages have respected and must continue to respect till he who made it shall will it to pass away. In vain, however, do they boast that they do not see God; it is because they seek him, who is perfect holiness, in a heart that is depraved by its passions. But they have only to look out of themselves, and they will find him everywhere: the whole earth will announce to them its maker; and if they refuse still their assent, their own corrupted heart will be the only thing in the universe which does not proclaim the author of its being."†

So completely do we feel this universal assent of nature, in acknowledging the existence of its author that we enter readily into those poetic personifications which animate every object, and call on them to mingle as it were in worship with mankind.

To Him, ye vocal gales
Breathe soft, whose spirit in your freshness breathes!
O talk of Him in solitary glooms,
Where, o'er the rock, the scarcely waving pine
Fills the brown shade with a religious awe.
And ye, whose bolder note is heard afar,
Who shake the astonish'd world, lift high to heaven
The impetuous song, and say, from whom you rage.
His praise, ye brooks, attune, ye trembling rills,
And let me catch it, as I muse along.
Ye headlong torrents, rapid and profound;
Ye softer floods, that lead the humid maze
Along the vale;—and thou, majestic main,
A secret world of wonders in thyself,
Sound His stupendous praise, whose greater voice
Or bids you roar, or bids your roarings fall.‡

To that power which we thus call on them to attest, they all truly bear witness. We assign to them feelings which they have not, indeed, as much as we assign to them a voice which they have not; but so strong is the evidence of mind which they bear, that it seems as if we merely give them a voice expressing, in our language, what they mutely feel.—Brown.

বিজ্ঞাপন

অস্মদ্দিগের অনুমতি দ্বারা বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি বিশেষ সভায় এই প্রস্তাব বিচারিত হয় যে "শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অবেতনভুক্ সহকারি সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হবেন, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল পত্রিকার কর্ম্ম ও অন্য অন্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে নিযুক্ত থাকেন।"

দশ জন সভ্য দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আগামি ১৪ মাঘ সন্ধ্যা ৬ ঘণ্টার সময়ে বিশেষ সভা হইবেক, তাহাতে এই প্রস্তাব বিচারিত হইবেক যে "শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে মহাশয়কে অবেতন ভুক্ ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা যায়।" এবং তাহাতে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বিষয়েও বিবেচনা হইবেক।

উক্ত সভাতে গত মাসের বিশেষ সভায় প্রস্তাবিত বর্ত্তমান শকের নিয়ম পত্রের ১ এবং ৩৩ সংখ্যক নিয়ম, এবং সভা হইতে ব্রাহ্মসমাজে মাসিক ধন দানের বিষয় বিচারিত হইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

স্থান সঙ্কীর্ণ জন্য ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রশস্ত করা যাইতেছে, এ নিমিত্তে আগামি ৫ মাঘ রবিবার এবং ৮ মাঘ বুধবার তাহার নিম্ন গৃহে সমাজ হইবেক।

তাহা প্রস্তুত হইয়া আগামি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দিবস ১১ মাঘ শনিবার অবধি উপরিস্থ গৃহে সমাজ হইতে থাকিবেক।

ব্রাহ্মসমাজ
২৯ পৌষ ১৭৬৮

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

এইক্ষণে মাসের প্রথম রবিবারে সন্ধ্যাকালে যে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইয়া থাকে, তাহা আগামি ফাল্গুণ মাসাবধি প্রাতে সূর্য্যোদয় কালে হইবেক।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

অশুদ্ধশোধন

এই পত্রিকার ৪০৩ পৃষ্ঠার প্রথমচ্ছেদের ৩২ পংক্তিতে যে "তুর্ক" শব্দ আছে তাহার পরিবর্ত্তে "আরব" হইবেক।

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা মহানগরে যোড়াসাঁকোস্থিত তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয় হইতে প্রতি মাসের প্রথম দিবসে প্রকাশিত হয়॥

* Tillotson's Works, vol. i. sermon i. p. 12. Lond. 1752, folio.
† Massillon. ‡ Thomson, Hymn on the seasons.

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
৪৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

চতুর্থভাগ
৪৩ সংখ্যা
১ ফাল্গুন ১৭৬৮ শক

পত্রিকা

বিজ্ঞাপন

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইবার মানস করেন, তাঁহারা পত্র দ্বারা সম্পাদককে জানাইবেন, তিনিহ সংসার বা... য়া পরমানন্দ ...করেন।

আত্মেত্যেবোপাসীত॰।
শ্রুতিঃ।

কেবল পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক।

তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যাবাচোবিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষসেতুঃ।
মুণ্ডকোপনিষৎ।

সেই এক পরমাত্মাকেই কেবল জান, অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর, ইহাই অমৃতের সেতু হইয়াছে।

ততোয়দুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং। যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

নিরাকার, নিরাময়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পরমেশ্বরকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা অমর হয়েন, তদ্ভিন্ন সকলে কেবল দুঃখ ভোগই করে।

সমুদয় বেদের এই পরম তাৎপর্য্যের অনুষ্ঠানে যাহারা অসমর্থ, তাহারদিগের উপায় কি? অতএব শ্রুতি করুণা প্রকাশ করিয়া অনুমতি করিতেছেন যে

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥
বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ।

অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর, যেহেতু ইহা অপেক্ষা আর অন্য প্রকার নাই, যাহাতে অশুভ কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত না হয়।

কর্ম্ম দুই প্রকার; যথা নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সকাম কর্ম্ম, তন্মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম অর্থাৎ কামনা রহিত হইয়া কেবল ঈশ্বরের প্রীতি জন্য কৃত যে কর্ম্ম তাহাই জ্ঞানের সোপান করিয়া কহিয়াছেন, আর স্বীয় লাভ উদ্দেশে যে সকাম কর্ম্ম তাহাকে ... বশিষ্ট ... রিয়াছেন।

প্লবাহ্যেতে অদৃঢাযজ্ঞরূপাঅষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছ্রেয়োযেভিনন্দন্তি মূঢাজরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥
মুণ্ডকোপনিষৎ।

এই সকল যজ্ঞ রূপ কর্ম্ম যাহা ঋত্বিক্ প্রভৃতি অষ্টাদশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়, সে সমুদয় অপকৃষ্ট, অস্থির এবং বিনাশি। যে সকল মূঢ় ব্যক্তি ইহাকে শ্রেয় জানিয়া আনন্দ বোধ করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাবয়ং কৃতার্থাইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। যৎ কর্ম্মিণোন প্রবেদয়ন্তি রাগাত্তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে॥
মুণ্ডকোপনিষৎ।

অজ্ঞানি সকল অবিদ্যার মধ্যে বহু প্রকারে স্থিতি করিয়া আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধে অভিমান করে, যেহেতু সেই কর্ম্মি সকল কর্ম্মেতে আসক্তি প্রযুক্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং দুঃখেতে পীড়িত হইয়া এবং কর্ম্ম ফল ক্ষীণ হইয়া প্রচ্যুত হয়।

এই প্রকার বৈদিক উপদেশ অনুসারে ধীর ব্যক্তিরা জ্ঞানাবলম্বনের পরে সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মকেও অনাবশ্যক বলিয়া জানিতেন।

যস্মৈ ন রোচতে জ্ঞানমধ্যাত্মং মোক্ষসাধনং।
ঈশার্পিতেন মনসা যজ্ঞেন্নিষ্কামকর্ম্মণা॥
বাশিষ্ঠে।

মোক্ষের সাধন যে নিরঞ্জন জ্ঞান তাহাতে যাহার রুচি না হয়, সে পরমেশ্বরে চিত্ত নিবেশ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক।

তথাপি প্রাচীন কালে কোন কোন জ্ঞানি এই অনাবশ্যক কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেন, যেহেতু ব্রহ্মোপাসনার অবিরোধি যে পূর্ব্ব প্রচলিত নির্ম্মল বৈদিক ক্রিয়া তদ্দ্বারা অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, আর কোন কোন ব্রহ্ম নিষ্ঠ ব্যক্তি বৈদিক কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতেন। পূর্ব্বকালে বেদ সন্ন্যাসি গৃহস্থেরা এইক্ষণকার ব্রাহ্মদিগের ন্যায় শ্রৌত কর্ম্ম বর্জ্জিত হইয়া কেবল ব্রহ্মোপাসনাতে নিরত থাকিতেন।

এতেঽনন্তেঽমৃতে আহুতী জাগ্রৎ স্বপংশ্চ সততং জুহোতি। অথ বৈ অন্যা আহুতয়ঃ অনন্তরন্ত্যাঃ কর্ম্মময্যোহি ভবন্ত্যেবংহি তস্যৈতৎ পূর্ব্বং বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং জুহুবাঞ্চক্রুরিতি॥
কৌষীতকিরহস্যব্রাহ্মণং।

মনুষ্য জাগ্রৎ কালে এবং স্বপ্ন কালে শ্বাস প্রশ্বাস রূপ এই সকল অনন্ত এবং অমৃত আহুতি সর্ব্বদা প্রদান করেন, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মময়ী আহুতি সকল জ্ঞান নিষ্ঠ ব্যক্তির এই প্রকার হয়। এই জ্ঞানসাধন রূপ অগ্নিহোত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিদ্বানেরা অনুষ্ঠান করিতেন।

এই শ্রুতি অনুসারে মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদোজনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥

যজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ অনেক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বাহ্যেতে যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ইন্দ্রিয়েতেই হবন করেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন দ্বারা তাঁহারদিগের যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়॥

এবং তাহার চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকে লিখিয়াছেন যে

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রাযজন্ত্যেতৈর্মখৈঃ সদা।

অন্য অন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থেরা কেবল জ্ঞান দ্বারা সকল যজ্ঞ নিষ্পন্ন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহারা করিয়া থাকেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে কুল্লূক ভট্ট লেখেন যে

শ্লোকত্রয়েণ ব্রহ্মনিষ্ঠানাং বেদসন্ন্যাসিনাং গৃহস্থানামমী বিধয়ঃ।

এই শ্লোক ত্রয় দ্বারা বৈদিক কর্ম্মত্যাগি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থদিগের প্রতি এই সকল বিধি উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মোপাসকের আবশ্যক অনুষ্ঠান যাহা তাহা উপনিষদে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যথা

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতোগুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকোধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥
কঠোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী।

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন, ইনি আমারদিগের হৃদয়ে স্থিতি করেন, যজ্ঞ হীন ব্যক্তি মনের প্রসন্নতা দ্বারা এই আত্মার মহিমাকে জানিয়া শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

তন্দুর্দ্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বাধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥
কঠোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী।

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতি যত্নে তাঁহার বোধ হয়, এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, জীবাত্মাতে তিনি আছেন, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন, আর পুরাতন হয়েন। ধীর ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের * দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ইন্দ্রিয় শাসন, ও দানাদি হিতকার্য্য এই উপাসনার অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

...শান্তোদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধাবিত্তোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ॥
মাধ্যন্দিনশাখীয়বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের শাসন, দম অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের শাসন, উপরতি অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা এই সকল সাধন বিশিষ্ট হইয়া এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া হৃদয় মধ্যে পরমাত্মাকে দৃষ্টি করিবেক।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥
কঠোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নেতরাণি॥
শিক্ষোপনিষৎ॥

যে সকল হিত কর্ম্ম তাহাই করিবেক, ইতর কর্ম্ম করিবেক না।

* ব্রহ্মোপাসকের অনুষ্ঠেয় যে অধ্যাত্মযোগ তাহার এই অর্থ শঙ্করাচার্য্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতসআত্মনি সমাধানমধ্যাত্মযোগঃ।" "বিষয় হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া পরমাত্মাতে যে সমাধান তাহার নাম অধ্যাত্ম যোগ।"

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্ব্যং তত্র যোনিং
কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্দ্বিতীয়াবল্লী।

সর্ব্ব কারণ সনাতন পরমাত্মার সেবা কর, তাঁহাতেই মগ্ন হও, আর পূর্ত্ত অর্থাৎ পরের হিতজনক কর্ম্ম যেন তোমাকে ত্যাগ না করে।

শ্রদ্ধয়া দেয়ং।
শ্রুতিঃ।

শ্রদ্ধা পূর্ব্বক দান করিবেক।

সত্যম্বদ ধর্ম্মঞ্চর।
শিক্ষোপনিষৎ।

সত্য বল এবং ধর্ম্মাচরণ কর।

মাতৃদেবোভব পিতৃদেবোভব আচার্য্যদেবো-
ভব অতিথিদেবোভব॥
শিক্ষোপনিষৎ॥

মাতাকে পিতাকে আচার্য্যকে এবং অতিথিকে দেবতা জ্ঞানে সেবা কর।

এই প্রকার কর্ম্মাধিকার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এবং সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া জ্ঞান অভ্যাস ও হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যিনি পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই সংসার বীজ হইতে অতীত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতি-
বর্ত্তন্তি ধীরাঃ।
মুণ্ডকোপনিষৎ।

অকাম হইয়া যাঁহারা পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহারা সংসার বীজ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থি-
ভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি।
মুণ্ডকোপনিষৎ।

তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয় গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমর হয়েন।

সংস্কৃত বৃত্তি, বঙ্গ ভাষাতে অর্থ, এবং তাৎপর্য্য সহিত কঠোপনিষৎ যাহা প্রায় দুই বৎসরের পত্রিকাতে বিস্তারিত রহিয়াছে, তাহা একত্র করিয়া এই পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইতেছে। এই অবসরে তাহার সংস্কৃত বৃত্তি এবং বঙ্গ ভাষাতে অর্থ ও তাৎপর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা বোধের সুলভ করা গিয়াছে।

কঠোপনিষৎ

প্রথমাবল্লী

ব্রহ্মবিদ্যা অতিসূক্ষ্মতম, সুন্দররূপে তাহা বোধগম্য করিবার নিমিত্তে এই উপনিষদে এই আখ্যায়িকা সূচনা হইয়াছে এবং গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তর ঘটিত আখ্যায়িকা ছলে শ্রুতি ইঙ্গিতে জানাইতেছেন যে ব্রহ্মবিদ্যা জানিবার নিমিত্তে গুরুর উপদেশ আবশ্যক হইয়াছে, অতএব গুরু বেদান্ত বাক্যকে যুক্তি দ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করা অতি কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসন্দদৌ।
তস্য হ নচিকেতানাম পুত্রআস॥ ১ ॥

বাজমন্নং তদ্দাননিমিত্তং শ্রবোয়শোয়স্য সবাজশ্রবাস্তস্যাপত্যং 'বাজশ্রবসঃ' বিশ্বজিতা ঈজে 'উশন্' তৎফলং কাময়মানঃ 'হ বৈ' ইতিবৃত্তার্থস্মরণার্থৌ নিপাতৌ সচ তস্মিন্ ক্রতৌ 'সর্ব্ববেদসং' সর্ব্বস্বনং 'দদৌ' দত্তবান্। 'তস্য' যজমানস্য 'নচিকেতাঃ নাম পুত্রঃ' 'হ' কিল 'আস' বভূব॥ ১॥

ফল কামনা বিশিষ্ট বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিলেন। নচিকেতা নামে তাঁহার পুত্র ছিল ॥ ১ ॥

তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু
শ্রদ্ধাবিবেশ সোঽমন্যত॥ ২ ॥

'তং' নচিকেতসং 'হ' 'কুমারং' প্রথমবয়সং 'সন্তং' 'শ্রদ্ধা' পিতুর্হিতকামপ্রযুক্তা 'আবিবেশ' প্রবিষ্টবতী। কস্মিন্ কালে ইত্যাহ। ঋত্বিগ্ভ্যঃ সদস্যেভ্যশ্চ 'দক্ষিণাসু' দক্ষিণার্থাসু গোষু নীয়মানাসু বিভাগেনোপনীয়মানাসু। 'সঃ' আবিষ্টশ্রদ্ধোনচিকেতাঃ 'অমন্যত' আলোচিতবান্॥ ২ ॥

যে কালে ঋত্বিক্ আর সদস্যদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত বাজশ্রবস কর্ত্তৃক দক্ষিণার গো সকল আনীত হইতেছিল, সেইকালে ঐ বালক নচিকেতাতে পিতার হিতের নিমিত্তে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইল। ইহাতে নচিকেতা মনে করিলেন ॥ ২ ॥

পীতোদকাজগ্ধতৃণাদুগ্ধদোহানিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দানাম তে লোকাস্তান্ সগচ্ছতি তাদদৎ॥৩॥

কথমিত্যুচ্যতে। পীতমুদকং যাভিস্তাঃ 'পীতোদকাঃ' জগ্ধং ভক্ষিতং তৃণং যাভিস্তাঃ 'জগ্ধতৃণাঃ' দুগ্ধোদোহঃ ক্ষীরাখ্যোয়াসাম্তাঃ 'দুগ্ধদোহাঃ' 'নিরি-

ন্দ্রিয়াঃ' অপ্রজননসমর্থাঃ জীর্ণানিষ্ফলাগাবইত্যর্থঃ। 'তাঃ' এবম্ভূতাগাঃ 'দদৎ' প্রযচ্ছন 'অনন্দাঃ' অনানন্দাঃ 'নাম' 'তে লোকাঃ' 'তান্' 'সঃ' যজমানঃ 'গচ্ছতি'॥ ৩॥

যে সকল গোকে পিতা দক্ষিণার নিমিত্তে উপস্থিত করিতেছেন, তাহারা এমত বৃদ্ধ, যে পূর্ব্বে জল পান এবং তৃণ আহার যাহা করিয়াছে, সেই মাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারা জল পান এবং তৃণ আহার করে এমত শক্তি নাই; আর পূর্ব্বে তাহারদিগের যে দুগ্ধ দোহন হইয়াছে, সেই মাত্র, পুনর্ব্বার যে তাহারদিগের দুগ্ধ দোহন হয়, এমত সম্ভাবনা নাই; এবং তাহারদিগের ইন্দ্রিয় সকলেরও অবসান হইয়াছে। এমত গো সকল যে ব্যক্তি দান করে, সে আনন্দ শূন্য যে লোক সকল, তাহাতে যায়॥ ৩॥

তাৎপর্য্য

ঐ দরিদ্র যজমানের কেবল কতক গুলীন কৃশা দুগ্ধহীনা নিষ্ফলা গাভি ছিল, তাহা তিনি ঋত্বিক্‌দিগকে দক্ষিণার স্বরূপ বিভাগ করিয়া দিতে ... যত হইলে তাঁহার পুত্র নচিকেতা মনে করিলেন, যে এতদ্রূপ নিষ্ফলা গাভি সকলকে দক্ষিণা দিলে আমার পিতার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবেক। যদিও আমার পিতার দান যোগ্য অন্য ধন নাই, তথাপি আমি আছি সমর্থ আর উপকারী, ইহাতে নিষ্ফলা গাভি সকলের পরিবর্ত্তে পিতা যদি আমাকে দান করেন, তবে সম্যক্ মঙ্গলের সম্ভাবনা। এই স্থলে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্য দক্ষিণা স্বরূপে বা অন্য রূপে দান করিতে শ্রুতি নিষেধ করিতেছেন, এবং আরও জানাইতেছেন, যে পিতার হিতের নিমিত্তে সৎপুত্রের সর্ব্বথা যত্ন করা উচিত॥ ৩॥

সহোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসীতি।
দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তংহোবাচ মৃত্যবে ত্বা দদামীতি॥৪॥

তদেবং ক্রত্বসম্পত্তিনিমিত্তং পিতুরনিষ্টফলময়া পুত্রেণ সতা নিবারণীয়মাত্মপ্রদানেনাপি ক্রতুসম্পত্তিং কৃত্বা, এবম্মত্বা পিতরমুপগম্য 'সঃ হ উবাচ পিতরং' হে 'তত' তাত 'কস্মৈ' ঋত্বিগ্বিশেষায় দক্ষিণার্থং 'মাং' 'দাস্যসি' 'ইতি' এতৎ। এবমুক্তেনাপি পিত্রোপেক্ষ্যমাণোঽপি 'দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং' অপ্যুবাচ কস্মৈ মান্দাস্যসীতি। নায়ঙ্কুমারস্বভাবইতি ক্রুদ্ধঃ সন্ পিতা 'তং' পুত্রং 'হ' কিল 'উবাচ' 'মৃত্যবে' বৈবস্বতায় 'ত্বা' ত্বাং 'দদামি ইতি'॥ ৪॥

নচিকেতা এইরূপ বিবেচনা করিয়া পিতাকে কহিতেছেন, হে পিতা, কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এই রূপ দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার পিতাকে কহিলেন। বালক পুত্রের এরূপ পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে কহিলেন, যে তোমাকে যমেরে দিলাম॥ ৪॥

তাৎপর্য্য

পিতা আমাকে যদি কোন ঋত্বিক্‌কে দান করেন, তবে উত্তম হয়, ইহা নচিকেতা ভাবিয়া মনে করিলেন, যে আমি যে বালক পুত্র, বিনা আজ্ঞাতে আমার পিতাকে বলা উচিত হয় না, যে আমাকে এক জন ঋত্বিক্‌কে দান কর। এজন্য পিতা তাঁহাকে দান করিবার মনঃস্থ করিয়াছেন, ইহা পিতার মুখভঙ্গি দ্বারা যেন উপলব্ধি কয়িয়া নচিকেতা বলিতেছেন, যে কোন্ ঋত্বিক্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ আমাকে দান করিবে। এই প্রকার তিনি বারম্বার কহাতে তাঁহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যে তোমাকে মৃত্যুরে দিলাম॥ ৪॥

বহূনামেমি প্রথমোবহূনামেমি মধ্যমঃ।
কিংস্বিদ্যমস্য কর্ত্তব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি॥ ৫॥

সএবমুক্তঃ পুত্রএকান্তে পরিদেবয়াঞ্চকার। 'বহূনাং' পুত্রাণাং 'এমি' গচ্ছামি 'প্রথমঃ' সন্ মুখ্যয়া বৃত্ত্যেত্যর্থঃ। অথবা 'বহূনাং' 'মধ্যমঃ' মধ্যমযৈব বৃত্ত্যা 'এমি' নাধমযা কদাচিদপি। তমেবম্বিশিষ্টগুণমপি পুত্রং মাং মৃত্যবে ত্বা দদামীতি উক্তবান্ পিতা। সঃ 'কিংস্বিৎ যমস্য' 'কর্ত্তব্যং' প্রয়োজনং 'যৎ' কর্ত্তব্যং 'ময়া' প্রদত্তেন 'করিষ্যতি' 'অদ্য'॥ ৫॥

তখন নচিকেতা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অনেক পুত্রের মধ্যে আমি প্রথম গণিত হই, অথবা অনেক পুত্রের মধ্যে আমি মধ্যম গণিত হই; তবে কি আমার দানের দ্বারা যমের কোন কার্য্য পিতা করিবেন?॥৫॥

তাৎপর্য্য

আপনার সদাচার এবং কদাচারের প্রতি মন স্পষ্ট রূপে সাক্ষ্য দেয়, অতএব আপনার স্বভাব আলোচনা কালীন নচিকেতা স্পষ্ট জানিতেছেন, যে তিনি অনেক পুত্রের মধ্যে

প্রধান হয়েন। কিন্তু নচিকেতা পরে বিবেচনা করিতেছেন, যে আপনাকে অতি সাধু রূপে যে জ্ঞান হইতেছে, ইহার কারণ আপনার প্রতি অধিক প্রীতি এবং স্নেহ হইলেও হইতে পারে, যদ্দ্বারা আপনার দোষকে সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং আপনার গুণকে অতি উৎকর্ষ রূপে দেখা যায়; একারণ অনেক পুত্রের মধ্যে প্রধান আমি যথার্থতঃ যদিও না হই, তথাপি যে তাহারদিগের মধ্যে মধ্যম গণিত হই, অধম কদাপি নহি, ইহার প্রতি কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমি যদি অধম পুত্র নহি, তবে আমাকে এমত মন্দ স্থানযে যমের বাটী, তাহাতে যাইতে পিতা কেন অনুমতি করিলেন, ইহাতে বোধ হয়, যে আমার দ্বারা যমের কোন কার্য্য উদ্ধার হইবে, অথবা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা জন্য অপরাধের শাস্তি হেতু আমাকে সেখানে পাঠাইতেছেন। যে জন্য হউক যখন পিতা অনুমতি করিয়াছেন তখন আমার যম ভবনে গমনই কর্ত্তব্য। নচিকেতার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার জন্য তাহার সৎপুত্রতা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫ ॥

অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথা পরে।
সস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ॥ ৬ ॥

প্রয়োজনমনপেক্ষ্যৈব ক্রোধবশাদুক্তবান্ পিতা তথাপি তৎপিতুর্ব্বচোমৃষা মাভূদিত্যেবং মত্বা পরিদেবনাপূর্ব্বকমাহ পিতরং শোকাবিষ্টং কিং ময়োক্তমিতি। 'অনুপশ্য' আলোচয় 'যথা' যেন প্রকারেণ বৃত্তাঃ 'পূর্ব্বে' অতিক্রান্তাঃ পিতৃপিতামহাদয়স্তব তান্ দৃষ্ট্বা চ তেষাম্বৃত্তমাস্থাতুমর্হসি। বর্ত্তমানাশ্চ 'পরে' সাধবোযথা বর্ত্তন্তে তাংশ্চ 'প্রতিপশ্য' আলোচয় 'তথা'। ন চ তেষু মৃষাকরণম্বৃত্তমস্তি তদ্বিপরীতমসতাঞ্চ বৃত্তং মৃষাকরণং। ন চ মৃষা কৃত্বা কশ্চিদজরামরোভবতি যতঃ 'সস্যং ইব' ওষধিরিব সস্যশব্দেনাত্র লক্ষণয়া ওষধিরুচ্যতে 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'পচ্যতে' জীর্ণোম্রিয়তে মৃত্বা চ 'সস্যং ইব' 'আজায়তে' আবির্ভবতি 'পুনঃ'। এবমনিত্যে জীবলোকে কিম্মৃষাকরণেন। পালয়াত্মনঃ সত্যং প্রেষয় মাং যমায়েত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৬ ॥

পুত্রকে এমত নিষ্ঠুর বাক্য কেন কহিলাম এইরূপ শোকাবিষ্ট পিতাকে নচিকেতা কহিতেছেন। আপনকার পিতৃ পিতামহাদি যে প্রকারে সত্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে ক্রমে আলোচনা কর, আর ইদানীন্তন সাধু ব্যক্তিরা যেরূপে সত্যাচরণ করিতেছেন, তাহাকেও দেখ। মনুষ্য সস্যের ন্যায় জীর্ণ হইয়া মরে, আর সস্যের ন্যায় পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কহিবার কি ফল আছে? এনিমিত্তে আমাকে যমেরে দিয়া আত্ম সত্য প্রতিপালন কর ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য

ক্রোধে আচ্ছন্ন জন্য পুত্রের স্নেহের প্রতি দৃষ্টি না হওয়াতে নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে বাজশ্রবস কহিয়াছিলেন। এইক্ষণে সেই ক্রোধের শমতা প্রযুক্ত এমত স্থানে যাইতে পুত্রকে কেন অনুমতি দিলাম এতদ্রূপে তিনি শোকাকুল হইয়াছেন। যদি এই শোকেতে আচ্ছন্ন হইয়া পুনর্ব্বার নচিকেতাকে যমের বাটী যাইতে নিষেধ করেন এবং এক জনকে এক বস্তু দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে না দিবার জন্য কথার অন্যথা হয়, এই ভয়ে নচিকেতা অত্যন্ত ভীত হইয়া পিতাকে কহিলেন, যে আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় এবং এইক্ষণকার সাধুদিগের ন্যায় সত্যের অনুষ্ঠান কর, সত্যের অন্যথা আচরণ পরলোকে মহাদুর্গতির হেতু হয়। পরলোকে যাইতে অনেক বিলম্ব আছে, সম্প্রতি যদি মিথ্যা আচরণ দ্বারা দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় বা কোন সুখ লব্ধ হয়, তবে মিথ্যা আচরণ না করা যায় কেন? এমত বিবেচনা করা উচিত হয় না, কারণ বিচারতঃ পরলোকে গমনের পরিমাণ কাল অতি সংক্ষেপ। যেমত সস্য অর্থাৎ সস্যাধার ওষধি * আমারদিগের নিকটে অতি অল্পকাল যে সম্বৎসর, তাহার মধ্যেই নষ্ট হয়, তদ্রূপ দীর্ঘায়ুঃ ব্যক্তির শত বৎসরও অল্প কাল অর্থাৎ শত বৎসরও বড় দীর্ঘ কাল নহে, এবং তৎকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। এবং মৃত্যুর পরকালে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণেও তাহার বিলম্ব হয় না, সস্যকে অবলম্বন করিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে যেমন অঙ্কুর হয়,

* এস্থানে আধারাধেয় লক্ষণা দ্বারা আধার ওষধিতে আধেয় সস্যের উপচার হইয়াছে।

তদ্রূপ মনুষ্যও মৃত্যুর পরে অতি অল্প কাল মধ্যে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে; সুতরাং অবিলম্বেই মিথ্যা আচরণাদি পাপ জন্য পরলোকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। অতএব অনিত্য সংসারে মিথ্যা কথা কহা কদাপি কর্ত্তব্য নহে, বরঞ্চ মিথ্যা কথা ইহ সংসারে সকল অনর্থের মূল হইয়াছে। এই মিথ্যা কথাকে অবলম্বন করিয়া দস্যুক্রিয়া, চৌর্য্য, ব্যভিচার, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি সমুদয় কুকর্ম্ম রহিয়াছে, যাহার প্রবলতায় ইহ সংসারে প্রগাঢ় দুঃখ ব্যতীত সুখলেশও থাকে না। অতএব নিত্য সংসার হইলেও মিথ্যা বাক্যে কদাপি ইষ্ট সিদ্ধ হইত না। সেই কেবল এক সত্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাবৎ কুকর্ম্মের প্রবৃত্তিই একেবারে নষ্ট হয়। এস্থলে শ্রুতি দেখাইতেছেন, যে মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিয়া সত্যের অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর্ত্তব্য ॥ ৬ ॥

বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথির্ব্রাহ্মণোগৃহান্।
তস্যৈতাং শান্তিং কুর্ব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকং॥৭॥

সএবমুক্তঃ পিতাত্মনঃ সত্যতায়ৈ প্রেষয়ামাস। সচ যমভবনং গত্বা তিস্রোরাত্রীরুবাস যমে প্রোষিতে। যমস্প্রোষ্যাগতমমাত্যাভার্য্যাবোচুর্ব্বোধয়ন্তঃ। 'বৈশ্বানরঃ' অগ্নিরেব সাক্ষাৎ 'প্রবিশতি অতিথিঃ' সন্ 'ব্রাহ্মণঃ গৃহান্' দহন্নিব। 'তস্য' দাহং শময়ন্তইবাগ্নেঃ 'এতাং' পাদ্যাদিদানলক্ষণাং" শান্তিং কুর্ব্বন্তি 'সন্তঃ অতঃ 'হর' আহর হে 'বৈবস্বত উদকং'॥ ৭॥

পিতাকে এইরূপ কহিলে পিতা আত্ম সত্য পালনের নিমিত্তে সেই নচিকেতা পুত্রকে যমের নিকট পাঠাইলেন। নচিকেতা যম লোকে যাইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলেন, যেহেতু তৎকালে যম প্রবাসে ছিলেন, যম স্ববাসে আগমন করিলে তাঁহার পরিজন সকল তাঁহাকে কহিতেছেন। অতিথি ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় গৃহে প্রবেশ করেন, সাধু ব্যক্তিরা তাঁহাকে পাদ্যাদি দ্বারা শান্তি করেন। অতএব হে যম! তুমি এই অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জল আনয়ন কর ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

জীবাত্মার নানা অবস্থার মধ্যে দেহ গ্রহণ করা অর্থাৎ জন্ম যেমত প্রধান এক অবস্থা, দেহ পরিত্যাগ করা অর্থাৎ মৃত্যু তদ্রূপ তাহার আর এক প্রধান অবস্থা মাত্র; ইহাতে জীবাত্মা যেমন পদার্থ সেরূপ তাহার অবস্থা কিছু পদার্থ নহে। এস্থলে আখ্যায়িকাতে পুরুষ রূপে মৃত্যু কল্পিত হইয়াছে যাহার অধিকার এই যে দেহকে নিয়ত ভঙ্গ করে। বাস্তবিক যে মৃত্যু নামে কোন পুরুষ আছেন, তাঁহার থাকিবার বিশেষ স্থান আছে, তাঁহার পরিবার আছে, এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে জীবাত্মার মৃত্যু হইতেছে, ইহা শ্রুতির বলিবার তাৎপর্য্য নহে; কিন্তু আখ্যায়িকা দ্বারা গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণই তাঁহার বক্তব্য হইয়াছে। মৃত্যু হইতে সংসার সুনিয়মে রহিয়াছে এ নিমিত্তে মৃত্যুর এক নাম যম হইয়াছে ॥ ৭ ॥

আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুনৃতাঞ্চেষ্টাপূর্ত্তে পুত্রপশূংশ্চ সর্ব্বান্। এতদ্বৃংক্তে পুরুষস্যাল্পমেধসোযস্যানশ্নন্ বসতি ব্রাহ্মণোগৃহে ॥ ৮॥

যতশ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ শ্রূয়তে। অনির্জ্ঞাতার্থ প্রার্থনা আশা নির্জ্ঞাতার্থপ্রাপ্তিপ্রতীক্ষণং প্রতীক্ষা তে 'আশাপ্রতীক্ষে' 'সঙ্গতং' সৎসংযোগজফলং 'সুনৃতাং চ' সূনৃতা প্রিয়া বাক্ তন্নিমিত্তঞ্চ "ইষ্টাপূর্ত্তে' ইষ্টং যাগজফলং পূর্ত্তমারামাদিক্রিয়াজফলং 'পুত্রপশূন্ চ' পুত্রাংশ্চ পশূংশ্চ 'সর্ব্বান্'। 'এতৎ' সর্ব্বং যথোক্তং 'বৃংক্তে' আবর্জয়তি নাশয়তীত্যেতৎ 'পুরুষস্য' 'অল্পমেধসঃ' অল্পপ্রজ্ঞস্য 'যস্য' 'গৃহে' 'অনশ্নন্' অভুঞ্জানঃ 'ব্রাহ্মণঃ' অতিথিঃ 'বসতি'। তস্মাদনুপেক্ষণীয়ঃ সর্ব্বাবস্থাস্বপ্যতিথিরিত্যর্থঃ॥ ৮॥

যে অল্প বুদ্ধি পুরুষের গৃহেতে অতিথি ব্রাহ্মণ অভুক্ত হইয়া বাস করেন, তাহার আশা, প্রতীক্ষা, সৎসঙ্গাধীন ফল, প্রিয় বাক্য জন্য ফল, যাগাদি জন্য ফল, পরোপকারার্থ কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ জন্য ফল আর পুত্র ও পশু সকলকে সেই অতিথি ব্রাহ্মণ নষ্ট করেন ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য

অতিথির ক্ষুৎ পিপাসা শান্তি যথা সাধ্য যে গৃহস্থ না করেন তাঁহার সমূহ সঞ্চিত পুণ্য নষ্ট হয়; ইহার দ্বারা শ্রুতি বিধি দিতেছেন, যে অতিথি সেবা গৃহস্থের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতিথির লক্ষণ মনুর তৃতীয় অধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে প্রাপ্ত হইতেছে। "একরাত্রন্তু নিবসন্নতিথির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। অনিত্যং হি স্থিতোযস্মাৎ তস্মাদতিথিরুচ্যতে ॥" অর্থাৎ এক দিবা রাত্রি মধ্যে ভোজনাদি করত যিনি গৃহস্থের বাটীতে বসতি করেন তাঁহাকে

অতিথি শব্দে কহা যায়। একগ্রামবাসী ব্যক্তি অতিথি শব্দে বাচ্য হয়েন না, অর্থাৎ পথিক ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে অতিথি বলা যায় না। "নৈকগ্রামীণমতিথিং *।" যে কোন ব্যক্তি আতিথ্য লোভ বশতঃ গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তিনিও যথার্থ অতিথি নহেন, যেহেতু এ প্রকার ব্যক্তির নিন্দা মনুতে প্রাপ্ত হইতেছে। "উপাসতে যে গৃহস্থাঃ পরপাকমবুদ্ধয়ঃ। তেন তে প্রেত্য পশুতাং ব্রজন্ত্যন্নাদিদায়িনাং †॥" অতএব যে পথিক অন্নাদি অভাব প্রযুক্ত তৎকালের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা শান্তি জন্য কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েন, তাঁহাকেই অতিথি শব্দে বলা যায়। বিশেষ রূপে অতিথি সেবা করিবেক, ইহাতে অন্য ব্যক্তিকে যথা সাধ্য ভোজনাদি করাইতে নিষেধ নাই, বরঞ্চ শাস্ত্রে আদেশই আছে। "ইতরানপি সখ্যাদীন্ সম্প্রীত্যা গৃহমাগতান্। সৎকৃত্যান্নং যথাশক্তি ভোজয়েৎসহভার্য্যয়া ‡॥ ৮॥

তিস্রোরাত্রীর্যদবাৎসীর্গৃহে মেঽনশ্নন্ ব্রহ্মন্নতিথির্নমস্যঃ। নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মন্ স্বস্তি মেঽস্তু তস্মাৎ প্রতি ত্রীন্ বরান্ বৃণীষ্ব॥ ৯॥

এবমুক্তোমৃত্যুরুবাচ নচিকেতসমুপগম্য পূজাপুরঃসরং। 'তিস্রঃ রাত্রীঃ' 'যৎ' যস্মাৎ 'অবাৎসীঃ' উষিতবানসি 'গৃহে' 'মে' মম 'অনশ্নন্' হে 'ব্রহ্মন্' 'অতিথিঃ' সন্ 'নমস্যঃ' নমস্কারার্হঃ। তস্মাৎ 'নমঃ' 'তে' তুভ্যং 'অস্তু' ভবতু হে 'ব্রহ্মন্' 'স্বস্তি' ভদ্রং 'মে অস্তু' 'তস্মাৎ' ভবতোঽনশনেন মদ্গৃহবাসনিমিত্তাদ্দোষাৎ। যদ্যপি তব তাবদনুগ্রহেণ সর্ব্বংমম স্বস্তি স্যাৎ তথাপি ত্বদধিকসম্প্রসাদনার্থমনশনেনোপোষিতাস্তিস্রোরাত্রীঃ 'প্রতি' 'ত্রীন্' 'বরান্' অভিপ্রেতার্থবিশেষান্ 'বৃণীষ্ব' প্রার্থয়স্ব॥ ৯॥

যম পরে নচিকেতার নিকটে যাইয়া পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ! অতিথি নমস্য হইয়া তিন রাত্রি যে আমার গৃহেতে অনাহারে বাস করিয়াছ, এতন্নিমিত্তে তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আর প্রার্থনা করিতেছি, যে তোমার উপবাস জন্য যে দোষ আমার হইয়াছে তাহার নিবৃত্তি দ্বারা মঙ্গল হউক, আর তুমি অধিক প্রসন্ন হইবে এনিমিত্তে কহিতেছি, যে যে তিন রাত্রি আমার গৃহেতে উপবাসী ছিলে, তাহার এক এক রাত্রির প্রতি এক এক বর প্রার্থনা কর॥ ৯॥

তাৎপর্য্য

নচিকেতা অনাহারে ত্রিরাত্রি কাল যাপন জন্য যম কর্ত্তৃক অতিথি রূপে গ্রাহ্য হইয়াছেন। যদি প্রথম রাত্রেই যম তাঁহাকে অন্নাদি দ্বারা তৃপ্ত করিতে পারিতেন, তবে আর দ্বিতীয় রাত্রিতে তাঁহার প্রতি অতিথি শব্দ প্রয়োগ করিতেন না॥ ৯॥

শান্তসংকল্পঃ সুমনাযথা স্যাদ্বীতমন্যুর্গৌতমোমাভি মৃত্যো। ত্বৎপ্রসৃষ্টং মাভিবদেৎ প্রতীতএতৎ ত্রয়াণাং প্রথমং বরংবৃণে॥ ১০॥

নচিকেতাস্ত্বাহ। যদি দিৎসুর্বরান্। উপশান্তঃ সংকল্পোযস্য মাম্প্রতি যমং প্রাপ্য কিন্নু করিষ্যতি মম পুত্রইতি সঃ 'শান্তসংকল্পঃ' 'সুমনাঃ' প্রসন্নমনাশ্চ 'যথাস্যাৎ' 'বীতমন্যুঃ' বিগতরোষশ্চ 'গৌতমঃ' মম পিতা 'মা অভি' মাম্প্রতি হে 'মৃত্যো'। কিঞ্চ 'ত্বৎপ্রসৃষ্টং' ত্বয়া বিনির্মুক্তং প্রেষিতং গৃহম্প্রতি 'মা অভিবদেৎ' মামভিবদেৎ 'প্রতীতঃ' লব্ধস্মৃতিঃ সত্রবায়ম্পুত্রোমমাগতইত্যেবং প্রত্যভিজ্ঞানান্নিত্যর্থঃ। 'এতৎ' প্রয়োজনং 'ত্রয়াণাং' বরাণাং 'প্রথমং' আদ্যং 'বরং' 'বৃণে' প্রার্থয়েয়ং যৎ যৎ পিতুঃ পরিতোষণং॥ ১০॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! তিন বরের প্রথম বর এই প্রার্থনা করি, যে তোমার নিকটে আসিয়া আমি কি করিতেছি, এইরূপ যে আমার পিতা গৌতম চিন্তা করিতেছেন, তাহা নিবৃত্তি হউক, আর তাঁহার মন প্রসন্ন হউক, আর আমার প্রতি তাঁহার ক্রোধ দূর হউক, আর তোমার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৃহে গমন করিলে তাঁহার যেন এইরূপ প্রতীতি হয়, যে সেই সাক্ষাৎ আমার পুত্র যমালয় হইতে ফিরিয়া আইলেন॥১০॥

তাৎপর্য্য

তিন বরের মধ্যে যাহাতে পুত্রের যমের বাটী গমন জন্য পিতার শোকের শান্তি হয়, এমত বর নচিকেতা প্রথমেই প্রার্থনা করাতে তাঁহার পিতৃ ভক্তি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে॥ ১০॥

যথা পুরস্তাৎ ভবিতা প্রতীতঔদ্দালকিরারুণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। সুখংরাত্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্ত্বাং দদৃশিবান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং॥ ১১॥

---

* মনু ৩ অধ্যায়। ১০৩ শ্লোক॥
† মনু ৩ অধ্যায়। ১০৪ শ্লোক॥
‡ মনু ৩ অধ্যায়। ১১৩ শ্লোক॥

মৃত্যুরুবাচ। 'যথা' অয়ি 'পুরস্তাৎ' পূর্ব্বমাসীৎ স্নেহসমন্বিতঃ পিতা তব সঃ তথৈব প্রীতিসমন্বিতঃ 'ভবিতা' 'প্রতীতঃ' প্রতীতবান্ সন্। উদ্দালকএব 'ঔদ্দালকিঃ' অরুণস্যাপত্যং 'আরুণিঃ' 'মৎপ্রসৃষ্টঃ' ময়ানুজ্ঞাতঃ 'রাত্রীঃ' 'সুখং' প্রসন্নমনাঃ 'শয়িতা' 'বীতমন্যুঃ' বিগতমন্যুশ্চ 'ত্বাং' পুত্রং 'দদৃশিবান্' দৃষ্টবান্ সন্ 'মৃত্যুমুখাৎ' মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুক্তং' সন্তং॥ ১১ ॥

যম কহিতেছেন তোমার পিতা যাহার নাম ঔদ্দালকি এবং আরুণি, তাঁহার তোমার প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ পুত্র রূপে প্রতীতি ছিল আমার অনুগ্রহে তদ্রূপ হইবে, আর মৃত্যু মুখ হইতে তোমাকে মুক্ত দেখিয়া তিনি সুখে রাত্রিতে শয়ন করিবেন, আর তোমার প্রতি অক্রোধ হইবেন ॥ ১১ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। উভে তীর্ত্ত্বাশনায়াপিপাসে শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে॥ ১২ ॥

নচিকেতাউবাচ। 'স্বর্গে লোকে' 'ভয়ং' 'কিঞ্চন' কিঞ্চিদপি 'ন' 'অস্তি' 'ন' চ 'তত্র' 'ত্বং' হে মৃত্যো সহসা প্রভবস্যতইহলোকবৎ অতঃ 'ন জরয়া বিভেতি'। কিঞ্চ 'উভে' 'অশনায়াপিপাসে' 'তীর্ত্ত্বা' অতিক্রম্য শোকমতীত্য গচ্ছতীতি 'শোকাতিগঃ' সন্ মানসেন দুঃখেন বর্জ্জিতঃ 'মোদতে' হৃষ্যতি 'স্বর্গলোকে' দিব্যে॥ ১২ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, আর তুমিও সে খানে সহসা প্রভুত্ব করিতে পার না, আর রোগ দ্বারা সেখানে কেহ ভয় প্রাপ্ত হয় না, আর ক্ষুধা তৃষ্ণা এই দুই হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আর শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য

আনন্দ স্থানকে স্বর্গলোক কহা যায় যে খানে জীবাত্মা ক্ষুধা তৃষ্ণা হইতে উত্তীর্ণ হয় এবং রোগ শোকের অভাব হেতু তাহা হইতে নির্ভয় হয়। আনন্দের তারতম্য রূপে বিবিধ প্রকার স্বর্গলোক পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, সকলের উৎকৃষ্ট স্বর্গ লোকের নাম ব্রহ্মলোক। জ্ঞান এবং পুণ্য কর্ম্মের তারতম্যানুসারে জীবাত্মার যে স্বর্গলোকে গতি হয়,সেখান হইতে তাহার ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের যত স্ফূর্ত্তি হয় তত উৎকৃষ্ট লোকে গতি হইয়া চরমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না। সেই ব্রহ্মলোক হইতে পরব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া সমুদয় সংসার বন্ধন হইতে জীবাত্মা প্রমুক্ত হয় এবং অমৃত স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হয়, সুতরাং এসকল স্বর্গ লোকে যমের কিছু মাত্র প্রভুত্ব নাই। জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মার যে সকল স্বর্গলোকে গতি হয় সেখানে যদিও কর্ম্মক্ষয় হইলে পুনরাবৃত্তি হয়, সেও বহু কাল গতে; এনিমিত্তে শ্রুতি কহিতেছেন, যম স্বর্গলোকে সহসা প্রভুত্ব করিতে পারেন না ॥ ১২ ॥

সত্বমগ্নিং স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো প্রব্রূহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যং। স্বর্গলোকাঅমৃতত্বং ভজন্তএতৎ দ্বিতীয়েন বৃণে বরেণ॥ ১৩ ॥

এবঙ্গুণবিশিষ্টস্য স্বর্গলোকস্য প্রাপ্তিসাধনভূতং 'স্বর্গ্যং' 'অগ্নিং' 'সঃ ত্বং' মৃত্যুঃ 'অধ্যেষি' স্মরসি হে 'মৃত্যো' 'প্রব্রূহি' কথয় 'তং' 'শ্রদ্দধানায়' শ্রদ্ধাবতে 'মহ্যং' স্বর্গার্থিনে। যেনাগ্নিনা চিতেন স্বর্গোলোকোযেষান্তে 'স্বর্গলোকাঃ' যজমানাঃ 'অমৃতত্বং' অমরতাদ্দেবত্বং 'ভজন্তে' প্রাপ্নুবন্তি তৎ 'এতৎ' অগ্নিবিজ্ঞানং 'দ্বিতীয়েন' 'বরেণ' 'বৃণে'॥১৩॥

এইরূপ স্বর্গের প্রাপ্তি যে অগ্নিতে হয়, হে যম! সে অগ্নি তুমি জ্ঞাত আছ, শ্রদ্ধাযুক্ত যে আমি আমাকে সেই অগ্নির স্বরূপ কহ, যে অগ্নির সেবার দ্বারা যজমানেরা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই দ্বিতীয় বর আমি প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৩ ॥

প্র তে ব্রবীমি তদুমে নিবোধ স্বর্গ্যমগ্নিন্নচিকেতঃ প্রজানন্। অনন্তলোকাপ্তিমথোপ্রতিষ্ঠাম্বিদ্ধি ত্বমেনন্নিহিতং গুহায়াং॥ ১৪ ॥

'তে' তুভ্যং 'প্র' 'ব্রবীমি' 'তৎ' প্রার্থিতং 'উ' 'মে' মম বচসঃ 'নিবোধ' বুধ্যস্বৈকাগ্রমনাঃ সন্ 'স্বর্গ্যং' স্বর্গসাধনং 'অগ্নিং' হে 'নচিকেতঃ' 'প্রজানন্' বিজ্ঞাতবান্ অহং। অধুনাগ্নিং স্তৌতি। 'অনন্তলোকাপ্তিং' অনন্তস্বর্গলোকফলপ্রাপ্তিসাধনমিত্যেতৎ। 'অথো' অপি 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং জগতঃ 'এনং' অগ্নিং ময়োচ্যমানং 'বিদ্ধি' বিজানীহি 'ত্বং' 'নিহিতং' স্থিতং 'গুহায়াং' বিদুষাম্বুদ্ধৌ॥ ১৪ ॥

যম কহিতেছেন। হে নচিকেতা! স্বর্গের প্রাপ্তির কারণ যে অগ্নি তাহাকে আমি সুন্দর রূপে জানি, তাহা তোমাকে কহিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক বোধ কর। এই অগ্নি অনন্ত স্বর্গলোকের প্রাপ্তির কারণ, আর সকল জগতের আশ্রয় হয়েন, আর

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিতে ইনি স্থিতি করেন ইহা তুমি জান ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য

স্বর্গলোক দুই প্রকার, ধূমময় এবং রশ্মিময়। যাঁহারা কেবল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা ধূমময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন, যাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা রশ্মিময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন। এই ধূমময় স্বর্গলোক অনন্ত এবং রশ্মিময় স্বর্গ লোকও অনন্ত ; এখানে অনন্ত শব্দ বহু বাচক। এই অনন্ত ধূমময় স্বর্গলোক প্রাপ্তির কারণ অগ্নি হয়েন। আর এই অগ্নি জগতের আশ্রয় হয়েন, এই অগ্নি ব্যতীত জগতের লৌকিক কি বৈদিক কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা এই অগ্নির গুণ জ্ঞাত আছেন, এবং বেদার্থ অবগত হইয়া অগ্নিকে কি প্রকারে চয়ন করিতে হয় তাহাও তাঁহারদিগের বুদ্ধিতে স্থির আছে ॥ ১৪ ॥

লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ যাইষ্টকা যাবতীর্ব্বা যথা বা। সচাপি তৎ প্রত্যবদৎ যথোক্তমথাস্য মৃত্যুঃ পুনরেবাহ তুষ্টঃ ॥ ১৫ ॥

'লোকাদিং' লোকানামাদিং 'অগ্নিং' 'তং' প্রকৃতম্নচিকেতসা প্রার্থিতং 'উবাচ' উক্তবান্ মৃত্যুঃ 'তস্মৈ' নচিকেতসে। কিঞ্চ 'যাঃ ইষ্টকাঃ' চেতব্যাঃ স্বরূপেণ 'যাবতীঃ বা' সংখ্যয়া 'যথা বা' চীয়তেঽগ্নির্যেন প্রকারেণ সর্ব্বমেতদুক্তবানিত্যর্থঃ। 'সঃ চ অপি' নচিকেতাঃ 'তৎ' মৃত্যুনা 'উক্তং' 'যথা' যথাবৎ 'প্রত্যবদৎ' প্রত্যুচ্চারিতবান্। 'অথ' অনন্তরং 'অস্য' প্রত্যুচ্চারণেন 'তুষ্টঃ' সন্ 'মৃত্যুঃ' 'পুনঃ এব-আহ' বরত্রয়ব্যতিরেকেণান্যম্বরং দিৎসুঃ ॥ ১৫ ॥

সকল লোকের আদি যে অগ্নি, তাহার স্বরূপ যম সেই নচিকেতাকে কহিলেন। আর অগ্নির চয়নের নিমিত্তে যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যেরূপে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, তাহা সকল কহিলেন। যমের কথিত বাক্য নচিকেতা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়াছেন, যমের এমত প্রতীতি জন্মাইবার জন্য নচিকেতা ঐ সকল বাক্য যমকে পুনর্ব্বার কহিলেন। নচিকেতার এই প্রতিবাক্যের দ্বারা তুষ্ট হইয়া যম কহিতেছেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

পঞ্চভূত প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়া পরে পৃথিবী, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি লোক সকল তদ্দ্বারা নির্ম্মিত হয়, অতএব লোক সকলের আদি পঞ্চভূত, সুতরাং সেই পঞ্চভূতের মধ্যে যে অগ্নি তিনিও লোকের আদি হয়েন। এবং বিধি পূর্ব্বক অগ্নিচয়ন দ্বারা যথোপযুক্ত পরলোকের প্রাপ্তি হয়, এ নিমিত্তেও লোকের আদি অগ্নি হয়েন ॥ ১৫ ॥

তমব্রবীৎপ্রীয়মাণোমহাত্মা বরন্তবেহাদ্য দদামি ভূয়ঃ। তবৈব নাম্না ভবিতায়মগ্নিঃ সৃঙ্কাঞ্চেমামনেকরূপাং গৃহাণ ॥ ১৬ ॥

'তং' নচিকেতসং 'অব্রবীৎ' শিষ্যযোগ্যতাম্পশ্যন্ 'প্রীয়মানঃ' প্রীতিমনুভবন্ 'মহাত্মা' অক্ষুদ্রবুদ্ধিঃ 'বরং তব' চতুর্থং 'ইহ' প্রীতিনিমিত্তং 'অদ্য' ইদানীং 'দদামি' প্রযচ্ছামি 'ভূয়ঃ' পুনঃ। 'তব এব' নচিকেতসঃ 'নাম্না' অভিধানেন প্রসিদ্ধঃ 'ভবিতা' ময়োচ্যমানঃ 'অয়ং অগ্নিঃ'। কিঞ্চ 'সৃঙ্কাং চ' রত্নময়ীং মালাঞ্চ 'ইমাং' 'অনেকরূপাং' বিচিত্রাং 'গৃহাণ' স্বীকুরু ॥ ১৬ ॥

যোগ্য শিষ্য দেখিয়া মহাত্মা যম তুষ্ট হইয়া নচিকেতাকে কহিতেছেন, তোমাকে এখন আর এক বর দিতেছি। এই পূর্ব্বোক্ত অগ্নি তোমার নামে প্রসিদ্ধ হইবে, আর বিচিত্র এই রত্নময়ী মালা তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥ ১৬ ॥

ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং ত্রিকর্ম্মকৃৎ তরতি জন্মমৃত্যূ। ব্রহ্মজজ্ঞন্দেবমীড্যম্বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৭ ॥

পুনরপি কর্ম্মস্তুতিমাহ। ত্রিঃকৃত্বোনাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতোয়েন সঃ 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রিভিঃ' মাতৃপিত্রাচার্য্যৈঃ 'এত্য' প্রাপ্য 'সন্ধিং' সান্ধানং সম্বন্ধং মাত্রাদ্যনুশাসনং 'ত্রিকর্ম্মকৃৎ' ইজ্যাধ্যায়নদানানাং কর্ত্তা 'তরতি' অতিক্রামতি জন্ম চ মৃত্যুশ্চ 'জন্মমৃত্যূ'। কিঞ্চ ব্রহ্মণোজাতোব্রহ্মজঃ ব্রহ্মজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ কর্ম্মজ্ঞোহসৌ তং 'ব্রহ্মজজ্ঞং' 'দেবং' 'ঈড্যং' স্তুত্যং 'বিদিত্বা' শাস্ত্রতঃ 'নিচায্য' দৃষ্ট্বা 'ইমাং' 'শান্তিং' 'অত্যন্তং এতি' অতিশয়েনৈতি ॥ ১৭ ॥

মাতা পিতা আচার্য্য তিনের অনুশাসনে যে ব্যক্তি তিন বার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করেন, আর যিনি যাগ, বেদাধ্যয়ন, এবং দান এই তিন কর্ম্ম করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয়েন ; আর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং কর্ম্মজ্ঞ, দীপ্তি বিশিষ্ট, এবং স্তুতি যোগ্য যে অগ্নি তাহাকে সেই

ব্যক্তি শাস্ত্রতঃ জানিয়া এবং তদ্রূপ দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ।। ১৭ ।।

তাৎপর্য্য

বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত বিধি পূর্ব্বক তিন বার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করিলে জীবাত্মা জন্ম মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ রশ্মিময় স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় । স্বাভাবিক জড় স্বরূপ অগ্নিতে এস্থলে জ্ঞানের উপচার হইয়াছে, যেন অগ্নি যজমানের কর্ম্ম সকল জানিয়া তাঁহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করেন । বাস্তবিক তাবৎ শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী এবং তদনুরূপ ফল প্রদাতা কেবল এক মাত্র পরমেশ্বর হয়েন । অশুভ কর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত এবং শুভকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিবার জন্য অগ্নিচয়ন কনিষ্ঠাধিকারিদিগের এক অবলম্বন মাত্র হইয়াছে ।। ১৭ ।।

ত্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা যএবম্বিদ্বাংশ্চিনুতে নাচিকেতং। সমৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগোমোদতে স্বর্গলোকে॥ ১৮ ॥

ইদানীমগ্নিবিজ্ঞানচয়নফলমুপসংহরতি। 'ত্রিণাচিকেতঃ' 'ত্রয়ং' যথোক্তং যাইষ্টকাযাবতীর্ব্বাযথাবা ইতি 'এতৎ' 'বিদিত্বা' অবগম্য' 'যঃ এবং বিদ্বান্' 'চিনুতে' নির্ব্বর্ত্তয়তি 'নাচিকেতং' 'অগ্নিং। 'সঃ' 'মৃত্যুপাশান্' অধর্ম্মাজ্ঞানরাগদ্বেষাদিলক্ষণান্ 'পুরতঃ' অগ্রতঃ পূর্ব্বমেব শরীরপাতাদিত্যর্থঃ: 'প্রণোদ্য' অপহায় 'শোকাতিগঃ' মানসৈদুঃখৈর্ব্বিবর্জ্জিতইত্যেতৎ 'মোদতে' 'স্বর্গলোকে'॥ ১৮ ॥

যেরূপ ইষ্টক সকল যোগ্য, আর যত ইষ্টকের প্রয়োজন, আর যে প্রকারে অগ্নি চয়ন করিতে হয়, এই তিনকে বিশেষ রূপে জানিয়া যে ত্রিণাচিকেত পুরুষ নাচিকেত অগ্নিকে চয়ন করেন, তিনি মরণের পূর্ব্বে রাগ দ্বেষাদি রূপ মৃত্যু পাশ সকলকে ত্যাগ করিয়া এবং শোক হইতে রহিত হইয়া সুখেতে স্বর্গলোকে বাস করেন ।। ১৮ ।।

এষতেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যোযমবৃণীথাদ্বিতীয়েন বরেণ। এতমগ্নিং তবৈব প্রবক্ষ্যন্তি জনাসস্তৃতীয়ম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব॥ ১৯ ॥

'এষঃ' 'তে' তুভ্যং 'অগ্নিঃ' বরঃ হে 'নচিকেতঃ' 'স্বর্গ্যঃ' স্বর্গসাধনঃ 'যং' অগ্নিম্বরং 'অবৃণীথাঃ' প্রার্থিতবানসি 'দ্বিতীয়েন বরেণ' সোঽগ্নির্ব্বরোদত্তইত্যুক্তোপসংহারঃ। কিঞ্চ 'এতং অগ্নিং' 'তব এব' নাম্না 'প্রবক্ষ্যন্তি' 'জনাসঃ' জনাঃ ইত্যেষবরোদত্তোময়া চতুর্থস্তুষ্টেন। 'তৃতীয়ং বরং নচিকেতঃ বৃণীষ্ব' তস্মিন্ হ্যদত্তে ঋণবানেবাহমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৯ ॥

হে নচিকেতা! তুমি দ্বিতীয় বর দ্বারা যে স্বর্গের সাধন অগ্নির বর প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা তোমাকে এই দিলাম। আর লোক সকল এই অগ্নিকে তোমার নামে বিখ্যাত করিবে । হে নচিকেতা! এখন তৃতীয় বর তুমি প্রার্থনা কর ।। ১৯ ।।

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ॥ ২০ ॥

পরব্রহ্মবিজ্ঞানং আত্যন্তিকনিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং বক্তব্যং ইত্যুত্তরোগ্রন্থআরভ্যতে। দ্বিতীয়বরপ্রাপ্ত্যাপ্যকৃতার্থত্বং তৃতীয়বরগোচরমাত্মজ্ঞানমন্তরেণ ইত্যাখ্যায়িকয়া প্রপঞ্চয়তি। নচিকেতাউবাচ তৃতীয়ম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব ইত্যুক্তঃ সন্। 'যা ইয়ং' 'বিচিকিৎসা' সংশয়ঃ 'প্রেতে' মৃতে 'মনুষ্যে' 'অস্তিইতি একে' 'ন অয়ং অস্তিইতি চ একে' নায়মেবম্বিধোঽস্তীতি চৈকে। 'এতৎ' 'বিদ্যাং' বিজানীয়াং 'অহং' 'অনুশিষ্টঃ' জ্ঞাপিতঃ 'ত্বয়া' 'বরাণাং এষঃ বরঃ' 'তৃতীয়ঃ' অবশিষ্টঃ॥ ২০ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, কেহ কহেন অবিনাশী অন্তরাত্মা আছেন, কেহ কহেন অবিনাশী অন্তরাত্মা নাই, মনুষ্য মরিলে এই যে সংশয়, তাহার নির্ণয় আমি তোমার উপদেশ দ্বারা জানিতে চাহি । বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর প্রার্থনীয় ।। ২০ ।।

তাৎপর্য্য

কেবল জ্ঞানকে আত্মা শব্দে বেদে বলেন । পরমেশ্বর জ্ঞান স্বরূপ অতএব পরমেশ্বর আত্মা । এই জ্ঞান স্বরূপ যে আত্মা তিনি জ্ঞান বিশিষ্ট জীবকে সৃষ্টি করেন এবং সেই জীবের অন্তরে স্থিতি করেন, অতএব যে সকল জীবের জ্ঞান আছে তাহাকে জীবাত্মা শব্দে বলা যায় । সৃষ্ট জীবাত্মা হইতে স্রষ্টা আত্মার পরমত্ব জানাইবার নিমিত্তে স্রষ্টা আত্মাকে পরমাত্মা বলা যায়, এবং তিনি জীবের অন্তরে স্থিতি করেন এজন্য তাঁহাকে অন্তরাত্মা বলা যায় । এই সৃষ্ট জীবাত্মা অনিত্য এবং পরমাত্মার ইচ্ছাতে বিনাশ যোগ্য । পরমাত্মা যিনি তিনি নিত্য স্বতন্ত্র এবং অবিনাশি । যাহারদিগের মৃত্যু দেখিয়া ইহা ভ্রম হয় যে যেমন দেহ ভঙ্গ হইল সেই রূপ জীবাত্মারও নাশ হইল, তাহারদিগের মধ্যে অনেকের এই সংশয় হয় যে জীবাত্মা সক-

লের এক মাত্র অন্তরাত্মা কেহ আছেন কি না? যাঁহার দ্বারা জীবাত্মা সকল সৃষ্ট হইয়াছে যাঁহার স্থিতিতে তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে জীবাত্মা সকল নাশ হইলেও তিনি নিত্য অবিনাশি অবিকৃত থাকেন। এই বৃহৎ সংশয় হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্তে অবিনাশি অন্তরাত্মার অস্তিত্বের নির্ণয় জ্ঞান যমের নিকট নচিকেতা প্রার্থনা করিতেছেন। বিনাশ করিবার অধিকার মৃত্যুরই আছে অতএব এমত আত্মা আছেন কি না যাঁহার বিনাশ হয় না ইহা মৃত্যু অবশ্য নিশ্চিত জানেন, এ নিমিত্তে নচিকেতার মৃত্যুর নিকট জিজ্ঞাসা কল্পনা হইয়াছে। দ্বিতীয় বরে অগ্নিচয়ন কর্ম্ম কাণ্ড উপস্থিত করিয়া তৃতীয় বরে আত্ম জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন দ্বারা শ্রুতি দেখাইতেছেন যে অগ্নিচয়ন অপেক্ষা আত্মোপাসনা শ্রেষ্ঠ কল্প। এই উপনিষদের আরম্ভ অবধি প্রথম বর পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসুর প্রতি শ্রুতি স্পষ্ট রূপে দেখাইতেছেন যে যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ সত্যবাদী পিতৃ ভক্ত হয়, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তম আধার ॥ ২০ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষধর্ম্মঃ। অন্যম্বরং নচিকেতোবৃণীষ্ব মামোপরোৎসীরতিমাসৃজৈনং ॥ ২১ ॥

কিময়ং একান্ততোনিঃশ্রেয়সসাধনায় আত্মজ্ঞানার্হঃ ন বা এতৎ পরীক্ষণার্থমাহ। 'দেবৈঃ' 'অপি' 'অত্র' অস্মিন্ বস্তুনি 'বিচিকিৎসিতং' সংশয়িতং 'পুরা' পূর্ব্বং 'ন হি সুবিজ্ঞেয়ং' শ্রুতমপিপ্রাকৃতৈর্জনৈর্যতঃ 'অণুঃ' সূক্ষ্মঃ 'এষঃ' আত্মাখ্যঃ 'ধর্ম্মঃ' অতঃ 'অন্যং' অসন্দিগ্ধফলং 'বরং' 'নচিকেতঃ বৃণীষ্ব' 'মা' মাং 'মা উপরোৎসীঃ' উপরোধং মাকার্ষীঃ অধমর্ণমিবোত্তমর্ণঃ 'অতি' 'সৃজ' বিমুঞ্চ 'এনং' 'বরং' 'মা' মাম্প্রতি ॥ ২১ ॥

যম কহিতেছেন, দেবতারাও পূর্ব্বে এই আত্ম বিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন। এ ধর্ম্ম সুন্দর রূপে বোধগম্য হয় না, যেহেতু এ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম হয়। অতএব হে নচিকেতা! তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। এমন কঠিন বরের প্রার্থনা দ্বারা আমাকে উপরোধ করিবে না। আমার নিকটে এ বরের প্রার্থনা ত্যাগ কর ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞান অতি সূক্ষ্মতম, যাহার ইহা লাভের জন্য অতিশয় ইচ্ছা এবং যত্ন থাকে, সেই ব্যক্তিই ইহা লাভ করিতে পারে। যাহার আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশেষ ইচ্ছা এবং যত্ন নাই, তাহাকে উপদেশ করা পাষাণে দাত্রাঘাত প্রায় ব্যর্থ হয়। এ নিমিত্তে নচিকেতার নিকটে যম ব্রহ্মজ্ঞানের কঠিনতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার এ বিষয়ে যত্ন পূর্ব্বে পরীক্ষা করিতেছেন ॥ ২১ ॥

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিল ত্বঞ্চ মৃত্যো যন্ন সুবিজ্ঞেয়মাত্থ। বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যোন লভ্যোনান্যোবরস্তুল্যএতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ ॥

এবমুক্তোনচিকেতাআহ। 'দেবৈঃ অত্র অপি বিচিকিৎসিতং কিল' ইতি ভবতএব নঃ শ্রুতং 'ত্বং চ মৃত্যো' 'যৎ' যস্মাৎ 'ন সুবিজ্ঞেয়ং' আত্মতত্ত্বং 'আত্থ' কথয়সি। অতঃ পণ্ডিতৈরপ্যবেদনীয়ত্বাৎ 'বক্তা চ' 'অস্য' ধর্ম্মস্য 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'অন্যঃ ন লভ্যঃ' অন্বিষ্যমাণোঽপি। অয়ন্তু বরোনিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ 'ন অন্যঃ বরঃ তুল্যঃ' অস্তি 'এতস্য কশ্চিৎ' অনিত্যফলত্বাদন্যস্য সর্ব্বস্যেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২২ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন। দেবতারাও এই আত্ম বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর হে যম! তুমিও যে আত্ম তত্ত্বকে দুর্জ্ঞেয় করিয়া কহিতেছ। এ ধর্ম্মের বক্তা তোমার ন্যায়ও কাহাকে পাওয়া যাইবে না। আর এবরের তুল্য অন্য বরও নহে ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য

তত্ত্ব জ্ঞান উপার্জ্জন করা অতি কঠিন, ইহা জানিয়াও তাহা হইতে নচিকেতা বিরত হইলেন না, বরঞ্চ তাহাতে অধিক যত্নবান্ হইলেন ॥ ২২ ॥

শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান বৃণীষ্ব বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্। ভূমের্ম্মহদায়তনং বৃণীষ্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদোযাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তোঽপি পুনঃ প্রলোভয়ন্নুবাচ মৃত্যুঃ। যতোঽনিত্যান্বিরক্তস্যাত্মজ্ঞানেঽধিকারইতিপুত্রাদ্যুপন্যাসেন প্রলোভনং ক্রিয়তে। শতং বর্ষাণ্যায়ূংষি যেষাং তান্ 'শতায়ুষঃ' 'পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব' কিঞ্চ গবাদিলক্ষণান্ 'বহূন্ পশূন্' হস্তী চ হিরণ্যঞ্চ 'হস্তিহিরণ্যং' 'অশ্বান্' চ। কিঞ্চ 'ভূমেঃ' পৃথিব্যাঃ 'মহৎ' বিস্তীর্ণং 'আয়তনং' আশ্রয়ং মণ্ডলং রাজ্যং 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ সর্ব্বমপ্যেতদনর্থকং স্বয়ঞ্চেদল্পায়ুরিত্যতআহ 'স্বয়ং চ' ত্বঞ্চ 'জীব' ধারয় শরীরং সমগ্রেন্দ্রিয়কলাপং 'শরদঃ' বর্ষাণি 'যাবৎ ইচ্ছসি' জীবিতুমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যম কহিতেছেন, শত বর্ষ আয়ুর্ব্বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র সকলকে প্রার্থনা কর, আর অনেক পশু, আর হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এ সকল প্রার্থনা কর, আর বহু আয়তন বিশিষ্ট ভূমির প্রার্থনা কর, আর তুমি স্বয়ং যত বৎসর বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তত বৎসর বাঁচিবে, এমত বর প্রার্থনা কর॥ ২৩॥

এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ। মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি কামানাস্ত্বা কামভাজং করোমি॥ ২৪ ॥

'এতত্তুল্যং' এতেন যথোপদিষ্টেন সদৃশমন্যমপি 'যদি মন্যসে' 'বরং' তমপি 'বৃণীষ্ব'। কিঞ্চ 'বিত্তং' প্রভূতং হিরণ্যরত্নাদি 'চিরজীবিকাংচ' বৃণীষ্ব। কিম্বহুনা 'মহা' মহত্যাং 'ভূমৌ' রাজা 'নচিকেতঃ ত্বং' 'এধি' ভব। কিঞ্চান্যৎ 'কামানাং' দিব্যানাং মানুষাণাঞ্চ 'ত্বা' ত্বাং 'কামভাজং' কামভাগিনং কামার্হং 'করোমি' ॥ ২৪ ॥

এই বরের তুল্য অন্য কোন বর যদি তুমি জান, তবে তাহার প্রার্থনা কর, আর বিত্তকে এবং চিরজীবিকাকে প্রার্থনা কর, আর বিস্তৃত রাজ্যেতে, হে নচিকেতা! তুমি রাজা হও, আর সকল প্রার্থনীয় বস্তুর মধ্যে যাহার কামনা করিবে, তাহারই ভাজন তোমাকে করিব॥ ২৪॥

যে যে কামাদুর্লভামর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমারামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যান হীদৃশালম্ভনীয়ামনুষ্যৈঃ। আভির্ম্মৎপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতোমরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫ ॥

'যে যে' 'কামাঃ' প্রার্থনীয়াঃ 'দুর্লভাঃ মর্ত্ত্যলোকে' 'সর্ব্বান্' তান্ 'কামান্' 'ছন্দতঃ' ইচ্ছাতোমত্তঃ 'প্রার্থয়স্ব'। কিঞ্চ 'ইমাঃ' দিব্যাঃ 'রামাঃ' সহ রথৈর্ব্বর্ত্তন্তইতি 'সরথাঃ' 'সতূর্য্যাঃ' সবাদিত্রাঃ 'ন হি' 'লম্ভনীয়াঃ' প্রাপণীয়াঃ 'ঈদৃশাঃ' 'মনুষ্যৈঃ'। 'আভিঃ' 'মৎপ্রত্তাভিঃ' ময়া দত্তাভিঃ পরিচারিণীভিঃ 'পরিচারয়স্ব' শুশ্রূষাং কারয়াত্মনইত্যর্থঃ। হে 'নচিকেতঃ' 'মরণং' মরণসম্বন্ধং প্রশ্নং প্রেত্যাস্তি নাস্তীতি 'মা অনুপ্রাক্ষীঃ' মৈবং প্রষ্টুমর্হসি॥ ২৫॥

মর্ত্ত্যলোকে যে যে বস্তু দুর্লভ, আপনার ইচ্ছামত সে সমুদয়কে প্রার্থনা কর। বিমান সহিত এবং বাদ্য সহিত এই সকল অপ্সরাকে প্রার্থনা কর, মনুষ্যেরা এরূপ অপ্সরা সকলকে প্রাপ্ত হয়েন না। আমার দত্ত এই সকল অপ্সরা প্রভৃতি দ্বারা আপনাকে সুখে রাখহ, হে নচিকেতা! মরণোত্তর আত্ম সম্বন্ধি প্রশ্ন আমার প্রতি করিও না॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য

বিষয় ভোগে আসক্ত চিত্ত ব্যক্তিরা আত্ম জ্ঞান উপার্জ্জনে উত্তম রূপে সমর্থ হয় না। বিষয় ভোগে নচিকেতার চিত্ত বিশেষ আসক্ত কি না, এবং একান্ততঃ আত্মাকে জানিবার তাহার ইচ্ছা আছে কি না, ইহা পরীক্ষার নিমিত্তে পুত্র, পশু, ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী অপ্সরা প্রভৃতির লোভ যম তাহাকে দেখাইতেছেন॥ ২৫॥

শ্বোভাবামর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥ ২৬ ॥

এবম্প্রলোভ্যমানোঽপি নচিকেতামহাহ্রদবদক্ষোভ্য আহ। শ্বোভবিষ্যন্তি ন ভবিষ্যন্তি বেতিসন্দিহ্যমানএব যেষাম্ভাবোভবনন্ত্বয়োপন্যস্তানাং ভোগানাম্তে 'শ্বোভাবাঃ' কিঞ্চ 'মর্ত্ত্যস্য' মনুষ্যস্য 'অন্তক' হে মৃত্যো 'যৎ' 'এতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং' 'তেজঃ' তৎ 'জরয়ন্তি' অপক্ষয়ন্তি অপ্সরঃপ্রভৃতয়োভোগাঅনর্থায়ৈবৈতে ধর্ম্মবীর্য্যপ্রজ্ঞায়শঃপ্রভৃতীনাং ক্ষপয়িতৃত্বাৎ। যাঞ্চাপি দীর্ঘজীবিকাং ত্বং দিৎসসি তত্রাপি শৃণু 'সর্ব্বং' যৎ জগতঃ 'অপি' 'জীবিতং' আয়ুঃ তৎ 'স্বল্পং এব'। কিমুতাস্মদাদিদীর্ঘজীবিকাঃ। অতঃ 'তবএব' তিষ্ঠন্তু 'বাহাঃ' রথাদয়ঃ তথা 'তব নৃত্যগীতে' চ॥ ২৬ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, হে যম! পর দিনে লভ্য হইবেক, এমত যে সকল ভোগ দিতে চাহিতেছ তাহারা মনুষ্যের ইন্দ্রিয় সকলের তেজকে জীর্ণ করে। এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডের যে জীবন তাহাও অতি অল্প, অতএব বাহন এবং নৃত্য গীত তোমারই থাকুক॥ ২৬॥

ন বিত্তেন তর্পণীয়োমনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেৎ ত্বা। জীবিষ্যামোযাবদীশিষ্যসি ত্বম্বরস্তু মে বরণীয়ঃ সএব॥ ২৭ ॥

'নবিত্তেন তর্পণীয়ঃ মনুষ্যঃ' ন হি বিত্তলাভোলোকে কস্যচিৎ তৃপ্তিকরোদৃষ্টঃ। যদি নামাস্মাকং বিত্ততৃষ্ণাস্যাৎ 'লপ্স্যামহে' প্রাপ্স্যামঃ 'বিত্তং' 'অদ্রাক্ষ্ম' দৃষ্টবন্তোবয়ং 'চেৎ' 'ত্বা' ত্বাং। জীবিতেঽপি তথৈব 'জীবিষ্যামঃ' 'যাবৎ' যাম্যে পদে 'ত্বং' 'ঈশিষ্যসি' ঈশিষ্যসে প্রভুঃ স্যাঃ। কথন্তর্হি মর্ত্ত্যস্ত্বয়া সমেত্যাল্পধনায়ুর্ভবেৎ। 'বরঃ তু মে বরণীয়ঃ সঃ এব' যদাত্মবিজ্ঞানং॥ ২৭ ॥

বিত্ত দ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হয়েন না। যদিও আমার ধনে ইচ্ছা হয় তাহা পাইব, যেহেতু তোমাকে দেখিলাম, আর যদি অধিক কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করি তবে বাঁচিব, যে পর্য্যন্ত

তুমি যম রূপে শাসন কর্ত্তা থাকিবে। অতএব সেই আত্ম বিষয়ক বরই আমার প্রার্থনীয় ॥ ২৭ ॥

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্। অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কোরমেত ॥ ২৮ ॥

যতশ্চ 'অজীর্য্যতাং' বয়োহানিমপ্রাপ্নুবতাং 'অমৃতানাং' সকাশং 'উপেত্য' উপগম্য আত্মনউৎকৃষ্টং প্রয়োজনান্তরং প্রাপ্তব্যং ইতি 'প্রজানন্' উপলভমানঃ স্বয়ন্তু 'জীর্য্যন,' 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মবান্ কুঃ পৃথিবী অধশ্চান্তরীক্ষাদিলোকাপেক্ষয়া তস্যাস্তিষ্ঠতীতি 'ক্বধঃস্থঃ' সন্ অপ্সরঃপ্রমুখান্ 'বর্ণরতিপ্রমোদান্' অনবস্থিররূপতয়া 'অভিধ্যায়ন্' নিরূপয়ন্ 'অতিদীর্ঘে জীবিতে কঃ রমেত'॥ ২৮ ॥

জরা মরণ শূন্য দেবতাদিগের নিকট আসিয়া উত্তম ফল পাওয়া যায়, ইহা জরা মরণ বিশিষ্ট পৃথিবী স্থিত মনুষ্য জানিয়া কেন ইতর ফলকে প্রার্থনা করিবেক? আর বর্ণ রতি প্রমোদের কারণ অপ্সরাদিগের দোষ গুণ বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া কোন্ বিবেকি ব্যক্তি অতি দীর্ঘ পরমায়ুর্ব্বিশিষ্ট হইলেও সেই অপ্সরাগণেতে আসক্ত হইবেক? ॥ ২৮ ॥

যস্মিন্নিদং বিচিকিৎসন্তি মৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ। যোয়ম্বরোগূঢ়মনুপ্রবিষ্টো নান্যং তস্মাৎ নচিকেতাবৃণীতে ॥ ২৯ ॥

অতোবিহায়ানিত্যৈঃ কামৈঃ প্রলোভনং ময়া প্রার্থিতং 'যস্মিন্' 'ইদং' 'বিচিকিৎসন্তি' অস্তিনাস্তীত্যেবং প্রকারং হে 'মৃত্যো' 'সাম্পরায়ে' পরলোকবিষয়ে 'মহতি' মহৎপ্রয়োজননিমিত্তে 'যৎ' আত্মনোনির্ণয়বিজ্ঞানং 'তৎ' 'ব্রূহি' কথয় 'নঃ' অস্মভ্যং। 'যঃ অয়ং' প্রকৃতআত্মবিষয়ো 'বরঃ' 'গূঢ়ং' গহনং দুর্ব্বিবেচনং 'অনুপ্রবিষ্টঃ' প্রাপ্তঃ 'তস্মাৎ' বরাৎ 'অন্যং' অবিবেকিভিঃ প্রার্থনীয়মনিত্যবিষয়ম্বরং 'নচিকেতা' 'ন' 'বৃণীতে'॥ ২৯ ॥

হে যম! আত্মা নিত্য থাকেন কি না থাকেন, এই যে সন্দেহ লোকে করেন তাহার নির্ণয় জ্ঞান পরকালে মহৎ উপকারের নিমিত্তে হয়, অতএব তাহা তুমি কহ। এই যে দুর্ব্বিজ্ঞেয় বর, ইহা হইতে অন্য বর নচিকেতা প্রার্থনা করিলেন না ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য

আত্ম জ্ঞানার্থী পুরুষ অক্ষুব্ধ নচিকেতার ন্যায় কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতির প্রবৃত্তি হইতে মনকে শান্ত রাখিলে এবং আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক সকল ধৈর্য্য দ্বারা মোচন করিলে আশু কৃতার্থ হইতে পারেন, নতুবা কাম ক্রোধ লোভ মোহ তরঙ্গে যদি পতিত হয়েন, এবং আত্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক ভয়ে যদি পরাঙ্মুখ হয়েন, তবে আর তাঁহার বাসনা কি প্রকারে সফলা হইতে পারে, এবং দুর্গতি হইতে তিনি কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, এবং পরব্রহ্মকেই বা কি প্রকারে লাভ করিতে পারেন? ॥ ২৯ ॥

ইতিপ্রথমাবল্লী

দ্বিতীয়া বল্লী

অন্যচ্ছ্রেয়োহন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্যউ প্রেয়োবৃণীতে ॥ ১ ॥

পরীক্ষ্য শিষ্যম্বিদ্যাযোগ্যতাঞ্চাবগম্যাহ। 'অন্যৎ' পৃথগেব 'শ্রেয়ঃ' নিঃশ্রেয়সং তথা 'অন্যৎ উত এব' 'প্রেয়ঃ' প্রিয়তরং 'তে' শ্রেয়ঃ প্রেয়সী 'উভে' 'নানার্থে' ভিন্নপ্রয়োজনে সতী 'পুরুষং' 'সিনীতঃ' বধ্নীতঃ। তাভ্যামাত্মকর্ত্তব্যতয়া প্রযুজ্যতে সর্ব্বঃ পুরুষঃ। 'তয়োঃ' হিত্বাঽবিদ্যারূপম্প্রেয়ঃ 'শ্রেয়ঃ' এব কেবলং 'আদদানস্য' উপাদানঙ্কুর্ব্বতঃ 'সাধু' শোভনং শিবং 'ভবতি'। অদূরদর্শী বিমূঢ়ঃ 'হীয়তে' বিযুজ্যতে 'অর্থাৎ' পুরুষার্থাৎ পারমার্থিকাৎ প্রয়োজনান্নিত্যাৎ। কোঽসৌ 'যঃ উ প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' উপাদত্তইত্যেতৎ ॥ ১ ॥

শ্রেয় যে, সে পৃথক্ হয়, আর প্রেয় যে, সেও পৃথক্ হয়। এই শ্রেয় ও প্রেয় পৃথক্ পৃথক্ ফলের কারণ হইয়া পুরুষকে আপন আপন অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়কে স্বীকার করেন তাঁহার কল্যাণ হয়, আর যে ব্যক্তি প্রেয়কে স্বীকার করেন তিনি পরম পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের উপাসনা শ্রেয় শব্দে বাচ্য হয়, ইন্দ্রিয় সুখ সাধন কর্ম্ম প্রেয় শব্দে লক্ষিত হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ জানিবার চেষ্টা, তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি, এবং তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনের যত্নকে তাঁহার উপাসনা শ্রেয় সাধনা কহা যায় ॥ ১ ॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সোবৃণীতে প্রেয়োমন্দোযোগক্ষেমাদ্বৃণীতে ॥ ২ ॥

'শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ' 'মনুষ্যং' পুরুষং 'এতঃ' প্রাপ্নুতঃ 'তৌ' শ্রেয়ঃপ্রেয়ঃপদার্থৌ 'সম্পরীত্য' সম্যক্ পরিগম্য সম্যঙ্মনসালোচ্য গুরুলাঘবং 'বিবিনক্তি' পৃথক্ করোতি 'ধীরঃ' ধীমান্। বিবিচ্য চ 'শ্রেয়ঃ হি' শ্রেয়এব 'অভি' 'বৃণীতে' 'প্রেয়সঃ' অভ্যর্হিতত্বাৎ। কোঽসৌ 'ধীরঃ'। যস্তু 'মন্দঃ' অল্পবুদ্ধিঃ সবিবেকাসামর্থ্যাৎ 'যোগক্ষেমাৎ' যোগক্ষেমনিমিত্তং কেবলং শরীরাদ্যুপচয়রক্ষণনিমিত্তং কেবলমিন্দ্রিয়সুখনিমিত্তমিত্যর্থঃ 'প্রেয়ঃ' 'বৃণীতে' ॥ ২ ॥

শ্রেয় আর প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়। এই দুইকে প্রাপ্ত হইয়া ইহার মধ্যে কে উত্তম কে অধম ইহা ধীর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া প্রেয়ের অনাদর পূর্ব্বক শ্রেয়কে আশ্রয় করেন, আর মন্দ ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয় সুখ নিমিত্তে প্রেয়কে অবলম্বন করেন ॥ ২ ॥

সত্বম্প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্ নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ। নৈতাং সৃঙ্কাম্বিত্তময়ীমবাপ্তোযস্যাম্মজ্জন্তি বহবোমনুষ্যাঃ॥ ৩ ॥

'সঃ ত্বং' পুনঃ পুনর্ম্ময়া প্রলোভ্যমানোপি 'প্রিয়ান্' পুত্রাদীন্ 'প্রিয়রূপান্ চ' অপ্সরঃপ্রভৃতিলক্ষণান্ 'কামান্' 'অভিধ্যায়ন্' চিন্তয়ন্ তেষামনিত্যত্বাসারত্বাদিদোষান্ হে 'নচিকেতঃ' 'অত্যস্রাক্ষীঃ' অতিসৃষ্টবান্ পরিত্যক্তবানসি। অহোবুদ্ধিমত্তা তব। 'ন এতাং' 'অবাপ্তঃ' 'অবাপ্তবানসি' 'সৃঙ্কাং' সৃতিং কুৎসিতাম্মূঢ়জনপ্রবৃত্তাং 'বিত্তময়ীং' ধনপ্রায়াং 'যস্যাং' সৃতৌ 'মজ্জন্তি' সীদন্তি 'বহবঃ' অনেকে মূঢ়াঃ 'মনুষ্যাঃ'॥৩॥

হে নচিকেতা! তুমি বিবেচনা করিয়া প্রিয় এবং প্রিয়রূপ অপ্সরা প্রভৃতির প্রার্থনা পরিত্যাগ করিলে, আর বিত্তময় পথেতে লুব্ধ হইলে না, যে পথেতে অনেক মনুষ্য মগ্ন হয় ॥ ৩ ॥

দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। বিদ্যাভীপ্সিনন্নচিকেতসম্মন্যে ন ত্বা কামাবহবোঽলোলুপন্ত ॥ ৪ ॥

যতঃ 'দূরং' দূরেণ মহতান্তরেণ 'এতে' 'বিপরীতে' অন্যোন্যব্যাবৃত্তরূপে বিবেকাবিবেকাত্মকত্বাৎ তমঃপ্রকাশাবিব। 'বিষূচী' বিষূচ্যৌ নানাগতী ভিন্নফলে সংসারমোক্ষযোর্হেতুত্বেনৈতৎ। কে তে ইত্যুচ্যতে। 'যা চ' 'অবিদ্যা' প্রেয়োবিষয়া 'বিদ্যা' শ্রেয়োবিষয়া 'ইতি' 'জ্ঞাতা' নির্জ্ঞাতাবগতা পণ্ডিতৈঃ। 'বিদ্যাভীপ্সিনং' বিদ্যার্থিনং 'নচিকেতসং' ত্বামহং 'মন্যে'। কস্মাদ্যস্মাদবিদ্বদ্বুদ্ধিপ্রলোভিনঃ 'কামাঃ' অপ্সরঃপ্রভৃতয়ঃ 'বহবঃ' অপি 'ত্বা' ত্বাং 'ন' 'অলোলুপন্ত' বিচ্ছেদং কৃতবন্তঃ শ্রেয়োমার্গাৎ আত্মোপভোগাভিবাঞ্ছাসম্পাদনেন। অতোবিদ্যার্থিনং শ্রেয়োভাজনং ত্বাং মন্যে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪ ॥

বিদ্যা আর অবিদ্যা এই দুই পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত হয়, এবং পৃথক্ পৃথক্ ফলকে দেন ইহা পণ্ডিত সকলে জানেন। নচিকেতা, তোমাকে বিদ্যাকাঙ্ক্ষি জানিলাম। অপ্সরা প্রভৃতি নানা প্রকার ভোগ তোমাকে জ্ঞান পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেক না ॥ ৪ ॥

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়াঅন্ধেনৈব নীয়মানাযথান্ধাঃ ॥ ৫ ॥

'অবিদ্যায়াং' 'অন্তরে' মধ্যে ঘনীভূতইব তমসি 'বর্ত্তমানাঃ' বেষ্টমানাঃ 'স্বয়ং' 'ধীরাঃ' প্রজ্ঞাবন্তঃ 'পণ্ডিতং মন্যমানাঃ' পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকুশলাশ্চেতিমন্যমানাঃ। তে 'দন্দ্রম্যমানাঃ' অত্যর্থঙ্কুটিলামনেকরূপাঙ্গতিঙ্গচ্ছন্তোবিবিধদুঃখৈঃ 'পরিয়ন্তি' পরিগচ্ছন্তি 'মূঢ়াঃ' অবিবেকিনঃ 'অন্ধেন এব' দৃষ্টিবিহীনেনৈব 'নীয়মানাঃ' বিষমে পথি 'যথা' বহবঃ 'অন্ধাঃ' মহান্তমনর্থমৃচ্ছন্তি তদ্বৎ ॥ ৫ ॥

অবিদ্যার মধ্যে স্থিতি করিয়া আর আপনারদিগকে ধীর এবং পণ্ডিত রূপে জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিরা নানা প্রকার কুটিল পথেতে ভ্রমণ দ্বারা নানা জাতীয় দুঃখকে প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধকে অবলম্বন করিয়া অপর অন্ধেরা বিষম পথ প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার দুঃখ পায় ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য

এই অজ্ঞানময় অন্ধকার সংসারে যে ব্যক্তি আপনাকে পণ্ডিত এবং অভ্রান্ত রূপে জানে, সে আপনার ভ্রান্ত বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া নানা বিধ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, যেমন অন্ধের প্রতি নির্ভর করিলে অন্ধ পথিকেরা বিষম শঙ্কট স্থানে পতিত হয়। অতএব কেবল আপনার বুদ্ধিতে নির্ভর না করিয়া পিতা মাতা হইতে সহস্র গুণে উপকারী যে বেদান্ত বাক্য তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া পরম সুখ লাভের যোগ্য হও ॥ ৫ ॥

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্প্রমাদ্যন্তম্বিত্তমোহেন মূঢ়ং। অয়ংলোকোনাস্তি পর-ইতি মানী পুনঃপুনর্ব্বশমাপদ্যতে মে ॥ ৬ ॥

সম্পরায়ঃ পরলোকঃ তৎপ্রাপ্তিপ্রয়োজনঃ সাধনবিশেষঃ শাস্ত্রীয়ঃ 'সাম্পরায়ঃ' সচ 'বালং' অবিবেকিনং প্রতি 'ন' 'প্রতিভাতি' প্রকাশতে উপতিষ্ঠত-

ইত্যেতৎ 'প্রমাদ্যন্তৎ' প্রমাদকুর্ব্বন্তৎ তথা 'বিত্তমোহেন' বিত্তনিমিত্তেনাবিবেকেন 'মূঢ়ং' তমসাচ্ছন্নৎ সন্তৎ। 'অয়ৎ' এব 'লোকঃ' যোঽয়ন্দৃশ্যমানঃ স্ত্র্যন্নপানাদিবিশিষ্টঃ। 'নঅস্তি' 'পরঃ' অদৃষ্টলোকঃ 'ইতিমানী' এবম্মননশীলঃ 'পুনঃপুনঃ' জনিত্বা 'বশৎ' অধীনতাৎ 'আপদ্যতে' 'মে' মৃত্যোর্ম্মম। জননমরণদুঃখপ্রবন্ধারূঢ়এবভবতীত্যর্থঃ॥ ৬॥

অবিবেকী প্রমাদ বিশিষ্ট, আর বিত্ত নিমিত্ত অজ্ঞানেতে আচ্ছন্ন যে ব্যক্তি তাহার নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশিত হয় না। 'এই দৃশ্যমান যে লোক সেই সত্য, ইহা ভিন্ন যে পরলোক তাহা নাই, এই প্রকার যে সকল লোক জ্ঞান করে, তাহারা আমার বশে পুনঃ পুনঃ আইসে ॥ ৬॥

তাৎপর্য্য

শাস্ত্রীয় বুদ্ধির অভাব প্রযুক্ত যে ব্যক্তির নিকটে পরলোক প্রকাশ না পায়, সে পরকালে যাহাতে মঙ্গল হয় এমত সাধনাকে দেখে না, সুতরাং সে নানা পাপে বিদ্ধ হয়, এবং সেই সকল পাপ ক্ষয় পর্য্যন্ত অধম লোকে সে ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তির বেদ বাক্যে শ্রদ্ধা নাই, যাহার বিশ্বাস নাই যে ইহ কালের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পরকালে সুখ দুঃখের ভোগ হয়, নিপুণ রূপে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে তাহার প্রবৃত্তি কেন হইবে? স্বীয় দেহ রক্ষণ ও ইন্দ্রিয় সুখ তাহার সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়; কেবল লোক লজ্জা রাজভয় প্রভৃতি জন্য বিশেষ অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত থাকে। অতএব পরকালের বিশ্বাসের হানি দ্বারা নীচ কর্ম্মে অধিক প্রবৃত্তি হয়, এবং তজ্জন্য সুতরাং অধোগতি হয় ॥ ৬॥

শ্রবণায়াপি বহুভির্যোন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি
বহবোযন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোস্য
লব্ধা আশ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ ৭॥

'শ্রবণায় অপি' শ্রবণার্থৎ 'যঃ' 'ন লভ্যঃ' আত্মা 'বহুভিঃ' অনেকৈঃ। 'শৃণ্বন্তঃ অপি' 'বহবঃ' অনেকেন্যে 'যৎ' আত্মানৎ 'ন বিদ্যুঃ' নবিদন্তি অভাগিনোঽসৎস্কৃতাত্মানোন বিজানীযুঃ। কিঞ্চ অস্য 'বক্তা' আচার্য্যঃ 'আশ্চর্য্যঃ' অদ্ভুতবদেবানেকেষু কশ্চিদেব ভবতি তথা শ্রুত্বাপি 'অস্য' আত্মনঃ 'কুশলঃ' নিপুণএবানেকেষু 'লব্ধা' কশ্চিদেব ভবতি। 'আশ্চর্য্যঃ জ্ঞাতা' কশ্চিদেব 'কুশলানুশিষ্টঃ' কুশলেন নিপুণেনাচার্য্যেণানুশিষ্টঃ সৎশিক্ষিতঃ সন্॥ ৭॥

শুনিবার উপায়াভাবে অনেকের দ্বারা যিনি লব্ধ হয়েন না এবং শুনিয়াও অনেকে যাঁহাকে জানিতে পারে না, ইহাঁর বক্তা অতি দুর্লভ, আর এই বক্তার মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিও অতি দুর্লভ, আর নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক শিক্ষিত উত্তম জ্ঞাতা পাওয়াও দুর্লভ ॥ ৭॥

ন নরেণাবরেণ প্রোক্তএষসুবিজ্ঞেয়োবহুধা
চিন্ত্যমানঃ। অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য-
ণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ॥ ৮॥

'ন' 'নরেণ' মনুষ্যেণ 'অবরেণ' হীনেন প্রাকৃতবুদ্ধিনা 'প্রোক্তঃ' 'এষঃ' আত্মা যৎ ত্বৎ মাৎ পৃচ্ছসি 'সুবিজ্ঞেয়ঃ'। যস্মাৎ 'বহুধা' অস্তি নাস্তি কর্ত্তাঽকর্ত্তাশুদ্ধোঽশুদ্ধইত্যাদ্যনেকধা 'চিন্ত্যমানঃ' বাদিভিঃ। কথৎ পুনঃ সুবিজ্ঞেয়ইত্যুচ্যতে। 'অনন্যপ্রোক্তে' অনন্যোনাপৃথগদর্শিনাচার্য্যেণ প্রোক্তে উক্তে আত্মনি 'গতিঃ' অনেকধা অস্তিনাস্তীত্যাদিলক্ষণা চিন্তা 'অত্র' অস্মিন্নাত্মনি 'ন অস্তি' ন বিদ্যতে। 'অণীয়ান্ হি' অণুতরঃ 'অণুপ্রমাণাৎ' অপিসম্পদ্যতআত্মা 'অতর্ক্যৎ' অতর্ক্যঃস্ববুদ্ধ্যাভ্যূহেন কেবলেন তর্কেণ তর্ক্যমাণেঽণুপরিমাণে কেনচিৎ স্থাপিতে আত্মনি ততোণুতরমন্যোভ্যূহতি ততোপ্যন্যোণুতমমিতি। ন হি তর্কস্য নিষ্ঠা ক্বচিদ্বিদ্যতে॥ ৮॥

অল্প বুদ্ধি আচার্য্য যদি আত্মার উপদেশ করেন, তবে আত্মা জ্ঞেয় হয়েন না, যেহেতু আত্ম বিষয়ে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হয়। যদি অপৃথক্‌দর্শী ব্রহ্ম জ্ঞানী এই আত্মার উপদেশ করেন, তবে নানা প্রকার বিবাদ দূর হইয়া আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। এই আত্মা অণু প্রমাণ হইতেও অণুতর হয়েন। এই হেতু কেবল তর্কের দ্বারা জ্ঞেয় নহেন ॥ ৮॥

তাৎপর্য্য

বেদান্ত প্রতিপাদ্য যে পরব্রহ্ম এক মাত্র নিত্য সৎপদার্থ, তাঁহা হইতেই এই অনিত্য জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং এই জগতের প্রতিষ্ঠা কেবল এক মাত্র তিনিই হইয়াছেন, এবং তিনি সকলেরই অন্তরাত্মা। এই রূপে যে মহাত্মা ব্যক্তি বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশানুসারে তাঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে, যিনি তাঁহাকে সম্যক্ রূপে জানেন নাই তাঁহার উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে? অপৃথক্‌দর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী কোন আচার্য্য, যিনি সকলের অন্তরাত্মাকে

অপৃথক্ রূপে এক মাত্র করিয়া জানেন, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম বিদ্যা গ্রহণ করিতে সযত্ন হও, কেবল আপনার বুদ্ধির প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস করিবে না, কারণ মনুষ্যের বুদ্ধির স্থিরতা ও দৃঢ়তা নাই। বেদের ও শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের আশ্রয় ভিন্ন কেবল তর্ক দ্বারা পরব্রহ্মের স্বরূপ স্থির রূপে কদাপি নির্ণীত হয় না॥ ৮॥

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ। যান্ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্নো ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা॥ ৯॥

অতোঽনন্যপ্রোক্তআত্মন্যুৎপন্না যেয়মাগম প্রতিপাদ্যাত্মনি 'মতিঃ' 'ন এষা' 'তর্কেণ' স্ববুদ্ধ্যভ্যূহমাত্রেণ 'আপনেয়া' প্রাপণীয়েত্যর্থঃ। তার্কিকোহ্যনাগমজ্ঞঃ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতং যৎকিঞ্চিদেব কল্পয়তি। অতএব যেয়মাগমপ্রভূতা মতিঃ 'অন্যেন এব' আগমাভিজ্ঞেনাচার্য্যেণৈব 'প্রোক্তা' সতী 'সুজ্ঞানায়' ভবতি হে 'প্রেষ্ঠ' প্রিয়তম। 'যাং' মতিম্মদবরপ্রদানেন 'ত্বং আপঃ' প্রাপ্তবানসি। সত্যাঽবিতথবিষয়া ধৃতির্যস্য তব সত্বং 'সত্যধৃতিঃ' 'বতাসি' ইত্যনুকম্পয়ন্নাহ। 'ত্বাদৃক্' ত্বত্তুল্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'ভূয়াৎ' ভবতাৎ অন্যঃ পুত্রঃ শিষ্যোবা 'প্রষ্টা' হে 'নচিকেতঃ'॥ ৯॥

এই যে আত্ম জ্ঞান সে কেবল তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না, কিন্তু বেদান্ত জ্ঞানি আচার্য্যের উপদেশ হইলে, হে প্রিয়তম নচিকেতা! সুন্দর রূপে আত্ম জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, যে আত্ম জ্ঞানকে সত্যসংকল্প যে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, হে নচিকেতা! তোমার ন্যায় প্রশ্নকর্ত্তা শিষ্য আমারদিগের হউক॥ ৯॥

জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ। ততোময়া নাচিকেতশ্চিতোঽগ্নিরনিত্যৈর্দ্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মি নিত্যং॥ ১০॥

পুনরপিতুষ্টআহ। 'শেবধিঃ' নিধিঃ কর্ম্মফললক্ষণোনিধিরিবপ্রার্থ্যতইতি। অসৌ 'অনিত্যং' অনিত্যঃ 'ইতি' 'জানামি অহং'। 'ন' 'হি' যস্মাৎ অনিত্যৈঃ 'অধ্রুবৈঃ' নিত্যং 'ধ্রুবং' 'তৎ' 'প্রাপ্যতে' 'হি'। 'ততঃ' তস্মাৎ 'ময়া' জানতাপি নিত্যমনিত্যসাধনৈর্ন 'প্রাপ্যতে' 'নাচিকেতঃ চিতঃ অগ্নিঃ অনিত্যৈঃ দ্রব্যৈঃ' পশ্বাদিভিঃ স্বর্গসুখসাধনভূতোঽগ্নির্নির্বর্ত্তিতইত্যর্থঃ। তেনাহমধিকারাপন্নঃ 'নিত্যং' যাম্যং স্থানং নিত্যমাপেক্ষিকং 'প্রাপ্তবান্ অস্মি'॥ ১০॥

কর্ম্ম ফল অনিত্য এবং অনিত্য কর্ম্মাদি হইতে নিত্য পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় না তাহা আমি জানি; এমত জানিয়াও অনিত্য বস্তু যে নাচিকেত অগ্নি তাহা চয়ন করিয়া বহুকাল স্থায়ী যে যাম্য পদ তাহা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ১০॥

কামস্যাপ্তিঞ্জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারং। স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥ ১১॥

ত্বন্তু 'কামস্য' 'আপ্তিং' সমাপ্তিং অত্র হি সর্ব্বে কামাঃ পরিসমাপ্তাঃ 'জগতঃ' সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবাদেঃ 'প্রতিষ্ঠাং' আশ্রয়ং সর্ব্বাত্মকত্বাৎ 'ক্রতোঃ' ফলং ব্রহ্মলোকঃ 'অনন্ত্যং' আনন্ত্যং 'অভয়স্য' 'পারং' পরাং নিষ্ঠাং। স্তোমং স্তুত্যং স্তোমঞ্চ তৎ মহচ্চেতি 'স্তোমমহৎ' 'উরুগায়ং' বিস্তীর্ণগতিং 'প্রতিষ্ঠাং' স্থিতিং 'দৃষ্ট্বা' 'ধৃত্যা' ধৈর্য্যেণ 'ধীরঃ' ধীমান্ সন্ হে 'নচিকেতঃ' 'অত্যস্রাক্ষীঃ' পরমেবাকাংক্ষন্নতিসৃষ্টবানসি। অহোবতানুত্তমগুণোঽসি ত্বং॥ ১১॥

আত্মজ্ঞানকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া হে নচিকেতা! কামনার পরিসমাপ্তি আর জগতের আশ্রয়, আর অনন্ত ফল, আর অভয়ের পার, আর স্তুতি যোগ্য, আর মহৎ, আর বিস্তীর্ণ গতি বিশিষ্ট, আর যাবৎ ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট যে ব্রহ্মলোক, তাহাকে হস্ত গত দেখিয়াও ধৈর্য্য দ্বারা পরিত্যাগ করিলে॥ ১১॥

তাৎপর্য্য

সম্যক্ জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফল ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। জীবাত্মা ব্রহ্মলোক হইতে বিশ্ব সংসারের গতি ও নিয়ম তাবৎ অবলীলা ক্রমে জানিতে পারেন এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উপলব্ধি করিয়া এবং তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম সুখে ব্রহ্মলোকে বাস করেন। কালে তথা হইতে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন, তাঁহার আর এ সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না॥ ১১॥

তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণং। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি॥ ১২॥

যং জ্ঞাতুমিচ্ছস্যাত্মানং 'তং' 'দুর্দর্শং' দুঃখেন দর্শনমস্যেতি অতিসূক্ষ্মত্বাৎ যতঃ 'গূঢ়ং' গহনং 'অনুপ্রবিষ্টং' প্রাকৃতবিষয়বিকারৈঃ প্রচ্ছন্নমিত্যেতৎ। 'গুহাহিতং' গুহায়াং জীবাত্মনিবাহিতং স্থিতন্তত্রোপলভ্যত্বাৎ। গহ্বরে স্থানে বিষমেঽনেকার্থসঙ্কটে তিষ্ঠতীতি 'গহ্বরেষ্ঠং' 'পুরাণং' পুরাতনং। 'অধ্যাত্মযোগাধিগমেন' বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য মনসআত্মনি সমাধানমধ্যাত্মযোগস্তেন 'মত্বা' 'দেবং' আত্মানং 'ধীরঃ' 'হর্ষশোকৌ' 'জহাতি'॥ ১২॥

যে পরমাত্মাকে তুমি জানিতে চাহ, অতি যত্নে তাঁহার বোধ হয়, আর এই

সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন, জীবাত্মাতে তিনি আছেন, আর দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন আর পুরাতন হয়েন। ধীর ব্যক্তি সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন ।। ১২ ।।

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ দুর্দ্দর্শ—অতি দুর্জ্ঞেয় হয়। তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর প্রযুক্ত যদি মূঢ় ব্যক্তিরা বোধ করে যে ঈশ্বর নাই, এজন্য শ্রুতি দয়া প্রকাশ করিয়া পরে লিখিতেছেন, যে এই সংসারে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আচ্ছন্ন ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি যেমন বাহ্য বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন তদ্রূপ জীবাত্মাতেও অনুপ্রবিষ্ট আছেন। যাহা আমরা জানিতে পারি তাহার মধ্যে জীবাত্মার মত সূক্ষ্ম বস্তু আর নাই, কারণ তাহার আকার নাই; এমত সকল সূক্ষ্ম বস্তুতেও তিনি স্থিতি করেন, এই নিমিত্তে শ্রুতি এখানে লিখিতেছেন যে দুষ্প্রাপ্য স্থানে তিনি স্থিতি করেন। তিনি অনাদি, যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার আর আদি সম্ভব হয় না। এমন যে পরমাত্মা যিনি সংসারে আচ্ছন্ন ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি দুষ্প্রাপ্য স্থানে স্থিতি করেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়েন, তাঁহাকে কি প্রকারে জানা যায়, তাহা পরে লিখিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি জানিতে পারেন। মনের বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্বৃত্তিকে নিরোধ করিলে যে এক অহং বৃত্তি মাত্র থাকে, সেই অহং বৃত্তির অভ্যন্তরে জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা আছেন, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, এইরূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ যে যোগের দ্বারা জানা যায় তাহাকে অধ্যাত্ম যোগ বলা যায়। এই অধ্যাত্মযোগের দ্বারা ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাকে জানিয়া সাংসারিক হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন ।। ১২ ।।

এতচ্ছ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্ম্যমণুমেতমাপ্য। স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা বিবৃতং সদ্ম নচিকেতসম্মন্যে॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ 'এতৎ' আত্মতত্ত্বং যদহমবক্ষ্যামি তৎ 'শ্রুত্বা' আচার্য্যসকাশাৎ 'সম্পরিগৃহ্য' সম্যগাত্মভাবেন পরিগৃহ্যোপাদায় 'মর্ত্ত্যঃ' মরণধর্ম্মা 'ধর্ম্ম্যং' ধর্ম্মাদনপেতং 'প্রবৃহ্য' উদ্যম্য পৃথক্কৃত্য সর্ব্বস্মাৎ 'অণুং' সূক্ষ্মং 'এতং' আত্মানং 'আপ্য' প্রাপ্য 'সঃ' মর্ত্ত্যোবিদ্বান্ 'মোদতে' 'মোদনীয়ং হি' হর্ষণীয়ং হি আত্মানং 'লব্ধ্বা' তদেতদেবংবিধম্ব্রহ্ম 'সদ্ম' ভবনং 'নচিকেতসং' ত্বাম্প্রত্যপাবৃতদ্বারং 'বিবৃতং' অভিমুখীভূতং 'মন্যে' মোক্ষার্হন্ত্বামন্যইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৩ ॥

এই আত্ম জ্ঞান শুনিয়া সুন্দর রূপে গ্রহণ করিয়া সূক্ষ্মরূপ ধর্ম্মস্বরূপ পরিশুদ্ধ আত্মাকে তাবৎ বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া যে ব্যক্তি জানেন, তিনি আনন্দময় আত্মার প্রাপ্তি দ্বারা সর্ব্ব সুখ বিশিষ্ট হয়েন। আমার এই রূপ বোধ হইতেছে যে হে নচিকেতা! সেই ব্রহ্ম তোমার প্রতি অবারিত গৃহের ন্যায় হইয়াছেন ।। ১৩ ।।

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥ ১৪ ॥

এতচ্ছ্রুত্বা নচিকেতাঃ পুনরুবাচ। যদ্যহং যোগ্যঃ প্রসন্নশ্চাসি ভগবন্ মাম্প্রতি 'অন্যত্র ধর্ম্মাৎ' ধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পৃথগ্ভূতমিত্যেতৎ। তথা 'অন্যত্র অধর্ম্মাৎ'। তথা 'অন্যত্র অস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ' কৃতং কার্য্যমকৃতং কারণং তস্মাদন্যত্র। কিঞ্চ 'অন্যত্র ভূতাৎ চ' অতিক্রান্তাৎ কালাৎ 'ভব্যাৎ চ' ভবিষ্যতশ্চ তথা বর্ত্তমানাৎ কালত্রয়েণ যন্নপরিচ্ছিন্নমিত্যেতৎ। 'যৎ' ঈদৃশমস্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরাতীতং 'তৎ' 'পশ্যসি' জানাসি 'তৎ বদ' মহ্যং॥ ১৪ ॥

নচিকেতা কহিতেছেন, ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, আর এই কার্য্য কারণ রূপ জগৎ হইতে ভিন্ন, আর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান, অতএব কহ ।। ১৪ ।।

তাৎপর্য্য

যে নিয়মের অধীন সেই ধর্ম্মের অধীন; পরমেশ্বর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, তিনি কোন নিয়মের অধীন নহেন, কিন্তু নিয়মই তাঁহার অধীন, এপ্রযুক্ত তৎকর্ত্তৃক কোন লৌকিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না, অতএব তিনি ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন। যে হেতুতে তিনি ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন হইলেন সেই হেতুতে তিনি অধর্ম্ম হইতেও ভিন্ন; বিশেষতঃ যে কার্য্যের দ্বারা সৃষ্টির অপকার হয় তাহাকে অধর্ম্ম শব্দে কহা যায়, মঙ্গল স্বরূপ স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্টির অপকার অসম্ভব, অতএব তিনি অধর্ম্ম

হইতে ভিন্ন। সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে জগৎ কহা যায়, এই সৃষ্ট তাবৎ বস্তু প্রত্যেকে কার্য্য হইয়াও স্থূল বিশেষে কারণও হয়, যেমন বীজ কার্য্য হইয়াও বৃক্ষের প্রতি কারণ হয়। এই কার্য্য কারণ রূপ জগৎ পূর্ব্বে ছিল না, তিনি অসৎ হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অনিত্য জগতের যে স্বরূপ তাহা নিত্য পরমেশ্বরের স্বরূপ নহে, অতএব তিনি জগৎ হইতে ভিন্ন। যে অবধি চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি হইয়াছে সে অবধি কালের পরিমাণ হইতেছে; যিনি এই চন্দ্র সূর্য্যকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আর কাল দ্বারা পরিমেয় নহেন, অতএব তিনি কাল হইতে ভিন্ন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বে বেদাযৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তোব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ ॥

ইত্যেবম্পৃষ্টবতে মৃত্যুরুবাচ পৃষ্টম্বস্তু বিশেষণান্তরঞ্চ বিবক্ষন্। 'সর্ব্বে বেদাঃ' 'যৎ পদং' পদনীয়মবিভাগেন 'আমনন্তি' প্রতিপাদয়ন্তি। 'তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি' যৎ প্রাপ্ত্যর্থানীত্যর্থঃ। 'যৎ ইচ্ছন্তঃ' 'ব্রহ্মচর্য্যং' গুরুকুলবাসনিমিত্তমন্যদ্বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যর্থং 'চরন্তি' 'তৎ' 'তে' তুভ্যং 'পদং' যৎজ্ঞাতুমিচ্ছসি 'সংগ্রহেণ' সংক্ষেপতঃ 'ব্রবীমি' 'ওঁ ইতি এতৎ' তদেতৎ পদং যদ্বুভুৎসিতং ত্বয়া যদেতৎ ওঁ ইতি ওঁশব্দবাচ্যমোংশব্দপ্রতীকঞ্চ ॥ ১৫ ॥

যম কহিতেছেন, সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রতিপন্ন করিতেছেন, আর সকল তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির প্রয়োজন হইয়াছে, আর যাঁহার প্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া লোক সকল ব্রহ্মচর্য্য করিতেছে, তাঁহাকে আমি সংক্ষেপে কহিতেছি, তিনি ওঁকার হয়েন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

বেদেতে ওঁকারের দ্বারা ব্রহ্ম বাচ্য হয়েন, এনিমিত্তে এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে, যে ব্রহ্ম ওঁকার হয়েন ॥ ১৫ ॥

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরং।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যোযদিচ্ছতি তস্য তৎ॥১৬॥

'এতৎ হি এব অক্ষরং ব্রহ্ম' অপরং 'এতৎ হি এব অক্ষরং পরং' চ। তয়োর্হি প্রতীকমেতদক্ষরং। 'এতৎ হি এব অক্ষরং জ্ঞাত্বা' উপাস্য 'যঃ' 'যৎ' পরস্যাপরস্য বা ব্রহ্মণঃ সাধনাফলং 'ইচ্ছতি' 'তস্য তৎ' ভবতি ॥ ১৬ ॥

এই ওঁকার অপর ব্রহ্ম, আর এই ওঁকার পরব্রহ্ম, এই ওঁকারকে জানিয়া ইহার মধ্যে যিনি যে উপাসনার ফল ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য

যে কোন নিষ্পাপ পুরুষ ব্রহ্মলোকে গতির ইচ্ছা করিয়া অপর ব্রহ্ম রূপে ওঁকারের অর্থকে ধ্যান করেন, তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, আর যে নিষ্পাপ পুরুষ পরব্রহ্ম লাভের ইচ্ছা করিয়া ওঁকারের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি পরব্রহ্ম লাভ করেন। স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি পরব্রহ্ম, আর তটস্থ লক্ষণ দ্বারা যিনি জ্ঞেয়, তিনি অপর ব্রহ্ম। এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপ কৌশল দেখিয়া তাহার কারণ জ্ঞান মাত্র রূপে সাধকদিগের প্রথমতঃ ব্রহ্মকে উপলব্ধি হয়। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন তখন অপর ব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে সর্ব্বদা ধ্যানের দ্বারা যখন ব্রহ্মের প্রতি সেই সাধকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, এবং তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ বোধ হয়, তখন তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াও ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই রূপে যখন ব্রহ্ম জ্ঞেয় হয়েন, তখন তিনি পরব্রহ্ম শব্দ বাচ্য হয়েন। এই প্রত্যক্ষ জগতের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ হইলে পরে অনায়াসে জগতের সম্বন্ধ ব্যতীতও কেবল জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ বোধে তাঁহাকে উপলব্ধি হয়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ রূপে ব্রহ্মকে বোধ করা তাঁহার পরোক্ষ বোধ, এ নিমিত্তে এরূপে জ্ঞেয় হইলে তিনি অপর ব্রহ্ম নামে লক্ষ্য হয়েন, এবং নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ তাঁহার প্রত্যক্ষ বোধ, এনিমিত্তে এরূপে তিনি জ্ঞেয় হইলে পরব্রহ্ম শব্দে উক্ত হয়েন। যিনি কেবল সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা রূপে জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি নিষ্পাপ পুরুষ হইলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং তথা হইতে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ জানিয়া মুক্তি লাভ করেন। যিনি শান্ত হইয়া সংসার অতীত জ্ঞান স্বরূপ

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মে অহরহ চিত্ত সমর্পণ করেন, তিনি এই পৃথিবী হইতেই মুক্তি লাভ করেন। ওঁকারের অর্থ যিনি তিনি অপর ব্রহ্ম। অকার উকার মকার এই তিন অক্ষরের সংযোগে ওঁকার হয়। অকার বর্ণের অর্থ পালন কর্ত্তা, উকার বর্ণের অর্থ সংহার কর্ত্তা, মকার বর্ণের অর্থ সৃষ্টি কর্ত্তা, অতএব ওঁ স্বরূপ প্রণবের অর্থ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা অপরব্রহ্ম; এবং পরব্রহ্ম যিনি, তিনিও এই ওঁকারের প্রতিপাদ্য। যখন পরব্রহ্মের প্রতিপাদক এই ওঁকার হয়েন, তখন এই প্রণব তিন বর্ণ বিশিষ্ট না হইয়া এক বর্ণ মাত্র হয়েন, যাহার অর্থ সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥১৭॥

'এতৎ' ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বনানাং 'আলম্বনং শ্রেষ্ঠং' 'এতৎ আলম্বনং পরং'। অতঃ 'এতৎ আলম্বনংজ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে' ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্ম প্রাপ্তির যে যে অবলম্বন আছে, তাহার মধ্যে প্রণবের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম, এই অবলম্বনকে জানিয়া মনুষ্য ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৭ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ঙ্কুতশ্চিন্ন
বভূব কশ্চিৎ। অজোনিত্যঃশাশ্বতোয়ম্পু-
রাণোন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ১৮ ॥

অথেদানীন্তস্যোংকারালম্বনস্যাত্মনঃ সাক্ষাৎ স্বরূপনির্দ্দিধারয়িষয়েদমুচ্যতে। 'ন জায়তে' নোৎপদ্যতে 'ম্রিয়তে বা' ন ম্রিয়তে। উৎপত্তিমতোবস্তুনোঽনিত্যস্যানেকবিক্রিয়াস্তাসামাদ্যন্তে জন্মবিনাশলক্ষণে বিক্রিয়ে ইহ আত্মনি প্রতিষিধ্যেতে সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধার্থং ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি। 'বিপশ্চিৎ' মেধাবী অপরিলুপ্তচৈতন্যস্বভাবত্বাৎ। কিঞ্চ 'ন' 'অয়ং' আত্মা 'কুতশ্চিৎ' কারণান্তরাৎ বভূব। অয়ং 'ন বভূব কশ্চিৎ' অর্থান্তরভূতঃ। অতঃ 'অয়ং' আত্মা 'অজঃ নিত্যঃ' 'শাশ্বতঃ' অপক্ষয়বিবর্জিতঃ। যোহ্যশাশ্বতঃ সোপক্ষীয়তে অয়ন্তু শাশ্বতোতএব 'পুরাণঃ' অতঃ 'ন হন্যতে' নহিংস্যতে 'হন্যমানে' শস্ত্রাদিভিঃ 'শরীরে'॥ ১৮ ॥

আত্মার জন্ম নাই, এবং মৃত্যু নাই, তিনি জ্ঞান স্বরূপ হয়েন, কোন কারণ দ্বারা তাঁহার উৎপত্তি নাই এবং আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই। এই জন্ম হীন, নিত্য, হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, অনাদি যে আত্মা তিনি শরীর নষ্ট হইলে নষ্ট হয়েন না ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য

জন্ম মৃত্যু শূন্য নিত্য বস্তু যে আত্মা তাঁহার উৎপত্তিই নাই, অতএব তাঁহার উৎপত্তির প্রতি কারণ আর কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই আত্মা যে বিকার বিহীন, তাহাও এই শ্রুতিতে স্পষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে "আপনিও অন্য কোন বস্তু হয়েন নাই" অর্থাৎ পরমাত্মা অন্য কোন বস্তু রূপে পরিণত হয়েন না। ইনি তাবৎ শরীর এবং জীবাত্মার অন্তরাত্মা, শরীর ও জীবাত্মা কালে নষ্ট হইলেও এই অবিনাশী অন্তরাত্মা নষ্ট হয়েন না। নচিকেতার তৃতীয় বর ঘটিত প্রশ্ন যে অবিনাশী অন্তরাত্মা আছেন কি না, তাহার উত্তর এই শ্রুতিতে প্রদত্ত হইল ॥ ১৮ ॥

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং।
উভৌ তৌ ন বিজানীতোনায়ং হন্তি ন হন্যতে॥১৯॥

এবম্ভূতমপ্যাত্মানং শরীরমাত্রাত্মদৃষ্টিঃ 'হন্তা' 'চেৎ' যদি 'মন্যতে' চিন্তয়তি 'হন্তুং' হনিষ্যাম্যেনমিতি। যোপ্যন্যঃ 'হতঃ' সোপি 'চেৎ মন্যতে হতং' আত্মানং। 'উভৌ' অপি 'তৌ ন বিজানীতঃ' আত্মানং যতঃ 'অয়ং' হন্তা 'ন' 'হন্তি' আত্মানং অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনস্তথা আত্মা 'ন হন্যতে'॥ ১৯ ॥

আত্মাকে বধ করিতে পারে এমত যে ব্যক্তি মনে করে, আর আত্মা হত হইতে পারেন এমত যে ব্যক্তি জ্ঞান করে, সে উভয় ব্যক্তিই আত্মাকে জানে না, যেহেতু আত্মাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না, আর আত্মা নষ্ট হয়েন না ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য

এই জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যে নিত্য পরমাত্মা ছিলেন, এবং ইদানীং যিনি সকলের অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগতের ধ্বংস হইলেও তিনি অবশিষ্ট থাকিবেন। পুনর্ব্বার নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট রূপে প্রদত্ত হইল ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ানাত্মাস্য জন্তো-
র্নিহিতোগুহায়াং। তমক্রতুঃ পশ্যতি বীত-
শোকোধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥ ২০ ॥

কথম্পুনরাত্মানঞ্জানাতীত্যুচ্যতে। 'অণোঃ' সূক্ষ্মাৎ 'অণীয়ান্' অণুতরঃ। 'মহতঃ' মহৎপরিমাণাৎ 'মহীয়ান্' মহত্তরঃ। সচ 'আত্মা অস্য' 'জন্তোঃ' প্রাণিজাতস্য 'গুহায়াং' হৃদয়ে 'নিহিতঃ' স্থিতইত্যর্থঃ। 'তং' আত্মানং 'অক্রতুঃ' যাগযজ্ঞাদুপরতবুদ্ধিঃ মন-

আদীনি করণানি ধাতবঃ শরীরস্য ধারণাৎ প্রসীদন্তী-ত্যেষাঙ্কাতুনাম্প্রসাদাৎ ধাতুপ্রসাদাৎ ‘ধাতুঃ প্রসাদাৎ’ বিসর্গন্তু ছান্দসঃ ‘আত্মনঃ’ ‘মহিমানং’ ‘পশ্যতি’ ততঃ ‘বীতশোকঃ’ ভবতি॥ ২০ ॥

এই আত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, আর স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন, ইনি আমারদিগের হৃদয়েতে স্থিতি করেন। যজ্ঞ হীন ব্যক্তি মনের প্রসন্নতা দ্বারা এই আত্মার মহিমাকে জানিয়া শোক হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য

বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা অনায়াসে স্পষ্ট রূপে যে বস্তুর বোধ হয়, তাহাকে স্থূল বলা যায়, আর তদ্দ্বারা অস্পষ্ট রূপে অতি যত্নে যে বস্তুর বোধ হয় তাহাকে সূক্ষ্ম বলা যায়। সুতরাং যে বস্তু স্বভাবতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, তাহাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিতে হই-বেক। জাত পদার্থের মধ্যে জীবাত্মার মত আর সূক্ষ্ম বস্তু নাই, যেহেতু জীবাত্মা বহি-রিন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য। এমত যে সূক্ষ্মতম জীবাত্মা তাহার অভ্যন্তরে যিনি আছেন, তিনি অবশ্য সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম হয়েন। সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড কহা যায়, সুতরাং এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হইতে আর স্থূলতর বস্তুর সম্ভব হয় না। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা যে পরমাত্মা তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন; সৃষ্ট বস্তু কখন তাহার স্রষ্টাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব তিনি স্থূল হইতেও স্থূল হয়েন। সেই পরমাত্মা আমারদিগের হৃদয়াকাশে জীবাত্মাতে স্থিতি করেন; যখন মনের চাঞ্চল্য রহিত হয়, যজ্ঞহীন নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানি ব্যক্তি এই স্থূল সূক্ষ্ম মহিমা বিশিষ্ট আত্মাকে জীবাত্মাতে দেখিতে পা-য়েন। কিন্তু যেমন চঞ্চল জলে আপনার স্বরূপকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই রূপ মনের চাঞ্চল্য বশতঃ আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আত্মাকে দেখি-বার যাঁহারদিগের বাসনা, তাঁহারদিগের ম-নকে অগ্রে শান্ত করা উচিত হয়। আত্মাকে জানিলে আর শোক থাকে না ॥ ২০ ॥

আসীনোদূরম্ব্রজতি শযানোযাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদন্দেবমদন্যোজ্ঞাতুমর্হতি॥ ২১॥

‘আসীনঃ’ অবস্থিতোঽচলএব সন্ ‘দূরং ব্রজতি’ ‘শযানঃ যাতি সর্ব্বতঃ’। এবমসাবাত্মা দেবোমদামদঃ মদঃ আনন্দস্বরূপঃ অমদঃ বিষয়জনিতলৌকিকসুখ-রহিতঃ ‘তং মদামদং দেবং মদন্যঃ’ ‘কঃ’ ‘জ্ঞাতুং অর্হতি’। অস্মদাদেরেব সূক্ষ্মবুদ্ধেঃ পণ্ডিতস্য সুজ্ঞে-য়োয়মাত্মা ॥ ২১ ॥

এই আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন ক-রেন, আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, আমারদিগের ন্যায় জ্ঞানী ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারে ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য

নিরাকার পরমাত্মা বিচিত্র আকৃতি বিশিষ্ট জগৎকে অসৎ পদার্থ হইতে সৃষ্টি করিয়া আপনি তাহার আধার রূপে অব-স্থিতি করিতেছেন। পরিপূর্ণ রূপে তিনি এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এমত স্থান নাই যেখানে তিনি নাই। সুতরাং এক স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে তাঁহার যাওয়া সম্ভব হয় না। অতএব শ্রুতি বলিতেছেন যে “আত্মা অচল হইয়াও দূরে গমন করেন আর সুপ্ত হইয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন।” সুপ্ত ব্যক্তি যেমন স্থির থাকে পরমাত্মা তদ্রূপ স্থির থাকিয়াও সাক্ষী রূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। অণু মাত্র যাহার আকৃতি, তৎ পরিমাণ স্থান ব্যাপী সে অবশ্য হয়, কিন্তু যাঁহার একেবারে আকারই নাই তিনি আর বিন্দু মাত্র স্থানও আপনার শরীর দ্বারা ব্যাপী হইতে পারেন না। অতএব যেমন আকৃতিমান্ বস্তু সকল স্বীয় স্বীয় পরিমিত আকৃতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, পরমেশ্বরের আকার নাই, সুতরাং তিনি তদ্রূপ আকার দ্বারা জগতে ব্যাপ্ত নহেন; কিন্তু জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা জগতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত আছেন। এমত বিন্দু মাত্র স্থান নাই যাহা তিনি জানিতেছেন না এবং যাহার উপরে আপ-নার শক্তি প্রকাশ না করিয়াছেন এবং না করিতে পারেন। যদিও শরীর বিষয়ে জীবা-ত্মার সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই এবং শরীরের উপর তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নাই, তথাপি কেবল জ্ঞান এবং শক্তি দ্বারা নিরাকার জীবাত্মা

শরীর ব্যাপী হইয়া রহিয়াছে। শরীর হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি হয় নাই এবং জীবাত্মা হইতে শরীরের উৎপত্তি হয় নাই, কিন্তু শরীর এবং জীবাত্মা উভয় ভিন্ন পদার্থ, পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার কৌশল দ্বারা পরস্পর বদ্ধ রহিয়াছে; এই মর্ত্য লোকে শরীর সম্বন্ধে জীবাত্মা আপনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং জীবাত্মা সম্বন্ধে শরীর আপনার শক্তি লাভ করিতেছে। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব নিরাকার পরমেশ্বর বিন্দু মাত্র স্থানকেও অবলম্বন করিয়া নাই, কিন্তু জগদন্তর্গত সমুদয় স্থানই সেই নিরবলম্ব পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে। যাঁহাতে স্থান নাই তিনি স্থানের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং আধার হইয়াছেন। এই প্রকার জ্ঞান লাভ ব্যতীত সেই লৌকিক সুখের অতীত পূর্ণানন্দ স্বরূপ আত্মাকে কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? ।। ২১ ।।

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতং।
মহান্তং বিভুমাত্মানম্মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥২২॥

তদ্বিজ্ঞানাচ্চ শোকাত্যয়ইত্যভিদর্শয়তি। 'অশরীরং' স্বেন রূপেণাকাশকল্পআত্মা তং 'শরীরেষু' মনুষ্যাদিশরীরেষু 'অনবস্থেষু' অবস্থিতিরহিতেষু 'অবস্থিতং' নিত্যমবিকৃতমিত্যেতৎ। 'মহান্তং' 'বিভুং' ব্যাপিনং 'আত্মানং' 'মত্বা' 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'। নহ্যেবম্বিধস্যাত্মবিদঃ শোকোৎপত্তিঃ ॥ ২২ ॥

শরীর রহিত আত্মা নশ্বর শরীরে স্থিতি করেন, আর তিনি মহান্ এবং সর্ব্বব্যাপী হয়েন, এই রূপ আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানি ব্যক্তি শোক করেন না ।। ২২ ।।

তাৎপর্য্য

পরমাত্মা যিনি তিনি অশরীরী সকলের অন্তরাত্মা এবং সর্ব্বত্রব্যাপী ।। ২২ ।।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোনমেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ-আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং ॥ ২৩ ॥

'ন অয়ং আত্মা' 'প্রবচনেন' অনেক বেদস্বীকরণেন 'লভ্যঃ' জ্ঞেয়ঃ। 'ন' অপি 'মেধয়া' গ্রন্থার্থধারণশক্ত্যা। 'ন বহুনা শ্রুতেন' কেবলেন। কেন তর্হি লভ্যইত্যুচ্যতে। 'যং এব' আত্মানং 'এষঃ' সাধকঃ 'বৃণুতে' প্রার্থয়তে 'তেন' সাধকেন 'লভ্যঃ'। কথং লভ্যইত্যুচ্যতে। 'তস্য' আত্মকামস্য 'এষঃ আত্মা' 'বৃণুতে' প্রকাশয়তি পারমার্থিকীং 'স্বাং' স্বকীয়াং 'তনুং' স্বরূপং ॥ ২৩ ॥

এই আত্মা কেবল বেদ বাক্য দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, মেধার দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, অনেক শ্রবণ দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন না, যে ব্যক্তি এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে পায়; সেই আত্মা তখন সেই সাধকের প্রতি আপনার যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেন ।। ২৩ ।।

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তি তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করে সেই তাঁহাকে জানিবার নিমিত্তে যত্ন করে, এবং সেই যত্নশীল ব্যক্তি বেদ বাক্য দ্বারা শ্রবণের দ্বারা মেধার দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারে। যে বিষয়ে যত্নের অভাব, সে বিষয় কর্ণ শুনে না এবং চক্ষুও দেখে না, সুতরাং সহজ কর্ম্মও যত্ন বিনা সিদ্ধ হয় না। অতএব এমত সুকঠিন যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা যত্ন হীন ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ পাইবার কি সম্ভাবনা? ।। ২৩ ।।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥২৪॥

'ন' 'দুশ্চরিতাৎ' পাপকর্ম্মণঃ 'অবিরতঃ' অনুপরতঃ 'ন' অপি ইন্দ্রিয়লৌল্যাৎ 'অশান্তঃ' 'ন' অপি 'অসমাহিতঃ' অনেকাগ্রমনাবিক্ষিপ্তচিত্তঃ 'ন' 'অপি' 'অশান্তমানসঃ' ব্যাকুলচিত্তঃ কর্ম্মফলার্থিত্বাৎ 'বা' কেবলং 'প্রজ্ঞানেন' ব্রহ্মবিজ্ঞানেন 'এনং' প্রকৃতমাত্মানং 'আপ্নুয়াৎ'। যস্তু দুশ্চরিতাদ্বিরত ইন্দ্রিয়লৌল্যাচ্চ সমাহিতচিত্তঃ কর্ম্মফলাদপ্যুপশান্তমানসশ্চাচার্য্যবান্ প্রজ্ঞানেন যথোক্তমাত্মনং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, আর ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, আর যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, আর কর্ম্ম ফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি প্রজ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না ।। ২৪ ।।

তাৎপর্য্য

কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন সর্ব্বদা অশান্ত, অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্ত প্রযুক্ত যাহার মন অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি জন্য যাহার মন চঞ্চল, এবং দুষ্কর্ম্মেতে রতি নিমিত্ত যাহার মন অশুচি, সে ব্যক্তির ব্রহ্ম জ্ঞানাভ্যাসে প্রবৃত্তিই হয় না, তবে তাহার

জ্ঞান লাভ কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং তাহার ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ তাহার দুর্গতিই হয়॥ ২৪॥

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবতওদনং।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনঙ্ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥ ২৫॥

'যস্য' আত্মনঃ 'ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ' ব্রহ্মক্ষত্রে সর্ব্বধর্ম্মবিধারকেপি 'উভে' 'ওদনং' অশনং 'ভবতঃ' স্যাতাং। সর্ব্বহরোপি 'মৃত্যুঃ' 'যস্য উপসেচনং' এব। তং প্রাকৃতবুদ্ধির্যথোক্তসাধনরহিতঃ সন্ 'কঃ' 'ইত্থা' ইত্থং এবং যথোক্তসাধনবানিব 'বেদ' বিজানাতি 'যত্র' 'সঃ' আত্মেতি॥ ২৫॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে আত্মার অন্ন হয়েন, আর মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন হয়েন, যে প্রকার সে আত্মা, সে প্রকারে তাঁহাকে কে জানিতে পারে? ॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য

ব্রহ্মের ইচ্ছা দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সহিত এই সমুদয় বিচিত্র জগতের নাশ হয় এনিমিত্তে শ্রুতি কহিতেছেন যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আত্মার অন্ন হয়েন। আমারদিগের ইন্দ্রিয় গোচর সৃষ্টির মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রধান, এস্থলে প্রধানের উপলক্ষণ দ্বারা সমুদয় সৃষ্টির নাশ শ্রুতি জানাইতেছেন। এই প্রকার সমুদয় জগতের নাশ হইলে আর কে অবশিষ্ট থাকিবে যে তাহার মৃত্যু হইবেক? সুতরাং জগতের প্রলয়ে তৎ সঙ্গে মৃত্যুরও বিনাশ হয়, এ নিমিত্তে শ্রুতি কহিয়াছেন, যে মৃত্যু আত্মার উপসেচন হয়েন। যেমন ভোজন কালে অন্নের উপসেচন ঘৃতাদি হয়, তদ্রূপ জগদ্রূপ অন্নের উপসেচন মৃত্যু হইয়াছেন॥ ২৫॥

ইতিদ্বিতীয়া বল্লী

তৃতীয়া বল্লী

ঋতম্পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ
পরমে পরার্দ্ধে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদোবদন্তি পঞ্চাগ্নয়োযে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ ১॥

অধুনা প্রাপ্তৃপ্রাপ্তব্যগন্তৃগন্তব্যবিবেকার্থং দ্বাবাত্মানাবুপন্যস্যেতে। 'ঋতং' সত্যমবশ্যম্ভাবিত্বাৎ কর্ম্মফলং 'পিবন্তৌ' একস্তত্র কর্ম্মফলম্পিবতি ভুংক্তে নেতরঃতথাপি পাতৃসম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতে। 'সুকৃতস্য' স্বয়ং কৃতস্য কর্ম্মণঃ ঋতং ইতিপূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। 'লোকে' শরীরে 'গুহাং' গুহায়াং বুদ্ধৌ 'প্রবিষ্টৌ'। 'পরমে' বাহ্যপুরুষাপেক্ষয়া পরমং 'পরার্দ্ধে' পরস্য চ ব্রহ্মণোঽর্দ্ধং স্থানং পরার্দ্ধং হার্দ্দাকাশং তস্মিন্। তস্মিন্ হি পরব্রহ্মোপলভ্যতে। তৌ চ 'ছায়াতপৌ' ইব বিলক্ষণৌ সংসারিত্বাসংসারিত্বেন 'ব্রহ্মবিদঃ' 'বদন্তি' কথয়ন্তি। ন কেবলমকর্ম্মিণএব বদন্তি 'পঞ্চাগ্নয়ঃ' গৃহস্থাঃ 'যে চ' 'ত্রিণাচিকেতাঃ' ত্রিকৃত্বোনাচিকেতোগ্নিশ্চিতোযৈস্তে॥ ১॥

আপনার কৃত যে কর্ম্ম তাহার ফলকে জীবাত্মা ভোগ করেন, আর পরমাত্মা সেই ভোগের অধিষ্ঠাতা থাকেন, এই পরমাত্মা এবং জীবাত্মা এই শরীরের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, এই জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় এবং পরমাত্মাকে প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্ম জ্ঞানিরা এবং পঞ্চাগ্নিহোত্রি গৃহস্থেরা এবং ত্রিণাচিকেত গৃহস্থেরা কহিয়া থাকেন॥ ১॥

তাৎপর্য্য

জীবাত্মা যিনি তিনি আপনার কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করেন। যদি তিনি কোন কুৎসিত কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল দুঃখ ভোগ করেন, এবং যদি শুভ কর্ম্ম করেন তবে তাহার ফল সুখ ভোগ করেন; কিন্তু সুখ দুঃখ ফল ভোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহা সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠানে জীবাত্মা করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। জীবাত্মা যেমন হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, তাহার অন্তরাত্মা এবং অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা যিনি তিনিও সেই হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট আছেন, যেহেতু হৃদয়াকাশ সর্ব্বান্তরতম পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হইয়াছে। ছায়া এবং প্রকাশ যত ভিন্ন, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা তত ভিন্ন হইয়াছেন॥ ১॥

যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং।
অভয়ন্তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি॥ ২॥

'যঃ' অগ্নিঃ 'সেতুঃ' 'ঈজানানাং' যজমানাং কর্ম্মিণাং দুঃখসন্তরণার্থত্বাৎ তং 'নাচিকেতং' নাচিকেতোগ্নিঃতং বয়ং জ্ঞাতুং চেতুঞ্চ 'শকেমহি' শক্তবন্তঃ। কিঞ্চ 'অভয়ং' ভয়শূন্যং সংসারস্য 'পারং' 'তিতীর্ষতাং' তর্ত্তুমিচ্ছতাং ব্রহ্মবিদাং 'যৎ' 'পরং' আশ্রয়ং 'অক্ষরং' আত্মাখ্যং 'ব্রহ্ম' তঞ্চ জ্ঞাতুং শক্তবন্তহি। পরাপরে ব্রহ্মণী কর্ম্মিব্রহ্মবিদাশ্রয়ে বেদিতব্যেইতি বাক্যার্থঃ॥ ২॥

যে অগ্নি সেতুর ন্যায় যজমানদিগের সহায় হইয়াছেন, সেই অগ্নিকে আমরা

স্থাপন করিতে পারি ; আর যাঁহারা ভয় শূন্য মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগের পরমাশ্রয় যে নিত্য ব্রহ্ম তাঁহাকেও আমরা জানিতে পারি ॥ ২ ॥

আত্মানং রথিনম্বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিম্বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩ ॥

তত্র যউপাধিকৃতঃ সংসারী বিদ্যাবিদ্যয়োরধিকৃতো- মোক্ষগমনায় সংসারগমনায় চ তস্য তদুভয়গমনে সাধনোরথঃ কল্প্যতে। তত্র 'আত্মানং' ঋতপং সংসারিণং 'রথিনং' রথস্বামিনং 'বিদ্ধি' বিজানীহি। 'শরীরং রথং এব তু' রথবদ্ধহয়স্থানীয়ৈরিন্দ্রিয়ৈরা- কৃষ্যমানত্মাচ্ছরীরস্য। 'বুদ্ধিং তু' অধ্যবসায়লক্ষণাং 'সারথিং বিদ্ধি' বুদ্ধিনেতৃপ্রধানত্মাচ্ছরীরস্য সারথি- নেতৃপ্রধানইব রথঃ। 'মনঃ প্রগ্রহং এব চ' রশনামেব- বিদ্ধি। মনসা হি গৃহীতানি শ্রোত্রাদীনি করণানি প্রব- র্ত্তন্তে রশনয়েবাশ্বাঃ॥ ৩ ॥

জীবাত্মাকে রথি রূপে, শরীরকে রথ রূপে, এবং বুদ্ধিকে সারথি রূপে, আর মনকে প্রগ্রহ রূপে জান ॥ ৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥৪॥

'ইন্দ্রিয়াণি' চক্ষুরাদীনি 'হয়ান্ আহুঃ' পণ্ডিতাঃ শরী- ররথাকর্ষণসামান্যাৎ। 'তেষু' ইন্দ্রিয়েষু হয়ত্বেন পরি- কল্পিতেষু 'গোচরান্' মার্গান্ রূপাদীন্ 'বিষয়ান্' বিদ্ধি। 'আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং' শরীরেন্দ্রিয়মনোভিঃ সহিতং সংযুক্তমাত্মানং 'ভোক্তা' সংসারী 'ইতি আহুঃ' 'মনীষিণঃ' বিবেকিনঃ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, এবং শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়কে এই ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের পথ করিয়া কহি- য়াছেন। শরীর ইন্দ্রিয় মনোবিশিষ্ট যে জীবাত্মা তাহাকে বিবেকি ব্যক্তিরা ফলের ভোক্তা করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥ ৫ ॥

'যঃ তু' বুদ্ধ্যাখ্যঃ সারথিঃ 'অবিজ্ঞানবান্' অনি- পুণোঽবিবেকী প্রবৃত্তৌ নিবৃত্তৌ চ 'ভবতি' যথেতরো- রথচর্য্যায়াং। 'অযুক্তেন' অপ্রগৃহীতেনাসমাহিতেন 'মনসা' প্রগ্রহস্থানীয়েন 'সদা' যুক্তোভবতি। 'তস্য' অকুশলস্য বুদ্ধিসারথেঃ 'ইন্দ্রিয়াণি' হয়স্থানীয়ানি 'অবশ্যানি' অশক্যনিবারণানি 'দুষ্টাশ্বাঃ' অদান্তাশ্বাঃ 'ইব' ইতরস্য 'সারথেঃ' ভবন্তি॥ ৫ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে না ; যে- মন ইতর সারথির অশিক্ষিত অশ্ব দুষ্টতা করে ॥ ৫ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বাইব সারথেঃ॥ ৬ ॥

'যঃ তু' পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতসারথিঃ 'ভবতি' 'বিজ্ঞানবান্' নিপুণোবিবেকবান্। 'যুক্তেন মনসা' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ 'সদা'। 'তস্য' অশ্বস্থা- নীয়ানি 'ইন্দ্রিয়াণি' প্রবর্ত্তয়িতুং নিবর্ত্তয়িতুম্বা শক্যানি 'বশ্যানি' দান্তাঃ 'সদশ্বাঃ' 'ইব' ইতরস্য 'সা- রথেঃ'॥ ৬ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বের প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে পটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহার ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব সকল বশে থাকে ; যেমন ইতর সারথির শিক্ষিত অশ্ব সকল বশে থাকে ॥ ৬ ॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন সতৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ ৭ ॥

তত্র পূর্ব্বোক্তস্যাবিজ্ঞানবতোবুদ্ধিসারথেরিদম্ফল- মাহ। 'যঃ তু অবিজ্ঞানবান্ ভবতি' 'অমনস্কঃ' অপ্র- গৃহীতমনস্কঃ সততএব 'সদা অশুচিঃ' এব। 'সঃ' রথী 'ন' 'তৎ' ব্রহ্ম যৎ পরং 'পদং' 'আপ্নোতি' তেন সারথিনা। ন কেবলং তন্নাপ্নোতি 'সংসারং চ' জন্মমরণলক্ষণং 'অধিগচ্ছতি'॥ ৭ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি অপটু হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহাতে সর্ব্বদা অশুচি থাকে, সে সারথি দ্বারা জীবাত্মা রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসার রূপ যে কষ্ট তাহাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
সতু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়োন জায়তে॥৮॥

'যঃ তু' দ্বিতীয়ঃ 'বিজ্ঞানবান্' বিজ্ঞানবৎসারথ্যু- পেতোরথিবিদ্বান্ 'ভবতি' যুক্তমনাঃ 'সমনস্কঃ' সতত- এব 'সদা শুচিঃ'। 'সঃতু তৎ পদং আপ্নোতি' 'যস্মাৎ' আপ্তাৎ পদাৎ প্রচ্যুতঃ সন্ 'ভূয়ঃ' পুনঃ 'ন জায়তে' সংসারে॥ ৮ ॥

যে বুদ্ধি রূপ সারথি নিপুণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জুকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে সর্ব্বদা শুচি থাকে, সেই সারথির দ্বারা জীবাত্মা রূপ রথী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন। যে পদ পাইলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥৯॥

'বিজ্ঞানসারথিঃ যঃ তু' যোবিবেকবুদ্ধিসারথিঃ পূর্ব্বোক্তঃ 'মনঃপ্রগ্রহবান্' প্রগৃহীতমনাঃ সমাহিতচিত্তঃ সন্ শুচিঃ 'নরঃ' বিদ্বান্। 'সঃ' 'অধ্বনঃ' সংসারগতেঃ 'পারং' পরমেবাধিগন্তব্যমিত্যেতৎ 'আপ্নোতি' 'তৎ' 'বিষ্ণোঃ' ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'পদং' স্থানং তত্ত্বমাপ্নোতি বিদ্বানিত্যর্থঃ॥ ৯ ॥

যে পুরুষের বুদ্ধিরূপ সারথি প্রবীণ হয়, আর মনোরূপ রজ্জু যাহার বশে থাকে, সে পুরুষ সংসাররূপ পথের পার যে সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মের পদ, তাহাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

অতএব প্রবীণ বুদ্ধি দ্বারা মনকে বশীকরণ পূর্ব্বক কুকর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইয়া ঈশ্বরের নিয়মিত কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের যত্নশীল থাকা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১০ ॥

অধুনা যৎ পদং গন্তব্যং তস্য অধিগমঃ কর্ত্তব্যইত্যেবমর্থমিদমারভতে। 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ' চক্ষুরাদীন্দ্রিয়দ্বারেভ্যঃ 'পরাঃ হি অর্থাঃ' মহান্তঃ রসাদিবিষয়াঃ। 'অর্থেভ্যঃ চ' 'পরং' সূক্ষ্মতরং মহচ্চ 'মনঃ'। 'মনসঃ তু' অপি 'পরা' সূক্ষ্মতরা মহত্তরা চ 'বুদ্ধিঃ'। 'বুদ্ধেঃ' 'পরঃ' 'আত্মা মহান্' সর্ব্বমহত্ত্বাদব্যাকৃতাদ্যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং জীবসমষ্টিরূপং মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পরইত্যুচ্যতে॥ ১০ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ হয়, আর বিষয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, আর মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, আর বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য

সমুদয় বিষয়ের তুলনায় এই শরীর অতি ক্ষুদ্র, সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বার হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এই বিষয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা মন গ্রহণ করে, এবং তৎপরে বিষয় অভাবেও তাহাকে মনন করিতে সমর্থ হয়; এজন্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধি দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্যের প্রতি নিশ্চয় হয়, এ জন্য মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়। বুদ্ধি প্রভৃতি মনের তাবৎ বৃত্তির আধার স্বরূপ জীবাত্মা হইয়াছেন, অতএব বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ১০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১॥

'মহতঃ' অপি 'পরং' সূক্ষ্মতরং সর্ব্বমহত্তরঞ্চ 'অব্যক্তং' সর্ব্বস্য জগতোবীজভূতমব্যাকৃতনামরূপসতত্ত্বং পরমাত্মন্যোতপ্রোতভাবেন সমাশ্রিতং বটকণিকায়ামিব বটবৃক্ষশক্তিঃ। তস্মাৎ 'অব্যক্তাৎ' 'পরঃ' সূক্ষ্মতমঃ সর্ব্বকারণকারণত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ মহাংশ্চ 'পুরুষঃ' সর্ব্বপূরণাৎ। ততোন্যস্য পরস্য প্রসঙ্গং নিবারয়ন্নাহ। 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ' ইতি। যস্মান্নাস্তি পুরুষাচ্চিন্মাত্রঘনাৎ পরং কিঞ্চিদপি বস্তুন্তরং তস্মাৎ সূক্ষ্মত্বমহত্ত্বপ্রত্যগাত্মত্বানাং 'সা' 'কাষ্ঠা' নিষ্ঠা পর্য্যবসানং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং 'সা' 'পরা' প্রকৃষ্টা 'গতিঃ'॥ ১১ ॥

জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন, আর মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী যে পরমাত্মা তিনি শ্রেষ্ঠ হয়েন, এই পরমাত্মা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি কাষ্ঠা আর তিনি সকলেরই প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের শক্তিকে মায়া শব্দে বলা যায়; পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা জীবাত্মার সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয়েন। বিচিত্র শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার স্বীয় শক্তি হইতে অবশ্য শ্রেষ্ঠ হয়েন। পরমাত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, তিনি সকলের পরম আশ্রয় এবং প্রকৃষ্ট গতি হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

এষসর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥১২॥

দর্শযতি প্রত্যগাত্মত্বং সর্ব্বস্য। 'এষঃ' পুরুষঃ 'সর্ব্বেষু' ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু 'ভূতেষু' 'গূঢ়ঃ' সম্বৃতঃপ্রচ্ছন্নোতএব সঃ 'আত্মা ন প্রকাশতে' অসংস্কৃতবুদ্ধেরবিজ্ঞেয়ত্বান্ন প্রকাশতে। 'দৃশ্যতে তু' সংস্কৃতযা 'বুদ্ধ্যা' 'অগ্র্যযা' অগ্রমিবাগ্র্যা তয়ৈকাগ্রতযোপেতযেত্যেতৎ। 'সূক্ষ্ময়া' সূক্ষ্মবস্তুনিরূপণপরয়া। কৈঃ 'সূক্ষ্মদর্শিভিঃ' পরং সূক্ষ্মং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সূক্ষ্মদর্শিনঃ তৈঃ পণ্ডিতৈরিত্যেতৎ॥ ১২ ॥

এই পরমাত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত ব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানির নিকটে অপ্রকাশিত আছেন, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি পণ্ডিত সকল সূক্ষ্ম এবং এক নিষ্ঠা বুদ্ধি দ্বারা সেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন ॥ ১২ ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞানআত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্তআত্মনি॥ ১৩॥

'যচ্ছেৎ' নিযচ্ছেদুপসংহরেৎ 'প্রাজ্ঞঃ' বিবেকী। কিং 'বাক্' বাচং। বাগত্র উপলক্ষণার্থা সর্ব্বেন্দ্রি-

য়াগাৎ। ক 'মনসী' মনসি ছান্দসং দৈর্ঘ্যং। 'তৎ' চ মনঃ 'যচ্ছেৎ' 'জ্ঞানে' প্রকাশস্বরূপে বুদ্ধৌ 'আত্মনি'। 'জ্ঞানং' বুদ্ধিং 'আত্মনি মহতি' প্রথমজে 'নিযচ্ছেৎ'। 'তৎ' তঞ্চ মহান্তমাত্মানং 'যচ্ছেৎ' 'শান্তে' অবিক্রিয়ে সর্ব্বান্তরে সর্ব্ববুদ্ধিপ্রত্যক্‌সাক্ষিণি মুখ্যে 'আত্মনি'॥ ১৩॥

জ্ঞানী ব্যক্তি বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেন, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন, বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন, আর জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরের মুখ্য উপাসনা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা, অতএব তাঁহার উপাসনা কালীন কি উপায় দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ জানা যায় তাহা শ্রুতি বলিতেছেন, যে বাক্য প্রভৃতিকে মনেতে লয় করিবেক। ব্রাহ্মেরা তাঁহার উপাসনা কালীন একান্তে তাঁহাতে চিত্তের অভিনিবেশ নিমিত্তে সমুদয় বাহ্যেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিরস্ত রাখিবেন। মনন কার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া সেই মনকে বুদ্ধিতে লয় করিবেন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইতে এবং মনন হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া কেবল এই বুদ্ধি মাত্রকে অবলম্বন করিবেন যে জ্ঞান স্বরূপ এক মাত্র পরব্রহ্ম নিশ্চিত আছেন। পরে সেই বুদ্ধিকে জীবাত্মাতে লয় করিবেন। জীবাত্মা হইতে যে সমুদয় বৃত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সমুদয় বৃত্তি সমষ্টিকে মন শব্দে ব্যক্ত করা যায়, এবং সেই প্রত্যেক বৃত্তি মনের বৃত্তি রূপে গণ্য হয়। মনের তাবৎ বৃত্তিকে দুই প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়, বহির্ব্বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি। বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে বহির্ব্বৃত্তি বলা যায়, এবং অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বৃত্তির উৎপত্তি হয় তাহাকে অন্তর্ব্বৃত্তি বলা যায়। দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, শীত, গ্রীষ্ম, পিপাসা, কথন, গ্রহণ, গমন এই সকল মনের বাহ্য বৃত্তি; এবং মনন, তুলনা, বিবেচনা, কল্পনা, সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি অন্তর্ব্বৃত্তি। কেবল সমুদয় বৃত্তির সমষ্টি যে মন শব্দে উক্ত হয় এমত নহে, অন্তরিন্দ্রিয়কেও মন শব্দে বলা যায়, এবং কখন কখন অন্তর্ব্বৃত্তির মধ্যে কেবল মনন বৃত্তিকেও মন বলা যায়। এই শরীরে জীবাত্মার তিন প্রকার অবস্থা; জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, এবং সুষুপ্তি অবস্থা। যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে, তখন জীবাত্মার জাগ্রদবস্থা, যখন জীবাত্মাতে কেবল অন্তর্ব্বৃত্তির স্ফূর্ত্তি থাকে তখন তাহার স্বপ্নাবস্থা, এবং যখন জীবাত্মাতে বাহ্য বৃত্তি এবং অন্তর্ব্বৃত্তি উভয় বৃত্তিরই উপরম হয়, তখন তাহার সুষুপ্তি অবস্থা। সুষুপ্তি কালে জীবাত্মার যে অবস্থা সেই তাহার স্বরূপ অবস্থা। এক মাত্র ঈশ্বর নিশ্চিত আছেন এই রূপ বুদ্ধিকে সেই জীবাত্মাতে লয় করিবেন, অর্থাৎ তাবৎ বৃত্তি শূন্য সূক্ষ্ম জীবাত্মার অধিষ্ঠাতা অন্তরাত্মা রূপে পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবেন, এবং পরে সেই জীবাত্মাকে শান্ত স্বরূপ পরমাত্মাতে লয় করিবেন অর্থাৎ সূক্ষ্ম জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র এবং নিরবলম্ব পরব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থান করিবেন ॥ ১৩ ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ-
কবয়োবদন্তি॥ ১৪ ॥

তদ্দর্শনার্থমনাদ্যবিদ্যাপ্রসুপ্তাঃ 'উত্তিষ্ঠত' হেজন্তব আত্মজ্ঞানাভিমুখাভবত 'জাগ্রত' অজ্ঞাননিদ্রায়াঘোররূপায়াঃসর্ব্বানর্থবীজভূতায়াঃ ক্ষয়ং কুরুত। কথং 'প্রাপ্য' উপগম্য 'বরান্' প্রকৃষ্টানাচার্য্যাংস্তদ্বিদঃ তদুপদিষ্টং সর্ব্বান্তরমাত্মানং 'নিবোধত' অবগচ্ছত। নহ্যুপেক্ষিতব্যমিতি শ্রুতিরনুকম্পয়াহ মাতৃবৎ। অতিসূক্ষ্মবুদ্ধিবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞেয়স্য। কিমিব সূক্ষ্মবুদ্ধিরিত্যুচ্যতে। 'ক্ষুরস্য' 'ধারা' অগ্রং 'নিশিতা' তীক্ষ্ণীভূতা 'দুরত্যয়া' দুঃখেনাত্যয়োযস্যাঃ সা যথা পদ্ভ্যাং দুর্গমনীয়া তথা 'দুর্গং' দুঃসম্পাদ্যমিত্যেতৎ 'পথঃ' পন্থানং তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং মার্গং 'কবয়ঃ' মেধাবিনঃ 'তৎ' 'বদন্তি'। জ্ঞেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিষয়স্য জ্ঞানমার্গস্য দুঃসম্পাদ্যত্বং বদন্তীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৪ ॥

হে মনুষ্য সকল! অজ্ঞান রূপ নিদ্রা হইতে উঠ, জাগ্রৎ হও, আর উত্তম আচার্য্যকে পাইয়া আত্ম জ্ঞানকে জান। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া জ্ঞান পথকে পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃপরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ ১৫ ॥

তৎ কথমতিসূক্ষ্মত্বং জ্ঞেয়স্যেত্যুচ্যতে। 'অশব্দং অস্পর্শং অরূপং অব্যয়ং তথা অরসং নিত্যং অগন্ধবৎ চ যৎ' ব্রহ্ম। অবিদ্যমানং আদিকারণং অস্যেতি তদিদং 'অনাদি' তথা অবিদ্যমানোঽন্তো যস্য তৎ 'অনন্তং'। 'মহতঃ' মহত্তত্বাৎ 'পরং' বিলক্ষণং নিত্যবিজ্ঞপ্তিস্বরূপত্বাৎ। 'ধ্রুবং' কূটস্থং নিত্যং ন পৃথিব্যাদিবদাপেক্ষিকং নিত্যত্বং' 'নিচায্য' অবগম্য 'তং' এবম্ভূতং ব্রহ্মাত্মানং 'মৃত্যুমুখাৎ মৃত্যুগোচরাৎ 'প্রমুচ্যতে' বিযুজ্যতে॥ ১৫ ॥

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হীন হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য অনাদি অনন্ত নিত্য ও অবিকৃত এবং মহত্তত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহাকে জানিলে লোক মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য

তাবৎ বৃত্তি শূন্য স্বষুপ্ত্যবস্থাপন্ন যে জীবাত্মা তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলা যায় ॥ ১৫ ॥

নাচিকেতমুপাখ্যানং মৃত্যুপ্রোক্তং সনাতনং।
উক্ত্বা শ্রুত্বাচ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬॥

প্রস্তুতবিজ্ঞানস্তুত্যর্থমাহ শ্রুতিঃ। 'নাচিকেতং' নাচিকেতসা প্রাপ্তং মৃত্যুনা প্রোক্তং 'মৃত্যুপ্রোক্তং' 'উপাখ্যানং' 'সনাতনং' চিরন্তনং 'উক্ত্বা' ব্রাহ্মেভ্যঃ 'শ্রুত্বা চ' আচার্য্যেভ্যঃ 'মেধাবী' 'ব্রহ্মলোকে' 'মহীয়তে'॥ ১৬ ॥

মৃত্যু কথিত এই সনাতন নাচিকেত উপাখ্যানকে যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পাঠ এবং শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়েন ॥ ১৬ ॥

যইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েৎ ব্রহ্মসংসদি।
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানন্ত্যায কল্পতে তদানন্ত্যায় কল্পতইতি ॥ ১৭ ॥

'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' গ্রন্থং 'পরমং' প্রকৃষ্টং 'গুহ্যং' গোপ্যং 'শ্রাবয়েৎ' গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ ব্রাহ্মাণাং সংসদি 'ব্রহ্মসংসদি' 'প্রয়তঃ' সংযতোভূত্বা 'শ্রাদ্ধকালে বা' 'তৎ' শ্রবণং 'আনন্ত্যায়' অনন্তফলায় 'কল্পতে' সমর্থতে 'তৎ আনন্ত্যায় কল্পতে' 'ইতি'। দ্বির্ব্বচনমধ্যাযপরিসমাপ্ত্যর্থং॥ ১৭ ॥

ব্রাহ্ম সমাজে অথবা শ্রাদ্ধ কালে সংযত হইয়া এই পরম আখ্যানকে শ্রবণ করাইলে তাহা অনন্ত ফলের কারণ হয় ॥ ১৭ ॥

ইতিতৃতীয়াবল্লী প্রথমাধ্যায়

চতুর্থী বল্লী

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্
পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ ১ ॥

বিজ্ঞাতে হি শ্রেয়ঃপ্রতিবন্ধকারণে তদপনয়নায় যত্নআরব্ধুংশক্যতে নান্যথেত্যাহ। 'পরাঞ্চি' পরাগঞ্চন্তি গচ্ছন্তীতি খোপলক্ষিতানীন্দ্রিয়াণি 'খানি' ইত্যুচ্যন্তে। তানি পরাঞ্চ্যেব শব্দাদিবিষযপ্রকাশনায প্রবর্ত্তন্তে। যস্মাদেবংস্বভাবকানি তানি 'ব্যতৃণৎ' হিংসিতবান্ হননং কৃতবানিত্যর্থঃ। কোঽসৌ 'স্বয়ম্ভূঃ' যঃ পরমেশ্বরঃ স্বয়মেব স্বতন্ত্রোভবতি সর্ব্বদা নপরতন্ত্রইতি। 'তস্মাৎ' 'পরাঙ্' পরাগ্রূপাননাত্মভূতান্ শব্দাদীন্ 'পশ্যতি' উপলভতে 'ন' 'অন্তরাত্মন্' অন্তরাত্মানমিত্যর্থঃ। এবং স্বভাবে সতি লোকস্য 'কশ্চিৎ' নদ্যাঃ প্রতিস্রোতঃপ্রবর্ত্তনমিব 'ধীরঃ' ধীমান্ বিবেকী 'প্রত্যগাত্মানং' প্রত্যক্ চাসাবাত্মা চেতি প্রত্যগাত্মা তং 'ঐক্ষৎ' অপশ্যৎ পশ্যতীত্যর্থঃ চ্ছন্দসি কালানিযমাৎ। কথম্পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'আবৃত্তচক্ষুঃ' আবৃত্তং ব্যাবৃত্তং চক্ষুঃশ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিযজাতমশেষবিষযাৎযস্য সঃ। কিমিচ্ছন্ পুনরিত্থমহতা প্রয়াসেন স্বভাবপ্রবৃত্তিনিরোধং কৃত্বা ধীরঃ প্রত্যগাত্মানং পশ্যতীত্যুচ্যতে। 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বং নিত্যস্বভাবতাং 'ইচ্ছন্'॥১॥

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তিনি ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখেন না। কিন্তু বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য

অন্তরাত্মা রূপে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে, কিন্তু বিষয় দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না, এই হেতু জ্ঞানি ব্যক্তি উপাসনা সময়ে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন ॥ ১ ॥

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি-
বিততস্য পাশং। অথ ধীরাঅমৃতত্বং
বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থযন্তে॥ ২ ॥

প্রতিবন্ধাত্মদর্শনাঃ 'পরাচঃ' বহির্গতানেব 'কামান্' কাম্যান্ বিষয়ান্ 'অনুযন্তি' অনুগচ্ছন্তি 'বালাঃ' অল্পপ্রজ্ঞাঃ 'তে' তেন কারণেন 'মৃত্যোঃ' অবিদ্যাকামকর্ম্মসমুদাযস্য 'যন্তি' গচ্ছন্তি 'বিততস্য' বিস্তীর্ণস্য সর্ব্বতোব্যাপ্তস্য 'পাশং' পাশ্যতে বধ্যতে যেন তং দেহেন্দ্রিযাদিসংযোগবিযোগলক্ষণমনবরতঞ্চমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থব্রাতং প্রতিপদ্যন্তইত্যর্থঃ। যতএবং 'অথ' তস্মাৎ 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ প্রত্যগাত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং 'অমৃতত্বং' 'ধ্রুবং' 'বিদিত্বা' 'অধ্রুবেষু' সর্ব্বপদার্থেষ্বনিত্যেষু 'ইহ' সংসারেনর্থপ্রায়ে 'ন প্রার্থযন্তে' কিঞ্চিদপি॥ ২ ॥

মন্দ বুদ্ধি ব্যক্তি সকল বাহ্য বিষয়কে কামনা করে, এই হেতু মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হয়। পণ্ডিত সকল এই অনিত্য সংসারের মধ্যে পরমাত্মাকে কেবল নিত্য জানিয়া অন্য কোন বস্তুর প্রার্থনা করেন না ॥ ২ ॥

যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শাংশ্চ মৈথুনান্। এতেনৈব বিজানাতি কিমত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৩ ॥

যদ্বিজ্ঞানান্ন কিঞ্চিদন্যৎ প্রার্থয়ন্তে ব্রাহ্মণঃ কথং তদধিগমইত্যুচ্যতে। 'যেন' 'এতেন এব' দেহাদিব্যতিরিক্তেন আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'রূপং রসং গন্ধং শব্দান্ স্পর্শান্ চ' 'মৈথুনান্' মৈথুনজন্যসুখবিশেষান্ 'বিজানাতি' বিস্পষ্টং জানাতি সর্ব্বোলোকঃ। যথা যেন লৌহোদহন্ দহতি সোঽগ্নিরিতি তদ্বৎ। তস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং 'কিং' 'অত্র' অস্মিন্ লোকে 'পরিশিষ্যতে' ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে। সর্ব্বমেবআত্মনা বিজ্ঞেয়ং। যস্যাত্মনোঽবিজ্ঞেয়ং ন কিঞ্চিৎ পরিশিষ্যতে সআত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ। 'এতৎ বৈ তৎ' কিন্তৎ যন্নচিকেতসা পৃষ্টং দেবাদিভিরপি বিচিকিৎসিতং ধর্ম্মাদিভ্যোন্যৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং যস্মাৎ পরং নাস্তি॥ ৩ ॥

যে এই আত্মার অধিষ্ঠানে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ আর মৈথুন জন্য সুখকে লোক সকল অনুভব করে, সে আত্মার নিকটে কি অবিজ্ঞেয় থাকে। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ, তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সত্তাকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্মা সকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিতেছে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরোন শোচতি ॥৪॥

'স্বপ্নান্তং' স্বপ্নমধ্যং স্বপ্নবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'জাগরিতান্তং চ' জাগরিতমধ্যং জাগরিতবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। 'উভৌ' স্বপ্নজাগরিতান্তৌ 'যেন' আত্মনা অধিষ্ঠাত্রা 'অনুপশ্যতি' অনুভবতি লোকঃ তং 'মহান্তং' 'বিভুং আত্মানং' 'মত্বা' অবগম্য 'ধীরঃ ন শোচতি' ॥ ৪ ॥

স্বপ্নাবস্থা আর জাগ্রদবস্থাতে যাঁহার অধিষ্ঠানে লোক সকল সুখ দুঃখ অনুভব করে, সেই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মাকে জানিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৪ ॥

যইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে ॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ 'যঃ' কশ্চিৎ 'ইমং' 'মধ্বদং' কর্ম্মফলভুজং 'জীবং' জীবাত্মানং প্রাণাদিকলাপস্য ধারয়িতারং 'অন্তিকাৎ' অন্তিকে সমীপে 'আত্মানং' 'ঈশানং' ঈশিতারং 'বেদ' বিজানাতি 'ভূতভব্যস্য' কালত্রয়স্য। 'ততঃ' তদ্বিজ্ঞানাদূর্দ্ধমাত্মানং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি অভয়প্রাপ্তত্বাৎ। 'এতৎ বৈ তৎ' যন্নচিকেতসা পৃষ্টং॥ ৫ ॥

এই কর্ম্ম ফল ভোক্তা জীবাত্মাকে যে ব্যক্তি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ম কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকটস্থ জানেন, কাহারও নিকটে তিনি আর পরমাত্মাকে গোপন করিতে ইচ্ছা করেন না। যাঁহার প্রশ্ন তুমি করিয়াছ তিনি এই প্রকার হয়েন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য

পরমেশ্বরকে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ জানিয়া যিনি ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অন্য ব্যক্তিদিগকে সেই আনন্দ বিতরণ করিবার তাঁহার ইচ্ছা হয় ॥ ৫ ॥

যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমদ্ভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৬ ॥

'যঃ' জীবাত্মা 'অদ্ভ্যঃ' অপ্সহিতেভ্যঃ পঞ্চভূতেভ্যঃ 'পূর্ব্বং' 'অজায়ত' উৎপন্নঃ তং 'পূর্ব্বং' ব্রহ্মণঃ 'তপসঃ' 'জাতং' উৎপন্নং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং 'গুহাং' হৃদয়াকাশং 'প্রবিশ্য' 'তিষ্ঠন্তং' শব্দাদীনুপলভমানং 'যঃ' পরমেশ্বরঃ 'ভূতেভি' ভূতৈঃ সহ 'ব্যপশ্যত' পশ্যতি 'এতৎ বৈ তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম॥ ৬ ॥

যে জীবাত্মা জলাদির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, ব্রহ্মের তপস্যা হইতে প্রথম জাত এবং সকল প্রাণির হৃদয়স্থিত সেই জীবাত্মাকে সকল ভূতের সহিত যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য

প্রথমতঃ সৃষ্টি করেন, পরে ভূতময় শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার সহিত জীবাত্মার সংযোগ করিয়াছেন, এবং সেই জীবাত্মার জ্ঞান ধর্ম্ম দেখিয়া তদ্রূপ ফলাফল পরব্রহ্ম চিরন্তন বিধান করিতেছেন ॥ ৬ ॥

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দ্দেবতাময়ী।
গুহাম্প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং যা ভূতেভির্ব্ব্যজায়ত॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ 'যা' 'দেবতাময়ী' সর্ব্বদেবতাত্মিকা 'প্রাণেন' সহ পরস্মাৎব্রহ্মণঃ 'সম্ভবতি' শব্দাদীনামদনাৎ 'অদিতিঃ' 'যা ভূতেভিঃ' ভূতৈঃ সমন্বিতা 'ব্যজায়ত' উৎপন্নেত্যেতৎ। তাং 'গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তীং' অদিতিং যঃ পশ্যতি 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৭॥

সকল ভূতের সহিত এবং প্রাণের সহিত যে দেবতাময়ী অদিতি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্না হইয়াছেন, সকল ভূতের অন্তরস্থিত সেই অদিতিকে যিনি দেখিতেছেন, তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ।। ৭ ।।

তাৎপর্য্য

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমষ্টিকে অদিতি কহা যায় এনিমিত্তে অদিতিকে দেবতাময়ী অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ময়ী করিয়া শ্রুতিতে কহিয়াছেন। শরীর ও প্রাণ ব্যতীত ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না এ নিমিত্তে প্রাণ ও শরীরের আধার যে ভূত সকল তাহার সহিত পরমেশ্বর জ্ঞানেন্দ্রিয়কে সৃষ্টি করিলেন ইহা এই শ্রুতিতে প্রাপ্ত হইতেছে। জীবাত্মা সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা জানিতেছেন, তাহা তিনিও জানিতেছেন ।। ৭ ।।

অরণ্যোর্নিহিতোজাতবেদাগর্ভইব সুভৃতো-
গর্ভিণীভিঃ। দিবে দিবঈড্যোজাগৃবদ্ভির্হবি-
ষ্মদ্ভির্ম্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ॥এতদ্বৈ তৎ॥ ৮ ॥

অধিযজ্ঞমুত্তরাধরয়োঃ 'অরণ্যোঃ' 'নিহিতঃ' স্থিতঃ 'জাতবেদাঃ' 'অগ্নিঃ' অধ্বরে 'হবিষ্মদ্ভিঃ' 'মনুষ্যেভিঃ' মনুষ্যৈঃ সুভৃতইব 'গর্ভিণীভিঃ' অন্তর্ব্বত্নীভিঃ অগর্হিতান্নভোজনাদিনা 'গর্ভঃ' 'সুভৃতঃ' 'ইব' চ 'ঈড্যঃ' পরমেশ্বরঃ 'জাগৃবদ্ভিঃ' জাগরণশীলৈরপ্রমত্তৈর্ধ্যানভাবনাবদ্ভিঃ 'দিবে দিবে' অহন্যহনি সুভৃতঃ। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৮ ॥

অরণিস্থিত অগ্নি কর্ম্মি দ্বারা যে প্রকারে রক্ষিত হয় এবং গর্ভিণী দ্বারা গর্ভ যে প্রকার সুন্দর রূপে ধৃত হয়, সকলের স্তবনীয় যে পরমেশ্বর তিনি প্রতি দিন ধ্যান দ্বারা প্রমাদ শূন্য জ্ঞানিদিগের হৃদয়ে তদ্রূপ রক্ষিত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ।। ৮ ।।

যতশ্চোদেতি সূর্য্যোস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তন্দেবাঃ সর্ব্বেঽর্পিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৯ ॥

'যতঃ চ' যস্মাৎ চ 'উদেতি' উত্তিষ্ঠতি 'সূর্য্যঃ' 'অস্তং' নিম্লোচনঞ্চ 'যত্র' যস্মিন্নিত্যং 'চ গচ্ছতি'। 'তৎ' আত্মানং 'দেবাঃ' স্বর্গস্থাঃ 'সর্ব্বে' বিশ্বে 'অর্পিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'উ' 'ন অত্যেতি' ন অতিক্রাময়তি 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৯ ॥

যাঁহা হইতে সূর্য্য উদয় হয়েন, আর যাঁহার নিয়মে পুনর্ব্বার অস্ত হয়েন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাবৎ দেবতারা স্থিতি করেন, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ।। ৯ ।।

যদেবেহ তদমূত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্নোতি যইহ নানেব পশ্যতি॥১০॥

'যৎএব' 'ইহ' লোকে ব্রহ্ম 'তৎ' এব 'অমুত্র' লোকে নিত্যবিজ্ঞানস্বভাবং সর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জিতং ব্রহ্ম। 'যৎ' চ 'অমুত্র' ব্রহ্ম 'তৎ' 'অনু' এব 'ইহ' লোকে। 'সঃ' 'ইহ' ব্রহ্মণি অনানাভূতে 'নানা ইব' ভিন্নমিব 'পশ্যতি' উপলভতে 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' মরণাৎ 'মৃত্যুং' মরণং পুনঃ পুনর্জন্মমরণভাবং 'আপ্নোতি' প্রতিপদ্যতে॥ ১০ ॥

যিনি ইহলোক ব্যাপী তিনিই পরলোক ব্যাপী, যিনি পরলোক ব্যাপী তিনিই ইহলোক ব্যাপী। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ।। ১০ ।।

তাৎপর্য্য

যে ব্যক্তির এই রূপ ভ্রান্তি যে এই জগতের সৃষ্টির প্রতি কারণ অনেক ঈশ্বর কিম্বা ঈশ্বর শরীরী তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয় ।। ১০ ।।

মনসৈবেদমাপ্তব্যংনেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ সমৃত্যুঙ্গচ্ছতি যইহ নানেব পশ্যতি॥১১॥

আচার্য্যাগমসংস্কৃতেন 'মনসা এব' 'ইদং' ব্রহ্মৈকরসং 'আপ্তব্যং'। 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা' 'ন' 'অস্তি' 'কিঞ্চন' অণুমাত্রমপি। 'যঃ' পুনরজ্ঞানতিমিরদৃষ্টিং ন মুঞ্চতি 'ইহ' ব্রহ্মণি 'নানা ইব পশ্যতি' 'সঃ' 'মৃত্যোঃ' 'মৃত্যুং গচ্ছতি'॥ ১১ ॥

ব্রহ্ম নানা হয়েন না, ইহা বিশুদ্ধ মনের দ্বারা জানা যায়। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি নানা করিয়া দেখে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ।। ১১ ।।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোমধ্যআত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানোভূতভব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্সতে ॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ১২ ॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ' অঙ্গুষ্ঠপরিমাণং হৃদয়পুণ্ডরীকং তচ্ছিদ্রবর্ত্ত্যন্তঃকরণোপাধিঃ অঙ্গুষ্ঠমাত্রবংশপর্ব্বমধ্যবর্ত্ত্যম্বরবৎ 'পুরুষঃ' পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি 'আত্মনি' শরীরে 'মধ্যে' 'তিষ্ঠতি'। 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' তমাত্মানং বিদিত্বা 'ততঃ' তদনন্তরং 'ন' 'বিজুগুপ্সতে' গোপায়িতুমিচ্ছতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ১২ ॥

সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে থাকিয়া শরীর মধ্যে স্থিতি করেন, এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান

কালের নিয়ন্তা হয়েন। এই ব্রহ্মকে জানিলে আর তাঁহাকে কেহ গোপন করিতে চাহে না ॥ ১২ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোজ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানোভূতভব্যস্য সএবাদ্য সউ শ্বঃ ॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১৩॥

'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ জ্যোতিঃ ইব অধূমকঃ' নম্ভ্রেবং লক্ষিতোহৃদয়ে যোগিভিঃ। 'ঈশানঃ ভূতভব্যস্য' 'সঃ এব' নিত্যঃ কূটস্থঃ 'অদ্য' ইদানীং বর্ত্ততে 'সঃ' 'শ্বঃ' 'উ' অপি বর্ত্তিষ্যতে 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত যে হৃদয়াকাশ তাহাতে স্থিত যে সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল জ্যোতির ন্যায় ব্রহ্ম, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা। তিনি এখনও বর্ত্তমান আছেন পরেও বর্ত্তমান থাকিবেন ॥ ১৩ ॥

যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টম্পর্ব্বতেষু বিধাবতি।
এবন্ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥১৪॥

'যথা উদকং' 'দুর্গে' দুর্গমে দেশে উচ্ছ্রিতে 'বৃষ্টং' সিক্তং 'পর্ব্বতেষু' পর্ব্বতবৎসু নিম্নপ্রদেশেষু 'বিধাবতি' বিকীর্ণং ভবতি। 'এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যন্' 'তান্ এব' শরীরভেদানুবর্ত্তিনোধর্ম্মান্ 'অনুবিধাবতি' শরীরভেদমেব পুনঃ পুনঃ প্রতিপদ্যতে অনানন্দলোকেম্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যেমন উচ্চ স্থানে জল পতিত হইলে নিম্ন স্থানে ধাবিত হয়, সেই রূপ সকল গুণকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জানিলে পুনঃ পুনঃ নীচ লোকে ভ্রমণ করে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য

এরূপ কোন গুণ নাই, সুতরাং গুণ বিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই যাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে, অর্থাৎ এমত কোন বস্তু নাই যাহা পরমেশ্বরের নিতান্ত অধীন নহে, যেহেতু সমুদয় বস্তুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহারই দ্বারা স্থিতি করিতেছে ॥ ১৪ ॥

যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তন্তাদৃগেব ভবতি।
এবং মুনের্ব্বিজানতআত্মা ভবতি গৌতম ॥১৫॥

'যথা উদকং' 'শুদ্ধে' প্রসন্নে 'শুদ্ধং' প্রসন্নং 'আসিক্তং' প্রক্ষিপ্তং 'তাদৃক্ এব ভবতি'। একত্বং' বিজানতঃ' 'মুনেঃ' মননশীলস্য 'আত্মা' 'এবং' 'ভবতি' হে 'গৌতম'। তস্মাৎ মাতৃপিতৃসহস্রেভ্যোপি হিতৈষিণা বেদেনোপদিষ্টম্ভ্বৈকত্বদর্শনং শান্তদর্পৈরাদরণীয়ং ॥ ১৫ ॥

যেমন সমান ভূমিতে জল পতিত হইলে সমান ভাবে থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় রূপে যে জ্ঞানী দেখেন, তাঁহার আত্মা সম ভাবে থাকে ॥ ১৫ ॥

ইতি চতুর্থী বল্লী

পঞ্চমী বল্লী

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ ॥ ১ ॥

'পুরং' দ্বারদ্বারপালাধিষ্ঠাত্রাদ্যনেকপুরোপকরণদর্শনাচ্ছরীরং। তচ্চেদং শরীরাখ্যং পুরং 'একাদশদ্বারং' একাদশ দ্বারাণ্যস্য সপ্ত শীর্ষণ্যানি নাভ্যা সহ অর্বাঞ্চি ত্রীণি শিরস্যেকং তৈঃ একাদশদ্বারং পুরং। কস্য 'অজস্য' জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতস্যাত্মনোরাজস্থানীয়স্য পুরধর্ম্মবিলক্ষণস্য 'অবক্রচেতসঃ' অবক্রমকুটিলং নিত্যমেবাবস্থিতমেকরূপঞ্চেতোবিজ্ঞানমস্যেত্যবক্রচেতাস্তস্য ব্রহ্মণঃ। যস্যেদং পুরং তং পরমেশ্বরং 'অনুষ্ঠায়' ধ্যাত্বা সম্যগ্বিজ্ঞানপূর্ব্বকং 'ন শোচতি' তদ্বিজ্ঞানাদভয়প্রাপ্তেঃ। অবিদ্যাকৃতকামকর্ম্মবন্ধনৈর্ব্বিমুক্তোভবতি 'বিমুক্তঃ চ' সন্ 'বিমুচ্যতে' পুনঃ শরীরং ন গৃহ্নাতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব ॥ ১ ॥

জন্ম রহিত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ যে পরমাত্মা তাঁহার বাসস্থান একাদশ দ্বার বিশিষ্ট এই শরীর হইয়াছে; ইহাঁকে যিনি ধ্যান করেন, তিনি শোক করেন না, এবং অজ্ঞান পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজাঋতজাঅদ্রিজাঋতম্বৃহৎ ॥ ২ ॥

সতু নৈকশরীরপুরবর্ত্ত্যেবাত্মা কিন্তর্হি ইত্যুচ্যতে। 'হংসঃ' হন্তি গচ্ছতীতি। 'শুচিষৎ' শুচৌ দিবি সীদতি গচ্ছতীতি। 'বসুঃ' বাসয়তি সর্ব্বানিতি। 'অন্তরিক্ষসৎ' বায়্বাত্মনা অন্তরিক্ষে সীদতীতি। 'হোতা' অগ্নিঃ অগ্নির্বৈ হোতা ইতি শ্রুতেঃ। 'বেদিষৎ' বেদ্যাং পৃথিব্যাং সীদতীতি। 'অতিথিঃ' সোমঃ। দ্রোণে যজ্ঞকলসে সীদতীতি 'দুরোণসৎ'। 'নৃষৎ' নৃষু মনুষ্যেষু সীদতীতি। 'বরসৎ' বরেষু দেবেষু সীদতীতি। 'ঋতসৎ' ঋতং সত্যং তস্মিন্ সীদতীতি। 'ব্যোমসৎ' ব্যোম্নি আকাশে সীদতীতি। 'অব্জাঃ' অপ্সু জায়তইতি। 'গোজাঃ' গবি পৃথিব্যাং জায়তইতি। ঋতে যজ্ঞে জায়তইতি 'ঋতজাঃ' প্রণবঃ। 'অদ্রিজাঃ' পর্ব্বতেভ্যোজায়তইতি। সর্ব্বাত্মাপি সন্ 'ঋতং' অবিতথস্বভাবএব। 'বৃহৎ' মহান্ সর্ব্বকারণত্বাৎ ॥ ২ ॥

এই আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেনঃ তিনি স্বর্গেতে গমন করেন, তিনি সকল বস্তুকে আপনাতে বাস করান, তিনি বায়ুতে গমন করেন, তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি পৃথিবীতে গমন করেন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি যজ্ঞ কলসে গমন করেন, তিনি মনুষ্যেতে গমন করেন, তিনি দেবতাতে গমন করেন, তিনি সত্যেতে গমন করেন, তিনি আকাশে গমন করেন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি প্রণব হয়েন, তিনি অদ্রিজ হয়েন, তিনি বিকার বিহীন এবং বৃহৎ হয়েন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য

আত্মা সর্ব্বত্র গমন করেন, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী হয়েন। এই শ্রুতি সামান্যতঃ পরমাত্মাকে সর্ব্ব জগৎব্যাপি বলিয়া সেই জগদন্তর্গত প্রতি বস্তুতে যে বিশেষ রূপে ব্যাপ্ত আছেন তাহাও পরে বলিয়াছেন। স্বর্গেতে, পৃথিবীতে, বায়ুতে, আকাশে, দেবতাতে, মনুষ্যেতে, যজ্ঞেতে, সত্যেতে তিনি সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন। তিনি অগ্নি হয়েন, তিনি সোমলতার রস হয়েন, তিনি জলজ হয়েন, তিনি ভূমিজ হয়েন, তিনি অদ্রিজ হয়েন, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শ্রুতি জানাইতেছেন যে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা কেবল সকলের বাহিরে ব্যাপ্ত নহেন, অন্তরাত্মা রূপে সকলের অন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। যদি কোন অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির এই ভ্রম হয় যে পরব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপকে বিকৃত করিয়া অগ্নি, জলজ, ভূমিজ প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ রূপে স্থিতি করিতেছেন, এনিমিত্তে শ্রুতি পরে স্পষ্ট বলিতেছেন যে তিনি বিকারবিহীন এবং বৃহৎ হয়েন। বিকার বিহীন এবং বৃহৎ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা তিনি পরিচ্ছিন্ন জড় বস্তু বা কোন অল্পজ্ঞ বস্তু রূপে পরিণত হইতে পারেন না, কিন্তু পরিচ্ছিন্ন তাবৎ বস্তুকে তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার অন্তরাত্মা রূপে স্থিতি করেন। যে তাৎপর্য্যে বেদেতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বস্তুর স্বরূপ করিয়া বলিয়াছেন, সে তাৎপর্য্য সম্যক্ রূপে গ্রহণ করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্মুখস্থ ও নিকটস্থ ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে অতি নিকট করিয়া জানা যাইতে পারে। ইক্ষু দণ্ডের মধ্যে শর্করা আছে ইহা জানাইবার জন্য কেহ যদি সেই ইক্ষু দণ্ডকেই শর্করা বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তবে মূল পত্রাদি সহিত সমুদয় ইক্ষু দণ্ডই যথার্থতঃ শর্করা বলিবার যে তাহার তাৎপর্য্য ইহা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে করেন না, কিন্তু সেই ইক্ষু দণ্ড ভিন্ন তাহার সার অংশ শর্করা যে তাহাতে আছে ইহাই সেই বক্তার তাৎপর্য্য বলিয়া সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গ্রহণ করেন। তদ্রূপ যখন অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে কোন পরিচ্ছিন্ন বস্তু রূপে বেদে বলেন তখন বেদের স্বরূপ অর্থগ্রাহি ব্রহ্মবাদিরা সেই পরিচ্ছিন্ন বস্তুকে ব্রহ্ম করিয়া জানেন না, কিন্তু সেই অসার পরিচ্ছিন্ন বস্তু ভিন্ন সকলের সার পরব্রহ্মকে তাহার অন্তঃস্থিত করিয়া উপলব্ধি করেন। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম, যাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া জানাইবার কোন উপায় নাই, তাঁহাকে পদার্থ বিশেষের স্বরূপ করিয়া বলিবার কেবল এই তাৎপর্য্য যে সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ সমুদয় পদার্থের অন্তরাত্মা রূপে তাঁহাকে সাক্ষাৎ বোধ হইতে পারে। বদ্ধ যানারোহি ব্যক্তিকে জানাইবার জন্য যদি সেই যানের প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়, তবে সেই যান বাহকাদি সমুদয়কে কেহ সেই যানারূঢ় ব্যক্তি বলিয়া প্রত্যয় করে না, কিন্তু সে এই বিশ্বাস করে যে সেই যানের মধ্যে সেই ব্যক্তি যাইতেছে; তদ্রূপ নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্মকে এই জগৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে তাহার এ অর্থ নহে যে অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বর স্বরূপতঃ এই পরিচ্ছিন্ন জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছেন, কিন্তু ইহাই তাহার সম্যক্ তাৎপর্য্য যে তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্যে অপরিচ্ছিন্ন রূপে স্থিতি করিতেছেন। এনিমিত্তে "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বেদ যে যে স্থানে পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন তাহারও এ তাৎপর্য্য নহে যে "আমি" ও "তুমি" শব্দের প্রতিপাদ্য জ্ঞানগোচর যে জীব তিনিই স্বরূপতঃ জ্ঞানের অগোচর সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্ম যে সেই জীবের অন্তরাত্মা ইহাই সাক্ষাৎ প্রতিপন্ন করিবার তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

উর্দ্ধম্প্রাণমুন্নয়ত্যপানম্প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনম্বিশ্বে দেবাউপাসতে॥৩॥

'উর্দ্ধং' হৃদয়াৎ 'প্রাণং' প্রাণবৃত্তিং বায়ুং 'উন্নয়তি' গময়তি 'অপানং' 'প্রত্যক্' অধঃ 'অস্যতি' ক্ষিপতি। 'মধ্যে' হৃদয়ে 'আসীনং' 'বামনং' সম্ভজনীয়ং সর্ব্বৈঃ 'বিশ্বে' সর্ব্বে 'দেবাঃ' চক্ষুরাদয়োরূপাদিবিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তোবিশইব রাজানং 'উপাসতে' তাদর্থ্যেনানুপরতব্যাপারা[illegible]ন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

যিনি প্রাণ বায়ুকে ঊর্দ্ধেতে চালনা করেন, এবং অপান বায়ুকে অধতে ক্ষেপণ করেন, সেই হৃদয় স্থিত সম্ভজনীয় আত্মাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল আপন আপন বিষয়কে জ্ঞান করত উপাসনা করে ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য

শ্রুতি এস্থলে জানাইতেছেন যে ঈশ্বরের নিয়মানুগত কর্ম্ম করিলেই তাঁহার উপাসনা হয় ॥ ৩ ॥

অস্য বিস্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ।
দেহাদ্বিমুচ্যমানস্য কিমত্র পরিশিষ্যতে॥
এতদ্বৈ তৎ॥ ৪ ॥

'অস্য' 'শরীরস্থস্য' আত্মনঃ 'বিস্রংসমানস্য' ইত্যস্যার্থমাহ। 'দেহাৎ বিমুচ্যমানস্য' 'দেহিনঃ' দেহবতঃ 'কিং অত্র পরিশিষ্যতে' অত্র দেহে ন কিঞ্চন পরিশিষ্যতে। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৪ ॥

শরীর রহিত ও শরীরের নিয়ন্তা যে পরমাত্মা, তিনি শরীরকে ত্যাগ করিলে শরীরেতে কি শক্তি অবশিষ্ট থাকে? তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য

পদার্থ মাত্র এখানে শরীর শব্দে অভিপ্রেত হইয়াছে। তাবৎ পদার্থের তিনি অন্তরাত্মা, তিনি যে পদার্থের অন্তরে না থাকেন সে পদার্থই থাকে না, তবে সে পদার্থের কোন শক্তি কি প্রকারে থাকিতে পারে? ॥ ৪ ॥

ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যোজীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥ ৫ ॥

'ন প্রাণেন ন অপানেন', 'মর্ত্ত্যঃ' মনুষ্যঃ 'জীবতি' 'কশ্চন' 'কোপি। 'ইতরেণ' প্রাণাদিবিলক্ষণেনাত্মনা 'তু' সর্ব্বে 'জীবন্তি' 'যস্মিন্' 'আত্মনি' 'এতৌ' প্রাণাপানৌ 'উপাশ্রিতৌ' ॥ ৫ ॥

প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ু দ্বারা জীব বাঁচিয়া থাকে এমত নহে, প্রাণাদি হইতে ভিন্ন যে পরমাত্মা তাঁহার অধিষ্ঠানেতেই সকলে বাঁচিয়া থাকে, যে পরমাত্মাতে প্রাণ বায়ু এবং অপান বায়ু আশ্রিত হইয়া আছে ॥ ৫ ॥

হন্ত তইদম্প্রবক্ষ্যামি গুহ্যম্ব্রহ্ম সনাতনং।
যথা চ মরণম্প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম॥ ৬॥

'হন্ত' ইদানীং 'তে' তুভ্যং 'ইদং' 'গুহ্যং' গোপ্যং 'ব্রহ্ম' 'সনাতনং' চিরন্তনং 'প্রবক্ষ্যামি'। 'মরণং প্রাপ্য' 'যথা চ' 'আত্মা ভবতি' আত্মা জীবঃ সংসরতি তথা শৃণু হে 'গৌতম'॥ ৬॥

হে গৌতম! এখন তোমাকে পরম গোপনীয় সনাতন ব্রহ্মকে কহিতেছি, এবং মৃত্যুর পরে জীবাত্মার কি রূপ গতি হয় তাহাও কহিতেছি ॥ ৬ ॥

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং॥ ৭॥

'যোনিং' যোনিদ্বারং 'অন্যে' কেচিৎ 'প্রপদ্যন্তে' 'শরীরত্বায়' শরীরগ্রহণার্থং 'দেহিনঃ' দেহবন্তঃ। 'স্থাণুং' স্থাবরভাবং অজ্ঞানাত্মকং 'অন্যে' অত্যন্তাধমাঃ মরণম্প্রাপ্য 'অনুসংযন্তি' অনুগচ্ছন্তি। যৎ যস্য কর্ম্ম তৎ 'যথা কর্ম্ম' যৈর্যাদৃশং কর্ম্ম ইহ জন্মনি কৃতং তদ্বশেন ইত্যেতৎ যাদৃশঞ্চ বিজ্ঞানমুপার্জ্জিতং 'যথা শ্রুতং' তদনুরূপং শরীরম্প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ॥৭॥

আপনার কর্ম্মানুসারে ও জ্ঞানানুসারে শরীর গ্রহণের নিমিত্তে কেহ কেহ যোনিকে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা স্থাণুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য

সৎ কর্ম্ম ও পরব্রহ্মের জ্ঞানালোচনা যত উৎকৃষ্ট রূপে যাহার দ্বারা কৃত হয়, তত উৎকৃষ্ট লোকে সে যোনি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর লোক প্রাপ্তি দ্বারা তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান লাভে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত যে ব্যক্তি কেবল সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্মের ফল ভোগ নিমিত্তে বিশেষ বিশেষ স্বর্গলোকে গতি হইয়া কর্ম্ম ফল ভোগান্তে এই পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি হয়। যে সকল জ্ঞানান্ধ

ব্যক্তি পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন না করে, এবং সর্ব্বদা কুকর্ম্মেতে লিপ্ত থাকে, তাহারা স্থাবর ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ এপ্রকার শরীর ধারণ করে যাহাতে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় না; কুকর্ম্মের ফল ভোগান্তে তাহারা পুনর্ব্বার মনুষ্য দেহ ধারণ করে॥ ৭ ॥

যএষসুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষোনি-
র্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রন্তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমু-
চ্যতে। তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যে-
তি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ৮ ॥

যৎ প্রতিজ্ঞাতং গুহ্যং ব্রহ্ম প্রবক্ষ্যামীতি তদাহ। 'যঃ এষঃ' 'পুরুষঃ' 'সুপ্তেষু' প্রাণিষু 'জাগর্ত্তি' ন স্বপিতি। কথং 'কামং কামং' তন্তমভিপ্রেতং অর্থং 'নির্ম্মিমাণঃ' নিষ্পাদয়ন্। 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' নান্যৎ 'তৎ এব' 'অমৃতং' অবিনাশি 'উচ্যতে'। কিঞ্চ পৃথিব্যাদয়ঃ 'সর্ব্বে' 'লোকাঃ' 'তস্মিন্' ব্রহ্মণি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'তৎ উ' 'ন অত্যেতি কশ্চন' ন কশ্চিদপি অতিক্রামতি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ৮ ॥

সকলে নিদ্রিত হইলেও যে পরমাত্মা স্বীয় সৃষ্ট জীবদিগের নিমিত্তে বিবিধ কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করত জাগ্রৎ থাকেন, তিনিই নির্ম্মল, তিনি ব্রহ্ম, এবং তিনিই অবিনাশী বলিয়া উক্ত হয়েন। তাঁহাতে লোক সকল আশ্রিত হইয়া আছে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম॥ ৮ ॥

অগ্নির্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতি-
রূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং
রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ॥ ৯ ॥

আত্মৈকত্ত্ববিজ্ঞানমসকৃদুচ্যমানমপি অনৃজুবুদ্ধীনাং চেতসি নাধীয়তে ইতি তৎপ্রতিপাদনে আদরবতী শ্রুতিঃ পুনঃ পুনরাহ। 'অগ্নিঃ যথা' 'একঃ' এব প্রকাশাত্মা সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' অনুপ্রবিষ্টঃ 'রূপং রূপং' দার্ব্বাদিদাহ্যভেদম্প্রতি 'প্রতিরূপঃ' 'বভূব'। 'একঃ' এব 'তথা' 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' সর্ব্বেষাং ভূতানামভ্যন্তরআত্মা সর্ব্বদেহং প্রতি প্রবিষ্টত্বাৎ 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ' স্বেন অবিকৃতেন রূপেণ॥ ৯ ॥

যেমন এক অগ্নি এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্ব ভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য

বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; অন্তরাত্মা যিনি তিনি অবিকৃত, অতএব তিনি বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়েন না, কিন্তু অবিকৃত হইয়াই প্রকাশ পায়েন। এক অন্তরাত্মা সমুদয় সৃষ্ট বস্তুর কেবল অন্তরে স্থিতি করিতেছেন না, সকলের বাহিরেও অবস্থান করিতেছেন॥ ৯ ॥

বায়ুর্যথৈকোভুবনম্প্রবিষ্টোরূপং রূপম্প্রতি-
রূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং
রূপম্প্রতিরূপোবহিশ্চ॥ ১০ ॥

তথান্যোদৃষ্টান্তঃ। 'বায়ঃ যথা' 'একঃ' এব সন্ 'ভুবনং' 'প্রবিষ্টঃ' 'রূপং রূপং প্রতিরূপঃ বভূব'। 'একঃ তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতি রূপঃ' বভূব 'বহিঃ চ'॥ ১০ ॥

যেমন এক বায়ু এই লোকেতে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে প্রকাশ পায়, সেই প্রকার বস্তুর যেমন যেমন রূপ সেই সেই রূপে সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায়েন; তিনি বাহ্যেতেও আছেন॥ ১০ ॥

সূর্য্যোযথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষু-
ষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥ ১১ ॥

'সূর্য্যঃ যথা' মূত্রপুরীষাদ্যশুচিপ্রকাশেন তদ্দর্শিনঃ 'সর্ব্বলোকস্য চক্ষুঃ' সন্ 'ন লিপ্যতে' 'চাক্ষুষৈঃ' অশুচ্যাদিদর্শননিমিত্তৈঃ 'বাহ্যদোষৈঃ'। 'একঃ' 'বাহ্যঃ' 'তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন'॥ ১১ ॥

সর্ব্ব লোকের চক্ষুঃ স্বরূপ যে সূর্য্য, লোকের দ্বারা বাহ্য অপরিষ্কৃত বস্তু দর্শন জন্য তিনি যেমন দোষে লিপ্ত হয়েন না, তদ্রূপ বহির্ব্ব্যাপী এবং সকল ভূতের এক অন্তরাত্মা লোকের দুঃখে লিপ্ত হয়েন না॥ ১১ ॥

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপম্বহুধা
যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতন্নেতরেষাং॥ ১২ ॥

কিঞ্চ। সহি পরমেশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ স্বতন্ত্রঃ 'একঃ' 'বশী' সর্ব্বং হ্যস্য জগৎ বশে বর্ত্ততে 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' 'একং রূপং' 'বহুধা' বহুপ্রকারং 'যঃ করোতি' অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। 'তং আত্মস্থং' স্বশরীরহৃদয়াকাশে মনসি 'যে' নিবৃত্তবাহ্যবৃত্তয়ঃ 'অনুপশ্যন্তি' সাক্ষাদনুভবন্তি 'ধীরাঃ' বিবেকিনঃ। 'তেষাং' 'শাশ্বতং' নিত্যং 'সুখং' আনন্দ লক্ষণং ভবতি 'ন ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং॥ ১২ ॥

সেই এক পরমেশ্বর সকলের নিয়ন্তা সকল ভূতের অন্তরাত্মা, যিনি এক রূপকে নানা প্রকার করেন। যে ধীর সকল তাঁহাকে আপনার হৃদয় স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন, তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১২ ॥

নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যোবিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥ ১৩॥

কিঞ্চ। 'নিত্যঃ' অবিনাশী 'অনিত্যানাং' বিনাশিনাং 'চেতনঃ চেতনানাং'। কিঞ্চ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞঃ 'একঃ' সন্ 'বহূনাং' কামিনাং সংসারিণাং কর্ম্মানুরূপং 'কামান্' 'যঃ' অনায়াসেন 'বিদধাতি' দদাতি 'তং আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ' 'শাশ্বতী' নিত্যা 'ন' 'ইতরেষাং' অনেবম্বিধানাং॥১৩॥

অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি নিত্য হয়েন, আর যাবৎ চেতনের যিনি চেতন হয়েন, আর যিনি একাকী অথচ সকলের কামনাকে বিধান করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে আপনার হৃদয়স্থিত করিয়া সাক্ষাৎ জানেন; তাঁহারদিগের নিত্য সুখ হয়, অন্যদিগের সে সুখ হয় না ॥ ১৩ ॥

তদেতদিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যম্পরমং সুখং।
কথন্নু তদ্বিজানীয়াঙ্কিমু ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪॥

যত্তদাত্মবিজ্ঞানং 'সুখং' 'অনির্দ্দেশ্যং' নির্দ্দেষ্টুমশক্যং 'পরমং' বাঙ্মনসয়োরগোচরমপি শান্তাবিদ্বাংসঃ 'তৎ এতৎ' প্রত্যক্ষমিব 'ইতি মন্যন্তে'। 'কথং নু' কেন প্রকারেণ 'তৎ' সুখং অহং 'বিজানীয়াং' 'কিং উ' 'ভাতি' দীপ্যতে তৎ প্রকাশাত্মকং 'বিভাতি' বিস্পষ্টং দীপ্যতে 'বা'॥ ১৪॥

নচিকেতা কহিতেছেন, অনির্দ্দেশ্য যে পরব্রহ্মানন্দ, যাঁহাকে জ্ঞানি সকল প্রত্যক্ষ অনুভব করেন, কি রূপে আমি সেই ব্রহ্মানন্দকে জ্ঞানিদিগের ন্যায় অনুভব করিব? তিনি কি প্রকাশ পায়েন? তিনি কি স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়েন? ॥ ১৪ ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকন্নেমাবিদ্যুতোভান্তি কুতোযমগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বন্তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্বিভাতি॥ ১৫॥

তত্রোক্তর্ম্মিদং। 'ন তত্র' তস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বাবভাসকোপি 'সূর্য্যঃ' 'ভাতি' তদ্ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা 'ন চন্দ্রতারকং'। 'ন ইমাঃ বিদ্যুতঃ ভান্তি'। 'কুতঃ অয়ং' পৃথিবীস্থিতঃ 'অগ্নিঃ'। কিং বহুনা যদিদমাদিত্যাদি ভাতি তৎ 'তৎ এব' পরমেশ্বরং 'ভান্তং' দীপ্যমানং 'অনুভাতি' অনুদীপ্যতে 'সর্ব্বং'। 'তস্য' এব 'ভাসা' দীপ্ত্যা 'সর্ব্বং ইদং' সূর্য্যাদি 'বিভাতি'। যতঃ এবং অতস্তদ্ব্রহ্ম ভাতি চ বিভাতি চ॥ ১৫॥

তাঁহাকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারাও প্রকাশ করিতে পারে না, এই বিদ্যুৎ সকলও প্রকাশ করিতে পারে না, অগ্নি কি প্রকারে প্রকাশ করিবে! পরমেশ্বরের প্রকাশের পশ্চাৎ সকলে প্রকাশিত হয়, তাঁহার প্রকাশ দ্বারা সকলে প্রকাশ পায় ॥ ১৫ ॥

ইতি পঞ্চমী বল্লী

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখএষোশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥১॥

অয়ং সংসারবৃক্ষঃ 'ঊর্দ্ধমূলঃ' ঊর্দ্ধং মূলং যৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যস্যেতি সঃ। জন্মমরণশোকাদ্যনেকানর্থাত্মকঃ প্রতিক্ষণমন্যথাস্বভাবঃ 'এষঃ' সংসারবৃক্ষঃ 'অশ্বত্থঃ' অশ্বত্থবৎ চন্দ্রসূর্য্যপৃথিবীলোকাদিভিঃ শাখাভিঃ 'অবাক্‌শাখঃ' অবাঞ্চঃ শাখাঃ যস্য সঃ 'সনাতনঃ' চিরপ্রবৃত্তঃ। যদস্য সংসারবৃক্ষস্য মূলং 'তৎ এব' 'শুক্রং' শুভ্রং শুদ্ধং 'তৎ ব্রহ্ম' সর্ব্বমহত্ত্বাৎ 'তৎ এব' 'অমৃতং' অবিনাশস্বভাবং 'উচ্যতে' কথ্যতে সত্যত্বাৎ। 'তস্মিন' পরমার্থ সত্যে ব্রহ্মণি 'লোকাঃ' 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ 'সর্ব্বে' সমস্তাঃ। 'তৎ' ব্রহ্ম 'ন অত্যেতি' নাতিবর্ত্ততে 'উ' 'কশ্চন' কশ্চিদপি। 'তৎ' প্রকৃতং ব্রহ্ম 'এতৎ বৈ' এতদেব॥ ১॥

অশ্বত্থের ন্যায় অতি চঞ্চল যে এই অনাদি সংসার বৃক্ষ, ইহার মূল ঊর্দ্ধে, এবং অসংখ্য লোক যে ইহার শাখা তাহা নিম্নে রহিয়াছে। এই সংসার বৃক্ষের মূল যে পরমাত্মা তিনি শুদ্ধ, তিনি বৃহৎ এবং তিনি অমৃত বলিয়া উক্ত হয়েন; তাঁহাতে লোক সকল আশ্রয় করিয়া আছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই এই প্রকৃত ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

যদিদঙ্কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বম্প্রাণএজতি নিঃসৃতং।
মহদ্ভয়ম্বজ্রমুদ্যতং যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥২॥

'যৎ' 'কিঞ্চ' 'ইদং' 'জগৎ সর্ব্বং' 'প্রাণে' পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সতি 'এজতি' কম্পতে অতএব 'নিঃসৃতং' নির্গতং। যদেব জগদুৎপত্ত্যাদিকারণং ব্রহ্ম তৎ 'মহৎ ভয়ং' মহচ্চ তদ্ভয়ঞ্চ 'বজ্রং উদ্যতং' উদ্যতমিববজ্রং। 'যে' 'এতৎ' স্বাত্মপ্রবৃত্তিসাক্ষি-

ভূতমেকং ব্রহ্ম 'বিদুঃ' 'প্রমৃতাঃ' অমরণধর্ম্মাণঃ 'তে' 'ভবন্তি'॥ ২॥

এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে নিয়ম মত চলিতেছে, উদ্যত বজ্রের ন্যায় তিনি মহাভয়ানক হয়েন। যাঁহারা এই ব্রহ্মকে জানেন, তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২ ॥

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥৩॥

কথং তদ্ভয়াৎ জগদ্বর্ত্ততে ইত্যাহ। 'ভয়াৎ' ভীত্যা 'অস্য' পরমেশ্বরস্য 'অগ্নিঃ তপতি' 'ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ'। 'ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ'॥ ৩॥

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইহাঁর ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম যে যম তাহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছে ॥ ৩ ॥

ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুম্প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে॥ ৪॥

তচ্চ 'ইহ' জীবন্নেব 'চেৎ' যদি 'অশকৎ' শক্নোতি ব্রহ্ম 'বোদ্ধুং' অবগন্তুং 'প্রাক্' পূর্ব্বং 'শরীরস্য' 'বিস্রসঃ' অবস্রংসনাৎ পতনাৎ তদা সংসারবন্ধনাদ্বিমুচ্যতে। নচেদশকদ্বোদ্ধুং 'ততঃ' অনববোধাৎ 'সর্গেষু' সৃজ্যন্তে যেষু স্রষ্টব্যাঃ প্রাণিনইতি সর্গাঃ পৃথিব্যাদয়োলোকাঃ তেষু 'লোকেষু' 'শরীরত্বায়' শরীরভাবায় 'কল্পতে' সমর্থোভবতি শরীরং গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরবিস্রংসনাৎ প্রাক্ আত্মবোধায় যত্নআস্থেয়ঃ॥ ৪॥

ইহলোকে শরীর পতনের পূর্ব্বে যদি ব্রহ্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে তবে জীব সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, আর যদি জানিতে না পারে তবে সৃষ্ট যে এই লোক সকল তাহাতে শরীর গ্রহণ করে ॥ ৪ ॥

যথা দর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥ ৫॥

ইহৈবাত্মনোদর্শনমাদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্টমুপপদ্যতে ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদন্যত্র। সচ ব্রহ্মলোকোদুষ্প্রাপ্যঃ। কথমিত্যুচ্যতে। 'যথা আদর্শে' প্রতিবিম্বভূতমাত্মানং পশ্যতি লোকঃ 'তথা' ইহ 'আত্মনি' স্ববুদ্ধাবাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়ামাত্মনোদর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। 'যথা স্বপ্নে' 'তথা পিতৃলোকে' আত্মনোদর্শনং। 'যথা' বা 'অপ্সু' আত্মরূপং 'পরি' 'দদৃশে' পরিদৃশ্যতে 'ইব' 'তথা গন্ধর্ব্বলোকে' আত্মনোদর্শনং। 'ছায়াতপয়োঃ ইব ব্রহ্মলোকে'। তস্মাদাত্মদর্শনায় ইহৈব যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫॥

যেমত দর্পণেতে আপনার দর্শন হয়, সেইরূপ এলোকে নির্ম্মল বুদ্ধিতে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্বপ্নে আপনাকে দর্শন হয় সেইরূপ পিতৃলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন জলেতে আপনাকে দর্শন হয় সেই রূপ গন্ধর্ব্বলোকে পরমাত্মার দর্শন হয়, আর যেমন স্পষ্ট রূপে ছায়া আর তেজের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে পরমাত্মাকে জানা যায় ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণাম্পৃথগ্ভাবমুদয়াস্তময়ৌ চ যৎ।
পৃথগুৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরোন শোচতি॥ ৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং' শ্রোত্রাদীনাং স্বস্ববিষয়গ্রহণপ্রয়োজনেন 'পৃথক্ উৎপদ্যমানানাং' কেবলচিন্মাত্রাত্মস্বরূপাদ্বিশুদ্ধাৎ 'পৃথক্ভাবং' স্বভাববিলক্ষণাত্মকতাং তথা তেষামিন্দ্রিয়াণাং 'উদয়াস্তময়ৌ চ' উৎপত্তি প্রলয়ৌ চ 'যৎ' তৎ 'মত্বা' জ্ঞাত্বা বিবেকতঃ 'ধীরঃ' ধীমান্ 'ন শোচতি'॥ ৬॥

পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় সকল যে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যে ইন্দ্রিয় সকলের উদয় অস্ত সর্ব্বদা হইতেছে, এমন ইন্দ্রিয় সকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া ধীর ব্যক্তি শোক করেন না ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমং॥ ৭॥

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ' 'মনসঃ' 'সত্ত্বং' বুদ্ধিঃ 'উত্তমং'। 'সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা মহতঃ অব্যক্তং উত্তমং'॥ ৭॥

ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ হয়, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হয়, বুদ্ধি হইতে জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ হয়, জীবাত্মা হইতে মায়া শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৭ ॥

অব্যক্তাত্তুপরঃ পুরুষোব্যাপকোঽলিঙ্গএবচ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥ ৮॥

'অব্যক্তাৎ তু পরঃ পুরুষঃ' 'ব্যাপকঃ' ব্যাপকস্যাপ্যাকাশাদেঃ সর্ব্বস্য কারণাৎ 'অলিঙ্গঃ' লিঙ্গ্যতে গম্যতে যেন তল্লিঙ্গং তদবিদ্যমানমস্যেতি 'এব চ'। 'যৎ জ্ঞাত্বা' আচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ 'মুচ্যতে জন্তুঃ' জীবন্নেব পতিতেপি শরীরে "অমৃতত্বং চ গচ্ছতি॥ ৮॥

মায়া হইতে সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রিয় রহিত পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ হয়েন, যাঁহাকে জানিলে মনুষ্য সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্বকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো-যএতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ৯॥

কথং তর্হি তস্য অলিঙ্গস্য দর্শনমুপপদ্যতে ইত্যুচ্যতে। 'ন' 'সংদৃশে' দর্শনবিষয়ে 'তিষ্ঠতি' 'অস্য' প্রত্যাগাত্মনঃ 'রূপং' অতঃ 'ন' 'চক্ষুষা' 'পশ্যতি' 'কশ্চন' কশ্চিদপি 'এনং' প্রকৃতমাত্মানং। কথং তর্হি তৎ পশ্যেদিত্যুচ্যতে। 'হৃদা' হৃৎস্থযা 'মনীষা' মনসঃ সংকল্পাদিরূপস্য ঈষ্টে নিয়ন্তৃত্বে-নেতি মনীট্ তয়া বিকল্পবর্জিতযাবুদ্ধ্যা 'মনসা' মনরূপেণ সম্যগ্দর্শনেন 'অভিক্লৃপ্তঃ' অভিসমর্থিতোভি-প্রকাশিতইত্যেতৎ। আত্মা জ্ঞাতুং শক্যতে ইতি বাক্য-শেষঃ। তমাত্মানং 'এতৎ' 'যে' 'বিদুঃ' 'অমৃতাঃ তে ভবন্তি'॥ ৯॥

এই পরমাত্মার স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, সেই আত্মাকে কেবল সংশয় রহিত হৃদিস্থিত শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জানা যাইতে পারে। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হয়েন ॥ ৯ ॥

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিং॥১০॥

'যদা' যস্মিন্ কালে স্ববিষয়েভ্যোনিবর্ত্তিতানি আত্মন্যেব 'পঞ্চ' 'জ্ঞানানি' শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি 'অব-তিষ্ঠন্তে' 'মনসা সহ'। 'বুদ্ধিঃ' 'চ' 'ন বিচেষ্টতি' স্বব্যাপারেষু ন বিচেষ্টতে ন ব্যাপ্রিয়তে। 'তাং আহুঃ পরমাং গতিং'॥ ১০॥

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া মনের সহিত আত্মাতে স্থির ভাবে থাকে, আর বুদ্ধি যখন কোন বাহ্য ব্যাপারেতে প্রবৃত্ত হয় না, তখন তাহাকে পরমগতি করিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগোহি প্রভবাপ্যযৌ॥ ১১॥

'তাং' ঈদৃশীমবস্থাং 'যোগং' ইতি মন্যন্তে' 'স্থিরাং' অচলাং 'ইন্দ্রিয়ধারণাং'। 'অপ্রমত্তঃ' প্রমাদবর্জ্জিতঃ সমাধানং প্রতি নিত্যং যত্নবান্ 'তদা' তস্মিন্ কালে 'ভবতি' যদৈব প্রবৃত্তযোগঃ। কুতঃ। 'যোগঃ হি প্রভ-বাপ্যযৌ' উপজনাপায়ধর্ম্মকঃ অতোপায়পরিহারায় অপ্রমাদঃ কর্ত্তব্যইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১॥

এই ইন্দ্রিয়গণকে স্থিররূপে যে ধারণা করা তাহাকে পণ্ডিতেরা যোগ করিয়া জানেন; এই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির স্থিরতার নিমিত্তে সেই কালে অত্যন্ত যত্নবান্ হইবেক, যেহেতু যত্নেতে যোগের উৎপত্তি হয়, যত্নহীন হইলে সেই যোগ নাশকে পায় ॥ ১১ ॥

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥ ১২॥

'ন এব বাচা ন মনসা' 'ন' 'চক্ষুষা' নান্যৈরপি ইন্দ্রিয়ৈঃ 'প্রাপ্তুং' 'শক্যঃ' শক্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ 'অস্তি' 'ইতি ব্রুবতঃ' অস্তিবাদিনআগমার্থানুসারিণঃ শ্রদ্দধানাৎ 'অন্যত্র' নাস্তিকবাদিনি নাস্তি জগতোমূল-মাত্মা নিরন্বয়মেবেদঙ্কার্য্যং অভাবান্তমিতিমন্যমানে বিপরীতদর্শিনি 'কথং' 'তৎ' ব্রহ্মতত্ত্বং 'উপল-ভ্যতে' ন কথঞ্চন উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

সেই আত্মাকে বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, যিনি তাঁহাকে অস্তিরূপে দেখেন তিনিই তাঁহাকে জানেন, যে ব্যক্তি অস্তি রূপে তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তাহার জ্ঞান গোচর তিনি কি প্রকারে হইবেন ? ॥১২॥

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥ ১৩॥

'অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ' অস্তি ইত্যনেনৈব উপ-লব্ধব্যআত্মা জগৎকারণ রূপেণ। 'তত্ত্বভাবেন চ' উপ-লব্ধব্যআত্মা স্বরূপলক্ষণরূপেণ। অস্তিত্বরূপস্য স্বরূপ-লক্ষণরূপস্যচ 'উভয়োঃ' অস্তিত্বতত্ত্বভাবযোঃ মধ্যে পূর্ব্বং 'অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য' অস্তিত্ব প্রত্যয়েন জগতোমূলত্বেনোপলব্ধস্য পশ্চাৎ স্বরূপলক্ষণরূপস্য আত্মনঃ 'তত্ত্বভাবঃ' অদ্বয়স্বভাবঃ 'প্রসীদতি' অভি-মুখী ভবতি॥ ১৩॥

অস্তি মাত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করিবেক, আর সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ জানিবেক। এই দুইয়ের মধ্যে অস্তিমাত্র করিয়া তাঁহাকে প্রথমত জানিলে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ পশ্চাৎ জানা যায় ॥ ১৩ ॥

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ ১৪॥

এবম্পরমার্থদর্শিনঃ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'সর্ব্বে' 'কামাঃ' কাময়িতব্যস্য অন্যস্য অভাবাৎ 'প্রমুচ্যন্তে' বিশীর্য্যন্তে 'যে' 'অস্য' মর্ত্ত্যস্য 'হৃদি' মনসি 'শ্রিতাঃ' আশ্রিতাঃ। 'অথ' তদা প্রবোধোত্তরকালং 'মর্ত্ত্যঃ' কামকর্ম্মলক্ষণস্য বিনাশাৎ 'অমৃতঃ ভবতি' 'অত্র' ইহৈব সর্ব্ববন্ধনোপশমাৎ 'ব্রহ্ম সমশ্নুতে' ব্রহ্মানন্দম্ভোগং করোতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

যখন হৃদয়স্থিত দৃঢ়বদ্ধ কামনা সকল হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়েন, তখনই তিনি অমৃত হয়েন, এবং এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন ॥ ১৪ ॥

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যেতাবদনুশাসনং॥ ১৫ ॥

'যদা সর্ব্বে' 'প্রভিদ্যন্তে' ভেদমুপযান্তি বিনশ্যন্তি 'হৃদয়স্য' মনসঃ 'ইহ' জীবিতে এব 'গ্রন্থয়ঃ' গ্রন্থিবদ্দৃঢ়বন্ধনরূপাঅবিদ্যাপ্রত্যয়াইত্যর্থঃ। 'অথ মর্ত্ত্যঃ' 'অমৃতঃ ভবতি' 'এতাবৎ' এতাবন্মাত্রং 'অনুশাসনং' অনুশিষ্টিরুপদেশঃ সর্ব্ববেদান্তানাং॥ ১৫ ॥

যখন পুরুষের হৃদয়ের গ্রন্থি সকল নষ্ট হয়, তখনই তিনি অমৃত হয়েন; এই মাত্র বেদান্তের আদেশ ॥ ১৫ ॥

শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিশ্বগন্যাউৎক্রমণে ভবন্তি॥ ১৬ ॥

অগ্নিবিদ্যা পৃষ্টা প্রত্যুক্তা চ তস্যাশ্চ ফলপ্রাপ্তিপ্রকারোবক্তব্যইতি মন্ত্রারম্ভঃ। 'শতং চ' শতসঙ্খ্যাকাঃ 'একা চ' সুষুম্না নাম পুরুষস্য' 'হৃদয়স্য' হৃদয়াদ্বিনিঃসৃতাঃ 'নাড্যঃ' শিরাঃ 'তাসাং' মধ্যে 'মূর্দ্ধানং' ভিত্বা 'অভিনিঃসৃতা' নির্গতা 'একা' সুষুম্না নাম। 'তয়া' নাড্যা অন্তকালে 'ঊর্দ্ধং' উপরি 'আয়ন্' গচ্ছন্ আদিত্যদ্বারেণ 'অমৃতত্বং' অমরণধর্ম্মত্বমাপেক্ষিকং 'এতি'। 'বিশ্বক্' নানাবিধগতয়ঃ 'অন্যাঃ' নাড্যঃ 'উৎক্রমণে' উৎক্রমণনিমিত্তং সংসারপ্রতিপত্ত্যর্থাএব 'ভবন্তি'॥ ১৬ ॥

একশত এক নাড়ী হৃদয় হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে এক নাড়ী মস্তক পর্য্যন্ত নিঃসৃত হইয়াছে, সেই নাড়ীর দ্বারা জীব ঊর্দ্ধ গমন করিয়া অমৃতত্বকে পায়েন; অন্য অন্য নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইলে অন্য অন্য লোকে জীবের গতি হয় ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ। তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তম্বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥ ১৭ ॥

ইদানীং সর্ব্ববল্ল্যর্থোপসংহারার্থমাহ। 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' 'তং' আত্মানং 'স্বাৎ' আত্মীয়াৎ 'শরীরাৎ' 'প্রবৃহেৎ' উদ্যচ্ছেৎ নিষ্কর্ষেৎ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ কিমিব ইত্যুচ্যতে। 'মুঞ্জাৎ ইব' 'ইষীকাং' অন্তঃস্থাং 'ধৈর্য্যেণ' অপ্রমাদেন। 'তং' শরীরান্নিষ্কৃষ্টং চিন্মাত্রং 'বিদ্যাৎ' বিজানীয়াৎ 'শুক্রং' শুদ্ধং 'অমৃতং' মরণধর্ম্মবর্জ্জিতং ব্রহ্মেতি 'তং বিদ্যাৎ শুক্রং অমৃতং ইতি' দ্বির্ব্বচনমুপনিষৎসমাপ্ত্যর্থং॥ ১৭ ॥

অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত পূর্ণ পরমাত্মা ব্যক্তি সকলের হৃদয়াকাশে সর্ব্বদা আছেন, তাঁহাকে সাবধানে শরীর হইতে পৃথক্ করিবেক, যেমন শরের মুঞ্জ হইতে তাহার সূক্ষ্ম ঈষীকাকে পৃথক্ করা যায়; তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক, তাঁহাকে শুদ্ধ এবং অমৃত করিয়া জানিবেক ॥ ১৭ ॥

মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোথ লব্ধ্বা বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নং। ব্রহ্মপ্রাপ্তোবিরজোভূদ্বিমৃত্যুরন্যোপ্যেবং যোবিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮ ॥

বিদ্যাস্তুত্যর্থোয়মাখ্যায়িকার্থোপসংহারোধুনোচ্যতে। 'মৃত্যুপ্রোক্তাং' যমোক্তাং 'এতাং' 'বিদ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যাং 'যোগবিধিং চ' 'কৃৎস্নং' সমস্তং 'নচিকেতঃ' নচিকেতাঃ 'অথ' বরপ্রদান্মৃত্যোঃ 'লব্ধ্বা' প্রাপ্য 'ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ' 'বিরজঃ' বিগতপাপঃ 'বিমৃত্যুঃ' বিমুক্তঃ 'অভূৎ'। ন কেবলং নচিকেতাএব 'অন্যঃ অপি' 'যঃ' 'এবং' নচিকেতোবৎ 'বিৎ' 'অধ্যাত্মং এব' নিরুপচরিতপ্রত্যক্স্বরূপন্তত্ত্বমেব সোপি বিরজঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিমৃত্যুর্ভবতীতি বাক্যশেষঃ॥ ১৮ ॥

যমের কথিত এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমস্ত যোগ বিধিকে নচিকেতা পাইয়া সাংসারিক তাবৎ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন, অন্য ব্যক্তিও যিনি এইরূপ অধ্যাত্ম বিদ্যাকে জানেন তিনিও এই রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ॥

ইতি কঠোপনিষদি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষষ্ঠী বল্লী সমাপ্তা

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাসম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ।

সম্প্রতি চলিত মাসের সপ্তবিংশতি দিবসে নিশাপতি বাসরে এখানকার সমাজের সাম্বৎসরীয় সভা হইয়া বিধি পূর্ব্বক উপনিষদাদি পাঠ ও ব্যাখ্যানন্তর এতন্মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখিত ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধীয় লিপি পাঠ হয়, তদনন্তর বক্তৃতা হয়, ও পরিশেষে ব্রহ্ম সঙ্গীত হয়। উক্ত বক্তৃতা পাঠাইতেছি, এতৎ পত্র সহিত তাহা আগামি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রাঙ্কিত করিলে যথেষ্ট বাধিত হইব।

সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজ
৩০ মাঘ ১৭৬৮

শ্রীকাশীশ্বর মিত্র।
সম্পাদক।

সুখসাগরস্থ ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদকের বক্তৃতা।

এই সমাজ ১৭৬৭ শকাব্দীয় মাঘস্য সপ্তবিংশতি দিবসে স্থাপিত হইয়া অদ্য সম্পূর্ণ এক বৎসর বয়স্ক হইল। উক্ত সমাজ শারদীয় সুধাকরের ন্যায় সাধারণ সভ্যগণের আন্তরিক নিবিড় তিমির চয়াপচয় করণ পূর্ব্বক একান্ত শুভদায়ক হইয়াছে। ইহাতে করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করি যে তিনি এই শুভজনক সমাজকে চিরস্থায়ি করুন।

এ সংসারে অনেক ব্যক্তি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমাবধি মরণ পর্য্যন্ত কেবল অর্থকরী যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যোপার্জ্জন পূর্ব্বক আপন আপন পাণ্ডিত্যাভিমানভরে পারমার্থিক জ্ঞানোপার্জ্জনে কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল বৃথা কৌতুক ক্রীড়াদিতে সর্ব্ব কাল ক্ষেপণ করেন। বিদ্যার চরম ফল অর্থোপার্জ্জন ভিন্ন যে ধর্ম্ম জ্ঞান তাহা তাঁহারা বোধ করেন না। মনুষ্য আহার নিদ্রাদি বিষয়ে পশুর তুল্য, কেবল সদসদ্ বিবেচনা ও পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের সামর্থ থাকাতে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হয়েন, সুতরাং তদ্বিহীন হইলে পশুর সহিত তাঁহার কি ভিন্নতা থাকে? অতএব সকলের জানা কর্ত্তব্য যে কেবল অর্থ করী যে বিদ্যা তাহাই বিদ্যা নহে, কিন্তু জ্ঞানকরী যে বিদ্যা সেই যথার্থ বিদ্যা।

সাবিদ্যা তন্মতির্যয়া।

তাহাকেই বিদ্যা কহি যাহার দ্বারা ঈশ্বরেতে মতি হয়।

সকলে নিরালস্য হইয়া যথাসাধ্য যত্ন করিলেই অবশ্য জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইতে পারেন। কৃষক যদ্রূপ যত্ন পূর্ব্বক ভূমি কর্ষণ করিয়া উত্তম বীজ বপন করিলে উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, নতুবা সে ভূমি কেবল অপকারি তৃণ দ্বারা পরিপূর্ণা হয়, তদ্রূপ মনুষ্য শাস্ত্র রূপ যন্ত্র দ্বারা মনোভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্ঞান বীজ বপন করিলে অনায়াসে সুচারু জ্ঞান ফল প্রাপ্ত হয়েন, নতুবা তাহা অধর্ম্ম রূপ কণ্টক তৃণাদি দ্বারা আবৃত হয় এবং সংসারে বিষম অনিষ্টের কারণ হয়। ঈশ্বর জ্ঞান চর্চ্চা জন্য অনেককে যত্ন করিতে কহিলে তাঁহারা কহেন যে সাবকাশ অভাবে আমারদিগের জ্ঞানালোচনার ব্যাঘাত হয়। কি ক্ষোভের বিষয় যে তাঁহারদিগের ভোজনে ও অন্যান্য সকল কার্য্যে সম্পূর্ণ সাবকাশ হয়, কেবল এই বিষয়েই কি সাবকাশ হয় না? সমস্ত দিবসে এক দণ্ড কাল কি পরমেশ্বরের জ্ঞানাভ্যাস জন্য প্রাপ্ত হয় না!

সামান্য লৌকিক কর্ম্মচারি বর্গে প্রভুর শাসন ভয়ে নিয়ম মত স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে সদা ব্যস্ত, আর তাঁহারা তাঁহার নিয়ম ভঙ্গে শঙ্কা করেন না, যিনি প্রভুর প্রভু ও ঈশ্বরের ঈশ্বর, এবং যাঁহার শাসনে সকল ব্রহ্মাণ্ড বশীভূত রহিয়াছে।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যং॥
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ॥

যত ঈশ্বর আছেন তাঁহারদিগের পরম মহেশ্বর সেই পরমাত্মা হয়েন, আর যত দেবতা আছেন তাঁহারদিগের তিনি পরম দেবতা হয়েন, আর যত প্রভু আছেন তাঁহারদিগের তিনি প্রভু আর সকল উত্তমের তিনি উত্তম হয়েন। অতএব সেই জগতের ঈশ্বর ও সকলের স্তবনীয় প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি।

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতিসূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
কঠোপনিষদ্॥

ইঁহার ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে, এবং ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু, এবং পঞ্চম যে যম তাহারা আপন আপন কার্য্যে ধাবমান হইতেছে।

অনেক ব্যক্তি স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম লোক নিকটে গোপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, এবং রাজদণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেই আপনারদিগকে মুক্ত বোধ করেন, কিন্তু ইহা তাঁহারা জানেন না যে সর্ব্ব সাক্ষী ও সর্ব্ব নিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকটে কোন কর্ম্ম গোপন থাকে না, তিনি তাঁহারদিগের পাপের শাস্তি জন্য ভয়ানক উদ্যত বজ্রের ন্যায় রহিয়াছেন। "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" দূরে বা নিকটে সে শাস্তি পাপাচারিরা অবশ্য প্রাপ্ত হইবে।

অতএব হে সভ্যগণেরা! অস্মদাদির নিয়ত কর্ত্তব্য যে কৃপালু পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞানালোচনা ও

তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা করি,যাহাতে অন্তিম কালে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইবেক।

তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি॥

নীতিসার

২৬ তত দুর্ভাগ্য নহি যত আমরা মনে করি।
২৭ অনিপুণ কর্ম্মঠ তাহার যন্ত্রকেই দোষি করে।
২৮ পরাধীন ধনী অপেক্ষা স্বাধীন দরিদ্র সুখী।
২৯ অল্প প্রমাদ হইতে মহা অনর্থের সম্ভাবনা।
৩০ আয়াস সাধ্য কর্ম্ম পাপ হইতে নিবৃত্তি রাখিবার উত্তম উপায়।
৩১ সর্পের ন্যায় নিন্দুককে পরিত্যাগ কর।
৩২ বিপদ্ অতি নির্দ্দয় গুরু।
৩৩ বিপদ্ বিনা বিপদ্‌কে অতিক্রম করা যায় না।
৩৪ বন্ধু ব্যতীত পৃথিবী অরণ্য তুল্য।
৩৫ ধিক্ সে উপদেষ্টাকে, যে আপনার উপদেশ গ্রহণ না করে।
৩৬ যে যাহাকে ঈর্ষা করে,সে তাহার প্রধানত্ব স্বীকার করে।
৩৭ লোভের প্রভুত্বে মনুষ্যত্বের হানি হয়।
৩৮ দুষ্টের উপকারে শিষ্টের অপকার।
৩৯ কামনার হ্রাসতায় সম্পত্তির বৃদ্ধি।
৪০ যখন তোমাকে কেহ মন্দ বলে তখন এমত ব্যবহার করিবে যাহাতে তাহার বাক্য লোকে গ্রাহ্য না করে।
৪১ মৃত্যুর ঔষধ নাই।
৪২ প্রকাশ্যে যাহা করিতে না পার গোপনে তাহা করিবে না।
৪৩ পদ্মেতেও কণ্টক আছে।
৪৪ গুণী ব্যক্তি পর গুণে দ্বেষ করে না।
৪৫ অধিকের নিমিত্তে অনেকে সকল নষ্ট করে।
৪৬ অরণ্যে বাস করিলেই তপস্বী হয় না।
৪৭ ধন উপার্জ্জন অপেক্ষা রক্ষা করা কঠিন।
৪৮ দোষির প্রতি তত ক্রোধ করা উচিত নহে যত দয়া করা উচিত।
৪৯ অপরাধ বালুকাতে এবং অনুগ্রহ প্রস্তরেতে অঙ্কিত কর।
৫০ দুঃখ বিনা সুখ লব্ধ হয় না।
৫১ আপনার মান্যতা আপনার নিকট।
৫২ অসৎ সঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জন ভাল।
৫৩ অসৎ গ্রন্থ অধর্ম্মের উৎস।
৫৪ তাহাকে সাবধান, যাহার আপনার মান্যতার প্রতি দৃষ্টি নাই।
৫৫ ভবিষ্যৎ প্রতীক্ষাকে নিতান্ত অবলম্বন করিবে না।
৫৬ সৌন্দর্য্য জীবনের পুষ্প এবং ধর্ম্ম জীবনের ফল।
৫৭ বিপদে ধৈর্য্য এবং সম্পদে ক্ষমা মনুষ্যের অলঙ্কার।
৫৮ কপট মিত্র অপেক্ষা অকপট শত্রুও ভাল।
৫৯ অদৃষ্টের প্রতি নির্ভর করা কাপুরুষের লক্ষণ।
৬০ মিথ্যা ভিন্ন সংসার নির্ব্বাহ হইতে পারে না ইহা মিথ্যা বাদির বাক্য।
৬১ সহস্র উপদেশ অপেক্ষা এক মাত্র দৃষ্টান্তের বল অধিক।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা তত্ত্ববোধিনী সভাতে পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থ সকল দান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের সংখ্যা
ভবদেব	১
ভাষাপরিচ্ছেদ	৩
সিদ্ধান্ত মুক্তাবলি	২
সাহিত্যদর্পণ	১
কাব্যপ্রকাশ	১

বিক্রমোর্ব্বশী	১
মালতীমাধব	১
অভিজ্ঞানশকুন্তল	১
মৃচ্ছকটি	১
উত্তর রামচরিত্র	১
রত্নাবলী	১
প্রসন্নরাঘব (অসম্পূর্ণ)	১
কুমার সম্ভব	১
ভট্টি	১
মাঘ (অসম্পূর্ণ)	১
রঘুবংশ	১
রঘুবংশ (অসম্পূর্ণ)	১
পদাঙ্কদূত	১
সুপদ্মব্যাকরণ (অসম্পূর্ণ)	১
কারকোল্লাস	১
কবিকল্পদ্রুমগণ	১
দুর্গাসিংহ বৃত্তি (অসম্পূর্ণ)	১
অমরকোষ	১
শ্রুতবোধ	১
ছন্দোমঞ্জরী (অসম্পূর্ণ)	১
নানাস্তবকবচ প্রভৃতি এবং নৈষধ, ভট্টি, সারমঞ্জরী ও অমরকোষ এই সকল গ্রন্থের প্রত্যেকের কিয়দংশ	১
চৈতন্য চরিতামৃত	১
হিন্দীভাষাতে নজীরের কবিতা	১
শ্রীযুক্ত পিটর বর্টন সাহেব কৃত সংস্কৃত, হিন্দী, পারসীক, আরবী, এবং ইংরাজি ভাষাতে মনুষ্য দেহ সম্বন্ধীয় অভিধান	১
শ্রীযুক্ত হ, প, ফর্স্টর সাহেব কৃত ইংরাজি ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক রচনা	১
শ্রীযুক্ত ম, উ, উলস্টন্ সাহেব কৃত ইংরাজি ভাষাতে সংস্কৃত ব্যাকরণ	১
শ্রীযুক্ত বেণ্টলি সাহেব কৃত হিন্দুদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যা	১
ইংরাজি ভাষাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন কালিক বিদ্যা বিষয়	১

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য সহিত মুল উপনিষৎ	১
ভগবদ্গীতা	১
রামগীতা	১
ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবধি ষোড়শ ব্যাখ্যান	১
ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠব্যাখ্যান	১
হিতবোধ	১
অবতরণিকা	২
পাষণ্ডপীড়ন	১
পথ্য প্রদান	১
শারীরিক ভাষ্য	১
উপাসনা বিষয়ে ষট্ সপ্ততি ব্যাখ্যান	১
ঐ ঊনসপ্ততি ব্যাখ্যান	১
ঐ অষ্টনবতি ব্যাখ্যান	১

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাস	১
ব্রহ্মবিষয়ক গীত পুস্তক	১
রামমোহন রায় কৃত ধর্ম্ম বিষয়ে বাঙ্গালাগ্রন্থ ও পারসীক গ্রন্থ	১
পারসীক ভাষাতে দেওয়ান হাফেজ	১
শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কৃত ইংরাজি ভাষাতে কতিপয় উপনিষদাদির অনুবাদ	১
শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কৃত ইংরাজি ভাষাতে কতিপয় উপনিষদ্ ও ব্রাহ্ম সমাজের ব্যাখ্যান প্রভৃতির অনুবাদ	১
শ্রীযুক্ত রামমোহন রায় কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের হিতোপদেশ তাৎপর্য্য	১
শ্রীযুক্ত উইলকিন্স সাহেব কৃত ইংরাজি ভাষাতে ভগবদ্গীতার অনুবাদ	১

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	১
বিদ্যাদর্শন	১

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত গ্রন্থ।

ইংরাজি ভাষাতে ব্রিজওয়াটর ট্রিটিজ্ নামক গ্রন্থের নবম সংখ্যা	১

বিজ্ঞাপন

তত্ত্ববোধিনী সভা

গত ১৪ মাঘ দিবসীয় বিশেষ সভার আদেশ অনুসারে গত মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব সকল বিচার জন্য আগামি ১১ ফাল্গুণ সোমবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক।

গত মাসীয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত প্রস্তাব।

১—শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় অবেতনভুক্ সহকারি সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েন, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত কেবল পত্রিকার কর্ম্ম ও অন্য অন্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে নিযুক্ত থাকেন।

২—শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে মহাশয়কে অবেতনভুক্ ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা যায়।

৩—তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার বিষয়ে বিবেচনা হয়।

৪—বর্ত্তমান শকের নিয়ম পত্রের ১ এবং ৩৩ সংখ্যক নিয়ম বিচারিত হয়।

৫—সভা হইতে ব্রাহ্মসমাজে মাসিক ধন দানের বিষয় বিচারিত হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ সভা

১১ পৌষ ১৭৬৮ শক

শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্ন মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি হইলেন।

অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবিত এক জন অবেতনভুক্ ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণ বিষয়ের বিচার অদ্যকার সভায় উত্থাপিত হইলে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষকতায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত এই প্রস্তাব করিলেন যে সভার কর্ম্ম অত্যন্ত বাহুল্য হওয়াতে সহকারি সম্পাদকের যে সমুদয় কর্ম্ম তাহা এইক্ষণে আমার দ্বারা উপযুক্ত মত সম্পন্ন হওয়া কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, কেবল পত্রিকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্যই সমুদয় সময় ক্ষেপ হয়। অতএব আমার প্রস্তাব এই যে সভার সমুদয় বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য আমার পরিবর্ত্তে অন্য এক জন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে এই প্রস্তাব করিলেন যে এক জন অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের পোষকতায় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু এই প্রস্তাব করিলেন যে সভার প্রথম সংখ্যক নিয়ম পুনর্ব্বার বিচারিত হয়।

শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার পানির পোষকতায় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে আশী টাকা পর্য্যন্ত প্রতি মাসে কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্য নিমিত্তে তথাকার উপাচার্য্যের প্রার্থনানুসারে সভার ধন হইতে দেওয়া যাইবেক।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের পোষকতায় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন যে পরলোক বাসী শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনাবধি আপনার জীবিতাবস্থা পর্য্যন্ত তাহার তাবৎ কার্য্য নিষ্পাদন নিমিত্তে প্রতি মাসে আশী টাকা দান করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার লোকান্তর গমনে সভার পক্ষে বিশেষ হানির বিষয় হইয়াছে। অতএব ঐ মহোপকারি মৃত মহাত্মার এই মহৎ কার্য্যে বাধ্য হইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ করা যায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করিলেন যে ১৭৬৮ শকের নিয়ম পত্রের ৩৩ সংখ্যক নিয়ম রহিত হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীশ্রীধর বিদ্যারত্ন।
সভাপতি।

বিশেষ সভা

১৪ মাঘ ১৭৬৮ শক

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি হইলেন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পোষকতায় শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে প্রস্তাব করিলেন যে যে সকল প্রস্তাব গত পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে তাহা নিয়মানুসারে হয় নাই, অতএব আমার প্রস্তাব যে উক্ত প্রস্তাব সকল আগামি ১১ ফাল্গুণ সোমবার সন্ধ্যা ছয় ঘণ্টার সময়ে বিশেষ সভায় বিচারিত হয়।

ইহাতে সভাস্থ সভ্যদিগের সম্মতি হইল।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।
সভাপতি।

বিজ্ঞাপন

ব্রাহ্মসমাজ

প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ যাহা সন্ধ্যা কালে হইত এইক্ষণে তাহা প্রাতে সূর্য্যোদয় পরে হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীধর শর্ম্মা।
উপাচার্য্য।

চতুর্থভাগ
৪৪ সংখ্যা
১ চৈত্র ১৭৬৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

১ পরমেশ্বরের সংহার গুণের কল্পিত অবয়ব শিবের উপাসক যাঁহারা তাঁহারা শৈব নামে খ্যাত হয়েন। শক্তি উপাসকদিগের ন্যায় ইহাঁরাও বিশেষ বিশেষ বীজ মন্ত্রে উপদিষ্ট হয়েন। একাক্ষর মন্ত্র যথা হৌঁ। ত্র্যক্ষর মন্ত্র যথা ওঁ জুঁ সঃ। ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয়াত্মক মন্ত্র। 'ঊর্দ্ধ্ব ফট্।' ইহার নাম চণ্ড মন্ত্র। পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যথা 'নমঃ শিবায়।' ষষ্ঠাক্ষর মন্ত্র যথা 'ওঁ নমঃ শিবায়' অষ্টাক্ষরমন্ত্র যথা 'হ্রীঁ ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ।' এই প্রকার বিংশতি অক্ষর প্রভৃতি মন্ত্র আছে, এবং মন্ত্র বিশেষে বিশেষ বিশেষ ধ্যানাদি উপাসনার পদ্ধতি উক্ত হইয়াছে। তাহা কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসারে এবং অন্য অন্য তন্ত্র সংগ্রহে বিস্তারিত আছে। বিভূতি লেপন* এবং রুদ্রাক্ষ ধারণ† শিবোপাসনার বিশেষ অনুষ্ঠান, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে শিবের এই প্রকার মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমানসাবেতি জটালমৌলি-
র্ব্যাঘ্রত্বগালম্বিতমধ্যভাগঃ।
বিভূতিসংভূষিতভাস্বদঙ্গো-
রুদ্রাক্ষমালাকলিতোর্দ্ধদেহঃ॥

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী।

জটাযুক্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধায়ি, বিভূতি দ্বারা ভূষিত এবং উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্ট, এবং শরীরের ঊর্দ্ধভাগে রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত এই শ্রীমান্ পুরুষ আগমন করিতেছেন।

সুরা সেবন যেরূপ বীরাচারি শক্তি উপাসনার অঙ্গ, সম্বিদা* সেবন তদ্রূপ শিব উপাসনার সাধন হইয়াছে; সাধক তাহা মন্ত্র পূত করিয়া উল্লাস চিত্তে ধ্যান ও স্তুতি পূর্ব্বক পান করিবেক।

দণ্ডাধিরূঢ়াধরিপূরিতমোক্ষভোগা-
মিন্দুপ্রসন্নবদনাং জয়দানশীলাং।
আরাধয়ামি বহুশত্রুপরাজয়িত্রীং॥
বিশ্বেশ্বরীং ত্রিভুবনে বিজয়েতি দেবীং।

প্রাণতোষিণী।

দণ্ডারূঢ়া, মোক্ষ এবং ভোগ উভয়েতে পরিপূর্ণা, চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন বদনা, জয়দানশীলা, বহু শত্রু পরাজয়কর্ত্রী, বিশ্বের ঈশ্বরী, এবং ত্রিভুবনে বিজয়া নামে বিখ্যাতা যে দেবী তাঁহাকে আরাধনা করি।

কলয়তি কবিতাং মহতী কুরুতে স্বার্থ-
দর্শনং পুংসাং। অপহরতি দুরিতনিলয়ং
কিং কিং ন করোতি সম্বিদুল্লাসঃ॥

প্রাণতোষিণী।

---

* ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে মাইশোর দেশের মধ্যে মলেশ্বর বেট্ট নামক পর্ব্বতে এক প্রকার শ্বেত মৃত্তিকা প্রাপ্ত হয় যাহা তত্রস্থ শৈবেরা বিভূতির পরিবর্ত্তে ধারণ করেন।—Buch. Mysore. Vol 2. P. 43.

† শিখায়াং হস্তয়োঃ কণ্ঠে কর্ণয়োশ্চাপি যোনরঃ।
রুদ্রাক্ষং ধারয়েদ্ভক্ত্যা শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

যোগসার।

শিখাতে, হস্তদ্বয়ে, কণ্ঠে এবং কর্ণদ্বয়ে যে মনুষ্য ভক্তি পূর্ব্বক রুদ্রাক্ষ ধারণ করেন, তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হয়েন।

* প্রচলিত বাঙ্গলা ভাষাতে ইহাকে সিদ্ধি বলে, ইহার অন্য এক নাম বিজয়া।

সম্বিদুল্লাস দ্বারা মহতী কবিত্বারচনা হয়, পুরুষদিগের স্বার্থ দর্শন হয়, পাপ সমূহ ক্ষয় হয়, অতএব তদ্দ্বারা কি না হইয়া থাকে ?

জল-মিশ্রিত বিজয়ার ন্যায় বিজয়াধূম* পানও শৈবদিগের এক প্রধান অনুষ্ঠান।

অনেন মনুনানেন বিজয়াধূমশোধনং।
শোধয়িত্বা পিবেদ্ধূমং ন দোষোবিদ্যতে
হর। মন্ত্রস্তু ক্লৌঁ ক্লৌঁ ক্লৌঁ॥
প্রাণতোষিণী।

ক্লৌঁ, ক্লৌঁ, ক্লৌঁ এই মন্ত্র দ্বারা বিজয়া ধূম শোধন পূর্ব্বক পান করিবেক, হে হর! তাহাতে দোষ নাই।

এদেশে বিশেষতঃ গৃহস্থদিগের মধ্যে শিবোপাসক প্রায় প্রাপ্ত হয় না। দক্ষিণে দ্রাবিড় আদি দেশে এবং পশ্চিমে রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্যেতে এই ধর্ম্মাবলম্বি অনেক গৃহস্থ আছেন। রাজস্থানের অন্তঃপাতি মেওয়ার প্রদেশীয় বৃত্তান্ত অনুসারে বহুকাল পূর্ব্বেও শিবোপাসনাই তত্রস্থ রাজপরিবারের ধর্ম্ম ছিল। ইহার স্থানে স্থানে অতি আশ্চর্য্য শিব মন্দির ও শিবলিঙ্গ সকল স্থাপিত আছে। একলিঙ্গ নামক শিবের এক মহান্ মন্দির বিদ্যমান আছে, তাহা শ্বেত প্রস্তরে রচিত, এবং যে প্রকার চিত্র বিচিত্র কার্য্য তাহাতে আছে তাহা ব্যক্ত করা যায় না। মেওয়ারের পশ্চিম ভাগে শিরোহি প্রদেশস্থ অর্ব্বুদ পর্ব্বত স্থিত শিব মন্দির দ্বারা খচিত রহিয়াছে, তাহা হইতে কতক গুলিন খোদিত লিপি প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সম্বৎ ৭২৭ অবধি ১৮৭৭ পর্য্যন্ত ১১৫০ বৎসরের অনেক লিপিতে শৈব রাজা প্রভৃতির বিবরণ আছে। যাঁহারা শিবভক্ত ছিলেন ও শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং শিব মন্দির সকল নির্ম্মাণ ও [illegible] করিয়াছেন [illegible] এই প্রাচীন অনুসারে প্রায় [illegible] পূর্ব্বাবধি [illegible] শৈবধর্ম্ম প্রচলিত আছে। [illegible] দেশীয় গৃহস্থের মধ্যে পৃথক্ শিবোপাসক প্রায় নাই, তবে শক্তি উপাসকেরা পশুপতি শিবের অর্চ্চনা ও শিবব্রত সকল পালন করিয়া থাকেন।

* অর্থাৎ গাঞ্জা।
† Tod's Rajasthan Vol 1.
‡ A. R. Vol. 16. P. 284.

আদৌ শিবং পূজয়িত্বা শক্তিপূজা ততঃপরং।
নতুবা মূত্রবৎ সর্ব্বং গঙ্গাতোয়ং ভবেদ্যদি॥
অতএব মহেশানি আদৌ লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।
প্রাণতোষিণীধৃততোড়লতন্ত্রবচনং॥

অগ্রে শিবপূজা পরে শক্তি পূজা করিবেক, নতুবা গঙ্গা জল হইলেও সমুদয় পূজার সামগ্রী মূত্রবৎ হয়। অতএব হে মহেশানি! অগ্রে লিঙ্গ পূজা করিবেক।

ফলতঃ শৈবের মধ্যে সন্ন্যাসিই অনেক; তন্মধ্যে শৈবযোগি এক প্রধান সম্প্রদায়। এই কাণফাট যোগিরা বিশেষতঃ পশ্চিম প্রদেশে বহু সংখ্যাতে দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা কর্ণদেশে ছিদ্র করিয়া তাহাতে চক্রাকার প্রস্তর খণ্ড ধারণ করেন, এবং তাহা শিবের কুণ্ডল বলিয়া ব্যক্ত করেন। হিন্দী ভাষাতে কাণ্ শব্দে কর্ণ এবং ফট্ শব্দে ছিদ্র, এই হেতু হিন্দী ভাষা অনুসারে ইহাঁরা কণ্ফট্ যোগি নামে খ্যাত হয়েন। গোরক্ষপুরে এই সম্প্রদায়িদিগের এক মন্দির নির্ম্মাণ হয়, আলাউদ্দীন নামক মোসলমান যিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন, তিনি তাহা ভ্রষ্ট করিয়া মসীদ করেন। কিয়ৎ কাল পরে গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়িরা ঐক্য পূর্ব্বক তাহার নিকটবর্ত্তি অন্য স্থানে পুনর্ব্বার এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু অরঙ্গজেব যিনি ১৮৯ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর রাজতক্ত প্রদে অভিষিক্ত হয়েন, তিনি তাহাও মোসলমান উপাসনার স্থান করিলেন। তদনন্তর বুদ্ধনাথ পুনর্ব্বার অন্য স্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অদ্যাপি সেই স্থানে বিদ্যমান আছে, তাহার সান্নিধ্য দক্ষিণ পার্শ্বে পশুপতিনাথ, মহাদেব, এবং হনুমানের মন্দির স্থাপিত আছে*।

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয় সংহিতা, এবং গোরক্ষ সংহিতাতে ইহাঁরদিগের সাধ্য হঠযোগের বিবরণ করিয়াছেন, এই সকল গ্রন্থে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গের বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থ সহজানন্দচিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের কৃত, তাহাতে চারি উপদেশ, প্রথম উপদেশে প্রথমতঃ প্রধান প্রধান হঠযোগির নাম, ব্যক্ত

* A. R. Vol. 17. P. 191.

করিয়াছেন, পরে যোগ সাধক এবং তাহার প্রতিবন্ধক ক্রিয়া সকলের বিবরণ করিয়াছেন, তদনন্তর যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এই চারি প্রকার যোগাঙ্গ, যোগের অধিকার, এবং যোগিদিগের ভোজনের নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় উপদেশে ধৌতী, বস্তী প্রভৃতি ষট্ কর্ম্ম এবং নানা প্রকার কুম্ভকের লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় উপদেশে দশ প্রকার মুদ্রার বৃত্তান্ত বলিয়াছেন, এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধি প্রভৃতি ও নানা প্রকার সিদ্ধাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। দত্তাত্রেয় সংহিতা দত্তাত্রেয় ভাষিত বলিয়া খ্যাত আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এবং ভাগবত পুরাণে দত্তাত্রেয়কে অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র বিষ্ণু অবতার বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং পরম যোগী ছিলেন ও যোগ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রহ্লাদাদির গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন*। তাঁহার প্রণীত সংহিতাতে প্রথমতঃ মন্ত্রযোগ অর্থাৎ মাতৃকান্যাসাদি পূর্ব্বক কেবল মন্ত্র জপ দ্বারা যে যোগ কৃত হয় তাহার বিধান করিয়া তাহার অধমত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন†। তদনন্তর লয় যোগের উল্লেখ পূর্ব্বক নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শয়ন, মত্যুঞ্জয় ধ্যান প্রভৃতি সঙ্কেত তাহার অঙ্গ রূপে উক্ত করিয়াছেন, তদনন্তর প্রণালী ক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের বিস্তারিত বিবরণ করিয়াছেন। গোরক্ষ সংহিতাতে গুরু গোরক্ষের উপদিষ্ট যোগ প্রকরণ বিস্তারিত আছে।' কণ্ফট্ যোগিরা গোরক্ষনাথকে শিবাবতার রূপে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রণীত হঠযোগ অভ্যাস করেন। হিন্দী ভাষাতে কবীর এবং গোরক্ষনাথের এক কথোপকথন আছে, সেই গ্রন্থে তিনি কহেন যে

আদিনাথকে নাতী মচ্ছন্দ্রনাথকে পূত।
মৈঁ যোগী গোরখ অবধূত॥

আমি গোরক্ষ নামক অবধূত যোগী, আমি মচ্ছন্দ্রনাথের পুত্র এবং আদিনাথের পৌত্র।

আবুলফজল্ তাঁহার কৃত আইন আকবরি গ্রন্থে অযোধ্যার বৃত্তান্ত লেখেন যে দিল্লীর অধিপতি স্থলতান সেকন্দর লোডি যিনি ৩৫৮ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন* তাঁহার রাজত্ব কালে কবীর বর্ত্তমান ছিলেন। ভক্তমালেও স্থলতান সেকন্দরের সহিত কবীরের সাক্ষাৎ হইবার ইতিহাস আছে। অতএব কবীরের সমকাল বিদ্যমান কণ্ফট্ যোগিদিগের গুরু গোরক্ষনাথ ন্যূনাধিক ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কবীর গোরক্ষনাথের কথোপকথনের অন্তর্গত পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা ইহা প্রাপ্ত হইতেছে যে মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরক্ষনাথের পিতা ছিলেন। শ্রীযুক্ত উইল্সন সাহেব স্বীয় সংগৃহীত হিন্দুদিগের উপাসনা বিষয়ক বিবরণে‡ লিখিয়াছেন যে হঠপ্রদীপিকা অনুসারে মৎস্যেন্দ্রনাথ হইতে পরম্পর পঞ্চশিষ্যের পরে গোরক্ষনাথ বিদ্যমান ছিলেন¶। কিন্তু তিনি যে বচনানুসারে এই উক্তি করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সে বচনে কেবল কতিপয় প্রধান যোগির নাম মাত্র উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা পরম্পর

---

* ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোনসূয়য়া।
আন্বিক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্যউচিবান্॥
ভাগবতে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়।

অত্রি এবং অনসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয় তিনি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার। তিনি অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আত্ম বিদ্যা দিয়াছিলেন।

মুনিপুত্রবৃতোযোগী দত্তাত্রেয়োপ্যসঙ্গতাং।
অভীপ্সমানঃ সরসি নিমমজ্জ চিরং বিভুঃ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

মুনি পুত্র দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বিভু দত্তাত্রেয় যোগী সঙ্গ পরিত্যাগের ইচ্ছা পূর্ব্বক বহু কালের জন্য সরোবরে মগ্ন হইয়াছিলেন।

† মন্ত্রযোগোহি যঃ প্রোক্তোযোগানামধমঃস্মৃতঃ।
দত্তাত্রেয় সংহিতা।

এই উক্ত যে মন্ত্রযোগ, তাহা সকল যোগের অধম।

* W. C. Taylor's History of British India P. 38

‡ তাঁহার কৃত এই বিবরণে হিন্দু উপাসকদিগের বিষয়ে অনেক সংগ্রহ হইয়াছে। তাহা হইতে অনেক সন্ধান প্রাপ্তি পূর্ব্বক এই যোগিদিগের বিষয়ে এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত অনেক হিন্দু উপাসকদিগের বিষয়ে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, এবং পরেও তাহা হইতে এবিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিব।

¶ A. R. Vol. 17. P. 190.

প্রণালীক্রমে শিষ্য ছিলেন কি না, তাহার কোন বাষ্পও তাহাতে নাই। পঞ্চালিখিত সেই বচন পাঠ করিলেই তাহা বোধ হইবে।

শ্রীআদিনাথমৎস্যেন্দ্রসারদানন্দভৈরবাঃ।
চৌরঙ্গীমীনগোরক্ষবিরূপাক্ষবিলেশয়াঃ॥
মন্থানভৈরবোযোগী সিদ্ধবোধশ্চ কন্থড়ী।
কোরণ্ডকঃ সুরানন্দঃ সিদ্ধপাদশ্চ চর্পটী॥
কণেরিঃ পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথোনিরঞ্জনঃ।
কাপালিবিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরোময়ঃ॥
অক্ষমপ্রভুদেবশ্চ ঘোড়াচুলী চ টিণ্টিনী।
ভল্লটির্নাগবোধশ্চ খণ্ডকাপালিকস্তথা॥
ইত্যাদয়োমহাসিদ্ধাহঠযোগপ্রভাবতঃ।
খণ্ডয়িত্বা কালদণ্ডং ব্রহ্মাণ্ডে বিচরন্তি যে॥
হঠপ্রদীপিকা প্রথম উপদেশ।

আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্র, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গী, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থানভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কণেরি, পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বর, ময়, অক্ষম, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিণ্টিনী, ভল্লটি, নাগবোধ, খণ্ডকাপালিক, ইত্যাদি মহাসিদ্ধ ব্যক্তি সকল হঠযোগ প্রভাবে দ্বারা যমদণ্ডকে খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

গোরক্ষ সংহিতা এই মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র গোরক্ষ গুরু প্রণীত বলিয়া খ্যাত আছে। তাহাতে হঠপ্রদীপিকা এবং দত্তাত্রেয় সংহিতার প্রণালী ক্রমে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিবরণ করিয়াছেন, এবং ষট্ চক্র সাধনের বিস্তারিত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যোগের অষ্টাঙ্গ না লিখিয়া যম নিয়ম ভিন্ন কেবল ষড়ঙ্গ উক্ত করিয়াছেন*। দত্তাত্রেয় সংহিতাতে যোগের অষ্ট অঙ্গ বলিয়াছেন।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃপরং।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃস্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমউচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥

যম, নিয়ম, তৎপরে আসন, চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম, পঞ্চম অঙ্গ প্রত্যাহার, ষষ্ঠ অঙ্গ ধারণা, সপ্তম অঙ্গ ধ্যান এবং সকল পুণ্যদায়ক অষ্টম অঙ্গ সমাধি।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, আর্জব, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার, এবং শৌচ এই দশকে যম শব্দে বলিয়াছেন, আর তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোম এই দশকে নিয়ম শব্দে বলিয়াছেন†। এই যোগিরা শিব পূজা করেন, এবং মস্তকে জটাধারণ ও অঙ্গেতে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন। ইহাঁরদিগের আহারের অতি কঠিন নিয়ম; অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এই চারি প্রকার রস ও মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ইহাঁরদিগের অপথ্য‡, এবং যব, গোধূম, ধান্য, এবং দুগ্ধ ও মধু প্রভৃতি ইহাঁরদিগের সুপথ্য¶। আর স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ ইহাঁরদিগের অন্তরঙ্গ সাধন।

যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃক্ষয়োবিন্দুহীনাদসামর্থঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জ্জং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঽঙ্গস্য সিদ্ধিঃস্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ।
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

স্ত্রী সঙ্গ করিলে বিন্দু ক্ষয় হয়, এবং বিন্দু ক্ষয় হইলে আয়ু নাশ হয়, অতএব যত্ন পূর্ব্বক স্ত্রীদিগের সঙ্গ ত্যাগ অভ্যাস করিবেক। বিন্দু ধারণ দ্বারা সতত যোগিদিগের অঙ্গ সিদ্ধি হয়।

যোগিরা যদিও বিবাহ না করেন, তথাপি ধনাধিকার প্রভৃতি বিষয় ব্যাপারে অনেকে

---

* আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥
আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি, [illegible] ষড়ঙ্গ বলেন।

† অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবং।
ক্ষমাধৃতির্ম্মিতাহারঃশৌচং চেতি যমাদশ॥
তপঃ সন্তোষআস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনং।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীমতিশ্চ জপোহুতং॥
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
হঠপ্রদীপিকা প্রথম উপদেশ।

‡ কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাকসৌবীরতৈল তিলসর্ষপমৎস্যমদ্যাঃ। অজাদিমাংসদধিতক্র কুলত্থকোলপিন্যাকহিঙ্গুলসুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ॥
হঠপ্রদীপিকা।

কটু, অম্ল, তিক্ত, লবণ, উষ্ণ, হরীত শাক, সৌবীর, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, অজাদি মাংস, দধি, তক্র, কুলত্থ, বরাহমাংস, পিন্যাক, হিঙ্গু, লসুনাদি দ্রব্য যোগিদিগের অপথ্য।

¶ গোধূমশালিযবষষ্টিকশোভনান্নং।
ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতামধূনি॥
শুণ্ঠীকপোলকফলাদিকপঞ্চশাকং।
মুদ্গাদিদিব্যমুদকঞ্চ যমীন্দ্রপথ্যং॥
হঠপ্রদীপিকা।

গোধূম, শালিধান্য, যব, ও সুচারু অন্ন যে ষষ্টিক ধান্য, এবং শুণ্ঠী, কপোলক ফল, পঞ্চশাক, মুদ্গ প্রভৃতি এবং উত্তম জল এই সকল যোগির পথ্য।

প্রবৃত্ত হয়েন। ত্রিবেণীর পশ্চিমে ন্যূনাধিক চারি ক্রোশ দূরে মহানাদ নামক গ্রামে এক যোগি রাজার নিবাস আছে; তিনি কণ্‌ফট্‌ যোগী। তাঁহার অধিকারে অনেক ভূমি ও অন্য অন্য সম্পত্তি আছে। অনেক শিষ্য তাঁহার আছে, তাহারাই তাঁহার পরিবার। তিনি —

ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট, রন্ধ্রহীন গর্ত্তযুক্ত, পরিমিত দীর্ঘ, সম্যক্‌ রূপে গোময় লিপ্ত ও পরিষ্কৃত, এবং নিঃশেষ রূপে যোগ-বাধক দ্রব্য বিহীন, হইবেক, আর বাহেতে মণ্ডপ, কূপ, ও বেদি রচিত হইবেক, এবং প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত থাকিবেক, এই প্রকার যোগ মঠের লক্ষণ সিদ্ধ হঠযোগিরা বলিয়াছেন। ২

এই স্থানকে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিয়া এবং সুগন্ধ দ্বারা সুবাসিত * করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবেন। এই উপবেশনের নানা প্রকার কৌশল আছে তাহা আসন শব্দে উক্ত হইয়াছে। এই আসন চতুরশীতি প্রকার, তন্মধ্যে পদ্মাসনের অভ্যাসই সামান্যতঃ অনেকে করিয়া থাকেন, এবং দত্তাত্রেয় সংহিতাতে পদ্মাসনকেই শ্রেষ্ঠ আসন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন†। যোগী আসনারূঢ় হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি বিস্তার পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবেন।

বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং
তথাপ্যন্যোরূপরি তস্য বন্ধনবিধৌ ধৃত্বা করাভ্যাং
দৃঢ়ং। অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে বিধায় চিবুকং নাসাগ্রমা-
লোকয়েদেতদ্ব্যাধিবিনাশকারি যমিনাংপদ্মাসনং
প্রোচ্যতে॥

গোরক্ষসংহিতা।

বাম উরূপরি দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরূপরি বাম পদ সংস্থাপন করিয়া এবং পশ্চাৎ ভাগ দিয়া বন্ধন বিধি ক্রমে দুই হস্ত দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া হৃদয়ে চিবুক স্থাপন পূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগ দৃষ্টি করিবেক। যতিদিগের এই আমাদোষধিনাশক পদ্মাসন শব্দে উক্ত হয়।

প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিবেক অর্থাৎ নাসিকার দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করিবেক, ধারণ করিবেক এবং রেচন করিবেক। ইহার বিশেষ বিশেষ কাল, সংখ্যা এবং প্রকার উক্ত এবং সকল বিস্তারিত রূপে যুক্ত আছে। ইহার প্রথম অভ্যাস কালে কেবল দুগ্ধ ও জল পান করিয়া থাকিবেক।

স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তং।
সম্যগ্গোময়সান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধ্যোজ্ঝিতং॥
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরচিতং প্রাকারসম্বেষ্টিতং।
প্রোক্তংযোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ॥

হঠপ্রদীপিকা।

* এই বশিষ্ঠ গঙ্গা, এবং শিবস্থাপনের এই গ্রামের মহানাদ নাম বিষয়ে এই আশ্চর্য্য জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে এই স্থানে এক দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল, তাহা দ্বারা সেই শঙ্খের মহানাদ হয়, সেই নাদ শ্রবণ করিয়া সকল দেবতারা সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহারদিগের আগমন প্রযুক্ত তথায় জটেশ্বর শিব এবং বশিষ্ঠ গঙ্গা করিলেন, এবং ঐ মহানাদ হওয়াতে সে স্থানের মহানাদ নাম রাখিলেন।

† Todd's Rajasthan Vol. 1.

* দিনে দিনেষু সংসৃষ্টং সম্মার্জন্যাপ্যতন্দ্রিতঃ।
বাসিতঞ্চ সুগন্ধেন ধূপিতং গুগ্গুলাদিভিঃ॥

দত্তাত্রেয়সংহিতা।

অলস শূন্য হইয়া প্রতি দিন সম্মার্জনী দ্বারা মঠ পরিষ্কৃত করিবেক। এবং ধূপ, গুগ্গুল ও অন্য অন্য সুগন্ধ দ্বারা বাসিত করিবেক।

† কিন্তু হঠপ্রদীপিকাতে সিদ্ধাসনকে শ্রেষ্ঠ করিয়া বলিয়াছেন। পদ্মাসন এবং অন্য অন্য আসনের মতান্তরে নানা প্রকার আছে।

অভ্যাসকালে প্রথমে শস্তং ক্ষীরাজ্যভোজনং।
ততোভ্যাসে দৃঢ়ীভূতে ন তাদৃঙ্‌নিয়মগ্রহঃ॥
হঠপ্রদীপিকা দ্বিতীয়োপদেশ।

প্রথম অভ্যাস কালে দুগ্ধ ও জল পান প্রশস্ত, দৃঢ় অভ্যাস হইলে এনিয়ম নাই।

প্রাণায়ামের দ্বিতীয় অঙ্গ যে কুম্ভক তাহা অনুষ্ঠান ভেদে শীতলী, শীৎকার প্রভৃতি নানা সংজ্ঞাতে উক্ত হয়।

জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য পূর্ব্ববৎ কুম্ভকাদিতঃ।
শনৈস্তু ঘ্রাণরন্ধ্রাভ্যাং রেচয়েদনিলং সুধীঃ॥
গুল্মপ্লীহাদিকান্ দোষান্ জ্বরং রেতঃক্ষয়ং ক্ষুধাং
তৃষাঞ্চ শীতলী নাম কুম্ভকোয়ং নিহন্তি হি॥
হঠপ্রদীপিকা দ্বিতীয়োপদেশ।

জিহ্বার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ কুম্ভক করিয়া ধীর ব্যক্তি নাসিকা রন্ধ্র দ্বারা ক্রমশঃ বা নির্গত করিবেক। এই শীতলী নামক কুম্ভক গুল্ম প্লীহাদি, জ্বর, রেতঃক্ষয়, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নষ্ট করে।

~~এইরূপ যে কুম্ভক দ্বারা মুখেতে এবং নাসিকাতে শীৎকার হয় ও বিজৃম্ভণ হয় তাহার~~ নাম শীৎকার কুম্ভক। যে কুম্ভ দ্বারা বায়ুপূরক কালে ভৃঙ্গ নাদ ~~হয়,~~ এব রেচক কালে ভৃঙ্গী নাদ হয়, তাহার না ভ্রামরী কুম্ভক। হঠপ্রদীপিকাতে এইপ্র ~~কার~~ নানা কুম্ভকের বিবরণ করিয়া প ~~লেখেন যে অভ্যাস দ্বারা~~ রেচক পূরক বর্জি হইয়া কেবল কুম্ভক ~~করিতে~~ সমর্থ হয় অবস্থাতে ~~তাহার~~ কিছু দুর্লভ থাকে না।

কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জিতে।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥
হঠপ্রদীপিকা।

রেচক পুরক বর্জিত কেবল কুম্ভক সিদ্ধি যাহার হয় ত্রিভুবনে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না।

ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারা সাধক আস হইতে ~~উত্থান করিয়া~~ শূন্যে স্থিতি করিতে সমর্থ ~~হয়েন~~।

ততোধিকতরাভ্যাসাদ্ভূমিত্যাগশ্চ জায়তে।
পদ্মাসনস্থ এবাসৌ ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে॥
নিরাধারোবিচিত্রং হি তদা সামর্থ্যমুদ্ভবেৎ।
অল্পং বা বহু বা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে ক্বচিৎ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

~~তাহা হইতে~~ অধিকতর অভ্যাস ~~দ্বারা~~ ভূমি ত্যাগ হয়, সাধক পদ্মাসনে আরূঢ় হইয়া ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিতি করেন, তখন ~~যোগী~~ নিরাধার হইয়া বিচিত্র শক্তি লাভ করেন, ~~এবং~~ অল্প বা বহু ভোজন করিলে পীড়িত হন না।

~~অনপ্রতিতে~~ কু... দ্বারা আসন ~~উত্থাপন~~

~~লের অনেক ইতিহাস শ্রুত হয়। কিয়ৎ বৎসর হইল~~ মান্দ্রাজে শিশাল নামক এক জন দক্ষিণ দেশীয় যোগিকে এইরূপ আসন উত্থাপন করিতে হিন্দু ও ইংরাজ অনেকে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। ~~তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি~~

বীর শূন্যে ~~থাকিতে~~, কেবল পিত্তল দণ্ডে সংযুক্ত এবং দণ্ডের ন্যায় জড়িত মৃগচর্ম্মোপরি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মাত্র লগ্ন থাকিত, এবং সেই পিত্তল দণ্ড এক চতুষ্পাদ কাষ্ঠাসনোপরি বদ্ধ রহিত। ~~এই প্রকার~~ আসনারূঢ় হইয়া ~~চক্ষুর্দ্বয়ক~~ অর্দ্ধ মুদ্রিত ~~করিয়া পূর্ব্বক তিনি~~ জপ করিতেন। আসন আরোহণ ও পরিত্যাগ কালে তাঁহার শিষ্যেরা

* যখন কাষ্ঠাসন ও চর্ম্মাদি ~~আবরণ~~ ছিল, তখন ইহাতে কিছু কৃত্রিম থাকিতে পারে।

কর্ম্ম। নিশ্চল দৃষ্টি হইয়া যে পর্য্যন্ত অশ্রুপাত না হয় সে পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নাম ত্রাটক কর্ম্ম। এই রূপ শরীর মধ্যে জল পূরণ, বায়ু পূরণ ও তাহারদিগের নির্গমন প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের আদেশ করিয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠান ভিন্ন আর কতক গুলিন অঙ্গ ভঙ্গির প্রণালির অভ্যাস লিখিয়াছেন তাহার নাম মুদ্রা।

অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্ত্য বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরী॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

কপাল বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে বাবৃত্তি করিয়া বদ্ধ করিবেক, এবং ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিবেক, ইহার নাম খেচরী মুদ্রা।

অধঃশিরশ্চোর্দ্ধপাদঃ ক্ষণং স্যাৎ প্রথমে দিনে।
ক্ষণাচ্চ কিঞ্চিদধিকমভ্যসেদ্ধি দিনে দিনে॥
বলিতং পলিতং চৈব ষন্মাসাদ্ধি বিনাশয়েৎ।
যামমাত্রন্তু যো নিত্যমভ্যসেৎ স তু কালজিৎ॥
হঠপ্রদীপিকা ৩ উপদেশ।

অধোভাগে মস্তক, এবং ঊর্দ্ধ দিকে পদ রাখিবেক, প্রথম দিনে এইরূপ ক্ষণকাল সাধন করিবেক, এবং পরে দিন দিন অধিক অভ্যাস করিবেক। এই প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা বার্দ্ধক্যের চিহ্ন যে কেশের শুক্লতা ও মাংস কুঞ্চন তাহা ছয় মাস মধ্যে নষ্ট হয়, এবং প্রহরের মাত্র নিনি এইরূপ অভ্যাস করেন তিনি মৃত্যুকে জয় করেন।

পরে প্রত্যাহারের বিবরণ লিখিয়াছেন; কেবল কুম্ভকে অনুষ্ঠান কালে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিরস্ত করিবেক, এই প্রকার অনুষ্ঠানকে প্রত্যাহার শব্দে বলিয়াছেন।

একবারং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ কেবলকুম্ভকং।
প্রত্যাহারোহি এবং স্যাৎএবং কুর্য্যাদ্ধি যোগিনঃ॥
ইন্দ্রিয়ানিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোযৎ প্রত্যাহরতে স্ফুটং।
যোগী কুম্ভকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

প্রতিদিন একবার কেবল কুম্ভক করিবেক, ইহার নাম প্রত্যাহার, যোগিরা এপ্রকার অনুষ্ঠান করিবেন। যোগী কুম্ভক অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রত্যাহার করেন, এ নিমিত্তে ইহা প্রত্যাহার শব্দে উক্ত হয়।

ষট্‌চক্র ভেদ ও যোগিদিগের এক প্রধান সাধন* এবং হংস মন্ত্র জপ অতি অলৌকিক। কি প্রকার এই হংস মন্ত্র জপ হয় তাহা লিখিয়াছেন।

হংকারেণ বহির্ষাতি সকারেণ বিশেৎপুনঃ।
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবোজপতি সর্ব্বদা॥
ষট্ শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতি।
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবোজপতি সর্ব্বদা॥
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণ মাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
গোরক্ষসংহিতা।

হং শব্দ করিয়া বায়ু নির্গত হয়, এবং স শব্দ করিয়া পুনঃ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এই রূপে সকল জীব সর্ব্বদা জপ করেন, দিবা রাত্রিতে ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ হয়। এই অজপা নামে গায়ত্রী যোগিদিগের মোক্ষদায়িনী, অতএব তাহার স্মরণ মাত্রে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

শরীর মধ্যে স্থান বিশেষে বায়ু ধারণের নাম ধারণা। এই ধারণা পঞ্চ প্রকার যথা পৃথিবী ধারণা, আম্ভসী ধারণা, আগ্নেয়ী ধারণা, বায়বী ধারণা এবং নভো ধারণা। পায়ুদেশের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পঞ্চ দণ্ড কাল বায়ু ধারণের নাম পৃথিবী ধারণা। নাভি স্থানে যে বায়ু ধারণ তাহার নাম আম্ভসী ধারণা। নাভির ঊর্দ্ধ মণ্ডলে যে বায়ু ধারণ তাহার নাম আগ্নেয়ী ধারণা। হৃদয়ে যে বায়ু ধারণ তাহার নাম বায়বী ধারণা, ভ্রূমধ্য হইতে উপরি পর্য্যন্ত যে বায়ু ধারণ তাহার নাম নভো ধারণা। ইহারদিগের বিশ্বাস এই যে পৃথিবী ধারণা দ্বারা পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আম্ভসী ধারণা দ্বারা জলেতে মৃত্যু হয় না, আগ্নেয়ী ধারণা দ্বারা অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হয় না, বায়বী ধারণা দ্বারা কোন ভয় থাকে না, এবং নভো ধারণা দ্বারা কোন প্রকারে মৃত্যু হয় না। শরীর মধ্যে বায়ু সঞ্চালন এবং বায়ু ধারণাই এ যোগের আদ্যন্ত অনুষ্ঠান, গোরক্ষ দেবের অভিপ্রায়ে বায়ু স্থির না হইলে কিছুই স্থির হয় না, সুতরাং সিদ্ধি লাভও হয় না।

---

* ষট্ চক্রের বৃত্তান্ত ৪৩ সংখ্যক পত্রিকাতে দেখিবেন।

* শরীর মধ্যে স্থান বিশেষে বায়ু ধারণা করা, বা কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গির অভ্যাস করা, বা মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিতি করা, বা বাহ্য জ্ঞান শূন্য থাকা ইত্যাদি অনুষ্ঠান এককালে অসম্ভব নহে; এইক্ষণে হস্ত সঞ্চালনের কৌশলাদি যাহাকে ইংরাজি ভাষাতে মেসমেরিজম্ বলে, তদ্দ্বারা লোককে এমত অচেতন করিতেছে যে তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিলেও চৈতন্য হয় না, কিন্তু এই সমুদয় অনুষ্ঠানে সমর্থ হইলেই যে সাধকের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এমত নহে, জ্ঞান মনের ধর্ম্ম, মনে তাহার আলোচনা ব্যতীত বৃদ্ধি হইতে পারে না।

মনস্থীরেতে পবনস্থীর পবনস্থীরেতে বিন্দুস্থীর।
বিন্দুস্থীরেতে কন্দস্থীর বলে গোরখ দেব সকলস্থীর॥
হঠপ্রদীপিকাধৃতগোরক্ষবাক্য।

মন স্থির হইলে বায়ু স্থির হয়, বায়ু স্থির হইলে বিন্দু স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে কন্দ স্থির হয়, তাহা হইলে সকল স্থির হয়। ইহা গোরক্ষদেব বলেন।

গজবাধিয়া রাজা পবনবাধিয়া যোগী।
ধান্যবাধিয়া গৃহস্থ বিন্দুবাধিয়া ভোগী॥
হঠপ্রদীপিকাধৃত নাথবাক্য।

রাজা গজের বাধ্য, যোগী বায়ুর বাধ্য, গৃহস্থ ধান্যের বাধ্য, আর ভোগী বিন্দুর বাধ্য।

তদনন্তর ধ্যানের অভ্যাস লিখিয়াছেন। এই ধ্যান দুই প্রকার, সগুণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমান দেবতার ধ্যান, এবং নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ধ্যান। সগুণ ধ্যান দ্বারা অণিমাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আর নির্গুণ ধ্যান দ্বারা সমাধি যুক্ত হইয়া যথেচ্ছা সর্ব্ব সামর্থ্য লব্ধ হয়।

সমভ্যাসেত্তদা ধ্যানং ঘটিকাষষ্টিমেব চ।
বায়ুং নিরুধ্য তাং ধ্যায়েৎ দেবতামিষ্টদায়িনীং॥
সগুণধ্যানমেতৎস্যাদণিমাদিসুখপ্রদং।
নির্গুণং খমিব ধ্যায়েন্মোক্ষমার্গে প্রবর্ত্ততে॥
নির্গুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ সমভ্যসেৎ।
দিনদ্বাদশকেনৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

তখন ষষ্টি দণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবেক, বায়ু নিরোধ করিয়া ইষ্টদায়িনী দেবতার ধ্যান করিবেক। সগুণ দেবতার ধ্যান দ্বারা অণিমাদি সুখ লাভ হয়, আর আকাশের ন্যায় ব্যাপী নির্গুণ ধ্যান করিলে মোক্ষ পথে প্রবৃত্ত হয়। নির্গুণ ধ্যান সম্পন্ন হইলে অভ্যাস দ্বারা দ্বাদশ দিনে সমাধি প্রাপ্ত হয়।

তাহারদিগের এই বিশ্বাস যে সমাধি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহ ত্যাগ বা দেহ সম্ভোগ আপনার ইচ্ছাধীন হয়; যদি দেহ ত্যাগের ইচ্ছা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যথেচ্ছা সর্ব্বলোকে নানা সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন।

সর্ব্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ।
কদাচিৎ স্বেচ্ছয়াদেবো ভূত্বা স্বর্গেপি সঞ্চরেৎ॥
মনুষ্যোবাপি যক্ষোবা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণান্তরেৎ।
সিংহোব্যাঘ্রোগজোবাপি স্যাদিচ্ছাতোন্যজন্মতঃ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

অণিমাদি * ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন, কদাচিৎ স্বেচ্ছাধীন দেবতা হইয়া স্বর্গে বিরাজ করেন, এবং অন্য ক্ষণে যথা ইচ্ছা ক্ষণমাত্রে মনুষ্য, যক্ষ, সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তী হইয়েন।

১ হঠযোগের এই যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত, ইহার বিশেষ বিবরণ হঠপ্রদীপিকা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ সকলে প্রাপ্ত হইবে। কণ্‌ফট্ যোগী ভিন্ন অন্য বহু প্রকার শৈব যোগি আছেন। মচ্ছেন্দ্রি যোগিরা গোরক্ষের পিতা মৎস্যেন্দ্রনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য এক সম্প্রদায় যোগির নাম ভর্তৃহরি, তাঁহারা ভর্তৃহরিকে স্বীয় দলের স্থাপন কর্ত্তা বলিয়া মান্য করেন। শাঙ্গিহার যোগিরা শাঙ্গি লইয়া গান করতে ভ্রমণ করেন, এই হেতু তাঁহারদিগের নাম শাঙ্গিহার। এতদ্ভিন্ন নানা যোগি নানা বেশ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করেন †। কিন্তু এইক্ষণে অন্য অন্য ধর্ম্মের ন্যায় যোগধর্ম্মও এক প্রকার প্রবঞ্চনার উপায় হইয়াছে। অনেকে আপন কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান কিছু মাত্র করে না, কেবল ধর্ম্মচ্ছলে ভিক্ষা করিয়া পর্য্যটন করে, লোকের নিকটে মন্ত্র দ্বারা বা

---

* ইঁহারদিগের বিশ্বাস এই যে যোগ দ্বারা মহাদেব স্বীয় সাধককে এই অষ্ট ঐশ্বর্য্য দান করেন যথা

অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমেশিতা।
বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্য্যমষ্টধা স্মৃতং॥
শব্দকল্পদ্রুমধৃতশব্দমালাবচনং।

সূক্ষ্মতা অর্থাৎ স্বীয় শরীরকে যথেচ্ছা সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, লঘুতা অর্থাৎ তাহাকে যথেচ্ছা লঘু করিবার ক্ষমতা, ব্যাপ্তি অর্থাৎ যত দূর হউক সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা, প্রাকাম্য অর্থাৎ ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, মহিমা অর্থাৎ শরীরকে যথেচ্ছা স্থূল করিবার ক্ষমতা, ঈশিত্ব অর্থাৎ সকলকে শাসন করিবার ক্ষমতা, বশিত্ব অর্থাৎ সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, এবং কামাবসায়িতা অর্থাৎ আপনার সর্ব্ব কামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা, এই অষ্ট ক্ষমতার নাম অষ্ট ঐশ্বর্য্য।

† যদিও এই প্রকার নানা যোগি দৃষ্ট হয়, কিন্তু কাশীখণ্ডে একালে যোগ সাধনের নিষেধ প্রাপ্ত হইতেছে।

ন সিধ্যতি কলৌ যোগোন সিধ্যতি কলৌ তপঃ।
কাশীখণ্ডে ৩২ অধ্যায়ে।

কলিতে যোগ সিদ্ধ হয় না, কলিতে তপ সিদ্ধ হয় না।

চঞ্চলেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ স্যাৎ কলিকল্মষদূষণাৎ।
অল্পায়ুঃস্যাত্তথানৃণাং ক্বেহ যোগমহোদয়ঃ॥
কাশীখণ্ডে ৪১ অধ্যায়ে।

কলিকালে পাপ দোষের দ্বারা ইন্দ্রিয় সকল চঞ্চল হয়, এবং মনুষ্যদিগের অল্প আয়ু হয়, এখন যোগের উদয় কোথায়?

ঔষধ বিশেষ দ্বারা রোগ প্রতীকার করিতে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা গণনা প্রভৃতি করিতে আপনারদিগকে সমর্থ জানায়, এবং তদ্দ্বারা অজ্ঞানির নিকট হইতে নানাচ্ছলে অর্থ আহরণ করিয়া থাকে। ইহারাই এই পশ্চাল্লিখিত বচন সকলের প্রতিপাদ্য হইয়াছে।

মুণ্ডী চ দণ্ডধারী বা কষায়বসনোপি বা।
নারায়ণবদোবাপি জটিলোভস্মলেপনঃ॥
নমঃশিবায় বাচ্যোবা বহ্বার্চাপূজকোপি বা।
ক্রিয়াহীনোথ বা ক্রূরঃ কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

মুণ্ডিত মস্তক, দণ্ডধারী, কষায় বর্ণ বস্ত্র, নারায়ণ শব্দ উচ্চারণ কারী, জটাযুক্ত, ভস্মলিপ্ত, নমঃ শিবায় এই শব্দ উচ্চারণ কারী, বহু মুর্ত্তি পূজক, এই সকল লক্ষণ যুক্ত হইয়াও যদি ক্রূর হয়েন, বা যথা বিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান না করেন, তবে কি প্রকারে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন?

ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতত্তু সাঙ্কৃতে।
শিশ্নোদরার্থং যোগস্য কথং বা বেশধারিণঃ॥
অন্নপানবিহীনাস্তু বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিলঃ।
উচ্চাবচৈর্বিপ্রলম্ভৈর্যতস্তে অশনালয়ঃ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা।

হে সাঙ্কৃতি! যোগক্রিয়াই যোগ সিদ্ধির কারণ ইহা সত্য জানিবে। শিশ্নোদরের জন্য বেশধারি ব্যক্তির যোগ সিদ্ধি হয় না। এই প্রকার বেশধারিরা অন্ন পান বিহীন হইয়া লোক সকলকে বঞ্চনা করে, যেহেতু তাহারা নানা প্রকার বিসম্বাদ দ্বারা ভোজনাসক্ত হইয়াছে।

আশ্চর্য্য যে প্রাচীন কালে পারসীক দেশে সিপাসিয়ান নামক এক উপাসক সম্প্রদায় ছিল, তাহারদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দুদিগের ন্যায় যোগানুষ্ঠান করিত। তাহারদিগের ৮৪ প্রকার আসন ও প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সকল অবিকল হিন্দু যোগিদিগের ন্যায় ছিল। পারসীক ভাষাতে দাবিস্তান্ নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম প্রকরণে তাহারদিগের বিশেষ বৃত্তান্ত আছে যথা

شمهانزوایشان بسیارا
وانچه پسندیده و برگزیده اند هشتاد و چهار
است وازان هم چهارده استحباب نموده اند
وازان پنج برآورده اند وازپنج دو برگزیده اند
و چندی از جلسات موبد سروش ورزر
دست افشار آورده و یکی ازانکه برگزیده اند
آنست که چهار زانو نشیند و پای راست
بر زانوی چپ گذارد و پای چپ بر بالای
ران راست و دست ها پس پشت برد
و بدست راست نرانگشت پای چپ گیرد
و از چپ شست پای راست و چشم
بر سر بینی بدارد و این جامه را فرشین
خوانند و جوگیان هند پدم آسن گویند *

ইহারদিগের আসন অনেক প্রকার, তন্মধ্যে ৮৪ প্রকার উৎকৃষ্ট। তন্মধ্যে চতুর্দ্দশ প্রকার, এবং ঐ চতুর্দ্দশ আসনের মধ্যে পঞ্চ প্রকার, এবং ঐ পঞ্চ প্রকার মধ্যে দুই প্রকার আসন উৎকৃষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই পশ্চাল্লিখিত আসন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যথা, আসন পিঁড়ি হইয়া বসিবেক, এবং দক্ষিণ পদ বামোরূপরি ও বাম পদ দক্ষিণ উরূপরি স্থাপন করিবেক, আর হস্ত দ্বয় পৃষ্ঠভাগে আনয়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ ও বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবেক এবং নাসিকার উপরি ভাগে দৃষ্টি রাখিবেক। এই আসনকে তাহারা ফরশীন্ শব্দে বলে, এবং হিন্দু যোগিরা ইহাকে পদ্মাসন কহে।

এই প্রকার রেচক পূরকাদি প্রাণায়াম ও ষট্চক্র ভেদের সাধন পর্য্যন্ত তাহারা অনুষ্ঠান করিত।

سوراخ راست بینی را گرفته نام ایزد
از یکی تا شانزده بشمارد و در هنگام شمردن
دم بالاکشد پس هر دو سوراخ را گرفته
شصت و چهار بار نام ایزد را برد پس
ازان بیست و دو بار گوید و از سوراخ
است بینی دم رها کند *

নিশ্বাস আকর্ষণ অর্থাৎ বায়ু পূরণ করত নাসিকার দক্ষিণ রন্ধ্র ধারণ করিয়া ষোড়শবার ঈশ্বরের নাম জপ করিবেক, তদনন্তর উভয় রন্ধ্র ধরিয়া ৬৪ বার জপ করিবেক, তৎপরে ২২ বার জপ করণ পূর্ব্বক দক্ষিণ রন্ধ্র দ্বারা বায়ু রেচন করিবেক।

শরীরস্থ সপ্ত চক্রের স্থান যথা

اول نشستگاه دوم بالای نری سیوم
ناف چهارم دل صنوبری پنجم نای گلو
ششم میان دو ابرو هفتم تارک سرکه
دم میان سر رسایدن کار سرکا
ی که نفس و دم بدانجا رساند خلیفه
خدا گردد *

প্রথম পায়ুদেশ, দ্বিতীয় জঘন, তৃতীয় নাভি, চতুর্থ বক্ষ, পঞ্চম কণ্ঠদেশের অভ্যন্তর, ষষ্ঠ ভ্রূমধ্য, সপ্তম ব্রহ্মরন্ধ্র

সিপাসিয়ান লোকের ধর্ম্ম প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অনেক অংশে ঐক্য হয়। তাহারা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহের উপাসনা এবং অগ্নির উপাসনা করিত, এবং পুণ্য পাপ অনুসারে ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে যোনি ভ্রমণও মান্য করিত। ইহার অপেক্ষা সাদৃশ্যের অধিক চিহ্ন আর কি লিখিব, যে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য,শূদ্র চারি বর্ণও তাহারদিগের মধ্যে ছিল।

مه آباد مردم را منقسم بچهار قسم
گردانید نخست هیربدان و موبدان و زهاد
و علما که ایشان برای نگاه داشتن دین
و ضبط حدود آئین اند و ایشان را برمان
و برمن خوانند یعنی به برهنیان می مانند که
ملایکه علویه اند *

মহাবাদ মনুষ্যদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। অগ্নিহোত্রি ঋত্বিক্, জ্ঞানবান্ সূর্য্যোপাসক, এবং বিদ্যাবান্ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম রক্ষার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারদিগের নাম বর্ম্মাণ ও বর্ম্মণ * অর্থাৎ দেব তুল্য।

قسم دوم خسروان و پهلوانان که
بکار جهانداری و حکومت و داد و منع ستم

* অর্থাৎ ব্রাহ্মণ।

می پردازند و ایشان را چهرمان و چهرمن
و چهری گفتند چه چهر بمعنی نشان و علامتی
است که عالیانرا باشد چهر سایه دار و سایبان
را نیز نامند و خلق در سایه این فرقه اند *

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজা ও যোদ্ধা যাঁহারা রাজ্য রক্ষা, নিয়ম প্রচার, বিচার কার্য্য এবং রাজ্যের উপদ্রব নিবারণে রত ছিলেন, তাঁহারদিগের নাম চত্রমান্, চত্রমন্ এবং চত্রি *। চত্রির অর্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের চিহ্ন, এবং ছায়াদায়ক ছত্রকেও চত্র কহা যায়; পৃথিবীস্থ লোক সকল ইঁহারদিগের আশ্রয়েতে স্থিতি করিয়াছেন

بخش سیم اهل زراعت و کشاورزان
و پیشه وران و هنرمندان و اهل صنعت اند
و ایشان را باس خوانند چه باس بسیار
را گویند این فرقه از جمیع فرق بسیار و بیشتر
باید که باشند و باس هم بمعنی آبادی و
معموریست آبادی از ایشانست *

তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কৃষি, ব্যবসায় এবং শিল্প কর্ম্মের আশ্রয় যাঁহারা তাহারদিগের নাম বাস †। বাস অর্থ আধিক্য, এই শ্রেণীভুক্ত লোক অন্য শ্রেণী হইতে অধিক এ নিমিত্তে তাঁহারদিগের নাম বাস। বাস অর্থ ভূমিকর্ষণ ও প্রচুরতা যাহা এই শ্রেণীর প্রতি নির্ভর করে।

و گروه چهارم برای هرگونه پیشکاری
و خدمت اند این فرقه را سودی و سودین
و سود نامیدند چه از ایشان سود و تن آسانی
و آسایش مردم را رسد

চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত সকল প্রকার দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত যাহারা তাহারদিগের নাম সুদীন, সুদী এবং সুদ ‡। সুদ শব্দের অর্থ লভ্য, ইহারদিগের দ্বারা লভ্য, পরিশ্রমের লাঘব, এবং আরাম প্রাপ্তি হয়।

* অর্থাৎ ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয়; হিন্দী ভাষাতে ইহাকে ছত্রি উচ্চারণ করে। পারসীক ভাষাতে 'ছ' বর্ণ নাই সুতরাং তাহাতে চত্রি ব্যতীত ছত্রি উচ্চারণ হইতে পারে না।

† অর্থাৎ বৈশ্য।

‡ অর্থাৎ শূদ্র।

গত মাসের জগদ্বন্ধু পত্রিকাতে "কস্যচিৎ জিজ্ঞাসোঃ" স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি লেখেন "যদি সকলের ত্রাণার্থ এক ব্যক্তির মনে সত্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রেরণ না করিয়া তাহা সর্ব্ব সাধারণ লোকের মনে প্রেরণ করিতেন, তবে সকলে ঈশ্বর হইতে যথার্থ ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া অবশ্য নির্ম্মল চিত্ত ও ধার্ম্মিক হইত, অতএব জগদীশ্বর তাবল্লোকের ত্রাণার্থ যে কোন বিশেষ তপস্বি ঋষির মনে সত্য ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন তাহা কোন প্রকারে সম্ভবনীয় নহে। মনুষ্যকে পরিত্রাণ করা তাঁহার যদি যথার্থ অভিপ্রায় হইত তবে তিনি অবশ্য কোন উত্তম উপায় করিতেন, কারণ তিনি পরম জ্ঞানী হইয়া এমত বিষয় সিদ্ধ করণ কারণ যে সহজ উপায় ত্যাগ করিয়া কঠিন ও অসম্ভবনীয় উপায় করিবেন ইহা কি প্রকার যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে।"

"পরমেশ্বর এমত করিলেন না কেন" "এই রূপ করিলে ইহা অপেক্ষা ভাল হইত" ইত্যাদি বাক্য অতি অনুচিত, কারণ ঈশ্বরের কৌশল ও কল্পনার মধ্যে মনুষ্য কখন প্রবেশ হইতে পারেন না। "ঈশ্বর সত্য ধর্ম্ম ও জ্ঞান কোন বিশেষ তপস্বি ঋষির মনে না প্রেরণ করিয়া সকল মনুষ্যের মনে এককালে উদয় করিয়া দিতে পারিতেন" যদি এমত প্রশ্ন করা যাইতে পারে, তবে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে ঈশ্বর পৃথিবীকে পূর্ণ সুখের আলয় না করিয়া দুঃখের সৃষ্টি কোন কালেও কেন করিলেন? বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম যে সত্য এবং ঈশ্বর প্রণীত এমত বিশ্বাস শুদ্ধ চিত্তে পক্ষপাত শূন্য বুদ্ধির ব্যাপার দ্বারা অবশ্য স্ফূর্ত্তি পাইবেক। এইক্ষণে বৈদিক অর্থাৎ হিন্দু জাতির তাবৎ পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা এই রূপ প্রতীতি হইতেছে যে যিনি সৃষ্টির আদি মনুষ্য যাঁহাকে বেদান্তে ব্রহ্মা * নামে উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে আমরা "বিশেষ তপস্বি ঋষি" বলিয়া উক্ত করিয়াছি, তাঁহার মনে সত্য ধর্ম্ম ও জ্ঞান ঈশ্বর প্রেরণ করিয়াছিলেন, কারণ সৃষ্টির আদি কালে আদি মনুষ্যকে এরূপ জ্ঞান প্রদত্ত হইলে তজ্জাত সকল মনুষ্য তাহা শ্রুতিরূপে ক্রমে প্রাপ্ত হইতে পারেন। পরমেশ্বর মনুষ্য মাত্রেরই মনে সামান্যতঃ ধর্ম্ম জ্ঞানের সামর্থ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু মোহ বা ভ্রান্তি দ্বারা তাহা কদাপি আচ্ছন্ন হয়, এ নিমিত্তে সকল কালে সকলের চিত্তে সমান রূপে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি থাকে না; অতএব বেদের আবশ্যক বোধ হইতেছে যে বেদের দ্বারা সম্যক্ রূপে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান ও আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের জ্ঞান উপার্জ্জন হয়, এবং বাল্যকালাবধি পুত্রাদিকে অভ্রান্ত রূপে ধর্ম্ম উপদেশ করা যায়। যখন বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজন হইল, তখন তাহা কি প্রকারে পরমেশ্বর মনুষ্যকে প্রকাশ করিতে পারেন? এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যকে যে প্রকার বাগিন্দ্রিয়াদি দ্বারা মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, পরমেশ্বর শরীরী নহেন, সুতরাং তদ্রূপে মনুষ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বেদ প্রকাশ করিতে পারেন না। যেরূপ তিনি হস্তপাদাদি ব্যাপার বিহীন হইয়া ইচ্ছা মাত্র অসৎ হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ ইচ্ছা মাত্র তিনি মনুষ্যের ইন্দ্রিয় দ্বারকে অপেক্ষা না করিয়া এককালে মনেতেই বেদ প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্য মধ্যে জগদীশ্বর তাঁহার প্রথম সন্তানকে অবশ্য ইহলোক প্রাপ্য পূর্ণ আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে সৃষ্টি কালেই সেই আনন্দের উপযোগি বল জ্ঞান ধর্ম্মাদি সমুদয় গুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। কি অবস্থা হইলে পৃথিবী প্রাপ্য সমুদয় আনন্দ লাভ হয়, তাহা এই তৈত্তিরীয়োপনিষদে প্রাপ্ত হইতেছে।

যুবাস্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ তস্যেয়ং পৃথিবীসর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণাস্যাৎ সএকোমানুষআনন্দঃ।

যুবা হইবেক, সাধু যুবা ও অধ্যায়ক হইবেক, এবং আশিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, ও বলিষ্ঠ হইবেক, এবং সর্ব্বধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী তাহারই হইবেক, এ প্রকার হইলে মনুষ্যের প্রাপ্য যত আনন্দ তাহা তাঁহার লাভ হয়।

এ প্রকার দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ পবিত্র চিত্ত সাধু যিনি ছিলেন, এবং যাঁহাকে বেদ প্রদান না করিলে তদ্দ্বারা সমুদয় মনুষ্য

* পরমেশ্বরের [illegible] গুণকেও ব্রহ্মা শব্দে শ্রুতি বলিয়াছেন।

কৃতার্থ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না, তাঁহার পরিশুদ্ধ চিত্ত ব্যতীত বেদ গ্রহণের উপযুক্ত আর কে হইতে পারে? অতএব জগদীশ্বর প্রথম মনুষ্যের চিত্তেই বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা সমুদয় যুক্তি ও পুরাবৃত্তান্ত এবং স্বয়ং বেদের দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। এই প্রকার পরমেশ্বর প্রণীত বেদের ভাব আদি মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া শ্রবণ দ্বারা পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া আসিল, যাহাতে ইহা শ্রুতি নামে খ্যাত হইল। পরে যখন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইল এবং ভাষারও প্রাচুর্য্য হইল, তখন ঋষি সকল সেই পরম্পরা গৃহীত বেদ ভাবকে শব্দ দ্বারা গদ্য পদ্যতে রচনা করিলেন, এবং কালে তাহা লিপিবদ্ধ হইল, অবশেষ বেদব্যাস বেদকে বিভক্ত করিয়া অন্য অন্য ঋষিকে প্রদান করিলেন। পক্ষপাত ও মোহ শূন্য হইয়া সেই বেদ ভাবকে আমরা আলোচনা করিলে যখন তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য সমুদয় বিষয় আমারদিগের বুদ্ধি নিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, তখন বেদ মধ্যে আমারদিগের বুদ্ধি সীমার অতীত সমুদয় ধর্ম্মও যে অখণ্ড রূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রতি সংশয় কি?

এবিষয়ে এক প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা যথা স্থানে প্রকাশ করা গেল।

সত্য ধর্ম্ম প্রতিপাদক বেদই যে এদেশের সর্ব্বোপরি প্রমাণ্য এক মাত্র ধর্ম্ম শাস্ত্র ইহা কি স্মৃতিকার, কি দর্শনকার, কি অন্য অন্য শাস্ত্রকার সকলেই স্বতঃ সিদ্ধ সত্যের ন্যায় চিরকাল মান্য করিয়াছেন, এবং বেদ অনুযায়ি যে সকল বাক্য তাহাকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। স্মৃতি দর্শনাদি শাস্ত্র রচনার পূর্ব্বে বা পশ্চাতে বেদ প্রণীত কর্ম্মকাণ্ড ও তাহার শিরোভাগ উপনিষৎ স্বরূপ বেদান্ত * প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা অধিকার বিশেষে আবহমান কাল অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, এবং যদি ঈশ্বর করেন তবে তাবৎ ভবিষ্যৎ কালেও বেদ ধ্বনি দ্বারা পৃথিবী পবিত্র হইবেক ও তৎ প্রতিপাদ্য পরম ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত্য লোক কৃতার্থ হইবেক। বেদাতিরিক্ত অন্য বহু শাস্ত্র যদিও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু সে সমুদয়ের বাক্য সেই পর্য্যন্ত মান্য যে পর্য্যন্ত তাহা বৈদিক শাসনের অনুগামি হয়।

শ্রুতিপ্রামাণ্যতোবিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেতবৈ।
মনুঃ।

জ্ঞানি ব্যক্তি শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে স্বধর্ম্মে রত থাকিবেন।

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেবগরীয়সী
জাবালঃ।

শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ স্থলে শ্রুতিই মান্য।

যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়োয়াশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তানিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাহি তাঃস্মৃতাঃ॥
মনু ১২ অধ্যায়।

বেদ বিরুদ্ধ যে সকল স্মৃতি ও কুতর্ক, তৎ সমুদয় নিষ্ফল এবং নরকের কারণ বলিয়াছেন।

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানিকানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥
মনু ১২ অধ্যায়।

অন্য অন্য বিবিধ শাস্ত্র যাহা উৎপন্ন হইয়েছে ও নষ্ট হইতেছে, তাহা আধুনিক প্রযুক্ত নিষ্ফল ও মিথ্যা।

শাস্ত্র প্রমাণের এই প্রকার তারতম্য প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনন্যথা রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র বেত্তারা পরস্পর বিবাদ স্থলে মাতৃ ক্রোড়ের ন্যায় পরাৎপর শ্রুতিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইদানীন্তন শাস্ত্রের এই পরম তাৎপর্য্যকে বিস্মৃত হইয়া অনেকে বেদ পুরাণ তন্ত্র সমুদয়কেই সমান আদরে মান্য করেন— রাজার সহিত প্রজা এবং ভৃত্যকে তুল্য রূপে পূজা করেন। গত মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বেদান্ত দর্শন অপেক্ষা কোটি গুণ আদরণীয় বেদ অন্তর্গত উপনিষৎ স্বরূপ বেদান্ত ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র রূপে যে উক্ত হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহারদিগের প্রতি কেহ কেহ বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিরাগ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে এ বিবেচনা করা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য

*উপনিষৎ যে বেদান্ত বলিয়া খ্যাত আছে ইহা বলা বাহুল্য। চিরকালই ইহা প্রসিদ্ধ আছে; হেমচন্দ্র, মেদিনি প্রভৃতি অভিধানেও উক্ত দুই শব্দকে এক পর্য্যায়ে ধৃত করিয়াছেন যথা "বেদান্তঃস্যাদুপনিষদোঙ্কারপ্রণবৌ সমৌ।" হেমচন্দ্রঃ। "ভবেদুপনিষদ্ধর্ম্মে বেদান্তে বিজনে স্ত্রিয়াং।" মেদিনিঃ।

ছিল যে মনুষ্যের বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে যে সমুদয় দর্শন শাস্ত্র, অভ্রান্ত রূপে তাহা কি প্রকারে মান্য হইতে পারে? ইহাও তাঁহারদিগের বিবেচনা করা উচিত যে বেদান্ত দর্শনকে অখণ্ড রূপে মান্য করিলে মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি অন্য সকল দর্শনকে কেন না অখণ্ড রূপে মান্য করা যায়, যাহারা পরস্পর অত্যন্ত বিরোধি? চিরভ্রান্ত স্বভাব মর্ত্ত্যলোক হইতে যাহা কিছু উৎপত্তি হইয়াছে, অখণ্ড রূপে তাহা কদাপি প্রমাণের যোগ্য নহে; অখণ্ড রূপে সর্ব্বোপরি এক বেদই মান্য। সেই বেদ অন্তর্গত উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম উপাসনা ব্রাহ্মদিগের অনুষ্ঠেয় হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

CHAPTER IV.

যএকোঽবর্ণোবহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১॥

1. The One colourless who, through power multipotent, dispenses impartial, requisites to many a coloured form, and through whose support the universe exists from first to last, is God. Let Him apply ourselves to salutary thoughts.

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥ ২॥

2. He is in fire; He is in sun; He is in moon; He is in wind; He is in water. He is the Lord of subjects, Immaculate and Supreme.

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমারউত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩॥

3. Thou, *O God*, art in the female; thou in the male! Thou in the youth; thou in the virgin! Thou in the old man with his staff; thou in things born. Thy face is everywhere.

নীলঃ পতঙ্গোহরিতোলোহিতাক্ষস্তড়িদ্গর্ভঃ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ। অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্ত্তসে যতোজাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥ ৪॥

4. Thou art in the birds of colour blue! Thou art in the birds of colour yellow! Thou art in the birds with eyes of red! Thou art in *the cloud*, the womb of the lightning! Thou art in the seasons! Thou in the sea! O Thou without origin from whom had proceeded all worlds, *it is* Thou that dwellest Omnipresent in all!

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজোহ্যেকোজুষমাণোনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোন্যঃ॥ ৫॥

5. The One underived and adorable lies in the Energy unborn that creates, preserves and destroys —that creates many a creature endowed with form, He exerts this Energy, the cause of all enjoyments, *for purposes of creation.*

দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি॥ ৬॥

6. Two birds, cohabitants and comrades, rest on the same tree. The one, among them tastes the fruits *thereof*; the other, fasting, *only* witnesses.

সমানে বৃক্ষে পুরুষোনিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতিবীতশোকঃ॥ ৭॥

7. *Though* dwelling in the same tree, the human soul oppressed, through tribulation moans dejected *but* when *it* sees the other, the All-Adorable God and His glory, it becomes destitute of sorrow.

ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবাঅধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচাকরিষ্যতি যইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে॥ ৮॥

8. In Him, the Undecaying and All-Excellent, who is known by the Vedas and who is *like* ether *circumambient*, all the celestial bei[illegible] If one vould not know Him, what will the *Vedas* do? They who have known Him as described in the *Vedas* are become all-satisfied.

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবোব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদাবদন্তি। অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যোমায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥ ৯॥

9. The possessor of Energy Divine has created the soul confined, and the universe: all things past, present and future, the *Vedas*, sacrifices, ritual observances, and all that the *Vedas* treat of.

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
অস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥১০॥

10. Know that the Power Divine is called Maya; and that He who is endowed with this Maya is God Supreme. This whole is full of His Essence.

যোযোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সচ বিচৈতি সর্ব্বং। তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১১॥

11. The One Splendid and Adorable who is in all and every source of generation, and in whom this whole lies pervaded, is the Legislator of all and the Conferror of all things good. He who knows Him attains tranquility great.

যোদেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপোরুদ্রো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥ ১২॥

12. Let Him, the All-knowing Sovereign and Destroyer of the universe who has produced and illustrated the gods and is witnessing the soul that becomes born, apply ourselves to salutary thoughts

যোদেবানামধিপো যস্মিঁল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। য ঈশেস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈদেবায় হবিষাবিধেম॥১৩॥

13. *Instead of worshipping* Him who is the Sovereign of the gods and the Governor of all creatures* and by whom are all worlds upheld, to what god will I offer oblations?

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ১৪ ॥

14. He who knows Him who is the creator of the universe, and though multiform, is the subtlest of the subtle and resides within the heart.—Him who alone encompasses the universe and is All-Goodness, attains tranquility great.

সএব কালে ভুবনস্য গোপ্তা বিশ্বাধিপঃসর্বভূতেষু গূঢ়ঃ। যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়োদেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি॥ ১৫ ॥

15. God in time *becomes* the Guardian of the world, the Sovereign of the universe, and the Dweller deep in all existences. He, who knows Him to whom the sacred sages and the gods devoted themselves, breaks through the bonds of death.

ঘৃতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ ১৬ ॥

16. He, who is more fine than the cream of clarified butter, dwells deep in all existences. He, who knows the one All-Splendid who alone encompasses the universe and is Pure Goodness, breaks through all bonds.

এষদেবোবিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো যএতদ্বিদুরমৃতাস্তেভবন্তি॥ ১৭॥

17. This splendid Being is the Architect of the universe. He is All-Great and lodges ever in the hearts of beings. He is exhibited to that mind which is free from doubts. They who know Him become immortal.

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিবএব কেবলঃ। তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং প্রজ্ঞাচ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী॥ ১৮॥

18. *When there was neither day nor night, neither entity nor its privation, He was who is* without darkness and is Pure Goodness alone. He is the Undecaying and the Homageable within the sun. From Him has issued Divine Knowledge ancient.

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ॥১৯॥

19. None can comprehend Him, neither they of the regions above nor those of the regions below, nor those of the regions intervenient. He has no image whose name is "THE ILLUSTRIOUS."

ন সংদৃশেতিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং। হৃদা হৃদিস্থং মনসাভিক্লৃপ্তো যএনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥ ২০ ॥

20. God is not susceptible of ocular perception, therefore none can perceive Him through vision. He is exhibited by the mind that lodges in a cavity. They who know Him who pervades that cavity, becomes immortal.

অজাতইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাম্পাহি নিত্যং॥ ২১॥

21. Some one fearful *at the miseries of the world* betakes himself to the Unborn, *saying* "Protect me, O God, with thy face of encouragement.

মা নস্তোকে তনয়ে মা নআয়ুষি মা নোগোষু মা নোঅশ্বেষু রীরিষঃ। বীরান্মা নোরুদ্র ভামিতোঽবধীর্হবিষ্মন্তঃসদমিত্ত্বা হবামহে॥ ২২ ॥

22. "Destroy neither my children nor my grand-children, nor my longevity, nor my kine, nor my horses, nor my men, for I constantly offer Thee oblations, keeping myself pure and temperate."

ইতি চতুর্থাধ্যায়।

CHAPTER V.

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে অনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে। ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যমৃতন্তুবিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥ ১ ॥

1. Knowledge and Ignorance† both exist through the *Being* Infinite, Profound, and Undecaying. Ignorance perishes; Knowledge becomes immortal. He who regulates both Ignorance and Knowledge, is God.

যোযোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকোবিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ। ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চপশ্যেৎ॥ ২ ॥

2. He the One, who dwells in all forms and every source of generation, created the all-conscious soul, nurtured it with intelligence, and still does supervise it.

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্নস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরত্যেষদেবঃ। ভূয়ঃসৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা॥ ৩ ॥

3. The All-Resplendent, creating, with power *Almighty*, each and innumerable tissues *of causation* in this universe and destroying them *afterwards*, *creates new principals and chiefs, similar to those destroyed*, and then *again* sways supreme over all.

সর্বাদিশঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্। এবং সদেবোভগবান্ বরেণ্যোযোনিঃস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৪

4. He, who, displaying all points of direction higher, lower, or lateral, shines like the sun, is God, the cause All-Endowed and All-Adorable. He the One dwells in things begotten by Himself.

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্বান্ পরিণাময়েদ্যঃ। সর্বমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্বান্ বিনিয়োজয়েদ্যঃ॥ ৫ ॥

* Literally, bipeds and quadrupeds.

† It should be known that the terms "Knowledge" "Wisdom," "Ignorance," are invariably used in the Veds in a theological sense.

5. The Universal Progenitor who consummates nature and transmutes before consummation—the one who ordains all qualities and dwells in the whole universe, *is God.*

তদ্বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং তদ্ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্ম যোনিং। যে পূর্ব্বং দেবাঋষয়শ্চ তদ্বিদুস্তে তন্ময়া অমৃতাবৈ বভূবুঃ॥ ৬ ॥

6. Brahmmá knew the Progenitor Supreme who is concealed deep in the *Upanishads*, the parts more inviolable of the Veds. Those celestials and sages who knew Him before, became immortal and full of Godhead.

গুণান্বয়োযঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা কৃতস্য তস্যৈব সচোপভোক্তা। সবিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৭ ॥

7. *The soul is that which is* endowed with passions and is the master of its actions, and the enjoyer of their effects. It assumes all forms, has three sorts of qualities, has three paths for its course, is the lord of life, and wanders according to its own deeds.

অঙ্গুষ্ঠমাত্রোরবিতুল্যরূপঃ সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতোযঃ। বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেনচৈব আরাগ্রমাত্রোহ্যবরোপি দৃষ্টঃ॥ ৮ ॥

8. It is of sunlike appearance, occupies a space within the body of a thumb, and is united to individual consciousness and volition. It is as the tip of a poniard, is manifested by the qualities of all understanding that is by its own, and is not super-excellent.

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সচানন্ত্যায় কল্পতে॥ ৯ ॥

9. Know this that if a hair's end be divided into hundred parts and one of those parts into another hundred, the soul is like any of the last hundred. It assumes *forms* infinite.

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নচৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন সরক্ষ্যতে॥ ১০ ॥

10. It is neither masculine, nor feminine, nor androgynal. The body *it enters*, it becomes united to.

সঙ্কল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যা চাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম। কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥ ১১ ॥

11. According to its actions, volitions, emotions, touches, and ocular perceptions, the soul enters forms in bodies which grow with food and drink.

স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি। ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোপিদৃষ্টঃ॥ ১২ ॥

12. According to its own merits, the soul assumes forms gross or fine. He, the All-Excellent and the Observed *of the wise*, is the cause of its union with forms according to the merits of its own actions, that is, according to its own merits.

অনাদ্যনন্তংকলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপং। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৩ ॥

13. Knowing Him the one who is without origin, Infinite, Present in the world, Creator of the world, Multiform and the Encompasser of the universe, one becomes free from all bonds.

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবং।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুং॥ ১৪॥

14. They who know Him, the All-Good and the All-Splendid, who is perceived by the heart unsullied, who is bodiless, and who creates and destroys—creates through His own power,---shuffle off the body at once.

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ঃ।

CHAPTER VI.

স্বভাবমেকে কবয়োবদন্তি কালংতথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। দেবস্যৈষমহিমা তু লোকে যেনেদংভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং॥ ১ ॥

1. Some, through infatuation, maintain Nature *to be the Cause supreme*, and others Time. *They know not that* His is the glory *conspicuous* in these worlds who makes the Wheel Universal revolve.

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ। তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ পৃথ্ব্যাপ্যতেজোনিলখানি চিন্ত্যং॥ ২ ॥

By whom is this whole ever-pervaded, who is All-Intelligent, the Lord of Time, All-Endowed and All-Knowing, and by whom transmitted this effect ‡ consisting of earth, water, light, wind and senses, remains unchanged, *He is the Being* to be thought of.

তৎ কর্ম্ম কৃত্বা বিনিবর্ত্ত্য ভূয়ঃ তত্ত্বস্য তত্ত্বেন সমেত্য যোগং। একেন দ্বাভ্যাংত্রিভিরষ্টভির্ব্বা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মৈঃ॥ ৩॥

3. He who at the time *of creation*, having created this effect and viewed it again, combined, through His Inscrutable Power, element with element in single, double, triple or octuple proportions, *is the Being to be thought of.*

আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্বিতানি ভাবাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিয়োজয়েদ্যঃ। তেষামভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ কর্ম্মক্ষয়ে যাতি সতত্ত্বতোন্যৎ॥ ৪ ॥

4. *Who resolves objects and their qualities in* God, his acts are destroyed through want of them, and those destroyed he obtains Him the distinct from the elements.

আদিঃ সসংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রিকালাদকলোপি দৃষ্টঃ। তম্বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্যপূর্ব্বং॥ ৫ ॥

5. He who is Bodiless, the Origin of all, the Cause of all combinations, beyond all times past, present, and future, and the observed *of the wise*, is the All-true Producer. He is of form universal, Homageable and All-Respendent. He who worships Him who is seated in the heart, obtains Him the distinct from the elements.

‡ The Universe.

সবৃক্ষকালাকৃতিভিঃপরোন্যঃ যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরি-
বর্ত্ততেঽয়ং। ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ্ঞাত্বা-
ত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬ ॥

6. He the Immortal who is distinct from this universe and distinct from time, and by whom the five elements are made to suffer changes—He is the Patron of virtue, the Absolver of vice, the Master of all wealth, and the Receptacle of the universe. Knowing Him, one obtains Him the distinct from the elements.

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তন্দেবতানাং পর-
মঞ্চ দৈবতং। পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যং ॥ ৭ ॥

7. He is of governors the greatest; He is of gods the highest. *He is* the Lord of lords—the Excellency of all excellencies. We know Him who is the Governor of the universe, Homageable and All-Resplendent.

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্য-
ধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভা-
বিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮ ॥

8. He has no body; He has no senses. His like or superior is not to be seen. He is of Power supreme and varied, we hear; all His intelligence, energy and action, derived from Himself.

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব
চ তস্য লিঙ্গং। সকারণং করণাধিপাধিপঃ ন চাস্য
কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯ ॥

9. God has no body. He is the Lord of the soul. He is THE cause. He has in these worlds no master—no governor. He has no progenitor; He has no sovereign.

যস্তন্তুনাভইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতোদেব-
একঃ স্বমাবৃণোৎ সনোদধাৎ ব্রহ্মাপ্যয়ং ॥ ১০ ॥

10. Like the silk-worm, God has naturally wrapped Himself up in this universe, born of Energy Divine. Let Him present Divine Knowledge to us.

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতা-
ন্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাকে-
বলোনির্গুণশ্চ ॥ ১১ ॥

11. God the One and All-Resplendent, is the Pervador of all things, filling all and dwelling in all. He is the Manager *Supreme*, the Inhabitor of all, the Animator *of all*, and the Witness *of all*. He is nameless and devoid of *created* qualities.

একোবশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং একম্বীজং বহুধা
যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং
সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥ ১২ ॥

12. They who perceive Him in their hearts who is the sole Governor of many inanimate things, and who out of one seed creates many, attain bliss perennial which others do not.

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একোব-
হূনাং যোবিদধাতি কামান্। তৎ কারণং সাংখ্যযো-
গাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥ ১৩ ॥

13. He who is THE Imperishable among perish-[illegible] Intelligence of all intelligences, and being One fulfils the wishes of many, is the Cause who can be approached by devotion grounded on the Vedas. Knowing Him, one becomes free from all bonds.

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাবিদ্যুতো-
ভান্তি কুতোয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য
ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৪ ॥

14. Him the sun cannot enlighten; neither can the moon, nor the stars, nor can lightning; much less can fire, but THEY all borrow THEIR light from HIM, and shine at His shine.

একোহংসোভুবনস্যাস্য মধ্যে সএবাগ্নিঃ সলিলে
সন্নিবিষ্টঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা-
বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ১৫ ॥

15. Knowing the One who is in this world the fire *dispelling the darkness of Ignorance*, and who resides in *that heart which is pure as limpid* water, one eludes death. No other way there is for gaining Bliss Eternal.

সবিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকালোগুণী
সর্ব্ববিদ্যঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমো-
ক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬ ॥

16. He is of the universe the Creator and the Knower. He is the origin of the soul, the Lord of Time, All-Intelligent, All-Endowed, All-Knowing, the Lord of matter and soul, the Governor of qualities, and the Cause of our continuance, that is bondage, in this world and our liberation from it.

সতন্ময়োহ্যমৃতঈশসংস্থঃ জ্ঞঃ সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য
গোপ্তা। যঈশেঽস্যজগতোনিত্যমেব নান্যোহেতুর্ব্বিদ্য-
তঈশনায় ॥ ১৭ ॥

17. He is both the Cause of our bondage in this world and our liberation from it. He is Existence full and absolute, and the Preserver of the world, Immortal, All-Regulating, All-Knowing, and All-Traversing. He is the Everlasting Governor of the universe. No other cause there is of its government.

যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহি-
ণোতি তস্মৈ। তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ
শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥

18. He, the All-Resplendent who formerly created Brahmmá and placed the *Vedas* in him, is the Displayer of Divine Knowledge. Through desire of liberation, I devote myself to Him.

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং ॥ ১৯ ॥

19. He is bodiless, nameless, serene, immutable, and all-free. He is the Bridge to Immortality * and *conspicuous* as blazing fire.

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তোভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

20. When men will be able to compress vacuity as they do leather, then knowing not God there will be an end to miseries.

* By "Immortality" in the Veds is meant the state of Bliss Eternal after liberation from all corporeal existence.

তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রাসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোথ বিদ্বান্। অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টং॥ ২১ ॥

21. Through the energy of divine contemplation and the favor of God, the knower of Him, SWETWASSATARO, told all about the All-Holy and Sage-Served to those who kept no concern with the several orders of life and the institutions belonging to them.

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতং।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বাপুনঃ॥২২॥

22. He who is deeply concealed in the Vedant, and who had been the subject of instructions in former days, should be given neither to an unregulated mind, nor to an unworthy son or disciple.

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ২৩ ॥

23. To him who had great reverence for God and as much for his spiritual instructor as for God, did SWETASSWATARA tell this which is displayed only to great souls—to great souls only which is displayed.

ইতিশ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ষষ্ঠাধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

প্রেরিত পত্র।

হে মর্ত্ত্য অজ্ঞান তিমিরাবৃত মনুষ্যগণ! তোমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্ত্তা যে জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞান ও কৌশলের মধ্যে কি প্রবেশ করিবে? স্থির চিত্তে কেবল এক ক্ষুদ্র তৃণকে চিন্তা করিলে যখন স্থির হইতে হয়, তখন এই সমুদয় বিশ্বের অনন্ত কৌশলে কি নিমগ্ন হইতে পারিবে? ক্ষণকাল পরে জগতে কি ঘটনা হইবেক ইহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ যে মনুষ্য, তিনি কি প্রকারে জানিতে পারিবেন, যে পরমেশ্বর আমারদিগকে কি নিগূঢ় অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমারদিগের প্রচলিত উৎকৃষ্ট বেদ শাস্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য সহজ ও অনায়াস লভ্য পরিত্রাণের উপায় কি জন্য প্রদান করেন নাই? জীববৃদ্ধির জন্য স্ত্রী পুরুষের সৃষ্টি কেন করিলেন ও তদুৎপত্তির জন্য তজ্জননীকে দশ মাস পর্য্যন্ত এতদ্রূপ যাতনা কেন দিতেছেন? তৎ পরিবর্ত্তে কেন এমত নিয়ম করেন নাই যে মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবেক আর তাহা ভ্রান্তি কি মোহ দ্বারা কখন আচ্ছন্ন হইবেক না, এবং মনুষ্য ইচ্ছা মাত্র সন্তান প্রাপ্ত হইবেক আর সে সন্তান কখন রোগ শোক দ্বারা আক্রান্ত হইবেক না। পরম জ্ঞানী পরমেশ্বরই জানেন যে তিনি এ প্রকার নিয়ম সকল সংসারে কেন স্থাপন করিলেন? তবে বেদ প্রচার জন্য পরমেশ্বরের শরীর ধারণ করা, অবনীতে অবতীর্ণ হওয়া এবং বাক্য কহা সম্পূর্ণ রূপে অসম্ভব—শ্রুতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ। কিন্তু ইহা যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ যে যেমন শক্তিহীন নিরাশ্রয় ভূমিষ্ঠ শিশুকে রক্ষা ও প্রতিপালন জন্য পরমেশ্বর জনক জননীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার করিয়াছেন ও তাহার আহারের জন্য জননীর স্তন দ্বয়কে অমৃতের আধার করিয়াছেন, সেই রূপ আদি পুরুষের শুদ্ধ চিত্তে বিশেষ জ্ঞান ও মনুষ্যের পরিত্রাণের উপায় সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন যাহা আমারদিগের বেদ শাস্ত্রে রক্ষিত আছে। যাহা সত্য তাহা চিরকাল সমভাবে দীপ্তি পায়, এই হেতু বেদ শাস্ত্র সৃষ্টির আদি কাল হইতে অদ্যাবধি সমভাবে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যদি কুতর্ক হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া ও পাপ হইতে তাহাকে দূরে রাখিয়া বেদের অর্থকে আলোচনা করা যায়, তবে বেদের যথার্থ ভাব সকল ব্যক্ত হইয়া এমত দৃঢ় বিশ্বাস হইবেক যে বেদ শাস্ত্র অবশ্য ঈশ্বর প্রণীত। যেমন পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য আকৃতিমান্ হয়েন নাই কিন্তু আপনার স্বরূপে থাকিয়া ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ বেদ প্রচার কালীন পরমেশ্বর কোন আকৃতি ধারণ করেন নাই কিন্তু স্বরূপেতেই অবস্থান করিয়া আদি মনুষ্যের অন্তঃকরণে বেদ শাস্ত্রের ভাব সকলকে অখণ্ড রূপে প্রচার করিয়াছেন।

এইক্ষণে সকলের প্রতি যোড়করে আমার এই নিবেদন যে যে বেদ শাস্ত্র আবহমান কাল অবধি পরম্পরা সর্ব্বতোভাবে মান্য

হইয়া আসিতেছে এবং যৎ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে অনুষ্ঠান করিয়া ঋষি ও মহাত্মা সকল চরিতার্থ হইয়াছেন, তাহাকে আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ি পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত হও, এবং জীবাত্মাকে সুখী কর।

কশ্চিৎ শ্রদ্ধাবান্।

ON THE GOODNESS OF THE DEITY.

"God, then, the Author of the universe, exists. He exists, with a wisdom which could comprehend every thing that fills infinity in one great design: with a power which could fill infinity itself with the splendid wonders that are, wherever we endeavour to extend our search. We know no limit to his wisdom, for all the knowledge which we are capable of acquiring flows from him as from its source; we know nothing which can limit his power for every thing of which we know the existence, is the work of his hand.

God, then, thus wise and powerful, exists, and we are subject to his sway. We are subject to his sway: but, if all which we knew of his nature were his mere power and wisdom, the inquiry most interesting to us would still remain. The awful power, to which we perceive no limit, may be the sway of a tyrant, with greater means of tyrany than any earthly despot can possess, or it may be the sway of a father, who has more than parental fondness, and a power of blessing far more extensive than any parental power, which is but a shadow, and a faint shadow, of the divine goodness that has conferred it. If we were suddenly carried away into captivity, and sold as slaves, how eager should we be to discover whether our taskmaster was kind or cruel, whether we could venture to look to him with hope, or only with the terror which they feel, who are to see constantly above them a power which is to be exercised only in oppression, or whose kindness of a moment is the short interval of hours of tyranny! But I will not use such an illustration in speaking of God and man. The paternal and filial relation is the only one which can be considered as faintly representing it; and to what son can it be indifferent whether his father be gentle or severe? The goodness of God is, of all subjects of inquiry, that which is most interesting to us. It is the goodness of him to whom we owe, not merely that we exist, but that we are happy or miserable now, and, according to which we are to hope or fear for a future that is not limited to a few years, but extends through all the ages of immortality. Have we, then reason to believe that God is good? that the designing power, which it is imposible for us not to perceive and admit, is a power of cruelty or kindness? Of whom is this the question? Of those whose whole life has been a continued display of the bountiful provision of Heaven, from the first moment at which life began.

It is the inquiry of those who, by the goodness of that God whose goodness they question, found, on their very entrance into this scene of life, sources of friendship already provided for them, merely because they had wants that already required friendship; whose first years were years of cheerfulness almost uninterrupted, as if existence were all that is necessary for happiness; to whom, in after-life, almost every exertion which they were capable of making was a pleasure, and almost every object which met their eye, a sense of direct gratification, or of knowledge, which was itself delightful; who were not formed to be only thus selfishly happy, but seemed, called, by some propitious voice of nature, to the diffusion of happiness, by the enjoyment which arose from that very diffusion, and warned from injuring others, by the pain which accompanied the very wish of doing evil, and the still greater pain of remorse, when evil had at any time been intentionally inflicted. Nor is it to be counted a slight part of the goodness of God, that he has given us that very goodness as an object of our thought, and has thus opened to us, inexhaustibly, a pure and sublime pleasure in the contemplation of those divine qualities, which are themselves the source of all the pleasures that we feel.

Such is the goodness of God, in its relation to mankind, in infancy, in manhood, in every period of life. But we are not to think that the goodness of God extends only to man. The humblest life which man despises is not despised by him who made man of nothing, and all things of nothing, and "whose tender mercies are over all his works."

> Has God, thou fool, work'd solely for thy good,
> Thy joy, thy pastime, thy attire, thy food?
> Who for thy table feeds the wanton fawn,
> For him as kindly spreads the flow'ry lawn.
> Is it for thee the lark ascends and sings?
> Joy tunes his voice, joy elevates his wings.
> Is it for thee the linnet pours his throat?
> Loves of his own and raptures swell the note.
> The bounding steed you pompously bestride,
> Shares with his lord the pleasure and the pride.
> Is thine alone, the seed that strews the plain?
> The birds of heaven shall vindicate their grain.*

In vain do we strive to represent to ourselves all nature as our own, and only our own. The happiness which we see the other races around us enjoying, is a proof that it is theirs as well as ours; and that he, who has given us the dominion of all things that live on earth, has not forgotten the creatures which he has intrusted to our sway. Even in the deserts, in which our sway is not acknowledged, where the lion, if man approached, would see no lord before whom to tremble, but a creature far feebler than the ordinary victims of his hunger or his wrath,—in the dens and the wildernesses there are pleasures which owe nothing to us, but which are not the less felt by the fierce hearts that inhabit their dreadful recesses. They, too, have their happiness; because they too were created by a Power that is good, and of whose beneficent design, in forming the world, with all its myriads of myriads of varied races of inhabitants, the happiness of these was a part.

"Nor," as it has been truly said, "is the design abortive. It is a happy world after all. The air, the earth, the water, teem with delighted existence. In a spring noon, or a summer evening, on whichever side I turn my eyes, myriads of happy beings crowd upon my view. 'The insect youth are on the wing.' Swarms of new-born flies are trying their pinions in the air. Their sportive motions, their

* Pope's Essay on man, Ep. iii. v. 27—38.

wanton mazes, their gratuitous activity, their continual change of place without use or purpose, testify their joy, and the exultation which they feel in their lately discovered faculties. A bee amongst the flowers in spring, is one of the most cheerful objects that can be looked upon. Its life appears to be all enjoyment; so busy and so pleased: yet it is only a specimen of insect life, with which, by reason of the animal being half-domesticated, we happen to be better acquainted than we are with that of others."†

Such is the seemingly happy existence of that minute species of life which is so abundant in every part of the great scene in which we dwell. I shall not attempt to trace the happiness upward, through all the alacrity and seeming delight in existence, of the larger animals,—an ever-flowing pleasure, of which those who have had the best opportunities of witnessing multitudes of gregarious animals feeding together, and rejoicing in their common pasture, will be the best able to appreciate the amount. All have means of enjoyment within themselves; and, if man be the happy sovereign of the creation, he is not the sovereign of miserable subjects.

> Ask for what end the heavenly bodies shine,
> Earth for whose use? Pride answers, 'tis for mine.
> For me kind nature wakes her genial power,
> Suckles each herb, and spreads out every flower;
> Annual for me, the grape, the rose renew
> The juice nectareous, and the balmy dew;
> For me, the mine a thousand treasures brings;
> For me, health gushes from a thousand springs;
> Seas roll to waft me, suns to light me rise:
> My footstool earth, my canopy the skies.‡

All these sources of blessings that are infinite as the living beings that enjoy them, were made, indeed, for man, whose pride makes the arrogant exclusive assumption; but they were also made for innumerable beings, whose very existence is unknown to man, and who know not in their turn, the existence of him who supposes that all these means of happiness are for himself alone. There is at every moment an amount of happiness on the earth, of which the happiness of all mankind is an element, indeed, but only one of many elements, that perhaps bears but a small proportion to the rest; and it is not of this single element that we are to think, when we consider the benevolence of that God who has willed the whole.

It is this element of the universal happiness, however, with which we are best acquainted; and when man is the inquirer, it is to this human part of course that we may suppose his attention to be chiefly turned. But man the enjoyer is very different from man the estimator of enjoyment. In making our estimate of happiness, we think only or chiefly of what is remarkable, not of what is ordinary; as, in physics, we think of the rarer phenomena far more than of the appearances of nature, which are every moment before our eyes. There are innumerable delights, therefore, of the senses, of the understanding, of the heart, which we forget, because they are delights to which we are every hour accustomed, and which are shared with us by all mankind, or the greater number of mankind. It is what distinguishes us from our fellows that we consider; and this, the very circumstace of distinction necessarily limits to a few; not what is common to us with our fellows, which, by the very wideness of the perticipation, is of an amount that is incomparably greater. We think of the benevolence of the Author of the whole race of mankind, therefore, as less than it is, because it is a benevolence that has provided for the whole race of mankind; and if the amount of good provided for every living being had been less in the extent of its diffusion, we should, in our erring estimate, have regarded it as more, at least if ourselves had been of the number of the privileged few, who alone enjoyed those general blessings of nature which now are common to all.

"Non dat Deus beneficia?—unde ergo ista quæ possides, quæ das, quæ negas, quæ servas, quæ rapis? unde haec innumerabilia, oculos, aures, animum mulcentia? unde illa luxurian quoque instruens copia? Neque enim necessitatibus tantummodo nostris provisum est: usque in delicias amamur.—Si pauca quis tibi donasset jugera, accepisse te diceres beneficium immensa terrarum late patentium spatia negas esse beneficium!"§ It is truely, as this eloquent writer says, the possession of the common glories of the earth, the sky, of all nature that is before us and above us, which is the most valuable possession of man; and the few acres which he enjoys or thinks that he enjoys exclusively, compared with that greater gift of heaven to all mankind, are scarcely worthy of being counted as a proof of divine beneficence.

But though life to man, and to his fellow-inhabitants of earth, be a source of happiness upon the whole, it is not always, and in every instance, a source of happiness. There is not a moment, indeed, in which the quantity of agreeable sensatio felt by myriads of creatures, may not be far greater than all the pain which is felt at the same moment. But still there is no moment in which pain, and a very considerable amount of pain, is not felt. Can he be good, then, under whose supreme government, and therefore almost, it may be said, at whose bidding, pain exists? Before entering on this inquiry, however, it may be necessary to obviate an objection that arises from the mere limitation of our nature as finite beings.

Many of the complaints of those who are discontented with the system of the universe, arise from this mere limitation of our faculties and enjoyments; a limitation in which ingratitude would find an argument, in whatever state of being short of absolute divinity it might be placed; and even though possessing all the functions of divinity from the moment at which it was created, might still look back through eternity, and complain with the same reason, that it had not been created earlier to the exercise of such sublime functions.

It surely is not necessary, for the proof of benevolence on the part of the divine Being, that man should be himself a god; that he should be omniscient or omnipotent, any more than that he should have existed from eternity. His senses, with all his other faculties, are limited, because they are the faculties of a created being; as even his immortality may, in one sense of the word, be said to be limited, when considered in relation to the eternity that preceded his existence. But how admirably does even the limitation of his nature demonstrate the gracious benevolence of Heaven, when we consider the innumerable relations of the universe that,

† Paley's Natural Theology, p. 392.
‡ Essay on Man, Ep. i. v. 131—140
§ Seneca de Beneficiis, lib. iv cap. v. vi.

must have been contrived, in adaptation to the exact degree of his capacity, so as to be most productive of good in these particular circumstances. If we think only how very slight a change in the qualities of external things, though perfectly suitable, perhaps to a different degree of sensitive and intellectual capacity, might have rendered the existence of man absolutely miserable, how sublimely benevolent seems that wisdom, in the very minuteness of its care, which, by proportioning exactly the qualities of atoms to the qualities of that which, in the world of spirits, may be considered as scarcely more than what an atom is in the material world, has produced, amid so many possibilities of misery, this result of happiness.

You are probably all acquainted with the lines of Pope, so often quoted on this subject, that express briefly, and with great poetic force, the reasoning of Mr. Locke on this subject which, perhaps, suggested them:

> The bliss of man, could pride that blessing find,
> Is, not to act or think beyond mankind ;
> No powers of body or of soul to share,
> But what his nature and his state can bear.
> Why has not man a microscopic eye ?
> For this plain reason, Man is not a fly.
> Say, what the use, were finer optics given,
> To inspect a mite, not comprehend the heaven ?
> Or touch, if tremblingly alive all o'er,
> To smart and agonize at every pore ;
> Or, quick effluvia darting through the brain,
> Die of a rose in aromatic pain ?
> If Nature thundered in his opening ears,
> And stunn'd him with the music of the spheres,
> How would he wish that heaven had left him still
> The whispering zephyr and the purling rill !||

We see, then, the advantage of the adaptation of our limited powers to the particular circumstances of nature.

But appearances of evil unquestionably exist, that are not to be ascribed to the mere limitation of our faculties, in relation to the finite system of things in which they are to be exercised. Let us now, then, proceed in part to the consideration of the question, as to the compatibility of these appearances with benevolence in the contriver of the universe.

The objection to the goodness of the supreme Being, involved in this question, of course proceeds on the supposition that the Deity had the power of forming us differently ; a power therefore, which I need not stop to attempt to prove, since, unless this be taken for granted by the objector, the objection would be nugatory.

But if the Deity had the power of forming us differently—if, for example, he could have so constituted our nature, that every object amid which we were placed must have been a source of pain—that habit, instead of lessening the sense of pain, had continually increased it—that, instead of an almost constant tendency to hope, we had had an equally constant tendency to the most gloomy apprehension—that we had felt pleasure in inflicting pain gratuitously, and remorse only if we had inadvertently done good,—if all this had been, it would surely have been a conclusion as just as obvious, that the contriver of this system of misery was, in his own nature, malevolent ; and any happiness which seemed slightly felt at times—especially if the happiness was the manifest result of a contrivance that, upon the whole, tended far more frequently to the protection of pain—might, without any violation of the principles of sound philosophy, have been ascribed to an intention purely malevolent, as indicated by the general contrivance obviously adapted for the production of pain. If, in such a system of things, any one had contended for the benevolence of the Deity from these few instances of pleasure, it would have been counted, as I cannot but think, a satisfactory answer, to have proved that the ordinary result of the contrivance must be pain ; and to have pointed out the manifest subserviency of the different parts of the contrivance to this cruel purpose.

If this answer would be held valid, in the case now supposed, the opposite answer cannot be less valid, in the opposite circumstances in which we exist. I need not repeat, how much gratification we receive from the objects around us, nor fill up that antithesis to the former statement, which would probably occur to yourselves, while I imagined and stated its various circumstances. I shall dwell only on the pain, that is the occasional result of the system of things as it is. Is this the result of a contrivance which is manifestly, in its general and obvious appearances, adapted for purposes of utility, and consequently of goodness ? "Evil, no doubt, exists," says Paley, "but is never, that we can perceive, the object of contrivance. Teeth are contrived to eat, not to ache ; their aching now and then is incidental to the contrivance, perhaps inseperable from it ; or even, if you will, let it be called a defect in the contrivance ; but it is not the object of it. This is a distinction which well deserves to be attended to. In describing implements of husbandry, you would hardly say of the sickle, that it was made to cut the reaper's hand ; though, from the construction of the instrument, and the manner of using it, this mischief often follows. But, if you had occasion to describe instruments of torture, or execution, this engine, you would say, is to extend the sinews; this to dislocate the joints ; this to break the bones; this to scorch the soles of the feet. Here pain and misery are the very objects of the contrivance Now, nothing of this sort is to be found in the frame of nature. We never discover a train of contrivance to bring about an evil purpose. No anatomist ever observed a system of organization calculated to produce pain and disease ; or, in explaining the parts of the human body, ever said, this is to irritate, this to inflame, this duct is to convey the gravel to the kidneys, this gland to secrete the humour which forms the gout. If, by chance, he come to a part of which he knows not the use, the most he can say is, that it is useless ; no one ever suspects that it is put there to incommode, to annoy, or to torment."¶

When the direct object of all the great contrivances of nature, then, is so manifestly for beneficial purposes, it would be reasonable, even though no advantage could be traced, as the consequence of the occasional evils of life, to ascribe these rather to purposes unknown to us, than to purposes that were malevolent. If the inhabitant of some other planet were to witness the kindness and solicitude of a father for his child in his long watchfulness of love, and were then to see the same parent force the child, notwithstanding its cries, to swallow some bitter potion, he would surely conclude, not that the father was cruel, but that the child was to derive benefit

|| Essay on Man, Ep. i. v. 189-204.

¶ Moral and Political Philosophy, book ii, chap. v.

from the very potion which he loathed. What that benefit was, indeed, it would be impossible for him to conceive, but he would not conceive the less that the intention was benevolent. He would feel his own ignorance of the constitution of things on earth, and would be confident, that if he knew this constitution better, the seeming inconsistency of the affection, and the production of suffering, would be removed.

Such a presumption would be reasonable, even though we were incapable of discovering, in many cases, the advantage to which the seeming evil is subservient. It is very evident, that he only who knows all the relations of the parts of the universe, can justly appreciate the universe, and say with confidence of any part of it—it were better that this had not been. In our state of partial and very limited knowledge, if we say this of any part of the wonderful mechanism, we may perhaps say it of, that, which not being, the happiness of millions would have been destroyed; we may say it even of that, the loss of which would be the confusion of all the systems of the universe.

> Let earth unbalanced from her orbit fly,
> Planets and suns run lawless through the sky;
> Let ruling angels from their spheres be hurled,
> Being on being wrecked, and world on world;
> Heaven's whole foundations to their centre nod,
> And nature tremble to the throne of God.
> All this dread order break, for whom? for thee?
> Vile worm! Oh! madness, pride, impiety!**

What should we think of him, who, fixing his whole attention on the dim figures in the background of a great picture, should say, that the artist had no excellence, because these figures had little resemblanc to the clear outline of the men and horses that seemed intended to be represented by them! All which would be necessary to vindicate the artist, would not be to make the slightest alteration in these figures, but to point out to the observer the foreground, and to bid him comprehend the whole picture in a glance. The universe is, if I may so express it, such a picture, but a picture far too large to be comprehended in our little gaze; the parts which we see have always some relation to parts which we do not see; and if all these relations could be seen by us, there can be no doubt that the universe would then appear to us very different, as different, perhaps as the picture seems to him who has looked only on the background, and who afterwards surveys the whole.

All reasoning of this kind, however that is founded merely on our impossibility of accurate knowledge, is, I am aware, and am ready to admit, of little weight, unless where there is so decided a superiority of good or evil in the parts that may be conceived to be in a great measure known, as to leave no reasonable doubt as to the nature of the parts or relations of parts that are unknown. It is on this account, and on this account only, I consider it as of peculiar force in the present instance; for I surely need not say, after the remarks already made, how strong are the appearances of benevolent intention in the system of the universe, in all those manifest contrivances, of which we are able clearly to discover the object.

The divine Being who has contrived a system, that must thus on every hypothesis, be allowed to be productive of much good to man, must be benevolent, malevolent, or indifferent, or capriciously benevolent and malevolent. That he is not indifferent, every contrivance itself shows. That he is not capricious, is shown by the uniformity of all the laws of nature, since the world has been a subject of human observation. That he is not malevolent, the far greater proportion of the marks of benevolent intention sufficiently indicates; and since his benevolence, therefore, is not capricious, the only remaining supposition is, that it is the permanent character of the divine mind.

The presumption, then, as to the goodness of God, even in the apparent evil of the system in which man is placed, would be a reasonable presumption, though, with our limited comprehension, we were incapable of discovering the advantages that flow from these particular seeming evils. What we see clearly might be regarded as throwing light on other parts of the immense whole, which are too dim for our feeble vision.

When a fair estimate, then, has been made of all the indications of the moral character of its author, which the universe exhibits, it is logically wise to infer, in many cases, a goodness that is not immediately apparent in the particular results. But, feeble as our faculties are, they are not so weak of vision and comprehension as to be incapable of distinguishing many of the relations of apparent evil to real good. There are many evils, that is to say, qualities productive of uneasiness, which the ignorant, indeed, might wish removed, but which those who have a little more knowledge would wish to continue, though the continuance or the disappearance of them depended on their mere will; and every discovery of this sort which we make, adds new force to that general presumption of goodness, which even though we had been incapable of making any such discovery, would have been justified by the general character of benevolent intention, in the obvious contrivances of the universe. In treating of our appetites, I took occasion to explain to you the importance of the uneasy feelings which form a part of them. The ignorant, perhaps, might wish these removed, merely because they are uneasy feelings, though it is only as uneasy feelings they are valuable. The evils which we too might wish removed, are, perhaps, as important in their general relations, which we do not perceive, as hunger and thirst are in those relations, of which the vulgar do not think, and may almost be said, from their habits, to be incapable of thinking.

The analogy of many of the ills of life in their beneficial relation to our pains of appetite, is, indeed, very striking. Without the uneasiness of ungratified desire in general, how feeble, in many cases, would be the delight of the gratification itself! He, certainly, would not consult well for human happiness, by whom every human desire, if it were in his power, would be rooted from the breast. —Brown.

ব্রহ্মসঙ্গীত

কামোদ রাগিনী

কেন অচেতন, চিরজীবন মোহ নিদ্রা-হতে উঠ। দেখ আনন্দাকর জ্ঞান নেত্র খুলিয়া, সুখ হইবে অপার।

** Pope's Essay on Man, Ep. i. v. 251—258.

বিজ্ঞাপন

গত ১১ ফাল্গুণের বিশেষ সভার আদেশ অনুসারে পশ্চাল্লিখিত প্রস্তাব সকল বিচার জন্য আগামি ১৪ চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘণ্টায় সময়ে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে বিশেষ সভা হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা আগমন করিবেন।

প্রস্তাব

১—প্রতি সভ্য সভা প্রবেশ দক্ষিণা স্বরূপ এক টাকা দিবেন।

২—যাঁহারা মাসিক দাতব্য চারি আনা স্বাক্ষর করিবেন তাঁহারা দ্বাদশ মাসের দাতব্য অগ্রে দিবেন; অগ্রে না দিলে প্রতি মাসে পাঁচ আনা দিতে হইবেক।

৩—প্রতি সভ্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হয়েন।

৪—যদি কোন সভ্য তিন মাসের মধ্যে সভা প্রবেশ দক্ষিণা বা দ্বাদশ মাসের মধ্যে মাসিক দাতব্য না দেন এবং অধ্যক্ষেরা তাঁহাকে সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত করিতে সম্মত হয়েন, তবে তিনি সভ্য মধ্যে গণ্য হইবেন না।

৫—যিনি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক সভ্য শ্রেণী হইতে রহিত হইবেন, তাঁহার অঙ্গীকার পত্রের টাকা তিন মাসের মধ্যে আদায় না হইলে যদি অধ্যক্ষদিগের মত হয় তবে তাঁহার সেই সমুদয় অঙ্গীকার পত্র রহিত হইবেক।

৬—অধ্যক্ষের ক্ষমতা কর্ম্মাধ্যক্ষের প্রতি অর্পিত থাকে।

৭—কর্ম্মাধ্যক্ষ ও সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ সভা হইতে অধ্যক্ষদিগের প্রস্তাবে নিযুক্ত হইবেন।

৮—ব্রাহ্ম মধ্যে যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হইতে অক্ষম, তাঁহারা যদি পত্রিকা পাইতে প্রার্থনা করেন, তবে তাঁহারদিগকে পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রদান করা যায়।

৯—নিয়ম পত্রের পঞ্চম সংখ্যক নিয়মের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ সংখ্যক নিয়ম উল্লেখিত হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারি সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দে তত্ত্ববোধিনী সভার ধনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, সে অঞ্চলের সভ্যগণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বংশবাটীর কর্ম্মকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, সে অঞ্চলের সভ্যগণ তাঁহার নাম স্বাক্ষরিত অঙ্গীকার পত্র প্রাপ্ত হইলে স্ব স্ব মাসিক দাতব্য প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

১৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রয়োজন হইয়াছে, অতএব কেহ তাহা তত্ত্ববোধিনী সভাতে প্রেরণ করিলে তাহার মূল্য এক টাকা তাঁহাকে প্রদান করা যাইবেক।

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তত্ত্ববোধিনী সভা সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নির্ঘণ্ট পত্র

১ সংখ্যা

পৃষ্ঠ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের ভূমিকা ১
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান... ২
ঐ ৩
বংশবাটীগ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপন বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা ৪
বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করা গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য ৬
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ... ৭

২ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী সভার অভিপ্রায় বিষয় ৯
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ১০
বংশবাটীগ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপন বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা ১১
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ১৩

৩ সংখ্যা

ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে আশঙ্কার নিরাকরণ ১৭
রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ২১
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ২২

৪ সংখ্যা

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং পূ জ্ঞানের বিষয় ২৫
পরকাল প্রমাণ ২৭
রামমোহন রায় কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক ২৮
কতিপয় হিতোপদেশ ৩২

৫ সংখ্যা

স্বদেশীয় বিজ্ঞ যুবকদিগের প্রতি উপদেশ ৩৩
জগতের আশ্চর্য্য রচনা ৩৩
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৩৫
সত্য বিষয়ক বক্তৃতা ৩৮
যৌবনকালের বিষয় ৪০
পরমেশ্বর অশরীরি বিষয় ৪০

৬ সংখ্যা

পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিত্ব বিষয় ৪১
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৪২
ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক ৪৫
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ৪৭

৭ সংখ্যা

মনুষ্যের সংসর্গ বিষয় ৪৯
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক ১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান ৫০
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৫২
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ৫৫

৮ সংখ্যা

১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসম প্রথম বক্তৃতা ১৬ ১৩২
... ১৭ ১৩৯
বর্ণাশ্রমাচার বিশিষ্ট এবং বর্ণাশ্রমাচার রহিত ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার বিষয়ে শ্রীধর ন্যায়রত্ন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান .. ৬০
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৬১

৯ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আনুবৃদ্ধির বিষয় ... ৬৫
১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বক্তৃতা ৬৫
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৬৮
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ৭০
ঈশ্বরের নিত্যত্ব বিষয়ে আশঙ্কা নিরাকরণ ৭১
আত্মজ্ঞানে অধিকার বিষয় [সংস্কৃত] ৭২
ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম ৭২

১০ সংখ্যা

১৭৬৫ শকের সাম্বৎসরিক সভার সংবাদ ৭৩
ব্রহ্মসঙ্গীতের ভূমিকা ৭৫
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৭৮

১১ সংখ্যা

পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয় ৮১
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৮৪
কনিষ্ঠাধিকারিদিগের উপাসনা বিষয় ... ৮৮

১২ সংখ্যা

স্বদেশের প্রতি প্রীতি বিষয় ৮৯
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ..., ... ৯২

১৩ সংখ্যা

মদিরাপানের বিষয় ৯৭
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক ৯৮
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১০০
ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বনের বিষয় ১০২
তত্ত্ববোধিনী সভার বিষয় (ইংরাজিতে) ... ১০৩

১৪ সংখ্যা

দুষ্কর্ম্মের বিষয় ১০৫
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১০৬
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১০৮
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম ১৭৬৬ শক ... ১০৯
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন (ইংরাজিতে) ১১২

১৫ সংখ্যা

দুর্গোৎসবের বিষয় ১১৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১১৯
ব্রহ্মোপাসনার বিধি ১২১
ব্রহ্মসঙ্গীত সমূহ ১২৪

১৬ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদিগের বিশ্বাস ১২৫
ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা ১২৭
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ১২৯
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ ১৩২

১৭ সংখ্যা

সাকার উপাসনা বিষয় ১৩৩

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৩৫
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ... ১৩৭
নীতিজ্ঞান ... ১৩৮
পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং নিরাকার ... ১৩৯
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ ১৩৯

১৮ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার বিবরণ ... ১৪১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৪৪
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ... ১৪৫
স্ত্রী শূদ্রদিগের বেদ পাঠে অনধিকার বিষয়ে প্রেরিত পত্র এবং সম্পাদকের উক্তি ... ১৪৮

১৯ সংখ্যা

১৭৬৭ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বিষয় ১৪৯
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৫১
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ১—২ শ্লোক ... ১৫২
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন (ইংরাজিতে) ... ১৫৩

২০ সংখ্যা

খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয় ... ১৫৭
বিদ্যামোদিনী সভার বক্তৃতা ... ১৫৮
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৫৯
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ৩—৬ শ্লোক ... ১৬০
প্রেরিত প্রশ্ন ... ১৬২
তত্ত্ববোধিনী সভার বক্তৃতা ... ১৬৩
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু সংবাদ ... ১৬৪
ব্রহ্ম সঙ্গীত ... ১৬৪

২১ সংখ্যা

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত ... ১৬৫
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৬৭
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ৭—৮ শ্লোক ... ১৬৯
প্রেরিত প্রশ্ন ... ১৭০

২২ সংখ্যা

উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খ্রীষ্টান হওনের বিবরণ ... ১৭৩
মিশনরিদিগের প্রতিপক্ষে পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব ... ১৭৫
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৭৭
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ৯—১১শ্লোক ... ১৮১
উমেশচন্দ্র সরকারের খ্রীষ্টান হইবার বিষয় [ইংরাজিতে] ... ১৮২

২৩ সংখ্যা

মিশনরিদিগের প্রতিপক্ষে পাঠশালা স্থাপন বিষয় ১৮৫
শীল বাবুর অবৈতনিক বিদ্যালয় বিষয় ... ১৮৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৮৮
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ১২—১৯ শ্লোক ... ১৮৯
প্রেরিত প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর ... ১৯২
ঐ ঐ ... ১৯৪
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের জন্য স্বীকৃত দান ... ১৯৫

২৪ সংখ্যা

মদ্য পানের বিষয় ... ১৯৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ১৯৯
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের বিষয় ... ২০১
কলিকাতা রিবিউ গ্রন্থের ষষ্ঠ সংখ্যাতে বৈদান্তিকদিগের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন ... ২০২

২৫ সংখ্যা

এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থার বিষয় ... ২০৫
নরবলি বিষয় ... ২০৭
কঠোপনিষৎ প্রথমাবল্লী ২০—২৯ শ্লোক ... ২০৮
প্রেরিত প্রশ্ন ... ২১২
২৩সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কঠোপনিষদের দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য ঘটিত প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর ... ২১৩
বেদান্তের সার মর্ম্ম ... ২১৪
ব্রহ্ম স্তোত্র ... ২১৫
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধনের বিজ্ঞাপন ... ২১৬

২৬ সংখ্যা

অসৎসঙ্গ বিষয় ... ২১৭
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ২১৮
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১—৪ ... ২১৯
সিদ্ধুঘোটক ... ২২০
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন (ইংরাজিতে) ... ২২১

২৭ সংখ্যা

দুর্গোৎসবের বিষয় ... ২২৯
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ২৩২
প্রেরিত প্রশ্ন ... ২৩৩
তত্ত্ববোধিনী সভার নিয়ম১৭৬৭ শক ... ২৩৪

২৮ সংখ্যা

প্রশংসা লাভের বিষয় ... ২৩৭
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ৫—৯ শ্লোক ... ২৩৮
সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা ... ২৪০
প্রেরিত প্রশ্ন ... ২৪১

২৯ সংখ্যা

রেশেনেল এনালিশিশ আব দি গস্পেল পুস্তক বিষয় ... ২৪৫
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১০—১৩ শ্লোক ২৪৮
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ২৫০
বনমানুষ ... ২৫১
খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় লোকের সংখ্যা ... ২৫২
হিন্দুহিতার্থি বিদ্যালয়ের সংগৃহীত ধনের বিজ্ঞাপন ... ২৫২

৩০ সংখ্যা

এদেশীয় বর্ত্তমান ধর্ম্ম এবং বিদ্যা শিক্ষার বিষয় ২৫৩
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষা বিষয় ... ২৫৫
কঠোপনিষৎ দ্বিতীয়াবল্লী ১৪—১৫ শ্লোক ... ২৫৬
সংক্ষেপ ব্রহ্মোপাসনা ... ২৫৭
বালকে— পত্তি উক্তি ... ২৫৮
... ২৫৯

অকারাদি বর্ণক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নির্ঘণ্ট পত্র

	সংখ্যা	পৃষ্ঠ
প্রেরিত প্রশ্ন	২৮	২৪১
" "	৩৩	২৮৬
" "	৪২	৪১৫
প্রেরিত পত্র	৩৪	২৫৯
" "	৩৫	৩০৮
" "	১৮	১৪৮
" "	৪৩	৪৫৬
" "	৪৪	৪৮৯
বালকের প্রতি উক্তি	৩০	২৫৮
ব্রহ্মসংগীতের ভূমিকা	১০	৭৫
ব্রহ্মসংগীত	১৫	১২৪
" "	২০	১৬৪
" "	৩৮	৩৪৯
" "	৩৬	৩১৫
" "	৪১	৪০০
" "	৪৪	৪৮৩
ব্রহ্ম স্তোত্র	২৫	২১৫
ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি	১১	৮১
ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারি নিরূপণ [সংস্কৃত]	৯	৭২
ব্রহ্মোপাসনার বিধি	১৫	১২১
ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন বিষয়	১৩	১০২
ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি বিষয়	৪১	৩৯৭
" "	৩৩	২৭৭
" "	৩৪	২৮৯
ব্রাহ্মসমাজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক	৬	৪৫
ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম	৯	৭২
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	১৪	১০৬
" "	১৫	১১৯
" "	১৬	১২৭
" "	১৭	১৩৫
" "	১৮	১৪৪
" "	১৯	১৫১
" "	২০	১৫৯
" "	২১	১৬৭
" "	২২	১৭৭
" "	২৩	১৮৮
" "	২৪	১৯৯
" "	২৬	২১৮
" "	২৭	২৩২
" "	২৯	২৫০
" "	৩৮	৩৪৪
" "	৪২	৪১১
ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যান	১	২
" "	১	৩
" "	২	১০
" "	৩	২১
" "	৮	৬০
" "	৭	৫০
মদ্য পানের বিষয়	১৩	৯৫
"	২৪	১৯৭
মনুষ্যের সংসর্গ কর্ত্তব্যতা	৭	৪৯
মহানির্ব্বাণ তন্ত্রান্তর্গত অষ্টমোল্লাসের সংগ্রহ	১৬	১৩২
মহাভারতীয় শ্লোক	৩০	২৫৯
" "	৩১	২৬৬
" "	৩২	২৭৫
" "	৩৪	২৯২
" "	৩৫	৩০৭
" "	৩৬	৩২৩
" "	৩৭	৩৩৬
" "	৪০	৩৭৭
" "	৪১	৩৯৮
মান্দ্রাজে খ্রীষ্টানদিগের অত্যাচার বিষয়	৪০	৩৭১
মুণ্ডকোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ	৩৯	৩৫৬
মোহমুদ্গারের শ্লোক	৪০	৩৭৮
"	৪১	৩৯৯
যোগিদিগের বিবরণ	৪৪	৪৬১
যৌবন কালের কর্ত্তব্যতা বিষয়	৫	৪০
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত	২১	১৬৫
রামমোহন রায় কৃত বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক	১	৭
" "	২	১৩
রামমোহন রায় কৃত মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষা বিবরণের ভূমিকার চূর্ণক	৩	২২
" "	৪	২৮
রামমোহন রায় কৃত গ্রন্থের চূর্ণক	৫	৩৫
" "	৬	৪২
" "	৭	৫২
" "	৮	৬১
" "	৯	৬৮
" "	১০	৭৮
" "	১১	৮৪
" "	১২	৯২
" "	১৩	৯৮
রিপুরপ্রবলতা দ্বারা দুষ্কর্ম্মের প্রভাব বিষয়	১৪	১০৫
রেশেনেল এনালিশিশ আব দি গস্পেল পুস্তক বিষয়	২৯	২৪৫
লুইন সাহেবের প্রতিষ্ঠা পত্র	৪০	৩৭৪
লুইন সাহেবের উত্তর	৪০	৩৭৫
বনমানুষ	২৯	২৫১
বর্ণের বিবরণ	৩৩	২৭৮
বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ	৩৭	৩৩৪
বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের কতিপয় শ্লোক সম্বন্ধীয় প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর (ইংরাজিতে)	৩৮	৩৫১
বিদ্যামোদিনী সভার বক্তৃতা	২০	১৫৮
বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশের কতিপয় শ্লোকের তাৎপর্য্য	৩৪	২৯১
বেদ শাস্ত্রের প্রাধান্য বিষয়	৪৪	৪৭৪
বেদ শাস্ত্রের বিবরণ	৩৫	৩০১
বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণের কর্ত্তব্যতা	১	৬
বেদান্তের সার মর্ম্ম	২৫	২১৪
বেদান্ত শাস্ত্রের প্রতি অর্পিত দোষের খণ্ডন [ইংরাজিতে]	১৪	১১২
" "	১৯	১৫৩
" "	২৬	২২১